কাপিলাশ্রমীয়

পাতঞ্জল যোগদর্শন।

সূত্র, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ভাষ্যের ভাষা টীকা, সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ,
এবং সাংখ্যীয় প্রকরণমালা সমন্বিত।

সুসংস্কৃত দ্বিতীয় সংস্করণ।

"নহি কিঞ্চিদপূর্বমত্র বাচ্যং ন চ সংগ্রথন কৌশলং মমাস্তি।
অতএব ন মে পরার্থচিন্তা স্বমনোবাসয়িতুং কৃতং ময়েদম্॥
অথ মৎসমধাতুরেব পশ্যেদ্ অপরোঽপ্যেনমতোঽপি সার্থকোঽয়ম্।"

সাংখ্যযোগাচার্য্য
শ্রীমৎ স্বামি-হরিহরানন্দ-আরণ্য-সঙ্কলিত।

কাপিলাশ্রম হইতে—
শ্রীমদ্ ধর্ম্মমেঘপ্রকাশ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সাল ১৩৩২ শক ১৮৪৭ ইং ১৯২৫।

Copyright Registered.

প্রাপ্তিস্থান :—
ম্যানেজার, "কাপিলাশ্রম",
পোঃ নয়াসরাই, হুগলী।

মূল্য ৩।৷৹ টাকা
মাশুল ॥৹

বিভান্তি বিজ্ঞান-বিভানুলিপ্তাঃ
সূত্র-প্রভাস্বন্-মণয়ো নিবদ্ধাঃ ।
শ্রীভাষ্য-চামীকর-ভূষণে হি
বিবেক-মৌলেরবতংসভূতাঃ ॥

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন বাকচি
পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস
৩৮, ৩৮।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাংখ্য-যোগাচার্য্য
শ্রীমৎ স্বামি-হরিহরানন্দ আরণ্য

পরমর্ষি কপিল
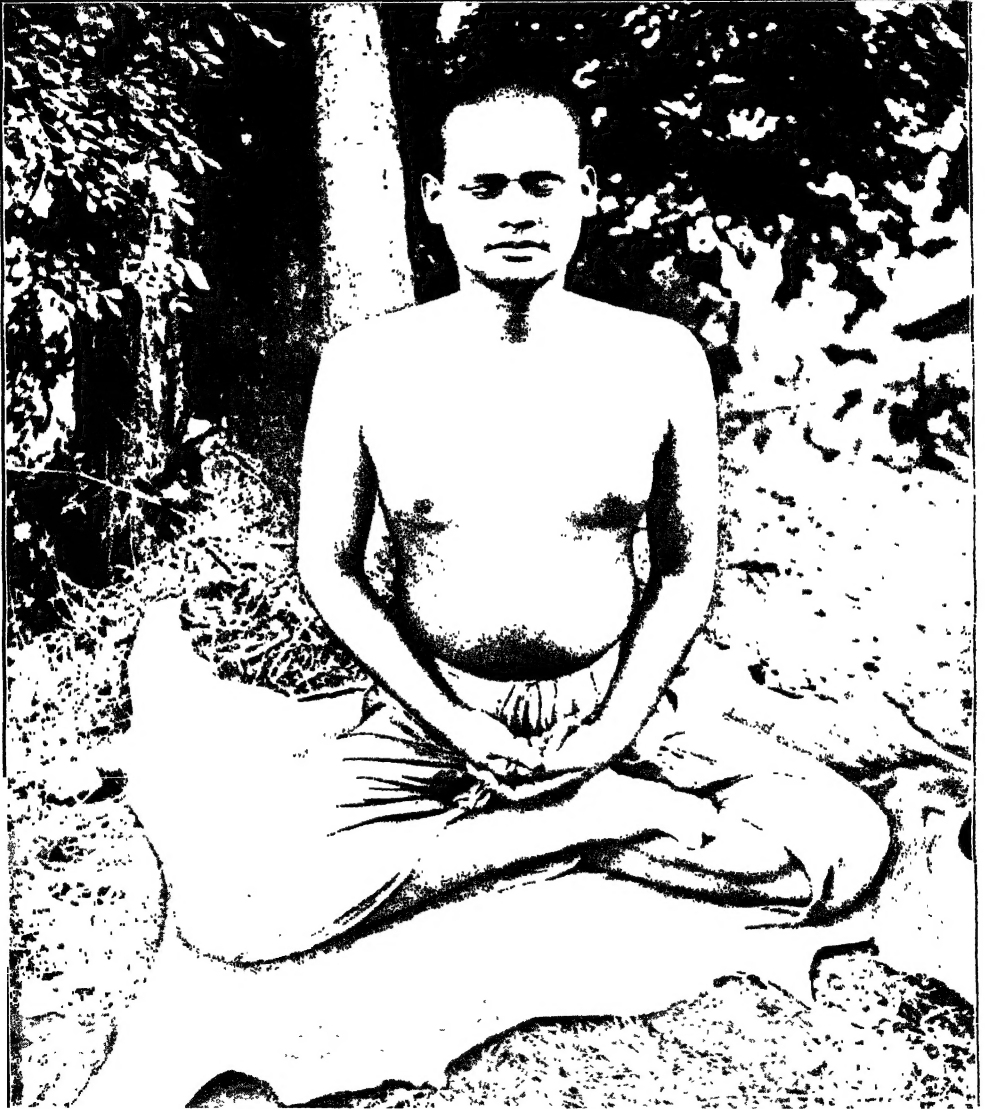
(কাপিলাশ্রমস্থ প্রসিদ্ধ চিত্র দৃ

কাপিলাশ্রমীয় বিক্রেয় ও বিতরণীয় পুস্তক

১। **ধর্ম্মপদং ও অভিধর্ম্মসার।** ভগবদ্ গৌতমবুদ্ধ ভাষিত। পালি হইতে সংস্কৃত শ্লোকে অনূদিত সরল বঙ্গানুবাদ সহ। দ্বিতীয় সংস্করণ। মাশুলাদি ।৶০ ছয় আনা।

২। **সরল সাংখ্যযোগ** (তৃতীয় সংস্করণ)। সমগ্র সাংখ্যকারিকা যতদূর সম্ভব সহজ-বোধ্যভাষায় অন্বয় সহ ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূল্য। ।৶০+/১০ আনা।

৩। **যোগ-সোপান** ইহাতে পাতঞ্জল যোগসূত্রগুলি অন্বয় সহ সরল বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল্য ।০+/০ আনা।

৪। **শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত।** দ্বিতীয় সংস্করণ (যোগসাধন ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রকৃত তথ্য)। ইহাতে ঈশ্বরের প্রকৃত আদর্শ ও সাধন-রাজ্যের প্রকৃত তথ্য সহজবোধ্য ভাষায় গল্পচ্ছলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ।৶ +/০ আনা।

৫। **রাজ-গৃহের ইন্দ্রগুপ্ত ও বৌদ্ধগল্প** (দ্বিতীয় সংস্করণ) : অশোকের সময়ের ধর্ম্মমূলক মনোমুগ্ধকর চিত্র। এরূপ শিক্ষাপ্রদ সদ্ভাবপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাসপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। পাঠ করিতে করিতে হৃদয় সদ্ভাবে পূর্ণ হয়। বৌদ্ধগল্পগুলি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ "অর্থকথা" হইতে অনুবাদিত। মূল্য ॥০+/০ আনা।

৬। **পাঞ্চশিখং সাংখ্যসূত্রম্।** ইহাতে পাঞ্চশিখসাংখ্যসূত্রগুলি, তাহার সংস্কৃত ভাষ্য (দেবনাগরী অক্ষরে) ও ইংরাজী অনুবাদ আছে। মাশুল /০ আনা।

৭। **ধর্ম্মচর্য্যা ও শ্রুতিসার** (সনাতন ধর্ম্মনীতির সার সংগ্রহ)। মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বের সারভূত অনেক শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং উপনিষদের সারাংশ ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মাশুল /০ আনা।

৮। **কাপিলাশ্রমীয় স্তোত্রসংগ্রহঃ।** মাশুল অর্দ্ধআনা।

৯। **পরভক্তি সূত্রম্।** টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ সডাক ৶০ দুই আনা।

সটীক ও সানুবাদ যোগকারিকা এবং সটীক যোগকারিকা এখন সাধারণকে দেওয়া হয় না।

অন্যান্য বিতরণীয় পুস্তক নিঃশেষ হওয়াতে সাধারণকে আর দেওয়া হয় না।

এক টাকার কম মূল্যের পুস্তক লইতে হইলে সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়। গ্রাহকের খরচ বেশী পড়ে বলিয়া ১৲ টাকার কম মূল্যের পুস্তক ভি, পি, তে পাঠান হয় না।

কোন সংবাদ জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিতে হয়।

প্রাপ্তিস্থান : - ম্যানেজার--"কাপিলাশ্রম" পোঃ নয়াসরাই (হুগলী)

যোগদর্শনের প্রশংসাপত্র।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম,

মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, ভট্টপল্লী।

"সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামি হরিহরানন্দ আরণ্যেন সঙ্কলিতং পাতঞ্জলযোগদর্শনং সব্যাস-ভাষ্যং সরল বঙ্গভাষায়ামনূদিতমবলোক্য সঙ্কলয়িতুঃ পণ্ডিতপ্রবরস্য স্বামিনো গভীরবিদ্যাবুদ্ধিনৈপুণ্য-মনুভূয় সুপ্রীতেন ময়া ভাবদিদমুচ্যতে গ্রন্থোঽয়ং যোগজিজ্ঞাসূনা পণ্ডিতানামপ কারিতয়াতীব সমাদর ভাজনং ভবিতুমর্হতি যৎ ভাষ্যানুবাদো হি সরলতয়া স্বল্পধিয়ামপি যোগবিজ্ঞানে সহায়তা-মাদধাতি। ইহ খলু গ্রন্থে যোগসূত্রাণি প্রসঙ্গতঃ সাংখ্যতত্ত্বালোক সাংখ্যীয়প্রকরণমালাপ্রভৃতীনি বিশদীকৃত্য ব্যাখ্যাতানি। কিং বহুনৈতদ্‌গ্রন্থসমালোচনয়া যোগজিজ্ঞাসূনাং যোগবিজ্ঞানবাসনা সফলীভবত্যেবেতি।"

স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি লিখিয়াছেন—

* * যাহা দেখিলাম তাহাতেই বুঝিলাম যোগদর্শন (বা যে কোন দর্শন) এমন আকারে এমন প্রকারে কেহই এতদিন প্রকাশ করেন নাই। যোগতত্ত্ব বুঝাইতে এ গ্রন্থে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণ উপযোগী ও অনুকূল। অধিক কি বলিব অন্য নিরপেক্ষ হইয়াও এ গ্রন্থ আয়ত্ত করা যাইতে পারে। এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাবিশেষণাদি করা হইয়াছে। এ গ্রন্থের আদর না করিবেন এমন পণ্ডিত, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত বা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু নাই। যদি থাকেন তিনি হতভাগ্য, তাঁহার মঙ্গল বহুজন্মে সাধ্য।"

Rai Rajendra Chandra Shastri Bahadur M. A., Translator to the Government of Bengal, Calcutta.

I have carefully gone through portions of the Yogadarshana by Swami Hariharananda Aranya and I consider it a work of raremerit. It is a comprehensive treatise in Bengali on the subject and deserves a careful perusal by all who wish to study Yoga unaided. The exposition of the principles of Yoga as contained in the book is lucid and argues a through mastery of the subject by the author.

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ,

সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্র ধ্যাপক, কলিকাতা।

ভবৎপ্রকাশিত "যোগদর্শনের" অনেকস্থল পাঠ করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। ইদানীন্তন কালে যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক অনুবাদই শব্দানুবাদ; শব্দানুবাদ দ্বারা মূলের তাৎপর্য্যাবগতির সম্ভাবনা নাই। পরন্তু আপনার প্রকাশিত অনুবাদ সেরূপ নহে; ইহা প্রকৃতই অর্থানুবাদ; ইহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দ যোগের স্থূল তাৎপর্য্যাবধারণে সমর্থ হইবেন। বলা বাহুল্য আপনার এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।

পণ্ডিত ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ,

* * যাহা (সাংখ্যতত্ত্বালোক) দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। নব্য সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকারী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি আমি যে সাংখ্যবঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছি তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক উৎকৃষ্ট।

লাহোরের Tribune, Panjabee ও Hope পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

৺ অমৃতলাল রায় সাংখ্যতত্ত্বালোক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

* * বস্তুতই ইহাকে এরূপে ইংরাজীভাষায় গ্রথিত করা চাই যাহাতে যথার্থই একটী অক্ষয় কীর্ত্তির স্তম্ভস্বরূপ (আমার বা আর কাহারও নহে, আর্য শাস্ত্রের) হইয়া দাঁড়াইতে পারে। "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং" এই পুস্তক পড়িয়া যেরূপ উপলব্ধি হয় তাহা আর কিছুর দ্বারা হয় না। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র যে কি অমূল্য পদার্থ ও মানুষের জ্ঞানের চরম সীমায় উপস্থিত তাহা Europeকে বুঝাইবার ইহা প্রধানতম উপায়। * * *"

বর্দ্ধমানের উকিল ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,।

* * "আমি মূর্খ, গ্রন্থের তত্ত্বোপলব্ধি করা আমার সাধ্যাতীত। তথাপি যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কোন্ মহাত্মা আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে এই রত্নোপহার দিয়াছেন তাহা জানি না; হয়ত আমি জানিবার অধিকারী নহি। যাহা হউক গ্রন্থ পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। প্রাণতত্ত্ব পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ও প্রকাশকের নিবেদন।

কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার প্রথম মুদ্রণ অপর একজনকে প্রকাশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং পুনর্মুদ্রণের ব্যয় আশ্রমের সঞ্চিত ছিল না।

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত-প্রায় হওয়াতে ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও কার্সিয়ং নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, সুবোধ চন্দ্র মৈত্র, বলেন্দ্রনাথ ঘোষ, যোগেন্দ্র কুমার সরকার, অবিনাশচন্দ্র সরকার, শ্রীমতী সত্যবালা দেবী প্রভৃতি কয়েকজন শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের জন্য অর্থদান ও সংগ্রহ করাতেই এই কার্য্য সম্ভব হইল। তাঁহাদের উদ্যম এবং আগ্রহ অতীব প্রশংসনীয়। এতদর্থে যাঁহারা যাহা সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই বিশেষরূপে ধন্যবাদার্হ। বিনয় বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমেই এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

সাংখ্যযোগ শাস্ত্রের যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ অধুনা বর্ত্তমান আছে, তাহার এক তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া এ স্থলে বোধ হয় অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না।

পরমর্ষি কপিল সাংখ্যযোগের আদিম বক্তা হইলেও তিনি কোন গ্রন্থপ্রণয়ন করেন নাই। সাংখ্যের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ পঞ্চশিখাচার্য্যের সূত্র। দুর্ভাগ্য বশতঃ অধুনা তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই অমূল্য রত্নরাজির নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটি মাত্র সূত্র আমরা যোগভাষ্যে উদ্ধৃত দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত বার্ষগণ্যাচার্য্যের গ্রন্থ এবং সাংখ্যমতানুসারী অনেক শ্রুতি বর্ত্তমানে লুপ্ত। যোগভাষ্যপাঠে উহাদের বিবরণ জানা যায়।

অধুনা যাহা প্রচলিত আছে সেই সকল গ্রন্থ এই—(১) ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত "সাংখ্যকারিকা"। শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্যকৃত ইহার ভাষ্য। বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্বকৌমুদী' নাম্নী ইহার প্রসিদ্ধ টীকা। 'চন্দ্রিকা' নাম্নী আর একখানি টীকাও আছে। (২) "ষড়ধ্যায় সাংখ্যসূত্রম্"—ইহার ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু * ও বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্ট। মহাদেব বেদান্তী এবং নাগেশ ভট্টকৃত বৃত্তিও আছে। (৩) "কাপিল সূত্রম্' বা তত্ত্বসমাসসূত্রম্" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহার এক অপ্রাচীন টীকা আছে। প্রাচীন কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। (৪) বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত "সাংখ্যসারঃ"।

---

* বিজ্ঞানভিক্ষু—এই নামের 'ভিক্ষু' শব্দ দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা। "যোগবার্ত্তিকে" তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—"ভূদেবৈঃ বিজ্ঞান বিজ্ঞৈঃ"—অতএব তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নামই ছিল বিজ্ঞানভিক্ষু। 'ভিক্ষু' শব্দ উপাধি বা পদবী নহে, উহা তাঁহার নামেরই অঙ্গ। 'দেবদত্ত' বলিলে যেমন 'দত্ত' উপাধিধারী ব্যক্তি বিশেষকে বুঝায় না, তদ্রূপ। তিনি ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বের লোক। বৌদ্ধ ধর্ম্ম তখন ভারত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। তাঁহার রচিত গ্রন্থসকল এবং তাঁহার মত সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত এবং তিনি যে অন্যান্য শাস্ত্রকারদের ন্যায় আস্থাবান্ ছিলেন তাহা তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থপাঠ করিলেই জানা যায়। বহুস্থলে তিনি হিন্দুমত বিরোধী বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াও গিয়াছেন।

অনিরুদ্ধ ভট্টকেও কেহ কেহ অনুরুদ্ধ নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত গোল করেন।

পাতঞ্জল যোগ সম্বন্ধীয় প্রচলিত গ্রন্থ যথা (১) মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত যোগসূত্রম্। 'সাংখ্য-প্রবচনম্' নামে খ্যাত ইহার ভাষ্য মহর্ষি বেদব্যাসকৃত। বাচস্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতির টীকার নাম "তত্ত্ববৈশারদী" এবং বিজ্ঞান-ভিক্ষুর টীকা 'যোগবার্ত্তিক' নামে খ্যাত। 'মণিপ্রভা' নামে রামানন্দ যতি কৃত একখানি টীকাও আছে। (২) ধারেশ্বর রণরঙ্গমল্ল ভোজরাজ কৃত—যোগসূত্রের "রাজমার্ত্তণ্ড বৃত্তি"। (৩) বিজ্ঞান ভিক্ষু রচিত "যোগসারসংগ্রহঃ"। ইহা ব্যতীত মহাভারতের সর্ব্বত্রই সাংখ্যযোগের অতি সারবৎ বিবরণ আছে।

সাংখ্যযোগ সম্বন্ধীয় ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থব্যতীত এই গ্রন্থের প্রণেতা পূজনীয় শ্রীমদাচার্য্য-স্বামীজি-বিরচিত তদ্বিষয়ক আর যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ কাপিলাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যথা,—(১) সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ (ইহা এই গ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে)। (২) যোগকারিকা, সটীকা। (৩) পাঞ্চশিখং সাংখ্যসূত্রম্—সভাষ্যম্। ইহাতে যোগভাষ্যে উদ্ধৃত পঞ্চশিখের এবং অন্যান্য প্রাচীন আচার্য্যদের সাংখ্যসম্বন্ধীয় সূত্র এবং বচন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৪) "পরভক্তি সূত্রম্"—সটীকম্। ইহাতে সাংখ্যযোগের অনুমত বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল সূত্র ও ভাষ্য রচিত হইয়াছে তাহাদের প্রাচীন ব্যাখ্যান থাকিলে তবেই ঐ সকল মূল গ্রন্থের সম্যক্ তত্ত্বোপলব্ধির সৌকর্য্য হয়। দুঃখের বিষয় যোগ ভাষ্য রচিত হইবার পর বিন্ধ্যবাসী আচার্য্য আদি যে সব প্রতিভাশালী সাংখ্যযোগী আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের রচিত কোনও গ্রন্থ বর্ত্তমানে প্রাপ্তব্য নহে।

পরবর্ত্তী টীকাকারদের মধ্যে বাচস্পতি মিশ্রই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার ব্যাখ্যা অতি সমীচীন। প্রাচীন মৌলিক লেখকদের ন্যায় তত গভীরতা না থাকিলেও উহা টীকা হিসাবে অনবদ্য এবং ভাষ্যার্থ সাধারণকে বুঝাইবার পক্ষে সর্ব্বথা উপযোগী। কিন্তু তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিত মাত্র ছিলেন। আচরণশীল সাংখ্যযোগী ছিলেন না। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সাংখ্যযোগের বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিতে পারেন নাই এবং ভাষ্যাদির ব্যাখ্যানের জন্য কোন মৌলিক কথা বলিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুত মোক্ষসাধনে উৎসর্গীকৃত-জীবন একনিষ্ঠ মেধাবী সাধকের পক্ষেই উহা সম্ভব।

বিজ্ঞপাঠকগণ এই গ্রন্থে শত শত অর্থাবিষ্কার, যোগ ও সাধন সম্বন্ধে অজ্ঞাতপূর্ব্ব শত শত তত্ত্ব এবং নবোদ্ভাবিত অনেকানেক যুক্তি প্রণালী দেখিতে পাইবেন। ফলতঃ সেই সুদূর প্রাচীনকালে রচিত ভাষ্য—সম্যক্ ব্যাখ্যানাভাবে যাহার অর্থ অনেকস্থলে অস্পষ্ট ছিল, এই গ্রন্থস্থ ব্যাখ্যানের সাহায্যে তাহা সগৌরবে উদ্ভাসিত হইয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞান রাজ্যে মানব যে সব উচ্চতত্ত্ব এপর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছে তাহার শীর্ষস্থানীয় সিদ্ধান্ত সকলের সামঞ্জস্য এবং ভাষ্যের পর সাংখ্যযোগ সম্বন্ধীয় অভিনব তত্ত্বাবিষ্কার পাঠক এই গ্রন্থেই দেখিতে পাইবেন।

সাংখ্যযোগরূপ মোক্ষশাস্ত্র বিষয়ী লোকদের দ্বারা উপদিষ্ট হইবার যোগ্য নহে। অসাধক ব্যক্তিরা এসব বিষয়ে লিখিতে গেলে প্রায়ই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করেন, এবং মূল গ্রন্থ হইতে এক পদও এদিক্ ওদিক্ যাইতে পারেন না। যদিও বা চেষ্টা করেন তাহাহইলে সেই অংশ প্রায়ই অসমীচীন হয়।

মীমাংসাদি দর্শন শাস্ত্রের ন্যায় কেবল প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যানকৌশলরূপ অপ্রতিষ্ঠ তর্কমাত্র ইহার সম্বল নহে। তাদৃশ পঠন-পাঠন হইতে সাংখ্যযোগবিদ্যা উদ্ভূত হয় নাই, হওয়া সম্ভবও নহে। কঠোর সাধনসঞ্জাত উপলব্ধিই এই শাস্ত্রের মূল, কেবল পাণ্ডিত্য মাত্র নহে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে এই গ্রন্থোক্ত বিশুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যান ও অভিনব আবিষ্কার সকল সেইরূপ সাধনোদ্ভূত উপলব্ধিরই ফল। শ্রেষ্ঠসিদ্ধির জন্য শ্রেষ্ঠ সাধনার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা-বিদ্যাদি লইয়া অনন্যচেতা হওত মোক্ষের সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলে এবং অসাধারণ মেধা ও তীব্র সংবেগ থাকিলে তবেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ে ঐরূপ সূক্ষ্ম জ্ঞান হইতে পারে এবং সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা উপদিষ্ট শাস্ত্র এবং শাস্ত্রব্যাখ্যানই "ত্রিবিধদুঃখাদত্যন্ত-নিবৃত্তিঃ" রূপ পরম কল্যাণকর বিষয়ে প্রকৃত সহায়ক হয়। মোক্ষবিদ্যারূপ গিরীন্দ্রশীর্ষে স্থিত সূত্ররূপ অমল শুভ্র হিমানী বিগলিত হইয়া সেই অতীত যুগে যে ভাষ্যরূপ পূতধারার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই আজ মহামতি আচার্য্যদেবের ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধারণ্যে প্রবাহিত।

শিশিক্ষুদের ধীশক্তির কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করা এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বা এই বিদ্যার ফল নহে। পরন্তু শত শত নরনারী ইহার সাহায্যে যোগরূপ পরম ধর্ম্মে ("অয়ন্তু পরমোধর্ম্মঃ যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্") আস্থাবান্ হইয়া স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী সাফল্যলাভ করিয়া শান্তি পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। এই শান্তিলাভই মনুষ্য জীবনের আদর্শ এবং সেই শান্তিদানই সাংখ্যযোগরূপ মোক্ষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ইতি—

আষাঢ়, ১৮৪৭ শক
কাপিল আরাম
কার্সিয়ং
১৩৩২। ১৯২৫

কাপিলাশ্রমীয়
শ্রীধর্ম্মমেঘ ব্রহ্মচারী

সমগ্র সূচী।

ভারতীয় মোক্ষদর্শনের ইতিহাস (১)—(১২)

যোগদর্শন (বর্ণানুক্রমিক সূচী দ্রষ্টব্য) ১—২৬৭

১ম পরিশিষ্ট—সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ ২৬৮—৩৭১

উপক্রমণিকা	২৬৮
মঙ্গলাচরণম্	২৭১
পুরুষতত্ত্বম্ (প্রকরণ ১—৮)	২৭১
প্রধানতত্ত্বম্ (৯)	২৭৬
গ্রহীতা—ব্যবহারিক (১০)	২৭৭
গুণানাং বৈষম্যম্ (১১—১২)	২৭৮
ত্রৈগুণ্যম্ (১৩)	২৭৯
মহত্তত্ত্বম্ (১৪—১৬)	২৮০
অহঙ্কারঃ (১৭)	২৮১
মনঃ (১৮)	২৮১
অন্তঃকরণম্ (১৯)	২৮২
জ্ঞানাদি স্বরূপম্ (২০)	২৮২
গুণানাম্ পরিণামৈকত্বম্ (২১)	২৮২
জ্ঞানাদিষু গুণসংযোগঃ (২২— ২৫)	২৮২
চিত্তম্ (২৬)	২৮৪
প্রখ্যাদীনাং পঞ্চভেদাঃ (২৭)	২৮৪
চিত্তেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চত্বকারণম্ (২৭)	২৮৫
প্রমাণম্ (২৮)	২৮৫
অনুমানাগমৌ (২৯)	২৮৬
প্রত্যক্ষ জ্ঞান লক্ষণম্ (৩০)	২৮৬
স্মৃতিঃ (৩২)	২৮৭
বিকল্পঃ। দিক্কালৌ (৩৩)	২৮৭
বিপর্য্যয়ঃ (৩৪)	২৮৮
সঙ্কল্প-কল্পন-কৃতি-বিকল্পন	
চিত্তচেষ্টাঃ (৩৫)	২৮৮
সুখাদি-অবস্থাবৃত্তয়ঃ (৩৬ - ৩৯)	২৯০
চিত্তব্যবসায়ঃ (৪০)	(২৯১)
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি (৪১—৪২)	২৯২
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (৪৩)	২৯৩
প্রাণোদান-ব্যানাপানসমানাঃ ৪৪-৫১	২৯৪
বাহ্যকরণেষু গুণসংযোগঃ (৫২)	২৯৮
বিষয়ঃ (৫৩)	২৯৮
বোধ্যত্ব-ক্রিয়াত্ব-জাড্যধর্ম্মা (৫৪ - ৫৫)	২৯৮
ভূততত্ত্বম্ (৫৬—৫৭)	৩০০
আকাশাদিষু গুণসংযোগ (৫৮)	৩০১
তন্মাত্রতত্ত্বম্, তৎকারণঞ্চ (৫৯ - ৬১)	৩০২
বৈরাজাভিমানঃ (৬২—৬৩)	৩০৪
দিক্-কাল স্বরূপম্ (৬২)	৩০৫
ভৌতিক স্বরূপম্ (৬৪)	৩০৫
সর্গপ্রতিসর্গৌ (৬৫—৬৬)	৩০৬
বিরাজভিমানাৎ সর্গঃ (৬৭—৬৮)	৩০৭
কাঠিন্যাদীনাং মূলতত্ত্বম্ (৬৯)	৩০৮
ভৌতিক সর্গঃ (৭০)	৩০৯
লোকাঃ (৭১)	৩১০
প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভঃ (৭২)	৩১১
প্রাণ্যুৎপত্তিঃ পুংস্ত্রীভেদাঃ (৭২)	৩১২
অভিব্যক্তিবাদ	৩১৫
পারিভাষিক শব্দার্থ	৩১৬
সংক্ষিপ্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার (§ ১)	৩১৭
সাংখ্য ও যোগী (§ ৮)	৩২২
জ্ঞান যোগ (§ ৮)	৩২২
ক্ষণতত্ত্ব ও ত্রিকালজ্ঞান (§ ৯—১১)	৩২৬
অলৌকিক শক্তি (§ ১২)	৩৩০
পরমাণু তত্ত্ব (§ ১২ পাদটীকা)	৩৩০

দেহাত্মক অভিমানের লক্ষণ ৩৩২
সাংখ্য সর্ব্বমূল ৩৩৪
তত্ত্বসাধনের বিশ্লেষ প্রণালী ৩৩৬
তত্ত্বসাধনের অনুলোম প্রণালী ৩৪২
লোকসংস্থান ৩৫০
কর্ম্মতত্ত্ব ৩৫২—৩৬৬
লক্ষণ ৩৫২
কর্ম্মসংস্কার ৩৫৩
বাসনা ৩৫৪
কর্ম্মাশয় ৩৫৫
কর্ম্মফল ৩৫৬
জাতি বা শরীর ৩৫৭
আয়ু ৩৬০
ভোগফল ৩৬২
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ৩৬৪
বহুরত্নমালা ৩৬৭

২য় পরিশিষ্ট—সাংখ্যীয় প্রকরণমালা ৩৭২

১ পঞ্চভূত প্রকৃত কি ? ৩৭২
২ মস্তিষ্ক ও স্বতন্ত্র জীব ৩৭৮
৩ প্রকৃতি বা অনাত্মভাবের মূল উপাদান ৩৮৫
৪ মূলে এক কি বহু ? (পুরুষবহুত্ব) ৩৯১
৫ পুরুষ বা আত্মা ৩৯৮
৬ সত্য ও তাহার অবধারণ ৪১৪
আপেক্ষিক সত্য
কূটস্থ সত্য
সত্যের অবধারণ
আপেক্ষিক, আর্থিক
আপেক্ষিক, পারমার্থিক
কূটস্থ সত্য
৭ শান্তিসন্তব ৪২১
৮ শাঙ্কর দর্শন ও সাংখ্য ৪২৬
৯ সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব ৪৫৮
১০ সাংখ্যের ঈশ্বর ৪৮৩
১১ মুমুক্ষা চতুষ্কম্‌. ৪৮৮
১২ সমাধি ষট্‌কম্‌ ৪৮৮
১৩ সমাধি ছক্কং (পালি) ৪৮৮
তত্ত্বেঙ্গিত ৸৶০
ঐ ব্যাখ্যা ১৲

যোগদর্শনের বিষয়সূচী।

অঙ্কসকলের অর্থ—প্রথম অঙ্ক পাদসূচক ; দ্বিতীয় অঙ্ক সূত্রের ভাষ্যসূচক এবং তৃতীয় টীকা-সূচক। যেমন ১।৫ (৩)—প্রথম পাদের পঞ্চম সূত্রভাষ্যের তৃতীয় টীকা।

অ

অকুসীদ ৪।২৯ (১)
অক্রম ৩।৫৪
অক্লিষ্টা ১।৫ (৩)
অঙ্গমেজয়ত্ব ১।৩১ (১)
অণিমাদি ৩।৪৫
অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ ১।৮ (১)
অতিপ্রসঙ্গ ৪।২১ (১)
অতীতানাগতজ্ঞান ৩।১৬ (১)
অতীতানাগত ব্যবহার ৪।১২ (১)
অর্থ ১।১ (৩)
অদর্শন ২।২৩ (৩)
অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্ম ২।১২ (২)
অধিকার ১।১৯ (৪) ; ১।৫০ (২)
অধিকারসমাপ্তির হেতু ৪।২৮ (১)
অধিমাত্র ১।২২ (১)
অধ্যাত্মপ্রসাদ ১।৪৭ (১)
অধ্বভেদ (ধর্ম্মের) ৪।১২ (১) (২)

অনন্তসমাপত্তি ২।৪৭ (১)
অনবস্থিতত্ব ১ ৩০ (১)
অনাদি সংযোগ ২।২২ (১)
অনাভোগ ১।১৫ (২)
অনাশয় (সিদ্ধচিত্ত) ৪।৬ (১)
অনিত্য ২ ৫
অনিয়ত বিপাক ২।১৩ (২) ঋ
অনুগুণবাসনাভিব্যক্তি ৪।৮
অনুমান ১।৭ (৬)
অনুশাসন ১।১ (২)
অন্তঃকরণধর্ম্ম ১।১
অন্তরায় ১।৩০ (১)
অন্তরঙ্গ (সম্প্রজ্ঞাতের) ৩।৭ (১)
অন্তর্দ্ধান ৩।২১ (১)
অন্তাবচ্ছেদ ৩।৫৩ (২)
অন্বয় (ইন্দ্রিয়রূপ) ৩,৪৭ (১)
অন্বয় (ভূতরূপ) ৩,৪৪ (২)
অপবর্গ ২।১৮ (৬) (৭) ২।২৩ (১)
অপরান্তজ্ঞান ৩।২২ (১)
অপরান্তনির্গ্রাহ্য ৪।৩৩ (১)
অপরিগ্রহ ২।৩০ (৫)
অপরিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২।৩৯ (১)
অপরিণামিনী চিৎ ১।২ (৭)
অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম্ম ৩ ১৫ (২)
অপুণ্য ২।১৪ (১)
অপোহ ১।৬ (১) ; ২।১৮ (৭)
অপ্রতিসংক্রম ১।২ (৭) ; ৪।২২ (১)
অপভূত ২।১১ (২)
অভাব ৪।২১ (২)
অভাব প্রত্যয় ১।১০ (১)
অভাবিত-স্মর্ত্তব্য ১।১১ (৩)
অভিধান ১।২৩ (২)
অভিনিবেশ (ক্লেশ) ২।৯ (১)
" (চিত্ত-শক্তি) ১।৬ (১) ; ২।১৮ (৭)
অভিব্যক্তি ৩।১৪ (২)
অভিব্যক্তি (বাসনার) ৪।৮ (১)
অভ্যাস ১।১২ (১) ; ১।১৩
অযুতসিদ্ধাবয়ব ৩।৪৪
অযোগীদের কর্ম্ম ৪।৭ (১)
অরিষ্ট ৩।২২ (১)
অর্থ ৩, ৭ (১)
অর্থবত্ত্ব (ভূতরূপ) ৩.৪৪ (২)
অর্থবত্ত্ব (ইন্দ্রিয়রূপ) ৩।৪৭ (১)
অর্থমাত্রনির্ভাস ৩।৩ (১)
অলব্ধভূমিকত্ব ১।৩০ (১)
অলিঙ্গ ১।৪৫ (১) ; ২।১৯ (১) ও (৬)
অবয়বী ১।৪৩ (৫)
অবস্থাপরিণাম ৩,১৩ (২)
অবিদ্যা (ক্লেশ) ২।3, ২।৫ (২), ২ ২৪
অবিদ্যা (সংযোগহেতু) ২।২৪ (১)
অবিপ্লব ২।২৬ (১)
অবিরতি ১।৩০ (১)
অবিশেষ ২।১৯ (১) ও (৩)
অবীচি ৩।২৬ (৩)
অব্যক্ত ২।১৯ (৬)
অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম ৩।১৪ (১)
অশুচি ২।৫ (১)
অশুদ্ধি ২।২ (১)
অশুক্লাকৃষ্ণ (কর্ম্ম) ৪ ৩ (১)
অষ্টযোগাঙ্গ ২।২৯
অসংখ্যত্ব ১।২২ (১) ; ৪।৩৩ (৩)
অসম্প্রজ্ঞাত ১।২ (৯), ১।১৮, ১।২০ (৫)
অসম্প্রমোষ ১,১১ (১)
অসহভাব ১।৭ (৬)
অস্তেয় ২।৩০ (৩)
অস্তেয়-প্রতিষ্ঠা ২।৩৭ (১)
অস্মিতা (ইন্দ্রিয়রূপ) ৩।৪৭ (১)
অস্মিতা ক্লেশ ২।৬ (১)
অস্মিতা ১।১৭ (৫) ; ২।১৯ (৪)
অস্মিতামাত্র ৪।৪ (১)
অস্মিতামাত্র বিশোকা ১।৩৬ (২)
অহিংসা ২।৩০ (১)
অহিংসা-ফল ২।৩৫ (১)

আ

আকারমৌন ২।৩২ (৩)
আকাশগমন ১২ (১)

আকাশভূত ২।১৯ (২) ; ৩ ৪১ (১)
আগম ১।৭ (৭)
আত্মভাবভাবনা ৪.২৫
আত্মদর্শনযোগ্যতা ২।৪১ (১)
আদর্শ-সিদ্ধি ৩।৩৬
আনন্দ ১।১৭ (৪)
আবট্য-জৈগীষব্য সংবাদ ৩।১৮
আভোগ ১।১৫ (২)
আভ্যন্তরবৃত্তি (প্রাণায়াম) ২।৫০ (১)
আভ্যন্তর শৌচ ২ ৪১
আয়ু ২।১৩ (১)
আলম্বন ১।১৭ (৬)
" (বাসনার) ৪ ১১ (১)
আলস্য ১।৩০ (১)
আশয় ১।২৪
আশীঃ ৪।১০ (১)
আশীর্নিত্যত্ব ৪।১০ (১)
আসন ২ ৪৬ (১)
আসন সিদ্ধি ২।৪৭
আসনফল ২।৪৮ (১)
আস্বাদ-সিদ্ধি ৩।৩৬

ই

ইন্দ্রিয়তত্ত্ব ২।১৯ (২)
ইন্দ্রিয়জয় (সিদ্ধি) ৩৪।৭ (১)
ইন্দ্রিয়সিদ্ধি ২।৪৩
ইন্দ্রিয়স্বরূপ ৩.৪৭ (১)
ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা ২ ৫৫ (১)

ঈ

ঈশিতৃত্ব ৩।৪৫
ঈশ্বর ১।২৪
ঈশ্বর-অনুমান ১।২৫ (১)
ঈশ্বর-প্রণিধান ১।২৩;১।২৮ (১) ; ২।৩২ (৫) ১।২
ঈশ্বর-প্রণিধান-ফল ১।১৯, ২।৪৫ (১)
ঈশ্বরের-বাচক ১।২৫ (১)

উ

উৎক্রান্তি ৩।৩৯ (১)
উদয় ৩।১১ (১
উদানজয় ৩।৩৯ (১)
উদিত ৩।১২ (১)
উদারক্লেশ ২।৪ (১)
উপরাগাপেক্ষত্ব ৪।১৩ (১)
উপসর্গ (সমাধির) ৩।৩৭ (১)
উপসর্জ্জন ১।১ (৭)
উপায়-প্রত্যয় ১।২০
উপেক্ষা ১।৩৩ (১)

ঊ

ঊহ ১।১৬ (১); ২।১৮ (৭)

ঋ

ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ১।৪৮ (১)

এ

একতত্ত্বাভ্যাস ১।৩২ (১)
একভবিকত্ব ২।১৩ (২)
একসময়ানবধারণ (দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের) ৪।২০ (১)
একাগ্রতাপরিণাম ৩।১২ (১)
একাগ্রভূমি ৩।১২ (১)
একেন্দ্রিয়বৈরাগ্য ১।১৫ (১)

ক

কণ্ঠকূপ ৩।৩০ (১)
কফ ৩।২৯
করুণা ১।৩৩ (১)
কর্ম্ম ১।২৪, ৪।৭ (১)
কর্ম্মতত্ত্ব ২।১৩ (২)
কর্ম্মবাসনা ৪।৮ (১)
কর্ম্মাশয় ২।১২ (১), ২।১৩ (২)
কর্ম্মবিপাক ২ ১৩ (১)
কর্ম্মেন্দ্রিয় ১।১৯ (২)
কাল ৩।৫২ (২)
কায়ধর্ম্মানভিঘাত ৩।৪৫
কায়রূপ ৩।২১
কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ৩।২৯ (১)
কায়সম্পদ্ ৩।৪৫, ৩।৪৬
কায়সিদ্ধি ২।৪৩
কায়াকাশ-সম্বন্ধ ৩।৪২ (১)
কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি ২।৪৩
কারণ ২।২৮

কার্য্যবিমুক্তি (প্রজ্ঞা) ২।২৭ ( )
কাল ৩।৫২ (২)
কাষ্ঠমৌন ২।৩২ (৩)
কূর্ম্মনাড়ী ৩।৩১ (১)
কৃতার্থ ২।২২
কৃষ্ণকর্ম্ম ৪।৭ (১)
কৈবল্য ২।৫০ (১) ; ৩।৫৫ (১) ; ৪।৩৪
কৈবল্যপ্রাগ ভার ৪।২৬ (১)
ক্রম ৩।১৫ (১), ৩।৫২, ৪।৩৩ (১)
ক্রমান্তত্ব ৩।১৫
ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্ব ২।৩৬ (১)
ক্রিয়াশীল ২।১৮ (১)
ক্রিয়াযোগ ২।১ (১)
ক্রিয়াযোগফল ২।২ (১)
ক্লিষ্টাবৃত্তি ১।৫ (১) (২)
ক্লেশ ২।৩ (১)
ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তি ৪।৩০ (১)
ক্লেশতনূকরণ ২।২ (১)
ক্লেশবৃত্তি ২।১১ (১)
ক্লেশক্ষেত্র ২।৪
ক্ষণ ৩।৫২ (১)
ক্ষণক্রম ৩।৫২ (১)
ক্ষণপ্রতিযোগী ৪।৩৩ (১)
ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ১।৩২ (২)
ক্ষিতিভূত ২।১৯ (২)
ক্ষিপ্তভূমি ১।১ (৫)
ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি ৩।৩০ (১)

খ

খ্যাতি ১।৪ (২), ২।২৬ (১)

গ

গতি ২।২৩ (৩)
গুণাত্মা (ধর্ম্ম) ৪।১৩ (১)
গুণপর্ব্ব ২।১৯
গুণবৃত্তি ২।১৫ (১)
গুণবৃত্তি-বিরোধ ২।১৫ (১)
গুরু ১।২৬
গোময়-পায়সীয় ন্যায় ১।৩২ (৩)
গ্রহণ (চৈত্তিক) ১।৬ (১), ২।১৮ (৭)
গ্রহণ (ইন্দ্রিয়ের রূপ) ৩।৪৭ (১)
গ্রহণ সমাপত্তি ১।৪১ (১)
গ্রহীতা ১।১৭ (৫) ; ১।৪ (১) ২।২০ (১)
গ্রাহ্য ১।৪১

চ

চতুর্থ প্রাণায়াম ২।৫১ (১)
চন্দ্র ৩।২৭ (১)
চরমবিশেষ ৩।৫৩ (৩)
চিতিশক্তি ১।২ (৭)
চিত্ত ১।৬ (১)
চিত্তনিবৃত্তি ১।২৪ (২)
চিত্ত প্রসাদন ১।৩৩ (১)
চিত্ত-পরার্থতা ৪।২৪ ( )
চিত্তভূমি ১।১ (৫)
চিত্তবিক্ষেপ ১।৩০ (১)
চিত্তবিমুক্তি (প্রজ্ঞার) ২।২৭ (১)
চিত্তবৃত্তি ১।৫, ১।৬ (১)
চিত্তসংবিদ্ ৩।৩৪ (১)
চিত্তসত্ত্ব ১।২ (৩)
চিত্তস্বাভাস নহে ৪।১৯
চিত্তান্বয় ৩।৯ (১)
চিত্তের দ্রষ্টা অন্য চিত্ত নহে ৪।২১
চিত্তের মূলধর্ম্ম ১।৬ (১) ২।১৮ (৭),
চিত্তের বশীকার ১।৪০(১)
চিত্তের বিবিক্তপন্থা ৪।১৫(১)
চিত্তের সর্ব্বার্থতা ৪।২৩
চিত্তের পরিমাণ ৪।১০ (১)

জ

জন্মজ সিদ্ধি ৪।১ (১)
জন্মকথন্তা-সম্বোধ ২।৩৯
জপ ১।২৮ (১)
জাতি (১) ; ৩।৫৩
জাত্যন্তর-পরিণাম ৪।২
জীবন্মুক্ত ২।২৭ (১) ; ৪।৩০ (১)
জৈগীষব্য ।৫৫, ৩।১৮
জ্যোতিষ্মতী ১।৩৬ (১), ৩।২৬ (৩)
জ্ঞাতাজ্ঞাত ৪।১৭ (১)
জ্ঞানদীপ্তি ২।২৮ (১)

জ্ঞানপ্রসাদ ১।১৬ (৪)
জ্ঞানানন্ত্য ৪।৩১ (১)
জ্ঞানেন্দ্রিয় ২।১৯ (২)
জ্ঞেয়াল্পত্ব ৪।৩১ (১)
জ্বলন ৩।৪০ (১)

ত

তত্ত্বজ্ঞান ১।৬ (১) ; ২।১৮ (৭)
তৎস্থত্ব ১।৪১
তদঞ্জনতা ১।৪১
তদাকারাপত্তি (চৈতন্যের) ৪।২২ (১)
তনুক্লেশ ২।৪ ( )
তন্মাত্র ২।১৯ (৩)
তপঃ ২।১ (১) ; ২।৩২
তপঃ-ফল ৩।৪৩ (১)
তম ২।১৮ (১)
তাপদুঃখ ২।১৫ (১)
তারক ৩।৫৪
তারাগতিজ্ঞান ৩।২৮ (১)
তারাব্যূহ জ্ঞান ৩।২৭ (১)
তুল্যপ্রত্যয় ৩।১২ (১)
তেজোভূত ২।১৯ (২)
ত্রিগুণ ২।১৮ (৫)

দ

দগ্ধবীজকল্পক্লেশ ২।৪ (১) (২)
দর্শন ১।৪ (২)
দর্শন-শক্তি ২।৬ (১)
দর্শিতবিষয়ত্ব ১।২ (৭)
দিব্যশ্রোত্র ৩।৪১ (১)
দীর্ঘ প্রাণায়াম ২।৫০ (১)
দুঃখ ১।৩১ (১)
দুঃখানুশয়ী ২।৮ (১)
দৃক্শক্তি ২।৬ (১)
দৃশিমাত্র ২।২০ (১)
দৃশ্য ১।৪ (৪), ২।১৮
দৃশ্য-প্রতিলব্ধি ২।১৭ (১)
দৃশ্যস্থাত্মা ২।২১
দৃষ্টজন্মবেদনীয় ২।১২ (২)
দেশ-পরিদৃষ্টি (প্রাণায়ামের) ২।৫০ (১)
দোষ-বীজ ক্ষয় ৩।৫০ (১)
দৌর্মনস্য ১।৩১ (১)
দ্রব্য ৩।৪৪ (১)
দ্রষ্টা ১।৪ (৪), ১।৭ (৫) ; ২।২০ (১)
দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদ ২।২০ (২)
দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্ত ৪।২৩ (১)
দ্বন্দ্ব ২।৪৮
দ্বেষ ২।৮ (১)

ধ

ধর্ম্ম ১।১৩ (৫), ৩।১৪ (১)
ধর্ম্ম-পরিণাম ৩।১৩ (২)
ধর্ম্মমেঘ-সমাধি ৪।২৯ (১)
ধর্ম্মানুপাতী ৩।১৪ (১)
ধর্ম্মী ৩।১৩ (৫), ৩।১৪ (১)
ধারণ ১।৬ (১) ২।১৮ (৭)
ধারণা ৩।১ (১)
ধ্যান ৩।২ (১)
ধ্রুব ৩।২৮

ন

নন্দীশ্বর ২।১২, ২।১৩, ৪।৩
নরক ৩।২৬ (৩)
নষ্ট (দৃশ্য) ২।২২ (১)
নাভিচক্র ৩।২৯ (১)
নিত্যত্ব ৪।৩৩ (৩)
নিদ্রা ১।১০
নিদ্রা-ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা ৬।৫ (৮)
নিদ্রাজ্ঞান ১।৩৮ (১)
নিমিত্ত ৪।৩ (১) ; ৪।১০ (৩)
নিয়তবিপাক ২।১৩ (২) ঝ
নিয়ম ২।৩২
নিরতিশয় ১।২৫ (১)
নিরয়লোক ৩।২৬ (১)
নিরাকারবাদ ১।২৮ (১)
নিরুপক্রম কর্ম্ম ৩।২২ (১)
নিরুদ্ধভূমি ১।১ (৫)
নিরোধ (সমাধি) ১।১৮ (১)
নিরোধপরিণাম ৩।৯ (১)
নিরোধক্ষণ ৩।৯ (১)

নির্ম্মাণচিত্ত ১।২৫ (২) ; ৪।৪ (১)
নির্ব্বিচার সমাপত্তি ১।৪১ (২), ১।৪৪ (১)
" বৈশারদ্য ১।৪৭
নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি ১।৪১ (২), ১।৪৩ ( ), ১।৪৪
নির্বীজ সমাধি ১।১৮ (৩) ; ১।৫১ (১)
নিঃসত্তাসত্ত ২।১৯ (৬)

প

পঞ্চশিখ ১।৪ (২)
পঞ্চস্কন্ধ ৪।২১ (৩)
পদ ৩।২৭ (২) গ ৪ (জ)
পরচিত্তজ্ঞান ৩.১৯ (১)
পরম মহত্ত্ব ১।৪০ (১)
পরমাণু ১।৪০ ( )
পরমার্থ ৩।৫৫ (২)
পরমাবশ্যতা (ইন্দ্রিয়ের) ২।৫৫
পরমার্থদৃষ্টি ১।৫ (৭)
পরবৈরাগ্য ১।১৬
পরশরীরাবেশ ৩।৩৮ (১)
পরস্পরোপরক্ত প্রবিভাগ ২।১৮ (২)
পরিণাম ৩।১১ (১) (৬)
পরিণামক্রম ৪।৩৩ (১)
পরিণামক্রমসমাপ্তি ৪।৩২ (১)
পরিণাম দুঃখ ২।১৫ (১)
পরিণামান্যত্বহেতু ৩।১৫
পরিণামৈকত্ব ৪।১৪ (১)
পরিদৃষ্টচিত্তধর্ম্ম ৩.১৫ (২)
পাতাললোক ৩.২৬ (৩)
পাশ্চাত্যমত ২।৯ (২), ৩।১৪ (১), ৩.১৬ (১), ৩।৪০ (১), ৪।১০ (১)
পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডমার্গ ৩।১ (১)
পিত্ত ৩.২৯
পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গ ৩।৫১
পুরুষজ্ঞান ৩.৩৫ (১)
পুরুষার্থ ২।২১ (১)
পুরুষখ্যাতি ১।১৬ (১)
পুণ্য ২।১৪
পূর্ব্বজন্মানুমান ২।৯.(২)
পূর্ব্বজাতিজ্ঞান ৩।১৮ (১)
পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধ ১।৭ (৪)
প্রকাশশীল ২।১৮ (১)
প্রকাশাবরণ ২।৫২ (১)
প্রকাশাবরণক্ষয় ৩.৪৩ (১)
প্রকৃতি (করণের) ৪।৩ (১)
প্রকৃতি-(মূলা) ২।১৯ (৫)
প্রকৃতিলয় ১।১৯ (৩)
প্রকৃত্যাপূরণ ৪।২ ( )
প্রখ্যা ১।২
প্রচারসংবেদন ৩।৩৮ (১)
প্রচ্ছর্দন ১।৩৪ (১)
প্রজ্ঞা ১.২০ (৪)
প্রজ্ঞালোক ৩.৫ (১)
প্রণব ১।২৭ (১)
প্রণিধান ১।২৩ (১)
প্রতিপক্ষভাবন ২।৩৪
প্রতিপ্রসব ২।১০ (১)
প্রতিপ্রসব (গুণের) ৪।৩৪(১)
প্রতিসংবেদী ১।৭ (৫)
প্রতীত্যসমুৎপাদ ৩.১৩ (৬)
প্রত্যক্-চেতনাধিগম ১।২৯ (১)
প্রত্যক্ষ ১.৭ (২)
প্রত্যয় ১।৬ (১), ১।১০
প্রত্যয়ানুপশ্য ২।২০ (৬)
প্রত্যয়াবিশেষ ৩।৩৫ (১)
প্রত্যয়ৈকতানতা ৩।২ (১)
প্রত্যাহার ২।৫৪ (১)
প্রত্যাহার ফল ২।৫৫ (১)
প্রত্যবমর্শ ১।১০
প্রত্যবেক্ষা ১।২০ (৩)
প্রথমকল্পিক ৩।৫১
প্রধান ২।১৯ (১)
প্রধানজয় ৩।৪৮ (১)
প্রমা ১।৭ (১)
প্রমাণ ১।৭ (১)
প্রমাণ—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ১।৫ (৬)
প্রমাদ ১।৩০ (১)

প্রযত্ন-শৈথিল্য ২।৪৭ (১)
প্রবৃত্তি ১।৩৫ (১)
প্রবৃত্তিভেদ (নির্ম্মাণচিত্তের) ৪।৫ (১)
প্রবৃত্ত্যালোকন্যাস ৩.২৫ (১)
প্রশ্বাস ১।৩১
প্রসুপ্তক্লেশ ২।৪ (১)
প্রশান্ত-বাহিতা ১।১৩ (১) ; ৩।১০ (১)
প্রশ্ন (দ্বিবিধ) ৪।৩৩ (৩)
প্রসংখ্যান ১।২ (৬)
প্রসুপ্তি ২।৪ (১)
প্রাকাম্য ৩।৪৫
প্রাণ ২।১৯ (২)
প্রাণায়াম ২।৪৯ (১), ২।৫০, ২।৫১
প্রাণায়াম-ফল ২।৫২ (১) ; ২।৫৩ (১)
প্রাতিভ-সিদ্ধি ৩ ৩৬
প্রাতিভ সংযম-ফল ৩.৩৩ (১)
প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞা ২।২৭ (১)
প্রাপ্তি ৩।৪৫ (১)

ফ

ফল (কর্ম্মের) ২।১৩
ফলত্ব (বৃত্তির) ১।৭ (৪)

ব

বন্ধকারণ ৩।৩৮ (১)
বন্ধন ১।২৪ (২)
বল (মৈত্র্যাদি) ৩।২৩ (১)
বল (হস্ত্যাদি) ৩.২৪ (১)
বুদ্ধিতত্ত্ব ২।২০ (২)
বুদ্ধির রূপ ২।১৫
বুদ্ধিবুদ্ধি ৪ ২১ (১)
বুদ্ধি-বোধাত্মক ১।৩ (১)
বুদ্ধিসত্ত্ব (চিত্তসত্ত্ব) ১।২ (৩) (৪)
বুদ্ধি-সংবিদ্ ১।৩৬ (২)
বুদ্ধিস্বরূপ ১।৩৬ (২)
বৌদ্ধমতের উল্লেখ ১।১৩ (১), ১।২০ (৩) ১।৩২ (২), ১।৪৩ (৪) (৬), ৩।১ (১), ৩।১৩ (৬), ৩।১৪ (১), ৪।১৪ (২), ৪।১৬ (১), ৪।২০ ১), ৪।২১ (২) (৩), ৪।২৩ (২), ৪।২৪ (১)

ব্রহ্মচর্য্য ২।৩০ (৪)
ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা ২।৩৮ (১)

ভ

ভক্তি ১।২৮ (১)
ভব ১।১৯ (১)
ভবপ্রত্যয় ১।১৯ (১)
ভাবিতস্মর্ত্তব্য ১।১১ (৩)
ভুবনজ্ঞান ৩।২৬
ভূ-আদি লোক ৩।২৬ (১)
ভূতজয় ৩।৪৪ (২)
ভূততত্ত্ব ২।১৯ (২)
ভূতেন্দ্রিয়াত্মক ২।১৮
ভূমি (চিত্তের) ১।১ (৫)
ভূমি (যোগের) ৩।৫১
ভোক্তা ১।২৪
ভোগ ২।১৩ (১), ২।২৩ (১), ৩.৩৫ (১)
ভ্রান্তিদর্শন ১।৩০ (১)

ম

মধুভূমিক ৩।৫১
মন ১।৬ (১), ২।১৯ (২)
মনোজবিত্ব ৩।৪৮ (১)
মরণ ২।১৩
মহত্তত্ত্ব ১।২১ (৫), ২।১৯ (৫)
মহাবিদেহ ধারণা ৩.৪৩ (১)
মহাব্রত ২।৩১ (১)
মহিমা ৩।৪৫
মাদক সেবন ২ ৩২ (১)
মুদিতা ১।৩৩ (১)
মূর্ত্তি ১।৭ (৩)
মূর্দ্ধজ্যোতি ৩।৩২ (১)
মূঢ়ভূমি ১।১ (৫)
মৈত্রী ১।৩৩ (১).
মৈত্রীফল ৩।২৩
মোক্ষকারণ ২।২৮ (১)
মোক্ষপ্রবৃত্তি ৪।২৬ (২)
মোহ ১।১১ (৪) ; ২।৩৪ (১)

য

যতমানসংজ্ঞা বৈরাগ্য ১।১৫ (২)
যত্রকামাবসায়িত্ব ৩।৪৫ (১)

যথাভিমত ধ্যান ১।৩৯ ( )
যম ২।৩০
যুতসিদ্ধাবয়ব ৩.৪৪
যোগ ১।১ (৪), ১।২ (১)
যোগপ্রদীপ ৩।৫৪ (১)
যোগলক্ষণ ১।২
যোগসিদ্ধির লক্ষণ ৩।২৬ (২)
যোগাঙ্গ ২।২৯ (১)
যোগীদের কর্ম্ম ৪।৭ (২)

র

রজ ২।১৮ (১)
রাগ ২।৭ (১)

ল

লক্ষণ ৩।১৩ (২)
লক্ষণ-পরিণাম ৩।১৩ (২)
লঘিমা ৩।৪৫
লিঙ্গ ২।১৯ (১)
লিঙ্গমাত্র ২।১৯ (১)

ব

বর্ণত্ব ৩।১৭ (২) ক
বশিত্ব ৩।৪৫ (১)
বশীকার (চিত্তের) ১।৪০ (১)
বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য ১।১৫
বস্তু ৪।১৫ (১)
বস্তুতত্ত্বের একত্ব ৪।১৪ (১) (২)
বস্তুর একচিত্ততন্ত্রতানিষেধ ৪।১৬ (১)
বস্তুসাম্য ৪।১৫ (১)
বহিরকল্পিতা বৃত্তি ৩।৪৩ (১)
বহিরঙ্গ (নির্বীজের) ৩।৮ (১)
বাক্যবৃত্তি ৪।১৭ (২) (ট)
বাচ্য-বাচকত্ব ১।২৮ (১)
বাত ৩।২৯ (১)
বায়ুভূত ২।১৯ (২)
বার্ত্তা-সিদ্ধি ৩।৩৬
বাসনানাদিত্ব ৪।১০ (১)
বাসনানন্তর্য্য ৪।৯ (১)
বাসনা-ফল ৪।১১ (১)
বাসনাভাব ৪।১১ (১)
বাসনাভিব্যক্তি ৪।৯ (১)
বাসনালম্বন ৪।১১ (১)
বাসনা-হেতু ৪।১১ (১)
বাসনাশ্রয় ৪।১১ (১)
বাহ্যবৃত্তি (প্রাণায়াম) ২।৫০ (১)
বিকরণভাব ৩।৪৮ (১)
বিকল্প ১।৯ (১)
বিকল্প ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ১।৫ (৬)
বিক্ষিপ্ত ভূমি ১।১ (৫)
বিক্ষেপসহভু ১।৩১
বিচার ১।১৭ (৩)
বিচ্ছিন্ন ক্লেশ ২।৪ (১)
বিজ্ঞান ১।৩২ (২)
বিজ্ঞানমাত্রবাদী ৪।২৩ (২)
বিতর্ক (সমাধি) ১।১৭ (২)
বিতর্ক ক্লেশ ২।৩৪
বিতর্ক বাধন ২।৩৩ (১)
বিদেহ-ধারণা (কল্পিতা) ৩।৪৩ (১)
বিদেহ-লয় ১।১৯ (২)
বিদ্যা ১।১৪ (১)
বিধারণ ১।৩৪ (১)
বিপর্য্যয় ১।৮ (১)
বিপর্য্যয় ক্লিষ্টাক্লিষ্ট ১।৫ (৬)
বিপাক ১।২৪ (১), ২।১৩ (১)
বিভক্ত পন্থা (চিত্ত ও বাহ্যবস্তুর) ১।১৫ (১)
বিবেক-খ্যাতি ১।২ (৮) ; ২।২৬ (১)
বিবেক ছিদ্র ৪।২৭ (১)
বিবেকজ জ্ঞান ৩।৫২, ৩।৫৪
বিবেকনিম্ন ৪।২৬ (১)
বিরাম ১।১৮ (১)
বিশেষ (তত্ত্ব) ২।১৯ (১)
বিশেষ (ধর্ম্ম) ১।৭ (৩)
বিশেষদর্শী ৪।২৫ (২)
বিশোকা ১।৩৬ (১)
বিশোকা, সিদ্ধি ৩।৪৯
বিষয়বতী ১।৩৫ (১)
বিষয়বতী বিশোকা ১।৩৬ (২)
বীতরাগ-বিষয় চিত্ত ১।৩৭ (১)

বীর্য্য ১।২০ (২) ২।৩৮
বৃত্তি ১।৬ (১)
বৃত্তি-নিরোধ ১।২
বৃত্তির সদাজ্ঞাতৃত্ব ৪।১৮
বৃত্তি-সারূপ্য ১।৩
বেদন-সিদ্ধি ৩।৩৬
বৈরাগ্য ১।১২ (১)
বৈশারদ্য ১।৪৭
ব্যক্ত (ধর্ম্ম) ৪।১৩ (১)
ব্যতিরেকসংজ্ঞা বৈরাগ্য ১।১৫ (৩)
ব্যবধি ১।৭ (৩)
ব্যাধি ১।৩০ (১)
ব্যুত্থান ১।৫০
ব্যুত্থানকালীন সিদ্ধি ৩।৩৭ (১)

শ

শব্দতত্ত্ব ৩।৪১ (১)
শান্ত ৩।১২ (১), ৩।১৪
শিবযোগমার্গ ৩।১
শুক্লকর্ম্ম ৪।৭ ( )
শুদ্ধা (চিতি) ১।২ (৭)
শুদ্ধি (বুদ্ধি ও পুরুষের) ৩।৫৫ (১)
শূন্যবাদ ৩।১৩ (৬)
শৌচ ২।৩২ (১)
শৌচপ্রতিষ্ঠা ২।৪০ (১)
শ্রদ্ধা ১।২০ (১)
শ্রোত্র ৩।৪১ (১)
শ্রোত্রাকাশ-সম্বন্ধ ৩।৪১ (১)
শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসন ১।১ (২)
শ্রাবণ সিদ্ধি ৩।৩৬
শ্বাস ১।৩১

ষট্চক্র ৩।১

স

সংযম ৩।৪ (১)
সংযম-ফল ৩।৫ (১)
সংযম-বিনিয়োগ ৩।৬ (১)
সংযোগ ২।২৩
সংবেগ ১।২০ (১)
সংশয় ১।৩০ (১)
সংসারচক্রম্ ৪।১১
সংস্কার ২।১২ (১)
সংস্কার-দুঃখ ২।১৫ (২)
সংস্কার-প্রতিবন্ধী ১।৫০ (১)
সংস্কারশেষ ১।১৮ (১)
সংস্কার সাক্ষাৎকার ৩।১৮
সংহত্যকারিত্ব ৪।২৪ (১)
সঙ্কর (শব্দার্থজ্ঞানের) ৩।১৭ ( )
সঙ্কেত ১৭ (২) (ঝ)
সঙ্গ (স্থানীদের) ৩।৫১
সৎকার্য্যবাদ ৩।১৩ (৬) ; ৩।১৪ (১)
সত্তামাত্র আত্মা ২।১৯ (২)
সত্ত্ব ২।১৮ (১)
সত্ত্বতপ্যতা ২।১৭ (৪)
সত্ত্বশুদ্ধি ২।৪১ (১)
সত্য ২।৩০ (২)
সদাজ্ঞাতা ৪।১৮ (১)
সন্তোষ ২।৩২ (২)
সন্তোষ-ফল ২।৪২
সন্নিধিমাত্রোপকারিত্ব ১।৪ (২) ; ২।১৭ (১)
সময় ২।৩১ (১)
সমাধি-পরিণাম ৩।১১ (১)
সমাধিলক্ষণ ৩।৩ (১)
সমাধ্যুপসর্গ ৩।৩৭ (১)
সমানজয় ৩।৪০ (১)
সমাপত্তি ১।৪১ (২) (৩)
সমাপত্তির উদাহরণ ১।৪৪ (২)
সম্প্রজন্য ১।২০ (৩)
সম্প্রজ্ঞাতভেদ ১।১৭
সম্প্রজ্ঞাতযোগ ১।১ (১২)
সম্প্রতিপত্তি ১।১৭ (২) ৩।১৭ (২)
সম্প্রযোগ ২।৪৪
সম্বন্ধ ১।৭ (৬)
সবীজ ১।৪৬ (১)
সর্ব্বজ্ঞবীজ ১।২৫ (১)
সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ৩।৪৯ (১)
সর্ব্বথাবিষয় ৩।৫৪

সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ৩।৪৯ (১)
সর্ব্বভূতরুতজ্ঞান ৩।১৭
সর্ব্বার্থ (চিত্ত) ৪।২৩ (১)
সর্ব্বার্থতা ৩।১১ (১)
সবিচার সমাপত্তি ১।৪১ (১) ১।৪২ (১)
সবিতর্ক সমাপত্তি ১।৪১ (১), ১।৪২ (১), ১।৪৩ (৩)
সবীজ সমাধি ১।৪৬
সহভাব সম্বন্ধ ১।৭ (৬)
সাকার-নিরাকার-বাদ ১।২৮ (১)
সামান্য ১।৭ (৩)
সাম্য (সত্ত্ব-পুরুষের) ৩।৫৫ (১)
সার্ব্বভৌম মহাব্রত ২।৩১ (১)
সিদ্ধদর্শন ৩।৩২ (১)
সিদ্ধি-কারণ ৪।১ (১)
সুখানুশয়ী ২।৭ (১)
সূক্ষ্ম (ভূতরূপ) ৩।৪৪ (২)
সূক্ষ্মক্লেশ ২।১০ (১)
সূক্ষ্মজয়ফল ৩।৪৪ (২)
সূক্ষ্ম (ধর্ম্ম) ৪।১৩ (১)
সূক্ষ্ম প্রাণায়াম ২।৫০ (১)
সূক্ষ্মবিষয় ১।৪৫ (২)
সূক্ষ্মাবস্থা (ক্লেশের) ২।১০ (১)
সূর্য্যদ্বার ৩।২৬ (১)
সোপক্রম কর্ম্ম ৩।২২ (১)
সৌমনস্য ২।৪১ (১)
স্তম্ভবৃত্তি ২।৫০ (১)
স্ত্যান ১।৩০ (১)
স্থান্যুপনিমন্ত্রণ ৩।৫১
স্থিতি ১।১৩ (১) ; ২।২৩ (৩)
স্থিতিপ্রাপ্ত ১।৪১ (১)
স্থিতিশীল ২।১৮ (১)
স্থূলজয়ফল ৩।৪৪ (২)
স্থূল (ভূতরূপ) ৩।৪৪ (১)
স্থূলাবৃত্তি (ক্লেশের) ২।১১ (১)
স্থৈর্য্য (প্রতিষ্ঠা) ২।৩৫ (১)
স্থূল (ভূতরূপ) ৩।৪৪ (১)
স্ফোটশব্দ ৩।১৭ (২)
স্ময় ৩।৫১
স্মৃতি ১।২০ (৩)
স্মৃতি-ক্লিষ্টাক্লিষ্টা ১।৫ (৬)
স্মৃতি-সঙ্কর ৪।২১ (১)
স্মৃতি সাধন ১।২০ (৩)
স্বপ্ন-জ্ঞান ১।৩৮ (১)
স্বরসবাহী ২।৯ (১)
স্বরূপ (ভূতের) ৩।৪৪ (১)
স্বরূপ (ইন্দ্রিয়ের) ৩।৪৭ (১)
স্বর্লোক ৩।২৬
স্বরূপাবস্থান (পুরুষের) ১।৩
স্বরসবাহী ২।৯ (১)
স্বরূপজয়ফল ৩।৪৪ (২)
স্ববুদ্ধি-সংবেদন ৪।২২ (১)
স্বশক্তি ২।২৩
স্বাঙ্গজুগুপ্সা ২।৪০ (১)
স্বাধ্যায় ২।১ (১) ; ২।৩২ (৪)
স্বাধ্যায়ফল ২।৪৪
স্বাভাস ৪।১৯ (১)
স্বামি-শক্তি ২।২৩
স্বার্থসংযম ৩।৩৫ (১)

হ

হান ২।২৫
হানোপায় ২।২৬
হাতৃস্বরূপ ২।১৫ (০)
হৃদয় ১।২৮ (১)
হৃদয়-পুণ্ডরীক ১।৩৬ (২)
হেতু (বাসনার) ৪।১১ (১)
হেতু (হেয়ের) ২।১৭
হেতু (সংযোগের) ২।২৪ (১)
হেয় ২।১৬ (১)
হেয় হেতু ২।১৭

তত্ত্বেঙ্গিত (সাংখ্যতত্ত্বালোক দ্রষ্টব্য)।

শ্বেতস্থান = সাত্ত্বিক ; তরঙ্গায়িতরেখা = রাজস , কৃষ্ণস্থান = তামস।

	সাত্ত্বিক	সাঃ রাঃ	রাজস	রাঃ তাঃ	তামস
প্রখ্যাভেদ	প্রমাণ	স্মৃতি	প্রবৃত্তি বিজ্ঞান	বিকল্প	বিপর্য্যয়
প্রবৃত্তিভেদ	সঙ্কল্প	কল্পন	কৃতি	বিকল্পন	বিপর্য্যাত চেষ্টা
স্থিতিভেদ	প্রমাণ সংস্কার	স্মৃতি সং	চেষ্টা সং	বিকল্প সং	বিপর্য্যয় সং

তত্ত্বেঙ্গিতের ব্যাখ্যা।

সাংখ্যীয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এই—(১) পুরুষ বা দ্রষ্টা বা নির্ব্বিকার স্বচৈতন্য। (২) প্রকৃতি বা সত্ত্ব, রজ ও তম, সমান এই তিন গুণ। (৩) মহান্ বা মহত্তত্ত্ব। (৪) অহংকার। (৫) মন। (৬—১০) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। (১১—১৫) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। (১৬—২০) পঞ্চ তন্মাত্র। (২১—২৫) পঞ্চভূত। অন্তঃকরণ ত্রয়ের সাধারণ ধর্ম্ম প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি। সমস্ত করণের সাধারণ বৃত্তি পঞ্চপ্রাণ। তন্মাত্র ও ভূতের বাহ্যমূল=প্রজাপতির ভূতাদি নামক অভিমান। মহত্তত্ত্ব ও তদন্তর্গত দ্রষ্টা পুরুষের নাম গ্রহীতা। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত করণের নাম গ্রহণ এবং ভূত ও তন্মাত্র গ্রাহ্য। মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্র পর্য্যন্তের নাম লিঙ্গ-শরীর। প্রভূত বা ঘট পটাদি অজৈব দ্রব্য এবং স্থূল শরীর ইহারা ভূতনির্ম্মিত বা ভৌতিক।
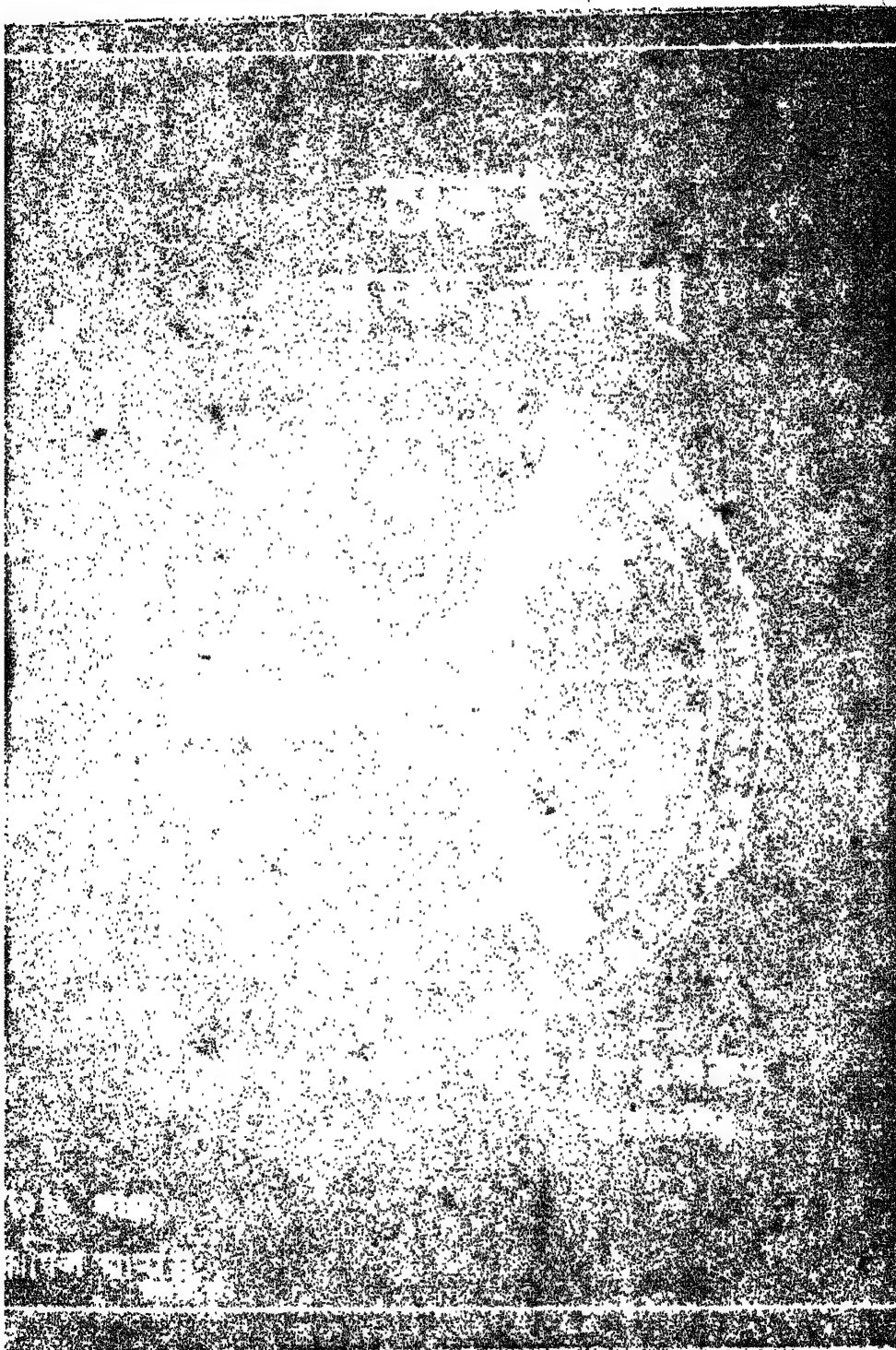
ভূমিকা।

ভারতীয় মোক্ষদর্শনের ইতিহাস।

পৃথিবীতে মনুষ্যের বাস যে বহুলক্ষ বৎসর হইতে আছে, এই সত্য ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা সম্যক্ অবগত ছিলেন। অধুনাতন বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা স্বীকার করিতেছেন। সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, একটি শিরঃকপাল ছয়লক্ষ বৎসরের এবং উহা কোন স্ত্রীলোকের ছিল, এবং তখন মস্তিষ্কের পরিমাণও এখন অপেক্ষা অধিক ছিল। য়িহুদীদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা ঐ সত্যের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহারা মনে করিতেন যে, প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা ঐ সত্য জানিলেও উহার সহিত কল্পনা যোগ করিয়া উহার অনেক অপব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আর বাইবেলের ঐ সংকীর্ণতার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও সৃষ্টিবিষয়ে সংকীর্ণ কুসংস্কার বদ্ধমূল আছে।

এই জন্য সার উইলিয়াম জোন্স প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কারবশে খৃষ্টপূর্ব্ব ২।৩ হাজার বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যের জন্ম, এরূপ কল্পনা করার পক্ষপাতী হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মোক্ষধর্ম্ম মোটেই বুঝেন না। সেইরূপ অবস্থায় মোক্ষদর্শনের ইতিহাস তাঁহাদের দ্বারা রচিত হইলে অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় হয়। অন্য বিষয়েও যাহা কোন পণ্ডিতকর্ত্তৃক অন্ধকারে ঢিল মারিতে মারিতে আন্দাজ করা হইয়াছে, তাহা ইতিহাসে উঠিয়া ধ্রুবসত্যরূপে বালকদের দ্বারা পঠিত হয়। ফলে কালসম্বন্ধে পৌরাণিকদের অসম্ভব ভূরি কল্পনাও যেমন দুষ্য, পাশ্চাত্যদের সংকীর্ণ কল্পনাও সেইরূপ দুষ্য।

সত্যানুসন্ধিৎসুদের সংস্কৃত সাহিত্যের কাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অনির্ণেয় বা তাহা open question রাখাই যুক্ত। দেখা যায় যে, অসভ্যজাতিরা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও প্রায় একরূপই আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চিন্তা সকলও সেইরূপ কত দিন একরূপ ছিল বা উহা অঙ্কুরিত ও পুষ্পিত হইতে কত দিন লাগিয়াছে, তাহা নির্ণেয় নহে। যদি ৫।৭ হাজার বৎসর উহার উদ্ভবকাল ধরা যায়, তবে তাহার পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর আর্য্যগণ কি করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গত উত্তর হয় না। মনুষ্যের প্রকৃতি, দু-দশ হাজার বৎসরে বিশেষ বদলায় না, তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কাল নির্দ্দেশ না হইলেও বৈদিক ও স্বারসিক সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা দেখিয়া পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। *

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণস্বরূপ বেদের মধ্যে তিন চারি প্রকার ভাষা দেখা যায়। তন্মধ্যে ঋক্ বা মন্ত্র সকল যজুস্ অপেক্ষা প্রায়শঃ প্রাচীন। মন্ত্রের মধ্যেও প্রাচীন অপ্রাচীন এবং মধ্যম অংশ

---

* সর্ব্বস্থলে ইহা খাটে না। কারণ প্রাচীন ভাষার অনুকরণে অনেক স্থলে আধুনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এবং প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যেও অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত অংশ দেখা যায়

সকল আছে। বাহুল্যভয়ে এ বিষয় উদাহৃত হইল না। দার্শনিক মতেরও পৌর্ব্বাপর্য্য ঐরূপে নির্ণীত হইতে পারে।

যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাভারতের ব্যক্তিগণ প্রায় পঞ্চসহস্রবৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ ধরা যাইতে পারে। হিন্দুদের বিশ্বাস বেদ তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে আছে। বেদের মন্ত্রভাগ যে তাঁহাদের পূর্ব্বেকার, তদ্বিষয়ে সংশয় করিবার বিশেষ হেতু নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে ঐ সব ব্যক্তির আখ্যান থাকাতে ঐ ঐ বেদাংশ পঞ্চসহস্র বৎসরের এদিকে রচিত, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সহসা যুক্ত বোধ হইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—

এতেন হবা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেন তুরঃ কবষেয়ঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতমভিষিষেচ ইত্যাদি। ৮প:২১। শতপথ ব্রাহ্মণে যথা—এতেন হেন্দ্রোতো দৈবাপঃ শৌনকঃ জনমেজয়ং পারীক্ষিতং যাজয়াঞ্চকার ইত্যাদি। ১৩৫।৪।১

ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেবকীনন্দন কৃষ্ণের বিষয় আছে দেখা যায়।

কিন্তু ঐ সকল বেদাঙ্গের সমস্তাংশ যুধিষ্ঠিরাদির পরে রচিত বিবেচনা করা অপেক্ষা ঐ ঐ অংশ পরে প্রক্ষিপ্ত এরূপ মনে করাও সঙ্গত। "চতুর্বিংশতি সাহস্রং চক্রে ভারত সংহিতাম্। উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ ভারতমুচ্যতে বুধৈঃ"॥ এই বচন হইতে যেমন জানা যায় যে, পূর্ব্বে ব্যাস মাত্র চব্বিশ হাজার শ্লোকময় ভারত রচনা করেন। কিন্তু ক্রমে যেমন তাহাতে লক্ষাধিক শ্লোক জমিয়াছে, সেইরূপ বহুসহস্র বৎসর কণ্ঠে কণ্ঠে থাকিয়া ও নানা প্রতিভাশালী আচার্য্যের দ্বারা অধ্যাপিত হইয়া বেদাংশ সকল যে প্রক্ষিপ্ত ভাগের দ্বারা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা সমধিক ন্যায্য। বিশেষতঃ ব্যাস যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নামের ব্যক্তিরা যে একাধিক ছিলেন, তাহাও নিশ্চয়। শ্রুতির আখ্যায়িকায় যাজ্ঞবল্ক্য এবং শতপথ ব্রাহ্মণের সংগ্রাহক যাজ্ঞবল্ক্য যে বিভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণের সংগ্রাহক, কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণেই অনেকস্থলে যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ব্যক্তির সংবাদ দেখা যায়। পতঞ্জলি নামের শাস্ত্রকারও একাধিক-সংখ্যক ছিলেন। বস্তুতঃ পতঞ্জলি একটি বংশ নাম, ইহা বৃহদারণ্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একজন পতঞ্জলি ইলাবৃতবর্ষের বা ভারতের উত্তরস্থ হিমবৎ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, আর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে ভারতের মধ্যদেশবাসী ছিলেন, তাহা মহাভাষ্য পাঠে অনুমিত হইতে পারে।

এইরূপে নানাকালে নানা অংশ প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে এবং এক নামের নানা ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কালে শাস্ত্র প্রণীত হওয়াতে কোন গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নিঃসংশয়রূপে নির্ণীত হইতে পারে না। তাহা বিচার করা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে। আমরা ইহাতে কেবল ধর্ম্মমতের বিশেষতঃ মোক্ষধর্ম্মমতের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণামের বিষয় বিচার করিব।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত নাম আর্ষধর্ম্ম। মনু বলিয়াছেন "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদাবিরোধি-যুক্তিনা। য স্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।" বৌদ্ধেরাও সনাতন ধর্ম্মকে ইসিমত বা ঋষিমত বলিতেন, এবং জটী ও সন্ন্যাসীদেরকে ঋষি-প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত বলিতেন। হিন্দুধর্ম্মের মূল যে বেদ তাহা সব ঋষিবাক্য। যাঁহারা বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা বা রচয়িতা তাঁহারাই ঋষি। ঋষিরা সাধারণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হন না। যাঁহাদের অলৌকিক শক্তি থাকিত, তাঁহারাই ঋষিযুগে ঋষি হইতেন। ঋষি শব্দ প্রাচীনকালে অতি পূজ্যার্থে ব্যবহৃত হইত। তাহাতে বৌদ্ধেরাও বুদ্ধকে 'মহেসি' বা মহর্ষি বলেন। বৌদ্ধদের দীর্ঘনিকায়ে সীলকৃখন্ধবগ্গের অম্বট্ঠ সূত্রে এইরূপ আখ্যান আছে—ইক্ষাকু রাজার কন্হ বা কৃষ্ণ নামে এক দাসীপুত্র দক্ষিণ দেশে যাইয়া ঋষি হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বিবাহার্থ রাজার নিকট রাজবংশীয় কন্যা প্রার্থনা করিলে

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মারিবার জন্ম ধনুতে শর যোজনা করিলেন। কিন্তু ঐ ঋষির শক্তিতে তিনি শর ত্যাগ করিতে না পারিয়া সেইরূপ ভাবেই রহিলেন। পরে অমাত্যদের দ্বারা ঋষি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে স্বস্থ করিলেন।

ফলে সেই যুগে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা ঋষি হইতেন। স্ত্রী শূদ্রেরাও ঋষি হইয়া গিয়াছেন।

ঋষিপ্রণীত বা ঋষিদৃষ্ট শাস্ত্রই বেদ। কেহ কেহ বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। বেদে কিন্তু ইহার কিছু প্রমাণ নাই। অন্তেরা বলেন "ঈশ্বর-প্রণীত হইলে বেদ পৌরুষেয় হয়, অতএব বেদ ঈশ্বর-প্রণীত নহে।" আধুনিক বৈদান্তিকেরা বলেন—বেদ ঈশ্বর হইতে 'নিশ্বস্তবৎ' উৎপন্ন হইয়াছে, স্নতরাং উহা ঈশ্বরজাত হইলেও পৌরুষেয় নহে; কারণ, নিশ্বাস পৌরুষেয় ক্রিয়া বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবেতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি।" শতপথ ব্রাহ্মণের এই শ্রুতি হইতে বৈদান্তিকেরা উক্ত কাল্পনিক ব্যাখ্যা খাড়া করেন। বস্তুতঃ ঐ শ্রুতি রূপক অর্থে সঙ্গত হয়। যাহা কিছু শাস্ত্র লোকে করিয়াছে, তাহা যেন সেই অন্তর্য্যামীর নিশ্বাসের মত। এইরূপ অর্থই এস্থলে সঙ্গত, নচেৎ ঈশ্বর নিশ্বাস ফেলিলেন, আর সব বেদাদি শাস্ত্র হইয়া গেল, এরূপ কল্পনা নিতান্ত অযুক্ত ও বালোচিত।

ঋষিদৃষ্ট শব্দের আর এক ব্যাখ্যা আছে। তন্মতে বেদ নিত্য কাল হইতে আছে, ঋষিরা তাহা দেখিয়া অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সেই পদ্য ও গদ্য সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এসব মতের অবশ্য শ্রৌত প্রমাণ নাই! "অগ্নিঃপূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত" ইত্যাদি বৈদিক শব্দাবলী যে অনাদিকাল হইতে আছে, ইহা অবশ্য নিতান্ত গোঁড়াদের কল্পনা। ঋষিরা অলৌকিক দৃষ্টিবলে সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া প্রচলিত ভাষায় শ্লোকাদি রচনা করিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন এই মতই এবিষয়ে সমীচীন মত।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বলেন, বেদ অসভ্য মনুষ্যের গীত। ইহাও অযুক্ত কুসংস্কার। বস্তুতঃ সমগ্র বেদে যে সব চিন্তা আছে, এখনকার সুসভ্য মনুষ্যেরা তদপেক্ষা কিছুই উন্নত চিন্তা করে না। আর পরমার্থ সম্বন্ধে বেদে যে উন্নত চিন্তা ও সত্য সকল আছে, পাশ্চাত্য সভ্য মনুষ্যদের তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে এখনও অনেক দূর। ঈশ্বর, পরলোক, নির্ব্বাণ মুক্তি প্রভৃতির বিষয়ে বেদে যে সব কথা আছে, তদপেক্ষা উন্নত চিন্তা মনুষ্যেরা এ অবধি করিতে পারে নাই। F. W. H. Meyers, Sir Oliver Lodge প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা অধুনাকালে পরলোক সম্বন্ধে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলেন, তাহাও বেদোক্ত মতের অন্তর্গত।

উপনিষদে আছে "ইতি শুশ্রুমো ধীরাণাং যে ন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে" যিনি ইহা লিখিয়াছেন, তিনি অন্য কোন ধীর ঋষির নিকট শুনিয়া তবে ঐ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। অতএব শ্রুতিরই প্রমাণে শ্রুতি মনুষ্যের দ্বারা রচিত। যাঁহাদের দ্বারা শ্রুতি রচিত তাঁহারাই ঋষি। ঋষি সকল দ্বিবিধ,—প্রবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি ও নিবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি। কর্ম্মকাণ্ডের যাঁহারা প্রবর্ত্তয়িতা এবং কর্ম্মকাণ্ডসম্বন্ধীয় মন্ত্রের যাঁহারা দ্রষ্টা বা রচয়িতা, তাঁহারা প্রবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি। "নমস্তে ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ" ইত্যাদি বেদমন্ত্রের ঋষিরাই প্রবৃত্তিধর্ম্মের পথিকৃৎ ঋষি।

আর যাঁহারা মোক্ষপথ সাক্ষাৎকার করিয়া তাহার প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নিবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে যে মোক্ষ ধর্ম্মবিষয়ক অংশ আছে, তাহার দ্রষ্টা রাজর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ নিবৃত্তিধর্ম্মের ঋষি। যেমন বাগ্‌আম্ভৃণী, জনক, অজাতশত্রু,

যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি। পরমর্ষি কপিল মোক্ষধর্ম্মের প্রধান ঋষি ইহা প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মযুগে প্রখ্যাত ছিল।

যোগধর্ম্মে সিদ্ধ ঋষিগণ, যাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের দ্বারা অদ্যাবধি জগতের অধিকাংশ মানব ধর্ম্মাচরণ করিয়া সুখশান্তি লাভ করিতেছে, তাঁহারা যে বিশ্বসম্বন্ধীয় সম্যগ্‌দর্শনরূপ জ্ঞান-স্তূপ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বহির্দৃষ্টি, সভ্যংমন্য, পণ্ডিতগণ পিপীলিকের ন্যায় তাহার তলদেশে বিচরণ করিতেছেন।

ধর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও নিবৃত্তিধর্ম্ম বা মোক্ষধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে অধিকতর সুখলাভ হয়, তাহাই প্রবৃত্তিধর্ম্ম, আর যাহার দ্বারা নির্ব্বাণ বা শান্তিলাভ হয় তাহা নিবৃত্তিধর্ম্ম। নিবৃত্তিধর্ম্ম ভারতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রবৃত্তিধর্ম্ম পৃথ্বীর সর্ব্বত্রই আছে।

প্রবৃত্তিধর্ম্মের মূল এই দুইটী আচরণ—(১) ঈশ্বর বা মহাপুরুষের অর্চ্চনা, (২) দান, পরোপকার, মৈত্রী আদি পুণ্যকর্ম্মাচরণ। ইহার মধ্যে অর্চ্চনার প্রণালী আবার মূলতঃ এই—স্তুতি এবং সজ্জা, ধূপ, দীপ ও আহার্য্য রূপ বলি। বৈদিক যুগ হইতে অধুনাকাল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রবৃত্তিধর্ম্মের মধ্যেই এই সকল মূল আচরণ দেখা যায়। কর্ম্মকাণ্ডের বা ritual এর প্রণালী নানারূপ হইতে পারে কিন্তু ঐ সকল মূল আচরণ সর্ব্ব ধর্ম্মে সমান। বৈদিককালে অগ্নিতে বলি আহুতি দিয়া দেবতার অর্চ্চনা করা হইত এবং তৎসহ দানাদি করা হইত এবং সোমাদি আহার্য্য নিবেদিত হইত। য়িহুদীরাও পশুমাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেবতার অর্চ্চনা করিত। খ্রীষ্টানদের sacrament এবং আহার্য্যের উপর grace পাঠও আহার্য্যবলি, মুসলমানদের কোর্‌বানও আহার্য্যবলি।

ঐ প্রকার প্রবৃত্তিধর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে গমন হয়। ইহা বেদে দেখা যায়। "যত্র জ্যোতিরজস্রং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবি!" ইত্যাদি বেদমন্ত্রে উহা উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান আদিরাও ঐরূপ কর্ম্মের ঐরূপ ফলে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

পরকাল বা স্বর্গ ও নরক-সম্বন্ধীয় সত্য জানিতে হইলে অলৌকিক দৃষ্টি চাই। আমাদের ঋষিরা এবং খৃষ্টানাদির prophetরা অলৌকিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। অধুনাকালে Sir Oliver Lodge, Sir William Crookes প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অলৌকিকদৃষ্টিসম্পন্ন Mediumদের দ্বারা উহা আবিষ্করণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্মাচরণ করিতে গেলে মানবকে এক-প্রকার না একপ্রকার কার্য্যকাণ্ডপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। ঋষিরা যাগযজ্ঞরূপ এবং খৃষ্টান-মুসলমানাদিরাও একএকরূপ পদ্ধতি বা ritual অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন ও করেন। কিন্তু সর্ব্বত্র অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা, মহাপুরুষের অর্চ্চনা, এবং দানাদিকর্ম্ম এইগুলি সাধারণরূপে পাওয়া যায়। আর্ষ প্রবৃত্তিধর্ম্ম চারি হাজার বা চল্লিশ হাজার * বা কত বৎসর হইতে আবিষ্কৃত হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্যরা আপাতকালের মোহে মুগ্ধবুদ্ধিতে অনুমান করিয়া যে চার পাঁচ হাজার বৎসর আন্দাজ করে তাহা সঙ্কীর্ণ কল্পনা ব্যতীত আর কিছু নহে।

নিবৃত্তিধর্ম্মের দুই প্রধান সম্প্রদায়—আর্ষ ও অনার্ষ। আর্ষ সম্প্রদায় সাংখ্য, বেদান্ত আদি। অনার্ষ সম্প্রদায় বৌদ্ধ জৈন আদি। যদিও আর্ষসম্প্রদায় সর্ব্বমূল তথাপি বৌদ্ধাদিরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তককে মূল মনে করাতে তাহাদের অনার্ষ বলা যায়।

* শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক অনুমান করিয়াছেন যে বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক মন্ত্রের অনেকাংশ রচিত হয়।

নিবৃত্তিধর্ম্মের মূল মত ও চর্য্যা এই—পুণ্যের দ্বারা স্বর্গ লাভ হইলেও স্বর্গলাভ অচিরস্থায়ী, কারণ তাহাতেও জন্মপরম্পরার নিবৃত্তি হয় না। সম্যক্ দর্শন জন্মপরম্পরার বা সংসারের নিবৃত্তির হেতু। সম্যক্ যোগ (অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যরূপ সমাধি) এবং সম্যক্ বৈরাগ্য সম্যক্ দর্শনের বা প্রজ্ঞার হেতু। সম্যক্ দর্শনের দ্বারা দুঃখমূল অবিদ্যার নাশ হয়, সুতরাং দুঃখময় সংসারের নিবৃত্তি হয়।

সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সমস্ত নিবৃত্তিধর্ম্মবাদীর এই মত। অবশ্য প্রবৃত্তিধর্ম্মবাদীদের যেরূপ কর্ম্মপদ্ধতির ভেদ আছে, সেইরূপ নিবৃত্তিবাদীদের সম্যগ্-দর্শন এবং সম্যক্ যোগেও ভেদ আছে। আর্যসম্প্রদায়ের নিবৃত্তিবাদীদের মধ্যে, আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মবিষয়ে সম্যক্ বৈরাগ্য এই দুই ধর্ম্ম সাধারণ। বৌদ্ধেরা কেবল বৈরাগ্যবাদী, জৈনেরা এবং বৈষ্ণবাদিরা বৈরাগ্য এবং এক প্রকার আত্মজ্ঞানবাদী।

নির্গুণ ও সগুণ ভেদে আত্মজ্ঞান দ্বিবিধ। সাংখ্যেরা নির্গুণ পুরুষবাদী, বৈদান্তিকদের আত্মা নির্গুণ ও সগুণ (ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন) দুই-ই, তার্কিকদের আত্মা সগুণ। কিন্তু সর্ব্বমতেই যোগ অর্থাৎ অভ্যাস-বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তিরোধ, আত্ম-সাক্ষাৎকারের ও শাশ্বতী শান্তির উপায়।

বৌদ্ধমতে আত্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে অনাত্মজ্ঞান অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধরূপ আত্মা শূন্য এইরূপ জ্ঞানই সম্যক্ দর্শন। তৎপূর্ব্বক সম্যক্ তৃষ্ণাশূন্যতা বা বৈরাগ্যই নির্ব্বাণ। জৈনেরাও বলেন "জে রাগ জানই সে সব্বং জানই। জে সব্বং জানই সে রাগ জানই॥" অর্থাৎ বৈরাগ্য পূর্ব্বক সমাধিবিশেষ তাহাদেরও মোক্ষ। বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরাও বৈরাগ্য এবং সমাধিকে মোক্ষোপায় বিবেচনা করেন।

শ্রুতিতে আত্মা পরমা গতি বলিয়া কথিত হয়। বস্তুত প্রাচীন ঋষিরা পরম পদার্থকে বহুশ "আত্মা" নামে ব্যবহার করিতেন। আর পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রচলন ঋষিযুগে ছিল না। ঋষিরা ইন্দ্রাদি দেবতাদের এবং প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ নামক সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। হিরণ্যগর্ভ দেবই কালক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন নামে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডাধীশ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের অপর নাম অক্ষর আত্মা। তিনি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" ইত্যাদি ঋকে তিনি স্তুত হইয়াছেন।

প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ বা অক্ষর আত্মা ব্যতীত নির্গুণ পুরুষও শ্রুতিতে আছে। তিনি "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি রূপে কথিত হইয়াছেন। তিনি ঐশ্বর্য্যনির্ম্মুক্ত সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না।

আত্মাকে অক্ষর পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এবং নির্গুণ পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এই উভয় প্রকার জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। তন্মধ্যে নির্গুণ পুরুষরূপ আত্মা সাংখ্যসম্মত। বৈদান্তিকেরা আত্মাকে ঈশ্বরও বলেন, আবার নির্গুণও বলেন। সাংখ্যমতে (এবং ন্যায়-বৈশেষিক-বৈষ্ণবাদিমতে) পুরুষ বহু, স্বরূপত নির্গুণ, স্ব স্ব অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি অনুসারে পুরুষগণ ঈশ্বর বা অনীশ্বর হন। বেদান্তমতে পুরুষ এক, মায়ার দ্বারা তিনি ঈশ্বর ও জীব হন। নির্গুণ পুরুষের মধ্যে মায়া কিরূপে আসে বৈদান্তিকেরা তাহা না বুঝানতে তাঁহাদের মত তত বিশদ নহে।

সগুণ (অর্থাৎ ঈশ্বরতাযুক্ত বা সত্ত্বগুণযুক্ত) এবং নির্গুণ আত্মজ্ঞানের আবির্ভাবকাল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রথমে সগুণ আত্মজ্ঞান ঋষি সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিল যাগযজ্ঞাদি প্রবৃত্তিধর্ম্মের আচরণ সর্ব্ব প্রথম। তৎপরে সগুণ আত্মজ্ঞানের দ্রষ্টা কোন কোন ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। বাগাম্ভৃণী ঋষি ইহার উদাহরণ। "অহং রুদ্রেভি র্বসুভি শ্চরাম্যহমাদিত্যৈ

কৃত বিশ্বদেবৈঃ ইত্যাদি ঋকে উক্ত ঋষি সার্ব্বজ্ঞ্য-সর্ব্বব্যাপিত্বাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত সগুণ আত্মজ্ঞানের প্রকাশ করিয়াছেন। বেদের সংহিতা ভাগে আরও অনেক স্থলে ঐরূপ আত্মজ্ঞান দেখা যায়।

পরে পরমর্ষি কপিল নির্গুণ আত্মজ্ঞান আবিষ্কার করেন। তাহা ক্রমশ ঋষি যুগের মনীষী ঋষিগণের মধ্যে প্রচার হইয়া শ্রুতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সংহিতা অপেক্ষা উপনিষদেই উহা স্পষ্টতঃ দেখা যায়। মহাভারত তৎসম্বন্ধে বলেন "জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে। যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র।" অর্থাৎ হে নরেন্দ্র! মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে, বেদ সকলে, সাংখ্যসম্প্রদায়ে ও যোগসম্প্রদায়ে, এবং পুরাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায় তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে।

অতএব পরমর্ষি আদিবিদ্বান্ কপিলের আবিষ্কৃত নির্গুণ পুরুষ উপনিষদেও দেখা যায়। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিতে সাংখ্যীয় সুমহৎ নির্গুণ আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্রুতি সকল বৈদান্তিকদের অনেকাংশে অনুকূল হওয়াতে লুপ্ত হয় নাই। কারণ প্রায় হাজার দেড়হাজার বৎসর ব্যাপিয়া বৈদান্তিকদেরই সমুদাচার। কিন্তু তাহাতে অনেক সাংখ্যানুকূল শ্রুতি লুপ্ত হইয়াছে। যোগ ভাষ্যকার অনেক শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যেমন "প্রধানস্যাত্ম-খ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিরিতি শ্রুতেঃ।" এই শ্রুতি কাললুপ্ত শাখাস্থিত। ভারত বলেন "অমূর্ত্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি শ্রুতিঃ" প্রচলিত কয়েক খানি শ্রুতিগ্রন্থে সগুণ-নির্গুণ-আত্মজ্ঞান উভয়ই নির্ব্বিশেষে উক্ত থাকাতে তাহাদের ভেদ করিতে না পারিয়া অনেক অবিশেষদর্শী ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয়েন।

অতএব জানা গেল যে প্রথমে কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ভব, তৎপরে সগুণ আত্মজ্ঞান তৎপরে সাংখ্যীয় নির্গুণ পুরুষ জ্ঞান, এই রূপ ক্রমে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। মহর্ষি পঞ্চশিখ যে সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন, যাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে, যাহার কিয়দংশ মাত্র যোগভাষ্যে উদ্ধৃত হওয়াতে অলুপ্ত আছে. তাহাতে আছে যে "আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষি রাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ।" ইহাই নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি-বিষয়ক সমীচীন বাক্য। ইহা পৌরাণিকের কাব্যময় কাল্পনিক আখ্যায়িকা নহে কিন্তু দার্শনিকের ঐতিহাসিক বাক্য।

পরমর্ষি কপিলের আবির্ভাবের পর ভারতে ধর্ম্মযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মোক্ষধর্ম্মের সুলভাজনক সংবাদে আছে "অথ ধর্ম্মযুগে তস্মিন্ যোগধর্ম্মমনুষ্ঠিতা। মহীমনুচচারেকা সুলভা নাম ভিক্ষুকী॥" এই ধর্ম্মযুগের অনুস্মৃতি হইতে শেষে পৌরাণিক সত্যযুগ কল্পিত হইয়াছে। সেই ধর্ম্মযুগে মিথিলায় ব্রহ্মবিদ্যার অতিশয় চর্চ্চা ছিল। জনকবংশীয় জনদেব, ধর্ম্মধ্বজ, করাল প্রভৃতি নৃপতিগণ সকলেই আত্মজ্ঞ ছিলেন। তৎকালে মহর্ষি পঞ্চশিখ সন্ন্যাস লইয়া বিদেহাদি দেশে বিচরণ করিতেন। মহারাজ ধর্ম্মধ্বজ জনক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে কাশীরাজ অজাতশত্রুও আত্মজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু মিথিলার এরূপ খ্যাতি ছিল যে বিবিদিষু ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই বিদেহরাজ্যে যাইতেন। কৌষীতকী উপনিষদে অজাতশত্রু বলিতেছেন "জনক জনক ইতি বা উ জনা ধাবন্তীতি" অর্থাৎ আত্ম-বিদ্যার জন্য জনক জনক বলিয়া লোকে মিথিলায় দৌড়ায়।

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ হয়ত এই ধর্ম্মযুগকে কষামাজা করিয়া বড়জোর গৌতম বুদ্ধের দুই চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া আন্দাজ করিবেন, কিন্তু আমরা উহা বুদ্ধের দুই চারি হাজার

বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া আন্দাজ করি। সংস্কৃত সাহিত্যের আখ্যায়িকায় জনকগণ যুধিষ্ঠির আদির বহু পূর্ব্বের লোক বলিয়া বর্ণিত হন। তাহা মিথ্যা কল্পনা মনে করার কিছু হেতু নাই। বিশেষত সেই ধর্ম্মযুগের ধর্ম্মবল ক্রমশঃ নির্ব্বাপিত হইলে পর তখন বুদ্ধের উত্থান হয়। ধর্ম্মযুগের সেই ধর্ম্মবল নির্ব্বাপিত হইতে দুই চারি হাজার বৎসর লাগা অসম্ভব নহে।

ঐ ধর্ম্মযুগে মহর্ষি পঞ্চশিখ পরমর্ষি কপিলের উপদেশ অবলম্বন করিয়া সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করেন। মোক্ষধর্ম্মের মনন বা যুক্তিপূর্ব্বক নিশ্চয় করার জন্যই মোক্ষদর্শন। "ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন যে "বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সাংখ্য-দর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন।" ইহা সর্ব্বথা সত্য। মহর্ষি পঞ্চশিখের সেই গ্রন্থ অধুনা সম্পূর্ণ না পাইলেও তাহার যাহা অবশিষ্ট আছে তদ্দ্বারা সমগ্র সাংখ্যের জ্ঞান হয়। বিশেষত সাংখ্যকারিকাতে সাংখ্যের প্রায় সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে। সাংখ্য যুক্তিপূর্ণ দর্শন বলিয়া উহা আদিবক্তার কথার উপর তত নির্ভর করে না। তজ্জন্য সাংখ্যের মূলগ্রন্থ না থাকিলেও ক্ষতি নাই। প্রচলিত ষড়ধ্যায় সাংখ্যদর্শন প্রাচীন অট্টালিকার ন্যায় *। তাহা যেমন সময়ে সময়ে সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন আকার ধারণ করে, কিন্তু ভিত্তি আদি অনেক অংশ তাহার ঠিক থাকে, ষড়ধ্যায় সাংখ্যদর্শনও সেইরূপ। কারিকা ও সাংখ্যদর্শন ব্যতীত তত্ত্বসমাস বা কাপিলসূত্র নামে যে গ্রন্থ আছে তাহাকে অনেকে প্রাচীন মনে করেন। মোক্ষমূলর তাহাতে কয়েকটা অপ্রচলিত পারিভাষিক শব্দ দেখিয়া তাহাকে প্রাচীন মনে করিয়া গিয়াছেন। উহা কিছু প্রাচীন হইলেও অধিক প্রাচীন নহে। উহার টীকা অতি আধুনিক। অপ্রচলিত পারিভাষিক শব্দ উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে না, কিন্তু আধুনিকত্বই প্রমাণ করে।

প্রাচীন ভারতে মুমুক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ এই দুই সম্প্রদায় বহুকাল প্রচলিত ছিল। সগুণ আত্মজ্ঞান আবিভূত হইলে অবশ্য তৎসহ যোগও আবিষ্কৃত হইয়াছিল কারণ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা সমাধি ব্যতীত কোন প্রকার আত্মজ্ঞান সাধ্য নহে। নির্গুণ জ্ঞান আবিষ্কৃত হইলে যোগও তদনুরূপে সংস্কৃত হইয়াছিল। পরমর্ষি কপিল হইতে যেমন নির্গুণ আত্মজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেইরূপ নির্গুণ পুরুষ-প্রাপক যোগও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উদর ও পৃষ্ঠ যেমন অবিনাভাবী, সাংখ্য এবং যোগও সেইরূপ। তাই প্রাচীন শাস্ত্রে সাংখ্য ও যোগকে একই দেখিবার জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। যাঁহারা কেবল তত্ত্বনিদিধ্যাসন করিয়া এবং বৈরাগ্যাভ্যাস করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিতেন, তাঁহারা সাংখ্য। এবং যাঁহারা তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগক্রমে আত্মসাক্ষাৎকার করিতেন তাঁহারা যোগ-সম্প্রদায়ী। মহাভারতের সাংখ্যযোগ সম্বন্ধীয় কয়েকটী সংবাদের ইহাই সার ধর্ম্ম। বস্তুত মোক্ষধর্ম্মের সাংখ্য তত্ত্বকাণ্ড এবং যোগ সাধনকাণ্ড।

"হিরণ্যগর্ভঃ যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ" ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যোগের আদিম বক্তা হিরণ্যগর্ভ দেব। হিরণ্যগর্ভদেব কোন স্বাধ্যায়শীল ঋষির নিকট যোগবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জগতে যোগবিদ্যা প্রচার হয়। অথবা হিরণ্যগর্ভ কপিলর্ষিকেও লক্ষ্য করিতে পারে। "যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিং" ইত্যাদি ভারতবাক্য হইতে জানা যায় যে, কপিলর্ষি প্রজাপতি নামে খ্যাত ছিলেন। হিরণ্যগর্ভ দেবও প্রজাপতি।

* "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" সাংখ্যদর্শনের এই সূত্রটি বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকায় উদ্ধৃত দেখা যায়। ঐ পুস্তক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে (বোধ হয় অনেক পূর্ব্বে) রচিত। কারণ নেপালে প্রাপ্ত যে পুঁথি দৃষ্টে উহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা নেপালী সালের ১৯৮ অব্দের বা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দের পুরাতন পুঁথি।

"প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব" ইত্যাদি ঋকে হিরণ্যগর্ভকে প্রজাপতি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ভারতে আছে—"কপিলং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সাংখ্যনিশ্চিতনিশ্চয়াঃ। হিরণ্যগর্ভ-ভগবানেষচ্ছন্দসি সুষ্টুতঃ।"

কিন্তু কপিলর্ষির উৎকর্ষবিষয়ে দ্বিবিধ মত আছে। একমতে (সাংখ্যমতে) তিনি পূর্ব্ব-জন্মের উত্তমসংস্কারবলে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন হইয়া জন্মাইয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে পরমপদ লাভ করিয়া জগতে প্রচার করেন। অন্যমতে (যোগমতে) তিনি ঈশ্বরের (সগুণ ঈশ্বরের বা হিরণ্যগর্ভের) নিকট জ্ঞানলাভ করেন। "ঋষিং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈ র্বিভর্ত্তি" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্যে এইমত প্রকটিত আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রাচীন যোগসম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

ফলে কপিলের পূর্ব্বে যেরূপ সগুণ আত্মজ্ঞান প্রচলিত ছিল সেইরূপ যোগও প্রচলিত ছিল। কপিলের দ্বারা নির্গুণপুরুষবিদ্যা ও কৈবল্যপ্রাপক যোগ প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি স্বীয় পূর্ব্বসংস্কারবলে জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সাধনবলে ঈশ্বরপ্রসাদেই হউক বা স্বতই হউক পরমপদলাভ করিয়া প্রকাশ করেন। তাহা হইতেই প্রচলিত সাংখ্যযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যোগের বর্ত্তমান দর্শনের পূর্ব্বে হৈরণ্যগর্ভযোগ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। পতঞ্জলি মুনি তাহা হইতে সূত্রাত্মক যোগদর্শন প্রস্তুত করিয়াছেন। পতঞ্জলি মুনি যোগসূত্রব্যতীত চরক ও ব্যাকরণ মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। সম্পূর্ণ প্রবাদটি এই—ভগবান শেষনাগ একাধিক বার অবতীর্ণ হইয়া চরক, মহাভাষ্য ও যোগ এই তিন গ্রন্থ রচনা করেন। শেষনাগ ও তাহার অবতার যেমন কাল্পনিক অপ্রাচীন মত, ঐ প্রবাদও যে সেইরূপ তাহা বিজ্ঞ পাঠক বুঝিতে পারিবেন। বোধ হয় মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কোন নাগবাচক উপনাম ছিল, তাহা হইতে পরবর্ত্তীকালে তিনি শেষনাগের অবতার বলিয়া কল্পিত হয়েন। ফলে অপ্রাচীন প্রবাদ ব্যতীত ঐ মতের কোন প্রমাণ নাই। শেষনাগ একই অবতারে ঐ তিন গ্রন্থ রচনা করেন কি না তাহারও স্থিরতা নাই। পরন্তু যোগসূত্র ও মহাভাষ্যের মত পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় উহা দুই ব্যক্তির দ্বারা রচিত।

যোগসূত্র প্রচলিত ষড়দর্শনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে অন্য কোন দর্শনের মতের উল্লেখ বা খণ্ডন নাই। কেবল স্বমতের ন্যায় সকলকে প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্কা সকলের নিরাশ করা আছে। যেমন "ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ" এই সূত্রে স্বাভাবিক শঙ্কা যাহা আসিতে পারে তাহাই নিরাশ করা আছে। ঐ শঙ্কা অন্য কোন সম্প্রদায়ের মত না হইতে পারে। ভাষ্যকার সূত্রের তাৎপর্য্যের দ্বারা অনেকস্থলে বৌদ্ধমত নিরাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সূত্রকার কেবল স্বাভাবিক ন্যায়দোষেরই নিরাশ করিয়াছেন মাত্র। কুত্রাপি তিনি বৌদ্ধাদিমত নিরাশ করেন নাই। কেবল 'নচৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ" এই সূত্রে বৌদ্ধমতের (উহা বৌদ্ধদের উদ্ভাবিত মত নাও হইতে পারে) আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সূত্র ভাষ্যেরই অঙ্গ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভোজরাজ উহা সূত্ররূপে ধরেন নাই। অতএব বৌদ্ধমত প্রচারিত হইবারও পূর্ব্বে পাতঞ্জল যোগদর্শন রচিত তাহা অনুমিত হইতে পারে।

যোগভাষ্য প্রচলিত সমস্ত দর্শনের ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু উহা বৌদ্ধমত প্রচারিত হইবার পর রচিত। উহার সরল প্রাচীন ভাষা, প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থের ভাষার ন্যায় ভাষা এবং ন্যায়াদি অন্য দর্শনের মতের অনুল্লেখ উহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। উহা ব্যাসের দ্বারা রচিত। অবশ্য এই ব্যাস মহাভারতের কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নহেন। বুদ্ধের ২।৩ শত বর্ষ পরে

যে ব্যাস ছিলেন উহা তাঁহার দ্বারা রচিত। একজন চিরজীবি ব্যাস কল্পনা করা অপেক্ষা বহু ব্যাস স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। কল্পে কল্পে ব্যাস হয়েন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা ব্যাসের বহুত্বকে উপলক্ষ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে।

যোগসূত্র ও যোগভাষ্যের ন্যায় বিশুদ্ধ. ন্যায্য, গভীর ও অনবদ্য দার্শনিক গ্রন্থ জগতে নাই। সূত্রকারের ন্যায়ানুসারী লক্ষণ, যুক্তির শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা জগতে অতুলনীয়। তাঁহার গম্ভীরা ও নির্ম্মলা ধীশক্তির ইয়ত্তা পাওয়া যায় না। যোগভাষ্যের ন্যায় সারবৎ, বিশুদ্ধ ন্যায়পূর্ণ, গভীর দার্শনিক পুস্তকও আর নাই। ইহা ভারতের প্রাচীন দার্শনিক গৌরবের অবশিষ্ট সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাংখ্য-যোগের প্রচলিত গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও সাংখ্য-যোগবিদ্যা বহু প্রাচীন। তাহার জ্ঞান যেরূপ উচ্চতম, তাহার ন্যায় যেরূপ বিশুদ্ধতম ও মূল পর্য্যন্ত অন্ধ-বিশ্বাসের কলঙ্কশূন্য, তাহার শীলও সেইরূপ বিশুদ্ধতম। অহিংসা- সত্যাদি শীল ও মৈত্রীকরুণাদি ভাবনা অপেক্ষা বিশুদ্ধ শীল ও পবিত্র ভাবনা হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা এই সাংখ্যযোগের শীল সম্যক্ লইয়াছেন; এবং তাহা সাধারণ্যে প্রচারযোগ্য (Popular) গল্পাদিতে নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করাতে জগন্ময় পূজিত হইতেছেন। ফলে মহর্ষি কপিলের প্রবর্ত্তিত জ্ঞান ও শীলের দ্বারা এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যত লোক আলোকিত ও সাধুশীল হইয়াছে, সেরূপ আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতার ধর্ম্মের দ্বারা হয় নাই। সাংখ্যের সত্ত্ব, রজ ও তম হইতে বৈদ্যকশাস্ত্রও ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে। মহাভারতে আছে—শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ গুণা রাজন্ শরীরজাঃ। তেষাং গুণানাং সাম্যং চেত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্। উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণঞ্চ বাধ্যতে। সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি ত্রয় আত্মগুণাঃ স্মৃতাঃ॥" সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে শরীরের বাত, পিত্ত ও কফ আবিষ্কৃত হইয়া বৈদ্যক বিদ্যা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব সাংখ্য হইতে জগৎ যেরূপ ধর্ম্মবিষয়ে ঋণী, সেইরূপ বাহ্যবিষয়েও ঋণী। (৩।২৯ যোগসূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সাংখ্যযোগ হইতে অন্যান্য মোক্ষদর্শন উদ্ভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনার্ষদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ-দর্শন প্রধান ও প্রাচীন এবং আর্ষদর্শনের মধ্যে আন্বীক্ষিকী বা ন্যায় প্রাচীন, কিন্তু বেদান্ত প্রধান। বৌদ্ধ দর্শনের বিষয় গ্রন্থমধ্যে অনেকস্থলে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তের বিষয়ও স্বতন্ত্র প্রকরণে দেখান হইয়াছে। তর্কদর্শন (অর্থাৎ ন্যায় ও বৈশেষিক) মোক্ষদর্শন হইলেও কখন যে তাহা মুমুক্ষুসম্প্রদায়ের দ্বারা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। ঐ ঐ দর্শনের মতে যোগই মোক্ষের সাধন। আর তল্লভ্য তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের উপায়। তন্মতে তত্ত্বের লক্ষণ এই—"সতঃ সদ্ভাবঃ অসতশ্চ অসদ্ভাবঃ" (বাৎসায়ন-ভাষ্য)। ন্যায়মতে ষোড়শ পদার্থের দ্বারা অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত বুঝাই তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানে যোগের অপেক্ষা আছে। বৈশেষিকেরা ছয় পদার্থের দ্বারা তত্ত্ব বুঝেন। ন্যায় অপেক্ষা বৈশেষিকের যুক্তি-প্রণালী অধিকতর বিশুদ্ধ।

ন্যায়ের বাৎসায়ন-ভাষ্য যোগভাষ্য ছাড়া অপর সব দার্শনিক ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন। উহা অতীব সারবৎ। অগভীর বালবোধি-তর্কযুক্ত ও শব্দাড়ম্বরযুক্ত নবীন ন্যায়ের পরিবর্ত্তে যদি বাৎসায়ন-ভাষ্যের পঠন প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান নৈয়ায়িকদের বুদ্ধিবিদ্যা আরও গভীর ও ন্যায্য হইত। অতঃপর আমরা সর্ব্বপিতামহ সাংখ্যের সহিত অন্যান্য দর্শনের সম্বন্ধ দেখাইয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের উপসংহার করিব।

সাংখ্যের মূল মত এই কয়টি :—

(১) ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি মোক্ষ ; (২) মোক্ষাবস্থায়, আমাদের মধ্যে যে নির্গুণ অবিকারী

পুরুষ নামক তত্ত্ব আছে, তাহাতে স্থিতি হয় ; (৩) মোক্ষে চিত্ত নিরুদ্ধ হয় ; (৪) চিত্তনিরোধের উপায় সামাধিজ প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্য ; (৫) সমাধির উপায় যমাদি শীল ও ধ্যানাদি সাধন ; (৬) মোক্ষ হইলে জন্মপরম্পরার নিবৃত্তি হয় ; (৭) জন্মপরম্পরা অনাদি, তাহা অনাদি কর্ম্ম হইতে হয় ; (৮) প্রকৃতি এবং বহু পুরুষ মূল উপাদান ; (৯) পুরুষ ও প্রকৃতি নিত্য অসৃষ্ট পদার্থ ; (১০) ঈশ্বর অনাদিমুক্ত পুরুষ-বিশেষ ; (১১) তিনি জগৎ বা আমাদের সৃষ্টি করেন না ; (১২) প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ বা জন্য-ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। তিনি অক্ষর, তাঁহার প্রশাসনে ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত রহিয়াছে।

উহার মধ্যে বৌদ্ধেরা (১), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), ও (১১) এই কয় মত সম্পূর্ণ লইয়াছেন। (২) মত তাঁহারা কতক লইয়াছেন, তাঁহারা পুরুষের পরিবর্ত্তে কতকাংশে পুরুষের লক্ষণসম্পন্ন 'শূন্য' নামক অবিকারী, গুণশূন্য পদার্থ লইয়াছেন।

মহাযান বৌদ্ধেরা আদি-বুদ্ধ নামক যে ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহা সাংখ্যের অনাদিমুক্ত ঈশ্বরের তুল্য পদার্থ। মহাযান ও হীনযান উভয় বৌদ্ধেরা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার অধীশ্বরতা তত স্বীকার করেন না।

বৈদান্তিকেরা উহার সমস্তই প্রায় গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল পুরুষ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন মত লইয়াছেন। তন্মতে পুরুষ ও ঈশ্বর বস্তুত একই পদার্থ। আর পুরুষ বহু নহে। আর ঈশ্বর সৃষ্টি করেন (হিরণ্যগর্ভাদিরূপে)। প্রকৃতিকে তাঁহারা ঈশ্বরের মায়া বা ইচ্ছা বলেন ; তাহা অনির্ব্বচনীয়ভাবে ঈশ্বরে থাকে। ঈশ্বরই অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যার দ্বারা নিজেকে অনাদি কাল হইতে জীব করিয়াছেন ; ইত্যাদি বিষয়ে সাংখ্য হইতে বৈদান্তিক পৃথক্ হইয়াছেন।

তার্কিকেরাও ঐ সকল মত প্রায় সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা নিজেদের ষোল বা ছয় পদার্থের মধ্যে ফেলিয়া উহা বুঝিতে চান। নির্গুণ পুরুষ তাঁহারা তত বুঝেন না, আত্মাকে সগুণ করেন। তর্ক দার্শনিকেরা সাংখ্যের ন্যায় মূল পর্য্যন্ত যুক্তিবাদী। বৌদ্ধ-বৈদান্তিকাদিরা মূলতঃ অন্ধবিশ্বাসবাদী।

বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও (বিশেষতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা) ঐ সমস্ত প্রায় গ্রহণ করেন। সাংখ্যের ন্যায় তন্মতেও জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ পুরুষ, অধিকন্তু উভয়ের মধ্যে নিত্য প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ। জীবও ঈশ্বর নিত্য, সুতরাং জীব তন্মতেও অসৃষ্ট। তবে ঈশ্বর বিশ্বের রচয়িতা (সাংখ্যমতের জন্য-ঈশ্বরের মত)। সাংখ্যের ন্যায় তন্মতেও যোগের দ্বারা ঈশ্বরবৎ হওয়া যায় (কেবল সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য হয় না)। মুক্ত ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করেন, ইত্যাদি বিষয়ে এই মত বেদান্তের পক্ষীয় ও সাংখ্যের প্রতিপক্ষীয়।

সর্ব্বমূল সাংখ্যযোগকে আশ্রয় করিয়া কালক্রমে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষদর্শন উৎপন্ন হইয়াছে। মৌলিক বিষয়ে তাঁহারা সব সাংখ্যমতকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও অবান্তর বিষয়ে তাঁহারা অনেক ভিন্ন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছেন।

ভারতে যখন ঋষিযুগে ধর্ম্মযুগ ছিল, তখন মনীষী ঋষিরা সাংখ্যযোগমতের দ্বারা তত্ত্ব-দর্শন করিতেন। তখন মোক্ষবিষয়ে কুসংস্কাররূপ আবর্জ্জনা জন্মে নাই। তখনকার মুমুক্ষু ঋষিরা বিশুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান ও বিশুদ্ধ শীল অবলম্বন করিতেন। কালক্রমে সাংখ্যযোগ ও ভারতীয় লোকসমাজ বিপরিণত হইলে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া মোক্ষধর্ম্মে পুনশ্চ বলসঞ্চার করিলেন। বুদ্ধের মহানুভাবতার দ্বারা সাংখ্যযোগ বা মোক্ষধর্ম্ম অনেক পরিমাণে সাধারণ্যে প্রচারযোগ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরাও কালক্রমে বিকৃত হইলে আচার্য্যবর শঙ্কর আসিয়া মোক্ষধর্ম্মের ক্ষীণ দেহে পুনঃ বল প্রদান করেন।

ঙ্করের পর হইতে ভারত অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় ক্রমশঃ গিয়াছে। অধঃপতিত অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও হীনবীর্য্য ভারতে অন্ধবিশ্বাসমূলক যুক্তিহীন মোক্ষধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মত সকলই উপযোগী বলিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে। কথিতও হয় যে, কলিতে ঐরূপ ধর্ম্মই জীবকে উদ্ধার করে।

সাংখ্যযোগ বা প্রকৃত মোক্ষধর্ম্ম মানবসমাজের অতি অল্পসংখ্যক লোকই গ্রহণ করিতে পারে। বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন "অল্পকাস্তে মনুষ্যেষু যে জনাঃ পারগামিনঃ। ইতরাস্তু প্রজাশ্চাথ তীরমেবানুগচ্ছতি॥" সাংখ্যযোগী হইতে হইলে পরমার্থ-বিষয়িণী ধী চাই, সম্যক্ ন্যায়প্রবণ মেধা চাই ও বিশুদ্ধ চরিত্র চাই। এই সকল একাধারে দুর্লভ।

যেমন সমুদ্র সুদূর হইলেও তাহার বাষ্প মহাদেশের অভ্যন্তর স্নিগ্ধ করিয়া প্রজাদের সঞ্জীবিত রাখিতেছে, সেইরূপ সাংখ্যযোগ সাধারণ মানবের অগম্য হইলেও তাহার স্নিগ্ধ ছায়া মানবের ধর্ম্মজীবনকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। সাধারণ মানব সত্যের ও ন্যায়ের অতি অল্প ধার ধারে। সত্যের অতি অস্পষ্ট ছায়াতে প্রভূত মিথ্যাকল্পনা মিশ্রিত থাকিলে তাহাদের হৃদয় কিছু আকৃষ্ট হয়। যদি বল "সত্যং ক্রয়াৎ" তাহা হইলে কাহারও হৃদয়ে বসিবে না, কিন্তু যদি মিথ্যা কল্পনা মিশাইয়া বল "অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্। অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেকং বিশিষ্যতে॥" তাহা হইলে অনেকের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ সাধারণ মানবের মধ্যে যে ধর্ম্মজ্ঞান আছে (তাহারা যে সম্প্রদায়ই হউক না কেন) তাহা পোনের আনা মিথ্যাকল্পনা-মিশ্রিত সত্য। আমেরিকায় একটি Concentrated food Restaurant স্থাপিত আছে, আহার্য্যের সারভাগ, যাহা খুব অল্প মাত্র খাইলেই শরীর ধারণ হয়, তাহা তথায় বিক্রীত হয়। কিন্তু লোকের তাহা খাইয়া মোটেই তৃপ্তি হয় না। তাহারা প্রভূত জল মিশাইয়া ঐ খাদ্য খায়।

ধর্ম্মজগতেও সেইরূপ। এক আনা সত্য পোনের আনা মিথ্যা। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান-আদিরা ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কল্পনা করেন, তাহার যদি একতম মত সত্য হয়, তবে অন্য সব মিথ্যা হইবে। তাহাতেই বুঝা যাইবে পৃথিবীর কত লোক ভ্রান্ত।

ফলে "ঈশ্বর ও পরলোক আছে এবং সত্যাদি সংকর্ম্মের ভাল ফল হয়" এই দুইটি সত্যের ভিত্তিতে প্রভূত মিথ্যাকল্পনার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া জনতা তৃপ্ত আছে।

"ঈশ্বর আমাদের সৃজন করিয়াছেন" ইত্যাদি ঈশ্বর সম্বন্ধে বহু বহু প্রমাণশূন্য অন্ধবিশ্বাস-মূলক কল্পনাবিলাসে জনতা মূঢ়। পরলোকসম্বন্ধেও নানা সম্প্রদায়ের নানা কল্পনা।

ইহার উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস দ্রষ্টব্য। বুদ্ধ যে নির্ব্বাণধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধারণের মধ্যে যখন প্রচার হইয়াছিল, তখন কেবল ভূরি ভূরি কাল্পনিক গল্পই (এক আনা সত্য পোনের আনা মিথ্যা) বৌদ্ধসাধারণের সার ধর্ম্মজ্ঞান ছিল। আমাদের পৌরাণিক মহাশয়গণও ঠিক তদ্রূপ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তবে বুদ্ধের বলে বৌদ্ধ-সাধারণ নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা একবাক্যে স্বীকার করে কিন্তু হিন্দুসাধারণ তাহাও করে না।

ফলত বুদ্ধ, খৃষ্ট আদি মহাপুরুষগণ যদি ফিরিয়া আসেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ধর্ম্মমত জগতে খুঁজিয়া পাইবেন না, পাইলেও সাশ্চর্য্য দেখিবেন তাঁহাদের গোঁড়া ভক্তেরা তাঁহাদের নামের কিরূপ অপব্যবহার করিয়াছেন।

যাহা হউক সাংখ্যযোগ যেরূপ বিশুদ্ধ ন্যায় প্রথায় এবং মিথ্যাকল্পনাশূন্য অন্ধবিশ্বাসহীন প্রথায় আছে তাহা সাধারণ্যে বহুল প্রচার হইবার যোগ্য নহে। বুদ্ধের বা বৌদ্ধের এবং পৌরাণিকদের দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি ফল হইয়াছিল তাহা উপরে দেখান

হইয়াছে। মনুষ্যের চিত্ত সহজত এরূপ কল্পনাবিলাসি যে বিশুদ্ধ ন্যায় অপেক্ষা অবিশুদ্ধ, কল্পনা-মিশ্রিত ন্যায়ই তাহাদের কর্ম্মে (সৎ বা অসৎ কর্ম্মে) অধিকতর উৎসাহিত করে। যদি নিছাঁক সত্য ধর্ম্ম বল তবে প্রায় কেহ অগ্রসর হবে না, কিন্তু যদি সত্যের সহ প্রভূত কল্পনা ও বুজ্‌রুগী মিশাও তবে দলে লোক ধরিবে না।

উপসংহারে বক্তব্য যাঁহাদের এরূপ ধী আছে যে মোক্ষধর্ম্মের আমূলাগ্র বুঝিতে কুত্রাপি অন্ধবিশ্বাসের সাহায্য লইতে হয় না, যাঁহাদের মেধা এরূপ ন্যায়প্রবণ যে ন্যায়ানুসারে যাহা সিদ্ধ হইবে তাহাতেই নিশ্চয়মতি হইয়া কর্ত্তব্যপথে যাইতে উদ্যত হয়েন, কর্ত্তব্যপথে চলিতে যাঁহাদের ভয়, লোভ বা অন্ধবিশ্বাস প্রয়োজন হয় না, যাঁহাদের হৃদয় স্বভাবত অহিংসা-সত্যাদি বিশুদ্ধ শীলের পক্ষপাতী তাঁহারাই সাংখ্যযোগের অধিকারী।

ওঁ নমঃ পরমর্ষয়ে ॥

অথ পাতঞ্জলদর্শনম্ ॥

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। যোগানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌম শ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তম্, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্রবিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ. সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতো, বিচারানুগত আনন্দানুগতোঽস্মিতানুগত, ইত্যুপরিষ্টাত্ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। ॥ ১ ॥

১। অথ যোগ অনুশিষ্ট হইতেছে। সূ

ভাষ্যানুবাদ। (১) অথ শব্দ অধিকারার্থ। যোগানুশাসনরূপ শাস্ত্র (২) অধিকৃত হইয়াছে ইহা জ্ঞাতব্য। (৩) যোগ অর্থে সমাধি (৪) তাহা চিত্তের সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম (অর্থাৎ চিত্তের সর্ব্বভূমিতেই সমাধি উৎপন্ন হইতে পারে)। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তভূমিকা (৫)। তাহার মধ্যে (৬) বিক্ষিপ্ত চিত্তে উৎপন্ন যে সমাধিতে বিক্ষেপসংস্কার সকল উপসর্জ্জন বা অপ্রধান ভাবে থাকে (৭) তাহা যোগপক্ষে বর্ত্তায় না (৮)। কিন্তু যে সমাধি একাগ্রভূমিক চিত্তে সমুদ্ভূত হইয়া সৎস্বরূপ অর্থকে (৯) প্রকৃষ্টরূপে খ্যাপিত করে, অবিদ্যাদি ক্লেশ সকলকে ক্ষীণ করে (১০), কর্ম্মবন্ধনকে বা পূর্ব্ব-সংস্কার-পাশকে শ্লথ করে (১১) এবং নিরোধাবস্থাকে অভিমুখ করে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ (১২) বলা যায়। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত ইহাদের বিষয় অগ্রে আমরা সম্যক্‌রূপে প্রবেদন করিব। সর্ব্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যে সমাধি উৎপন্ন হয় তাহা অসম্প্রজ্ঞাত।

টীকা। ১ম সূত্র। (১) যস্ত্যক্ত্বারূপ মাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায়
প্রক্ষীণ-ক্লেশ-রাশি র্বিষম-বিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্ব্বজ্ঞান-প্রসূতি র্ভুজগ পরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যম্
দেবোঽহীশঃ স বোঽব্যাৎ সিতবিমল-তনু র্যোগদো যোগযুক্তঃ ॥

জগতের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য যিনি নিজের আদ্যরূপ ত্যাগ করিয়া বহুধা অবতীর্ণ হন, যাঁহার অবিদ্যাদি ক্লেশরাশি প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ, যিনি বহুবক্ত্র, সুভোগী ও সর্ব্বজ্ঞানের প্রসূতি-স্বরূপ, ভুজঙ্গম-সম্পর্ক যাঁহাকে নিত্য প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে, সেই শ্বেতবিমলতনু, যোগদাতা ও যোগযুক্ত অহীশদেব তোমাদিগকে পালন করুন।

এই শ্লোক ভাষ্যের কোন কোন পাঠে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত। বাচস্পতি মিশ্র ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ইহা বাচস্পতির পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈদৃশ ছন্দের শ্লোক ভাষ্যের ন্যায় প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

(২) শিষ্টের শাসন=অনুশাসন। এই সকল সূত্রে প্রতিপাদিত যোগবিদ্যা হিরণ্যগর্ভ ও প্রাচীন মহর্ষিগণের শাসন অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সূত্রকারের নবোদ্ভাবিত শাস্ত্র নহে।

যোগশাস্ত্র যে কেবল দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র মাত্র নহে, কিন্তু মূলে যে ইহা প্রত্যক্ষকারী পুরুষগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার যুক্তিপ্রণালী এইরূপ:—চিৎ, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান অধুনা আমাদের নিকট অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও তাদৃশ অনুমানের জন্য প্রথমতঃ সেই বিষয়ক প্রতিজ্ঞার আবশ্যক। কারণ অচিন্তনীয় বস্তুর প্রথমে কোন পরিচয় না থাকিলে তাহাতে অনুমানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। চিতিশক্তি প্রভৃতির নিশ্চয়জ্ঞান অস্মদাদির পরম্পরাগত শিক্ষা প্রণালী হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু যিনি আদি শিক্ষক, যাঁহার আর অন্য শিক্ষক ছিল না, তাঁহার দ্বারা কিরূপে ঐ অচিন্তনীয় বিষয় সকল প্রতিজ্ঞাত হইতে পারে? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে সেই আদি শিক্ষক অবশ্যই সেই অচিন্তনীয় বিষয় সকলের সাক্ষাৎকারী ছিলেন। এ বিষয়ে সাংখ্যীয় দৃষ্টান্ত যথা "ইতরথা অন্ধপরম্পরা" (৩৮১সূ) অর্থাৎ যদি মুক্তিশাস্ত্র জীবন্মুক্ত বা চরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকারী পুরুষের দ্বারা প্রথমে উপদিষ্ট না হইবে, তাহা হইলে অন্ধপরম্পরার ন্যায় হইবে। অন্ধপরম্পরাগত উপদেশে যেমন রূপবিষয়ক কিছু থাকিতে পারে না, সেইরূপ অসাক্ষাৎকারীদের উপদেশে কিছু প্রত্যক্ষজ্ঞানসাধ্য উপদেশ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চিৎ, মুক্তি প্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞান অচিন্তনীয়ত্ব-হেতু, হয় শিক্ষণীয়, নয় সাক্ষাৎকরণীয়। আদি শিক্ষকের তাহা শিক্ষণীয় হইতে পারে না,—সুতরাং আদি উপদেষ্টার তাহা সাক্ষাৎকৃত জ্ঞান।

ঐ সকল বিষয় যে কাল্পনিক বা প্রবঞ্চনা নহে, তাহা অনুমানপ্রমাণদ্বারা নিশ্চিত হয়। আদিম প্রবক্তৃগণের প্রতিজ্ঞাত বিষয় সকল অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত করিবার জন্যই দর্শন শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা তু সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।" শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রোতব্য, উপপত্তির দ্বারা মন্তব্য, মননানন্তর সতত ধ্যান করা কর্ত্তব্য; ইহারা (শ্রবণ মনন, ধ্যান) দর্শন বা সাক্ষাৎকারের হেতু, এতন্মধ্যে শ্রুত্যর্থের মননের জন্যই সাংখ্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও এই কথা বলিয়াছেন ("তস্য শ্রুতস্য মননার্থ মথোপদেষ্টুম্" ইত্যাদি।) মহাভারতও বলেন, "সাংখ্যন্তু মোক্ষদর্শনম্"!

১। (৩) অর্থাৎ অথ শব্দের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে যোগানুশাসনই এই সূত্রের দ্বারা অধিকৃত বা আরম্ভ করা হইয়াছে।

১। (৪) জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা, প্রাণাপান সমাযোগ, প্রভৃতি যোগ শব্দের অনেক পারিভাষিক, যৌগিক ও রূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রের যোগ অর্থে সমাধি। তাহার অর্থ ২য় সূত্রোক্ত লক্ষণার দ্বারা স্ফুট হইবে।

১। (৫) চিত্তের ভূমিকা অর্থে চিত্তের সহজ অবস্থা। চিত্তভূমি পঞ্চ প্রকার,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে যে চিত্ত স্বভাবতঃ অত্যন্ত অস্থির, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তার জন্য যে পরিমাণ স্থৈর্য্যের ও ধীশক্তির প্রয়োজন তাহা যে চিত্তের নাই, সুতরাং যে চিত্তের

নিকট তত্ত্ব সকলের সত্তা অচিন্ত্য বোধ হয়, সেই চিত্ত ক্ষিপ্তভূমিক। প্রবল হিংসাদি প্রবৃত্তির বশে কখনও কখনও ইহাতে সমাধি হইতে পারে। মহাভারতের আখ্যায়িকায় জয়দ্রথ ইহার দৃষ্টান্ত। পাণ্ডবদের নিকট পরাভূত হইয়া প্রবল দ্বেষ পরবশ হওত সে শিবে সমাহিত চিত্ত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

মূঢ়ভূমি দ্বিতীয়। যে চিত্ত কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ে মুগ্ধ হওয়া হেতু তত্ত্ব চিন্তার অযোগ্য তাহা মূঢ়ভূমিক চিত্ত। ক্ষিপ্ত অপেক্ষা ইহা মোহকর বিষয়ে সহজে সমাহিত হয় বলিয়া ইহা দ্বিতীয়। দারা-দ্রবিণাদির অনুরাগে লোকে তত্তৎ বিষয়ের ধ্যানশীল হয়,-এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহা মূঢ়চিত্তে সমাহিততার দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় ভূমি, বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিপ্ত অর্থে ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট। অধিকাংশ সাধকেরই চিত্ত বিক্ষিপ্তভূমিক। যে অবস্থাপ্রাপ্ত চিত্ত সময়ে সময়ে স্থির হয় ও সময়ে সময়ে চঞ্চল হয় তাহা বিক্ষিপ্ত। সাময়িক স্থৈর্য্যহেতু বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত তত্ত্ব সকলের শ্রবণমননাদি পূর্ব্বক স্বরূপাবধারণ করিতে সমর্থ হয়। মেধা ও সদ্বৃত্তি সকলের ন্যূনাধিক্যপ্রযুক্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত মনুষ্যগণের অসংখ্য ভেদ আছে। বিক্ষিপ্ত চিত্তেও সমাধি হইতে পারে কিন্তু উহা সদাকাল স্থায়ী হয় না। কারণ ঐ ভূমির প্রকৃতি সাময়িক স্থৈর্য্য ও সাময়িক অস্থৈর্য্য।

একাগ্র ভূমিকা চতুর্থ। এক অগ্র বা অবলম্বন যে চিত্তের তাহা একাগ্র চিত্ত। সূত্রকার বলিয়াছেন "শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ" অর্থাৎ একবৃত্তি নিবৃত্ত হইলে যদি তাহার পরে ঠিক তদনুরূপ বৃত্তি উঠে এবং তাদৃশ অনুরূপ বৃত্তির" প্রবাহ চলিতে থাকে, তবে তাদৃশ চিত্তকে একাগ্র চিত্ত বলে। ঐরূপ ঐকাগ্র্য যখন চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়, যখন অহোরাত্রের অধিকাংশ সময় চিত্ত একাগ্র থাকে, এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও একাগ্র স্বপ্ন হয় *, তখন তাদৃশ চিত্তকে একাগ্রভূমিক বলা যায়। একাগ্র ভূমিকা আয়ত্ত হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়। সেই সমাধিই প্রকৃত যোগ বা কৈবল্যের গৌণ সাধক হয়।

পঞ্চম চিত্তভূমির নাম নিরুদ্ধভূমি। ইহা শেষাবস্থা। নিরোধ সমাধির (১।১৮ সূত্র দেখ) অভ্যাসদ্বারা যখন চিত্তের অধিককালস্থায়ী নিরোধ আয়ত্ত হয়, তখন সেই চিত্তাবস্থাকে নিরোধভূমি বলে। নিরোধ ভূমির দ্বারা চিত্তবিলীন হইলে কৈবল্য হয়।

যত প্রকার জীব আছে তাহাদের সকলের চিত্তই স্থূলতঃ এই পঞ্চ অবস্থায় অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে কোন্ ভূমির সমাধি মুক্তিপক্ষে উপাদেয় এবং কোন্ ভূমির সমাধি অনুপাদেয় তাহা ভাষ্যকার বিবৃত করিতেছেন।

১। (৬) তাহার মধ্যে=ভূমিকা সকলের মধ্যে। ক্ষিপ্তভূমিক ও মূঢ়ভূমিক চিত্তে যে ক্রোধ লোভ মোহাদি হইতে কোন কোন স্থলে সমাধি হইতে পারে সেই সমাধি কৈবল্যের সাধক হয় না। পরন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্তে···। (এইরূপ পূরণ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে)।

১। (৭) যে অস্থির চিত্তকে সময়ে সময়ে সমাহিত করিতে পারা যায়, তাহাকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলা হইয়াছে। যে সময় স্থৈর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয় সেই সময়ে অস্থৈর্য্য অভিভূত হইয়া থাকে। বিক্ষেপের সেই অভিভূতভাবে থাকার নাম উপসর্জ্জনভাবে বা অপ্রধানভাবে থাকা। পুরাণাদিতে যে অনেকানেক সমাহিত চিত্ত ঋষির অপ্সরাদি কর্তৃক ভ্রংশ বর্ণিত আছে, তাহা এই প্রকার উপসর্জ্জনীভূত বিক্ষেপের দ্বারা সংঘটিত হয়।

---

* জাগ্রতের সংস্কার হইতে স্বপ্ন হয়। জাগ্রৎ কালে যদি অত্যধিক কাল সহজত চিত্ত একাগ্র থাকে তবে স্বপ্নেও সেইরূপ হইবে। একাগ্রতার লক্ষণ ধ্রুবা স্মৃতি, অথবা সর্ব্বদাই আত্মস্মৃতি। তাহার সংস্কারে স্বপ্নেও আত্মবিস্মরণ হয় না, কেবল শারীরিক স্বভাবে ইন্দ্রিয়গণ জড় থাকে।

১। (৮) যোগপক্ষে—কৈবল্য পক্ষে। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বিক্ষেপ সকল উঠে বলিয়া সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞা চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং যতদিন না সেই সকল বিক্ষেপ দূরীভূত হইয়া চিত্তে সদাকালীন ঐকাগ্র্য জন্মায়, ততদিন তাহা কৈবল্যের সাধক হইতে পারে না।

১। (৯-১২) যে যোগের দ্বারা বুদ্ধি হইতে ভূত পর্য্যন্ত তত্ত্বসকলের সম্যক্‌ (সর্ব্বতোমুখী) ও প্রকৃষ্ট বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে জ্ঞান হয়, যে জ্ঞানের পর আর সেই বিষয়ের কিছু অজ্ঞাত থাকে না, তাহা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। একাগ্রভূমিতে সমাধি হইলে তবে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। একাগ্র-ভূমিতে চিত্তকে সহজতঃ অভীষ্ট বস্তুতে অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত সংলগ্ন রাখিতে পারা যায়। পদার্থের যাহা সত্যজ্ঞান তাহা সদাকাল চিত্তে রাখাই মানবমাত্রের অভীষ্ট হইবে। কারণ, সত্যজ্ঞান চিত্তে স্থির রাখিতে পারিলে কেহ মিথ্যা জ্ঞান চায় না। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সংযমদ্বারা সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করিলেও বিক্ষেপাবির্ভাবে তাহা থাকে না, সুতরাং একাগ্রভূমিক চিত্তেই সদাকালীন সমাধি-প্রজ্ঞা হইতে পারে। যে জ্ঞান সদাকালীন (অর্থাৎ যাবৎবুদ্ধি স্থায়ী) এবং যাহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্ম জ্ঞান হয় না, তাহাই সত্য জ্ঞান। সেই সত্যজ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় সদ্ভূত বিষয়। এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন একাগ্রভূমিজ সমাধি হইতে সৎস্বরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়। ঐ কারণে তখন যে ক্লেশবৃত্তিকে এবং কর্ম্মকে জ্ঞান-বৈরাগ্যের দ্বারা ত্যাগ করা যায়, তাহার ত্যাগ সদাকালীন হয়। সুতরাং এই অবস্থায় ক্লেশসকল ক্ষীণ হয় এবং কর্ম্মবন্ধন সকল শ্লথ হয়। সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুর চরম জ্ঞান হইলে পরবৈরাগ্য পূর্ব্বক যখন জ্ঞানবৃত্তিকেও নিরাবলম্ব করিয়া লীন করা যায়, তখন তাহাকে নিরোধ সমাধি বলে। সম্প্রজ্ঞাত যোগে পদার্থের চরম জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান হইতে থাকে বলিয়া এই যোগ নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখীন করে।

সদ্ভূত অর্থকে প্রকাশ করা, ক্লেশগণকে ক্ষীণ করা, কর্ম্মবন্ধনকে শ্লথকরা এবং নিরোধাবস্থাকে অভিমুখীন করা একাগ্রভূমিজ সমাধির এই কার্য্য চতুষ্টয় কিরূপে হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। সমাধির দ্বারা ভূতের স্বরূপ বা তন্মাত্রের জ্ঞান হয় (কিরূপে হয় তাহা ১।৪৩ সূত্রে দেখ)। তন্মাত্র সুখ, দুঃখ ও মোহশূন্য অর্থাৎ যে যোগী তন্মাত্র সাক্ষাৎ করেন তিনি তন্মাত্র (বাহ্য জগৎ) হইতে সুখী, দুঃখী বা মুগ্ধ হন না। বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তে সমাধিকালে ঐরূপ জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু যখন অভিভূত বিক্ষেপ পুনরুদিত হয়, তখন সেই চিত্ত পুনরায় সুখী, দুঃখী ও ও মুগ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু একাগ্র ভূমিক চিত্তে সেরূপ হয় না, তাহাতে সেই সমাধি প্রজ্ঞা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। অতএব বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সমাধির দ্বারা পদার্থের প্রজ্ঞান হইতে পারে বটে কিন্তু একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞান (বা সর্ব্বতোভাবে প্রজ্ঞান) সদাকালস্থায়ী হয়। ক্লেশাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। মনে কর ধনবিষয়ে রাগ আছে ; তদ্বিষয়ক বিরাগভাবে সমাহিত হইলে সেই কালে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যেন সেই রাগ দূরীভূত হয়, একাগ্রভূমিক চিত্ত হইলে সেই বৈরাগ্য চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। রাগাদির ক্ষয়ে তন্মূলক কর্ম্মও একে একে সদাকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে নিরোধাবস্থা অভিমুখ হয়।

সম্প্রজ্ঞাত যোগকে শুদ্ধ সমাধি বলিয়া কেহ না বুঝেন। সমাধিপ্রজ্ঞা চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে।

ভাষ্যম্। তস্য লক্ষণাভিধিৎসয়েদং সূত্রম্প্রববৃতে। —

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥২॥

সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণম্। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টম্ ঐশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধমধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমানমনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেবরজোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রম্ ধর্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি। তৎ পরং-প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধা চানন্তা চ, সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ম্ অতো বিপরীতা বিবেকখ্যাতিরিতি। অতস্তস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি, তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি, স নির্বীজঃ সমাধিঃ, ন তত্র কিংচিৎসম্প্রজ্ঞায়ত ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ, দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি ॥ ২ ॥

২। চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। সূ (১)

ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত দ্বিবিধ যোগের লক্ষণ বলিবার ইচ্ছায় এই সূত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সূত্রে সর্ব্ব শব্দ গ্রহণ না করাতে অর্থাৎ "সর্ব্ব চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ" এরূপ না বলিয়া কেবল "চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ" এরূপ বলাতে, সম্প্রজ্ঞাতকেও যোগ বলা হইয়াছে। প্রখ্যা বা প্রকাশশীলত্ব, প্রবৃত্তিশীলত্ব ও স্থিতিশীলত্ব এই ত্রিবিধ স্বভাবহেতু চিত্ত, সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়াত্মক (২)। প্রখ্যারূপ চিত্ত সত্ত্ব (৩) রজ ও তম গুণের দ্বারা সংসৃষ্ট হইলে তাদৃশ চিত্তের ঐশ্বর্য্য ও বিষয় সকল প্রিয় হয়। সেই চিত্ত তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, ও অনৈশ্বর্য্য এই সকল তামস গুণে উপগত হয় (৪)। প্রক্ষীণ-মোহাবরণ-যুক্ত সুতরাং গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ বিষয়ের সর্ব্বতোরূপে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে, রজোমাত্রের দ্বারা অনুবিদ্ধ (৫) সেই চিত্তসত্ত্ব, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে উপগত হয়। যখন লেশমাত্র রজোগুণের মলও অপগত হয় তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ (৬), কেবলমাত্র বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতা-খ্যাতি-যুক্ত, ধর্ম্মমেঘ ধ্যানোপগত হয়। ইহাকে ধ্যায়ীরা পরম প্রসংখ্যান বলিয়া থাকেন। চিতিশক্তি অপরিণামিনী, অপ্রতিসংক্রমা (৭) দর্শিত-বিষয়া, শুদ্ধা এবং অনন্তা; আর এই বিবেকখ্যাতি সত্ত্বগুণাত্মিকা (৮) সেইহেতু চিতি শক্তির বিপরীত। এইজন্য (বিবেকখ্যাতিরও সমলত্বহেতু) বিবেকখ্যাতিতেও বিরাগযুক্ত চিত্ত সেই খ্যাতিকে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলে। সেই অবস্থা সংস্কারোপগত থাকে। তাহাই নির্ব্বীজ সমাধি; তাহাতে কোনপ্রকার সম্প্রজ্ঞান হয় না বলিয়া তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত (৯)। অতএব চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ দ্বিবিধ হইল।

টীকা।—২। (১) চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা যোগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানসিক বল। মোক্ষধর্ম্মে আছে "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগ সমংবলং" সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান নাই, যোগের তুল্য বল নাই। বৃত্তি নিরোধ কিরূপে মানসিক বল হইতে পারে তাহা বুঝান যাইতেছে। বৃত্তিনিরোধ অর্থে এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখিতে পারার নাম যোগ। স্থৈর্য্যের ও ধ্যেয় বিষয়ের ভেদানুসারে যোগের অনেক অঙ্গভেদ আছে। বিষয় শুদ্ধ ঘট পটাদি বাহ্য দ্রব্য নহে। মানসিক ভাবও ধ্যেয় বিষয় হইতে পারে। যখন চিত্তে স্থৈর্য্যশক্তি জন্মায়, তখন যে কোন একটি মনোবৃত্তিও চিত্তে স্থির রাখা

যায়। এখন বিবেচনা কর, আমাদের যে দুর্ব্বলতা তাহা কেবল মনে সদিচ্ছা স্থির রাখিতে না পারা মাত্র; কিন্তু বৃত্তিস্থৈর্য্য হইলে সদিচ্ছা সকল মনে স্থির রাখা যাইবে, সুতরাং সেই পুরুষ মানসিক বল সম্পন্ন হইবে। সেই স্থৈর্য্যের যত বৃদ্ধি হইবে মানসিক বলও তত বৃদ্ধি হইবে। স্থৈর্য্যের চরম সীমার নাম সমাধি বা আত্মহারার ন্যায় অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা। শ্রুতি ও দার্শনিক যুক্তির দ্বারা দুঃখের কারণ ও শাশ্বতী শান্তির উপায় বুঝিলেও আমরা কেবল মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারি না। শ্রুতির উপদেশ আছে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" অর্থাৎ "ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে ব্রহ্মবিৎ কিছু হইতে ভীত হন না" ইহা জানিয়া এবং মরণ ত্রাসের অজ্ঞানতা জানিয়াও কেবল মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ আমরা তদনুযায়ী হইতে পারি না। কিন্তু যাঁহার সমাধিবল লাভ হয় সেই বলী ও বশী পুরুষ সর্ব্বাঙ্গীন শুদ্ধি লাভ করিয়া ত্রিতাপমুক্ত হইতে পারেন। এইজন্য শাস্ত্র বলেন "বিনিষ্পন্ন সমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। * *।" সমাধি সিদ্ধি হইলে সেই জন্মেই মুক্ত হইতে পারে। শ্রুতিতেও তজ্জন্য শ্রবণ ও মননের পর নিদিধ্যাসন (ধ্যান বা সমাধি) অভ্যাস করিতে উপদেশ আছে। প্রাগুক্তি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে সমাধি অতিক্রম করিয়া কেহ মুক্ত হইতে পারে না। মুক্তি সমাধি-বল-লভ্য পরম ধর্ম্ম। শ্রুতিতে আছে "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" শাস্ত্রে আছে "অয়ন্তু পরমো-ধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্" অর্থাৎ যোগের দ্বারা যে আত্ম দর্শন তাহাই পরম (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ফল সুখ, আত্মদর্শন বা মুক্তাবস্থায় দুঃখ নিবৃত্তির বা ইষ্টতার পরাকাষ্ঠা রূপ শান্তি লাভ হয় বলিয়া, আত্মদর্শন পরম ধর্ম্ম।

পৃথিবীর মধ্যে যাহারা মোক্ষধর্ম্মাচরণ করিতেছে তাহারা সকলেই সেই পরম ধর্ম্মের কোন না কোন অঙ্গাভ্যাস করিতেছে। ঈশ্বরোপাসনার প্রধান ফল চিত্তস্থৈর্য্য, দানাদির ও সংযম মূলক কর্ম্ম সমুদায়ের ফলও পরম্পরা সম্বন্ধে চিত্তস্থৈর্য্য। অতএব পৃথিবীর সমস্ত সাধক জানিয়া হউক, বা না জানিয়া হউক উক্ত সার্ব্বজনীন চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ পরমধর্ম্মের কোন না কোন অঙ্গ অভ্যাস করিতেছে।

২। (২) প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন ধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ ২।১৮ সূত্রের টীপ্পনীতে দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকার ক্ষিপ্তাদি চিত্তে কি কি গুণের প্রাবল্য এবং তত্তৎ চিত্তের কি কি বিষয় প্রিয় হয়, তাহা দেখাইতেছেন।

২। (৩।৪) চিত্তরূপে পরিণত যে সত্ত্বগুণ তাহাই চিত্তসত্ত্ব। অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি। সেই চিত্তসত্ত্ব যখন রজ ও তমগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয় অর্থাৎ যে চিত্ত, চাঞ্চল্য ও আবরণ হেতু প্রত্যগাত্মার ধ্যানপ্রবণ না হয়, সেই চিত্ত ঐশ্বর্য্য ও শব্দাদি বিষয়ে অনুরক্ত থাকে। তাদৃশ ক্ষিপ্ত-ভূমিক চিত্ত আত্মধ্যান ও বিষয়বৈরাগ্যভাবে সুখী হয় না, পরন্তু তাহা বাহুল্যরূপে ঐশ্বর্য্য বা ইচ্ছার অনভিঘাত অর্থাৎ কামনাসিদ্ধি) এবং শব্দাদি বিষয় গ্রহণ হইতে সুখী হয়। এতাদৃশ ব্যক্তিদের (তাহারা সাধক হইলে) অণিমাদির বা (অসাধকের) লৌকিক ঐশ্বর্য্যের কামনা মনে প্রবলভাবে উঠে এবং তাহারা পারমার্থিক ও লৌকিক বিষয়সকলের উপদেশ, শিক্ষা ও আলো-চনাদি করিয়া সুখ পায়। উত্তরোত্তর যত তাহাদের সত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ও ইতর গুণের অভিভব হইতে থাকে, ততই তাহারা বাহ্য বিষয় ছাড়িয়া আভ্যন্তর ভাবে স্থিতিলাভ করিয়া সুখী হয়। ঈদৃশ পুরুষ প্রকৃত নিবৃত্তি বা শান্তি চাহে না কিন্তু শক্তির উৎকর্ষ মাত্র চাহে।

চিত্তসত্ত্ব যে চিত্তে প্রবল তমোগুণের দ্বারা অভিভূত, তাদৃশ চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিরা (মূঢ়ভূমিক) বাহুল্যরূপে অধর্ম্মের (অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল অধিক পরিমাণে দুঃখ [কর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য]) আচরণশীল

হয়, এবং তাহারা অজ্ঞানী বা বিপরীত (পরমার্থের বিরোধী)-জ্ঞান-যুক্ত হয়। আর তাহারা বাহ্য বিষয়ের প্রবল অনুরাগী হয় এবং প্রধানতঃ মোহবশে এরূপ আচরণ-করে যাহার ফল অনৈশ্বর্য্য বা ইচ্ছার অপ্রাপ্তি।

২। (৫) রজোগুণের কার্য্য চাঞ্চল্য অর্থাৎ একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রাপ্তি। প্রক্ষীণমোহ চিত্তের গ্রহীতা গ্রহণ ও গ্রাহ্যরূপ বিষয় সকলের প্রজ্ঞা হইতে থাকে বলিয়া সেই চিত্তেও কতক পরিমাণ চাঞ্চল্য থাকে আর তৎকারণে তাহা অভ্যাসে এবং বৈরাগ্য সাধনে অভিরত থাকে।

২। (৬) রজোগুণরূপ মলার লেশ মাত্রও অপগত হইলে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের চরম বিকাশ (যদপেক্ষা আর অধিকতর বিকাশ হইতে পারে না) হইলে, চিত্তসত্ত্ব স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয় অর্থাৎ পূর্ণরূপে সাত্ত্বিকপ্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়। যেমন দগ্ধমল বিশুদ্ধ কাঞ্চন, মলজনিত বৈরূপ্য ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণ করে, তদ্বৎ। কিন্তু তাহা পুরুষস্বরূপে বা পুরুষবিষয়কপ্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বিবেকখ্যাতি বিষয়ক সমাপত্তি বলে। তাদৃশ চিত্ত বিবেকখ্যাতি বা বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যত্বের উপলব্ধিমাত্রে রত হয়। যখন সেই বিবেকখ্যাতি 'সর্ব্বথা' হয় অর্থাৎ যখন বিবেকখ্যাতির বাহ্যফল যে সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বাধিষ্টাতৃত্ব তাহাতে বিরাগযুক্ত হইয়া অবিপ্লবা হয়, তখন তাহাকে ধর্ম্মমেঘ সমাধি বলা যায়। ৪।২৯ সূত্র দ্রষ্টব্য।

প্রসংখ্যান অর্থে পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার বা বিবেকখ্যাতি। তাহাই ব্যুত্থানের সম্যক্ নিরোধোপায়। ধর্ম্মমেঘের দ্বারা ক্লেশের সম্যক্ নিবৃত্তি হয় বলিয়া, আর তদবস্থায় সার্ব্বজ্ঞ্যাদি বিবেকজসিদ্ধিতেও বৈরাগ্য হয় বলিয়া তাহাকে ধ্যায়ীরা পরম প্রসংখ্যান বলেন।

২। (৭) চিতিশক্তির পাঁচটি বিশেষণ যথা:—শুদ্ধা, অনন্তা অপরিণামিনী, অপ্রতি-সংক্রমা ও দর্শিতবিষয়া। দর্শিতবিষয়া—বিষয় সকল যাহার নিকট (বুদ্ধির দ্বারা) দর্শিত হয়। অর্থাৎ যাহার সত্তায় বুদ্ধি চেতনাবতী হইলে বুদ্ধিস্থ বিষয় সকলের প্রতিসংবেদন হয়। বিষয় সকল প্রকাশিত হয় বলিয়া সেই স্বপ্রকাশ শক্তি যে কিছু ক্রিয়াশালিনী বা বিকৃতা হন তাহা নহে। এই হেতু বলিয়াছেন "অপ্রতিসংক্রমা" অর্থাৎ প্রতিসংক্রম (সঞ্চার; বিষয়ে সংক্রান্ত হওয়া) শূন্যা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়া ও নির্লিপ্তা। আর অপরিণামিনী অর্থাৎ বিকারশূন্যা। শুদ্ধা—গুণত্রয়ের ন্যায় আবরণশীল, চলনশীল ও প্রকাশশীল নহে। কিন্তু সেই চিতিশক্তি পূর্ণ স্বপ্রকাশ।

২। (৮) অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধি সত্ত্বগুণ-প্রধানা। নিত্যসহচর রজস্তমোগুণের দ্বারা যে প্রকাশ অল্পাধিক আবরিত ও চঞ্চল, তাহাই সাত্ত্বিক প্রকাশ বা বুদ্ধির প্রকাশ। এই হেতু বুদ্ধির প্রকাশ্য বিষয় (শব্দাদি ও বিবেক) পরিচ্ছিন্ন ও নশ্বর। সুতরাং স্বপ্রকাশা চিতিশক্তি হইতে বুদ্ধি বিপরীত। সমাধিদ্বারা বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ করিয়া পরে নিরোধ সমাধির দ্বারা চৈতন্য মাত্রাধিগম হইলে সেই বুদ্ধি ও চৈতন্যের যে পৃথক্ত্ববিষয়ক প্রজ্ঞা হয়, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বা বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি বলে (বিশেষ বিবরণ ২।২৬ সূত্র দেখ)। সেই বিবেকখ্যাতির দ্বারা পরবৈরাগ্য-পূর্ব্বক চিত্তনিরোধ শাশ্বত হইলে তাহাকে কৈবল্যাবস্থা বলা যায়।

২। (৯) সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান হইয়া পরবৈরাগ্যবশতঃ তাহাও (সম্প্রজ্ঞানও) নিরুদ্ধ হয় বলিয়া ঐ সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি না হইলে অসম্প্রজ্ঞাত হইতে পারে না।

ভাষ্যম্‌। তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাদ্‌বুদ্ধিবোধাত্মপুরুষঃ কিংস্বভাব ইতি।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্‌ ॥৩॥

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তির্যথা কৈবল্যে, ব্যুত্থানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা। ॥৩॥

৩। সেই অবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ। চিত্ত তাদৃশ নিরোধাবস্থাপন্ন হইলে, তখন বিষয়াভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধিবোধাত্মক (১) পুরুষ কি স্বভাব হন?—সেই সময় চিতিশক্তি স্বরূপপ্রতিষ্ঠা থাকেন। যেরূপ কৈবল্যাবস্থায় থাকেন ইহাতেও সেইরূপ থাকেন (২)॥

চিত্তের ব্যুত্থানাবস্থায় চিতিশক্তি (পরমার্থত) তাদৃশ (স্বরূপপ্রতিষ্ঠা) হইলেও (ব্যবহারত) তাদৃশ হন না। (কেন? তাহা নিম্নসূত্রে উক্ত হইয়াছে।)

টীকা। ৩। (১) বুদ্ধিবোধাত্মক—বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির বোদ্ধা বা সাক্ষি-স্বরূপ। প্রধান বুদ্ধি—অহম্প্রত্যয়।

৩। (২) অর্থাৎ এই অবস্থার মত বৃত্তির সম্যক্‌ নিরুদ্ধাবস্থাই কৈবল্য। নিরোধসমাধি চিত্তের লয় আর কৈবল্য প্রলয়।

ভাষ্যম্‌। কথংতর্হি? দর্শিতবিষয়ত্বাৎ॥

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥৪॥

ব্যুত্থানে যাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ; তথাচ সূত্রম্‌, "একমেবদর্শনম্‌, খ্যাতিরেব দর্শনম্‌" ইতি। চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ। তস্মাচ্চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ। ॥৪॥

৪। অপর (বিক্ষেপ) অবস্থায় বৃত্তির সহিত (পুরুষের) সারূপ্য (প্রতীতি) হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। কেন?—দর্শিতবিষয়ত্বই ইহার কারণ (১)। ব্যুত্থানাবস্থায় যে সকল চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, তাহাদের সহিত পুরুষের অবিশিষ্টরূপে বৃত্তি বা জ্ঞান হয়। এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্যের সূত্র প্রমাণ যথা—"একই দর্শন, খ্যাতিই দর্শন" (২) অর্থাৎ লৌকিক ভ্রান্তিদৃষ্টিতে "খ্যাতি বা বুদ্ধিবৃত্তিই দর্শন" এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত দর্শন (=বুদ্ধির অতিরিক্ত পৌরুষেয় চৈতন্য) একাকার বলিয়া প্রতীত হয়। চিত্ত অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারি (৩), দৃশ্যত্ব গুণের দ্বারা ইহা স্বামী পুরুষের "স্বং" স্বরূপ (৪)। সেই হেতু পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগই চিত্তবৃত্তি-দর্শন বিষয়ে কারণ (৫)।

টীকা। ৪। (১) দর্শিতবিষয়ত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি ও পুরুষের এক প্রত্যয়গতত্বহেতু অত্যন্ত সন্নিকর্ষ হইতে চিৎস্বভাব পুরুষের দ্বারা বুদ্ধ্যুপারূঢ় বিষয় সকল প্রকাশিত হয়। তদ্রূপে বৌদ্ধ বিষয় প্রকাশের হেতুস্বরূপ হওয়াতে, পুরুষ যেন বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্নরূপে প্রতীত হন।

৪। (২) পঞ্চশিখাচার্য্য একজন অতি প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য। কপিলের শিষ্য আসুরি এবং আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ, এইরূপ পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি আছে। পঞ্চশিখাচার্য্যই সাংখ্যশাস্ত্র প্রথমে সূত্রিত করিয়া যান। তাঁহার যে কয়েকটী প্রবচন ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়া স্বকীয় উক্তির পোষকতা করিয়াছেন, তাহারা এক একটি অমূল্য রত্ন স্বরূপ; যে গ্রন্থ হইতে

ভাষ্যকার এই সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অধুনা-লুপ্ত হইয়াছে। পঞ্চশিখ সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ আছে :—"সর্ব্বসন্ন্যাসধর্ম্মাণাং তত্ত্বজ্ঞানবিনিশ্চয়ে। সুপর্য্যবসিতার্থশ্চ নির্দ্বন্দ্বো নষ্টসংশয়ঃ॥ ঋষীণামাহুরেকং য়ং কামাদবসিতং নৃষু। শাশ্বতং সুখমত্যন্তমন্বিচ্ছন্তং সুদুর্লভম্॥ যমাহুঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমর্ষিং প্রজাপতিং। স মন্যে তেন রূপেণ বিস্মাপয়তি হি স্বয়ম্।" ইত্যাদি (মোক্ষধর্ম্মে ২১৪ অধ্যায়)। পঞ্চশিখবাক্যস্থ 'দর্শন' শব্দের অর্থ চৈতন্য, এবং খ্যাতি শব্দের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি বা বৌদ্ধ প্রকাশ।

৪। (৩) বিজ্ঞান ভিক্ষু এই দৃষ্টান্তের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :-"যেমন অয়স্কান্তমণি নিজের নিকটবর্ত্তী করিয়া (আকর্ষণ করিয়া) লৌহশল্য নিষ্কর্ষণরূপ উপকার করে এবং তদ্দ্বারা ভোগসাধনত্ব হেতু নিজ স্বামীর 'স্ব' স্বরূপ হয়, সেইরূপ চিত্ত ও বিষয়রূপ লৌহ সকলকে নিজের নিকটবর্ত্তী করিয়া, দৃশ্যত্বরূপ উপকার করণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বামী পুরুষের (ভোগসাধকত্ব হেতু) "স্ব" স্বরূপ হয়।

৪। (৪) "আমি দেখিব" "আমি শুনিব" "আমি সংকল্প করি" "আমি বিকল্প করি" ইত্যাদি যাবতীয় বৃত্তির মধ্যে "আমি" এই ভাব সাধারণ। এই আমিত্বের যাহা বাস্তবিক বাচক পদার্থ তাহাই দ্রষ্টৃ পুরুষ। দ্রষ্টৃপুরুষ চৈতন্যস্বরূপ। দ্রষ্টৃ-চৈতন্যের দ্বারা চেতনা যুক্তের ন্যায় হইয়া বুদ্ধি বিষয় প্রকাশ করে। যাহা প্রকাশ হয় বা আমরা জ্ঞাত হই তাহা দৃশ্য। রূপ রসাদিরা বাহ্যদৃশ্য। চিত্তের দ্বারা উহাদের জ্ঞান হয়। বিষয় জ্ঞানে "আমি" জ্ঞাতা বা গ্রহীতা, চিত্ত (ইন্দ্রিয়যুক্ত) জ্ঞানকরণ বা দর্শন শক্তি এবং বিষয় সকল দৃশ্য বা জ্ঞেয়। সাধারণতঃ অনুব্যবসায় দ্বারা আমাদের চিত্তবিষয়ক জ্ঞান হয়। তজ্জন্য আমরা চিত্তের জ্ঞানবৃত্তিকে উদয় কালে অনুভবপূর্ব্বক অতীত কালে স্মরণের দ্বারা তাহার পুনরনুভব করিয়া বিচারাদি করি। চিত্ত বিষয়জ্ঞানসম্বন্ধে যদিও করণস্বরূপ হয় তথাপি অবস্থাভেদে তাহা আবার দৃশ্য স্বরূপ হয়। চিত্তের উপাদান অস্মিতাখ্য অভিমান। চিত্তগত বিষয়জ্ঞান সেই অভিমানের বিশেষ বিশেষ প্রকার বিকৃতি মাত্র। যখন চিত্তকে স্থির করিবার সামর্থ্য হয় তখন অহংকার বা অভিমানকে সাক্ষাৎ করা যায়। শুদ্ধ পরিণম্যমান অহংকার ভাবে অবস্থান করিলে তাহার বিকৃতিস্বরূপ চৈত্তিক বিষয়জ্ঞানকে পৃথগ্‌রূপে সাক্ষাৎ করা যায়। তখন বিষয় প্রত্যক্ষকারি চিত্ত (অর্থাৎ বিষয়াকারা চিত্তবৃত্তি সকল) দৃশ্য হইল, এবং অহংকার বা শুদ্ধ অভিমান দর্শন শক্তি বা করণ স্বরূপ হইল। পুনশ্চ অভিমানকে সংহৃত করিয়া যখন শুদ্ধ "অহমস্মি" ভাবে অবস্থান (সাস্মিতধ্যান) করা যায়, তখন অভিমানাত্মক অহংকারকে পৃথক্ বা দৃশ্যরূপে সাক্ষাৎ করা যায়। শুদ্ধ "অহমস্মি" ভাব বা বুদ্ধি, তখন জ্ঞানকরণস্বরূপ হয়। সেই বুদ্ধি বিকারশীলা জড়া ইত্যাদি তাহার বিশেষত্ব বুঝিয়া সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা যখন বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষের সত্তা নিশ্চয় হয়, তখন সেই বিবেকজ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় গ্রহীতা বা পুরুষাকারা বুদ্ধি বা পৌরুষ প্রত্যয়। সেই বিবেকজ্ঞানও যখন সমাপ্ত হইয়া পরবৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়াভাবে লীন হয় অর্থাৎ অহম্ভাবের অস্মিতারূপ পরিচ্ছেদও যখন না থাকে, তখন দ্রষ্টৃ পুরুষকে কেবল বা স্বরূপস্থ বলা যায়। বুদ্ধি সে অবস্থায় পৃথগ্‌ভূতা হয় বলিয়া তাহাও দৃশ্য। এইরূপে আবুদ্ধি সমস্তই দৃশ্য। যাহার প্রকাশের জন্য অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা করে তাহা দৃশ্য। আর যাহার বোধের জন্য অন্য বোধয়িতার অপেক্ষা করে না, তাহা স্বয়ং প্রকাশ চিৎ। দ্রষ্টৃপুরুষ স্বয়ংপ্রকাশ এবং বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য বা প্রকাশ্য। তাহারা পৌরুষেয় চৈতন্যের দ্বারা চেতনা যুক্তের ন্যায় হয়। ইহাই দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব; দ্রষ্টা স্বামিস্বরূপ এবং দৃশ্য 'স্ব' স্বরূপ। বুদ্ধ্যাদির সাক্ষাৎকার যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

৪। (৫) শান্ত-ঘোর-মূঢ়াবস্থ সমস্ত চিত্তবৃত্তির দর্শন বা পুরুষের দ্বারা প্রতিসংবেদনের হেতু—অবিদ্যাকৃত অনাদি সংযোগ (২।২৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়-ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যোঽক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্ট-প্রবাহ-পতিতা অপ্যক্লিষ্টাঃ ক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষ্বপ্যক্লিষ্টাভবন্তি, অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয় ইতি, এবং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশমাবর্ত্ততে, তদেবংভূতং চিত্তমবসিতাধিকারমাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। ॥ ৫ ॥

সেই নিরোদ্ধব্য বৃত্তি সকল বহু হইলেও চিত্তের—

৫। ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল পঞ্চপ্রকার। সূ

ভাষ্যানুবাদ। (ক্লিষ্টাক্লিষ্টরূপা) নিরোদ্ধব্যা চিত্তের বৃত্তিসকল বহু হইলেও পঞ্চভাগে বিভাজ্য। অবিদ্যাদি-ক্লেশ-মূলিকা (১) কর্ম্মসংস্কার সমূহের ক্ষেত্রীভূতা (২) বৃত্তিসকল ক্লিষ্টাবৃত্তি। বিবেক-জ্ঞানবিষয়া, গুণাধিকার বিরোধিনী (৩) বৃত্তিসকল অক্লিষ্টাবৃত্তি। ক্লিষ্টবৃত্তির প্রবাহপতিতা (৪) বৃত্তি সকলও অক্লিষ্টা। ক্লিষ্ট ছিদ্রেও (৫) অক্লিষ্টাবৃত্তি এবং অক্লিষ্ট ছিদ্রেও ক্লিষ্টাবৃত্তি উৎপন্ন হয়। (ক্লিষ্টা বা অক্লিষ্টা) বৃত্তির দ্বারা সেই সেই জাতীয় সংস্কার (ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট) উৎপন্ন (৬) হয়। সেই সংস্কার হইতে পুনরায় বৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে (নিরোধসমাধি পর্য্যন্ত) বৃত্তিসংস্কার চক্র প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে। এবম্ভূত চিত্ত গুণাধিকারাবসান হইলে অর্থাৎ বিক্ষেপ-বীজশূন্য হইলে (দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রকৃতিরূপ) (৭) স্ব স্বরূপে অবস্থান করে বা (পরমার্থ দৃষ্টিতে) প্রলয় প্রাপ্ত হয়।

টীকা। ৫। (১) অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ (২।৩-৯ সূত্র দ্রষ্টব্য) যে সকল বৃত্তির মূলে থাকে তাহারা ক্লেশমূলিকা। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ বা অভিনিবেশ ইহাদের কোন এক ক্লেশ পূর্ব্বক কোন এক বৃত্তি উঠিলেই তাহাকে ক্লিষ্টা বৃত্তি বলা যায়। যেহেতু তাদৃশ বৃত্তি হইতে যে সংস্কার সঞ্চিত হয়, তাহা বিপাক প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ ক্লেশময় বৃত্তি উৎপাদন করে। তাহারা দুঃখদ বলিয়া তাহাদের নাম ক্লেশ।

৫। (২) উপরোক্ত কারণেই ক্লিষ্টাবৃত্তিকে কর্ম্মসংস্কার সমূহের ক্ষেত্রীভূতা বলা হইয়াছে। "যাহার দ্বারা যাহা জীবিত থাকে তাহাই তাহার বৃত্তি, যেমন ব্রাহ্মণের যাজনাদি" (বিজ্ঞানভিক্ষু)। চিত্তবৃত্তি অর্থে জ্ঞানরূপ অবস্থা সকল। তদভাবে চিত্ত লীন হয় তাই তাহারা বৃত্তি।

৫। (৩) অবিদ্যাবশে দেহ মন প্রভৃতি পুরুষের উপাধির প্রতিনিয়ত বিকারশীল ভাবে অথবা লীন ভাবে বর্ত্তমান থাকা বা সংসৃতিপ্রবাহই গুণবিকার। জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাদি নাশ হওয়া হেতু জ্ঞানবিষয়া বৃত্তি সকল গুণাধিকার বিরোধিনী অক্লিষ্টাবৃত্তি। যথা দেহাভিমান বা 'আমিই দেহ' এইরূপ ভ্রান্তি ও তদনুগত কর্ম্ম হইতে জাত চিত্তবৃত্তি সকল অবিদ্যামূলিকা ক্লেশবৃত্তি। "আমি দেহ নহি" এইরূপ জ্ঞানময় ধ্যানাদি বা উক্তভাবানুযায়ী আচরণ জনিত চিত্তবৃত্তি সকল অক্লিষ্টা বৃত্তি। তাদৃশ বৃত্তিপরম্পরা হইতে পরিশেষে দেহাদি ধারণ (সুতরাং অবিদ্যা) নাশ হইতে পারে বলিয়া তাহাদিগকে গুণাধিকারবিরোধিনী অক্লিষ্টা বৃত্তি বলা যায়।

বিবেকের দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইলে যে বিবেকখ্যাতিরূপা বৃত্তি উঠে তাহাই মুখ্য অক্লিষ্টা বৃত্তি। বিবেকের সাক্ষাৎকার না হইলে শ্রবণ মনন পূর্ব্বক বিবেকের অনুভব গৌণা অক্লিষ্টা বৃত্তি।

৫। (৪।৫) আশঙ্কা হইতে পারে ক্লিষ্টবৃত্তিবহুল জীবগণের অক্লিষ্টবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা কোথায়, এবং বহু ক্লিষ্টবৃত্তির মধ্যে উৎপন্ন ও বিলীন হইয়াই বা অক্লিষ্টবৃত্তি কিরূপে কার্য্য-কারিণী হইবে? উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে ক্লিষ্ট প্রবাহের মধ্যে পতিত থাকিলেও অন্ধকার গৃহে গবাক্ষাগত আলোকের ন্যায় অক্লিষ্টাবৃত্তি বিবিক্তরূপে থাকে। অভ্যাসবৈরাগ্যরূপ ক্লিষ্ট-বৃত্তি-ছিদ্রেও অক্লিষ্টবৃত্তি প্রজাত হইতে পারে। সেইরূপ অক্লিষ্টবৃত্তি ছিদ্রেও ক্লিষ্টবৃত্তি উৎপন্ন হয়। বৃত্তি সকলের সংস্কারভাবে আহিত থাকাতে ক্লিষ্ট প্রবাহ পতিত অক্লিষ্ট বৃত্তিও ক্রমশঃ বলবতী হইয়া ক্লেশ প্রবাহ রুদ্ধ করিতে পারে।

৫। (৬) ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট বৃত্তি হইতে সেই সেই জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন হয়। অনুভূত বিষয় চিত্তে আহিত থাকার নাম সংস্কার। অতএব ক্লিষ্টবৃত্তি হইতে ক্লিষ্ট সংস্কার এবং অক্লিষ্ট হইতে অক্লিষ্ট সংস্কার হয়। বক্ষ্যমাণ প্রমাণাদি বৃত্তির মধ্যে কিরূপ বৃত্তি ক্লিষ্টা ও কিরূপ বৃত্তি অক্লিষ্টা তাহা দেখান যাইতেছে। বিবেক এবং বিবেকের অনুকূল প্রমাণ জ্ঞান সকল অক্লিষ্ট প্রমাণ ও তদ্বিপরীত প্রমাণ ক্লিষ্ট প্রমাণ। বিবেককালে বা নির্ম্মাণ চিত্তগ্রহণে যে অস্মিতাদি থাকে ও বিবেকের যাহা সাধক এরূপ অস্মিতারাগাদি অক্লিষ্ট বিপর্য্যয় ও তদ্বিপরীত ক্লিষ্ট। যে সমস্ত বাক্যের দ্বারা বিবেক সিদ্ধ হয় সেই বাক্যজাত বিকল্পই অক্লিষ্ট, তদ্বিপরীত ক্লিষ্ট বিকল্প।

বিবেকের এবং বিবেকের সাধক জ্ঞানময় আত্মভাবাদির স্মৃতি অক্লিষ্টা স্মৃতি, তদন্য ক্লিষ্টা স্মৃতি। বিবেকাভ্যাস এবং তদনুকূল জ্ঞানময় আত্মস্মৃত্যাদির অভ্যাসের বা সত্ত্বসংসেবনের দ্বারা ক্ষীয়মাণ নিদ্রাই অক্লিষ্টা নিদ্রা এবং সাধারণ নিদ্রা ক্লিষ্টানিদ্রা। যে নিদ্রার পূর্ব্বে ও পরে আত্মস্মৃতি থাকে এবং যাহা আত্মস্মৃতির দ্বারা ক্ষীণ হইতেছে বা যাহা সাধনাবস্থায় স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক তাহাই অক্লিষ্টা নিদ্রা।

৫। (৭) সৎএর বিনাশ নাই বলিয়া লৌকিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ দার্শনিক দৃষ্টিতে যাহা আমাদের নিকট সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা যত দিন লৌকিক দৃষ্টি থাকিবে ততদিন সৎরূপে প্রতীত হইবে। প্রাকৃত পদার্থ মাত্রই বিকারশীল। তাহারা সদাকাল একরূপে 'সৎ' বা বিদ্যমান থাকে না। তাহাদের সত্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন 'মাটি আছে', 'মাটি ঘট হইল'। ঘটাবস্থায় মাটি ধ্বংস হইল না; তবে মাটি পূর্ব্বের পিণ্ডরূপ ত্যাগ করিয়া ঘটরূপে 'বিদ্যমান' রহিল। এইরূপে লৌকিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান সমস্ত দ্রব্যই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান থাকিতেছে। তাহাদের অভাব আমরা একেবারে কল্পনা করিতেই পারি না। এই যে বস্তুর-রূপান্তরপরিণাম—তাহার মধ্যে যাহা পূর্ব্বরূপে স্থিত বস্তু, তাহাকে উত্তর-রূপ-প্রাপ্ত বস্তুর অন্বয়ী কারণ বলা যায়। যেমন ঘটের অন্বয়ী কারণ মাটি। দ্রব্য যখন স্বীয় কারণরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাকে নাশ বলা যায়। সুতরাং নাশ অর্থে কারণে লীন থাকা। এই হেতু লৌকিক দৃষ্টিতে মুক্ত চিত্তকে নিজের মূল কারণ অব্যক্তে লীন বলিয়া অনুমিতি হইবে। আর পরমার্থ দৃষ্টিতে অর্থাৎ দুঃখপ্রহাণের দৃষ্টিতে যখন ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার পুনরায় আর ব্যক্তভাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া চিত্ত প্রলীন বা অভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয়। চিত্ত তখন ত্রিগুণরূপে থাকে, কেবল দুঃখকারণ দ্রষ্টৃ দৃশ্য সংযোগেরই অভাব হয়।

ভাষ্যম্। তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা বৃত্তিসকল পঞ্চ প্রকার, (যথা :—

৬। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি (১)। সূ

টীকা—৬। (১) এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে যখন নিদ্রা বৃত্তি বলিয়া গণিত হইল, তখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নই বা কেন গণিত হইল না? আর সংকল্পাদি বৃত্তিই বা কেন উক্ত হইল না? তদুত্তরে বক্তব্য –জাগ্রদবস্থা প্রমাণপ্রধান এবং তাহাতে বিকল্পাদিরাও থাকে ; স্বপ্নাবস্থা তেমনি বিপর্য্যয় প্রধান, বিকল্প, স্মৃতি এবং প্রমাণও তাহাতে থাকে সুতরাং প্রমাণাদি বৃত্তি চতুষ্টয়ের উল্লেখে উহারা উক্ত হইয়াছে বলিয়া এবং উহাদের নিরোধে জাগ্রদাদিরও নিরোধ হইবে বলিয়া উহারা স্বতন্ত্র উক্ত হয় নাই। সেইরূপ সংকল্প (কর্ম্মের মানস) জ্ঞানবৃত্তি পূর্ব্বক উদিত ও তন্নিরোধে নিরুদ্ধ হয় বলিয়া উহাও উক্ত হয় নাই। কিঞ্চ পঞ্চ বিপর্য্যয়ের দ্বারা সংকল্প ও সূচিত হইয়াছে। ফলতঃ এস্থলে সূত্রকার পদার্থ গণনা করেন নাই। কেবল মূল নিরোদ্ধব্যা বৃত্তি সকলের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। সেই জন্ম সুখদুঃখাদিরূপ বেদনা বা অবস্থাবৃত্তি সকলও এ স্থলে সংগৃহীত হয় নাই। সুখ দুঃখাদি পৃথগ্‌রূপে নিরোদ্ধব্য নহে ; প্রমাণাদির নিরোধের দ্বারাই তাহাদের নিরোধ করিতে হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুও যোগসার সংগ্রহে বলিয়াছেন "ইচ্ছা-কৃত্যাদি-রূপ-বৃত্তীনাং চৈতন্নিরোধেনৈব নিরোধো ভবতি।"

সাধারণতঃ চেষ্টাদিকেও বৃত্তি নামে অভিহিত করা হয় ; কিন্তু যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় প্রত্যয় অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড বোধ সকলকেই বৃত্তি বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রমাণ যথাভূত বোধ, বিপর্য্যয় অযথাভূত বোধ, বিকল্প প্রমাণবিপর্য্যয় ব্যতিরিক্ত অবস্তু বিষয়ক বোধ, নিদ্রা রুদ্ধাবস্থার অস্ফুটবোধ ও স্মৃতি বুদ্ধভাব সমূহের পুনর্ব্বোধ। বোধ পূর্ব্বক প্রবৃত্তি ও স্থিতি "বৃত্তি" সকল হয় বলিয়া এবং বোধ সকল প্রকার বৃত্তির অগ্র বলিয়া বোধবৃত্তি সকলের নিরোধে অপর সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। তজ্জন্ম যোগের নিরোদ্ধব্যা বৃত্তি সকল জ্ঞান বৃত্তি বা প্রত্যয়। যোগীরা চিত্ত নিরোধের জন্ম জ্ঞান বৃত্তি সকলের নিরোধ করিয়া কৃতকার্য্য হন। জ্ঞানবৃত্তি ধরিয়া চিত্ত নিরোধ করাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়। যোগের বৃত্তি চিত্তসত্ত্বের বা প্রখ্যার ভেদ। প্রবৃত্তি ও স্থিতিকে সাধারণত বৃত্তি বলিলেও তাহা গৃহীত হয় নাই। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়বিজ্ঞান পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্যের চালন বা দেশান্তরগতি ও চাল্যতা বোধ, পঞ্চ প্রাণের দ্বারা গ্রাহ্যের জড়তা ধর্ম্মের বোধ এবং সুখাদি করণগত ভাব সকলের অনুভব, এই সকল লইয়া যে আন্তর শক্তি মিলাইয়া মিশাইয়া বোধ করে, চেষ্টা করে ও ধারণ করে তাহাই চিত্ত। এ বিষয়ে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে কর একটি হস্তী দর্শন করিলে ; সেই দর্শনে চক্ষুর দ্বারা কেবল বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ আকার মাত্র জানা যায় কিন্তু হস্তীর যে অন্যান্য গুণ আছে তাহা চক্ষুমাত্রের দ্বারা জানা যায় না। হস্তীর ভার বহন শক্তি, গমন শক্তি, ভোজন শক্তি, তাহার শরীরের দৃঢ়তা, তাহার রব প্রভৃতি গুণ সকল পূর্ব্বে অন্যান্য যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া অন্তরে ধৃত ছিল। হস্তীদর্শন কালে সেই সমস্ত মিলাইয়া মিশাইয়া যে আন্তরশক্তি 'এই হস্তী' এইরূপ জ্ঞান উৎপাদন করিল, তাহাই চিত্ত। আর হস্তী-দর্শনের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হওয়াতে যদি আনন্দ হয় তাহাও চিত্ত ক্রিয়া। সেই আনন্দানুভবের স্বরূপ অন্তঃকরণগত অনুকূল হস্তী দর্শনাবস্থার বোধ মাত্র।

এতাদৃশ চিত্তের ছয়প্রকার মূল ক্রিয়া ভাষ্যকার অগ্রে (২।১৮ সূত্রে) বিবৃত করিয়াছেন। তাহারা যথা—গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ। গ্রহণ অর্থে—সমস্ত করণার্পিত বিষয় গ্রহণ (reception বা presentative ideation)। ধারণ অর্থে সেই সমস্ত বিষয় ধারণ করা। উহ, ধৃত বিষয়কে উত্তোলিত করা (representative ideation)। অপোহ, সেই উত্তোলিত বিষয়ের কতকগুলির নির্ব্বাচন। তত্ত্বজ্ঞান সেই নির্ব্বাচিত বিষয়ের বোধন (conception); এবং অভিনিবেশ তাহাতে নিশ্চয়বুদ্ধি (decision and determination) এই ষড়্‌বিধ মূল চৈত্তিকক্রিয়াজন্য জ্ঞানের নাম বৃত্তি। বৃত্তির দ্বারা চিত্তের বর্ত্তমানতা অনুভূত হয় এবং তাহা না থাকিলে চিত্ত লীন হয়। সেই বৃত্তি সকল ত্রিগুণানুসারে কয়েক প্রকার মূলভাগে বিভক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে যোগার্থ মূল নিরোদ্ধব্যা বৃত্তি সকল সূত্রকার পঞ্চশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শাস্ত্রপাঠীদের চিত্তসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখা উচিত। প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতি ধর্ম্মবিশিষ্ট অন্তঃকরণ চিত্ত। প্রখ্যা ও প্রবৃত্তি=জ্ঞান ও চেষ্টা ভাব। স্থিতি= সংস্কার। সংস্কারের বোধ প্রবৃত্তির বোধ, সুখাদি অনুভবের বিশেষ বোধ, এই সব বিজ্ঞানমাত্র চিত্তবৃত্তি বা প্রত্যয়। ইচ্ছাদি চেষ্টাও দৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া প্রত্যয়-রূপ। সংস্কার অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কার এই ধর্ম্মদ্বয়যুক্ত বস্তু। তন্মধ্যে প্রত্যয় সকলের নাম বৃত্তি। সাধারণতঃ বৃত্তিসকলই এই শাস্ত্রে চিত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। বৃত্তি সকল জ্ঞানস্বরূপা বলিয়া সত্ত্ব-পরিণাম বা সাত্ত্বিক বুদ্ধির অনুগত পরিণাম। তাই চিত্ত ও বুদ্ধি শব্দ বহুস্থলে অভেদে ব্যবহৃত হয়। সেই বুদ্ধি বুদ্ধিতত্ত্ব নহে। চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। চিত্ত ও মন শব্দ অনেক স্থলে একার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বস্তুত মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ আভ্যন্তরিক চেষ্টা, বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তন ও চিত্ত বৃত্তির আলোচন মনের কার্য্য। মানস প্রত্যক্ষ ঐ আলোচনের দ্বারা হয়, যেমন চক্ষুর দ্বারা চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। অতএব মন জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক কেন্দ্র, আর চিত্ত কেবল বিজ্ঞান। মনের দ্বারা গৃহীত বা কৃত বা ধৃত বিষয়ের বিশেষ প্রকার জ্ঞানই বিজ্ঞান বা চিত্ত বৃত্তি। প্রাচীন বিভাগ এইরূপ তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

তত্র—

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥৭॥

ভাষ্যম্। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ। বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদীপুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ।

অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধঃ, যস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানা বৃত্তিরনুমানম্। যথা, দেশান্তরপ্রাপ্তের্গতিমচ্চন্দ্রতারকং চৈত্রবৎ, বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তেরগতিঃ।

আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বার্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে, শব্দাত্তদর্থবিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যাঽশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ ॥৭॥

তাহার মধ্যে—

৭। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (এই তিন প্রকারে সাধিত যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমাণ (১)। সূ

ভাষ্যানুবাদ। ইন্দ্রিয় প্রণালীর দ্বারা চিত্তের বাহ্য বস্তু হইতে উপরাগ হেতু (২) বাহ্য বিষয়া এবং সামান্য ও বিশেষ আত্মক বিষয়ের মধ্যে বিশেষাবধারণ-প্রধানা (৩) বৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বুদ্ধির সহিত অবিশিষ্ট, পৌরুষেয়, চিত্তবৃত্তিবোধই (বিজ্ঞান-ভূতবৃত্তির) ফল (৪)। পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী (৫) ইহা অগ্রে প্রতিপাদন করিব। অনুমেয়ের সহিত তুল্যজাতীয় বস্তুতে অনুবৃত্ত এবং তাহার ভিন্ন জাতীয় বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (ধর্ম্মই) সম্বন্ধ। (৬) সেই সম্বন্ধবিষয়া (সম্বন্ধপূর্ব্বিকা) সামান্যাবধারণ প্রধানা বৃত্তি অনুমান। যথা—দেশান্তর প্রাপ্তিহেতু চন্দ্র তারকা ও গ্রহসকল গতিমান্; যেমন চৈত্র প্রভৃতি, বিন্ধ্যের দেশান্তর প্রাপ্তি হয় না; সুতরাং তাহা অগতিমান্।

আপ্ত পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুমিত যে অর্থ বা বিষয়, তাহা অপর ব্যক্তিতে নিজের বোধ-সংক্রান্তিহেতু তিনি শব্দের দ্বারা উপদেশ করিলে, সেই শব্দের অর্থবিষয়া যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রোতা পুরুষের আগম প্রমাণ (৭)। যে আগমের বক্তা অশ্রদ্ধেয়ার্থ বা অনাপ্তপুরুষ আর যাহার অর্থ (বক্তার দ্বারা) দৃষ্ট বা অনুমিত হয় নাই, সেই আগম মিথ্যা হয়। যে বিষয় মূলবক্তার দৃষ্ট বা অনুমিত, তদ্বিষয়ক আগম-প্রমাণ নির্ব্বিপ্লব অর্থাৎ সত্য হয় (৮)।

টীকা। ৭। (১) প্রমা—অবাধিত অর্থাবগাহী বোধ। প্রমার করণ=প্রমাণ। অনধিগত সৎ বা যথাভূত বিষয়ের সত্তা নিশ্চয়ের নাম প্রমাণ। অন্যকথায় অজ্ঞাত বিষয়ের প্রমার প্রক্রিয়ার নাম প্রমাণ হইল। এই প্রমাণ লক্ষণে এরূপ সংশয় হইতে পারে কি অনুমানের দ্বারা "অগ্নি নাই" এরূপ যখন "অসত্তা নিশ্চয়" হয়, তখন প্রমাণ লক্ষণ অনুমানে অব্যাপ্ত। এতদুত্তরে বক্তব্য "অসত্তা বোধ" প্রকৃত পক্ষে যাহার অসত্তা তদতিরিক্ত অন্য পদার্থের বোধপূর্ব্বক বিকল্প মাত্র। "ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিৎ তু ব্যপেক্ষয়া।" যেমন কোন স্থানে ঘট না দেখিলে সেই স্থানের এবং আলোকিত অবকাশের রূপজ্ঞান চক্ষুর দ্বারা হয়, পরে মনে "ঘটাভাব" শব্দের দ্বারা বিকল্প বৃত্তি হয় (১৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ফলতঃ নির্ব্বিষয় জ্ঞান হইতে পারে না। আর জ্ঞান হওয়া অর্থে সত্তার নিশ্চয় হওয়া। শাস্ত্র বলেন "যদি চানুভবরূপা সিদ্ধিঃ সত্তেতি কথ্যতে। সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং নান্যা সংবেদনাদৃতে।" অর্থাৎ অনুভব সিদ্ধিই যদি সত্তা হয় তবে সর্ব্ব পদার্থের সত্তা সংবেদন ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

যত প্রকার বোধ আছে তাহারা মূলতঃ দ্বিবিধ প্রমাণ ও অনুভব। তন্মধ্যে প্রমাণ করণ-বাহ্য পদার্থবিষয়ক অথবা করণবাহ্যরূপে ব্যবহৃত পদার্থবিষয়ক। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণেই এই লক্ষণ সাধারণ। আর অনুভব করণগত ভাব বিষয়ক যেমন স্মৃত্যনুভব, সুখানুভব ইত্যাদি। অনধিগত তত্ত্ববোধ প্রমা, ইহা প্রমার আর এক অর্থ; তাহার করণ=প্রমাণ। প্রমাণের এই লক্ষণের দ্বারা স্মৃতি হইতে তাহার ভেদ সূচিত হয়।

এই শাস্ত্রে কতক অনুভবকে মানস প্রত্যক্ষ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রমাণের অন্তর্গত করা হইয়াছে। স্মৃত্যনুভব কিন্তু মানস প্রত্যক্ষ নহে কারণ তাহা অধিগত বিষয়ের পুনরনুভব। অতএব প্রমাণ হইতে স্মৃতি পৃথক্।

৭। (২) বাহ্য বস্তুর ভিন্নতায় চিত্ত ভিন্নভাব ধারণ করে তজ্জন্য বাহ্যবস্তুজনিত চিত্তের উপরঞ্জন হয়। ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা বিষয়ের সম্পর্ক ঘটিয়া চিত্ত উপরঞ্জিত বা বিকৃত হয়।

চিত্তসত্ত্বের এক এক পরিণামই এক এক জ্ঞান। ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা চিত্তের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক হয়। পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মন নামক অন্তরেন্দ্রিয় এই ছয় ইন্দ্রিয় এই শাস্ত্রে গৃহীত হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচনজ্ঞান মাত্র হয় অর্থাৎ গ্রহণ মাত্র হয়। কেবল কর্ণাদির দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাই আলোচন জ্ঞান। যেমন কাক ডাকিলে যে 'কা' 'কা' মাত্র ধ্বনি বোধ হয়, তাহা আলোচন জ্ঞান। তৎপরে অন্তঃকরণস্থ অন্য বৃত্তির সহায়ে ইহা কাকের 'কা কা' রব' ইত্যাকার যে বিজ্ঞান হয়, তাহাই চৈত্তিক প্রত্যক্ষ।

মানস প্রত্যক্ষে অনুভবের বিজ্ঞান হয় বা করণে স্থিত ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার বিজ্ঞান হয়। সুখাদিবেদনার অনুভূতি মাত্র মানস আলোচন; পরে তাহারও যে বিজ্ঞান হয় তাহাই মানস প্রত্যক্ষ। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মনের দ্বারা সেই বিষয় প্রথমে গৃহীত হয় পরে তদ্দ্বারা চিত্ত উপরঞ্জিত হইয়া তাহার চৈত্তিক প্রত্যক্ষ হয়। অতএব সমস্ত চৈত্তিক প্রত্যক্ষে প্রথমে গ্রহণ, পরে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। সুতরাং 'করণ বাহ্য ভাবের নিশ্চয়=প্রমাণ' এই লক্ষণ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণে যুক্ত হইল।

৭। (৩) মূর্ত্তি ও ব্যবধির নাম (বাহ্য বিষয়ের) বিশেষ। প্রত্যেক দ্রব্যের যে স্বকীয়, বিশেষ বা ইতর-ব্যবচ্ছিন্ন শব্দস্পর্শাদি গুণ, তাহাই তাহার মূর্ত্তি; আর ব্যবধি অর্থে আকার। মনে কর এক খণ্ড ইষ্টক। তাহার ঠিক্ যাহা বর্ণ এবং আকার তাহা শত সহস্র শব্দের দ্বারাও যথাবৎ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার জ্ঞান হয়। তজ্জন্য প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ বিশেষবিষয়ক। 'প্রধানতঃ' বলিবার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষে সামান্য জ্ঞানও থাকে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞানেরই প্রাধান্য। বহুর মধ্যে যাহা সাধারণ তাহাই সামান্য। অগ্নি, জল প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শব্দ সামান্য অর্থেই সঙ্কেত করা হইয়াছে। আকারপ্রকারভেদে অগ্নি অসংখ্য প্রকার হইতে পারে কিন্তু তাহাদের সামান্য নাম অগ্নি। সত্তা পদার্থ সর্ব্ব-বস্তু-সাধারণ সামান্য। প্রত্যক্ষে তাদৃশ সামান্য জ্ঞানও অপ্রধানভাবে থাকে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ অনুমান ও আগম প্রমাণের বিষয় সামান্য মাত্র। কারণ তাহারা শব্দের দ্বারা সিদ্ধ হয়। যদি বল 'চৈত্র আছে' এরূপ জ্ঞান যদি অনুমান বা আগমের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তবে ত চৈত্র নামে বিশেষপদার্থের জ্ঞান হইল। তাহা নহে; কারণ চৈত্র যদি পূর্ব্বদৃষ্ট হয়, তবে চৈত্র শব্দের দ্বারা স্মরণ জ্ঞান মাত্র হইবে। আর 'অমুকত্র আছে' এই টুকু মাত্রই প্রমাণ হইবে। চৈত্র অদৃষ্ট হইলে ত কথাই নাই। তাহা হইলে চৈত্রসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞান হইবে না কেবল সামান্য এক এক অংশের জ্ঞান অনুমান বা আগমের দ্বারা হইতে পারিবে।

৭। (৪) ফল=প্রত্যক্ষ ব্যাপারের ফল। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন "বৃত্তিরূপ করণের ফল। "পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তি বোধ" ইহার উদাহরণে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন 'আমি ঘট জানিতেছি, এইরূপ বোধ। কিন্তু ঐরূপ বোধ দুই প্রকার হইতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে "এই ঘট" বা "ঘট আছে" এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু তাহাতেও জ্ঞাতৃভাব থাকে বলিয়া তাহা "আমি ঘট দেখিতেছি" এইরূপ বাক্যের দ্বারা বিশ্লেষ করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে। আর ঘট দেখিতে দেখিতে মনে মনে চিন্তা হয় "আমি ঘট দেখিতেছি"। প্রথমটি (ঘট আছে) সদ্ব্যবসায়-প্রধান, দ্বিতীয়টী (আমি ঘট জানিতেছি) অনুব্যবসায়-প্রধান। প্রথমটি, অর্থাৎ "এই ঘট" অথবা "ঘট আছে" ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ঐ প্রত্যক্ষে 'আমি' 'ঘট' দেখিতেছি' এইরূপ ভাবত্রয় আছে। কিন্তু ঘট প্রত্যক্ষকালে কেবল 'ঘট আছে' বলিয়া বোধ হয়। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যের পৃথক্ উপলব্ধি হয় না। 'আমি দ্রষ্টা' এ জ্ঞান না থাকাতে, এবং কেবল 'ঘট আছে' এইরূপ বোধ হওয়াতে, আমিত্বের অন্তর্গত

দ্রষ্টৃ-পুরুষ এবং গ্রাহ্য ঘট অবিশিষ্ট বা অবিভাগাপন্নের ন্যায় অর্থাৎ অভিন্নবৎ হয়। চতুর্থ সূত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। কোন একটী প্রত্যক্ষ বৃত্তি ক্ষণমাত্রে উদিত হয়, পরে হয়ত তাহার প্রবাহ চলিতে থাকে। কিন্তু যে ক্ষণে একটি 'ঘট-প্রত্যক্ষ' বৃত্তি উদিত হয়, তাহাতে 'আমি ঘট দেখিতেছি' এরূপ বিভাগাপন্ন ভাব হয় না, কেবল 'ঘট' এইরূপ ভাব হয়। আর ঘটবোধে সেই বোধের দ্রষ্টা মূলে আছে। সুতরাং সেই দ্রষ্টা ঘটের বোধে অবিশিষ্ট ভাবে (পৃথক্ হইলেও অপৃথক্ রূপে) থাকে বলিতে হইবে।

এবিষয় অন্যরূপেও বুঝা যাইতে পারে। সমস্ত জ্ঞানই করণাত্মক অভিমানের বিকার মাত্র। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহ্যক্রিয়াজনিত অভিমান-বিকার। সুতরাং ঘটবোধ বস্তুত অভিমান বা আমিত্বের বিকার বিশেষ মাত্র। কিন্তু আমির মধ্যে দ্রষ্টাও অন্তর্গত। সুতরাং ঘটপ্রত্যক্ষে ঘটরূপ আমিত্বের বিকার ও দ্রষ্টা অভিন্নবৎ হয়। অবশ্য অনুব্যবসায়ের দ্বারা বিচার পূর্ব্বক দ্রষ্টা ও ঘটের পৃথক্ত্ব বোধ হইতে পারে, কিন্তু ঘটপ্রত্যক্ষ রূপ সদ্ব্যবসায় প্রধান বৃত্তিতে তাহা হইতে পারে না।

পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধ অর্থে পুরুষবর্ত্তী বা পুরুষোপদৃষ্ট চিত্তবৃত্তির বা জ্ঞানের প্রকাশ। শঙ্কা হইতে পারে যদি পুরুষ নানাবৃত্তির প্রকাশক তবে তিনিও নানাত্বযুক্ত বা পরিণামী। তাহা নহে। ঐ নানাত্ব যদি পুরুষে যাইত তবে ইহা যুক্ত হইত। কিন্তু নানাত্ব ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে থাকে। বিষয় সকলকে বিশ্লেষ করিলে ক্ষণে ক্ষণে উদীয়মান ও লীয়মান সূক্ষ্ম ক্রিয়া মাত্র পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা আমিত্বরূপ বুদ্ধির তাদৃশ সূক্ষ্ম ক্ষণিক পরিণাম হয়। সেই একরূপ ক্ষণিক বিকারশীল আমিত্বের প্রকাশয়িতা পুরুষ। সেই বিকার উপশান্ত হইলে যাহা থাকে তাহা পুরুষ, আর সেই বিকার ব্যক্ত হইলে যাহা হয় তাহা বুদ্ধি ; সুতরাং সেই বিকার পুরুষে যাইতে পারে না। যোগী প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপেই পুরুষতত্ত্বে উপনীত হন। সমস্ত নীল, পীত, অম্ল মধুর আদি নানাত্বের মধ্যে রূপমাত্র রসমাত্র ইত্যাদিস্বরূপ তন্মাত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন। পরে তন্মাত্রতত্ত্ব অস্মিতায় (ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ধ্যানের দ্বারা) বিলীন হওয়া সাক্ষাৎ করেন। সেই সুসূক্ষ্ম তন্মাত্রতত্ত্ব কিরূপে অস্মিতার বিকার তাহা উপলব্ধি করিয়া অস্মিতামাত্রে উপনীত হন এবং পরে বিবেকখ্যাতির দ্বারা পুরুষতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপ ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিকারকে নিরোধ করিয়া পুরুষতত্ত্বে স্থিতি হয়।

৭। (৫) "পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী" পুরুষের এই লক্ষণটী অতি গভীরার্থক। যেমন প্রতিফলন অর্থে কোন দর্পণাদি ফলকে লাগিয়া অন্যদিকে গমন করা, প্রতিসংবেদন অর্থে সেইরূপ কোন সংবেদকে যাইয়া অন্য সংবেদন উৎপাদন করা বা অন্য সংবেদনরূপে প্রতিভাত হওয়াই প্রতিসংবেদন। রূপাদি প্রতিফলনের যেমন দর্পণাদি প্রতিফলক থাকে, তেমনি বুদ্ধির বা ব্যবহারিক আমিত্বের বর্ত্তমান ক্ষণে যে সংবেদন হয় সেই সংবেদন পুনশ্চ উত্তর ক্ষণে আমিত্বরূপে প্রতিসংবিদিত হয়। এই প্রতিসংবেদনের যাহা কেন্দ্র, তাহাই বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। আমি আছি এরূপ চিন্তা করিতে পারাও প্রতিসংবেদনের ফল।

সমস্ত নিম্ন শারীর বোধের বা বৈষয়িক বোধের প্রতিসংবেদনের কেন্দ্র বুদ্ধি বা তন্নিম্নস্থ করণ শক্তি সকল। কিন্তু বুদ্ধিরূপ সর্ব্বোচ্চ ব্যবহারিক আত্মভাবের যাহা প্রতিসংবেদী তাহা বুদ্ধির অতীত ; তাহাই নির্ব্বিকার চিদ্রূপ পুরুষ। এই প্রতিসংবেদন ভাবের দ্বারাই পুরুষতত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। সমাধিবলে বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া বিচারানুগত ধ্যানের দ্বারা প্রতিসংবেদন ভাব অবলম্বন করিয়া প্রতিসংবেদী পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই বস্তুত বিবেকখ্যাতি।

৭। (৬) অর্থাৎ সহভাব ও অসহভাব এই দ্বিবিধ সম্বন্ধ। সহভাব=তৎসত্ত্বে সত্ত্ব এবং তদসত্ত্বে অসত্ত্ব। অসহভাব=তৎসত্ত্বে অসত্ত্ব এবং তদসত্ত্বে সত্ত্ব। স্থূলত এই কয়প্রকার সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া সম্বধ্যমান বস্তুর একভাগ প্রাপ্ত হইয়া অন্যভাগের জ্ঞানের নাম অনুমান। অনুমেয় বস্তুর যে যে স্থলে অসত্ত্ব নিশ্চয় হয়, তাহার অর্থ তদতিরিক্ত অন্যভাবের নিশ্চয়। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বিষয়ক বা অভাব-বিষয়ক প্রমাণ জ্ঞান এই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

৭। (৭) শুদ্ধ শব্দ হইতে শব্দার্থের জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই অর্থের অবাধিত যথার্থ নিশ্চয় সকল স্থলে হয় না। কোন স্থলে তদ্‌বিষয়ে সংশয় হয়, কোথাও বা অনুমানের দ্বারা সংশয় নিরাকৃত হইয়া নিশ্চয় হয়। যথা 'অমুক ব্যক্তি বিশ্বাস্য; সে বলিতেছে, তবে সত্য' এইরূপ। পাঠ হইতেও এইরূপে নিশ্চয় হয়। উহা অনুমান প্রমাণ হইল। ইহাতে অনেকে মনে করেন, আগম একটী স্বতন্ত্র প্রমার করণ বা প্রমাণ নহে। তাহা যথার্থ নহে। আগম নামে এক প্রকার স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে। কতকগুলি লোকের স্বভাবতঃ এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তাহারা পরের মনের কথা জানিতে পারে। তাহাদিগকে ইংরাজিতে Thought Reader বলে। তুমি তাহাদের নিকট মনে কর 'অমুকস্থানে পুস্তক আছে' অমনি তাহার মনে উহা উঠিবে, অর্থাৎ তাহার সেই স্থানে পুস্তকের সত্ত্বজ্ঞান বা প্রমাণ হইবে। তাদৃশ পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তির প্রমাণ কিরূপে হয়? প্রত্যক্ষের দ্বারা নয়। একজনের মনে মনে উচ্চারিত শব্দ এবং তাহার অর্থভূত নিশ্চয় জ্ঞান আর একজনের মনে সংক্রান্ত হইল, তাহাতে সেই ব্যক্তিরও নিশ্চয় জ্ঞান হইল। ইহাই আগম প্রমাণ। সাধারণ মনুষ্যের পরচিত্তজ্ঞতা না থাকাতে স্ফুটরূপে শব্দ উচ্চারিত না হইলে তাহাদের সেই নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। আমরা মনোভাব সকল প্রায়শঃ শব্দের দ্বারাই প্রকাশ করি, সুতরাং একজনের মনোভাব আর একজনে সংক্রান্ত করিতে হইলে শব্দ (পদ ও বাক্য) দ্বারাই করিতে হয়। এমন অনেক লোক আছে যাহারা স্বকীয় কোন প্রত্যক্ষীকৃত বা অনুমিত নিশ্চয় জ্ঞান তোমাকে বলিলে তোমার প্রত্যয় বা তৎসদৃশ নিশ্চয় হয় না আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা তোমাকে নিশ্চয় করার জন্য কোন কথা বলিলে, তৎক্ষণাৎ তোমার নিশ্চয় হয়। তাহাদের বাক্যের এমন শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা তোমার মনে তাহাদের মনোভাব একেবারে বসিয়া যায়। প্রসিদ্ধ বক্তারা এই প্রকার। যাহাদের কথায় ঐরূপ অবিচারসিদ্ধ নিশ্চয় হয়, তাহারাই তোমার আপ্ত। আপ্তের বাক্য শুনিয়া যে তাহার নিশ্চয় জ্ঞান একবারে যাইয়া তোমার মনেও স্বসদৃশ নিশ্চয় জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাই আগম-প্রমাণ। শাস্ত্র সকল আদিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারী আপ্ত পুরুষগণের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আগম নামে কথিত হয়। কিন্তু উহা প্রকৃত আগম-প্রমাণ নহে। আগম প্রমাণে বক্তা ও শ্রোতার আবশ্যক। অনুমান ও প্রত্যক্ষ যেমন কখন কখন সদোষ হয়, সেইরূপ আপ্তের দোষ থাকিলে সেই আগম দুষ্ট হয়। শুদ্ধ শব্দার্থ জ্ঞান আগম নহে। আপ্তোক্ত শব্দার্থ সহায়ে কোন অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিত করাই আগম প্রমাণ।

৭ (৮) যেমন সম্বন্ধ-জ্ঞানাদির দোষ ঘটিলে অনুমান দুষ্ট হয়, এবং যেমন ইন্দ্রিয়বৈকল্যাদি থাকিলে প্রত্যক্ষের দোষ হয়। সেইরূপ তাহাদের সজাতীয় আগম প্রমাণেরও দোষ হয়।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। স কস্মান্নপ্রমাণম্? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য, তত্র প্রমাণেন বাধনম প্রমাণস্য দৃষ্টং, তদ্যথা দ্বিচন্দ্রদর্শনং সদ্বিষয়েনৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যত ইতি। সেয়ং

পঞ্চপর্ব্বা ভবত্যবিদ্যা, অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি. এত এব স্বসংজ্ঞাভি-স্তমোমোহো মহামোহ স্তামিস্রঃ অন্ধতামিস্র ইতি এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গেনাভিধাস্যন্তে ॥ ৮ ॥

৮। বিপর্য্যয়, অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান (১)॥ সূ

বিপর্য্যয় কেন প্রমাণ নয়?—যেহেতু তাহা প্রমাণের দ্বারা বাধিত (নিরাকৃত) হয়। কেননা প্রমাণ ভূতার্থবিষয়ক, অর্থাৎ প্রমাণের বিষয় যথাভূত. কিন্তু বিপর্য্যয়ের বিষয় তাহার বিপরীত। প্রমাণের দ্বারা অপ্রমাণের বাধা প্রাপ্তি দেখা যায়, যেমন দ্বিচন্দ্রদর্শন (রূপ বিপর্য্যয়) সদ্বিষয় একচন্দ্রদর্শন (রূপ প্রমাণের) দ্বারা বাধিত হয় ইত্যাদি। এই বিপর্য্যয়াখ্যা অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বা, তাহা যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ। ইহারা তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই সংজ্ঞার দ্বারাও অভিহিত হয়। চিত্তমল প্রসঙ্গে ইহারা ব্যাখ্যাত হইবে।

টীকা—৮। (১) অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন এক জ্ঞেয় বিষয়ক। প্রমাণ যথারূপবিষয়প্রতিষ্ঠ; বিপর্য্যয় অযথারূপবিষয়প্রতিষ্ঠ; বিকল্প অবাস্তব-বিষয়-বাচী শব্দপ্রতিষ্ঠ, নিদ্রা তম বা জড়তা-প্রতিষ্ঠ, স্মৃতি অনুভূতবিষয়মাত্রপ্রতিষ্ঠ। প্রতিষ্ঠা অনুসারে বৃত্তির এইরূপে ভেদ হয়। প্রমা চিত্তের যথার্থ বিষয়ের প্রকাশশীল শক্তি। সমাধিজা প্রজ্ঞাই প্রমার চরমোৎকর্ষ। প্রমার দ্বারা যে অজ্ঞান (বা বস্তুকে অন্যরূপে জ্ঞান)-সমূহ নিরুদ্ধ হয়, তাহাদের সাধারণ নাম বিপর্য্যয়। অবিদ্যাদিরা পঞ্চ বিপর্য্যয়; ২ পা ৩-৯ সূত্র দ্রষ্টব্য। তাহাদের সকলেরই সাধারণ লক্ষণ—অযথাভূত জ্ঞান এবং তাহারা সকলেই যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিরোদ্ধব্য। বিপর্য্যয় ভ্রান্তিজ্ঞান মাত্রেরই নাম। অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল বিপর্য্যয় হইলেও কেবল পরমার্থ (দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সাধন) সম্বন্ধে পরিভাষিত বিপর্য্যয় জ্ঞান। যে কোন ভ্রান্ত জ্ঞান হয় তাহাদিগকে বিপর্য্যয় বৃত্তি বলা যায়; আর, যোগীরা যে সমস্ত বিপর্য্যয়কে দুঃখের মূল স্থির করিয়া নিরোদ্ধব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের নাম ক্লেশ।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। স ন প্রমাণোপারোহী, ন বিপর্য্যয়োপারোহী চ, বস্তুশূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্যতে, তদ্যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপমিতি, যদা চিতিরেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে, ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তি র্যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। তথা প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মো নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ, তিষ্ঠতি বাণঃ, স্থাস্যতি স্থিত ইতি, গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে। তথাঽনুৎপত্তিধর্ম্মা পুরুষ ইতি, উৎপত্তিধর্ম্মস্যাভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষান্বয়ী ধর্ম্মঃ তস্মাদ্বিকল্পিতঃ স ধর্ম্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি॥ ৯ ॥

৯। বিকল্পবৃত্তি শব্দজ্ঞানানুপাতী ও বস্তুশূন্য অর্থাৎ অবাস্তব পদার্থ (পদের অর্থমাত্র) বিষয়ক অথচ ব্যবহার্য্য একপ্রকার জ্ঞান (১)। সূ

ভাষ্যানুবাদ। বিকল্প প্রমাণান্তর্গত নহে এবং বিপর্য্যয়ান্তর্গতও নহে; কারণ বস্তুশূন্য হইলেও শব্দ জ্ঞান মাহাত্ম্য-নিবন্ধন ব্যবহার বিকল্প হইতে হয়। বিকল্প যথা—"চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ"; যখন চিতিশক্তিই পুরুষ তখন এস্থলে কোন্ বিশেষ্য কিসের দ্বারা ব্যপদিষ্ট বা বিশেষিত হইতেছে। ব্যপদেশ বা বিশেষ্য-বিশেষণভাব থাকিলেও বাক্যবৃত্তি হয় যথা—"চৈত্রের গো" (২)। সেইরূপ পুরুষ প্রতিষিদ্ধ-পৃথিব্যাদি-বস্তু-ধর্ম্মা, নিষ্ক্রিয়। লৌকিক

উদাহরণ যথা—বাণ আছে, থাকিবে, ছিল। গতিনিবৃত্তি হইতে স্থাধাতুর অর্থমাত্রের জ্ঞান হয়। অপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে যথা—"অনুৎপত্তিধর্ম্মা পুরুষ" এস্থলে পুরুষান্বয়ী কোন ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না কেবল উৎপত্তি ধর্ম্মের অভাব মাত্র জানা যায়। সেইহেতু সেই ধর্ম্ম বিকল্পিত। তাহার (বিকল্পের) দ্বারা (উক্তবাক্যের) ব্যবহার হয়।

টীকা।—৯। (১) অনেক এরূপ পদ ও বাক্য আছে, যাহাদের বাস্তব বা বিদ্যমান অর্থ নাই। তাদৃশ পদ ও বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুপাতী একপ্রকার অস্ফুট জ্ঞান-বৃত্তি আমাদের চিত্তে উদিত হয়। তাহাই বিকল্পবৃত্তি। যে সমস্ত জীবেরা ভাষায় কথাবার্ত্তা করে, তাহাদের বহু পরিমাণে বিকল্পবৃত্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। "অনন্ত" একটি বৈকল্পিক পদ। ইহা আমরা বহুশঃ ব্যবহার করি, এবং একরূপ অর্থের দ্বারাও বুঝি। অনন্ত পদের বাস্তব অর্থ আমাদের মনে ধারণা হইবার নহে। অন্ত পদের অর্থ ধারণা করিতে পারি, তাহা লইয়া অনন্ত পদের অর্থবিষয়ে এক প্রকার অলীক অস্ফুট ধারণা আমাদের চিত্তে জন্মে। যোগিগণ যখন সমাধিসাধন পূর্ব্বক প্রজ্ঞার দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থের যথাভূত জ্ঞান লাভ করিতে যান, তখন তাঁহাদের বিকল্প বৃত্তি ত্যাগ করিতে হয়। কারণ বিকল্প এক প্রকার অযথা চিন্তা। ঋতম্ভরা নামক প্রজ্ঞা সর্ব্ব বিকল্পের বিরুদ্ধা। বস্তুতঃ চিন্তা হইতে বিকল্প অপগত না হইলে প্রকৃত সত্য চিন্তা হয় না। বিকল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—বস্তু বিকল্প, ক্রিয়া বিকল্প ও অভাব বিকল্প। আদ্যের উদাহরণ যথা—"চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ," "রাহুর শির" এই সকল স্থলে বস্তুদ্বয়ের একতা থাকিলেও ব্যবহার সিদ্ধির জন্য তাহাদের ভেদবচন বৈকল্পিক। অকর্ত্তা যেখানে ব্যবহারসিদ্ধির জন্য কর্ত্তার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিয়াবিকল্প। যেমন "বাণস্তিষ্ঠতি," স্থা ধাতুর অর্থ গতিনিবৃত্তি; সেই গতিনিবৃত্তিক্রিয়ার কর্তৃরূপে বাণ ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু বাণে কোন গতিনিবৃত্তির অনুকূল কর্তৃত্ব নাই। অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিত্তবৃত্তি অভাব-বিকল্প। যেমন "পুরুষ উৎপত্তি ধর্ম্মশূন্য"। শূন্যতা অবাস্তব পদার্থ, তাহার দ্বারা কোন ভাব পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐ বাক্যাশ্রিত চিত্তবৃত্তির অবাস্তব-বিষয়তা নাই। যাবৎ ভাষার দ্বারা চিন্তা করা যায় তাবৎ বিকল্পবৃত্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়।

৯। (২) "চৈত্রের গো" এই অবিকল্পিত উদাহরণে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবযুক্ত বাক্যের যেরূপ বৃত্তি হয়, "চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ" এই বিকল্পের উদাহরণের বাস্তব অর্থ না থাকিলেও শব্দ-জ্ঞান-মাহাত্ম্য-নিবন্ধন ঐরূপ বাক্যবৃত্তি বা বাক্যজনিত চিত্তের একপ্রকার বুদ্ধ ভাব হয়। এই বিকল্পবৃত্তি বুঝা কিছু দুরূহ বলিয়া ভাষ্যকার অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। বস্তুত ইহা না বুঝিলে নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সমাধি বুঝা সম্ভব নহে। বিপর্য্যয়ের ব্যবহার্য্যতা নাই কিন্তু বিকল্পের দ্বারা সর্ব্বদা ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥১০॥

ভাষ্যম্। সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয়বিশেষঃ। কথং সুখমহমস্বাপ্সং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞা মে বিশারদীকরোতি, দুঃখমহমস্বাপ্সং স্ত্যানং মে মনো ভ্রমত্যনবস্থিতং, গাঢ়ং মূঢ়োঽহমস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি ক্লান্তং মে চিত্তমলসং (অলমিতি পাঠান্তরম্) মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাদসতি প্রত্যয়ানুভবে, তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়া ন স্যুঃ, তস্মাৎপ্রত্যয়বিশেষো নিদ্রা, সা চ সমাধাবিতরপ্রত্যয়বন্নিরোদ্ধব্যেতি ॥১০॥

১০। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাবের প্রত্যয় বা হেতুভূত যে তম, (জড়তাবিশেষ) তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। জাগরিত হইলে তাহার স্মরণ হয় বলিয়া নিদ্রা প্রত্যয় বা বৃত্তি বিশেষ। কিরূপ—না "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন প্রসন্ন হইতেছে, আমার প্রজ্ঞাকে স্বচ্ছ করিতেছে।" অথবা "আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়াছে এবং অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে।" অথবা "গাঢ়রূপে ও মুগ্ধ ভাবে আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর গুরু ও ক্লান্ত হইয়াছে, আমার চিত্ত অলস, যেন পরের দ্বারা অপহৃত হইয়া স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছে।" যদি নিদ্রাকালে প্রত্যয়ানুভব (তামস ভাবের অনুভব) না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই জাগরিত ব্যক্তির সেরূপ প্রত্যবমর্ষ বা অনুস্মরণ হইত না। আর চিত্তাশ্রিত স্মৃতি সকলও সেই প্রত্যয়বিষয়ক (নিদ্রা-বিষয়ক) হইত না। সেইকারণ নিদ্রা প্রত্যয়বিশেষ এবং তাহাকে সমাধিকালে ইতরপ্রত্যয়বৎ নিরোধ করা উচিত (১)।

টীকা।—১০। (১) জাগ্রৎকালে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চিন্তাধিষ্ঠান (মস্তিষ্কের অংশ বিশেষ) অজড় ভাবে চেষ্টা করে; স্বপ্নকালে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় জড়ীভূত হয়, কেবল চিন্তাধিষ্ঠান চেষ্টা করে। কিন্তু সুষুপ্তিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চিন্তাস্থান সমস্তই জড়তা প্রাপ্ত হয়। নিদ্রার পূর্ব্বে শরীরের যে আচ্ছন্ন ভাব বোধ হয় তাহাই জড়তা বা তম। উৎস্বপ্ন বা nightmare নামক অস্বাভাবিক নিদ্রায় কখন কখন জ্ঞানেন্দ্রিয় জাগরিত হয়, কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় জড় থাকে। সেই ব্যক্তি তখন কতক কতক শুনিতে ও দেখিতে পায়, কিন্তু হস্ত পদাদি নাড়িতে পারে না. বোধ করে যে উহারা জমিয়া গিয়াছে। সেই জমিয়া যাওয়া বা জড় ভাবই সূত্রোক্ত তম। সেই তম যে বৃত্তির বিষয়ীভূত তাহাই নিদ্রা। নিদ্রায় তমোঽভিভূত হইয়া ক্রিয়াশীলতা রোধ হয় বলিয়া উহাও একরূপ স্থৈর্য্য বটে, কিন্তু উহা সমাধি-স্থৈর্য্যের ঠিক বিপরীত। নিদ্রা অবশ ও অস্বচ্ছ স্থৈর্য্য, সমাধি স্ববশ ও স্বচ্ছ স্থৈর্য্য। স্থির কিন্তু সুপঙ্কিল জল নিদ্রা, এবং স্থির সুনির্ম্মল জল সমাধি।

ভাষ্যকার যথাক্রমে সাত্ত্বিক রাজস ও তামস নিদ্রার উদাহরণ দিয়া নিদ্রার ত্রিগুণত্ব ও বৃত্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। নিদ্রারও একপ্রকার অস্ফুট অনুভব হয় তাহাতে নিদ্রারও স্মরণ জ্ঞান হয়। বস্তুতঃ নিদ্রা আনয়ন করিবার সময় আমরা পূর্ব্বে অনুভূত নিদ্রা-ভাবকে স্মরণ করি মাত্র। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের তুলনায় নিদ্রা তামস বৃত্তি, যথা—"সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপনং তু তমসা তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥"

ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে নিদ্রার তামসত্ব জানা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চিত্তবৃত্তি অর্থে জ্ঞান বিশেষ। সুষুপ্তি কালে যে জড় আচ্ছন্ন করণভাব হয়, নিদ্রা-বৃত্তি তাহারই বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে প্রমাণাদি বৃত্তি হয়। সুষুপ্তিতে তাহা হয় না।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্। কিং প্রত্যয়স্য চিত্তংস্মরতি, আহোস্বিৎ বিষয়স্যেতি, গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাস স্তথাজাতীয়কং সংস্কারমারভতে। স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন স্তদাকারমেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণাকারপূর্ব্বা বুদ্ধিঃ, গ্রাহ্যাকারপূর্ব্বা স্মৃতিঃ, সা চ দ্বয়ী ভাবিতস্মর্ত্তব্যা চাঽভাবিতস্মর্ত্তব্যা চ, স্বপ্নে ভাবিতস্মর্ত্তব্যা, জাগ্রৎ

সময়ে ত্বভাবিতস্মর্ত্তব্যেতি সর্ব্বাঃস্মৃতয়ঃ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতীনামনুভবাৎ প্রভবন্তি। সর্ব্বাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ সুখদুঃখমোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ; সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ, মোহঃ পুনরবিদ্যেতি, এতাঃ সর্ব্বাবৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যা, আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধির্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি ॥ ১১ ॥

১১। অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষ (১) অর্থাৎ তাহার অনুরূপ আকারযুক্ত বৃত্তি স্মৃতি। সূ

ভাষ্যানুবাদ। চিত্ত কি পূর্ব্বানুভবরূপ প্রত্যয়কে স্মরণ করে অথবা বিষয়কে স্মরণ করে (২)। প্রত্যয় গ্রাহ্যোপরক্ত হইলেও, গ্রাহ্য ও গ্রহণ এতদুভয়ের স্বরূপ-নির্ভাসিত বা প্রকাশিত করে এবং সেই জাতীয় সংস্কার উৎপাদন করে। সেই সংস্কার স্বকারণাকার (অর্থাৎ নিজের অনুরূপ) গ্রাহ্য ও গ্রহণাত্মক স্মৃতিই উৎপাদন করে। তাহার মধ্যে বুদ্ধি গ্রহণাকারপূর্ব্বা এবং স্মৃতি গ্রাহ্যাকারপূর্ব্বা। সেই স্মৃতি দুই প্রকার—ভাবিত-স্মর্ত্তব্যা ও অভাবিত-স্মর্ত্তব্যা। স্বপ্নে ভাবিত-স্মর্ত্তব্যা—(৩) ও জাগ্রৎ সময়ে অভাবিত-স্মর্ত্তব্যা। সমস্ত স্মৃতিই প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতির অনুভব হইতে হয়। (প্রাগুক্ত) বৃত্তি সকল সুখ, দুঃখ ও মোহ-আত্মিকা। সুখ, দুঃখ ও মোহ ক্লেশের ভিতর ব্যাখ্যাত হইবে (৪)। সুখানুশয়ী রাগ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষ এবং মোহ অবিদ্যা। এই সমস্তবৃত্তি নিরোদ্ধব্যা। ইহাদের নিরোধ হইলে সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয়।

টীকা—১১। (১) অসম্প্রমোষ=অস্তেয় বা নিজস্ব মাত্র গ্রহণ, পরস্বের অগ্রহণ। অর্থাৎ স্মৃতিতে পূর্ব্বানুভূত বিষয় মাত্রই পুনরনুভূত হয়, অধিক আর কিছু অননুভূত ভাব গ্রহণপূর্ব্বক স্মৃতি হয় না।

১১। (২) ঘটরূপ গ্রাহ্যমাত্রের কি স্মরণ হয়? অথবা কেবল প্রত্যয়ের (অনুভব মাত্রের বা ঘট জানার) স্মরণ হয়? এতদুত্তরে ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তদুভয়ের স্মরণ হয়। যদিও প্রত্যয় গ্রাহ্যোপরক্ত অর্থাৎ গ্রাহ্যাকার তথাপি তাহাতে গ্রহণ-ভাব অনুস্যূত থাকে। অর্থাৎ শুদ্ধ ঘটের জ্ঞান হয় না, কিন্তু 'ঘট আমি জানিলাম' এইরূপ গ্রহণ ভাবের দ্বারা অনুবিদ্ধ ঘটাকার প্রত্যয় হয়। সেই প্রত্যয় ঠিক স্বানুরূপ সংস্কার উৎপাদন করে, সুতরাং সংস্কারও গ্রাহ্য-গ্রহণ উভয়াকার। সংস্কারের অনুভবই স্মৃতি, সুতরাং তাহাও গ্রাহ্য এবং গ্রহণ উভয়াত্মিকা হইলেও স্মৃতিতে গ্রাহ্যেরই প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ ইহা 'সেই ঘট' এইপ্রকার স্মরণ হয়। আর বুদ্ধিতে বা জ্ঞান শক্তিতে গ্রহণই (ঘট জানন ক্রিয়া) প্রধান ভাবে থাকে।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন—গ্রহণাকারপূর্ব্বা অর্থে প্রধানত অনধিগত বিষয়ের গ্রহণ বা আদান করাই বুদ্ধি (বস্তুত বুদ্ধি ও গ্রহণ একার্থক, এস্থলে বিকল্পিত ভেদ করিয়া বুদ্ধির কার্য্য বুঝান হইয়াছে)। স্মৃতি প্রধানত গ্রাহ্যকারা অর্থাৎ অন্তবৃত্তির গোচরীকৃত বিষয়াবলম্বিনী, অর্থাৎ অধিগতবিষয়াকারা।

১১। (৩) ভাবিতস্মর্ত্তব্যা অর্থাৎ উদ্ভাবিত বা কল্পিত ও বিপর্য্যস্ত প্রত্যয়ের অনুগত যে বিষয় তাহার স্মরণকারিনী। যেমন 'আমি রাজা হইয়াছি' এই কল্পিত প্রত্যয়ের সহভাবী প্রাসাদ, সিংহাসনাদি স্বপ্নগত স্মৃতির স্মর্ত্তব্য। জাগ্রৎকালে তদ্বিপরীত, অর্থাৎ প্রধানত অনুদ্ভাবিত প্রত্যয় এবং গ্রাহ্য এই দ্ব্যঙ্গ বিষয় তখন স্মর্ত্তব্য হয়।

১১। (৪) বস্তুত যে বোধে সুখ ও দুঃখের স্ফুট জ্ঞানের সামর্থ্য থাকে না তাহাই মোহ। যেমন অত্যন্ত পীড়া বোধের পর দুঃখ-জ্ঞান শূন্য মোহ হয়। মোহ তমঃপ্রধান বলিয়া অবিদ্যার

অতি নিকট। চিত্তের সমস্ত বোধই সুখ, দুঃখ বা মোহের সহিত হয়; সুতরাং ইহাদিগকে চিত্তের বোধগত অবস্থা বৃত্তি বলা যাইতে পারে। আর রাগ দ্বেষ বা অভিনিবেশ সহ চিত্তের সমস্ত চেষ্টা হয়। তজ্জন্য তাহাদের নাম চেষ্টাগত অবস্থা বৃত্তি।

ভাষ্যম্। অথাসাং নিরোধে কঃ উপায় ইতি।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেকবিষয়নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেক-দর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোতঃ উদ্‌ঘাট্যতে ইত্যুভয়াধীন শ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ ॥ ১২

ভাষ্যানুবাদ।—ইহাদের নিরোধের কি উপায়?—

১২। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাদের নিরোধ হয় ॥ মূ

চিত্ত নামক নদী উভয়দিগ্‌বাহিনী। তাহা কল্যাণের দিকে প্রবাহিত হয় এবং পাপের দিকেও প্রবাহিত হয়। যাহা কৈবল্যরূপ উচ্চভূমি পর্য্যন্ত প্রবাহিনী ও বিবেক-বিষয়রূপ নিম্নমার্গগামিনী তাহা কল্যাণবহা; আর যাহা সংসারপ্রাগ্‌ভার পর্য্যন্ত বাহিনী ও অবিবেক বিষয়-রূপ নিম্নমার্গগামিনী তাহা পাপবহা; তাহার মধ্যে বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত মন্দ বা স্বল্পীভূত হয়, এবং বিবেকদর্শনাভ্যাসের দ্বারা বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়। এই প্রকারে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ উভয়াধীন (১)।

টীকা ১২। (১) অভ্যাস ও বৈরাগ্য মোক্ষ-সাধনের সাধারণতম উপায়। অন্য সব উপায় ইহাদের অন্তর্গত। যোগের এই তত্ত্বদ্বয় গীতাতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—অভ্যাসেন হি কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে'। মুখ্য বলিয়া ভাষ্যকার বিবেক-দর্শনের অভ্যাসকেই উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু সসাধন সমাধিই অভ্যাসের বিষয়। যতটুকু অভ্যাস করিবে ততটুকু ফল পাইবে, মার্গের দুর্গমতা দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিওনা, যথাসাধ্য যত্ন করিয়া যাও; অনেকে সাধনকে দুষ্কর দেখিয়া এবং দুর্দ্দম প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া "ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছি" এইরূপ তত্ত্ব স্থির করিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারাই হউক বা যে রূপেই হউক, পাপাভ্যাস করিলে তাহার কষ্টময় ফল ভোগ করিতেই হইবে এবং কল্যাণ করিলে সুখময় ফলভোগ হইবে, ইহা জানা উচিত। প্রত্যুত "ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সমস্ত করিতেছি" এরূপ ভাবও অভ্যাসের বিষয়। প্রত্যেক কর্ম্মে এইরূপ ভাব থাকিলে ঐ উক্তি যথার্থ হয় ও কল্যাণকর হয়। কিন্তু উদ্দাম প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিবার জন্য উহাকে যুক্তিস্বরূপ করিলে মহৎ দুঃখ ব্যতীত আর কি লাভ হইবে? যত্ন ব্যতীত যদি মোক্ষ লভ্য হইত তবে এতদিন সকলেরই মোক্ষ লাভ হইত।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃ প্রযত্নঃ বীর্য্যম্ উৎসাহঃ তৎ সম্পিপাদয়িষয়া তৎসাধনানুষ্ঠানমভ্যাসঃ। ১৩।

১৩। তাহার (অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের) মধ্যে স্থিতি বিষয়ে যত্নের নাম অভ্যাস॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। অবৃত্তিক (বৃত্তি শূন্য) চিত্তের যে প্রশান্তবাহিতা (১) অর্থাৎ নিরোধের যে প্রবাহ তাহার নাম স্থিতি। সেই স্থিতির জন্য যে প্রযত্ন বা বীর্য্য বা উৎসাহ অর্থাৎ সেই স্থিতির সম্পাদনেচ্ছায় তাহার সাধনের যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহার নাম অভ্যাস।

টীকা—১৩। (১) নিরুদ্ধ অবস্থার বা সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধের প্রবাহের নাম প্রশান্তবাহিতা। তাহাই চিত্তের চরম স্থিতি, অন্য স্থৈর্য্য গৌণ স্থিতি। সাধনের উৎকর্ষ হইতে অবশ্য স্থিতিরও উৎকর্ষ হয়। প্রশান্তবাহিতাকে লক্ষ্য রাখিয়া যে সাধক যেরূপ স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাহাকেই উদিত রাখিবার যত্ন করার নাম অভ্যাস। যত উৎসাহ ও বীর্য্য পূর্ব্বক সেই যত্ন করিবে ততই শীঘ্র অভ্যাসের দার্ঢ্যলাভ করিবে। শ্রুতিও বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ নচ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈব আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"

সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। দীর্ঘকালাসেবিতঃ নিরন্তরাসেবিতঃ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্পাদিতঃ সৎকারবান্ দৃঢ়ভূমির্ভবতি. ব্যুত্থান সংস্কারেণ দ্রাগ্ ইত্যেব অনভিভূতবিষয় ইত্যর্থঃ॥ ১৪।

১৪। অভ্যাস দীর্ঘকাল নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের সহিত আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ। দীর্ঘকালাসেবিত, নিরন্তরাসেবিত ও সৎকারযুক্ত অর্থাৎ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সম্পাদিত হইলে অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়, অর্থাৎ স্থৈর্য্যরূপ অভ্যাসের বিষয় ব্যুত্থান সংস্কারের দ্বারা শীঘ্র অভিভূত হয় না॥ (১)॥

টীকা—১৪। (১) নিরন্তর অর্থাৎ প্রাত্যহিক বা সাধ্য হইলে প্রতিক্ষণিক যে স্থৈর্য্যাভ্যাস যাহা তদ্বিপরীত অস্থৈর্য্যাভ্যাসের দ্বারা অন্তরিত বা ভগ্ন হয় না তাহাই নিরন্তর অভ্যাস।

তপস্যা = বিষয় সুখত্যাগ। শাস্ত্র যথা 'সুখত্যাগে তপোযোগঃ সর্ব্বত্যাগে সমাপনম্' অর্থাৎ সুখত্যাগ তপঃ এবং সর্ব্বত্যাগরূপ নিঃশেষত্যাগই যোগ। বিদ্যা = তত্ত্বজ্ঞান। তপস্যা প্রভৃতি পূর্ব্বক অভ্যাস করিতে থাকিলে সেই অভ্যাস যে প্রকৃত সৎকারপূর্ব্বক কৃত হইতেছে তাহা নিশ্চয়। এইরূপে অভ্যাস কৃত হইলে তাহা দৃঢ় ও অনভিভাব্য হয়।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যম্। স্ত্রিয়ঃ অন্নপানং, ঐশ্বর্য্যম্ ইতি দৃষ্টবিষয়বিতৃষ্ণস্য স্বর্গ-বৈদেহ্যপ্রকৃতিলয়ত্ব-প্রাপ্তা বানুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য দিব্যাদিব্যবিষয়সম্প্রযোগেঽপি চিত্তস্য বিষয়দোষদর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাদ্ অনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয়শূন্যা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ১৫।

১৫। দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ চিত্তের বশীকার সংজ্ঞক বৈরাগ্য হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। স্ত্রী, অন্ন, পান, ঐশ্বর্য্য এই সকল দৃষ্ট বিষয়, ইহাতে বিতৃষ্ণ এবং স্বর্গ, বিদেহলয়ত্ব (১) ও প্রকৃতিলয়ত্ব এই সকলের প্রাপ্তিরূপ আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ এবং উক্ত প্রকার দিব্যাদিব্য বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে বিষয়দোষদর্শী যে চিত্ত, তাহার যে প্রসংখ্যানবলে অনাভোগাত্মক (২) হেয়োপাদেয়শূন্য বৃত্তি, তাহাই বশীকার সংজ্ঞক বৈরাগ্য। (৩)

টীকা—১৫। (১) বিদেহ লয় ও প্রকৃতিলয়ের বিষয় আগামী ১৭ সূত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

১৫। (২) প্রসংখ্যান=বিবেক সাক্ষাৎকার। অনাভোগ=বিষয়ে চিত্তের পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকার নাম আভোগ, সমাধির সময় ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত যে ভাবে থাকে তাহা আভোগের উদাহরণ। বিক্ষেপকালে চিত্তের সাধারণ ক্লেশজনক বিষয়ে আভোগ থাকে। যে বিষয়ে রাগ অধিক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে বিষয়ে চিত্ত ব্যাপৃত করা যায়, তাহাতেই আভোগ হয়। রাগ অপগত হইলে চিত্তের অনাভোগ হয়, অর্থাৎ তদ্বিষয় হইতে চিত্তের ব্যাপার নিরসিত হয়। তখন তদ্বিষয় স্মরণ হয় না বা তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না।

১৫। (৩) যখন বিষয়ের ত্রিতাপজননতা দোষ প্রসংখ্যান বলে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন অগ্নিতে দহ্যমান গাত্রের দাহ যেরূপ সাক্ষাৎ অনুভব হয়, তাহাও সেইরূপ হয়। 'অগ্নি দাহ উৎপাদন করে' ইহা জানা ও দাহ অনুভব করা এই দুইয়ে যে ভেদ, শ্রবণ-মননের দ্বারা বিষয়দোষ জানা এবং প্রসংখ্যানবলে জানার সেইরূপ ভেদ। প্রসংখ্যানবলে সমস্ত বিষয়ের দোষ সাক্ষাৎ করিলে বিষয়ে চিত্তের যে সম্যক্ অনাভোগ হয়, তাহাই বশীকার সংজ্ঞক বৈরাগ্য।

বশীকার একবারেই সিদ্ধ হয় না। তাহার পূর্ব্বে বৈরাগ্যের ত্রিবিধ অবস্থা আছে। (১) যতমান, (২) ব্যতিরেক, (৩) একেন্দ্রিয় এই তিন অবস্থার পর (৪র্থ) বশীকার সিদ্ধ হয়। "বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করিব না" এই চেষ্টা করিতে থাকা যতমান বৈরাগ্য। তাহা কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইলে যখন কোন কোন বিষয় হইতে রাগ অপগত হয় ও কোন কোন বিষয়ে ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে, তখন ব্যতিরেক পূর্ব্বক বা পৃথক্ করিয়া কচিৎ কচিৎ বৈরাগ্যাবস্থা অবধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মিলে তাহাকে ব্যতিরেক বৈরাগ্য বলে; অভ্যাসের দ্বারা তাহা আয়ত্ত হইলে যখন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় হইতে সম্যক্ নিবৃত্ত হয় কিন্তু কেবল রাগ ঔৎসুক্যরূপে মনে থাকে তখন তাহাকে একেন্দ্রিয় বলা যায়। একেন্দ্রিয় অর্থে যাহা কেবল মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে থাকে। পরে বশী যোগীর যখন ইচ্ছাপূর্ব্বকও আর রাগকে নিবৃত্ত করিতে হয় না, যখন সহজত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে, তখন তাহাকে বশীকার বৈরাগ্য বলে। তাহা বিষয়ের পরম উপেক্ষা।

তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্। ১৬॥

ভাষ্যম্। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যঃ ব্যক্তাব্যক্তধর্ম্মকেভ্যঃ বিরক্ত ইতি, তৎ দ্বয়ং বৈরাগ্যং, তত্র যৎ উত্তরং তৎ জ্ঞানপ্রসাদ-মাত্রম্। যস্যোদয়ে সতি যোগী প্রত্যুদিত-খ্যাতিরেবং মন্যতে "প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ ছিন্নঃ শ্লিষ্টপর্ব্বা ভবসংক্রমঃ, যস্য অবিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা চ জায়তে, ইতি", জ্ঞানস্যৈব পরা কাষ্ঠা বৈরাগ্যম্ এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং কৈবল্যমিতি ১৬

১৬। পুরুষখ্যাতি হইলে গুণবৈতৃষ্ণ্যরূপ যে বৈরাগ্য তাহাই পরবৈরাগ্য। সূ

৬৭১৮ তাং ২৮/১/৬৭

ভাষ্যানুবাদ। দৃষ্টাদৃষ্ট-বিষয়-দোষ-দর্শী, বিরক্তচিত্ত যোগী পুরুষের দর্শনাভ্যাস করিতে করিতে তাহার (দর্শনের) শুদ্ধি বা সত্ত্বৈকতানতা জন্মে। এই শুদ্ধ দর্শন-জাত প্রকৃষ্ট বিবেকের (১) দ্বারা আপ্যায়িত বা তৃপ্ত-বুদ্ধি যোগী, ব্যক্তাব্যক্তধর্ম্মক গুণসকলে (২) বিরক্ত হয়েন। অতএব সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইল। তাহার মধ্যে যাহা শেষের (অর্থাৎ পরবৈরাগ্য), তাহা জ্ঞানপ্রসাদমাত্র (৩)। (জ্ঞানপ্রসাদরূপ) পরবৈরাগ্যের উদয়ে প্রত্যুদিত-খ্যাতি (নিষ্পন্নাত্মজ্ঞান) যোগী এইরূপ মনে করেনঃ—প্রাপণীয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ক্ষেতব্য (ক্ষয়করা উচিত) ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইয়াছে, ভবসংক্রম (জন্মমরণপ্রবাহ) ছিন্ন এবং শ্লিষ্টপর্ব্ব হইয়াছে, যে ভবসংক্রম বিচ্ছিন্ন না হইলে জীব জন্মিয়া মরে এবং মরিয়া জন্মাইতে থাকে। জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য আর কৈবল্য বৈরাগ্যের অবিনাভাবী।

টীকা—১৬। (১) (২) শুদ্ধ চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই কৈবল্য সিদ্ধ হয় না। পারবশ্য হেতু নিরোধের যখন (প্রাকৃতিক নিয়মে) যে ভঙ্গ তাহা যখন আর না হয়, তখন তাহাকে কৈবল্য বলে। অভঙ্গনীয় নিরোধের জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক। বৈরাগ্যের জন্য তত্ত্বজ্ঞান (পুরুষও একটি তত্ত্ব) আবশ্যক। বশীকার বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে বিষয়নিবৃত্ত করিয়া পুরুষখ্যাতির দ্বারা নিরোধ-সমাধি অভ্যাস করিতে হয়। পুরুষখ্যাতিকালে চিত্ত বাহ্যবিষয়শূন্য কেবল বিবেকবিষয়ক হয়। যাঁহারা বশীকার-বৈরাগ্যপূর্ব্বক বাহ্য বিষয় হইতে চিত্ত-নিরোধ করিয়া বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ-খ্যাতি (বিবেকখ্যাতি) সাধন না করেন, কেবল অব্যক্ত বা শূন্যকে চরমতত্ত্ব স্থির করিয়া তাহাতেই সমাহিত হন (যেমন কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়), তাঁহাদের বৈরাগ্য পূর্ণ হয় না, সুতরাং চিত্তনিরোধও শাশ্বতিক হয় না। কারণ তাঁহাদের বৈরাগ্য ব্যক্তবিষয়ে (ইহামুত্র বিষয়ে) সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু অব্যক্ত বিষয়ে সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য তাঁহারা প্রকৃতিলীন থাকিয়া পুনরুত্থিত হন। কিঞ্চ অব্যক্ত ও পুরুষের ভেদখ্যাতি না হওয়াতে তাঁহাদের সম্যক্‌দর্শনও সিদ্ধ হয় না। সেই সূক্ষ্ম অজ্ঞানবীজ হইতেই তাঁহাদের পুনরুত্থান হয়। তজ্জন্য যোগীগণ বশীকার-বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া পুরুষদর্শনের অভ্যাস পূর্ব্বক চেতনবৎ বুদ্ধি হইতে চিদ্রূপ পুরুষের পৃথকত্ব সাক্ষাৎ করিয়া সর্ব্ববিকারের মূলস্বরূপ অব্যক্তেও বিতৃষ্ণ হন অর্থাৎ গুণত্রয়ের ব্যক্ত বা অব্যক্ত (শূন্যবৎ) সর্ব্ব অবস্থায় বিরক্ত হন।

১৬। (৩) রাগ বুদ্ধির (অন্তঃকরণের) ধর্ম্ম। সুতরাং বৈরাগ্যও তাহার ধর্ম্ম। রাগে প্রবৃত্তি, বৈরাগ্যে নিবৃত্তি। যে বুদ্ধির দ্বারা পুরুষতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে অগ্র্যা বুদ্ধি বলে। শ্রুতি যথা "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"। পুরুষখ্যাতি হইলে তদ্দ্বারা আপ্যায়িত বুদ্ধি আর অব্যক্তে বা শূন্যে সমাহিত হইতে অনুরক্ত হয় না, কিন্তু দ্রষ্টার স্বরূপে সম্যক্ স্থিতির জন্য প্রবৃত্ত হইয়া সাশ্বতী শান্তিলাভ করে বা প্রলীন হয়। গুণ ও গুণবিকার হইতে তখন সম্যক্ বিয়োগ ঘটে। পরবৈরাগ্য এবং নির্বিপ্লবা পুরুষখ্যাতি অবিনাভাবী। তদ্দ্বারাই চিত্তপ্রলয়রূপ কৈবল্য সিদ্ধ হয়।

১৬। (৪) জ্ঞানের প্রসাদ অর্থে জ্ঞানের চরম শুদ্ধি। মানবের সমস্ত জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির সাক্ষাৎ বা গৌণ হেতু। যে জ্ঞানের দ্বারা দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় তাহাই চরম জ্ঞান। তদধিক আর জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না। পরবৈরাগ্যের দ্বারা দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, সুতরাং পরবৈরাগ্যই জ্ঞানের চরম অবস্থা বা চরম শুদ্ধি। কিঞ্চ তাহা জ্ঞানস্বরূপ। কারণ তাহাতে কোনও প্রবৃত্তি থাকে না; প্রবৃত্তি না থাকিলে চিত্ত সমাহিত থাকিবে এবং কেবল পুরুষখ্যাতি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং তাহা প্রবৃত্তিশূন্য জ্ঞানপ্রসাদ

মাত্র। প্রবৃত্তিহীন এবং জাড্যহীন চিত্তাবস্থা হইলে তাহাই জ্ঞান। 'প্রাপণীয় প্রাপ্ত হইয়াছি' ইত্যাদির দ্বারা ভাষ্যকার প্রবৃত্তিশূন্যতা ও জ্ঞানপ্রসাদমাত্রতা দেখাইয়াছেন। পরবৈরাগ্য-বিষয়ে শ্রুতি বলেন—অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।

ভাষ্যম্। অথ উপায়দ্বয়েন নিরুদ্ধ-চিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি ?—

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ॥ ১৭।

বিতর্কঃ চিত্তস্য আলম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ, সূক্ষ্মো বিচারঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একাত্মিকা সম্বিদ্ অস্মিতা। তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ঃ বিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়ঃ বিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থঃ তদ্বিকলঃ-অস্মিতামাত্র ইতি। সর্ব্বে এতে সালম্বনা সমাধয়ঃ। ১৭॥

১৭। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা এই ভাব চতুষ্টয়ানুগত সমাধি সম্প্রজ্ঞাত॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। উপায়দ্বয়ের (অভ্যাস ও বৈরাগ্যের) দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (১) কাহাকে বলা যায় ? না—১ম, বিতর্ক=আলম্বনে সমাহিত (২) চিত্তের সেই আলম্বনের স্থূলরূপবিষয়ক আভোগ অর্থাৎ স্থূলস্বরূপের সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা। (তেমনি) ২য়, বিচার=সূক্ষ্ম আভোগ (৩) ৩য়, আনন্দ=হ্লাদযুক্ত আভোগ (৪)। ৪র্থ, অস্মিতা= একাত্মিকা সংবিৎ (৫)। তাহার মধ্যে প্রথম সবিতর্কসমাধি চতুষ্টয়ানুগত। দ্বিতীয় সবিচার সমাধি বিতর্ক-বিকল (৬)। তৃতীয় সানন্দ সমাধি বিচার বিকল (৭) চতুর্থ আনন্দবিকল অস্মিতা মাত্র (৮)। এই সকল সমাধি সালম্বন (৯)॥

টীকা—১৭। (১) ১ম সূত্রের ভাষ্যে ও টিপ্পনীতে সম্প্রজ্ঞাত যোগের যে বিবরণ আছে পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। একাগ্রভূমিক চিত্তের সমাধিসিদ্ধি হইলে যে ক্লেশের মূলঘাতিনী প্রজ্ঞা হইতে থাকে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। যে সকল সমাধি হইতে সেই প্রজ্ঞা হয় তাহার বিতর্কাদি চারি প্রকার ভেদ আছে। বিষয়ভেদে বিতর্কাদি ভেদ হয়। আর সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক বা সবিচার ও নির্ব্বিচার রূপ যে সমাপত্তিভেদ তাহা সমাধির বিষয় ও সমাধির প্রকৃতি এই উভয়ভেদে হয় (১।৪২-৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

১৭। (২) শব্দ, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্প যুক্ত চিত্তবৃত্তি যদি স্থূলবিষয়া হয়, তবে তাহাকে বিতর্কানুগতা বৃত্তি বলে। সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গো, ঘট, নীল পীতাদি বিষয় গৃহীত হয়, তাহাই স্থূল বিষয়। তত্ত্বত বলিতে গেলে সাধারণ চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন শব্দরূপাদি নানা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম্ম সংকীর্ণ ভাবে গৃহীত হইয়া একদ্রব্যরূপে জ্ঞান হয়, তাহাই স্থূলতার সাধারণ লক্ষণ। যেমন গো। গো, নানা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম্ম সমষ্টির সংকীর্ণ একভাবে গৃহীত হওয়া মাত্র। এতাদৃশ স্থূলবিষয় যখন শব্দাদি-পূর্ব্বক, অর্থাৎ শব্দবাচ্যরূপে, সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় হয়, তখন তাহাকে বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত বলে। (১।৪২ সূত্র দ্রষ্টব্য)

১৭। (৩) স্থূলবিষয়ক সমাধি আয়ত্ত হইলে সেই সমাধিকালীন অনুভব পূর্ব্বক বিচার-বিশেষদ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্বের সম্প্রজ্ঞান হয়। ইহাই বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত। শব্দব্যতীত বিচার হয় না অতএব ইহাও শব্দার্থজ্ঞান-বিকল্পানুবিদ্ধ ; কিন্তু সূক্ষ্ম-বিষয়ক। চৈতসিক বিচারবিশেষ ইহার বিশেষ লক্ষণ। অতএব ইহা বিতর্কবিকল অর্থাৎ বিতর্করূপ অঙ্গহীন। সূক্ষ্ম গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই সমাধির বিষয়। আর ইহাতে বিচারপূর্ব্বক সূক্ষ্মধ্যেয় উপলব্ধ হয় বলিয়া ইহার নাম

বিচারানুগত সমাধি। বিকৃতি হইতে প্রকৃতিতে যে বিচারের দ্বারা যাওয়া যায় তাহাই বিচার; এবং হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় এই কয় বিষয়ক জ্ঞান যাহা সমাধির দ্বারা সূক্ষ্মতর বা স্ফুটতর হইতে থাকে তাহাও বিচার। তত্ত্ব শু যোগ-বিষয়ক সূক্ষ্মভাব এবম্বিধ বিচারের দ্বারা উপলব্ধ হয় বলিয়া সূক্ষ্ম-বিষয়ক সমাধির নাম বিচারানুগত সমাধি।

১৭। (৪) আনন্দানুগত সমাধি বিতর্ক ও বিচারহীন। তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতবিষয়ক নহে। স্থৈর্য্য বিশেষ হইতে চিত্তাদিকরণ-ব্যাপী সাত্ত্বিক সুখময় ভাব বিশেষ এই সমাধির আলম্বন। শরীর, চিত্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অধিষ্ঠানস্বরূপ। সুতরাং ঐ আনন্দ সর্ব্ব শরীরের সাত্ত্বিকস্থৈর্য্য বা স্থৈর্য্যের সাহজিক বোধস্বরূপ। অতএব সানন্দ সমাধি বস্তুত করণ বা গ্রহণবিষয়ক। করণ সকলের বিষয়ব্যাপার অপেক্ষা তাহাদের শান্তিই যে পরমানন্দকর এইরূপ সম্প্রজ্ঞান আনন্দানুগত সমাধির ফল। এই সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত যোগী করণ সকলকে সদাকালের জন্ম শান্ত করিতে আরব্ধবীর্য্য হন।

প্রাণায়াম বিশেষের দ্বারা বা নাড়ীচক্ররূপ শরীরের মর্ম্মস্থানধ্যানের দ্বারা শরীর সুস্থির হইলে, শরীরব্যাপী যে সুখময় বোধ হয়, তন্মাত্র অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে কেবল আনন্দময় করণপ্রসাদস্বরূপ ভাবের অধিগম হয়। ইহাই সানন্দ সমাধির সাধন। বাচস্পতি মিশ্র বলেন সাস্মিত সমাধির তুলনায় সানন্দ অস্মিতার স্থূলভাব; কারণ চিত্তাদি করণ অস্মিতার বিকার বা স্থূলঅবস্থা।

বিতর্কে যেমন বাচক শব্দ সহকারে চিত্তে প্রজ্ঞা হয়, ইহাতে সেইরূপ বাচক শব্দের তত অপেক্ষা নাই। কারণ, ইহা অনুভূয়মান আনন্দবিষয়ক। কোন শব্দের অপেক্ষা থাকিলে কেবল আনন্দশব্দের অপেক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। আর ভূত হইতে তন্মাত্র তত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে যেরূপ বিচারপূর্ব্বক ধ্যানের আবশ্যক ইহাতে তাহারও অপেক্ষা নাই। এবং বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাতের বিষয় যে সূক্ষ্মভূত তাহারও অপেক্ষা নাই; এই জন্ম ইহা বিতর্ক-বিচার-বিকল। সমাপত্তির দৃষ্টিতে বলিলে ইহা নির্ব্বিচারা সমাপত্তির বিষয়।

এ বিষয়ে মোক্ষধর্ম্মে এইরূপ আছে "ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব যথা পিণ্ডীকরোত্যয়ম্। এষ ধ্যান পথঃ পূর্ব্বোময়া সমনুবর্ণিতঃ॥ এবমেবেন্দ্রিয়গ্রামং শনৈঃ সম্পরিভাবয়েৎ। সংহরেৎ ক্রমশশ্চৈব স সম্যক্ প্রশমিষ্যতি॥ স্বয়মেব মনশ্চৈবং পঞ্চবর্গঞ্চ ভারত। পূর্ব্বং ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্যযোগেন শাম্যতি॥ ন তৎ পুরুষকারেণ ন চ দৈবেন কেনচিৎ। সুখমেষ্যতি তত্তস্য যদেবং সংযতাত্মনঃ॥ সুখেন তেন সংযুক্তো রংস্যতে ধ্যানকর্ম্মণি।" মোক্ষধর্ম্মে ১৯৫ অঃ। অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়হীন করিয়া মনে পিণ্ডীভূত করিলে (গ্রহণতত্ত্বমাত্র অবলম্বন করিলে) যে উত্তম সুখলাভ হয় তাহা দৈব অর্থ বা ইহলৌকিক অন্যকোন পুরুষাকার-লভ্য বিষয়লাভে হইতে পারে না। সেই সুখ সংযুক্ত হইয়া যোগিরা ধ্যান কর্ম্মে রমণ করেন।

১৭। (৫) বিতর্কানুগত ও বিচারানুগত সমাধি গ্রাহ্য-বিষয়ক, আনন্দানুগত সমাধি গ্রহণবিষয়ক, অস্মিতানুগত সমাধি গ্রহীতৃবিষয়ক। পুরুষ স্বরূপতঃ এই সমাধির বিষয় নহেন। অস্মিতামাত্র বা "আমি" এইরূপ বোধমাত্রই এই সমাধির বিষয়। এই আত্মভাবের নাম গ্রহীতৃপুরুষ। পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ইহা ব্যক্ত হয়। গ্রহীতৃপুরুষ এই সমাধির বিষয় বলিয়া সাস্মিত সমাধিকে গ্রহীতৃ-বিষয়ক বলা হয়। সাস্মিতসমাধির আলম্বন স্বরূপদ্রষ্টা নহেন, কিন্তু বিরূপদ্রষ্টা বা ব্যবহারিক গ্রহীতা বা মহান্ আত্মাই তাহার আলম্বন। সাংখ্য-শাস্ত্রে ইহাকে মহত্তত্ত্ব বলে। ইহা পুরুষাকারা বুদ্ধি বা বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য।

এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ আছে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মত সারবান্ নহে। ভোজরাজ বলেন—"যে অবস্থায় অন্তর্মুখত্বহেতু প্রতিলোম পরিণামের দ্বারা চিত্ত প্রকৃতিলীন হইলে সত্তামাত্র অবভাত হয়, তাহাই শুদ্ধ অস্মিতা"। এই কথা গভীর হইলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট কারণ, প্রকৃতিলীন চিত্তের বিষয় থাকিতে পারে না, ব্যক্ত চিত্তেরই বিষয় থাকিবে। সাস্মিত সমাধি সালম্বন সুতরাং অব্যক্ততা প্রাপ্ত চিত্তের তাহা ধর্ম্ম হইতে পারে না। * সাস্মিতসমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্তর্মুখ হইয়া যখন বিষয়গ্রহণ না করেন তখন তাঁহার চিত্ত প্রকৃতিলীন হয়; কিন্তু তখন আর সাস্মিতসমাধি থাকে না, তখন ভবপ্রত্যয় নির্ব্বীজ সমাধি হইয়া যোগী কৈবল্য পদের ন্যায় পদ অনুভব করেন।

বাচস্পতিমিশ্র প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাস্মীতি তাবং সম্প্রজানীতে" ভাষ্যোদ্ধৃত এই পঞ্চশিখাচার্য্যের বচন হইতে সাস্মিতসমাধির ও বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপ প্রস্ফুটরূপে জানা যায়। বস্তুত "আমি" এইরূপ প্রত্যয়মাত্র বা অন্তর্ভাবই বুদ্ধিতত্ত্ব। "আমি জ্ঞাতা" "আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয় আমিত্ব সমস্ত করণ ব্যাপারের মূল বা শীর্ষস্থান। বুদ্ধিতত্ত্বও ব্যক্তের মধ্যে প্রথম। জ্ঞান যতই সূক্ষ্ম হউক না, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে। জ্ঞানের সম্যক্ নিরোধ হইলে তবে জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বের বা ব্যবহারিক আমিত্বের নিরোধ হইবে তৎপরে দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয়। শ্রুতি বলেন "জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি"। অতএব এই মহান্ আত্মা বা মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব এবং আমিত্ব-মাত্র বোধ একই হইল। বুদ্ধির বিকার অহংকার অতএব অহম্-প্রত্যয়ের যে "আমি অমুকের জ্ঞাতা বা কর্ত্তা" ইত্যাদি অন্যথাভাব হয়, তাহাই অহংকার। শাস্ত্রও বলেন "অভিমানোঽহংকারঃ"। ভোজরাজ বলিয়াছেন "অহমিত্যুল্লেখেন বিষয়ান্ বেদয়তে সোঽহংকারঃ"। এই অহং অস্মিতামাত্র নহে কিন্তু অভিমানরূপ। সূত্রকার দৃক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তির একতাকে অস্মিতা বলিয়াছেন। বুদ্ধির সহিতই পুরুষের সূক্ষ্মতম একতা আছে। বিবেকখ্যাতির দ্বারা তাহার অপগম হইলে বুদ্ধি লীন হয়। অতএব সাস্মিত সমাধি চরম অস্মিতাস্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষাৎকার। তাহাই অস্মি প্রত্যয়রূপ ব্যবহারিক গ্রহীতা।

১৭। (১) সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সকলে চিত্ত ব্যক্তধর্ম্মক (অর্থাৎ অসম্যক্ নিরুদ্ধ) থাকে। সুতরাং তাহার আলম্বন অবিনাভাবী। এজন্য ইহারা সালম্বন সমাধি। বক্ষ্যমাণ অসম্প্রজ্ঞাত নিরালম্ব। সালম্বন সমাধি উত্তমরূপে না বুঝিলে নিরালম্ব সমাধি বুঝা অসাধ্য ইহা পাঠক স্মরণ রাখিবেন।

ভাষ্যম্। অথাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমুপায়ঃ কিংস্বভাবো বেতি ?

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮॥

সর্ব্ববৃত্তি-প্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিত্তস্য সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ তস্য পরং বৈরাগ্যম্ উপায়ঃ। সালম্বনো হি অভ্যাসঃ তৎসাধনায় ন কল্পতে ইতি বিরামপ্রত্যয়ো নির্ব্বস্তুক-আলম্বনী-ক্রিয়তে, স চ অর্থশূন্যঃ, তদভ্যাসপূর্ব্বং চিত্তং নিরালম্বনম্ অভাবপ্রাপ্তম্ ইব ভবতীতি এষ নির্ব্বীজ-সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ। ১৮।

---

* অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যতীত অন্য প্রকৃতিতে লীন থাকিলে চিত্তের আলম্বন থাকিতে পারে। তদর্থে ভোজরাজের উক্তি যথার্থ।

১৮। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি উপায়ে সাধ্য এবং তাহার স্বরূপ কি ?—"বিরামের (সর্ব্বপ্রকার সালম্বন বৃত্তির নিরোধের) কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাসসাধ্য সংস্কার-শেষস্বরূপ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত" ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। সর্ব্ববৃত্তি প্রত্যস্তমিত হইলে সংস্কারশেষস্বরূপ (১) চিত্ত-নিরোধ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। পরবৈরাগ্য তাহার উপায়; যেহেতু সালম্বন অভ্যাস তাহা সাধন করিতে সমর্থ হয় না। বিরামের কারণ (২) পরবৈরাগ্য নির্বস্তুক আলম্বনে প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ তাহাতে চিন্তনীয় কিছু থাকে না। তাহা অর্থশূন্য। তাহার অভ্যাসযুক্ত চিত্ত নিরালম্ব, অভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয়। এবংবিধ নির্ব্বীজ সমাধি (৩) অসম্প্রজ্ঞাত ॥

টীকা। ১৮। (১) সংস্কারশেষ = সংস্কারমাত্র যাহার স্বরূপ। নিরোধ প্রত্যয়াত্মক নহে অর্থাৎ নীল পীতাদির ন্যায় জ্ঞানবৃত্তি নহে, কিন্তু তাহা প্রত্যয়ের বিচ্ছেদের সংস্কারমাত্র। অতএব তাহা সংস্কারশেষ। চিত্তের দুই ধর্ম্ম—প্রত্যয় ও সংস্কার। নিরোধ কালে প্রত্যয় থাকে না কিন্তু প্রত্যয় পুনশ্চ উঠিতে পারে বলিয়া প্রত্যয় উঠার বা ব্যুত্থানের সংস্কার যে তখন চিত্তে থাকে ইহা স্বীকার্য্য। অতএব সংস্কারশেষ অর্থে ব্যুত্থান ও নিরোধ এতদুভয়ের সংস্কারশেষ। নিরোধ-সংস্কার ব্যুত্থানসংস্কারের বিচ্ছেদ। সুতরাং 'বিচ্ছিন্ন ব্যুত্থান সংস্কারশেষ" এরূপ অর্থও "সংস্কারশেষ" শব্দের হইতে পারে। কেহ এক ঘণ্টা নিরোধ করিতে পারিলে বস্তুত তাহার ব্যুত্থানসংস্কার (প্রত্যয় সহ) এক ঘণ্টার জন্য অভিভূত থাকে। অতএব নিরোধ বিচ্ছিন্নব্যুত্থান। নিরোধকে অব্যক্ত অবস্থা ধরিয়া বলিলে বলিতে হবে সংস্কারশেষ = বিচ্ছিন্ন-ব্যুত্থান-সংস্কারশেষ। আর নিরোধকে ব্যক্ত অবস্থা স্বরূপ ধরিয়া বলিলে বলিতে হবে—"নিরোধসংস্কার ও ব্যুত্থানসংস্কার শেষ" = সংস্কারশেষ অর্থাৎ যে অবস্থায় নিরোধ সংস্কারের দ্বারা ব্যুত্থান সংস্কার প্রত্যয়প্রসূ না হয় তাহাই সংস্কারশেষ বা সংস্কার মাত্র থাকা।

তাহার উপায় "বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাস"। বিরামের প্রত্যয় * বা কারণ যে পরবৈরাগ্য তাহার অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ ভাবনা। পরবৈরাগ্যের দ্বারা যেরূপে বিরাম হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। সম্প্রজ্ঞাত যোগে স্থূলতত্ত্ব প্রজ্ঞাত হইয়া ক্রমশঃ মহত্তত্ত্বরূপ অস্মিভাবে স্থিরা স্থিতি হয়। সেই অস্মিভাবে স্থূল ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান থাকে না বটে, কিন্তু তাহা সুসূক্ষ্ম বিজ্ঞানের বেদয়িতা (বৌদ্ধদের ভাষায় ইহা নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন)। তাহা সত্ত্বগুণময় সর্ব্বশীর্ষ ভাব। তাদৃশ অস্মিভাবও চাহি না মনে করিয়া নিরোধবেগ আনয়ন করিলে পরক্ষণে আর অন্য চিত্তবৃত্তি উঠিতে পারে না। তখন চিত্ত লীন বা অভাবপ্রাপ্তের ন্যায় হয়, বা অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে নিরোধক্ষণও বলে। এই অবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয়। তখন জ্ঞমাত্রের নিরোধ হয় না, অনাত্মের জ্ঞান নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং অনাত্মভাবের বেদয়িতা অস্মিভাবও রুদ্ধ হয়; কিন্তু তাহাতেও পরবৈরাগ্যের কর্ত্তা বা নিরোধের কর্ত্তা নিষ্পন্নকৃত্য হইয়া থাকিবে। বিষয়বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা বিজ্ঞানকে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞাতার সম্যক্ রোধ হইতে পারে না। বিষয়সংযোগ জ্ঞানের কারণ; সংযোগ হইলে দুই পদার্থ চাই। একটী বিষয় অন্যটি কি ? বৌদ্ধেরা বলিবেন

* ভোজরাজ "বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চেতি" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেও প্রত্যয় অর্থে কারণ ধরিতে হইবে। প্রত্যয় অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞানবৃত্তি। কিন্তু ভাষ্যকার সর্ব্ববৃত্তির অভাবকে বিরাম বলিয়াছেন। অতএব এখানে প্রত্যয় অর্থে সাক্ষাৎ কারণ। এরূপ অর্থ ই স্পষ্ট।

তাহা বিজ্ঞানধাতু। কিন্তু বিজ্ঞানধাতু কি বৌদ্ধেরা তাহার সদুত্তর দিতে পারেন না। ধাতু অর্থে তাঁহারা বলেন নিঃসত্ত্ব-নির্জ্জীব। নিঃসত্ত্ব-নির্জ্জীব অর্থে যদি চেতয়িতাশূন্য বা impersonal হয় তবে "চেতয়িতাশূন্য বিজ্ঞানাবস্থা" বিজ্ঞানধাতু হইবে। তাহা অস্মদ্দর্শনের চিতিশক্তির নিকটবর্ত্তী পদার্থ। আর নিঃসত্ত্ব-নির্জ্জীব অর্থে যদি "শূন্য" হয়, এবং শূন্য অর্থে যদি অসত্তা হয়, তবে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানধাতু প্রলাপ ব্যতীত আর কি হইবে?

১৮। (৩) নির্ব্বীজ সমাধি হইলেই তাহা অসম্প্রজ্ঞাত হয় না। যেমন সালম্বনসমাধিমাত্রই সম্প্রজ্ঞাত নহে, কিন্তু একাগ্রভূমিক চিত্তের সমাধিপ্রজ্ঞা সাত্তিক হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বলে, সেইরূপ নিরোধভূমিক চিত্তের সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে। তখন নিরোধই চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। এই ভেদ বিশেষরূপে অবধার্য্য। অসম্প্রজ্ঞাত কৈবল্যের সাধক, কিন্তু নির্ব্বীজ কৈবল্যের সাধক নাও হইতে পারে। ইহা পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু অসম্প্রজ্ঞাত ও নির্ব্বীজের ভেদ না বুঝিয়া কিছু গোল করিয়াছেন।

ভাষ্যম্। স খল্বয়ং দ্বিবিধঃ, উপায়প্রত্যয়ঃ ভবপ্রত্যয়শ্চ তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি।

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্। ১৯।

বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ, তে হি স্বসংস্কার-মাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথাজাতীয়কং অতিবাহয়ন্তি, তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি, যাবন্ন পুনরাবর্ত্ততে অধিকারবশাৎ চিত্তমিতি। ১৯ ॥

১৯। ঐ নির্ব্বীজ সমাধি দ্বিবিধ—উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয় (১)। তাহার মধ্যে যোগীদের উপায়প্রত্যয়, আর "বিদেহলীন ও প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রত্যয় ॥" সূ

ভাষ্যানুবাদ। বিদেহ (২) দেবতাদের (পদ) ভব প্রত্যয়; তাহারা স্বকীয় জাতির ধর্ম্মভূত (নিরুদ্ধ বা অবৃত্তিক) সংস্কারোপগত চিত্তের দ্বারা কৈবল্যের ন্যায় অবস্থা অনুভব পূর্ব্বক সেই জাতীয় নিজ সংস্কারের বিপাক বা ফল অতিবাহন করে। সেইরূপ প্রকৃতিলীনেরা (৩) তাঁহাদের সাধিকার—(৪) চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হইলে কৈবল্যের ন্যায় পদ অনুভব করেন, যতদিন না অধিকারবশতঃ তাঁহাদের চিত্ত পুনরায় আবর্ত্তন করে ॥

টীকা—১৯। (১) উপায় প্রত্যয়=বক্ষ্যমাণ শ্রদ্ধাদি উপায় যাহার প্রত্যয় বা কারণ। ভবপ্রত্যয় শব্দের ভব শব্দ নানা অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মিশ্র বলেন ভব অবিদ্যা; ভোজরাজ বলেন ভব সংসার; ভিক্ষু বলেন ভব জন্ম। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে 'ভবপচ্চয়া জাতি' অর্থাৎ জন্মের নির্ব্বর্ত্তক কারণ ভব। বস্তুত এই সকল অর্থ আংশিক সত্য। অবিদ্যার পরিবর্ত্তে ভবশব্দ ব্যবহারের অবশ্য কারণ আছে; অতএব ভব কেবলমাত্র অবিদ্যা নহে। সম্যক্‌রূপে যাহা নষ্ট হয় নাই তাদৃশ বা সূক্ষ্ম অবিদ্যামূলক সংস্কার—যাহা হইতে বিদেহাদিদের জন্ম বা অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয়, তাহাই ভব। পূর্ব্বসংস্কারবশে যে আত্মভাবের উৎপত্তি, অবচ্ছিন্ন কাল যাবৎ স্থিতি ও পরে নাশ হয় তাহাই জন্ম। বিদেহদের ও প্রকৃতিলীনদের পদও তজ্জন্য জন্ম। ভাষ্যকার বলিয়াছেন স্বসংস্কারোপযোগে তাহাদের ঐ ঐ পদপ্রাপ্তি হয়। সাংখ্যসূত্রে আছে প্রকৃতিলীনদের মগ্নের উত্থানের ন্যায় পুনরাবৃত্তি হয়।

অতএব জন্মের হেতুভূত অবিদ্যামূলক সংস্কারই ভব। সেই বিদেহাদি জন্মের কারণ কি? প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক্ উপলব্ধি না করা অর্থাৎ অবিদ্যাই তাহার কারণ। সমাধিসংস্কারবলে তাঁহারা ঐ ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন। অতএব সূক্ষ্মাবিদ্যামূলক, জন্মহেতু সংস্কার বিদেহাদিদের ভব হইল। সূক্ষ্ম অবিদ্যা অর্থে যাহা অসমাহিতদের অবিদ্যার ন্যায় স্থূলা নহে এবং যাহা বিবেকসাক্ষাৎকারের দ্বারা সম্যক্ নষ্ট নহে। সাধারণ জীবের ভব কিন্তু কর্ম্মাশয়রূপ অক্ষীণীভূত অবিদ্যামূলক সংস্কার।

১৯। (২) বিদেহদেব বা বিদেহলীনদেব। এ বিষয়েও ব্যাখ্যাকারদের মতভেদ দেখা যায়। ভোজরাজ বলেন "সানন্দ সমাধিতে (গ্রহণ সমাপত্তিতে) যাঁহারা বদ্ধধৃতি হইয়া প্রধান ও পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন না তাঁহারা দেহাহংকারশূন্যত্ব হেতু বিদেহ শব্দবাচ্য হন"। মিশ্র বলেন "ভূত ও ইন্দ্রিয়ের অন্যতমকে আত্মস্বরূপে জ্ঞান করিয়া তদুপাসনার সংস্কার দ্বারা দেহান্তে যাঁহারা উপাস্যে লীন হন তাঁহারা বিদেহ"। ইহা স্পষ্ট নহে। কারণ ভূতকে আত্মভাবে উপাসনা করিয়া ভূতে লীন হইলে নির্ব্বীজ সমাধি কিরূপে হইবে?

বিজ্ঞানভিক্ষু বিভূতি-পাদের সূত্রানুসারে বলেন "শরীরনিরপেক্ষ যে বুদ্ধিবৃত্তি তদ্‌যুক্ত-মহদাদি দেবতা বিদেহ"। ইহা কল্পিত অর্থ।

ফলত ব্যাখ্যাকারগণ এক বিষয় সম্যক্ লক্ষ্য করেন নাই। সূত্রকার ও ভাষ্যকার বলেন বিদেহদের নির্ব্বীজ সমাধি হয়। সানন্দ-সমাধিমাত্র নির্ব্বীজ নহে। সানন্দসিদ্ধেরা দেহপাতে লোকবিশেষে উৎপন্ন হইয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিতে পারেন। বিদেহ ও প্রকৃতিলীনেরা কোন লোকান্তর্গত নহেন। ৩।২৫ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

আর ভূতগণে সমাপন্ন চিত্তও কখন নির্ব্বীজ হইতে পারে না। এ বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই:—স্থূল গ্রহণে সমাপন্ন যোগী পরমানন্দ পাইয়া যদি তাহাকে পরমপদ জ্ঞান করেন * এবং শব্দাদি গ্রাহ্য বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইয়া তাহাদের অত্যন্ত নিরোধ করেন, তখন বিষয়-সংযোগের অভাবে করণবর্গ লীন হইবে। কারণ বিষয় ব্যতীত করণগণ মুহূর্ত্তমাত্রও ব্যক্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা তাদৃশ বিষয়গ্রহণরোধ বা অনাশ্রব সংস্কার সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে বিলীনকরণ হওত নির্ব্বীজ সমাধি লাভপূর্ব্বক সংস্কারের বলানুসারে অবচ্ছিন্নকাল কৈবল্যবৎ অবস্থা অনুভব করেন। ইঁহারাই বিদেহ দেব। আর যে যোগীগণ সম্যক্ বিষয়রোধের প্রযত্ন না করিয়া আনন্দময় সালম্বন গ্রহণতত্ত্ব ধ্যানেই তৃপ্ত থাকেন, তাঁহারা দেহান্তে যথাযোগ্য লোকে অভিনির্ব্বর্ত্তিত হইয়া দিব্য আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত ঐ ধ্যানসুখ ভোগ করেন।

পরমপুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকার না হওয়াতে বিদেহ দেবতাদের "অদর্শন" বীজ থাকিয়া যায়, তদ্ধেতু তাঁহারা পুনরাবর্ত্তিত হন। শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারেন না।

১৯। (৩) প্রকৃতিলয়। 'বৈরাগ্যাৎ' প্রকৃতিলয়ঃ ইত্যাদি সাংখ্যকারিকার (৪৫ সংখ্যক) ভাষ্যে আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন "যাঁহাদের বৈরাগ্য আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নাই, অজ্ঞানহেতু তাঁহারা মৃত্যুর পর প্রধান, বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টপ্রকৃতির অন্যতমে লীন হন"। ইহার মধ্যে এই সূত্রোক্ত প্রকৃতিলয়, প্রধান ও মূলা প্রকৃতিতে লয় বুঝিতে হইবে। কারণ

---

* অদ্যাপিও এমন কোন কোন বাদী আছেন যাহারা ধ্যানে আনন্দ অনুভব করিলেই তাহা ব্রহ্ম বা আত্ম-সাক্ষাৎকার মনে করেন। তাঁহারা ঐভাবে সমাহিত হইলে এবং বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইয়া বিষয়গ্রহণ রোধ অভ্যাস করিলে এই গতি প্রাপ্ত হইবেন। সানন্দভাবকেও উপেক্ষা করিয়া সাস্মিতভাবে যাইয়া পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিলে তবে কৈবল্য হয়।

তাহাতেই চিত্ত লয় প্রাপ্ত হয় বা নির্ব্বীজ সমাধি হয়। অন্ত প্রকৃতিতে লীন হইলে তাদৃশ চিত্ত-লয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণের সহিত অবিভাগাপন্ন হওয়ার নাম-লয়। কার্য্যই কারণে লয় হয়; কারণ কার্য্যে লয় হয় না। তন্মাত্রতত্ত্বে কোন যোগী লয় হইলেন বলিলে কি বুঝাইবে? বুঝাইবে যোগীর চিত্ত তন্মাত্রে লীন হইল। কিন্তু যোগীর চিত্তের কারণ তন্মাত্র তত্ত্ব নহে, অতএব যোগীর চিত্ত কখনও তন্মাত্রে লীন হইতে পারে না অতএব যোগী তন্মাত্রে লীন হন একথা যথার্থ নহে, কিন্তু তাহাতে তন্ময় হন, ইহাই ঠিক কথা।

পরন্তু ভূততত্ত্বে বৈরাগ্য হইলে ভূততত্ত্বজ্ঞান তন্মাত্রতত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হইবে ইহাই উহার অর্থ। তখন যোগীর স্বরূপশূন্যের ন্যায় বা 'আত্মহারা' হইয়া তন্মাত্রতত্ত্বই ধ্যানগোচর থাকে। সুতরাং তাহা সালম্বন সমাধি হইল। অতএব কেবলমাত্র প্রধানে লয়ই সূত্র ও ভাষ্যে উক্ত প্রকৃতিলয় বুঝিতে হইবে। যখন সাস্মিতসমাধি অধিগত হয়, কিন্তু পরমপুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎ না করিয়া তাহাকেই চরম গতি মনে করিয়া অন্তর্মুখ হইয়া বশীকার বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়-বিয়োগহেতু অন্তঃকরণ লয় হয়, তখনই এতাদৃশ প্রকৃতিলয় হয়।

এই প্রকৃতিলয়াদি পদসম্বন্ধে বায়ুপুরাণে এইরূপ উক্তি আছেঃ—দশমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়-চিন্তকাঃ। ভৌতিকাস্তু শতংপূর্ণং সহস্রমাভিমানিকাঃ। বৌদ্ধাদশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ। পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত চিন্তকাঃ। পুরুষং নির্গুণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে॥

১৯। (৪) বিবেকখ্যাতি হইলে চিত্তের অধিকার সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাতেই চিত্তের যে বিষয়প্রবৃত্তি বা ব্যক্তাবস্থা তাহার বীজ সম্যক্ দগ্ধ হয়। অধিকারসমাপ্তির অপর নাম চরিতার্থতা। ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ তাহাতে সম্যক্ চরিত বা নির্বর্ত্তিত বা সমাপ্ত হয়। বিবেকখ্যাতি না হইলে অধিকার সমাপ্ত হয় না. সুতরাং চিত্ত প্রাকৃতিক নিয়মে আবর্ত্তিত হয়।

শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্॥ ২০।

ভাষ্যম্। উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, সাহি জননীর্ব কল্যাণী যোগিনং পাতি, তস্য শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিনঃ বীর্য্যম্ উপজায়তে, সমুপজাত-বীর্য্যস্য স্মৃতিঃ উপতিষ্ঠতে, স্মৃত্যুপস্থানে চ চিত্তম্ অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞা বিবেক উপাবর্ত্ততে, যেন যথাবৎ বস্তু জানাতি, তদভ্যাসাৎ তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি। ২০।

২০। (যাঁহাদের উপায়প্রত্যয় তাঁহাদের) শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই উপায়ের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। যোগীদের উপায়প্রত্যয় (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি) হয়। শ্রদ্ধা চিত্তের সম্প্রসাদ, (১) তাহা যোগীকে কল্যাণী জননীর ন্যায় পালন করে। এবম্বিধ শ্রদ্ধাযুক্ত বিবেকার্থীর বীর্য্য (২) হয়। বীর্য্যবানের স্মৃতি উপস্থিত হয় (৩)। স্মৃতি উপস্থিত হইলে চিত্ত অনাকুল হইয়া সমাহিত হয় (৪)। সমাহিত চিত্তের প্রজ্ঞা বা বিবেক সমুদ্ভূত হয়। বিবেকের দ্বারা (যোগী) বস্তু যথাবৎ জানেন। সেই বিবেকের অভ্যাস হইতে এবং তাহার (সেই চিত্তের) বিষয়েতেও বৈরাগ্য হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (৫) উৎপন্ন হয়।

টীকা—২০। (১) শ্রদ্ধা=চিত্তের সম্প্রসাদ বা অভিরুচিমতী নিশ্চয়বৃত্তি। শ্রৎ সত্যং তস্মিন্ ধীয়ত ইতি শ্রদ্ধা (যাস্ক-নিরুক্ত)। গীতা বলেন "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"। শ্রুতিও বলেন "তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে" ইত্যাদি। অনেকের শাস্ত্র ও গুরুর নিকট লব্ধ জ্ঞান ঔৎসুক্য নিবৃত্তি করে মাত্র। তাদৃশ ঔৎসুক্য বশত জানা শ্রদ্ধা নহে। যে জানার সহিত চিত্তের সম্প্রসাদ থাকে তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাভাব থাকিলে উত্তরোত্তর শ্রদ্ধেয় বিষয়ের গুণাবিষ্কারপূর্ব্বক প্রীতি ও আসক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

২০। (২) উৎসাহ বা বলের নাম বীর্য্য।' চিত্ত ক্লান্ত হইলে বা বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতে চাহিলে, যে বলের দ্বারা পুনঃ সাধনে বিনিবেশিত করা যায় তাহাই বীর্য্য। শ্রদ্ধা থাকিলেই বীর্য্য হয়। যেমন কষ্টপূর্ব্বক গুরুভার উত্তোলন করিতে করিতে ব্যায়ামীর তাহাতে কুশলতা হয়, সেইরূপ প্রাণপণে স্ত্যানত্যাগ ও দম অভ্যাস করিতে করিতে বীর্য্য উন্মুক্ত হয়। 'বিবেকার্থীর' এই শব্দের দ্বারা বিবেকবিষয়ে শ্রদ্ধাবীর্য্যাদিই কৈবল্যের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। অন্যবিষয়ে শ্রদ্ধাদি থাকিতে পারে এবং তাহা থাকিলেও যোগ বা কৈবল্যসিদ্ধি হয় না।

২০। (৩) স্মৃতি। ইহাই প্রধান সাধন। অনুভূত ধ্যেয়ভাবের পুনঃ পুনঃ যথাবৎ অনুভব করিতে থাকা এবং তাহা যে অনুভব করিতেছি ও করিব তাহাও অনুভব করিতে থাকার নাম স্মৃতিসাধন। স্মৃতি সাধিত হইলে স্মৃত্যুপস্থান হয়। স্মৃতি একাগ্রভূমির একমাত্র সাধন। সাততিক স্মৃতি উপস্থিত হইলেই একাগ্রভূমি সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বর ও তত্ত্ব সকল ধ্যেয় বিষয়। স্মৃতিও তদবলম্বন করিয়া সাধ্য। ঈশ্বরবিষয়ক স্মৃতিসাধন এইরূপঃ—

প্রণব এবং ঈশ্বরের বাচক ও বাচ্য-সম্বন্ধ প্রথমে স্মরণ অভ্যাস করিয়া যখন প্রণব উচ্চারিত (মনে মনে বা ব্যক্ত ভাবে) হইলে ক্লেশাদিশূন্য ঈশ্বরভাব মনে আসিবে, তখন বাচ্য-বাচক স্মৃতি সুস্থির হইবে। তাহা সিদ্ধ হইলে তাদৃশ ঈশ্বরকে হৃদয়াকাশে অথবা আত্মমধ্যে স্থিত জানিয়া বাচকশব্দ জপপূর্ব্বক স্মরণ করিতে থাকিবে এবং তাহা যে স্মরণ করিতেছ ও করিতে থাকিবে তাহাও স্মরণারূঢ় রাখিবে। প্রথমত এক পদের দ্বারা স্মরণ অভ্যাস না করিয়া বাক্যময় মন্ত্রের দ্বারা স্মরণ অভ্যাস করা বিধেয়।

সেইরূপ ভূততত্ত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব এই তত্ত্ব সকলের স্বরূপ লক্ষণ অনুসারে তত্তদ্‌ভাব চিত্তে উদিত করিয়া স্মৃতি সাধন করিতে হয়। বিবেকস্মৃতিই মুখ্য সাধন।

চিত্তকে সর্ব্বদা যেন সম্মুখে রাখিয়া দর্শন করিতে করিতে তাহাতে কোন প্রকার সঙ্কল্প আসিতে দিব না এবং কেবল গৃহ্যমাণ বিষয়ের দ্রষ্টৃস্বরূপ হইয়া থাকিব, এই প্রকার স্মৃতিসাধন আনুব্যবসায়িক। ইহা চিত্তপ্রসাদ বা সত্ত্বশুদ্ধিলাভের মুখ্য উপায়। যোগতরাবলীতে আছে "পশ্যন্নুদাসীনদৃশা প্রপঞ্চং সংকল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ"। ইহা উত্তম স্মৃতি সাধন।

স্মৃতিসাধন ব্যতীত বোধপদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে না। স্মৃতি সর্ব্বদা সর্ব্বচেষ্টাতেই সাধ্য। গমন, উপবেশন, শয়ন সকল অবস্থায় স্মৃতিসাধন হইতে পারে। কোন কার্য্য করিতে হইলে পারমার্থিক ধ্যেয় বিষয় উত্তম রূপে মনে উদিত করিয়া, তাহা মন হইতে অনুপস্থিত না থাকে, এইরূপ সাবধান হইয়া কর্ম্ম করিলে, তাহাকে "যোগযুক্ত" কর্ম্ম বলা যায়। তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া সোপানে আরোহণের ন্যায় এই যোগযুক্ত কর্ম্ম।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মনের চিন্তায় এরূপ ব্যাপৃত থাকে যে বাহ্য বিষয়কে

তত লক্ষ্য করে না। ইহাদের সম্মুখে কোনও ঘটনা ঘটিলে হয়ত ইহারা আপন চিন্তায় এরূপ বিভোর থাকে যে তাহা লক্ষ্য করে না। উন্মাদ ও নেশাখোর লোকও প্রায় এইরূপ "একাগ্র" হয়। ইহা প্রকৃত একাগ্রতা নহে এবং সমাধিরও সম্যক্ বিরোধী অবস্থা। ইহাদের সমাধিহেতু স্মৃতি কদাপি হয় না। ইহারা মূঢ় হইয়া বা আত্মবিস্মৃত হইয়া চিন্তার প্রবাহে চলিতে থাকে। নিজের বিক্ষেপ বুঝিতে পারে না।

স্মৃতিসাধনে চিত্তে যে ভাব উঠিতেছে তাহা সর্ব্বদা অনুভূত হওয়া চাই এবং বিক্ষিপ্ত ভাব ত্যাগ করিয়া অবিক্ষিপ্ত বা সঙ্কল্পহীন ভাব স্মৃতিগোচর রাখিতে হয়। ইহাই প্রকৃত সত্ত্বশুদ্ধির বা জ্ঞান-প্রসাদের উপায়, এই-স্মৃতি প্রবল হইলে অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি যখন একেবারেই না হয়, তখন সেই আত্মস্মৃতিমাত্রে নিমগ্ন হইয়া যে সমাধি হয় তাহাই প্রকৃত সম্প্রজ্ঞাত যোগ।

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও এই স্মৃতির প্রাধান্য গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারাও বলেন যে স্মৃতি ও সম্প্রজন্য (যোগশাস্ত্রের সম্প্রজ্ঞানের সহিত সাদৃশ্য আছে) ব্যতীত চিত্তের জ্ঞানপূর্ব্বক রোধ হয় না। সম্প্রজন্যের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"এতদেব সমাসেন সম্প্রজন্যস্য লক্ষণম্।
যৎ কায়চিত্তাবস্থানাং প্রত্যবেক্ষা মুহুর্মুহুঃ॥" বোধিচর্য্যাবতার

অর্থাৎ শরীরের ও চিত্তের যখন যে অবস্থা তাহার অনুস্মরণ প্রত্যবেক্ষার নামই সম্প্রজন্য। ইহাতে আত্মবিস্মৃতি নষ্ট হয়, এবং চিত্তের সূক্ষ্মতম বিক্ষেপও দৃষ্ট হয় ও তাহা বোধ করার ক্ষমতা হয়। কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানে বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে সমাপন্ন হইবার সামর্থ্য হয়। শঙ্কা হইতে পারে যে চিত্তেন্দ্রিয়ে উপস্থিত বিষয় দেখিয়া যাওয়া একাগ্রতা নহে, কিন্তু অনেকাগ্রতা। গ্রাহ্য বিষয়ে উহা অনেকাগ্র হইলেও গ্রহণ বিষয়ে উহা একাগ্র। কারণ "আমি আত্মস্মৃতিমান্ থাকিব ও থাকিতেছি"—এইরূপ গ্রহণাকার বুদ্ধি উহাতে একই থাকে। এই একাগ্রতাই মুখ্য একগ্রতা, উহা সিদ্ধ হইলে গ্রাহ্যের একাগ্রতা সহজ হয়। শুদ্ধ গ্রাহ্যের একাগ্রতায় প্রতিসংবেত্তৃসম্বন্ধীয় একাগ্রতা না আসিতে পারে।

যাহারা আপন মনে হাসে, কাঁদে, বকে, অঙ্গভঙ্গী করে, তাদৃশ "একাগ্র" বা বাহ্যখেয়ালহীন মূঢ় ব্যক্তিদের পক্ষে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানসাধন যে অসম্ভব, ইহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা সপ্রতিভ থাকাই স্মৃতির সাধন বলিয়া উপদিষ্ট হয়।

এইরূপ সাধনকালে যোগীরা বাহ্যজ্ঞানহীন হন না, কিন্তু সঙ্কল্পহীন চিত্তে উপস্থিত বিষয়কে দেখিয়া যান। চিত্তাদিতে যাহা আসিতেছে তাহা তাঁহাদের কদাপি অলক্ষ্য হয় না (কারণ উহা অলক্ষ্য হওয়া এবং মোহবশতঃ আত্মবিস্মৃত হওয়া একই কথা) এবং এইরূপ সাধনের সময় বাহ্য শব্দাদি অননুকূল হয় না। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে সমস্ত ছাপ আত্মভাবের উপর পড়িতেছে তাহা সব তাঁহারা গোচর করিয়া যান। উহা (আত্মগত ছাপ) গোচর না করা সুতরাং আত্মবিস্মৃতি বা মোহ।

এইরূপে চিত্তসত্ত্ব শুদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়াদি যখন স্থির হয় বা পিণ্ডীভূত হয়, তখন বাহ্য বিষয় আত্মভাবে ছাপ দিতে পারে না। সেই অবস্থায় যে বিষয় লক্ষ্য না হওয়া, তাহা সুতরাং আত্মবিস্মৃতি নহে, কিন্তু বিষয়হীন আত্মস্মৃতি বা প্রকৃত সম্প্রজ্ঞাতযোগ ও প্রকৃত সমাধি। সেই আত্মস্মৃতি যত সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হবে ততই সূক্ষ্মতত্ত্বের অধিগম হবে। বিবেকই সেই আত্মজ্ঞানের সীমা।

প্রবল বিক্ষিপ্ত চিন্তায় পড়িয়া বাহ্যবিষয়ের খেয়াল না করা আর ঐরূপ ইন্দ্রিয়গণকে

পিণ্ডীভূত করিয়া জ্ঞান ও ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিষয় গ্রহণ রোধ করা এই দুই অবস্থার ভেদ সাধকদের উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক।

আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক বাহ্যেন্দ্রিয়মাত্র রুদ্ধ করিয়া বিষয়গ্রহণ রোধ করিলেই যে চিত্তরোধ হয়, তাহাও নহে। চিত্ত তখনও বিষয়স্রোতে ভাসিতে পারে। আত্মস্মৃতির দ্বারা তখনও চিত্তের প্রত্যবেক্ষা করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল ও নিঃসঙ্কল্প করিতে হয়। পরে চিত্তকেও পিণ্ডীভূত করিয়া রোধ করিলে তবেই সম্যক্ চিত্তরোধ হয়।

পরন্তু এইরূপে সম্যক্ চিত্তরোধ বা নিরোধ সমাধি করিলেও কৃতকৃত্যতা না হইতে পারে। কথিত ভবপ্রত্যয় নিরোধ তাদৃশ নিরোধ। চিত্তের বা আত্মভাবেরও প্রতিসংবেত্তা যে দ্রষ্টৃপুরুষ তাঁহার স্মৃতি (অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান) লাভ করিয়া যে সম্যক্ নিরোধ হয় তাহাই কৈবল্যমোক্ষের নিরোধ।

২০। (১) শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য হয়। যাহাদের যে বিষয়ে উত্তম শ্রদ্ধা নাই, তাহারা তদ্বিষয়ে বীর্য্য করিতে পারে না। বীর্য্য বা পুনঃ পুনঃ কষ্টসহনপূর্ব্বক চিত্ত নিবেশন করিতে করিতে চিত্তে স্মৃতি উপস্থিত হয়। স্মৃতি ধ্রুবা বা অচলা হইলে সমাধি হয়। সমাধির দ্বারা প্রজ্ঞালাভ হয়। প্রজ্ঞার দ্বারা হেয় পদার্থের যথাবৎ জ্ঞান (অর্থাৎ বিয়োগ) হইয়া নির্ব্বিকার দ্রষ্টৃপুরুষে স্থিতি বা কৈবল্যসিদ্ধি হয়। ইহারা মোক্ষের উপায়। যিনি যে মার্গে যান এই সাধারণ উপায় সকলকে অতিক্রম করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। শ্রুতিও বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।" "এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম"। অর্থাৎ বল (বীর্য্য) অপ্রমাদ (স্মৃতি) ও সন্ন্যাসযুক্তজ্ঞান (যোগজ প্রজ্ঞা) এই সকল উপায়ের দ্বারা যিনি প্রযত্ন বা অভ্যাস করেন তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয়।

বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন – (ধর্ম্মপদে) শীল, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও ধর্ম্মবিনিশ্চয় (প্রজ্ঞা) এই সকল উপায়ের দ্বারা সমস্ত দুঃখের উপশম হয়।

২০। (৫) অনাত্মবিষয়ের কর্ত্তা জ্ঞাতা এবং ধর্ত্তা এইতিন ভাব অর্থাৎ জ্ঞাতা, কর্ত্তা বা ধর্ত্তা বলিলে সাধারণত অন্তরে যাহা উপলব্ধি হয় তাহাই মহান্ আত্মা। সেই বুদ্ধিরূপ আত্মভাব আমি নহি" ইহা অতিস্থির, সমাধি-নির্ম্মল চিত্তের দ্বারা বুঝিয়া অন্য জ্ঞান রোধ করিয়া পৌরুষ প্রত্যয়ে স্থিত হইবার সামর্থ্যই বিবেক বা বিবেকখ্যাতি। বিবেকের দ্বারা বুদ্ধি নিরুদ্ধ হয় বা নিরোধসমাধি হয়। আর বিবেকজ জ্ঞান নামক সার্ব্বজ্ঞ্যও হয়। সেই বিবেকজ ঐশ্বর্য্যেও বিরাগ পূর্ব্বক উক্ত বিবেকমূলক নিরোধের অভ্যাস করিতে করিতে যখন সেই নিরোধ সংস্কারবলে চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত বলা হয়। তাহাতে বিবেকরূপ এবং অন্যান্য সম্প্রজ্ঞানও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত।

ভাষ্যম্। তে খলু নব যোগিনঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি, তদ্ যথা মৃদূপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ অধিমাত্রোপায় ইতি। তত্র মৃদূপায়োঽপি ত্রিবিধঃ মৃদুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ তীব্রসংবেগ ইতি। তথা মধ্যোপায়ঃ, তথাধিমাত্রোপায় ইতি। তত্রাধিমাত্রোপায়ানাম্—

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥২১॥

সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতীতি।২১।

ভাষ্যানুবাদ। মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে সেই (শ্রদ্ধাবীর্য্যাদি সাধনশীল) যোগীরা নব প্রকার। যথা—মৃদূপায়, মধ্যোপায় ও অধিমাত্রোপায়। তাহার মধ্যে মৃদূপায়ও

ত্রিবিধ—মৃদুসংবেগ, মধ্য সংবেগ ও অধিমাত্রসংবেগ (১)। মধ্যোপায় এবং অধিমাত্রোপায়ও এইরূপ। তাহার মধ্যে অধিমাত্রোপায়—

২১। "তীব্রসংবেগশালী যোগীদের সমাধি ও সমাধির ফল আসন্ন"। অর্থাৎ সমাধি লাভ ও সমাধিফল (কৈবল্য) লাভ আসন্ন হয়। সূ

টীকা। ২১। (১) ব্যাখ্যাকারগণ সংবেগশব্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মিশ্র বলেন সংবেগ=বৈরাগ্য। ভিক্ষু বলেন—উপায়ানুষ্ঠানে শৈঘ্র্য। ভোজদেব বলেন ক্রিয়ার হেতুভূত দৃঢ়তর সংস্কার। বৌদ্ধ-শাস্ত্রেও সংবেগ শব্দের প্রয়োগ (শ্রদ্ধাদি উপায়ের সহিত) আছে যথা—"যেমন ভদ্র অশ্ব কশামৃষ্ট হইলে হয়, সেইরূপ তোমরা আতাপী ও সংবেগী হও, আর শ্রদ্ধাদির দ্বারা ভূরি দুঃখ নাশকর" (ধর্ম্মপদ ১০।১৬)। বস্তুত সংবেগ একটি যোগবিদ্যার প্রাচীন পরিভাষিক শব্দ। ইহার অর্থ শুদ্ধ বৈরাগ্য নহে, কিন্তু বৈরাগ্যমূলক সাধনকার্য্যে কুশলতা ও তজ্জনিত অগ্রসরভাব। ভোজদেবই ইহার যথার্থ লক্ষণ দিয়াছেন। গতিসংস্কার বা momentumও সংবেগ। বলবান্ ও ক্ষিপ্রগতি অশ্ব যেরূপ ধাবনকালে গতি সংস্কার যুক্ত হইয়া শীঘ্র অভীষ্ট দেশে যায় সেইরূপ বৈরাগ্যাদির সংস্কারযুক্ত সাধক উন্মুক্তবীর্য্য হইয়া সাধন কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত হওত উন্নতির দিকে সংবেগে অগ্রসর হইলে তাঁহাদিগকে তীব্রসংবেগী বলা যায়। বিষয়ে বিরক্ত হইয়া "আমি শীঘ্র সাধন করিয়া কৃতকৃত্য হইব"—এইরূপ ভাবের সহিত সাধনে অগ্রসর হওয়াই সংবেগ। শ্বাপদসংকুল বনে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে, বনপার হওয়ার জন্য পথিকের যেরূপ ভয়যুক্ত ত্বরাভাব হয়, সংসারারণ্য হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সেইরূপ ত্বরাই যোগীদের সংবেগ।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ॥২২॥

ভাষ্যম্। মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্র ইতি, ততোঽপি, বিশেষঃ তদ্বিশেষাৎ মৃদুতীব্রসংবেগস্যাসন্নঃ, ততো মধ্যতীব্রসংবেগস্যাসন্নতরঃ, তস্মাদধিমাত্রতীব্র-সংবেগস্যাধিমাত্রোপায়স্য আসন্নতমঃসমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি। ২২।

২২। (তীব্র-সংবেগ-সম্পন্নদিগের মধ্যেও) মৃদুত্ব, মধ্যত্ব ও অধিমাত্রত্ব হেতু বিশেষ

ভাষ্যানুবাদ। তাহার মধ্যে মৃদুতীব্র মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র এই বিশেষ। সেই বিশেষ হেতু মৃদুতীব্র-সংবেগ-শালীর আসন্ন, এবং মধ্যতীব্র-সংবেগশালীর আসন্নতর, এবং অধিমাত্র-উপায়াবলম্বনকারীর (১) সমাধির এবং তাহার ফলের লাভ আসন্নতম হয়।

টীকা। ২২। (১) অধিমাত্রোপায়=অধিকপ্রমাণক উপায়। ইহা বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন। অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বা যে শ্রদ্ধা কেবল সমাধি সাধনের মুখ্য উপায়ে প্রতিষ্ঠিতা, তাহা সমাধিসাধনের অধিমাত্রোপায়। বীর্য্যও সেইরূপ। অন্যবিষয় ত্যাগ করিয়া যাহা কেবল চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্পাদনে আবদ্ধ তাহা অধিমাত্রোপায়রূপ বীর্য্য। তত্ত্ব ও ঈশ্বর স্মৃতি অধিমাত্র স্মৃতি। সবীজের মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত ও নির্ব্বীজের মধ্যে অসম্প্রজ্ঞাত অধিমাত্র। কৈবল্য রূপ সমাধির মুখ্য ফললাভের ইহারা অধিমাত্রোপায়।

ভাষ্যম্। কিমেতস্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি, অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিদুপায়ো ন বেতি—

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ॥২৩॥

প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি।২৩॥

২৩। ইহা হইতেই (গ্রহীতৃ-গ্রহণাদি বিষয়ে সমাপন্ন হইবার জন্য তীব্র সংবেগ সম্পন্ন হইলেই) কি সমাধি আসন্ন হয়? অথবা ইহার লাভের অন্য উপায় আছে? "ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয়॥ সূ॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রণিধান দ্বারা অর্থাৎ ভক্তি বিশেষের দ্বারা (১) আবর্জ্জিত বা অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর অভিধ্যানের দ্বারা সেই যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাঁহার অভিধ্যান (২) হইতেও যোগীর সমাধি ও তাহার ফল কৈবল্যলাভ আসন্ন হয়।

টীকা। ২৩। (১) পূর্ব্বে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ পদার্থের ধ্যানে চিত্তকে একাগ্র করিয়া একাগ্রভূমিক সম্প্রজ্ঞাত যোগসাধনের উপদেশ করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত চিত্তকে একাগ্রভূমিক বা স্থিতিপ্রাপ্ত করার অন্য যে উপায় আছে তাহা অতঃপর বলা যাইতেছে: প্রণিধান=ভক্তিবিশেষ। আত্মমধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে, বক্ষ্যমাণ-লক্ষণক ঈশ্বরের সত্তা অনুভবপূর্ব্বক তাঁহাতেই আত্ম নিবেদন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকা এই ভক্তির স্বরূপ। সমস্ত কার্য্য সেই হৃদয়স্থ ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া করিতেছি, এইরূপ অহরহঃ সর্ব্বক্ষণ অনুভব করার নাম ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ। তাহার দ্বারা ঐ ভক্তি সাধিত হয়। শাস্ত্র বলেন—"কামতোঽকামতো বাপি যৎকরোমি শুভাশুভম্। তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্"॥

২৩। (২) অভিধ্যান। ভক্তির দ্বারা অভিমুখ হইয়া ঈশ্বর সম্যক্‌শরণাগত ভক্তের প্রতি যে ইচ্ছা করেন "ইহার অভিমত বিষয় সিদ্ধ হউক" তাহাই অভিধ্যান। ঈশ্বর অবশ্য জীবের পরমকল্যাণ মোক্ষের জন্যই অভিধ্যান করিবেন নচেৎ মায়াময় সাংসারিক সুখের সিদ্ধিবিষয়ে তাঁহার অভিধ্যান হওয়া সম্ভবপর নহে এবং তাঁহার নিকট তাহা প্রার্থনা করা তাঁহার স্বরূপ ও পরমার্থ বিষয়ে অজ্ঞতা মাত্র। বিশেষত সাংসারিক সুখ প্রায়ই কিছু না কিছু পরপীড়া হইতে উৎপন্ন হয়। সাংসারিক সুখদুঃখ, কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হয়। ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ কর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের আভিমুখ্য লাভ হইয়া তদনুগ্রহে পারমার্থিক বিশেষজ্ঞান লাভ হয়, ইহা ভাষ্যকারের অভিমত। কিন্তু মুক্তপুরুষধ্যানের ন্যায় ঈশ্বরধ্যান করিলে স্বাভাবিক নিয়মেও চিত্ত সমাধিলাভ করিতে পারে। সমাধি হইতে প্রজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক তাদৃশ যোগীর পরমার্থ সিদ্ধ হয়। ইহাতে ঈশ্বরের অভিধ্যানের অপেক্ষা নাই। আর যে যোগী ঈশ্বরে সর্ব্বসমর্পণ করিয়া তাঁহা হইতেই প্রজ্ঞা লাভ করিতে পর্য্যবসিত-বুদ্ধি তাঁহারাই ঈশ্বরের অভিধ্যান বলে উপকৃত হন। ইহা বিবেচ্য।

ভাষ্যম্। অথ প্রধান-পুরুষ-ব্যতিরিক্তঃ কোঽয়মীশ্বরো নামেতি?—

ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥

অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, কুশলাকুশলানি কর্ম্মাণি, তৎফলং বিপাকঃ, তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ, তে চ মনসি বর্ত্তমানাঃ পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা

যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে। যোহ্যনেন ভোগেন অপরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ, তে হি ত্রীণিবন্ধনানি ছিত্ত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ, ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী, যথা মুক্তস্য পূর্ব্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে নৈবমীশ্বরস্য, যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য, স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি। যোঽসৌ প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানাদীশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষ স কিং সনিমিত্তঃ? আহোস্বিন্নির্নিমিত্ত ইতি? তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তং। শাস্ত্রং পুনঃ কিন্নিমিত্তং? প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তম্। এতয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োরীশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানয়োরনাদিঃ সম্বন্ধঃ। এতস্মাৎ এতদ্ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈবমুক্ত ইতি। তচ্চ তস্যৈশ্বর্য্যং সাম্যাতিশয়বিনির্মুক্তং, ন তাবদ্ ঐশ্বর্য্যান্তরেণ তদতিশয্যতে, য়দেবাতিশয়ি স্যাৎ তদেব তৎ স্যাৎ, তস্মাৎ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তি রৈশ্বর্য্যস্য স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানমৈশ্বর্য্যমস্তি, কস্মাৎ, দ্বয়োস্তুল্যয়োরেকস্মিন্ যুগপৎ কামিতেঽর্থে নবমিদমস্তু পুরাণ মিদমস্তু ইত্যেকস্য সিদ্ধৌ ইতরস্য প্রাকাম্য-বিঘাতাদূনত্বং প্রসক্তং, দ্বয়োশ্চ তুল্যয়োর্যুগপৎ কামিতার্থপ্রাপ্তির্নাস্ত্যর্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ যস্য সাম্যাতিশয় বিনির্মুক্তমৈশ্বর্য্যং স ঈশ্বরঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি ॥২৪॥

২৪। প্রধান ও পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত সেই ঈশ্বর কে? (১) "ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষই ঈশ্বর॥" সূ

ভাষ্যানুবাদ। ক্লেশ অবিদ্যাদি; পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম; কর্ম্মের ফলই বিপাক, আর সেই বিপাকের অনুরূপ (অর্থাৎ কোন এক বিপাক অনুভূত হইলে সেই অনুভূতি-জাত সুতরাং সেই বিপাকের অনুরূপ) বাসনা সকল আশয়। ইহারা মনে বর্ত্তমান থাকিয়া পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়, (তাহাতে) পুরুষ সেই ফলের ভোক্তৃস্বরূপ হন। যেমন জয় বা পরাজয় যোদ্ধৃ-সৈনিক সকলে বর্ত্তমান থাকিয়া, সৈন্যস্বামীতে ব্যপদিষ্ট হয়, সেইরূপ। যিনি এই ভোগের (ভোক্তৃ ভাবের) দ্বারা অপরামৃষ্ট (অস্পৃষ্ট বা অসংযুক্ত) সেই পুরুষবিশেষ ঈশ্বর। কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ অনেক কেবলী পুরুষ আছেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বন্ধন (২) ছেদ করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরের সেই সম্বন্ধ ভূতকালে ছিল না ভবিষ্যৎকালেও হইবে না। যেমন মুক্তপুরুষের পূর্ব্ববন্ধকোটি (৩) জানা যায়, ঈশ্বরের সেরূপ নহে। প্রকৃতিলীনের উত্তরবন্ধ-কোটির সম্ভাবনা আছে, ঈশ্বরের সেরূপ নাই; তিনি সদাই মুক্ত সদাই ঈশ্বর। ঈশ্বরের যে এই প্রকৃষ্ট-বুদ্ধি-সত্ত্বোপাদন হেতু (৪) শাশ্বতিক উৎকর্ষ, তাহা কি সনিমিত্ত (সপ্রমাণক) অথবা নির্নিমিত্তক (নিষ্প্রমাণক)? তাহার শাস্ত্রই নিমিত্ত বা প্রমাণ। শাস্ত্র আবার কি প্রমাণক? প্রকৃষ্ট সত্ত্বপ্রমাণক। ঈশ্বর সত্ত্বে (চিত্তে) বর্ত্তমান এই শাস্ত্র এবং উৎকর্ষের অনাদি সম্বন্ধ (৫) ইহা হইতে (অর্থাৎ উপরোক্ত যুক্তি সকল হইতে) সিদ্ধ হইতেছে—তিনি সদাই ঈশ্বর ও সদাই মুক্ত। তাঁহার ঐশ্বর্য্য সাম্য ও অতিশয় শূন্য। (কিরূপে? তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন) যাহা অপেক্ষা মহৎ ঐশ্বর্য্য আর নাই তাহাই ঈশ্বরের। সেই কারণ যে পুরুষে ঐশ্বর্য্যের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সমতুল্য আর ঐশ্বর্য্য নাই, কেননা (সমান ঐশ্বর্য্যশালী দুই পুরুষ থাকিলে) দুইজনে একই বস্তুতে, একই সময়ে যদি "ইহা নূতন হউক" ও "ইহা পুরাণ হউক" এরূপ বিপরীত কামনা করেন, তাহা হইলে একের কামনা সিদ্ধ হইলে, অপরের প্রাকাম্যহানি প্রযুক্ত ন্যূনতা হইবে; এবং উভয়ে তুল্যৈশ্বর্য্যশালী হইলে বিরুদ্ধত্বহেতু কাহারও কামিত অর্থের প্রাপ্তি হইবে না। সেই কারণ (৬) যাঁহার ঐশ্বর্য্য সাম্যাতিশয়শূন্য, তিনিই ঈশ্বর, কিঞ্চ তিনি পুরুষ বিশেষ।

টীকা। ২৪। (১) ঈশ্বর যে প্রধানতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব নহেন, তাহা বিশেষরূপে জানা উচিত। ঈশ্বরও প্রধানপুরুষ নির্ম্মিত। তিনি পুরুষবিশেষ এবং তাঁহার ঐশ্বরিক উপাধি প্রাকৃত। বস্তুত পুরুষোপদৃষ্ট যে প্রাকৃত উপাধি অনাদিকাল হইতে নিরতিশয় উৎকর্ষসম্পন্ন (সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিযুক্ত), তাহাই ঐশ্বরিক উপাধি। পরমার্থসাধনেচ্ছু যোগীরা কেবল তাদৃশ নির্ম্মল ন্যায্য ঐশ্বরিক আদর্শে স্থিতধী হইয়া তৎপ্রণিধান পরায়ণ হন। ২৪ সূত্রে ঈশ্বরের ন্যায্য লক্ষণ, ২৫ সূত্রে প্রমাণ ও ২৬ সূত্রে বিবরণ করা হইয়াছে।

২৪। (২) প্রাকৃতিক, বৈকারিক ও দক্ষিণাদি এই ত্রিবিধ বন্ধন। প্রকৃতিলীনদের প্রাকৃতিক বন্ধন। বিদেহলীনদের বৈকারিক বন্ধন, কারণ তাহারা মূলা প্রকৃতি পর্য্যন্ত যাইতে পারে না; তাহাদের চিত্ত উত্থিত হইলে প্রকৃতি-বিকারেই পর্য্যবসিত থাকে। দক্ষিণাদি-নিষ্পাদ্য যজ্ঞাদির দ্বারা ইহা মূত্রবিষয়ভাগীদের দক্ষিণাদি বন্ধন।

২৪। (৩) যেমন কপিলাদি ঋষি পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন পরে মুক্ত হইলেন জানা যায় বা কোনও প্রকৃতিলীন অধুনা মুক্তবৎ আছেন, কিন্তু পরে হিরণ্যগর্ভাদিরূপে ঐশ্বর্য্যসংযোগে বদ্ধ হইবেন জানা যায়, ঈশ্বরের সেইরূপ বন্ধন নাই ও হইবে না। ভূত ও ভাবী যতকাল আমরা চিন্তা করিতে পারি তাহাতে যে পুরুষের ভূত ও ভাবী বন্ধন জানিতে পারি না তিনিই ঈশ্বর।

২৪। (৪) প্রকৃষ্ট বা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ নিরতিশয়-উৎকর্ষযুক্ত। অনাদি বিবেক-খ্যাতিহেতু অনাদি সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব-যুক্ত সত্ত্বোপাদান বা উপাধিযোগ। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা মাত্র নিশ্চয় হয়, কিন্তু কল্পাদিতে জ্ঞানধর্ম্ম-প্রকাশাদি তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান শাস্ত্র হইতে হয়। কপিলাদি ঋষিগণ মোক্ষধর্ম্মের আদিম উপদেষ্টা। শ্রুতি আছে—"ঋষিং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈ র্বিভর্ত্তি ইত্যাদি অর্থাৎ কপিলর্ষিও ঈশ্বরের নিকট জ্ঞান লাভ করেন। ঋষিগণ হইতে শাস্ত্র (অবশ্য মোক্ষশাস্ত্রই এখানে মুখ্যত গ্রাহ্য) সুতরাং শাস্ত্রও মূলত ঈশ্বর হইতে। এই সর্গপরম্পরা অনাদি বলিয়া "ঈশ্বর হইতে শাস্ত্র (মোক্ষবিদ্যা) ও শাস্ত্র হইতে ঈশ্বর জ্ঞান" এই নিমিত্তপরম্পরাও অনাদি।

২৪। (৫) ঈশ্বরচিত্তে বর্ত্তমান যে উৎকর্ষ বা অনাদি-মুক্ততা সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি এবং সেই উৎকর্ষ মূলক যে মোক্ষশাস্ত্র, তাহাদের নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ অনাদি। অর্থাৎ অনাদিমুক্ত ঈশ্বরও যেমন আছেন, অনাদি মোক্ষশাস্ত্রও সেইরূপ আছে। আপত্তি হইতে পারে এরূপ অনেক শাস্ত্র আছে যাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের দ্বারা কৃত হওয়া দূরের কথা, পরন্তু তাহাদের কর্ত্তা বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিও নহেন। তাহা সত্য; তজ্জন্য কেবল মোক্ষবিদ্যাই শাস্ত্রশব্দবাচ্য করা সঙ্গত। প্রচলিত শাস্ত্র সকল সেই মোক্ষবিদ্যা-অবলম্বনে রচিত।

২৪। (৬) অর্থাৎ—অনেক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরুষ আছেন; ঈশ্বরও তাদৃশ, কিন্তু ঈশ্বরের তুল্য বা তদধিক ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ থাকিলে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না সেই কারণ যাঁহার ঐশ্বর্য্য সাম্যাতিশয়শূন্য তিনিই ঈশ্বরপদবাচ্য।

কিঞ্চ—তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্। ২৫।

ভাষ্যম্। যদিদং অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নপ্রত্যেক-সমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়গ্রহণমল্পং বহু, ইতি সর্ব্বজ্ঞবীজং, এতদ্বিবর্দ্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স সর্ব্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বজ্ঞবীজস্য, সাতিশয়ত্বাৎ, পরিমাণবদিতি। যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ স চ পুরুষবিশেষ ইতি, সামান্যমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়মনুমানং ন বিশেষ-প্রতিপত্তৌ সমর্থম্ ইতি তস্য সংজ্ঞাদি-

বিশেষ-প্রতিপত্তি-রাগমতঃ পর্য্যন্বেষ্যা। তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্ জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি। তথা চোক্তম্ “আদিবিদ্বান্, নির্ম্মাণচিত্ত মধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ”। ইতি। ২৫।

২৫। কিঞ্চ “তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞবীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।” সূ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ইহাদের প্রত্যেক ও সমষ্টিরূপে বর্ত্তমান বিষয় সকলের যে (কোন জীবে) অল্প, (কোন জীবে বা) অধিক অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দেখা যায়, তাহাই (১) সর্ব্বজ্ঞবীজ অর্থাৎ সার্ব্বজ্ঞের অনুমাপক।

এই (অল্প, বহু, বহুতর ইত্যেবম্প্রকারে) জ্ঞান বর্দ্ধমান হইয়া যে পুরুষে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। (এ বিষয়ের ন্যায় এইরূপ)—

সর্ব্বজ্ঞ বীজ কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাতিশয়ত্ব হেতু; (অর্থাৎ ক্রমশঃ বর্দ্ধমানত্ব হেতু)

পরিমাণের ন্যায়; (অর্থাৎ পরিমাণ যেমন ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হওয়াতে নিরতিশয়, তদ্বৎ)

যে পুরুষে তাহার কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, আর তিনি পুরুষবিশেষ।

([illegible] সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, এরূপ) সামান্যের নিশ্চয়মাত্র করিয়াই অনুমানের কার্য্য পর্য্যবসিত [illegible] বিশেষ-জ্ঞান-জননে সমর্থ নহে। অতএব ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি বিশেষ জ্ঞান আগম [illegible] জ্ঞাতব্য। তাঁহার স্বোপকারের প্রয়োজন না থাকিলেও “কল্পপ্রলয় মহাপ্রলয় সকলে জ্ঞান-ধর্ম্মের উপদেশদ্বারা সংসারী পুরুষ সকলকে উদ্ধার করিব” এইরূপ জীবানুগ্রহ তাঁহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন (২)। এবিষয়ে (পঞ্চশিখাচার্য্যের দ্বারা) ইহা কথিত হইয়াছে —“আদি-বিদ্বান্ ভগবান্ পরমর্ষি কপিল কারুণ্যবশত নির্ম্মাণ-চিত্তাধিষ্ঠানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসমান আসুরিকে তন্ত্র বা সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়াছিলেন”।

টীকা। ২৫। (১) ইহাতে ঈশ্বর-সিদ্ধির অনুমানপ্রণালী কথিত হইয়াছে। তাহা বিশদ করিয়া উক্ত হইতেছে।

(ক) যদি কোন অমেয় পদার্থকে অংশত বা খণ্ডরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে সেই অংশ সকল অসংখ্য হইবে। অর্থাৎ অমেয় + মেয় = অসংখ্য।

যেমন অমেয় কালকে যদি মেয় ঘণ্টায় ভাগ করা যায় তবে অসংখ্য ঘণ্টা পাওয়া যাইবে।

(খ) যদি কোন অমেয় পদার্থের ভাগ সকল সাতিশয়ী বা ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমানরূপে গ্রহণ করা যায় তবে শেষে তাহা এক নিরতিশয় বৃহৎ পদার্থ হইবে। অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পদার্থ আর ধারণার যোগ্য হইবে না। তাহাই নিরতিশয় মহত্ত্ব। অতএব—

মেয় ভাগ × অসংখ্য = নিরতিশয়। অর্থাৎ—অসংখ্য সান্ত পদার্থ = নিরতিশয় বৃহৎ।

যেমন পরিমাণের অংশ সকলকে একহাত, একক্রোশ, ৮০০০ ক্রোশ ইত্যাদিরূপ বর্দ্ধমান করিয়া যদি গ্রহণ করা যায়, তবে শেষে এরূপ বৃহৎ পরিমাণে উপনীত হইতে হইবে, যে যাহা অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ ধারণাযোগ্য নহে; তাহাই নিরতিশয় বৃহৎ পরিমাণ।

(গ) আমাদের জ্ঞানশক্তির মূল উপাদান যে প্রকৃতি তাহা অমেয় পদার্থ। নানা জীবে অল্প, অধিক, তদধিক ইত্যাদিরূপে যে জ্ঞান শক্তি দেখা যায় তাহারা সেই অমেয় প্রধানের খণ্ড রূপ!

ক অনুসারে অমেয় পদার্থের খণ্ড রূপ সকল অসংখ্য হইবে। সুতরাং জ্ঞানশক্তি সকল অর্থাৎ জীব সকল অসংখ্য।

ক্রিমি হইতে মানব পর্য্যন্ত যে জ্ঞান শক্তি, তাহা ক্রমশঃ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত * সুতরাং তাহা সাতিশয়ী।

কিন্তু খ অনুসারে যে সাতিশয়ী পদার্থের উপাদান অমেয় তাহারা শেষে নিরতিশয়ী হয়।

সাতিশয়ী জ্ঞান-শক্তি সকলের কারণ অমেয়। (যাহা অপেক্ষা বড় আছে তাহা সাতিশয়ী)।

অতএব তাহারা শেসে নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে। (যাহা অপেক্ষা বড় নাই তাহা নিরতিশয়ী)।

সেই নিরতিশয় জ্ঞানশক্তি যাঁহার তিনিই ঈশ্বর।

সূত্র ও ভাষ্যকারের সম্মত এই অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সামান্য জ্ঞান অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষ যে আছেন ইহা মাত্র নিশ্চয় হয়। আগম হইতে অর্থাৎ যে ব্যক্তিরা তাঁহার প্রণিধান হইতে তাঁহার বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্য হইতে ঈশ্বরের সংজ্ঞাদি বিশেষ জ্ঞাতব্য।

২৫। (২) সাধারণ মনুষ্যের চিত্ত পূর্ব্ব-সংস্কারবশে অবশীভূতভাবে নিরন্তর প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহাকে নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা করিলে তাহা নিবৃত্ত হয় না। বিবেকসিদ্ধ যোগী যখন সর্ব্বসংস্কারকে নাশ করিয়া চিত্তকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করিতে পারেন, তখন তিনি যদি কোন প্রয়োজনে, "এতকাল নিরুদ্ধ থাকিব" এরূপ সঙ্কল্প পূর্ব্বক চিত্তনিরোধ করেন, তবে ঠিক ততকাল পরে তাঁহার নিরোধক্ষয় হইয়া চিত্ত ব্যক্ত হইবে †। তখন যে চিত্ত উঠিবে তাহার প্রবৃত্তির হেতুভূত আর অবিদ্যামূলক সংস্কার না থাকাতে সাধারণের ন্যায় অবশভাবে উঠিবে না, পরন্তু তাহা যোগীর ইষ্টভাবে বিদ্যামূলক হইয়া উঠিবে। যোগী সেই চিত্তের কার্য্যের দ্বারা বদ্ধ হন না। কারণ তাহা যেমন ইচ্ছামাত্রে উঠে তেমনি ইচ্ছামাত্রে যোগী তাহা বিলীন করিতে পারেন। যেমন নট রাম সাজিলে তাহার 'আমি রাম' এরূপ ভ্রান্তি হয় না, সেইরূপ। ঈদৃশ চিত্তকে নির্ম্মাণচিত্ত বলে। অবশ্য যে কৃতকার্য্য যোগী "আমি অনন্ত কালের জন্য প্রশান্ত হইব" এরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হন, তাঁহার আর নির্ম্মাণচিত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মুক্ত পুরুষগণও এতাদৃশ নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা কার্য্য করিতে পারেন; ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার পঞ্চশিখ ঋষির বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বরও তাদৃশ নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা জীবানুগ্রহ করেন। "ঈশ্বর মুক্ত পুরুষ হইলেও কিরূপে ভূতানুগ্রহ করেন" এই শঙ্কা ইহা দ্বারা নিরাকৃত হইল। নির্ম্মাণচিত্ত কোনও প্রয়োজনে যোগীরা বিকাশ করেন। "সংসারী জীবকে সংসারবন্ধন হইতে জ্ঞানধর্ম্মোপদেশের দ্বারা মুক্ত করিব" এরূপ জীবানুগ্রহই ঐশ্বরিক নির্ম্মাণচিত্ত বিকাশের প্রয়োজক। কল্পপ্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে যে ভগবান্ ঐরূপ নির্ম্মাণচিত্ত করেন ইহা ভাষ্যকারের মত। সুতরাং যাঁহারা কেবলমাত্র ঈশ্বর হইতে জ্ঞানধর্ম্মলাভে পর্য্যবসিতবুদ্ধি, তাঁহারা প্রলয়কালে তাহা লাভ করিবেন। কিন্তু ঈশ্বরপ্রণিধানাদি উপায়ে চিত্তকে সমাহিত করিয়া প্রচলিত মোক্ষবিদ্যার দ্বারা যাঁহারা পারদর্শী হইতে ইচ্ছু, তাঁহাদের কালনিয়ম নাই।

* জ্ঞান-শক্তিসকল ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্বের আধিক্য তাহাদের উৎকর্ষের কারণ। গুণসংযোগের অসংখ্য ভেদ হইতে পারে। সত্ত্বের ক্রমিক আধিক্যই জ্ঞানশক্তি সমূহের ক্রমিক উৎকর্ষরূপ সাতিশয়ত্বের মূলকারণ।

† যেমন 'কাল অতি প্রাতে উঠিব' এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পপূর্ব্বক রাত্রে ঘুমাইলে তদ্বশে অতি প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তদ্বৎ। (মিশ্র)।

সাংখ্যসূত্রে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এবং যোগে ঈশ্বর বিষয়ক সূত্র পাঠ করিয়া একটি ভ্রান্ত ধারণা এদেশে চলিয়া আসিতেছে। অনেকেই মনে করেন যোগ সেশ্বর সাংখ্য। ইহা সাংখ্যর প্রতিপক্ষদের আবিষ্কার।

বস্তুত জগতের উপাদানভূত ও নিমিত্তভূত তত্ত্ব সকলের মধ্যে যে ঈশ্বর নাই, ইহা সাংখ্য প্রতিপাদন করেন। যোগেরও অবিকল তাহা মত। প্রধান ও পুরুষ হইতে সমস্ত জগৎ হইয়াছে, কোন মুক্ত পুরুষের ইচ্ছা যে জগতের মূল নহে ইহাতে সাংখ্য ও যোগ একমত। যোগসূত্রে ও ভাষ্যে কুত্রাপি এরূপ নাই যে, মুক্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ হইয়াছে'। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বা জন্য ঈশ্বর, সাংখ্য সম্মত বটে। কিন্তু ~~সমগ্র বিশ্ব—(যাহাতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহা কোনও এক মুক্ত পুরুষের ইচ্ছাসম্ভূত নহে।) তাহা~~ প্রকৃতি ও পুরুষ-সম্ভূত, ইহা সাংখ্য ও যোগের সিদ্ধান্ত। সাংখ্য যে সমস্ত যুক্তি দিয়া জগৎকর্ত্তা মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর নিরাস করেন, যোগের ঈশ্বর তদ্দ্বারা নিরস্ত হয় না। বরং সাংখ্যের দিক্ হইতেও যোগের ঈশ্বর সিদ্ধ হয়, তাহা যথা -

প্রধান ও পুরুষ অনাদি।

সুতরাং প্রধান ও পুরুষ হইতে যে যে প্রকার বস্তু হইতে পারে তাহারাও অনাদি।

অতএব যেমন বদ্ধপুরুষ অনাদি কাল হইতে আছে মুক্তপুরুষও সেইরূপ অনাদি কাল হইতে আছেন।

সর্ব্বকালেই যে মুক্তপুরুষ নিরতিশয় উৎকর্ষ-সম্পন্ন এবং যিনি নির্ম্মাণচিত্তরূপ-বিদ্যাযুক্ত হইয়া ভূতানুগ্রহ করেন তিনিই ঈশ্বর।

অতএব নিরতিশয় উৎকর্ষ সম্পন্ন অনাদি-মুক্ত পুরুষ থাকা সাংখ্য-দৃষ্টিতে ন্যায্য। এবং মুক্ত পুরুষেরাও যে নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা ভূতানুগ্রহ করেন, তাহা ভাষ্যকার সাংখ্যের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। অতএব "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"॥

ভাষ্যম্। স এষঃ।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥২৬।

ভাষ্যম্। পূর্ব্বে হি গুরবঃ কালেন অবচ্ছেদ্যন্তে, যত্রাবচ্ছেদার্থেন কালো নোপাবর্ত্ততে স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ। যথা অস্য সর্গস্যাদৌ প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসর্গাদিষ্বপি প্রত্যেতব্য ।২৬।

২৬। "তিনি, (কপিলাদি) পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুগণেরও গুরু, কারণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি কালাবচ্ছিন্ন নহে॥" সূ

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বেকার (জ্ঞান ধর্ম্মোপদেষ্টা, মুক্ত, সুতরাং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত কপিলাদি গুরুগণ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (১) যাঁহার ঈশ্বরতার অবচ্ছেদকারী কাল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি পূর্ব্বগুরুগণেরও গুরু। (২) যেমন বর্ত্তমান সর্গের আদিতে তিনি উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত, তেমনি অতিক্রান্ত সর্গসকলের আদিতেও তিনি সেইরূপ; ইহা জ্ঞাতব্য। (৩)

টীকা—২৬। (১), (২), (৩) ২৪ সূত্রের (৩), (৪), (৫) টীকা দ্রষ্টব্য।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ।২৭।

ভাষ্যম্। বাচ্য ঈশ্বর প্রণবস্য। কিমস্য সঙ্কেতকৃতং বাচ্যবাচকত্বম্, অথ প্রদীপ প্রকাশবদবস্থিতমিতি। স্থিতোহস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ সংকেতস্তু ঈশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি, যথা অবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতেনাবদ্যোত্যতে অয়মস্য পিতা অয়মস্য পুত্র ইতি। সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে, সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে।২৭।

২৭। তাঁহার বাচক প্রণব বা ওম্ শব্দ ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর। এই বাচ্য-বাচকত্ব কি সংকেতকৃত, অথবা প্রদীপ-প্রকাশের ন্যায় অবস্থিত?—এই বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অবস্থিত আছে। পরন্তু ঈশ্বরের সঙ্কেত সেই অবস্থিত বিষয়কেই অভিনয় বা প্রকাশ করে। যেমন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অবস্থিত আছে, আর তাহা সঙ্কেতের দ্বারা প্রকাশিত করা যায় যে "ইনি এঁর পিতা ইনি এঁর পুত্র" সেইরূপ। অন্যান্য (১) সর্গ সকলেও সেইরূপ (এই সর্গের ন্যায় কোন শব্দের দ্বারা অথবা প্রণবের দ্বারা) বাচ্যবাচক-শক্তি-সাপেক্ষ সঙ্কেত কৃত হয়। সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্বহেতু শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য (২) ইহা আগমবেত্তারা বলেন।

টীকা। ২৭। (১) কতক পদার্থ এরূপ আছে যাহাদের নাম কোন এক পদ বা শব্দের দ্বারা সঙ্কেত করা হয় কিন্তু সেই নাম না থাকিলে সেই পদার্থ-জ্ঞানের কোন ক্ষতি হয় না। আর অন্য কতক পদার্থ এরূপ আছে, যাহারা কেবল শব্দময় চিন্তার দ্বারা বুদ্ধ হয়। তাহাদেরও নাম সঙ্কেত করা হয়, কিন্তু সেই নামের অর্থ—তদ্বিষয়ক সমস্ত শব্দময় চিন্তা। প্রথম জাতীয় উদাহরণ—চৈত্র, মৈত্র ইত্যাদি। চৈত্রাদি নাম না থাকিলেও তত্তৎ মনুষ্যবোধের কিছু ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয় প্রকার পদার্থের উদাহরণ—পিতা, পুত্র ইত্যাদি। "পুত্র যাহা হইতে উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি কতকগুলি শব্দময় চিন্তা পিতা শব্দের অর্থ। চৈত্রের পিতা মৈত্র" এস্থলে চৈত্র বলিলে মাত্র চৈত্রনামা মনুষ্যের জ্ঞান হইবে। "চৈত্র" এই নাম না জানিয়া, তাহাকে দেখিলেও ঐ জ্ঞান হইবে। কিন্তু পূর্ব্বদৃষ্ট চৈত্রকে "চৈত্র" এই নামের দ্বারা স্মরণজ্ঞানারূঢ় করা যায়। অথবা তাহার নাম ভুলিয়া গেলেও তাহাকে স্মরণ করা যায় ও স্মরণারূঢ় রাখা যায়। কিন্তু চৈত্র ও মৈত্রের যাহা সম্বন্ধ অর্থাৎ পিতা শব্দের যাহা অর্থ, তাহা কোন শব্দ ব্যতীত ভাবনা করা যায় না। কারণ শব্দ-স্পর্শাদি সদ্ব্যবসায়কে বাচক শব্দ ব্যতিরেকেও ভাবনা করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে চিন্তারূপ অনুব্যবসায় শব্দ ব্যতীত (বা অন্য সঙ্কেত ব্যতীত) ভাবনা করা সাধ্য নহে। পিতা-শব্দার্থ সেইরূপ চিন্তার ফল বলিয়া তাহাও শব্দ ব্যতিরেকে ভাবনা করা সাধ্য নহে। বস্তুত পিতা ও পিতৃশব্দার্থ, প্রদীপ ও প্রকাশের ন্যায়। প্রদীপ থাকিলেই যেমন প্রকাশ, পিতা, বলিলেই সেইরূপ (জ্ঞাত সঙ্কেত ব্যক্তির নিকট) পিতৃ-শব্দার্থ মনে প্রকাশ হয়। শব্দময় চিন্তা বা তাহার একশাব্দিক সঙ্কেত ব্যতিরেকে ওরূপ অর্থ মনে প্রকাশ হয় না।

ঈশ্বরপদার্থও সেইরূপ শব্দময় চিন্তা। কতক গুলি শব্দবাচ্য পদার্থ কল্পনা না করিলে ঈশ্বরের বোধ হয় না। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সেই যে সমস্ত শব্দময় চিন্তা (বাচক শব্দের সহিত যে চিন্তা অবিনাভাবী), তাহা ওম্ শব্দের দ্বারা সঙ্কেত করা হইয়াছে। উক্তরূপ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অবিনাভাবী হইলেও একই শব্দের সহিত একই অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইতে পারে না, কারণ মানবেরা ইচ্ছানুসারে সঙ্কেত করিয়া থাকে। অনেক নূতন ধাতুপ্রত্যয়-যোগে নির্ম্মিত

বা অন্যরূপ শব্দের দ্বারা নূতন সঙ্কেত করিতে দেখা যায়। তবে টীকাকারদের মতে ওম্ শব্দ যে কেবল এই সর্গেই ঈশ্বরবাচকরূপে সঙ্কেত করা হইয়াছে, তাহা নহে। পূর্ব্ব সর্গেও ঐরূপ সঙ্কেতে ওম্ শব্দ ব্যবহৃত ছিল। ইহ সর্গে সর্ব্বজ্ঞ বা জাতিস্মর পুরুষদের দ্বারা পুনশ্চ ঐ সঙ্কেত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাষ্যকারেরও ইহা সম্মত হইতে পারে। আর্ষ শাস্ত্রে ওম্ শব্দের এরূপ আদর থাকিবার বিশিষ্ট কারণ এই—যে প্রণবের দ্বারা যেরূপ চিত্তস্থৈর্য্য হয় সেরূপ আর কোনও শব্দের দ্বারা হয় না।

ব্যঞ্জন বর্ণ সকল একতান ভাবে উচ্চারণ করা যায় না। স্বরবর্ণ সকলই একতান ভাবে উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু তাহাতে অনেক বাক্‌শক্তির ব্যয় হয়। কেবল ওঙ্কার অপেক্ষাকৃত সহজে উচ্চারিত হয়। আর আনুনাসিক ম্‌কার একতান ভাবে ও অতি অল্প প্রযত্নে উচ্চারিত হয়। ইহা প্রশ্বাসের সহিত একতান ভাবে ব্রহ্মরন্ধ্রের (নাশা ছিদ্রের মূল বা nosopharynx) সামান্য প্রযত্নে উচ্চারিত হয়। এই জন্য চিত্তকে একতান করিবার পক্ষে ওম্ শব্দের অতি উপযোগিতা আছে। বস্তুত এই শব্দ মনে মনে উচ্চারিত হইলে কণ্ঠ হইতে মস্তিষ্কের দিকে এক প্রযত্ন যায় (যাহাকে কৌশলে যোগীরা ধ্যানের দিকে লাগান) কিন্তু মুখের কোন প্রযত্ন হয় না। একতান শব্দের উচ্চারণ ব্যতীত প্রথমে চিত্তের একতানতা বা ধ্যান আয়ত্ত হয় না। প্রণব তদ্বিষয়ে সর্ব্বথা উপকারী। সোঽহম্ শব্দও বস্তুত ওকার এবং ম্‌কার ভাবে প্রধানত উচ্চারিত হয়। তজ্জন্য উহাও উত্তম ও পরমার্থ-ব্যঞ্জক মন্ত্র।

যোগি যাজ্ঞবল্ক্যে আছে "অদৃষ্টবিগ্রহো দেবো ভাবগ্রাহ্যো মনোময়ঃ॥ তস্যোঙ্কারঃ স্মৃতো নাম তেনাহূতঃ প্রসীদতি"॥ শ্রুতিও ওঙ্কার সম্বন্ধে বলেন "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরম্"। অর্থাৎ পরমার্থ সাধনের আলম্বনের মধ্যে প্রণবই শ্রেষ্ঠ ও পরম আলম্বন।

২৭। (২) সম্প্রতিপত্তি=সদৃশ ব্যবহার পরম্পরা। তাহার নিত্যত্বহেতু শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে ঘটশব্দ ও তাহার অর্থ এতদুভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে একই অর্থ পুরুষের ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা সঙ্কেতীকৃত হইতে পারে।

কিন্তু যে সব অর্থ শব্দময় চিন্তার দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহাদের সহিত কোন না কোন বাচক শব্দের সম্বন্ধ থাকা অবশ্যম্ভাবী। ভাষ্যের 'শব্দ' এই শব্দের অর্থ "কোন এক শব্দ"। গোঘটাদি কোন বিশেষ নামের সহিত যে তদর্থের সম্বন্ধ নিত্য এই মত যুক্ত নহে। 'করা' ও 'do' এই ক্রিয়াবাচক শব্দের বাচকের ভেদ আছে ও কালক্রমে ভেদ হইয়া যাইতে পারে কিন্তু 'করা' ও 'do' পদের যাহা অর্থ তাহা কৃ ধাতুর সমার্থক কোন শব্দ বা সঙ্কেত ব্যতীত বুদ্ধ হইবার উপায় নাই। এইরূপেই সঙ্কেতভূত শব্দের এবং অর্থের সম্বন্ধ অবিনাভাবী। আর সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্ব হেতু অর্থাৎ "যতদিন মন ছিল ও থাকিবে ততদিন তাহা শব্দের দ্বারা বাচ্য পদার্থের বোধ করিয়াছে ও করিবে" মনের এই একইরূপে ব্যবহার করা স্বভাবটী, পরম্পরাক্রমে নিত্য বলিয়া, শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য। অবশ্য ইহা কূটস্থ নিত্যের উদাহরণ নহে। ইহাকে প্রবাহ নিত্য বলা যায়।

যাঁহারা বলেন অনাদি পরম্পরাক্রমে ঘটাদি শব্দ স্ব স্ব অর্থে সিদ্ধবৎ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে বলিয়া শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য এবং 'সম্প্রতিপত্তি' শব্দের দ্বারা ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদন করেন, তাহাদের পক্ষ ন্যায়সঙ্গত নহে।

ভাষ্যম্। বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য যোগিনঃ—

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ।২৮।

প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাবনা। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তম্ একাগ্রং সম্পদ্যতে; তথাচোক্তম্ "স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়-মামনেৎ (স্বাধ্যায়মাসতে)। স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে" ইতি।২৮।

২৮। বাচ্য-বাচকত্ব বিজ্ঞাত হইয়া যোগী "তাহার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন"।সূ

ভাষ্যানুবাদ। প্রণবের জপ আর তাহার অভিধেয় ঈশ্বরের ভাবনা। এইরূপ প্রণবজপনশীল ও প্রণবার্থ ভাবনশীল যোগীর চিত্ত একাগ্র হয় (১)। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "স্বাধ্যায় হইতে যোগারূঢ় হইবে এবং যোগ হইতে আবার স্বাধ্যায়ের (উৎকর্ষ সাধন) করিবে, স্বাধ্যায় ও যোগ সম্পত্তির দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হন"। (২)

টীকা। ২৮। (১) ঈশ্বরত্বের অর্থ ধারণা করিবার জন্য যে সব শব্দময় চিন্তা করিতে হয়, তাহা সব ওম্ শব্দের দ্বারা সঙ্কেত করা হইয়াছে। সুতরাং ওম্ শব্দের প্রকৃত সঙ্কেত মনে থাকিলে ঈশ্বরবিষয়ক ভাব মনে প্রকাশিত হয়। যখন ওম্ শব্দ উচ্চারণমাত্র মনে ঈশ্বর-শব্দার্থ সম্যক্ প্রকাশ হয়, তখন প্রকৃত সঙ্কেত বা বাচ্যবাচক সম্বন্ধের জ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধকদের সাবধানে প্রথমে এই বাচ্য-বাচক ভাব মনে উঠান অভ্যাস করিতে হয়। ওম্ শব্দ জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিতে করিতে উহা অভ্যস্ত হয়। পরে সহজত প্রণবের এবং তদর্থের প্রতিপত্তি চিত্তে উঠিতে থাকিলে প্রকৃষ্ট প্রণিধান হয়।

গ্রহণতত্ত্ব ও গ্রহীতৃতত্ত্ব আমাদের আত্মভাবের অঙ্গভূত, সুতরাং তাহারা অনুভূত বা সাক্ষাৎকৃত হইতে পারে। তজ্জন্য প্রথমত শাব্দিক চিন্তা তাহাদের উপলব্ধির হেতু হইলেও, শব্দশূন্যভাবেও তাহাদের ভাবনা হইতে পারে। নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার ধ্যান সেইরূপ। কিন্তু আত্মভাবের বহির্ভূত ঈশ্বরের ভাবনা শব্দব্যতীত হইতে পারে না। আর সেই ভাবনাও কেবল কতকগুলি গুণবাচী বাক্যের চিন্তা মাত্র অর্থাৎ যিনি ক্লেশশূন্য, যিনি কর্ম্মশূন্য ইত্যাদি। কিন্তু সেই 'যিনিকে' ধারণা করিতে গেলে—তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিতে গেলে—ওরূপ নানাত্বের চিন্তা করা সেই ধ্যানের অনুকূল নহে।

কিন্তু যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি—যাহা এক সত্তারূপে অনুভব করিতে পারি—তাহা গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই তিন জাতীয় তত্ত্বের অন্তর্গত হইবেই হইবে। অর্থাৎ তাহা রূপরসাদিরূপে বা বুদ্ধি-অহঙ্কারাদিরূপে (বুদ্ধি আদি গ্রহণতত্ত্বের ধারণা করিতে হইলে অবশ্য অতি স্থির ধ্যানবিশেষ চাই) ধারণা করিতে হইবেই হইবে। তন্মধ্যে বাহ্যভাবে ধারণা করিতে গেলে রূপাদি-যুক্ত-ভাবে এবং আত্মভাবের অঙ্গরূপে অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে ধারণা করিতে গেলে বুদ্ধ্যাদিরূপে ধারণা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

অতএব ঈশ্বরকে বাহ্য ভাবে ধারণা করিতে হইলে রূপাদিযুক্তরূপে ধারণা করা যুক্ত। যোগের প্রথমাধিকারীরা সেইরূপই করিয়া থাকেন। শাস্ত্রও বলেন "যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিম-মূর্ত্তমথ চিন্তয়েৎ"।

আর বুদ্ধ্যাদিরা আত্মভাব স্বরূপেই অনুভূত হয়, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধ্যাদি ব্যতীত অন্যের বুদ্ধি আমরা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি না। অতএব আত্মভাবে ঈশ্বরকে ধারণা করিতে হইলে সোঽহং এইভাবে ধারণা করিতে হইবে। শাস্ত্রও বলেন "য সর্ব্বভূতচিত্তজ্ঞো যশ্চ সর্ব্বহৃদিস্থিতঃ। যশ্চসর্ব্বান্তরে জ্ঞেয়ঃ সোঽহমস্মীতি চিন্তয়েৎ"॥ লিঙ্গপুরাণেও যোগদর্শনোক্ত

ঈশ্বরভাবনা বিষয়ে এইরূপ আছে—"শম্ভোঃ প্রণব বাচ্যস্য ভাবনা তজ্জপাদপি। আশু সিদ্ধিঃ পরা প্রাপ্যা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ একং ব্রহ্মময়ং ধ্যায়েৎ সর্ব্বং বিপ্র চরাচরম্। চরাচরবিভাগঞ্চ ত্যজেদহমিতি স্মরন্" ॥ শ্রুতিও বলেন—'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।'

কার্য্যত ঈশ্বর-প্রণিধান করিতে হইলে হৃদয়ের * মধ্যে করিতে হয়। প্রথমাধিকারী যাহারা মূর্ত্ত-ঈশ্বর প্রণিধান সহজ বোধ করেন, তাহাদিগকে হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় ঐশ্বরিক রূপ কল্পনা করিতে হয়। মুক্ত পুরুষ যেরূপ স্থিরচিত্ত ও পরমপদে স্থিতিহেতু প্রসন্নবদন, সেইরূপ স্বীয় ধ্যেয় মূর্ত্তিকে চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে স্থিত ধ্যান করিতে হয়। প্রণবজপের দ্বারা নিজেকে ঈশ্বর প্রতীকস্থ, স্থির, নিশ্চিন্ত, প্রসন্ন, এইরূপ স্মরণ করিতে হয়।†

---

* বক্ষের অভ্যন্তরে যে প্রদেশে ভালবাসা বা সৌমনস্য হইলে সুখময় বোধ হয়, এবং দুঃখভয়াদি হইলে বিষাদময় বোধ হয় সেই প্রদেশই হৃদয়। বস্তুত অনুভব অনুসরণ করিয়া হৃদয় প্রদেশ স্থির করিতে হয়। স্নায়ু, রক্ত, মাংসাদি বিচার করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীক স্থির করিতে গেলে তত ফল লাভ হয় না। হৃদয়ে রাগাদি-মানস-ভাবের প্রতিফলন (বা reflex action) হয়। সেই প্রতিফলিত ভাব আমরা হৃদয় স্থানে অনুভব করিতে পারি, কিন্তু চিত্তবৃত্তি কোন স্থানে হয়, তাহা অনুভব করিতে পারি না। এজন্য হৃদয় প্রদেশে ধ্যান করিয়া বোধয়িতায় যাওয়া সুকর।

পরন্তু হৃদয় প্রদেশই দৈহিক অস্মিতার কেন্দ্র। মস্তিষ্ক চৈত্তিক কেন্দ্র বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ চিত্তবৃত্তি রোধ করিলে, বোধ হয় যেন আমিত্ব হৃদয়ে নামিয়া আসিতেছে। হৃদয়প্রদেশে ধ্যানের দ্বারা সূক্ষ্ম অস্মিতার উপলব্ধি করিয়া, সূক্ষ্মধারাক্রমে মস্তিষ্কের অন্তরতম প্রদেশে যাইতে পারিলে অস্মিতার সূক্ষ্মতম কেন্দ্র পাওয়া যায়।

† মনসা কল্পিতামূর্ত্তিঃ নৃণাংচেন্মোক্ষদায়িনী ইত্যাদি কথা বলিয়া কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন। অন্য কেহ সাকার-নিরাকারবাদের প্রসঙ্গও করিতে পারেন। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে শাস্ত্রমতে ভগবন্মূর্ত্তির ধ্যান মোক্ষদায়ি নহে, কিন্তু মোক্ষের উপায় যে চিত্তস্থৈর্য্য তাহারই তাহা প্রথম সাধন।

নিরাকারবাদীরা যে অনন্ত, নিরাকার ইত্যাদি পদ বলেন, তাহাতে মনে কিছু ধারণা হয় না। অনন্ত বলিলে মনে কোন এক দ্রব্যের অন্তের ধারণা হইবে এবং 'তাহা-যাহার নাই' এই বাক্য জনিত বৈকল্পিক বোধ হইবে। পরন্তু চিত্ত তখন ঈশ্বরে থাকিবে না; কিন্তু সেই কল্পিত 'অন্ত' এবং 'তাহা যাহার নাই' এই শব্দাবলীতেই চিত্ত সঞ্চরণ করিবে। সুতরাং নিরাকারবাদী ও মূর্ত্তিধ্যায়ী ইহাদের উভয়ের চিত্তই কল্পিত ভাবনায় বিচরণ করে। অতএব নিরাকারবাদীর বিশিষ্টতা কি? নিরাকারবাদী হয়ত বলিবেন ঈশ্বর ধারণার যোগ্য পদার্থ নন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনও ধারণা না হওয়াই ভাল। তাঁহাকে 'প্রার্থনা' করিলে তিনি দয়া করিবেন। ইহাতে জিজ্ঞাস্য, মূর্ত্তিধ্যায়ীকে কি ঈশ্বর দয়ার অযোগ্য বিবেচনা করিবেন? সেও ত' ঈশ্বরকে 'প্রার্থনা' করে। অধিকন্তু সে কারণবিশেষ (ঈশ্বরে সংস্থা লাভের জন্য) তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করে। তাহাতেই কি সে তাঁহার কৃপার বহির্ভূত হইয়া যাইবে? ঈশ্বর কি তাহার সে মনোভাবটুকু বুঝিবেন না? কোন কোন নিরাকারবাদী মনে করেন নরলোকে ঈশ্বর লাভ হয় না, মরিলে পর প্রেত আত্মা ঈশ্বরকে লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অযুক্ত কল্পনা নাই। কারণ প্রেত আত্মা কি ও তাহা কিরূপে

ইহার অভ্যাসের দ্বারা যখন চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির, নিশ্চিন্ত এবং ঐশ্বরিকভাবে স্থিতি করিতে সমর্থ হইবে তখন হৃদয়ে স্বচ্ছ, শুভ্র, অসীমবৎ আকাশ ধারণা করিতে হয়। সেই আকাশমধ্যে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের সত্তা আছে জানিয়া তাঁহাতে আমিত্বকে ওতপ্রোতভাবে স্থিত (আমিই সেই হার্দ্দাকাশস্থ ঈশ্বরে স্থিত) ধ্যান করিতে হয়। হার্দ্দাকাশস্থ ঈশ্বর-চিত্তে নিজের চিত্তকে মিলিত করিয়া নিশ্চিন্ত, সংকল্পশূন্য, তৃপ্ত ভাবে অবস্থান অভ্যাস করিতে হয়। একটি শ্রুতিতে এই প্রণালী সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা যথা "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ"॥ অর্থাৎ ব্রহ্ম বা হার্দ্দাকাশস্থ ঈশ্বর লক্ষ্যসরূপ; প্রণব ধনুসরূপ; আর আত্মা বা অহংভাব শরসরূপ। অপ্রমত্ত বা সদা স্মৃতিযুক্ত হইয়া, সেই ব্রহ্ম-লক্ষ্যে আত্মশরকে প্রবিষ্ট করিয়া তন্ময় করিতে হয়। অর্থাৎ ওম্ পদের দ্বারা "আমিই হার্দ্দাকাশস্থ ঈশ্বরে স্থিত" এইরূপ ভাব স্মরণ করিয়া ধ্যান করিতে হয়।

এই ধ্যান অভ্যস্ত হইলে সাধক ধ্যানকালে হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করেন। তখন ঈশ্বরে স্থিতিজাত সেই আনন্দময় বোধই 'আমি' এইরূপ স্মরণ করিয়া গ্রহণ তত্ত্বে যাইতে হয়। কিঞ্চ অতি স্থির ও প্রসন্ন-চিত্তে স্বচিত্তকে ক্লেশশূন্য (অর্থাৎ নিরুদ্ধ) ও স্বরূপস্থ ভাবে অর্থাৎ ঐশ্বরিক ভাবে ভাবিত করিতে হয়। ইহা সাবধানতা পূর্ব্বক দীর্ঘকাল নিরন্তর ও সসংকারে অভ্যাস করিলে ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রকৃত ফল যে প্রত্যক্‌চেতনাধিগম তাহা লাভ (১।২৯ সূঃ দ্রষ্টব্য) হয়।

ঈশ্বর-বাচক প্রণব (প্রণবের অন্য অর্থও আছে) জপ করিতে হইলে ওকারকে অল্পকাল-ব্যাপী-ভাবে এবং "ম্" কারকে প্লুত বা দীর্ঘ ও একতান-ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। অবশ্য স্ফুট স্বরে উচ্চারণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ মনে মনে উচ্চারণ করাই উত্তম। যে জপে বাগিন্দ্রিয় কিছুমাত্রও কম্পিত না হয় তাহাই উত্তম জপ। আর একপ্রকার উত্তম জপ আছে, যাহা

ঈশ্বর লাভ করিবে তাহা জানিবার বিন্দুমাত্রও উপায় নাই। বর্ত্তমান মন-বুদ্ধি দিয়া যদি প্রেত আত্মা বুঝা যায় তবে তাহা কখনও অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারিবে না। কেহ কেহ কল্পনা করেন, ঈশ্বর অনন্ত; 'প্রেত আত্মা' পরলোকে ক্রমশঃ ঈশ্বরের দিকে অর্থাৎ অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে, সে উন্নতির শেষ নাই। ইহা অন্ধকারে ঢিল মারা। উন্নতি কি? অনন্ত উন্নতিই বা কি? ও তাহা কিরূপে হবে, সে সব না জানিলে উহা ভিত্তিশূন্য কল্পনা মাত্র হইবে। বরং তদুত্তরে সাকারবাদী যে বলেন 'ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, ভক্তের জন্য স্থূল রূপ গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অনায়াস-সাধ্য, সুতরাং তিনি একান্ত ভক্তকে স্থূলরূপেই দর্শন দিবেন" এই কথা অধিকতর যুক্ত। নিরাকারবাদী বলিতে পারেন ঈশ্বরের অনন্ত আদি বিশেষণের যথার্থ ধারণা হয় না বটে, কিঞ্চ সেই চিন্তা কালে চিত্ত রূপ-শব্দাদিতে বিচরণ করে বটে, কিন্তু ঈশ্বর যখন ধারণার অযোগ্য তখন তাঁহাকে অনন্ত, নিরাকার, আদি ধারণার অযোগ্য পদ দিয়া বুঝাই যুক্তি-যুক্ত। ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সকার-নিরাকার উভয়বাদীই এইরূপে ঈশ্বরকে বুঝেন। নিরাকারবাদীর উহাতে বৈশিষ্ট্য নাই। পরন্তু 'হে পিত' 'চরণ কমল' 'ঈশ্বরের সিংহাসন' 'ঈশ্বরের সম্মুখ' প্রভৃতি সাকারবাচক পদ দ্বারা যেমন নিরাকারবাদীরা উপাসনা করেন, সাকারবাদীরাও সেইরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন। ইহাতে বিশেষ পার্থক্য নাই। ফলত যোগী ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না তিনি ঈশ্বরতা লাভ বা ঈশ্বরে সংস্থা লাভ করিতে সম্যক্ প্রয়াসী বলিয়া তাহার যাহা যথাযোগ্য উপায় তাহা সাধন করেন।

অনাহত নাদের সহিত করিতে হয়। মনে হয় যেন অনাহত নাদই মন্ত্ররূপে শ্রুত হইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকে মন্ত্র-চৈতন্য বলে। তন্ত্র বলেন "মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং বিনা তথা। শতকোটী জপেনাপি নৈব সিদ্ধিঃ প্রজায়তে"॥ সোঽহংভাবই সর্ব্বোত্তম যোনিমুদ্রা। তাহাই যোগীদের গ্রাহ্য যোনিমুদ্রা।

ঈশ্বরপ্রণিধান করিতে হইলে অবশ্য ভক্তিপূর্ব্বক করিতে হয়। (ভক্তির তত্ত্ব পরভক্তিসূত্রে দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর-স্মরণে সুখবোধ হইলে সেই সুখবোধময় ও মহত্ত্ববোধযুক্ত যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। প্রিয়জনকে স্মরণ করিলে যেমন হৃদয়ে সুখময় বোধ হয় ও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে ইচ্ছা হয়; ঈশ্বরস্মরণেও যখন সেইরূপ হইবে তখনই ভক্তিভাব ব্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়া হৃদয়ে সুখবোধ উদিত হইলে সেই সুখবোধকে স্থির রাখিয়া, প্রিয়জন ত্যাগ পূর্ব্বক তৎস্থানে ঈশ্বরকে সেই সুখবোধসহকারে চিন্তা করিতে থাকিলে ভক্তিভাব শীঘ্র ব্যক্ত ও বর্দ্ধিত হয়। প্রণব জপের অঙ্গ সঙ্কেত এই।—ওকারের উচ্চারণ কালে ধ্যেয়ভাবকে স্মরণ করিতে হয়, আর দীর্ঘ একতান "ম্" কারের উচ্চারণ কালে সেই ধ্যেয় ভাবে স্থিতি করিতে হয়। ইহা অভ্যাস করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস সহ প্রণব জপ করিলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। শ্বাস সহজত গ্রহণ করিতে করিতে "ও" কার পূর্ব্বক ধ্যেয় স্মরণ করিবে ও পরে দীর্ঘ প্রশ্বাস সহকারে "ম্" কার মনে মনে একতান ভাবে উচ্চারণ পূর্ব্বক ধ্যেয়ভাবে স্থিতি করিবে। ইহার দ্বারা দুই প্রকার প্রযত্নে চিত্ত একই ধ্যানে ন্যস্ত থাকে।

এইরূপ ভাবনা-সহিত জপ হইতে চিত্ত একাগ্রভূমিকা লাভ করে। একাগ্রভূমিকা হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও তৎপূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়।

২৮। (২) গাথাটীর অর্থ এইরূপঃ— স্বাধ্যায়ের বা অর্থের ভাবনাপূর্ব্বক জপের দ্বারা যোগারূঢ় বা চিত্তকে একতান করিবে। চিত্ত একাগ্র হইলে জপ্য মন্ত্রের সূক্ষ্মতর অর্থের অধিগম হয়। সেই সূক্ষ্মতরভাবনা পূর্ব্বক পুনঃ জপ করিতে থাকিবে। তৎপরে অধিকতর সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল ভাবাধিগম ও তৎপরে তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনঃ জপ। এইরূপে স্বাধ্যায় হইতে যোগ ও যোগ হইতে স্বাধ্যায় বিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকৃষ্ট যোগকে নিষ্পাদিত করে।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ। ২৯।

ভাষ্যম্—যে তাবদন্তরায়া ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বরপ্রণিধানাৎ ন ভবন্তি, স্বরূপদর্শনমপ্যস্য ভবতি, যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেব মধিগচ্ছতি। ২৯।

২৯। আর কি হয়? না—"তাহা হইতে প্রত্যক্‌চেতনের (১) সাক্ষাৎকার হয় এবং অন্তরায় সকল বিলীন হয়"॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—ব্যাধি প্রভৃতি যে সকল অন্তরায় তাহারা ঈশ্বরপ্রণিধান করিতে করিতে নষ্ট হয়; এবং সেই যোগীর স্বরূপ-দর্শনও হয়। যেমন ঈশ্বর শুদ্ধ (ধর্ম্মাধর্ম্মরহিত), প্রসন্ন (অবিদ্যাদি ক্লেশশূন্য), কেবল (বুদ্ধ্যাদিহীন), অতএব অনুপসর্গ (জাতি, আয়ু ও ভোগশূন্য) পুরুষ; এই (সাধকের নিজের) বুদ্ধির প্রতিসংবেদী যে পুরুষ তিনিও তেমনি (২); এইরূপে প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

টীকা। ২৯। (১) প্রত্যক্‌ শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বস্তুতে যাহা অনুস্যূত অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যক্‌। আর প্রত্যক্‌ অর্থে পশ্চিম বা পুরাণ, অতএব 'পুরাণ পুরুষ' বা ঈশ্বর প্রত্যক্‌। এখানে এরূপ অর্থ নহে। এখানে প্রত্যক্‌ অর্থে বিপরীত ভাবের জ্ঞাতা। প্রতীপং বিপরীতং অঞ্চতি বিজানাতি ইতি প্রত্যক্‌। অর্থাৎ আত্মবিপরীত অনাত্মভাবের বোদ্ধা। তাদৃশ চেতনা বা চিতিশক্তিই প্রত্যক্‌ চেতন বা পুরুষ। শুদ্ধ পুরুষ বলিলে মুক্ত, বদ্ধ, ঈশ্বর এই সর্ব্বপ্রকার পুরুষকে বুঝায়। কিন্তু প্রত্যক্‌চেতন অর্থে অবিদ্যাবান্‌ পুরুষের স্বস্বরূপ চিন্ময়াবস্থা বুঝায়, এই বিশেষ দ্রষ্টব্য। বিষয়ের প্রতিকূল বা আত্মাভিমুখ যে চৈতন্য বা দৃক্‌ শক্তি তাহাই প্রত্যক্‌ চেতন, প্রত্যক্‌ শব্দের এরূপ অর্থও হয়। কিন্তু ফলত যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাই হয়। বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ বা ভোক্তা প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যক্‌ চেতন। 'নিজের আত্মাই' প্রত্যক্‌ চেতন।

২৯। (২) ইহা ২৮ সূত্রে (১) সংখ্যক টিপ্পনে বুঝান হইয়াছে। ঈশ্বর স্বরূপত চিন্মাত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং স্বরূপ ঈশ্বরে দ্বৈতভাবে (গ্রাহ্য ভাবে) স্থিত হইবার যোগ্যতা মনের নাই। কারণ চিৎ স্ববোধ তাহা আত্মবহির্ভূত ভাবে বা অনাত্মভাবে গ্রহণের যোগ্য নহে। যাহা আত্মবহির্ভূতভাবে গৃহীত হয়, তাহাই গ্রাহ্য। অতএব চৈতন্যকে তাদৃশ ভাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহা চৈতন্য হইবে না, তাহা রূপরসাদিযুক্ত ব্যাপী পদার্থ হইবে। বস্তুত ঈশ্বরকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে ভাবনা করিতে করিতে যে স্বস্বরূপ চিন্মাত্রে স্থিতি হয়, তাহারই নাম ঈশ্বরকে আত্মাতে অবলোকন করা। "আত্মাকে আত্মাতে অবলোকন" করার অর্থও কার্য্যত ঠিক ঐরূপ। ঈশ্বর 'অবিদ্যাদিশূন্য স্বরূপস্থ, চিৎপ্রতিষ্ঠ' এরূপ ভাবনা করিতে করিতে এই সব বাক্যার্থের প্রকৃত বোধ হয়। স্বসংবেদ্য পদার্থের প্রকৃত বোধ হওয়া অর্থে, নিজেই সেইরূপ হওয়া। এইরূপে ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে স্বরূপাধিগম হয়।

ভাষ্যম্‌। অথ কেঽন্তরায়াঃ, যে চিত্তস্য বিক্ষেপকাঃ, কে পুনস্তে কিয়ন্তো বেতি ?

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ। ৩০।

নব অন্তরায়াশ্চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্তবৃত্তিভির্ভবন্তি, এতেষামভাবে ন ভবন্তি পূর্ব্বোক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। তত্র ব্যাধিঃ ধাতুরসকরণ-বৈষম্যং, স্ত্যানম্‌ অকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য, সংশয় উভয়কোটিস্পৃগ্বিজ্ঞানং স্যাদিদম্‌ এবং নৈবং স্যাদিতি, প্রমাদঃ সমাধিসাধনানামভাবনম্‌, আলস্যং কায়স্য চিত্তস্য চ গুরুত্বাদপ্রবৃত্তিঃ, অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়সম্প্রয়োগাত্মা গর্দ্ধঃ, ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্য্যয়জ্ঞানম্‌, অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেরলাভঃ, অনবস্থিতত্বং যল্লব্ধায়াং ভূমৌ চিত্তস্য অপ্রতিষ্ঠা, সমাধিপ্রতিলম্ভে হি তদবস্থিতং স্যাৎ, ইত্যেতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগ-প্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইত্যভিধীয়ন্তে ॥ ৩০ ॥

৩০। চিত্তবিক্ষেপকারী অন্তরায় কি ? তাহাদের নাম কি ? তাহারা কয়টী ?—"ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই চিত্ত-বিক্ষেপ সকল অন্তরায়"। সূ

ভাষ্যানুবাদ। এই নয় অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপ, চিত্তবৃত্তি সকলের সহিত ইহারা উদ্ভূত হয়, ইহাদের অভাবে পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তি সকল উদ্ভূত হয় না। ব্যাধি—ধাতু

রস ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য। স্ত্যান—চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা। সংশয়—উভয়দিক্‌স্পর্শী বিজ্ঞান; যথা "ইহা এরূপ হইবে, অথবা এরূপ হইবে না"। প্রমাদ—সমাধির সাধন সকলের ভাবনা না করা। আলস্য—শরীরের এবং চিত্তের গুরুত্ববশতঃ অপ্রবৃত্তি। অবিরতি—বিষয়-সন্নিকর্ষের জন্য (অথবা বিষয়ভোগরূপা) তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শন—বিপর্য্যয় জ্ঞান। অলব্ধ-ভূমিকত্ব—সমাধিভূমির অলাভ। অনবস্থিতত্ব—লব্ধভূমিতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা। সমাধির প্রতিলম্ভ (নিষ্পত্তি) হইলে চিত্ত অবস্থিত হয়। এই নয় প্রকার চিত্তবিক্ষেপকে যোগমল যোগপ্রতিপক্ষ বা যোগান্তরায় বলা যায় (১)।

টীকা। ৩০। (১) অন্তরায় নাশ হওয়া ও চিত্ত সম্যক্ সমাহিত হওয়া একই কথা। শরীর ব্যাধিত হইলে যোগের প্রযত্ন সম্যক্ হইতে পারে না। "উপদ্রবাংস্তথা রোগান্ হিতজীর্ণ-মিতাশনাৎ" (ভারত)। অর্থাৎ কায়িক উপদ্রবকে এবং রোগ সকলকে হিত, পরিমিত এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় এরূপ আহারের দ্বারা দূর করিবে। ব্যাধিনাশের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। কর্ত্তব্য-জ্ঞান উত্তমরূপে থাকিলেও যে জন্য চিত্তকে ধ্যানাদির সাধনে প্রবৃত্ত করিতে বা রাখিতে ইচ্ছা হয় না তাহাই স্ত্যান। বীর্য্য স্ত্যানের প্রতিপক্ষ। অপ্রীতিকর হইলেও বীর্য্য করিতে করিতে স্ত্যান অপগত হয়। সংশয় থাকিলে যথোপযুক্ত বীর্য্য করা যায় না। অতিমাত্র দৃঢ়তা ও বীর্য্য ব্যতীত যোগে সিদ্ধি-লাভ করা সম্ভব হয় না; তজ্জন্য নিঃসংশয় হওয়া প্রয়োজন। শ্রবণ ও মননের দ্বারা এবং স্থিরনিঃসংশয়-চিত্ত উপদেষ্টার সঙ্গ হইতে সংশয় দূর হয়। সমাধির সাধন সমূহ ভাবনা না করিয়া ও আত্মবিস্মৃত হইয়া বিষয়ে লিপ্ত থাকাই প্রমাদ। স্মৃতি ইহার প্রতিপক্ষ। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ" শ্রুতি। বুদ্ধদেবও ধর্ম্মপদে বলিয়াছেন অপ্রমাদ অমৃতপদ আর প্রমাদ মৃত্যুপদ।

আলস্য কায়িক ও মানসিক গুরুতা জনিত আসনধ্যানাদিতে অপ্রবৃত্তি। স্ত্যানে চিত্ত অবশ হইয়া ভ্রমণ করে তজ্জন্য সাধন কার্য্যে প্রয়োগ করা যায় না। আর চৈত্তিক আলস্যে চিত্ত তমোগুণের প্রাবল্যে স্তব্ধবৎ থাকে এই বিশেষ। মিতাহার, জাগরণ ও উদ্যমের দ্বারা আলস্য জয় হয়। বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া বৈষয়িক সংকল্প ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিলে অবিরতি দূর হয়। "কামং সংকল্প বর্জ্জনাৎ" এ বিষয়ে এই শাস্ত্রবাক্য সারভূত।

প্রকৃত হান ও হানোপায় না জানিয়া অবরপদকে উচ্চপদ বা উচ্চপদকে নিম্নপদ মনে করা ভ্রান্তিদর্শন। কেহ বা সাধন করিতে করিতে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দর্শন করিয়া মনে করিল আমার ব্রহ্ম দর্শন হইয়াছে। কেহ বা কিছু আনন্দ অনুভব করিয়া মনে করিল আমার ব্রহ্ম সাক্ষৎকার হইয়াছে, কারণ ব্রহ্ম আনন্দময়। কেহ বা কিছু ঔপনিষদ জ্ঞান লাভ করিয়া মনে করিল আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, এখন যথেচ্ছাচার করিলে ক্ষতি নাই ইত্যাদি ভ্রান্তিদর্শন। ঈশ্বর ও গুরুর প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে যোগশাস্ত্র অধ্যায়ন ও তদনুসারী অন্তর্দৃষ্টি হইতে ভ্রান্তিদর্শন নিরস্ত হয়। শ্রুতি বলেন—"যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

মধুমতী আদি যোগভূমির অলাভই অলব্ধভূমিকত্ব। যোগভূমির বিবরণ ৩।৫১ সূত্রের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। ভূমি লাভ করিয়া তাহাতে স্থিত না হওয়া অনবস্থিতত্ব। লব্ধভূমিতে স্থিত হইতে হইলে তত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ সমাধির নিষ্পত্তি চাই নচেৎ তাহা হইতে ভ্রংশ হইতে পারে।

ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা এই সমস্ত অন্তরায় বিদূরিত হয়। কারণ যে অন্তরায়ের যাহা প্রতিপক্ষ ঈশ্বর প্রণিধান হইতে তাহা আরব্ধ হইয়া সেই সেই অন্তরায়কে দূর করে, ঈশ্বর-

প্রণিধান হইতে সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং যোগীর মধ্যে ইচ্ছার অনভিঘাতরূপ ঐশ্বর্য্যের ক্রমিক সঞ্চার হইতে থাকে, তাহাতে সাধকের অভীষ্ট যে অন্তরায়াভাব এবং তন্নাশের উপায়লাভ তাহা সিদ্ধ হয়।

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ। ৩১।

ভাষ্যম্। দুঃখমাধ্যাত্মিকম্, আধিভৌতিকম্, আধিদৈবিকঞ্চ। যেনাভিহতাঃ প্রাণিনঃ তদুপঘাতায় প্রযতন্তে তদ্দুঃখম্। দৌর্ম্মনস্যম্ ইচ্ছাভিঘাতাৎ চিত্তস্য ক্ষোভঃ। যদঙ্গান্যেজয়তি কম্পয়তি তদ্ অঙ্গমেজয়ত্বম্। প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুম্ আচামতি স শ্বাসঃ, যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। এতে বিক্ষেপসহভুবঃ বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈতে ভবন্তি, সমাহিতচিত্তস্যৈতে ন ভবন্তি। ৩১।

৩১। "দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস ইহারা বিক্ষেপের সহভূ" ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। যাহার দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া প্রাণীরা তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করে তাহাই দুঃখ। দৌর্মনস্য ইচ্ছার অভিঘাত হইলে চিত্তের ক্ষোভ। অঙ্গসকল যে কম্পিত হয়, তাহা অঙ্গমেজয়ত্ব। প্রাণ যে বাহ্য বায়ু গ্রহণ করে তাহা শ্বাস, আর যে অভ্যন্তরের বায়ু ত্যাগ করে তাহা প্রশ্বাস (১)। ইহারা বিক্ষেপের সহজন্মা। বিক্ষিপ্ত চিত্তেতেই ইহারা আসে, সমাহিত চিত্তে আসে না।

টীকা। ৩১। (১) শ্বাস ও প্রশ্বাস, স্বাভাবিক শ্বাস ও প্রশ্বাস বুঝিতে হইবে। লোকে যে অনিচ্ছা পূর্ব্বক অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে শ্বাস প্রশ্বাস করে তাহা সমাধির অন্তরায়। কিন্তু সমাধির অঙ্গীভূত যে বৃত্তিরোধকারী প্রাণায়ামিক প্রযত্ন পূর্ব্বক শ্বাস ও প্রশ্বাস অর্থাৎ রেচন ও পুরণ তাহা বিক্ষেপসহভূ না-ও হইতে পারে। অবশ্য প্রায় সমাধিতে রেচনপূরণাদিরও রোধ হইয়া যায়। কিন্তু রেচন-পূরণ-জনিত আধ্যাত্মিক বোধ ও তৎস্মৃতি প্রবাহে সম্যক্ অবহিত হইলেও সেই বিষয়ে সালম্বন সমাধি হইতে পারে।

ভাষ্যম্। অথ এতে বিক্ষেপাঃ সমাধি-প্রতিপক্ষাঃ তাভ্যামেব অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ। তত্রাভ্যাসস্য বিষয়মুপসংহরন্নিদমাহ।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ। ৩২।

বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাবলম্বনং চিত্তমভ্যসেৎ। যস্য তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকঞ্চ চিত্তং তস্য সর্ব্বমেব চিত্তমেকাগ্রং নাস্ত্যেব বিক্ষিপ্তম্। যদি পুনরিদং সর্ব্বতঃ প্রত্যাহৃত্য একস্মিন্ অর্থে সমাধীয়তে তদা ভবত্যেকাগ্রমিতি, অতো ন প্রত্যর্থনিয়তং। যোঽপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেন চিত্তমেকাগ্রং মন্যতে তস্য যদ্যেকাগ্রতা প্রবাহচিত্তস্য ধর্ম্মস্তদৈকং নাস্তি প্রবাহচিত্তং ক্ষণিকত্বাৎ, অথ প্রবাহাংশস্যৈব প্রত্যয়স্য ধর্ম্মঃ স সর্ব্বঃ সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা বিসদৃশ-প্রত্যয়প্রবাহী বা প্রত্যর্থনিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিপ্তচিত্তানুপপত্তিঃ। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতংচিত্তমিতি। যদি চ চিত্তেনৈকেনানন্বিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ প্রত্যয়া জায়েরন্ অথ কথমন্যপ্রত্যয়দৃষ্টস্যান্যঃ স্মর্ত্তা ভবেৎ, অন্যপ্রত্যয়োপচিতস্য চ কর্ম্মাশয়স্যান্যঃ প্রত্যয় উপভোক্তা ভবেৎ। কথঞ্চিৎ সমাধীয়মানমপ্যেতৎ গোময়পায়সীয়ং ন্যায়মাক্ষিপতি। কিঞ্চ স্বাত্মানুভবাপহ্নবশ্চিত্তস্যান্যত্বে প্রাপ্নোতি, কথং যদহমদ্রাক্ষং তৎ স্পৃশামি যচ্চ অস্প্রাক্ষং তৎ

পশ্যামীতি অহামতি প্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য প্রত্যয়স্য ভেদে সতি প্রত্যয়িন্য-ভেদোনোপস্থিতঃ এক-প্রত্যয়বিষয়োঽয়মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যয়ঃ কথমত্যন্তভিন্নেষু বর্ত্তমানঃ সামান্যমেকং প্রত্যয়িন-মাশ্রয়েৎ ? স্বানুভব-গ্রাহ্যশ্চায়মভেদাত্মাঽহমিতি প্রত্যয়ঃ, ন চ প্রত্যক্ষস্য মাহাত্ম্যং প্রমাণান্ত-রেণাভিভূয়তে, প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং লভতে, তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতঞ্চ চিত্তম্। ৩২।

৩২। সমাধির প্রতিপক্ষ এই বিক্ষেপ সকল উক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিরোদ্ধব্য। তাহার মধ্যে অভ্যাসের বিষয়কে উপসংহারপূর্ব্বক এই সূত্র বলিয়াছেন।

"তাহার (বিক্ষেপের) নিবৃত্তির জন্য একতত্ত্বাভ্যাস করিবে" ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বিক্ষেপ নাশের জন্য চিত্তকে একতত্ত্বালম্বন (১) করিয়া অভ্যাস করিবে। যাঁহাদের মতে চিত্ত (২) প্রত্যর্থনিয়ত (ক) অতএব প্রত্যয়মাত্র অর্থাৎ আধারশূন্য, কেবল বৃত্তিরূপ এবং ক্ষণিক, তাঁহাদের মতে (সুতরাং) সমস্তচিত্তই একাগ্র হইবে; বিক্ষিপ্ত চিত্ত আর থাকে না। কিন্তু যদি সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া চিত্তকে একই অর্থে সমাহিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা একাগ্র হয়; এই হেতু চিত্ত প্রত্যর্থনিয়ত নহে (খ)। আর যাঁহারা সমানাকার প্রত্যয়ের প্রবাহ-দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয় এরূপ মনে করেন, তাহাদেরও যাহা একগ্রতা তাহাকে যদি প্রবাহ চিত্তের ধর্ম্ম বলা যায়, তবে তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ (তাঁহাদের মতানুসারে) চিত্তের ক্ষণিকত্বহেতু এক প্রবাহ চিত্তের সম্ভাবনা নাই। আর (একাগ্রতাকে) প্রবাহের অংশ স্বরূপ একএকটী প্রত্যয়ের ধর্ম্ম বলিলে সেই প্রত্যয়প্রবাহ সামানাকার প্রত্যয়ের প্রবাহই হউক, বা বিসদৃশ প্রত্যয়ের প্রবাহই হউক, প্রত্যয় সকল প্রত্যর্থনিয়ত বলিয়া সকলেই একাগ্র হইবে; অতএব তাহা হইলে বিক্ষিপ্তচিত্তের অনুপপত্তি হয়। এই হেতু চিত্ত এক এবং তাহা অনেক বিষয়ে অবস্থিত। আর যদি (আশ্রয়ভূত) এক চিত্তের সহিত অসম্বদ্ধ, স্বতন্ত্র, পরস্পর ভিন্ন, প্রত্যয় সকল জন্মায়, (গ) তাহা হইলে এক প্রত্যয় অন্য প্রত্যয়-দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের উপভোক্তাই বা কিরূপে হইতে পারে। যাহা হউক কোনপ্রকারে সমাধীয়মান হইলেও ইহা গোময়-পায়সীয় ন্যায় (৩) অপেক্ষাও অধিক অযুক্ত হইতেছে।

কিঞ্চ চিত্তের একএকটী প্রত্যয় যদি সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ বল তাহা হইলে স্বানুভবের অপলাপ হয়। (ঘ) কিরূপে ? না—যাহা আমি দেখিয়াছিলাম তাহা আমি স্পর্শ করিতেছি। আর যাহা আমি স্পর্শ করিয়াছিলাম তাহা আমি দেখিতেছি। এইরূপ অনুভবে প্রত্যয়সকলের ভেদ থাকিলেও 'আমি' এই প্রত্যয়াংশ প্রত্যয়ীর নিকট অভেদরূপে উপস্থিত হয়। এক প্রত্যয়ের বিষয়, অভেদাকার, অহম্প্রত্যয়, অত্যন্ত ভিন্ন চিত্তাংশ সকলে বর্ত্তমান থাকিয়া কিরূপে একপ্রত্যয়ীকে আশ্রয় করিতে পারে ? অভেদাকার এই অহংরূপ প্রত্যয় স্বানুভব-গ্রাহ্য। প্রত্যক্ষের মাহাত্ম্য প্রমাণান্তরের দ্বারা অভিভূত হয় না, অন্যান্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ বলেই ব্যবহার লাভ করে। এইহেতু চিত্ত এক এবং অনেক বিষয়ে অবস্থিত।

টীকা—৩২। (১) একতত্ত্ব অর্থে মিশ্র বলেন ঈশ্বর, ভিক্ষু বলেন স্থূলাদি কোন তত্ত্ব, ভোজরাজ বলেন কোন এক অভিমত তত্ত্ব। বস্তুত এখানে ধ্যেয়পদার্থের কোন নির্দ্দেশবিষয়ে বিবক্ষা নাই, কিন্তু ঈশ্বরাদি যাহা ধ্যেয় হউক তাহা একতত্ত্বরূপে আলম্বন করিতে হইবে। ঈশ্বরাদি ধ্যান নানাভাবে ক্রমশ করা যাইতে পারে। যেমন স্তোত্র আবৃত্তি পূর্ব্বক তদর্থ চিন্তা করিলে চিত্ত ঈশ্বর বিষয়ক নানা আলম্বনে বিচরণ করিতে থাকে। একতত্ত্বালম্বন সেরূপ

নহে। ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন কোন একইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে বা ধারণায় চিত্তের স্থিতি হইবে তখন তাদৃশ একরূপ আলম্বনে অবধান করার অভ্যাসই একতত্ত্বাভ্যাস। তাহা বিক্ষেপের বিরোধী সুতরাং তদ্দ্বারা বিক্ষেপ বিদূরিত হয়। অন্যান্য ধ্যেয় সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

একতত্ত্বাভ্যাসের আলম্বনের মধ্যে ঈশ্বর এবং অহং ভাব উত্তম। প্রতিক্ষণে উদীয়মান চিত্তবৃত্তি সকলের 'আমি দ্রষ্টা' এই প্রকার অহংরূপ একালম্বনকে স্মরণ করা অতীব চিত্ত-প্রসাদকর।

শুদ্ধ ঈশ্বর বলা উদ্দেশ্য থাকিলে সূত্রকার একতত্ত্ব শব্দ ব্যবহার করিতেন না। আবার ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা অন্তরায় দূর হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং একতত্ত্বাভ্যাস তদন্তর্গত উপায় বিশেষ। যাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসাদি সমস্ত শারীর ক্রিয়া হইতে একস্বরূপ চিত্তভাব স্মরণ হয় তাহাই একতত্ত্ব। সেই ভাব ঈশ্বর বিষয়ক হওয়াই উত্তম। অন্যবিষয়কও হইতে পারে। বস্তুত যে আলম্বন সমষ্টিভূত এক চিত্তভাবস্বরূপ তাহাই একতত্ত্বালম্বন। তাহার অভ্যাসে চিত্ত সহজে উত্তমরূপে স্থিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস সহ সেইভাব অভ্যস্ত হইলে স্বভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস যাইয়া যোগাঙ্গভূত শ্বাসপ্রশ্বাস হয়, এবং উহা অভ্যস্ত হইলে দুঃখের দ্বারা সহসা অভিভব হয় না। তাহাই সহজ ও সুখকর আলম্বন হয় বলিয়া দৌর্ম্মনস্যও তাড়ান যায়। আর, এক অবস্থা স্থির রাখিতে প্রযত্ন থাকে বলিয়া অঙ্গমেজয়ত্বও কমিতে থাকে; এইরূপে ক্রমশ স্থিতি লাভ করিতে করিতে বিক্ষেপ ও বিক্ষেপসহভূ সকল অপগত হয়।

৩২। (২) বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে ইহা উপদিষ্ট হইল। কিন্তু ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীদের মতে ইহার কোন সদর্থ হয় না। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরাও একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত চিত্তের কথা বলেন। কিন্তু তাহাদের মতানুসারে একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত শব্দের তাৎপর্য্যগ্রহ ও সঙ্গতি যে হয় না, তাহা ভাষ্যকার দেখাইতেছেন।

(ক) ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমত ক্ষণিকবাদ বুঝা উচিত। তন্মতে চিত্ত বা বিজ্ঞান প্রত্যর্থনিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে উৎপন্ন ও সমাপ্ত হয়। আর তাহা প্রত্যয়মাত্র * বা জ্ঞাতবৃত্তি-মাত্র, নিরাধার, ক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী। যেমন—দশ-ক্ষণ-ব্যাপী ঘট-বিজ্ঞান হইলে তাহাতে দশটী ভিন্ন ভিন্ন ঘট বিজ্ঞান উঠিবে এবং অত্যন্তনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব বিজ্ঞানটি পর বিজ্ঞানের প্রত্যয় বা হেতু। তাহাদের মূল শূন্য অর্থাৎ তাহাদের উভয়ে এমন কোন এক ভাব পদার্থ অন্বিত থাকে না, যে ভাবপদর্থের তাহারা বিকার বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। বৌদ্ধদের গাথা আছে "সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা উপ্পাদব্যয়ধম্মিনো। উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝন্তি তেসং বুপসমো সুখো"।। অর্থাৎ সমস্ত সংস্কার (বোধ ব্যতীত সমস্ত সঞ্চিত আধ্যাত্মিক ভাব) অনিত্য, তাহারা উৎপাদ ও লয়ধর্ম্মী। তাহারা উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ বা বিলীন হয়। তাহাদের যে উপশম অর্থাৎ উঠা ও নাশ হওয়ার বিরাম, তাহাই সুখ বা নির্ব্বাণ। শুদ্ধ সংস্কার নহে, তৎসহভূ বিজ্ঞানও ঐরূপ। সাংখ্যশাস্ত্র মতেও চিত্তবৃত্তি সকল পরিণামী বা অনিত্য এবং তাহাদের সম্যক্ নিরোধই কৈবল্য। সুতরাং প্রধানত উভয়বাদে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয়বাদের দর্শনে ভেদ আছে। সাংখ্য বলেন চিত্তের বৃত্তি সকল উৎপত্তিলয়শীল বা সঙ্কোচ-বিকাশী বটে, কিন্তু বৃত্তি সকল চিত্ত নামক একই পদার্থের বিকার বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। যেমন একসের মাটির তালকে তুমি প্রতিক্ষণে নানা আকারে পরিণত করিতে পার কিন্তু

---

* বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রত্যয় শব্দের অর্থ হেতু। প্রত্যয়মাত্র=পরক্ষণিক বিজ্ঞানের হেতুমাত্র, এরূপ অর্থও বৌদ্ধের দিক্ হইতে সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে প্রত্যয় অর্থে জ্ঞানবৃত্তি।

তাহাদের সব্ আকারেই এক সের মাটি অন্বিত থাকিবে। অতএব সেই একসের মাটিরই উহা বিকার, এরূপ বলা ন্যায্য। ইহাই সৎকার্য্যবাদের অন্তর্গত পরিণাম বাদ।

বৌদ্ধ বলিবেন তাহা নহে। যেমন প্রদীপে প্রতিক্ষণে নূতন নূতন তৈল দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তথাপি উহা এক প্রদীপ বলিয়া প্রতীত হয়, আ-লয় বিজ্ঞান বা আমিত্বও সেইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞানের সন্তান হইলেও এক বলিয়া প্রতীত হয়।

বৌদ্ধদের এই উদাহরণে ন্যায়দোষ আছে। বস্তুত যাহা আলোক প্রদান করে ইত্যাদি অর্থে লোক দীপশিখা শব্দ ব্যবহার করে। একইরূপ আলোক প্রদান গুণ দেখিয়া লোকে বলে এক দীপশিখা। আলোক প্রদান গুণ বহু নহে কিন্তু এক। প্রতি মূহুর্ত্তে যাহাতে নূতন নূতন তৈল দগ্ধ হয়' তাহা দীপশিখা এ অর্থে কেহ দীপশিখা শব্দ ব্যবহার করে না। যদি কেহ করে তবে সে পূর্ব্ব ও পরের দীপশিখা এক এরূপ মনে করে না।

গঙ্গাজল অর্থে যেমন গঙ্গার খাতে যে জল থাকে, তাহা। কোন নির্দ্দিষ্ট এক জলকে কেহ গঙ্গাজল বলে না; দীপশিখাও তদ্রূপ। বলিতে পার নিবাতস্থিত হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য দীপশিখাকে এক বলিয়াই প্রতীতি বা ভ্রান্তি হয়। হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেন হয়?— প্রতি মূহূর্ত্তে শিখায় যে তৈল আসে তাহা পূর্ব্ব তৈলের সমধর্ম্মক বলিয়া।

ইহা হইতে এই নিয়ম সিদ্ধ হয় যে একাকার বহুদ্রব্য অলক্ষিতভাবে একে একে আমাদের গোচর হইলে তাহা এক বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা পরিণামবাদ নিরস্ত হয় না। একাকার অনেক দ্রব্য থাকিলে এবং প্রকারবিশেষে বোধগম্য হইলে তবে ঐরূপ প্রতীতি হইবে। কিন্তু সেই একাকার বহুদ্রব্য হয় কেমন করিয়া, তাহা সৎকার্য্যবাদ দেখায়। দীপশিখার উদাহরণ পূর্ব্বোক্ত মৃৎপিণ্ডের উদাহরণের বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু পৃথক্ কথা; তাই একের দ্বারা অন্যের বাধ হয় না।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা ন্যায্য প্রথায় দেখাইতে পারেন না কেমন করিয়া বহু আলয় বিজ্ঞান হয়। পূর্ব্ব প্রত্যয় বা হেতুভূত বিজ্ঞান হইতে উত্তর কার্য্যভূত বিজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহাতে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা অতি অন্যায্য উত্তর দেন। প্রত্যয়ভূত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ শূন্য বা নাশ হইয়া গেল, আর অভাব হইতে এক বিজ্ঞান রূপ ভাবপদার্থ উৎপন্ন হইল; ক্ষণিকবাদীদের এই মত নিতান্ত অন্যায্য। অসৎ হইতে সৎ হওয়া বা সতের অসৎ হইয়া যাওয়া ন্যায্য মানব-চিন্তার বিষয় নহে। পাশ্চত্য দার্শনিকেরাও বলেন ex nihilo nihil fit অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকদের conservation of energy-বাদও সৎকার্য্য-বাদের ছায়া।

আর অসৎ হইতে সৎ হওয়া বা সতের অসৎ হওয়ার উদাহরণ জগতে নাই। সমস্ত কার্য্যেরই উপাদান ও হেতু বা নিমিত্ত (বৌদ্ধের পচ্চয়) এই দুই কারণ থাকা চাই। পূর্ব্ববিজ্ঞান উত্তর বিজ্ঞানের নিমিত্ত হইতে পারে, কিন্তু উত্তর বিজ্ঞানের উপাদান কি? আর পূর্ব্ব বিজ্ঞানের উপাদানই বা কোথায় যায়। এতদুত্তরে বৌদ্ধ বলেন পূর্ব্ব বিজ্ঞান "শূন্য" হইয়া যায়; আর উত্তর বিজ্ঞান 'শূন্য' হইতে হয়। শূন্য অর্থে যদি ধারণার অযোগ্য কোন সত্তা হয়, তবে উহা ন্যায্য এবং সাংখ্যেরই অনুগত।

সাংখ্য বলেন সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মূল উপাদান অব্যক্ত নামক ধারণার অযোগ্য এক সত্তা। সাংখ্যেরা বাহ্য ও অধ্যাত্মভূত পদার্থের মধ্যে কার্য্য ও কারণের পরম্পরাক্রমে বুদ্ধিতত্ত্ব বা অহম্বোধ নামক সর্ব্বোচ্চ ব্যক্ত কারণ স্থির করেন। তাহার কারণ অব্যক্ত।

বৌদ্ধের বিজ্ঞানের ভিতর সাংখ্যের বুদ্ধ্যাদি তত্ত্বও আছে সুতরাং সেই বিজ্ঞানের কারণ

'শূন্য' নামক সত্তা বলিলে সাংখ্যেরই অনুগত কথা বলা হয়। "দধির কারণ দুগ্ধ, দুগ্ধের কারণ গো" এইরূপ বলা এবং 'গোরসের 'কারণ গো' এরূপ বলা যেমন অবিরুদ্ধ, সেইরূপ। তবে বিজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞাতাকে ধরিয়া তাহার অব্যক্ততা প্রতিপাদন করা সর্ব্বথা অন্যায্য।

সাংখ্যযোগীর শিষ্য বুদ্ধদেব সম্ভবত 'শূন্য' শব্দে সত্তা-বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম দার্শনিক বিচার হইতে কতক পরিমাণে মুক্ত, সুতরাং জনসাধারণ্যে বহুল-প্রচার-যোগ্য হইয়াছিল।

এখনও এরূপ বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন যাহারা শূন্যকে অভাব মাত্র মনে করেন না; কিন্তু সত্তাবিশেষ বলেন। শিকাগোর ধর্ম্ম সভায় জাপানী বৌদ্ধগণ স্বমতোল্লেখ কালে বলিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানের এক essence আছে।

যাম্য বৌদ্ধদেরও অনেকে "শূন্যকে" নির্ব্বাণ ধাতু নামক এক সত্তা বলেন। বস্তুত শূন্য শব্দ অস্পষ্টার্থ, উহা বৌদ্ধ দর্শনের কলঙ্ক-স্বরূপ।

কিন্তু ভারতে প্রাচীনকালে * এরূপ বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রসার লাভ করিয়াছিল যাহারা 'শূন্য'কে অভাবমাত্র বলিত, তাহাদের মত যে সম্পূর্ণ অযুক্ত তাহা ভাষ্যকার নিম্ন লিখিত প্রকারে যুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন।

(খ) চিত্তকে ক্ষণস্থায়ী পদার্থমাত্র বলিলে ক্ষণিকবাদীরা যে বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আদি চিত্তাবস্থার বিষয় বলেন, তাহার কোন প্রকৃত অর্থসঙ্গতি হয় না। কারণ প্রত্যেক চিত্ত যদি বিভিন্ন ও ক্ষণস্থায়ী-মাত্র হয়, তবে তাহা সবই একাগ্র; কারণ ক্ষণস্থায়ী এক একটী চিত্তে ত এক একটী করিয়াই আলম্বন থাকে।

যদি বল সমানাকার বিজ্ঞানের প্রবাহকেই একাগ্র চিত্ত বলি, তাহাও নিরর্থক। কারণ সেই একাগ্রতা কোন্ চিত্তের ধর্ম্ম? প্রত্যেক চিত্তই যখন পৃথক্ সত্তা, তখন প্রবাহ-চিত্ত নামে এক সত্তা হইতে পারে না। অতএব একাগ্রতা 'প্রবাহ চিত্তের ধর্ম্ম' এরূপ বলা সঙ্গত নহে। আর প্রত্যেক চিত্ত যখন পৃথক্ পৃথক্ তখন চিত্তের সদৃশ আলম্বনই হউক, আর বিসদৃশ আলম্বনই হউক সমস্ত চিত্তই একাগ্র হইবে। বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না।

(গ) আর প্রত্যয় সকল পৃথক্ ও অসম্বন্ধ হইলে, এক প্রত্যয়ের দৃষ্ট বিষয়ের বা কৃত কর্ম্মের অপর প্রত্যয় স্মর্ত্তা, ফলভোক্তা হইতে পারে না। এবিষয়ে ক্ষণিকবাদীরা উত্তর দিবেন যে বিজ্ঞান সংস্কার-সংজ্ঞাদি-সম্প্রযুক্ত হইয়া উদিত হয়, আর পূর্ব্বক্ষণিক বিজ্ঞান উত্তরক্ষণিক বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া উত্তর বিজ্ঞান পূর্ব্ব বিজ্ঞানের কতক সদৃশ সংস্কারাদি-সম্প্রযুক্ত হইয়া উদিত হয়। স্মৃতি ও কর্ম্ম (চেতনা বিশেষ) বৌদ্ধমতে সংস্কার। তজ্জন্য উত্তর বিজ্ঞানে পূর্ব্ব-বিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত স্মৃত্যাদি অনুভূত হয়। কিন্তু ইহাতে পূর্ব্ব বিজ্ঞান হইতে উত্তর বিজ্ঞানে কোন সত্তা যায়, এরূপ স্বীকার করা অহার্য্য হয়। কিন্তু ক্ষণিকবাদে পূর্ব্ব বিজ্ঞানের সমস্তই নাশ বা অভাব হয়। অতএব প্রত্যয় সকল একই মৌলিক চিত্তপদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম এই সাংখ্যীয়দর্শনই যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

(ঘ) ঈদৃশ দর্শনের অনুকূল আর এক যুক্তি এই যে—"যাহা আমি দেখিয়াছিলাম তাহা আমি স্পর্শ করিয়াছি"; "যাহা আমি স্পর্শ করিয়াছিলাম তাহা আমি দেখিতেছি" এইরূপ প্রত্যয়ে 'আমি' এই প্রত্যয়াংশ আমাদের এক বলিয়া অনুভব হয়।

* কথাবত্থু নামক পালি গ্রন্থ, যাহা অশোকের সময় রচিত, তাহাতে আছে যে সে সময় বৌদ্ধদের মধ্যে প্রায় ২২ প্রকার বিভিন্নবাদী ছিল।

ক্ষণিকবাদীরা বলিবেন উহা 'একই দীপ শিখা' এইরূপ জ্ঞানের স্থায় ভ্রান্ত একত্ব জ্ঞান। কিন্তু উহা যে দীপ-শিখার স্থায় এরূপ কল্পনা করিবার হেতু কি ? ক্ষণিকবাদীরা কেবল দৃষ্টান্ত দেন কিন্তু যুক্তি দেন না। প্রত্যুত 'শূন্য' অর্থে অভাব ইহা প্রতিপন্ন করিবার খাতিরে এরূপ কল্পনা করেন। অথবা 'যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক' এই অপ্রমাণিত প্রতিজ্ঞাকে ভিত্তি বা হেতু করিয়া—'আমিত্ব সৎ' অতএব তাহা ক্ষণিক, এইরূপ অযুক্ত উপনয় ও নিগমনা করেন। কিন্তু এরূপ কল্পনায় প্রত্যক্ষ একত্বানুভব বাধিত হয় না, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ। আধুনিক কোন কোন বেদান্তবাদীও সতের অভাব হয়, এরূপ স্বীকার করিয়া মায়াবাদ বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাহারা বলেন যে—'যে ঘটটা ভাঙ্গিয়া গেল তাহা ত একেবারেই নাশ প্রাপ্ত হইল" অতএব এরূপ স্থলে সতের নাশ স্বীকার্য্য। ইহা কেবল বাক্যময় হেত্বাভাস মাত্র। বস্তুত যে ঘট নাম জানে না সে যদি এক ঘট দেখিতে থাকে, এবং তৎকালে যদি ঘট কেহ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সে কি দেখিবে ? সে দেখিবে যে খাপরাসকল (ঘটাবয়ব) পূর্ব্বে এক স্থানে ছিল পরে অন্য স্থানে রহিল। পরন্তু কোনও সৎ পদার্থের অভাব তাহার দৃষ্টি গোচর হইবে না।

৩২। (৩) গোময়-পায়সীয় স্থায়। এক প্রকার স্থায়াভাস বা দুষ্ট স্থায়। তাহা যথা—গোময়ই পায়স (বা পয়ঃ) ; কারণ গোময় গব্য (গোজাত), এবং পায়সও গব্য ; অতএব উভয়ে একই দ্রব্য। এইরূপ স্থায়েই শেষে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের সঙ্গতি হইতে পারে।

ভাষ্যম্।—যস্যেদং শাস্ত্রেণ পরিকর্ম্ম নির্দ্দিশ্যতে তৎ কথম্ ?

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত-প্রসাদনম্ ! ৩৩।

তত্র সর্ব্বপ্রাণিষু সুখসম্ভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ, দুঃখিতেষু করুণাং, পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাম্ অপুণ্যাত্মকেষু উপেক্ষাম্। এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে, ততশ্চ চিত্তং প্রসীদতি, প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে। ৩৩।

৩৩। শাস্ত্রে চিত্তের যে পরিষ্কার-প্রণালী কথিত আছে, তাহা কিরূপ ?—"সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ প্রাণীতে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়"। সূ

ভাষ্যানুবাদ।—তাহার মধ্যে সুখসম্ভোগযুক্ত সমস্তপ্রাণীতে মৈত্রীভাবনা করিবে, দুঃখিত প্রাণীতে করুণা, পুণ্যাত্মাতে মুদিতা এবং অপুণ্যাত্মাতে উপেক্ষা করিবে। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে শুক্লধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন (নির্ম্মল) হয় ; প্রসন্নচিত্ত একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে। (১)

টীকা—৩৩। (১) যাহার সুখে আমাদের স্বার্থ নাই, বা স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহাদের সুখ দেখিলে বা ভাবিলে সাধারণ মানুষের চিত্ত প্রায়ই ঈর্ষ্যাদিযুক্ত হয়। সেইরূপ শত্রু-আদির দুঃখ দেখিলে নিষ্ঠুর হর্ষ হয়। যে স্বমতাবলম্বী নহে, অথচ পুণ্যকারী, তাদৃশ ব্যক্তিদের প্রতি-পত্তি-আদি দেখিলে বা চিন্তা করিলে অসূয়া ও অমুদিত ভাব হয়। আর অপুণ্যকারীদের (স্বার্থ না থাকিলে) প্রতি অমর্ষ বা ক্রুদ্ধ ও পৈশুন্যযুক্ত ভাব হয়। এই প্রকার ঈর্ষা, নিষ্ঠুর হর্ষ, অমুদিতা ও ক্রুদ্ধ-পিশুন-ভাব মনুষ্যের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া সমাহিত হইতে দেয় না।

তজ্জন্ত মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা চিত্তকে প্রসন্ন বা রাজসমলশূন্ত ও সুখী করিলে তাহা একাগ্র হইয়া স্থিতি লাভ করে। আবশ্যক হইলে সাধক ইহার ভাবনা করিবেন।

মিত্রের সুখ হইলে তোমার মনে যেরূপ সুখ হয়, তাহা প্রথমে স্মরণারূঢ় করিবে। পরে যে যে লোকের (শত্রু অপকারক আদি) সুখে তোমার ঈর্ষা দ্বেষ হয়, "তাহাদের সুখে আমি মিত্রের সুখের মত সুখী" এইরূপ ভাবনা করিবে। "সুখং মিত্রাণি চোষ্যাস্তুঃ বিবর্দ্ধতু সুখঞ্চ বঃ" এই বাক্যের দ্বারা উক্তরূপ ভাবনা করা সুকর। শত্রু আদি যাহাদের দুঃখে তোমার নিষ্ঠুর হর্ষ হয়, তাহাদের দুঃখ চিন্তা করিয়া প্রিয়জনের দুঃখে যেরূপ করুণাভাব হয়, তাহা দুঃখীদের প্রতি প্রয়োগ করিয়া করুণা ভাবনা করিতে অভ্যাস করিবে।

সধর্ম্মী বিধর্ম্মী যে কোন ব্যক্তি পুণ্যবান্ হউক না, তাহাদের পুণ্যাচরণ চিন্তা পূর্ব্বক নিজের বা সধর্ম্মীদের পুণ্যাচরণে মনে যেরূপ মুদিতাভাব হয়, তাহা তাহাদের প্রতিও চিন্তা করিবে। পরের দোষ (অপুণ্য) গ্রাহ্য না করাই উপেক্ষা। ইহা ভাবনা নহে; কিন্তু অমর্ষাদি ভাব মনে না আনা।

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য। ৩৪।

ভাষ্যম্—কৌষ্ঠস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্নবিশেষাদ্ বমনং প্রচ্ছর্দ্দনম্, বিধারণং প্রাণায়ামঃ, তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ। ৩৪।

৩৪। প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন এবং বিধারণের দ্বারাও চিত্ত স্থিতি লাভ করে॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—অভ্যন্তরের বায়ুকে নাসিকাপুট-দ্বারা প্রযত্নবিশেষের সহিত বমন করা প্রচ্ছর্দ্দন (১)। বিধারণ—প্রাণায়াম বা প্রাণকে সংযত করা। ইহাদের দ্বারাও মনের স্থিতি সম্পাদন করা যাইতে পারে।

টীকা—৩৪। (১) চিত্তের স্থিতির জন্য চিত্তের বন্ধন আবশ্যক, সুতরাং চিত্তবন্ধনের চেষ্টা না করিয়া শুদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া অভ্যাস করিলে কখনও চিত্ত স্থিতি লাভ করিবে না। তজ্জন্য ধ্যান সহকারে প্রাণায়াম না করিলে চিত্ত স্থির না হইয়া অধিকতর চঞ্চল হয়। মহাভারতে আছে "যত্নদৃশ্যতি মুঞ্চন্বৈ প্রাণান্মৈথিলসত্তম। বাতাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাত্তং ন সমাচরেৎ॥' (মোক্ষধর্ম্ম। ৩১৬ অঃ) অর্থাৎ ধ্যানশূন্য প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য বা চিত্তচাঞ্চল্য হয় অতএব হে মিথিলসত্তম! তাহার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে। অতএব প্রত্যেক প্রাণায়ামে শ্বাসের সঙ্গে চিত্তকেও ভাববিশেষে একাগ্র করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন "শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ" অর্থাৎ প্রাণকে শূন্যভাবে যুক্ত করিবে। অর্থাৎ রেচন-আদিকালে যেন মন শূন্যবৎ বা নিঃসঙ্কল্প থাকে, এরূপ ভাবনা করিবে। তাদৃশ ভাবনা সহ রেচনাদি করিলেই চিত্ত স্থিতি লাভ করে; নচেৎ নহে।

যে প্রযত্নবিশেষের দ্বারা রেচন হয়, তাহা ত্রিবিধ। প্রথমতঃ—প্রশ্বাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিবার বা ধীরে ধীরে করিবার প্রযত্ন। দ্বিতীয়তঃ—তৎকালে শরীরকে স্থির ও শিথিল রাখিবার প্রযত্ন। তৃতীয়তঃ—তৎসহ মনকে শূন্যবৎ বা নিঃসঙ্কল্প রাখিবার প্রযত্ন। এইরূপ প্রযত্নবিশেষ সহ রেচন বা প্রচ্ছর্দ্দন করিতে হয়।

পরে রেচিত হইলে বায়ু গ্রহণ না করিয়া যথাসাধ্য সেইরূপ স্থির শূন্যবৎ মনো ভাবে অবস্থান করাই বিধারণ। এই প্রণালীতে পূরণের কোন বিশেষ প্রযত্ন নাই, সহজ ভাবেই পূরণ করিতে

হয়, কিন্তু সে সময়ও যেন মন শূন্যবৎ স্থির থাকে তাহা দেখিতে হয়। এইজন্য পূরণের উপদেশ কথিত হয় নাই।

এই প্রণালী অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথমে দীর্ঘ প্রশ্বাস (উপরোক্তপ্রযত্নসহকারে) করিতে হয়। সমস্ত শরীর ও বক্ষ স্থির রাখিয়া কেবল উদর চালনা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। কিছুকাল উত্তমরূপে ইহা অভ্যাস করিলে, সর্ব্বশরীরব্যাপী সুখময় বোধ বা লঘুতাবোধ হয়। সেই বোধ সহকারেই ইহা অভ্যস্য।

৫৮ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি—অভ্যস্য। ইহার পর—
অভ্যস্য। ইহা অভ্যস্ত হইলে, পরে প্রশ্বাসের বা রেচনের পর বিধারণ না করিয়া মধ্যে মধ্যে করা যাইতে পারে, তাহাতে অধিক শ্রমবোধ হয় না। ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা প্রত্যেক রেচনের পর বিধারণ করা সহজ হয়।

... অবিচ্ছেদে করিতে পারা যায়, এবং যখন ইচ্ছা তখনই করিতে পারা যায়, তখন চিত্ত স্থিতি লাভ করে। অর্থাৎ, তাহাই এক প্রকার স্থিতি এবং তৎপূর্ব্বক সমাধি সিদ্ধ হইতে পারে। শ্বাসের সহিত এক প্রযত্নে বিক্ষিপ্ত চিত্তও সহজে আধ্যাত্মিক প্রদেশে বদ্ধ হয়, তজ্জন্য ইহা অন্যতম প্রকৃষ্ট স্থিত্যুপায়।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী। ৩৫।

ভাষ্যম্। নাসিকাগ্রে ধারয়তোঽস্য যা দিব্যগন্ধসংবিৎ, সা গন্ধপ্রবৃত্তিঃ, জিহ্বাগ্রে দিব্যরসসংবিৎ, জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্দসংবিৎ ইত্যেতাঃ প্রবৃত্তয়ঃ উৎপন্নাশ্চিত্তং স্থিতৌ নিবধ্নন্তি, সংশয়ং বিধমন্তি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াঞ্চ দ্বারী ভবন্তীতি। এতেন চন্দ্রাদিত্যগ্রহমণিপ্রদীপরত্নাদিষু প্রবৃত্তিরুৎপন্না বিষয়বত্যেব বেদিতব্যা। যদ্যপি হি তত্তচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশৈরবগতমর্থতত্ত্বং সদ্ভূতমেব ভবতি এতেষাং যথাভূতার্থপ্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ তথাপি যাবদেকদেশোঽপি কশ্চিন্ন স্বকরণসংবেদ্যো ভবতি তাবৎ সর্ব্বং পরোক্ষমিব অপবর্গাদিষু সূক্ষ্মেষ্বর্থেষু ন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশোপোদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আ অপবর্গাৎ সুশ্রদ্ধীয়তে এতদর্থমেব ইদং চিত্ত-পরিকর্ম্ম নির্দিশ্যতে। অনিয়তাসু বৃত্তিষু তদ্বিষয়ায়াং বশীকারসংজ্ঞায়ামুপজাতায়াং সমর্থং স্যাৎ তস্যতস্যার্থস্য প্রত্যক্ষীকরণায়েতি, তথাচ সতি শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধয়োঽস্যাপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি। ৩৫।

৩৫। বিষয়বতী (১) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ। নাসিকাগ্রে চিত্তধারণা করিলে যে দিব্যগন্ধসংবিদ্ (হ্লাদযুক্তজ্ঞান) হয়, তাহা গন্ধপ্রবৃত্তি। (সেইরূপ) জিহ্বাগ্রে ধারণা করিলে দিব্যরসসংবিদ্, তালুতেরূপসংবিদ্, জিহ্বার ভিতরে স্পর্শসংবিদ্ ও জিহ্বামূলে শব্দসংবিদ্ হয়। এই প্রবৃত্তি (প্রকৃষ্টাবৃত্তি) সকল উৎপন্ন হইয়া স্থিতিতে চিত্তকে দৃঢ়বদ্ধ করে, সংশয় অপসারিত করে, আর ইহারা সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারিস্বরূপ হয়। ইহার দ্বারা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, মণি, প্রদীপ, রত্ন প্রভৃতিতে উৎপন্না প্রবৃত্তিকেও বিষয়বতী বলিয়া জানা যায়। শাস্ত্রের অনুমানের ও আচার্য্যোপদেশের যথাভূতবিষয়ক জ্ঞানোৎপাদনের সামর্থ্য থাকা হেতু যদিও তাহাদের দ্বারা পারমার্থিক অর্থতত্ত্বের

অবগতি হয়, তথাপি যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত উপায়ে অবগত কোন একটি বিষয় নিজের ইন্দ্রিয়-গোচর না হয়, ততদিন সমস্ত পরোক্ষের ন্যায় (ব্যাজোক্তিবৎ) বোধ হয়, (কিঞ্চ) মোক্ষাবস্থা প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃঢ়া বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। সে কারণ, শাস্ত্র, অনুমান ও আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত উপদেশের সংশয় নিরাকরণের জন্য কোন বিশেষ বিষয় প্রত্যক্ষ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রাদ্যুপদিষ্ট বিষয়ের একাংশ প্রত্যক্ষ হইলে তখন কৈবল্য পর্য্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে শ্রদ্ধাতিশয় হয়, এইজন্য এই প্রকার চিত্তপরিকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অব্যবস্থিত বৃত্তিসকলের মধ্যে দিব্যগন্ধাদি প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া (সাধারণ গন্ধাদির দোষাবধারণ হইলে) গন্ধাদি বিষয়ে বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য উৎপন্ন হওত সেই সেই (গন্ধাদি) বিষয়ের সম্যক্ প্রত্যক্ষীকরণে (সম্প্রজ্ঞানে) চিত্ত সমর্থ (উপযোগী) হয়। তাহা হইলে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি—ইহারা সাধকের চিত্তে প্রতিবন্ধ-শূন্য-ভাবে উৎপন্ন হয়॥

টীকা। ৩৫ (১) বিষয়বতী=শব্দস্পর্শাদি বিষয়বতী। প্রবৃত্তি=প্রকৃষ্টা বৃত্তি। অর্থাৎ (দিব্য) শব্দ-স্পর্শাদি-বিষয়ের প্রত্যক্ষস্বরূপা সূক্ষ্ম বৃত্তি। নাসাগ্রে ধারণা করিলে শ্বাস বায়ুর মধ্যেই যে অননুভূত পূর্ব্ব একপ্রকার সুগন্ধ বোধ হয় তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে।

তালুর উপরেই আক্ষিক স্নায়ু (optic nerve)। জিহ্বাতে স্পর্শ জ্ঞানের অতি প্রস্ফুটভাব। আর জিহ্বামূল বাক্যোচ্চারণ-সম্বন্ধে কর্ণের সহিত সম্বদ্ধ। অতএব এই এই স্থানে ধারণা করিলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম শক্তি প্রকটিত হয়।

চন্দ্রাদিকে স্থির নেত্রে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিলেও যথাবৎ তত্তদ্রূপের জ্ঞান হইতে থাকে। তাহা ধ্যান করিতে করিতে তত্তদ্রূপা প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। তাহারাও বিষয়বতী; কারণ, তাহারা রূপাদির অন্তর্গত। বৌদ্ধেরা এইরূপ প্রবৃত্তিকে কসিন বলেন। জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি-ভেদে তাহারা দশ কসিনের উল্লেখ করেন; কিন্তু সমস্তই বস্তুত শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের অন্তর্গত।

২।১ দিন অনবরত ধ্যান না করিলে ইহাতে ফল লাভ হয় না। কিছুদিন অল্পে অল্পে অভ্যাস করিয়া পরে কিছুদিনের জন্য কোন চিন্তা বা উপসর্গ না ঘটে এরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া ২।৩ দিবস অল্পাহারে বা উপবাস করিয়া উক্ত নাসাগ্রাদি প্রদেশে ধ্যান করিলে বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

এইরূপ সাক্ষাৎকার হইলে যে যোগে দৃঢ়া শ্রদ্ধা হয়, পার্থিব শব্দাদিতে বৈরাগ্য হয়, তাহা ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী। ৩৬।

ভাষ্যম্। প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যনুবর্ত্ততে। হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিৎ, বুদ্ধিসত্ত্বং হি ভাস্বরমাকাশকল্পং, তত্র স্থিতিবৈশারদ্যাৎ প্রবৃত্তিঃ সূর্য্যেন্দুগ্রহ-মণিপ্রভারূপাকারেণ বিকল্পতে, তথাঽস্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং শান্তমনন্ত-মস্মিতামাত্রং ভবতি, যত্রেদমুক্তম্ "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাঽস্মীত্যেবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" ইতি। এষা দ্বয়ী বিশোকা, বিষয়বতী অস্মিতামাত্রা চ প্রবৃত্তির্জ্যোতিষ্মতীত্যুচ্যতে, যয়া যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি। ৩৬।

৩৬। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিও (১) চিত্তের স্থিতি সাধন করে॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। "প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয়" ইহা উহ্য আছে। হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারণা করিলে বুদ্ধিসংবিদ্ হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় আকাশকল্প; তাহাতে বিশারদী স্থিতির নাম প্রবৃত্তি, তাহা সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহ ও মণির প্রভারূপের সাদৃশ্যে বহুবিধ হইতে পারে। সেইরূপ অস্মিতাতে (২) সমাপন্ন চিত্ত নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের ন্যায় শান্ত, অনন্ত, অস্মিতা-মাত্র হয়। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে "সেই অণুমাত্র আত্মাকে অনুবেদনপূর্ব্বক "আমি" এই ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি হয়"। এই বিশোকা প্রবৃত্তি দ্বিবিধা—বিষয়বতী ও অস্মিতামাত্রা। ইহাঁদিগকে জ্যোতিষ্মতী বলা যায়; ইহাদের দ্বারা যোগীর চিত্ত স্থিতিপদ-লাভ করে।

টীকা। ৩৬। (১) বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পরম সুখময় সাত্ত্বিক ভাব অভ্যস্ত হইয়া তাহার দ্বারা চিত্ত অবসিক্ত থাকে বলিয়া ইহার নাম বিশোকা। আর সাত্ত্বিক প্রকাশের বা জ্ঞানালোকের আতিশয্য হেতু ইহার নাম জ্যোতিষ্মতী। জ্যোতি এখানে তেজঃ নহে, কিন্তু সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের প্রকাশকারী জ্ঞানালোক। সূত্রকার অন্যত্র ঈদৃশ প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্ত্যালোক বলিয়াছেন। তবে জ্যোতিঃ পদার্থের সহিত এই ধ্যানের কিছু সম্বন্ধ আছে। তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

৩৬। (২) হৃদয় পুণ্ডরীক (১।২৮ (১), দ্রষ্টব্য) বা ব্রহ্মবেশ্মের মধ্যে শুভ্র আকাশকল্প (বাধাহীন) জ্যোতি ভাবনা পূর্ব্বক বুদ্ধিসত্ত্বে ক্রমশঃ উপনীত হইতে হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব গ্রাহ্য পদার্থ নহে, কিন্তু গ্রহণ পদার্থ; তজ্জন্য অবশ্য শুদ্ধ আকাশকল্প জ্যোতি ভাবিলে বুদ্ধিসত্ত্বের ভাবনা হয় না। গ্রহণতত্ত্ব ধারণা করিতে গেলে গ্রাহ্যের এক অস্পষ্ট ছায়া প্রথম প্রথম তৎসহ ধারণা হয়। আভ্যন্তরিক শ্বেত হার্দ্দজ্যোতিই সাধারণতঃ অস্মিতার ধ্যানের সহিত গ্রাহ্যকোটিতে উদিত থাকে। গ্রহণে চিত্ত সম্যক্ স্থির না হইলে তাহা একবার সেই জ্যোতিতে ও একবার আত্মস্মৃতিতে বিচরণ করে। এই জ্যোতি তাই অস্মিতার কাল্পনিক স্বরূপ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সূর্য্য-চন্দ্রাদির রূপও ঐরূপে অস্মিতার কাল্পনিক স্বরূপ হয়। শ্রুতি বলেন—"অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রো রবিতুল্যরূপঃ"। "নীহারধূমার্কানিলানলানাং, খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে"॥

রূপজ্ঞানের ন্যায় স্পর্শ-স্বাদাদি জ্ঞানও অস্মিতা ধ্যানের বিকল্পক হইতে পারে।

এই ধ্যানের স্বরূপ এই :—হৃদয়ে অনন্তবৎ, আকাশকল্প বা স্বচ্ছ, জ্যোতি ভাবনা পূর্ব্বক তাহাতে আত্মভাবনা করিবে। অর্থাৎ তাহাতে ওতপ্রোত ভাবে "আমি" ব্যাপিয়া আছি এরূপ ভাবনা করিবে। এই রূপ ভাবনায় অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হয়।

স্বচ্ছ, আলোকময়, হৃদয় হইতে যেন অনন্ত প্রসারিত, এই অমিত্ব-ভাবের নাম বিষয়বতী বিশোকা বা বিষয়বতী জ্যোতিষ্মতী। ইহা স্বরূপ-বুদ্ধি বা অস্মিতা-মাত্র নহে, কিন্তু ইহা বৈকারিক বুদ্ধি। কারণ স্বরূপবুদ্ধি গ্রহণ, ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রহণ নহে। ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশিত হয়। যে বিষয় জানিতে হইবে তাহাতে যোগীরা এই হৃদ্গত সাত্ত্বিক আলোক ন্যস্ত করিয়া প্রজ্ঞা লাভ করেন। অতএব এই প্রকার ধ্যানে গ্রহণ মুখ্য নহে, কিন্তু বিষয়-বিশেষই মুখ্য। অস্মিতা-মাত্র-বিষয়ক যে বিশোকা প্রবৃত্তি তাহাতেই গ্রহণ মুখ্য অর্থাৎ তাহা স্বরূপবুদ্ধি-তত্ত্বের সমাপত্তি।

উপর্য্যুক্ত হৃদয়কেন্দ্রব্যাপী আমিত্বরূপ বিষয়বতী ধ্যান আয়ত্ত হইলে, ব্যাপী বিষয়ভাবকে লক্ষ্য না করিয়া আমিত্ব-মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান করিলে অস্মিতামাত্রের উপলব্ধি হয়।

তাহাতে ব্যাপিত্বভাব অভিভূত বা অলক্ষীভূত হইয়া সেই ব্যাপিত্বের বোধ রূপ ভাব বা সত্ত্বপ্রধান জাননশীলতা কালিকধারাক্রমে অবভাত হইতে থাকে। ক্রিয়াধিক্যযুক্ত চক্ষুরাদি নিম্ন করণ সকলের ধ্যান কালে যেরূপ স্ফুট কালিক ধারা অনুভূত হয়, অস্মিতামাত্র ধ্যানে সেরূপ স্ফুট কালিক ধারা অনুভূত হয় না। কারণ তাহাতে ক্রিয়াশীলতা অতি অল্প, কিন্তু প্রকাশ ভাব অত্যধিক। তজ্জন্য তাহা স্থির সত্তার মত বোধ হয়, কিন্তু তাহারও সূক্ষ্ম বিকার ভাব সাক্ষাৎ করিয়া পৌরুষসত্তানিশ্চয় করাই বিবেকখ্যাতি।

অন্য উপায়েও অস্মিতামাত্রে উপনীত হওয়া যায়। সমস্ত করণ বা শরীর-ব্যাপী অভিমানের কেন্দ্র হৃদয়। হৃদয়দেশ লক্ষ্য-পূর্ব্বক সর্ব্ব শরীরকে স্থির করিয়া সর্ব্ব-শরীর-ব্যাপী সেই স্থৈর্য্যের বোধকে বা প্রকাশ ভাবকে ভাবনা করিতে হয়। সেই ভাবনা আয়ত্ত হইলে সেই বোধ অতীব সুখময় রূপে আরব্ধ হয়। তখন সমস্ত করণের বিশেষ বিশেষ কার্য্য স্থৈর্য্যের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া সেই সুখময় অবিশেষ বোধ-ভাবে পর্য্যবসিত হয়। এই অবিশেষ বোধ-ভাবই ষষ্ঠ অবিশেষ অস্মিতা। সেই অস্মিতা মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া ভাবনা করিলেই অস্মিতামাত্রে উপনীত হওয়া যায়। আত্মবিষয়ক বুদ্ধিমাত্রের নাম অস্মিতা তাহাও স্মর্য্য।

এই উভয়বিধ উপায়ে বস্তুত একই পদার্থে স্থিতি হয়। স্বরূপত অস্মিতামাত্র বা বুদ্ধিতত্ত্ব কি, তাহা মহর্ষি পঞ্চশিখের বচন উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহা অণু অর্থাৎ দেশব্যাপ্তিশূন্য ও সর্ব্বাপেক্ষা (অর্থাৎ সর্ব্ব করণাপেক্ষা) সূক্ষ্ম, আর তাহার অনুবেদন (বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বেদনাকে অনুসরণ) পূর্ব্বক কেবল "অস্মি" বা "আমি" এইরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

অস্মিতামাত্র স্বরূপত অণু হইলেও তাহাকে অন্য দিক্‌দিয়া অনন্ত বলা যায়। তাহা গ্রহণসম্বন্ধীয় প্রকাশশীলতার চরম অবস্থা বলিয়া সর্ব্ব বা অনন্ত বিষয়ের প্রকাশক। তজ্জন্য তাহা অনন্ত বা বিভু। বস্তুত প্রথমোক্ত উপায়ে এই অনন্ত ভাব ভাবনা করিয়া পরে তাহার প্রকাশক, অণু-বোধ-রূপ, অস্মিতায় যাইতে হয়। দ্বিতীয় উপায়ে স্থূল বোধ হইতে অণু বোধে যাইতে হয় এই প্রভেদ।

অস্মিতাধ্যানের স্বরূপ না বুঝিলে কৈবল্যপদ বুঝা সাধ্য নহে বলিয়া ইহা কিছু বিস্তৃত ভাবে বলা হইল। অধিকার অনুসারে এবম্বিধ ধ্যান অভ্যাস করিয়া স্থিতি লাভ হয়। তাহাতে একাগ্র ভূমিকা সিদ্ধ হইয়া ক্রমে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ । ৩৭ ।

ভাষ্যম্। বীতরাগচিত্তালম্বনোপরক্তং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে। ৩৭।

৩৭। বীতরাগচিত্ত ধারণা করিলেও স্থিতিলাভ হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ। বীতরাগ পুরুষের চিত্তরূপ আলম্বনে উপরক্ত যোগিচিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে (১)।

টীকা—৩৭। (১) সরাগ চিত্তের পক্ষে বিষয় লইয়া চিন্তা (সংকল্প, কল্পনাদি) সহজ হয়, কিন্তু নিশ্চিন্ত স্বস্থ ভাব বড়ই দুষ্কর হয়, আর বীতরাগ চিত্তের পক্ষে নিবৃত্ত নিশ্চিন্ত থাকাই সহজ। তাদৃশ বীতরাগ ভাব সম্যক্ অবধারণ করিয়া সেই ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে ভাবিত করিলে অভ্যাসক্রমে চিত্ত স্থিতি লাভ করে।

বীতরাগ মহাপুরুষের সঙ্গ ঘটিলে তাঁহার নিশ্চিন্ত, নিরিচ্ছ ভাব লক্ষ্য করিয়া সহজে বীতরাগ ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। আর কল্পনা পূর্ব্বক হিরণ্যগর্ভাদির বীতরাগ চিত্তে স্বচিত্ত স্থাপন করা ধ্যান করিলেও ইহা সিদ্ধ হইতে পারে।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনম্ বা। ৩৮।

ভাষ্যম্—স্বপ্নজ্ঞানালম্বনং নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা তদাকারং যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি। ৩৮।

৩৮। স্বপ্নজ্ঞানকে ও নিদ্রাজ্ঞানকে আলম্বন করিয়া ভাবনা করিলে চিত্ত স্থিতিলাভ করে॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—স্বপ্নজ্ঞানালম্বন ও নিদ্রাজ্ঞানালম্বন এতদাকার চিত্তও স্থিতিপদ লাভ করে (১)।

টীকা—৩৮। (১) স্বপ্নবৎ বা স্বপ্নসম্বন্ধীয় জ্ঞান=স্বপ্নজ্ঞান; নিদ্রাজ্ঞানও তদ্রূপ। স্বপ্নকালে বাহ্য জ্ঞান রুদ্ধ হয় এবং মানস ভাব সকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। অতএব তাদৃশ জ্ঞান আলম্বন করিয়া ধ্যান করাই স্বপ্নজ্ঞানালম্বন। অধিকারিবিশেষের পক্ষে উহা অতি উপযোগী। আমরা যথাযোগ্য অধিকারীকে ঐরূপ ধ্যান অবলম্বন করাইয়া উত্তম ফল দেখিয়াছি। অল্প দিনেই উক্ত সাধকের বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যান করিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে। কল্পনাপ্রবণ বালক এবং hypnotic প্রকৃতির * লোকেরা ইহার যোগ্য অধিকারী। ইহা তিন প্রকার উপায়ে সাধিত হয়। (১ম) ধ্যেয় বিষয়ের মানস প্রতিমা গঠন পূর্ব্বক তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিবার অভ্যাস করা। (২য়) স্মরণ অভ্যাস করিলে স্বপ্নকালেও 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এরূপ স্মরণ হয়। তখন অভীষ্ট বিষয় যথাভাবে ধ্যান করিতে হয় এবং জাগরিত হইয়া ও অন্য সময় তাদৃশ ভাব রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। (৩য়) স্বপ্নে কোন উত্তম ভাব লাভ হইলে জাগরণ-মাত্র ও পরে সেই ভাব ধ্যান করিতে হয়। ইহাদের সমস্তেই স্বপ্নবৎ বাহ্যরুদ্ধ ভাব আলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে হয়।

স্বপ্নে বাহ্য জ্ঞান রুদ্ধ হয় কিন্তু মানস ভাব সকল জ্ঞায়মান হইতে থাকে। নিদ্রাবস্থায় বাহ্য ও মানস উভয় প্রকার বিষয় তমোঽভিভূত হইয়া কেবল জড়তার অস্ফুট অনুভব থাকে। বাহ্য ও মানস রুদ্ধভাবকে আলম্বন করিয়া তাহার ধ্যান করা নিদ্রাজ্ঞানালম্বন। পূর্ব্বোক্ত hypnotic এবং অন্য প্রকৃতি-বিশেষের এরূপ লোক আছে যাহাদের মন সময়ে সময়ে শূন্যবৎ হইয়া যায়, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে বলে সেই সময় তাহাদের মনের কিছু ক্রিয়া ছিল না। তাদৃশ প্রকৃতির লোক যোগেচ্ছু হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এরূপ শূন্যবৎ অন্তর্বাহ্যরোধ-ভাব আয়ত্ত করিয়া ধ্যানাভ্যাস করিলে তাহাদের এই উপায়ে সহজে স্থিতি লাভ হয়।

* প্রকৃতি-বিশেষের লোকের নাসাগ্রাদি কোন লক্ষ্যে স্থির ভাবে চাহিয়া থাকিলে বাহ্য জ্ঞান রুদ্ধ হয় ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহারাই হিপ্‌নটিক প্রকৃতির। বালক-বালিকারা স্ফটিক, দর্পণ, কালি, তৈল বা কোন কৃষ্ণবর্ণ চক্‌চকে দ্রব্যের দিকে চাহিয়া থাকিলে স্বপ্নবৎ নানা পদার্থ দেখিতে ও শুনিতে পায় সে সময় দেব দেবী প্রভৃতি যাহা কিছু তাহাদের দেখান যাইতে পারে।

যথাভিমতধ্যানাদ্ বা। ৩৯।

ভাষ্যম্—যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়েৎ, তত্র লব্ধস্থিতিকমন্যত্রাপি স্থিতিপদং লভত ইতি। ৩৯।

৩৯। "যথাভিমত ধ্যান হইতেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ করে"॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—যাহা অভিমত তাহা ধ্যান করিবে। তাহাতে স্থিতিলাভ করিলে অন্যত্রও স্থিতিপদ লাভ হয়। (১)

টীকা ৩৯। (১) চিত্তের এই স্বভাব যে তাহা কোন এক বিষয়ে যদি স্থৈর্য্য লাভ করে, তবে অন্য বিষয়েও করিতে পারে। ঘটে এক ঘণ্টা চিত্ত স্থির করিতে পারিলে পর্ব্বতেও এক ঘণ্টা স্থির করা যায়। অতএব যথাভিমত ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়া পরে তত্ত্বসকলে সমাহিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানক্রমে কৈবল্য-সিদ্ধি হইতে পারে।

পরমাণু-পরমমহত্ত্বান্তোঽস্যবশীকারঃ। ৪০।

ভাষ্যম্—সূক্ষ্মে নিবিশমানস্য পরমাণ্বন্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি স্থূলে নিবিশমানস্য পরমমহত্ত্বান্তং স্থিতিপদং চিত্তস্য। এবং তাং উভয়ীং কোটিমনুধাবতো যোঽস্যাঽপ্রতিঘাতঃ স পরো বশীকারঃ, তদ্বশীকারাৎ পরিপূর্ণং যোগিনশ্চিত্তং ন পুনরভ্যাসকৃতং পরিকর্ম্মাপেক্ষতে ইতি। ৪০।

৪০। "পরমাণু পর্য্যন্ত ও পরমমহত্ত্ব পর্য্যন্ত (বস্তুতে স্থিতি সম্পাদন করিলে) চিত্তের বশীকার হয়"॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—সূক্ষ্ম বস্তুতে নিবিশমান হইয়া পরমাণু পর্য্যন্ততে স্থিতিপদ লাভ করে। সেইরূপ স্থূলে নিবিশমান হইয়া পরম মহত্ত্ব পর্য্যন্ত বস্তুতে স্থিতিপদ লাভ করে। এই উভয় পক্ষ অনুধাবন করিতে করিতে চিত্তের যে অপ্রতিবদ্ধতা হয়, তাহা পরম বশীকার। সেই বশীকার হইতে চিত্ত পরিপূর্ণ (স্থিতিসাধনাকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত) হয়, তখন আর অভ্যাসান্তর-সাধ্য পরিকর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না॥ (১)

টীকা—৪০। (১) শব্দাদি গুণের পরমাণু তন্মাত্র। তন্মাত্র শব্দাদি গুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা। তন্মাত্রের গ্রাহক যে করণ শক্তি এবং তন্মাত্রের যে গ্রহীতা, ইহারা সমস্তই পরমাণু ভাব।

অস্মিতাধ্যানে যে অনন্তবৎ ভাব হয় তাহা (তাহার করণরূপা বুদ্ধি) এবং মহান্ আত্মা (গ্রহীতৃরূপ) ইহারা পরম মহান্ ভাব। মহাভূত সকলও পরম মহান্ স্থূল ভাব।

কোন এক বিষয়ে স্থিতি অভ্যাস করিয়া স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তকে যোগের প্রণালীক্রমে পরমাণু ও পরম মহান্ বিষয়ে বিধৃত করিতে পারিলে সেই অবস্থাকে বশীকার বলে। চিত্ত বশীকৃত হইলে তখন সবীজধ্যানাভ্যাস সমাপ্ত হয় এবং তখন বিরামাভ্যাস পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ভাষ্যম্‌—অথ লব্ধস্থিতিকস্য চেতসঃ কিংস্বরূপা কিংবিষয়া বা সমাপত্তিরিতি? তদুচ্যতে—

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থ-তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ। ৪১।

ক্ষীণবৃত্তেরিতি প্রত্যস্তমিতপ্রত্যয়স্যেত্যর্থঃ। অভিজাতস্যেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপাদানম্‌। যথা স্ফটিক উপাশ্রয়ভেদাৎ তত্তদ্রূপোপরক্ত উপাশ্রয়রূপাকারেণ নির্ভাসতে, তথা গ্রাহ্যালম্বনোপরক্তং চিত্তং গ্রাহ্যসমাপন্নং গ্রাহ্যস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে, ভূতসূক্ষ্মোপরক্তং ভূতসূক্ষ্মসমাপন্নং ভূতসূক্ষ্মস্বরূপাভাসং ভবতি, তথা স্থূলালম্বনোপরক্তং স্থূলরূপসমাপন্নং স্থূলরূপাভাসং ভবতি, তথা বিশ্বভেদোপরক্তং বিশ্বভেদসমাপন্নং বিশ্বরূপাভাসং ভবতি। তথা গ্রহণেষ্বপি ইন্দ্রিয়েষ্বপি দ্রষ্টব্যম্‌, গ্রহণালম্বনোপরক্তং গ্রহণসমাপন্নং গ্রহণস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা গ্রহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্তং গ্রহীতৃ পুরুষ সমাপন্নং গ্রহীতৃ পুরুষ-স্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা মুক্তপুরুষা-লম্বনোপরক্তং মুক্তপুরুষসমাপন্নং মুক্তপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তদেবং অভিজাতমণিকল্পস্য চেতসো গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেষু যা তৎস্থতদঞ্জনতা তেষু স্থিতস্য তদাকারাপত্তিঃ সা সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে। ৪১।

৪১। স্থিতি প্রাপ্ত (১) চিত্তের কিরূপ ও কি বিষয়া সমাপত্তি হয়, তাহা কথিত হইতেছে। "ক্ষীণবৃত্তিক চিত্তের অভিজাত (সুনির্ম্মল) মণির ন্যায় যে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যেতে তৎ-স্থিততা ও তদঞ্জনতা তাহা সমাপত্তি॥ সূ (২)

ভাষ্যানুবাদ—ক্ষীণবৃত্তির অর্থাৎ প্রত্যয় সকল প্রত্যস্তমিত হইয়াছে এরূপ চিত্তের। "অভিজাতমণি" এই দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যেমন স্ফটিকমণি উপাধিভেদে উপাধির রূপের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া উপাধির আকারে ভাসমান হয়, সেইরূপ গ্রাহ্যালম্বনে উপরক্ত চিত্ত গ্রাহ্য-স্বরূপাকারে প্রভাসিত হয় (৩)। সূক্ষ্মভূতোপরক্ত চিত্ত তাহাতে সমাপন্ন হইয়া সূক্ষ্মভূতের স্বরূপ-ভাসক হয়। সেইরূপ স্থূলালম্বনোপরক্ত চিত্ত স্থূলাকারে সমাপন্ন হইয়া স্থূলস্বরূপভাসক হয়। তেমনি বিশ্বভেদোপরক্ত চিত্ত বিশ্বভেদসমাপন্ন হইয়া বিশ্বভেদভাসক হয়। সেইরূপ গ্রহণেতেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েতেও দ্রষ্টব্য—গ্রহণালম্বনোপরক্ত চিত্ত গ্রহণসমাপন্ন হইয়া গ্রহণ-স্বরূপাকারে নির্ভাসিত হয়। সেইরূপ গ্রহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্ত চিত্ত গ্রহীতৃপুরুষস্বরূপাকারে নির্ভাসিত হয়। তেমনি মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্ত চিত্ত মুক্তপুরুষসমাপন্ন হইয়া মুক্তপুরুষাকারে নির্ভাসিত হয়। এইরূপ অভিজাতমণিকল্পচিত্তের গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যতে অর্থাৎ পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেতে যে তৎস্থতদঞ্জনতা অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত হইয়া তদাকারতাপ্রাপ্তি তাহাকে সমাপত্তি বলা যায়।

টীকা—৪১। (১) স্থিতি প্রাপ্ত=একাগ্র ভূমি প্রাপ্ত। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধানাদি সাধন অভ্যাস করিয়া চিত্তকে যখন সহজে সর্ব্বদা অভীষ্ট বিষয়ে নিশ্চল রাখা যায়, তখন তাহাকে স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্ত বলা যায়। স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তের সমাধির নাম সমাপত্তি। শুদ্ধ সমাধি হইতে সমাপত্তির ইহাই ভেদ। সমাপত্তিরূপ প্রজ্ঞাই সম্প্রজ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। বৌদ্ধেরাও সমাপত্তি শব্দ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহার অর্থ ঠিক এইরূপ নহে।

৪১। (২) সমাপত্তিপ্রাপ্ত চিত্তের যত প্রকার ভেদ আছে বা হইতে পারে তাহা ভগবান্‌ সূত্রকার এই কয়েকটী সূত্রে বিবৃত করিয়াছেন।

বিষয়ভেদে সমাপত্তি ত্রিবিধঃ—গ্রহীতৃবিষয়, গ্রহণবিষয় ও গ্রাহ্যবিষয়। আর সমাপত্তির

প্রকৃতিভেদেও সবিচারা আদি ভেদ হয়। যোগিরা বিভাগের বাহুল্য ত্যাগ করিয়া একত্র প্রকৃতি ও বিষয় অনুসারে সমাপত্তির বিভাগ করেন তাহা যথাঃ—সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার নির্ব্বিচার। ইহাদের ভেদ কোষ্ঠক করিয়া দেখান যাইতেছে—

প্রকৃতি	বিষয়	সমাপত্তি
(১) শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণ	স্থূল (গ্রাহ্য)	সবিতর্কা—(বিতর্কানুগত)।
(২) ঐ ঐ	সূক্ষ্ম (গ্রাহ্য, গ্রহণ, গ্রহীতা)	সবিচার (বিচারানুগত)।
(৩) স্মৃতি পরিশুদ্ধি হইলে, স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা	স্থূল (গ্রাহ্য)	নির্ব্বিতর্কা (বিতর্কানুগত)।
(৪) ঐ ঐ	সূক্ষ্ম (গ্রাহ্য গ্রহণ, গ্রহীতা)	নির্ব্বিচার (বিচারানুগত)—সূক্ষ্ম, সানন্দ, সাস্মিত।

বিতর্ক বিচারের বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নির্ব্বিতর্কাদির বিষয় অগ্রে বিবৃত হইবে।

যাহা সম্যক্ নিরুদ্ধ হয় নাই তাদৃশ চিত্তের দ্বারা যত প্রকার ধ্যান হইতে পারে তাহা সমস্তই এই সমাপত্তি সকলের মধ্যে পড়িবে। কারণ, গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা ছাড়া আর কিছু ব্যক্ত ভাব পদার্থ নাই যাহার ধ্যান হইবে। আর বিতর্ক ও বিচার পদার্থের আনুগত্য ব্যতীতও ধ্যান সম্ভব নহে।

প্রাচীন কাল হইতে অনেক বাদী নূতন নূতন ধ্যান উদ্ভাবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু তাহাতে কাহারও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সকলকেই এই পরমর্ষিকথিত ধ্যানের মধ্যে পড়িতে হইবেই হইবে।

বৌদ্ধেরা অষ্ট প্রকার সমাপত্তি গণন করেন। তাহা এরূপ ন্যায়ানুগত বিভাগ নহে। তাহারা নিজেদের নির্ব্বাণকে উক্ত সমাপত্তির উপরে স্থাপন করেন। কিন্তু সম্যগ্‌ দর্শনের অভাবে বৈনাশিক বৌদ্ধেরা প্রকৃতিলীনতা পর্য্যন্তই লাভ করিতে পারিবেন।

৪১। (৩) সমাপত্তি (অর্থাৎ অভ্যাস হইতে ধ্যেয় বিষয়ে সাহজিকের মত তন্ময় ভাব) কি, তাহা সূত্রকার ও ভাষ্যকার বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সমাপত্তি সকলের উদাহরণ দিয়াছেন। গ্রাহ্যবিষয়ক সমাপত্তি ত্রিবিধ (১ম) বিশ্ব ভেদ অর্থাৎ ভৌতিক বা গোঘটাদি অসংখ্য ভৌতিক পদার্থ-বিষয়ক। (২য়) স্থূল ভূত বা ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূততত্ত্ব-বিষয়ক। (৩য়) সূক্ষ্ম ভূত বা শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র বিষয়ক।

গ্রহণ-বিষয়ক সমাপত্তি বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়-বিষয়ক। তন্মধ্যে বাহেন্দ্রিয় ত্রিবিধ ; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। অন্তরেন্দ্রিয়—বাহেন্দ্রিয়ের নেতা মন। ইহারা সকলেই মূল অন্তঃকরণত্রয়ের বিকারস্বরূপ। বুদ্ধি, অহং ও হৃদয়াখ্য মনই মূল অন্তঃকরণত্রয়।

গ্রহীতৃবিষয়ক সমাপত্তি—প্রাগুক্ত সাস্মিত ধ্যান। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে সবীজ সমাধির বিষয় যে গ্রহীতা তাহা স্বরূপগ্রহীতা বা পুরুষতত্ত্ব নহে। তাহা বুদ্ধিতত্ত্ব। সেই বুদ্ধি, পুরুষের সহিত একত্ববুদ্ধি (দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা); তজ্জন্য তাহা ব্যবহারিক দ্রষ্টা বা গ্রহীতা। চিত্তেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ লীন না হইলে পুরুষে স্থিতি হয় না। সুতরাং যখন বৃত্তিসারূপ্য

থাকে, তখনকার অবিশুদ্ধ দ্রষ্টৃভাবই এই ব্যবহারিক দ্রষ্টা। "জ্ঞানের জ্ঞাতা আমি" এবম্বিধ ভাবই তাহার স্বরূপ। জ্ঞান সম্যক্ নিরুদ্ধ হইলে যে শান্তির-জ্ঞাতা স্বস্বরূপে থাকেন তিনিই পুরুষ বা স্বরূপদ্রষ্টা।

এতদ্ব্যতীত ঈশ্বর-সমাপত্তি, মুক্তপুরুষ-সমাপত্তি প্রভৃতি যে সব সমাপত্তি হইতে পারে, তাহারা গ্রাহ্য, গ্রহণ, ও গ্রহীতা এই ত্রিবিষয়ক সমাপত্তির অন্তর্গত। ঈশ্বরাদির মূর্ত্তি বা মন বা আমিত্ব যাহা আলম্বন করিয়া সমাপন্ন হওয়া যায়, তাহা হইতে সেই সমাপত্তিও যথাযোগ্য বিভাগে পড়িবে।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ। ৪২

ভাষ্যম্—তদ্‌যথা গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানম্ ইত্যবিভাগেন বিভক্তানামপি গ্রহণং দৃষ্টম্। বিভজ্যমানাশ্চান্যে শব্দধর্ম্মা অন্যে অর্থধর্ম্মা অন্যে বিজ্ঞানধর্ম্মা ইত্যেতেষাং বিভক্ত পন্থাঃ। তত্র সমাপন্নস্য যোগিনো যো গবাদ্যর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সমারূঢ়ঃ স চেৎ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ উপাবর্ত্ততে সা সঙ্কীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্যুচ্যতে। ৪২।

৪২। "তাহাদের মধ্যে শব্দার্থজ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণা বা মিশ্রা যে সমাপত্তি তাহা সবিতর্কা।"॥ সূ (১)

ভাষ্যানুবাদ—তাহা যথা—"গো" এই শব্দ, "গো" এই অর্থ, "গো" এই জ্ঞান, ইহাদের (শব্দ অর্থ ও জ্ঞানের) বিভাগ থাকিলেও (সাধারণতঃ) ইহারা অবিভাগরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। বিভজ্যমান হইলে "ভিন্ন শব্দধর্ম্ম." "ভিন্ন অর্থ ধর্ম্ম" ও "ভিন্ন বিজ্ঞানধর্ম্ম" এই রূপে ইহাদের বিভিন্নমার্গ দেখা যায়। তাহাতে (বিকল্পিত গবাদি অর্থে) সমাপন্ন যোগীর সমাধিপ্রজ্ঞাতে যে গবাদি অর্থ সমারূঢ় হয় তাহা যদি শব্দ অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা অনুবিদ্ধরূপে উপস্থিত হয়, তবে সেই সংকীর্ণা সমাপত্তিকে সবিতর্কা বলা যায়।

টীকা—৪২। (১) সমাপত্তি ও প্রজ্ঞা অবিনাভাবী। অতএব সমাধিপ্রজ্ঞাবিশেষকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। তর্ক শব্দের প্রাচীন অর্থ শব্দময় চিন্তা। বিতর্ক = বিশেষ তর্ক। যে সমাধি প্রজ্ঞাতে বিতর্ক থাকে, তাহাই সবিতর্কা সমাপত্তি।

তর্ক বা বাক্যময় চিন্তা। তাহা বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে তাহাতে শব্দ অর্থ ও জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র অবস্থা পাওয়া যায়। মনে কর "গো" এই শব্দ বা নাম। তাহার অর্থ চতুষ্পদজন্তুবিশেষ। গো পদার্থের যাহা জ্ঞান, তাহা আমাদের অভ্যন্তরে হয়। গরুর সহিত তাহার একত্ব নাই, এবং গো এই নামের সহিতও গো-জ্ঞান এবং গো-জন্তুর একত্ব নাই; কারণ যে কোন নামই গো বাচক হইতে পারে। অতএব নাম পৃথক্, অর্থ পৃথক্ এবং জ্ঞান (বিজ্ঞান ধর্ম্ম) পৃথক্। কিন্তু সাধারণ অবস্থায়, যে নাম সেই নামী এবং তাহাই নাম-নামীর জ্ঞান এরূপ প্রতিভাতি হয়। বাস্তবিক একত্ব না থাকিলেও, 'গো' এই শব্দের জ্ঞানানুপাতী যে একত্বজ্ঞান তাহা বিকল্প (১।৯ সূ দ্রষ্টব্য)। অতএব আমাদের সাধারণ চিন্তা শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণা চিন্তা। ইহাতে বিকল্পরূপ ব্যবহার্য্য ভ্রান্তি অনুস্যুত থাকে বলিয়া এই রূপ চিন্তা অবিশুদ্ধ চিন্তা,এবং ইহা উন্নত সত্যম্ভরা যোগজপ্রজ্ঞার উপযোগী নহে।

তবে প্রথমে এইরূপেই যোগজ প্রজ্ঞা উপস্থিত হয়। ফলত সাধারণ শব্দময় চিন্তার ন্যায় চিন্তা সহকারে যে যোগজপ্রজ্ঞা হয়, তাহাই সবিতর্কাসমাপত্তি।

বক্ষ্যমাণ নির্ব্বিতর্কাদি সমাপত্তির সহিত প্রভেদ দেখাইবার জন্ম সূত্রকার (সাধারণ চিন্তার সদৃশ) এই সমাপত্তিকে বিশ্লেষ পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন। গোবিষয়ে সবিতর্কা সমাপত্তি হইলে গো-সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইবে। সেই প্রজ্ঞা সকল বাক্য-সাধ্য-রূপে আসিবে যথাঃ—'ইহা অমুকের গো' "ইহার গাত্রে এতগুলি লোম আছে" ইত্যাদি।

অবশ্য সমাপত্তির দ্বারা যোগীরা গবাদি সামান্য বিষয়ের প্রজ্ঞামাত্র লাভ করেন না। তত্ত্ব-বিষয়ক প্রজ্ঞালাভই সমাপত্তির মুখ্য ফল। তদ্দ্বারা বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় ও ক্রমশ কৈবল্যলাভ হয়।

ভাষ্যম্—যদাপুনঃ শব্দসঙ্কেতস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ শ্রুতানুমানবিকল্পশূন্যায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থঃ তৎস্বরূপাকারমাত্রতয়ৈব অবচ্ছিদ্যতে সা চ নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ পরং প্রত্যক্ষং তচ্চ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং, ততঃ শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ। নচ শ্রুতানুমান-জ্ঞানসহভূতং তদ্দর্শনং, তস্মাদসঙ্কীর্ণং প্রামাণান্তরেণ যোগিনো নির্ব্বিতর্ক-সমাধিজং দর্শনমিতি, নির্ব্বিতর্কায়াঃ সমাপত্তে রস্যাঃ সূত্রেণ লক্ষণং দ্যোত্যতে।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা। ৪৩।

শব্দসঙ্কেতশ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ গ্রাহ্যস্বরূপোপরক্তা প্রজ্ঞা স্বমিব প্রজ্ঞারূপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্ত্বা পদার্থমাত্রস্বরূপা গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নেব ভবতি সা নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতম্। তস্যা একবুদ্ধ্যুপক্রমো হি অর্থাত্মা অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ। স চ সংস্থানবিশেষো ভূতসূক্ষ্মানাং সাধারণো ধর্ম্ম আত্মভূতঃ ফলেন ব্যক্তেনানুমিতঃ স্বব্যঞ্জ-কাঞ্জনঃ প্রাদুর্ভবতি ধর্ম্মান্তরোদয়ে চ তিরোভবতি, স এষ ধর্ম্মোঽবয়বীত্যুচ্যতে, যোঽসাবেকশ্চ মহাংশ্চাণীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়াধর্ম্মকশ্চানিত্যশ্চ তেনাবয়বিনা ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে। যস্য পুনরবস্তুকঃ স প্রচয়বিশেষঃ সূক্ষ্মং চ কারণ মনুপলভ্যমবিকল্পস্য তস্যাবয়ব্যাভাবাৎ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানমিতি প্রায়েণ সর্ব্বমেব প্রাপ্তং মিথ্যাজ্ঞানমিতি, তদা চ সম্যগ্‌জ্ঞানমপি কিং স্যাদ্‌ বিষয়াভাবাদ্‌ যদ্‌ যদুপলভ্যতে, তত্তদবয়বিত্বেনাঘ্রাতং (আম্নাতং), তস্মাদস্ত্যবয়বী যো মহত্ত্বাদিব্যবহারাপন্নঃ সমাপত্তের্নির্ব্বিতর্কায়া বিষয়ো ভবতি। ৪৩।

ভাষ্যানুবাদ—আর শব্দ-সঙ্কেতের স্মৃতি (১) অপনীত হইলে, শ্রুতানুমানজ্ঞানকালীন যে বিকল্প তদ্বিহীনা, সমাধিপ্রজ্ঞাতে স্বরূপমাত্রে অবস্থিত যে বিষয়, তাহা স্বরূপাকারমাত্রেতেই (যখন) পরিচ্ছন্ন হইয়া ভাসিত হয়, (তখন) নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। তাহা পরম প্রত্যক্ষ এবং তাহা শ্রুতানুমানের বীজ, তাহা হইতে শ্রুতানুমান প্রবর্ত্তিত হয় (২)। সেই পরম প্রত্যক্ষ শ্রুতানুমানের সহভূত নহে। সুতরাং যোগীদের নির্বিতর্কসমাধিজাত দর্শন (প্রত্যক্ষ-ব্যতীত) অপর প্রমাণের দ্বারা অসঙ্কীর্ণ। এই নির্বিতর্কা সমাপত্তির লক্ষণ সূত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

৪৩।—"স্মৃতিপরিশুদ্ধি হইলে স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা (৩) সমাপত্তি নির্বিতর্কা।॥ সূ

শব্দসঙ্কেতের ও শ্রুতানুমান জ্ঞানের বিকল্পস্মৃতি অপগত হইলে গ্রাহ্যস্বরূপপরক্ত যে প্রজ্ঞা নিজের গ্রহণাত্মক, প্রজ্ঞাস্বরূপকে যেন ত্যাগ করিয়া পদার্থমাত্রাকারা হইয়া গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নের ন্যায় হইয়া যায়, তাহা নির্বিতর্কা সমাপত্তি। (সূত্র পাতনিকায়) সেই রূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহার (নির্বিতর্ক-সমাপত্তির) গবাদি বা ঘটাদি বিষয়—এক বুদ্ধ্যারম্ভক, অর্থাত্মক

(দৃশ্য স্বরূপ) আর অণুপ্রচয়বিশেষাত্মক (৪)। এই সংস্থানবিশেষ (৫) সূক্ষ্মভূতসকলের সাধারণ ধর্ম্ম, আত্মভূত অর্থাৎ সর্ব্বদাই সূক্ষ্মভূতরূপ স্বকারণানুগত, তাহার (বিষয়ের) অনুভব-ব্যবহারাদিরূপ ব্যক্ত কার্য্যের দ্বারা অনুমিত, নিজের অভিব্যক্তিহেতু দ্রব্যের দ্বারা অভিব্যজ্যমান হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়। আর ধর্ম্মান্তরোদয়ে তাহার (সংস্থানবিশেষের) তিরোভাব হয়। এই ধর্ম্মকে অবয়বী বলা যায়। যাহা এক, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ক্রিয়াধর্ম্মক ও অনিত্য তাহাকেই অবয়বী বলিয়া ব্যবহার করা যায়। যাহাদের মতে সেই প্রচয়বিশেষ অবস্তুক, তাহাদের মতে (অবয়বিরূপ) নির্ব্বিতর্ক সমাধির বিষয়ভূত সূক্ষ্মকারণ প্রত্যক্ষাগোচর। (অতএব অবয়বীর অভাবে জ্ঞান মিথ্যা, যেহেতু তাহা অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ (নিরবয়বী-প্রতিষ্ঠ) । এইরূপে (৬) প্রায় সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা জ্ঞান হইয়া যায়। এই প্রকার হইলে বিষয়াভাবহেতু সম্যক্ জ্ঞান কি হইবে ? কারণ যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় তাহাই অবয়বিত্ব-ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত। সেই কারণে যাহা মহত্ত্বাদিব্যবহারাপন্ন নির্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয়, তাদৃশ অবয়বী আছে।

টীকা—৪৩। (১) প্রথমে সবিতর্ক জ্ঞান হইতে নির্ব্বিতর্ক জ্ঞানের ভেদ বুঝিলে এই ভাষ্য বুঝা সুগম হইবে।

সাধারণত শব্দ (নাম) জ্ঞানের সহিত অর্থের স্মরণ হয়, এবং অর্থের জ্ঞানের সহিত নাম (জাতিগত বা ব্যক্তিগত) স্মরণ হয়। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের পরস্পর অবিনাভাবিভাবে চিন্তা হয়। কিন্তু শব্দ পৃথক্ সত্তা ও অর্থ পৃথক্ সত্তা। কেবল সঙ্কেত পূর্ব্বক ব্যবহারজনিত সংস্কারবশেই উভয়ের স্মৃতিসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। শব্দ ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থমাত্র চিন্তা করা অভ্যাস করিতে করিতে সেই স্মৃতিসাঙ্কর্য্য নষ্ট হয়। তখন শব্দ ব্যতীতও অর্থ চিন্তা করা যায়। ইহার নাম শব্দ-সঙ্কেত-স্মৃতি-পরিশুদ্ধি। ইহা অনুভব করা দুষ্কর নহে।

এইরূপে শব্দের সহায় ব্যতীত যে জ্ঞান তাহাই যথার্থ (যথা-অর্থ) জ্ঞান। কারণ, শব্দের দ্বারা বস্তুত অনেক অসত্তাকে সর্ব্বদা আমরা সত্তা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। মনে কর আমরা বলি "কাল অনাদি অনন্ত।" ইহা সত্যরূপে ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু অনাদি ও অনন্ত অভাব পদার্থ। তাহাদের কখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবার যো নাই। আর কালও কেবল অধিকরণস্বরূপ। অনাদি, অনন্ত, কাল ইত্যাদি শব্দ হইতে একপ্রকার জ্ঞান (অর্থাৎ বিকল্প) হয় বটে, কিন্তু বস্তুত জ্ঞানগোচর করিবার কোন বস্তু তাহার মূলে নাই। অতএব শব্দ-সহায়ক জ্ঞান বহু স্থলে অলীক বিকল্পমাত্র। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞান সত্য নহে, কিন্তু সত্যের আভাসমাত্র। আগম ও অনুমান প্রমাণ শব্দ-সহায়ক জ্ঞান, সুতরাং আগম ও অনুমানের দ্বারা প্রমিত সত্য সকল সত্যাভাস মাত্র। মনে কর আগম ও অনুমানের দ্বারা প্রমাণ হইল 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। সত্য অর্থে যথার্থ। 'যথার্থ' 'অনন্ত' ইত্যাদি শব্দের অর্থ ধারণার (ধারণা= ঐন্দ্রিয়িক ও মানস প্রত্যক্ষ) যোগ্য নহে ; সুতরাং ঐ ঐ শব্দ ছাড়া 'অন্ত না থাকা' 'যথা ভূত হওয়া' ইত্যাদি রূপ কোন অর্থ (ধ্যেয় বিষয়) থাকে না যাহা সাক্ষাৎকার হইবে। বস্তুত ঐ শব্দ সকলের সহিত বাচক ব্রহ্মের কিছু সম্পর্ক নাই। ঐ শব্দ সকল ভুলিলে তবে ব্রহ্ম পদার্থের উপলব্ধি হয়।

অতএব শ্রুতানুমানজনিত জ্ঞান ও সাধারণ শব্দসহায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান সত্যাভাস মাত্র। উহারা বস্তুত সত্যজ্ঞান নহে, কিন্তু শব্দ-সহায়-শূন্য কেবল অর্থ-মাত্র-নির্ভাসক যে নির্ব্বিতর্ক জ্ঞান তাহাই প্রকৃত সত্য জ্ঞান।

৪৩। (২) নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার উভয়ই এক জাতীয় দর্শন। পরমার্থসাক্ষাৎকারী

ঋষিরা তাদৃশ নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার জ্ঞান লাভ করিয়া শব্দের দ্বারা (অর্থাৎ সবিতর্কভাবে) উপদেশ করাতে প্রচলিত, পরমার্থ এবং তত্ত্ব-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা ও যুক্তি-স্বরূপ, মোক্ষশাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

৪৩। (৩) স্বরূপশূন্যের ন্যায়=আমি জানিতেছি এইরূপ ভাব-শূন্যের ন্যায় অর্থাৎ এইরূপ ভাব সম্যক্ বিস্মৃত হইয়া। স্ব+রূপ=স্বরূপ; স্ব=গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞা; সেই প্রজ্ঞারূপ=স্বরূপ। অর্থাৎ প্রজ্ঞেয় বিষয়ে অতিমাত্র স্থিতিবশত যখন আমি প্রজ্ঞাতা বা আমি 'প্রজানন' করিতেছি, এরূপ ভাবের সম্যক্ বিস্মৃতি হয়, তখনই অর্থমাত্রনির্ভাসা স্বরূপশূন্যের ন্যায় প্রজ্ঞা হয়।

শব্দাদিপূর্ব্বক বিষয় প্রজ্ঞাত হইতে থাকিলে নানা করণের ক্রিয়া বা ক্রিয়াসংস্কার থাকে বলিয়া তখন সম্যক্ আত্মবিস্মৃতি বা স্বরূপশূন্যের ন্যায় ভাব ঘটে না।

শঙ্কা হইতে পারে সমাধি 'যখন তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব' তখন সবিতর্কা সমাপত্তি কি সমাধি নয়? হাঁ, সবিতর্কা সমাপত্তি সমাধি মাত্র নহে; কিন্তু তাহা সমাধিজা প্রজ্ঞার স্থিতিরূপ অবস্থা। সমাধি স্বরূপশূন্যের ন্যায় হইলেও তৎপূর্ব্বক যে প্রজ্ঞা হয় সেই প্রজ্ঞা শব্দসহায়া হইতে পারে। ফলতঃ সেই শব্দসহায়া সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা যখন সদা চিত্ত পূর্ণ থাকে, তখন সেই অবস্থাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। আর যখন শব্দাদি-নির্মুক্ত-সমাধির অনুরূপ, স্বরূপশূন্যের ন্যায়, জ্ঞানাবস্থার সংস্কার সকল প্রচিত হইয়া চিত্তকে পূর্ণ করে, তখন তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। অতএব সমাধির ছাপসংগ্রহরূপ অবস্থাই নির্ব্বিতর্কা; আর সমাধিজ্ঞ জ্ঞানকে পুনঃ ভাষার দ্বারা জানিয়া রাখা সবিতর্কা।

৪৩। (৪) নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তির যাহা বিষয় অর্থাৎ নির্ব্বিতর্কাতে স্থূল বিষয়ের যেরূপ ভাবে জ্ঞান হয়, তাহাই স্থূলের চরম সত্যজ্ঞান। স্থূলবিষয় আর তদপেক্ষা উত্তমরূপে জানা যায় না। কারণ চিত্তেন্দ্রিয় সম্যক্ স্থির করিয়া ও বিকল্পশূন্য করিয়া নির্ব্বিতর্ক জ্ঞান হয়, সুতরাং তাহা স্থূলবিষয়ক চরম সত্যজ্ঞান। সাংখ্যমতে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ সৎ কিন্তু বিকারশীল। বিকারশীল বলিয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্নরূপে সৎ বলিয়া জ্ঞাত হইতে থাকে। তাহারা কখনও অসৎ হয় না এবং অসৎ ছিল না। তজ্জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদাই সত্য বলা যাইতে পারে। অবশ্য যাহা যে অবস্থায় সদ্রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা সেই অবস্থায় সত্য। আর, এক পদার্থকে অন্য জ্ঞান করা বিপর্য্যয় বা মিথ্যা। মিথ্যা অর্থে অসৎ নহে। স্থূল পদার্থ সাধারণত যে অবস্থায় সদ্রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা (জ্ঞানশক্তির) অতি চঞ্চল ও সমল অবস্থা; সুতরাং সাধারণ অবস্থায় প্রায়ই এক পদার্থকে অন্যরূপে জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান হয়। কিন্তু নির্ব্বিতর্ক সমাধি স্থূলবিষয়িনী জ্ঞান শক্তির অতিমাত্র স্থির ও স্বচ্ছ অবস্থা; সুতরাং তাহাতে যে জ্ঞান হয় তাহা তদ্বিষয়ক চরম সত্য জ্ঞান।

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান নিরাকৃত হয়, তখনই তাহা সত্য বলিয়া ও পূর্ব্বজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হয়। কিন্তু নির্বিতর্ক সমাধিজ্ঞান যখন (স্থূল বিষয় সম্বন্ধে) সূক্ষ্মতম জ্ঞান; তখন আর তাহা নিরাকৃত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং তাহা তদ্বিষয়ক চরম সত্য জ্ঞান।

যে বৈনাশিক বৌদ্ধেরা বাহ্য পদার্থকে মূলতঃ শূন্য বা অসৎ বলেন, তাহাদের অযুক্ততা ভাষ্যকার দেখাইতেছেন। পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে প্রথমে পদ সকলের অর্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে। একবুদ্ধ্যারম্ভক='ইহা এক' এইরূপ বুদ্ধির আরম্ভক বা জনক। অর্থাৎ যদিও বিষয়সকল বহু অবয়বসমষ্টি তথাপি তাহারা "ইহা এক অবয়বী" এইরূপে বোধগম্য হয়।

অর্থাত্মা=দৃশ্যস্বরূপ। অর্থাৎ বিষয়ের পৃথক্ সত্তা আছে। তাহা বৈনাশিকদের মতের

বিজ্ঞানধর্ম্মমাত্র নহে অথবা শূন্যাত্মা নহে। অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা—প্রত্যেক বিষয় অন্য বিষয় হইতে ভিন্ন বা বিশিষ্ট এক একটী অণুসমষ্টি।

নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয় যে গবাদি (চেতন ভূত) বা ঘটাদি, তাহা উক্ত তিন লক্ষণাক্রান্ত সৎ পদার্থ। অর্থাৎ অণুর সমষ্টিভূত এক একটি বিষয় যাহা নির্ব্বিতর্কার দ্বারা প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারা অলীক (বৌদ্ধ মতের) পদার্থ নহে কিন্তু সত্য পদার্থ।

৪৩। (৫) ভূতসূক্ষ্মের সংস্থান বিশেষ, আত্মভূত ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা প্রাগুক্ত অবয়বীর বিষয় ভাষ্যকার বিশদ করিয়াছেন। এই সব হেতুগর্ভ বিশেষণের দ্বারা এতৎসম্বন্ধীয় ভ্রান্ত মতও নিরসিত হইয়াছে।

ঘটের উদাহরণ গ্রহণপূর্ব্বক ইহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। একটী ঘট শব্দাদি পরমাণুর সংস্থানবিশেষস্বরূপ। আর তাহা শব্দাদি পরমাণুর সাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি প্রত্যেক তন্মাত্রেরই ঘটাকার ধর্ম্ম। ঘটের যে ঘটরূপ, ঘটরস, ঘটস্পর্শ ইত্যাদি ধর্ম্ম, তাহা ইতরনিরপেক্ষ এক একটী তন্মাত্রের ধর্ম্ম। রূপ ধর্ম্ম স্পর্শাদিসাপেক্ষ নহে, স্পর্শধর্ম্মও সেইরূপ শব্দাদি-তন্মাত্রসাপেক্ষ নহে, ইত্যাদি। ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে যে বস্তুত ঘট শব্দরূপাদিপরমাণু * হইতে উৎপন্ন এক সম্পূর্ণ অতিরিক্ত দ্রব্য নহে কিন্তু তাহা সেই পরমাণু সকলের "আত্মভূত" বা অনুগত দ্রব্য, অর্থাৎ শব্দাদি গুণ যেমন পরমাণুতে আছে, তদ্রূপ ঘটেও আছে। অতএব ঘটধর্ম্ম বস্তুত পরমাণু ধর্ম্মের অনুগত। পাষাণময় পর্ব্বত ও পাষাণে যেরূপ সম্বন্ধ, ঘটে ও পরমাণুতেও সেইরূপ সম্বন্ধ। অন্যচ্চ যদিও ঘট শব্দাদি পরমাণু আত্মক, তথাপি তাহা যে ঠিক পরমাণু নহে, কিন্তু পরমাণুর সংস্থান-বিশেষ, তাহা "ব্যক্ত ফলের দ্বারা অনুমিত হয়"। অর্থাৎ ঘট ইত্যাকার অনুভব ও ঘটের ব্যবহারের দ্বারা ঘট যে পরমাণু মাত্র নহে, তাহা অনুমান করাইয়া দেয়।

আর ঘট স্বব্যঞ্জক নিমিত্ত সকলের দ্বারা (যেমন কুলালচক্র কুম্ভকারাদি) অঞ্জিত বা ব্যক্ত রূপে প্রাদুর্ভূত হয়, এবং যথাযোগ্য নিমিত্তের (যেমন চূর্ণীকরণ) দ্বারা অন্য চূর্ণরূপ ধর্ম্ম উদয় হইলে ঘট আর ব্যক্ত থাকে না।

অতএব ঘট নামক অবয়বীকে (এবং তজ্জাতীয় সমস্ত স্থূল পদার্থকে, সুতরাং স্থূল শব্দাদি গুণকে) নিম্নলিখিত লক্ষণে লক্ষিত করা বিধেয়:—এক, মহান্ বা অণীয়ান্ (অর্থাৎ বড় বা অপেক্ষাকৃত ছোট), স্পর্শবান্ বা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, ক্রিয়াধর্ম্মক বা অবস্থান্তর-প্রাপক-ক্রিয়াশীলতা-যুক্ত (ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়ক অনুভবের বিষয়), অতএব অনিত্য বা আবির্ভাব ও তিরোভাব-লক্ষণক।

এই সকল লক্ষণে লক্ষিত পদার্থই স্থূল অবয়বিরূপে সর্ব্বদাই আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ইহাই নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তির বিষয়। নির্ব্বিতর্ক সমাধির দ্বারা অবয়বী যেরূপ ভাবে বিজ্ঞাত হয়, তাহাই তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান।

৪৩। (৬) বৈনশিকবৌদ্ধমতে ঘটাদি পদার্থ রূপ-ধর্ম্ম-মাত্র, আর রূপধর্ম্ম মূলতঃ শূন্য; সুতরাং ঘটাদিরা মূলত অবস্তু। এরূপ মত সত্য হইলে "সম্যক্ জ্ঞান" কিছুই থাকে না। বৌদ্ধেরা বলেন "রূপী রূপাণি পশ্যতি শূন্যম্" অর্থাৎ সমাপত্তিতে রূপী রূপকে শূন্য দেখেন এই শূন্য অর্থে যদি অবস্তু হয়, তবে রূপ না দেখা (অর্থাৎ জ্ঞানাভাবই) সম্যক্ জ্ঞান হয়; কিন্তু তাহা সর্ব্বথা অন্যায্য। আর, শূন্য, যদি জ্ঞেয় পদার্থ বিশেষ হয় তবে তাহা অবয়বি-বিশেষ হইবে। অতএব সাংখ্যীয় দর্শনই সর্ব্বথা ন্যায্য।

* পরমাণুর বিষয় ২।১৯ সূত্রের ৩য় সংখ্যক টীপ্পণে দ্রষ্টব্য।

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা। ৪৪।

ভাষ্যম্। তত্র ভূতসূক্ষ্মেষু অভিব্যক্তধর্ম্মকেষু দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু যা সমাপত্তিঃ সা সবিচারেত্যুচ্যতে। তত্রাপ্যেকবুদ্ধিনিগ্রাহ্যমেবোদিত-ধর্ম্মবিশিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমালম্বনীভূতং সমাধিপ্রজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতি। যা পুনঃ সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-ধর্ম্মানবচ্ছিন্নেষু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিষু সর্ব্বধর্ম্মাত্মকেষু সমাপত্তিঃ সা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে। এবং স্বরূপং হি তদ্ভূতসূক্ষ্মং এতেনৈব স্বরূপেনালম্বনীভূতমেব সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপমুপরঞ্জয়তি। প্রজ্ঞা চ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রা যদা ভবতি তদা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে, তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া সবিতর্কা নিবিতর্কা চ,সূক্ষ্ম বিষয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা চ, এবমুভয়োরেতয়ৈব নির্ব্বিতর্কয়া বিকল্পহানির্ব্যাখ্যাতা ইতি। ৪৪।

৪৪। ইহার দ্বারা সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা ও নির্ব্বিচারা নামক সমাপত্তিও ব্যাখ্যাত হইল॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। তাহার মধ্যে (১) অভিব্যক্তধর্ম্মক সূক্ষ্মভূতে যে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভবের দ্বারা অবচ্ছিন্না সমাপত্তি হয় তাহা সবিচারা। এই সমাপত্তিতেও একবুদ্ধিনিগ্রাহ্য উদিতধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সূক্ষ্মভূত আলম্বনীভূত হইয়া সমাধিপ্রজ্ঞাতে আরূঢ় হয়। আর শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য এই ধর্ম্মত্রয়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন (২) সর্ব্বধর্ম্মানুপাতী সর্ব্বধর্ম্মাত্মক (সূক্ষ্মভূতে) যে সর্ব্বথা (বা সর্ব্বপ্রকারে) এবং সর্ব্বত সমাপত্তি হয়, তাহা নির্ব্বিচারা। উক্ত-স্বরূপ সূক্ষ্মভূত উক্ত-স্বরূপেই যখন আলম্বনীভূত হইয়া সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপকে উপরঞ্জিত করে, আর যখন সেই প্রজ্ঞা স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা হয়, তখন তাহাকে নির্ব্বিচারা সমাপত্তি বলা যায়। উক্ত সমাপত্তি সকলের মধ্যে মহদ্বস্তুবিষয়া সমাপত্তি (৩) সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা এবং সূক্ষ্মবস্তুবিষয়া সবিচারা ও নির্ব্বিচারা এইরূপে এই নির্ব্বিতর্কার দ্বারা তাহার নিজের ও নির্ব্বিচারার বিকল্পশূন্যতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা—৪৪। (১) সবিচার কি, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (১।৪১)। এখানে বিশেষ যাহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। অভিব্যক্তধর্ম্মক=যাহা ঘটদিরূপে অভিব্যক্ত। যাহা শান্তরূপে অনভিব্যক্ত, তাদৃশ নহে। অতএব সূক্ষ্মভূতে সমাহিত হইতে হইলে ঘটাদি অভিব্যক্তধর্ম্মকে উপগ্রহণ করিয়া হইতে হয়।

দেশ, কাল ও নিমিত্ত :—ঘটাদি ধর্ম্ম উপগ্রহণ পূর্ব্বক তৎকারণ সূক্ষ্মভূত উপলব্ধি করিতে যাইলে ঘটাদি লক্ষিত দেশও গ্রাহ্য হইবে। এবং তত্রত্য তন্মাত্রের উপলব্ধি সেই দেশবিশেষের অনুভবাবচ্ছিন্ন হইয়া হইবে। আর তাহা কেবল বর্ত্তমান কালের অনুভবাবচ্ছিন্ন হইয়া হইবে।

নিমিত্ত=যে ধর্ম্মকে উপগ্রহণ করিয়া যে তন্মাত্র উপলব্ধ হয়, তাহাই নিমিত্ত। অথবা ধর্ম্মবিশেষকে ধরিয়া তন্মাত্রবিশেষে উপনীত হওয়া-রূপ ভাবই নিমিত্ত। নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থে কোন্ এক বিশেষ নিমিত্ত হইতে উপলব্ধ। প্রজ্ঞা সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিনী হইলে নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না *।

---

* বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন নিমিত্ত=পরিণামপ্রয়োজক পুরুষার্থ বিশেষ। এরূপ নিমিত্তের সহিত এ বিষয়ের কিছু সম্পর্ক নাই। মিশ্র বলেন নিমিত্ত=পার্থিব পরমাণুর গন্ধতন্মাত্র হইতে প্রধানত এবং রসাদি সহায়ে গৌণতঃ উৎপত্তি ইত্যাদি। ইহা আংশিক ব্যাখ্যান।

ভাষ্যকার নির্ব্বিচারের লক্ষণে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনবচ্ছিন্নতা দেখাইয়াছেন

সবিচার সমাধিতে সবিতর্কের ন্যায় বিষয় একবুদ্ধির দ্বারা ব্যপদিষ্ট হয়; অর্থাৎ 'ইহা ইতর ভিন্ন এক বা একজাতীয় অণু' ইত্যাদি রূপ জ্ঞান হয়। সবিচার সমাপত্তির প্রজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞান বিকল্পসংকীর্ণ হইয়া হয়, কারণ তাহা শব্দময়বিচারযুক্ত। সেই বিচারের দ্বারা 'এক এক প্রকারের অথচ বর্ত্তমান' যে সূক্ষ্ম ভূত, তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা হয়।

৪৪। (২) প্রথমে নির্বিচার সমাপত্তির বিষয় বলিয়া পরে ভাষ্যকার তাহার স্বরূপ বলিয়াছেন; শব্দাদির বিকল্পশূন্য, স্বরূপশূন্যের ন্যায়, সূক্ষ্মভূতমাত্র-নির্ভাস, এরূপ সমাধির যে সংস্কার, যদি সূক্ষ্ম-ভূত-বিষয়িণী প্রজ্ঞা ঈদৃশ সংস্কারময়ী হয়, তবে তাহাকে নির্ব্বিচারা সমাপত্তি বলা যায়।

সবিচারে যেমন দেশবিশেষাবচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রজ্ঞা হয় ইহাতে সেরূপ হয় না; সর্ব্ব-দৈশিকরূপে প্রজ্ঞা হয়। আর, সেইরূপ কেবল বর্ত্তমানকালমাত্রাবচ্ছিন্ন না হইয়া, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তামন এই ত্রিবিধ অবস্থার প্রজ্ঞা হয়। এবং কোন এক ধর্ম্মরূপ নিমিত্ত-বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রজ্ঞা না হইয়া সর্ব্বধার্ম্মিক প্রজ্ঞা হয়। নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি যেরূপ শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-হীন, বিচারের অভাবে নির্ব্বিচারও তদ্রূপ।

৪৪। (৩) সমাপত্তিসকলের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।—

(১ম) সবিতর্কা সমাপত্তি যথাঃ—সূর্য্য একটী স্থূল আলম্বন। তাহাতে সমাধি করিলে সূর্য্যমাত্রনির্ভাসা চিত্তবৃত্তি হইবে। এবং সূর্য্যসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান (তাহার আকার, দূরত্ব, উপাদান ইত্যাদির সম্যক্ জ্ঞান হইবে। সেই জ্ঞান শব্দাদিসংকীর্ণ হইবে, যথা সূর্য্য গোল, তাহার দূরত্ব এত ইত্যাদি। এবম্বিধ শব্দার্থ জ্ঞানবিকল্প-সংকীর্ণা, স্থূল বিষয়ের প্রজ্ঞার দ্বারা যখন চিত্ত পূর্ণ হয়—তাদৃশ জ্ঞানে চিত্ত যখন সদা উপরঞ্জিত থাকে—তখন তাহাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়।

(২য়) নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি যথাঃ—সূর্য্যে সমাহিত হইলে সূর্য্যের রূপমাত্র নির্ভাসিত হইবে। কেবল সেই রূপমাত্র জ্ঞানগোচর থাকিলে সূর্য্যসম্বন্ধীয় অন্য বিষয়ের (নামাদির) বিস্মৃতি ঘটিবে। তাদৃশ, অন্যবিষয়শূন্য (সুতরাং শব্দ, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্পের সংকীর্ণতাশূন্য), সূর্য্যরূপমাত্রকে, স্বরূপশূন্যের মত হইয়া ধ্যান করিলে ঠিক্ যাদৃশ ভাব হয়, সেই ভাবমাত্রই নির্ব্বিতর্ক প্রজ্ঞান। যাবতীয় স্থূল পদার্থকে তাদৃশভাবে দেখিলে যোগী বাহ্য দ্রব্যকে কেবল রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই-কয়গুণযুক্তমাত্র দেখিবেন। শব্দময়চিন্তাজনিত যে ব্যবহারিক গুণসকল বাহ্য পদার্থে আরোপ করিয়া লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হয়, তাহার ভ্রান্তি তখন যোগীর হৃদয়ঙ্গম হইবে। স্থূল দ্রব্যসকলের মধ্যে কেবল শব্দাদি পঞ্চগুণ বিকল্পশূন্যভাবে তখন প্রজ্ঞারূঢ় থাকিবে। তাদৃশ প্রজ্ঞাময় চিত্ত অর্থাৎ যাহা কেবল তাদৃশ প্রজ্ঞার ভাবে সমাপন্ন তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। ইহাই স্থূল ভূতের সাক্ষাৎকার। ইহাদ্বারা স্ত্রী, পুত্র, কাঞ্চন আদির সম্বন্ধীয় লৌকিক মোহকর দৃষ্টি সম্যক্ বিগত হয়। কারণ তখন স্ত্রী আদি কেবল কতকগুলি রূপরস আদির সমাবেশ বলিয়া সাক্ষাৎ হয় ও সর্ব্বদা উপলব্ধ হয়। স্থূল বিষয়সম্বন্ধীয় বাক্যহীন চিন্তা নির্ব্বিতর্ক ধ্যান। তাদৃশ ধ্যানে যখন চিত্ত পূর্ণ থাকে তখন তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে।

তাহাতে উক্ত তিন পদার্থ স্পষ্ট হইয়াছে। দৈশিক অনবচ্ছিন্নতা = সর্ব্বথা সর্ব্বত;। কালিক অনবচ্ছিন্নতা = শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানবচ্ছিন্ন। নিমিত্তের দ্বারা অনবছিন্ন = সর্ব্বধর্ম্মানুপাতী সর্ব্বধর্ম্মাত্মক। আগামী উদাহরণে ইহা বিশদ হইবে।

(৩য়) সবিচারা সমাপত্তি:—নির্ব্বিতর্কার বিকল্পশূন্য ধ্যানের দ্বারা সূর্য্যরূপ সাক্ষাৎকরিয়া তাহার সূক্ষ্মাবস্থাকে উপলব্ধি করার ইচ্ছায় যোগী প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা * চিত্তেন্দ্রিয়কে স্থিরতর হইতে স্থিরতম করিলে সূর্য্যরূপের পরম সূক্ষ্মাবস্থার উপলব্ধি হইবে। তাহাই রূপতন্মাত্র-সাক্ষাৎকার। প্রথমত শ্রুতানুমান পূর্ব্বক 'ভূতের কারণ তন্মাত্র' ইহা জানিয়া তৎপূর্ব্বক (বিচারপূর্ব্বক) চিত্তকে স্থির করিয়া সূক্ষ্ম ভূতের উপলব্ধির দিকে প্রবর্ত্তিত করিতে হয় বলিয়া সবিচারা সমাপত্তি শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্পের দ্বারা সংকীর্ণ।

রূপ তন্মাত্র সাক্ষাৎ হইলে নীল পীত আদি অসংখ্য রূপের মধ্যে কেবল একপ্রকার রূপ-পরমাণু যোগী প্রত্যক্ষ করেন। শব্দাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বাহ্য বিষয় হইতে আমাদের যে সুখ, দুঃখ ও মোহ হয়, তাহা স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া হয়। কারণ স্থূল বিষয়ের নানা ভেদ আছে এবং সেই ভেদ হইতেই সুখকরত্বাদি সংঘটিত হয়। সুতরাং একাকার সূক্ষ্ম বিষয়ের উপলব্ধি হইলে বৈষয়িক সুখ, দুঃখ ও মোহ সম্যক্ বিগত হইবে।

"ইহা সুখাদিশূন্য তন্মাত্র" "ইহা এবম্প্রকারে উপলব্ধি করিতে হয়" ইত্যাদি শব্দাদি-বিকল্প-সংকীর্ণা প্রজ্ঞার দ্বারা যখন চিত্ত পূর্ণ হয়, তখন তাহাকে সূক্ষ্মভূতবিষয়ক সবিচারা সমাপত্তি বলা যায়।

শুদ্ধ তন্মাত্র সবিচারা সমাপত্তির বিষয় নহে। তন্মাত্র, অহঙ্কার বুদ্ধি ও অব্যক্ত এই সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থই সবিচারার বিষয়।

৪র্থ। নির্ব্বিচারা সমাপত্তিঃ—সবিচারায় কুশলতা হইলে যখন শব্দাদির সংকীর্ণ স্মৃতি বিগলিত হইয়া কেবল সূক্ষ্মবিষয়মাত্রের নির্ভাসক সমাধি হয়—তাদৃশ বিকল্পহীন সমাধিভাবসকলে চিত্ত যখন পূর্ণ হয়—তখন তাহাকে নির্ব্বিচারা সমাপত্তি বলা যায়।

সূক্ষ্মভূতমাত্রনির্ভাসা নির্বিচারা সমাপত্তি গ্রাহ্যবিষয়ক। ইন্দ্রিয়গত (মনকেও ইন্দ্রিয় ধরিতে হইবে) প্রকাশশীল অভিমান (অহঙ্কার) বা আনন্দমাত্রবিষয়ক সমাপত্তি গ্রহণবিষয়ক। ইহা ইন্দ্রিয়ের কারণভূত অস্মিতাখ্য অভিমান বিষয়ক হইল। আর অস্মীতিমাত্র বা অস্মিতামাত্র যে ভাব তদ্বিষয়ক সমাপত্তি গ্রহীতৃবিষয়ক নির্বিচারা।

অলিঙ্গ বা অব্যক্ত প্রকৃতিকে ধ্যেয় বিষয় করিয়া নির্ব্বিচারা সমাপত্তি হয় না। কারণ, অব্যক্ত ধ্যেয় আলম্বন নহে, কিন্তু তাহা লীনাবস্থা। ভারত বলেন "অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ"॥

'অব্যক্তমাত্রনির্ভাস' এরূপ সমাধি হইতে পারে না, সুতরাং তাদৃশ প্রজ্ঞাও নাই। তবে প্রকৃতিলয়কে অব্যক্ততাপত্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সমাপত্তির ন্যায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ নহে। তবে অব্যক্তবিষয়ক সবিচারাসমাপত্তি হইতে পারে। চিত্তের লীনাবস্থার সম্প্রাপ্তি ঘটিলে তদনুস্মৃতি পূর্ব্বক অব্যক্তবিষয়ক যে সবিচারাপ্রজ্ঞা হয়, তাহাই অব্যক্তবিষয়ক সবিচারা সমাপত্তি।

* দুইপ্রকার সূক্ষ্মাবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। (১ম) ধ্যেয় বিষয়ের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে চিত্ত সমাধান করিয়া শেষে পরমাণুতে উপনীত হইতে হয়। (২য়) ইন্দ্রিয়কে ক্রমশ অধিকতর স্থির করিতে করিতে যখন অতি স্থির হয়—যদধিক স্থির হইলে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়—তখন যে সূক্ষ্মরূপে সূক্ষ্মতম বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহাই পরমাণু। শব্দাদি গুণের সূক্ষ্মাবস্থাই যে পরমাণু তাহাই পাঠক স্মরণ করিবেন।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গ-পর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্—পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্য রসতন্মাত্রং তৈজসস্য রূপতন্মাত্রং বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রং আকাশস্য শব্দতন্মাত্রমিতি, তেষামহঙ্কারঃ তস্যাপি লিঙ্গমাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, লিঙ্গমাত্রস্যাপ্যলিঙ্গং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, ন চ অলিঙ্গাৎ পরং সূক্ষ্মমস্তি। নন্বস্তি পুরুষঃ সূক্ষ্ম ইতি? সত্যং, যথা লিঙ্গাৎ পরমলিঙ্গস্য সৌক্ষ্ম্যং নচৈবং পুরুষস্য, কিন্তু লিঙ্গস্যান্বয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্তু ভবতীতি অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্। ৪৫।

৪৫। "সূক্ষ্মবিষয়ত্ব অলিঙ্গে (১) বা অব্যক্তে পর্য্যবসিত হয়" ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—পার্থিব অণুর (২) গন্ধতন্মাত্র (রূপ অবস্থা) সূক্ষ্ম বিষয়। জলীয় অণুর রসতন্মাত্র, তৈজসের রূপতন্মাত্র, বায়বীয়ের স্পর্শতন্মাত্র এবং আকাশের শব্দতন্মাত্র সূক্ষ্মবিষয়। তন্মাত্রের অহঙ্কার আর অহংকারের লিঙ্গমাত্র বা মহত্তত্ত্ব সূক্ষ্মবিষয়। লিঙ্গমাত্রের অলিঙ্গ সূক্ষ্মবিষয়। অলিঙ্গ হইতে আর অধিক সূক্ষ্ম নাই। যদি বল তাহা হইতে পুরুষ সূক্ষ্ম; সত্য; কিন্তু যেমন লিঙ্গ হইতে অলিঙ্গ সূক্ষ্ম, পুরুষের সূক্ষ্মতা সেরূপ নহে, কেন না পুরুষ লিঙ্গমাত্রের অন্বয়ী কারণ (উপাদান) নহেন, কিন্তু তাহার হেতু বা নিমিত্ত কারণ (৩)। অতএব প্রধানেই সূক্ষ্মতা নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা—৪৫। (১) অলিঙ্গ=যাহা কিছুতে লয় হয় তাহা লিঙ্গ; যাহার লয় নাই তাহা অলিঙ্গ। অথবা যাহার কোন কারণ নাই বলিয়া যাহা কাহারও (স্বকারণের) অনুমাপক নহে তাহাই অলিঙ্গ। ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গয়তি গময়তীতি অলিঙ্গম্। প্রধানই অলিঙ্গ।

৪৫। (২) পার্থিব অণুর দ্বিবিধ অবস্থা, এক প্রচিত অবস্থা, যাহা নানাবিধ গন্ধরূপে অবভাত হয়; আর অন্য সূক্ষ্ম, নানাত্বশূন্য, গন্ধমাত্র অবস্থা। অতএব গন্ধ তন্মাত্রই পার্থিব অণুর সূক্ষ্ম বিষয়। জলাদি অণুরও তাদৃশ নিয়ম।

তন্মাত্রসকল ইন্দ্রিয়গৃহীত জ্ঞানস্বরূপ। তাদৃশ জ্ঞানের বাহ্য হেতু ভূতাদি নামক বিরাট্ পুরুষের অভিমান; কিন্তু শব্দাদিরা বস্তুত অন্তঃকরণের বিকারবিশেষ। তন্মাত্রজ্ঞান কালিকপ্রবাহরূপ (কারণ পরমাণুতে দৈশিক বিস্তার স্ফুটভাবে নাই)। কালিকপ্রবাহ-স্বরূপ জ্ঞান হইলে, তাহাতে স্ফুট চিত্তক্রিয়া থাকে। সুতরাং তন্মাত্রজ্ঞান ক্রিয়াশীল অন্তকরণমূলক বা অহংকারমূলক। অতএব তন্মাত্রের সূক্ষ্ম বিষয় অহঙ্কার। জ্ঞানের বিকার বা অবস্থান্তরের প্রবাহ অথবা মনের বিকারপ্রবাহের জ্ঞান অবলম্বন করিয়া অহঙ্কার উপলব্ধি করিতে হয়। অহংকারের সূক্ষ্ম বিষয় মহত্তত্ত্ব বা অস্মিতা মাত্র। মহত্তের সূক্ষ্ম বিষয় প্রকৃতি।

৪৫। (৩) অর্থাৎ প্রকৃতি যেরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়া মহদাদি রূপে পরিণত হয়, পুরুষ সেরূপ হন না। তবে পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট না হইলেও প্রকৃতির ব্যক্ত পরিণাম হয় না; সুতরাং পুরুষ মহদাদির নিমিত্ত-কারণ।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ। ৪৬।

ভাষ্যম্। তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্বস্তুবীজা ইতি সমাধিরপি সবীজঃ তত্র স্থূলেঽর্থে সবিতর্কো নির্ব্বিতর্কঃ সূক্ষ্মেঽর্থে সবিচারো নির্ব্বিচার ইতি চতুর্দ্ধা উপসংখ্যাতঃ সমাধিরিতি।৪৬।

৪৬। তাহারাই সবীজ সমাধি। সূ

ভাষ্যানুবাদ। সেই চারিপ্রকার সমাপত্তি বহির্বস্তুবীজা (১), সেই হেতু তাহারা সবীজ সমাধি। তাহার মধ্যে স্থূল বিষয়ে সবিতর্কা ও নির্বিতর্কা আর সূক্ষ্ম বিষয়ে সবিচারা ও নির্বিচারা এইরূপে সমাধি চারিপ্রকারে উপসংখ্যাত হইয়াছে।

টীকা।—৪৬। (১) বহির্বস্তু=যাবতীয় দৃশ্য বস্তু বা প্রাকৃত বস্তু। সমাপত্তিসকল দৃশ্য-পদার্থকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহারা বহির্বস্তুবীজ।

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ। ৪৭।

ভাষ্যম্।—অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহো বৈশারদ্যং যদা নির্ব্বিচারস্য সমাধের্বৈশারদ্যমিদং জায়তে, তদা যোগিনো ভবত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটপ্রজ্ঞালোকঃ, তথাচোক্তং "প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্যাঽশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি।" ৪৭।

৪৭। নির্ব্বিচারের বৈশারদ্য হইলে অধ্যাত্ম প্রসাদ (১) হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ। অশুদ্ধি (রজস্তমোবহুলতা)—রূপ অবরকমলযুক্ত, প্রকাশস্বভাব, বুদ্ধিসত্ত্বের যে রজস্তমোদ্বারা অনভিভূত, স্বচ্ছ, স্থিতিপ্রবাহ, তাহাই বৈশারদ্য। যখন নির্ব্বিচার সমাধির এইরূপ বৈশারদ্য জন্মায়, তখন-যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ হয় অর্থাৎ যথাভূতবস্তুবিষয়ক, ক্রমহীন বা যুগপৎ সর্ব্বভাসিকা, স্ফুটপ্রজ্ঞালোক বা সাক্ষাৎকার-জনিত বিজ্ঞানালোক হয় (২)। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে—পর্ব্বতস্থ পুরুষ যেমন ভূমিস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখেন, তেমনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া স্বয়ং অশোচ্য, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত শোকশীল জনগণকে দেখেন॥

টীকা।—৪৭। (১) (২) অধ্যাত্ম-প্রসাদ। অধ্যাত্ম=গ্রহণ বা করণ শক্তি; তাহার প্রসাদ বা নৈর্ম্মল্য। রজস্তমোমলশূন্য হইলে যে বুদ্ধিতে প্রকাশগুণের উৎকর্ষ হয় তাহাই অধ্যাত্মপ্রসাদ। বুদ্ধিই প্রধান আধ্যাত্মিক ভাব সুতরাং তাহার প্রসাদ হইলেই যাবতীয় করণ প্রসন্ন হয়। জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ হওয়াতে তৎকালে যাহা প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আর সেই জ্ঞান সাধারণ অবস্থার জ্ঞানের ন্যায় ক্রমশ স্তোকে স্তোকে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তাহাতে জ্ঞেয় বিষয়ের সমস্ত ধর্ম্ম যুগপৎ প্রভাসিত হয়। আর সেই প্রজ্ঞা শ্রুতানুমানিক প্রজ্ঞা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎকারজনিত প্রজ্ঞা। অনুমান ও আগমের জ্ঞান সামান্যবিষয়ক, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বিশেষবিষয়ক। এই সমাধি প্রত্যক্ষের চরম উৎকর্ষ; সুতরাং ইহার দ্বারা চরম বিশেষসকলের জ্ঞান হয়। মহর্ষিগণ এবম্বিধ প্রজ্ঞা লাভ করিয়া যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহাই শ্রুতি। প্রথমে সেই অলৌকিক বিষয় প্রজ্ঞাত হইয়া, লৌকিকী দৃষ্টি হইতে অনুমানের দ্বারা কিরূপে অলৌকিকবিষয়ের সামান্য জ্ঞান হয়, ঋষিরা তাহাও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহাই মোক্ষদর্শন।

ফলত নির্ব্বিচারা সমাপত্তির ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা এবং শ্রুতানুমানজনিত সাধারণ প্রজ্ঞা অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ। পঙ্কিল ঘোলা জল ও তুহিনগলা জলে যেরূপ প্রভেদ উহাদেরও তদ্রূপ প্রভেদ।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা। ৪৮।

ভাষ্যম্। তস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্য যা প্রজ্ঞা জায়তে তস্যা ঋতম্ভরেতি সংজ্ঞা ভবতি, অন্বর্থা চ সা সত্যমেব বিভর্ত্তি ন তত্র বিপর্য্যাসগন্ধোঽপ্যস্তীতি, তথাচোক্তং "আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্" ইতি। ৪৮।

৪৮। "সেই অবস্থায় যে প্রজ্ঞা হয় তাহার নাম ঋতম্ভরা"। সূ।

ভাষ্যানুবাদ। অধ্যাত্ম প্রসাদ হইলে সমাহিতচেতার যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ঋতম্ভরা বা সত্যম্ভরা। তাহা (সেই প্রজ্ঞা) অন্বর্থা (নামানুযায়ী অর্থবতী)। তাহা সত্যকেই ধারণ করে। তাহাতে বিপর্য্যাসের গন্ধমাত্রও নাই। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে,—"আগম, অনুমান ও আদর পূর্ব্বক ধ্যানাভ্যাস এই ত্রিপ্রকারে প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টরূপে উৎপাদন করিয়া, উত্তম যোগ বা নির্বীজ সমাধি লাভ করা যায়" (১)।

টীকা—৪৮। (১) শ্রুতিও বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎকার বা দর্শন হয়। বস্তুত শ্রবণ করিয়া কেহ যদি জানে "আত্মা বুদ্ধি হইতে পৃথক্; বা তত্ত্ব সকল এই এইরূপ; বা এবম্বিধ অবস্থার নাম মোক্ষ (দুঃখ নিবৃত্তি)"; তাহা হইলে তাহার বিশেষ কিছু হয় না। সেইরূপ অনুমানের দ্বারা পুরুষ ও অন্যান্য তত্ত্বের সত্তা নিশ্চয় হইলে কেবল তাহাতেই দুঃখনিবৃত্তি ঘটিবার কিছুমাত্র আশা নাই।

কিন্তু, 'আমি শরীরাদি নহি,' "বাহ্য বিষয় দুঃখময় ও ত্যাজ্য" 'বৈষয়িক সংকল্প করিব না' ইত্যাদি বিষয় পুনঃ পুনঃ ভাবনা বা ধ্যান করিলে যখন উহাদের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে, তখনই মোক্ষের প্রকৃত সাধন হইবে। 'আমি শরীর নহি' ইহা যদি শত শত যুক্তির দ্বারা কেহ জানে, কিন্তু শরীরের দুঃখে ও সুখে সে যদি বিচলিত হয়, তবে তাহার এবং অজ্ঞ অন্য লোকের জ্ঞানে প্রভেদ কি? উভয়েই তুল্যরূপে বদ্ধ।

নির্ব্বিচার সমাধির দ্বারা বিষয়ের যাহা জ্ঞান হয়, তদপেক্ষা উত্তম জ্ঞান আর কিছুতে হইতে পারে না। তজ্জন্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞান॥

— — .

সা পুনঃ

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্য-বিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ। ৪৯।

ভাষ্যম্।—শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎসামান্যবিষয়ং নহ্যাগমেন শক্যো বিশেষোঽভিধাতুং কস্মাৎ? নহি বিশেষেণ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দ ইতি। তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব, যত্র প্রাপ্তিস্তত্র গতিঃ যত্রাপ্রাপ্তিস্তত্র ন ভবতি গতিরিত্যুক্তম্, অনুমানেন চ সামান্যেনোপসংহারঃ, তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদস্তীতি, ন চাস্য সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টবস্তুনঃ লোকপ্রত্যক্ষেণ গ্রহণং, ন চাস্য বিশেষস্যাপ্রামাণিকস্যাভাবোঽস্তীতি সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্য এব স বিশেষো ভবতি ভূতসূক্ষ্মগতো বা পুরুষগতো বা। তস্মাৎ শ্রুতানুমান-প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া সা প্রজ্ঞা বিশেষার্থত্বাদ্ ইতি। ৪৯।

৪৯। আর সেই প্রজ্ঞা "শ্রুতানুমানজাতপ্রজ্ঞা হইতে ভিন্নবিষয়া, যেহেতু তাহা বিশেষ-বিষয়ক। সূ

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুত=আগম-বিজ্ঞান, তাহা সামান্যবিষয়ক। আগমের দ্বারা কোন বিষয় বিশেষরূপে অভিহিত হইতে পারে না, কেন না—শব্দ বিশেষ অর্থে সঙ্কেতীকৃত

হয় না। সেইরূপ অনুমানও সামান্যবিষয়; যেখানে প্রাপ্তি সেই খানে গতি (১) আর যেখানে অপ্রাপ্তি সেইখানে অগতি; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব অনুমানের দ্বারা সামান্য-মাত্রোপসংহার হয়। সেই কারণে শ্রুতানুমানের কোন বিষয়ই বিশেষ নহে। আর এই সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর লোকপ্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রহণ হয় না। কিন্তু অপ্রামাণিক (আগমানুমান ও লোকপ্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণশূন্য) এই বিশেষার্থের যে সত্তা নাই, এরূপও নহে। যেহেতু সেই সূক্ষ্মভূতগত বা পুরুষগত বিশেষ সমাধিপ্রজ্ঞানিগ্রা্হ্য। অতএব বিশেষার্থত্বহেতু (সামান্যবিষয়া) শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞা হইতে তাহা ভিন্নবিষয়া।

টীকা। ৪৯। (১) অর্থাৎ যাবন্মাত্রের হেতু পাওয়া যায়, তাবন্মাত্রের জ্ঞান হয়; অন্যাংশের হয় না। ধূম দেখিয়া 'অগ্নি আছে' এতাবন্মাত্রের জ্ঞান হয়, কিন্তু অগ্নির আকার প্রকার আদি যে যে বিশেষ আছে, তাহার আনুমানিক জ্ঞানের জন্য অসংখ্য হেতু জানা আবশ্যক; কিন্তু তাহা জানার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অনুমানের দ্বারা মাত্র অল্পাংশেরই জ্ঞান হয়।

শ্রুতজ্ঞান এবং আনুমানিক জ্ঞান শব্দসহায়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু শব্দসকল বিশেষত গুণবাচী শব্দসকল জাতির বা সামান্যের নাম। সুতরাং শব্দজ্ঞান সামান্য জ্ঞান।

ভাষ্যম্— সমাধিপ্রজ্ঞা প্রতিলম্ভে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারো নবো নবো জায়তে।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্য-সংস্কার-প্রতিবন্ধী। ৫০।

সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবঃ সংস্কারো ব্যুত্থানসংস্কারাশয়ং বাধতে, ব্যুত্থান-সংস্কারাভিভবাৎ তৎপ্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি, প্রত্যয়নিরোধে সমাধিরুপতিষ্ঠতে, ততঃ সমাধিজা প্রজ্ঞা ততঃ প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ইতি নবো নবঃ সংস্কারাশয়ো জায়তে, ততঃ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারাইতি। কথমসৌ সংস্কারাতিশয়শ্চিত্তং সাধিকারং ন করিষ্যতীতি, ন তে প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ক্লেশক্ষয়হেতুত্বাৎ চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি, চিত্তং হি তে স্বকার্য্যাদবসাদয়ন্তি, খ্যাতিপর্য্যবসানং হি-চিত্তচেষ্টিতমিতি। ৫০।

৫০। সমাধি প্রজ্ঞার লাভ হইলে যোগীর নূতন নূতন প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার উৎপন্ন হয়,— "তজ্জাত সংস্কার (১) অন্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী"। সূ

ভাষ্যানুবাদ—সমাধি-প্রজ্ঞা-প্রভব সংস্কার ব্যুত্থান সংস্কারাশয়কে নিবারিত করে। ব্যুত্থান সংস্কার সকল অভিভূত হইলে তজ্জাত প্রত্যয়সকল আর হয় না। প্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে সমাধি উপস্থিত হয়। তাহা হইতে পুনশ্চ সমাধিপ্রজ্ঞা, আর সমাধিপ্রজ্ঞা হইতে প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার। এইরূপে নূতন নূতন সংস্কারাশয় উৎপন্ন হয়। সমাধি হইতে প্রজ্ঞা পুনশ্চ প্রজ্ঞা হইতে প্রজ্ঞাসংস্কার উৎপন্ন হয়। এই সংস্কারাধিক্য কেন চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট (১) করে না?—সেই প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার ক্লেশক্ষয়কারী বলিয়া চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট করে না। চিত্তকে তাহারা স্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করায়। চিত্তচেষ্টা (বিবেক) খ্যাতিপর্য্যন্তই থাকে। (৩)

টীকা—৫০। (১) চিত্তের কোন জ্ঞান বা চেষ্টা হইলে তাহার যে ছাপ বা ধৃতভাব থাকে তাহাকে সংস্কার বলে। জ্ঞান-সংস্কারের অনুভবের নাম স্মৃতি, আর ক্রিয়াসংস্কারের উত্থানের নাম স্বারসিক চেষ্টা (automatic action)। প্রত্যেক জ্ঞায়মান জ্ঞান ও ক্রিয়মাণ

কর্ম্ম, সংস্কারসহায়ে উৎপন্ন হয়। সাধারণ জীবের পক্ষে পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ করিয়া কোন বিষয় জানিবার বা করিবার সম্ভাবনা নাই।

সংস্কার সকল দুই ভাগে বিভাজ্য—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট অর্থাৎ বিদ্যামূলক ও অবিদ্যামূলক। বিদ্যা অবিদ্যার পরিপন্থী বলিয়া বিদ্যা-সংস্কার অবিদ্যা-সংস্কারসমূহকে নাশ করে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত প্রজ্ঞাসমূহ বিদ্যার উৎকর্ষ; আর বিবেকখ্যাতি বিদ্যার চরম অবস্থা। অতএব সমাধিজ প্রজ্ঞার সংস্কার অবিদ্যামূলক সংস্কারকে সমূলে নাশ করিতে সক্ষম। অবিদ্যামূলক সংস্কারসমূহ ক্ষীণ হইলে চিত্তের চেষ্টাসমূহও ক্ষীণ হয়, কারণ রাগদ্বেষ আদি অবিদ্যাগণই চিত্তচেষ্টার হেতু।

"জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য" ইহা ভাষ্যকার অন্যত্র বলিয়াছেন অতএব সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রজ্ঞা (তত্ত্বজ্ঞান) ও বিবেকখ্যাতি, হইতে বিষয়বৈরাগ্যই সম্যক্ সিদ্ধ হয়। তাদৃশ পর-বৈরাগ্য সংস্কার ব্যুত্থান-সংস্কারের প্রতিবন্ধী।

৫০। (২) অধিকার=বিষয়ের উপভোগ বা ব্যবসায়। সংস্কার হইতে সাধারণত চিত্ত বিষয়াভিমুখ হয়; অতএব সংশয় হইতে পারে যে সম্প্রজ্ঞাত-সংস্কারও চিত্তকে অধিকার-বিশিষ্ট করিবে। কিন্তু তাহা নহে। সম্প্রজ্ঞাত সংস্কার অর্থে যাহাতে চিত্তের বিষয় গ্রহণ রোধ হয় এরূপ ক্লেশবিরোধী সত্যজ্ঞানের সংস্কার। তাদৃশ সংস্কার যত প্রবল হইবে ততই চিত্তের কার্য্য রুদ্ধ হইবে।

৫০। (৩) সম্প্রজ্ঞানের চরম অবস্থা যে বিবেকখ্যাতি তাহা উৎপন্ন হইলে চিত্তের ব্যবসায় সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। তাহার দ্বারা সর্ব্বদুঃখের আধারস্বরূপ বিকারশীল বুদ্ধির এবং পুরুষের বা শান্ত আত্মার পৃথক্ত্ব উপলব্ধি হওয়াতে পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত প্রলীন হইয়া দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয়।

ভাষ্যম্—কিঞ্চাস্য ভবতি।

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ। ৫১

স ন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী, প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারানামপি প্রতিবন্ধী ভবতি, কস্মাৎ, নিরোধজঃ সংস্কারঃ সমাধিজান্ সংস্কারান্ বাধতে ইতি। নিরোধস্থিতিকালক্রমানুভবেন নিরোধচিত্তকৃত সংস্কারাস্তিত্বমনুমেয়ম্। ব্যুত্থাননিরোধসমাধিপ্রভবৈঃ সহ কৈবল্য-ভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং স্বস্যাম্প্রকৃতাববস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে, তস্মাৎ তে সংস্কারাশ্চিত্তস্যাধিকারবিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ, যস্মাদ্ অবসিতাধিকারং সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং বিনিবর্ত্ততে তস্মিন্নি-বৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধোমুক্ত ইত্যুচ্যতে।

* ইতি পাতঞ্জলে সাংখ্য-প্রবচনে বৈয়াসিকে সমাধিপাদঃ প্রথমঃ।

৫১। আর তাদৃশ চিত্তের কি হয়? না—"তাহারও (সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারেরও) নিরোধ হইলে সর্ব্বনিরোধ হইতে নির্বীজ সমাধি উৎপন্ন হয়"। (১)

ভাষ্যানুবাদ—তাহা (নির্বীজ সমাধি) কেবল সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিরোধী নহে, অপিচ তাহা প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারেরও প্রতিবন্ধী। কেন না—নিরোধজাত সংস্কার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সংস্কার সকলকেও নাশ করে। নিরোধ-স্থিতির যে কালক্রম, তাহার অনুভব হইতে নিরুদ্ধ-চিত্তকৃত-সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমেয়। ব্যুত্থানের নিরোধরূপ যে সমাধি, তজ্জাত

সংস্কারসকল, এবং কৈবল্য ভাগীয় (২) সংস্কারসকলের সহিত, চিত্ত নিজের নিত্যা প্রকৃতিতে বিলীন হয়। সেকারণ সেই প্রজ্ঞা সংস্কার-সকল চিত্তের অধিকারবিরোধী হয় কিন্তু স্থিতিহেতু হয় না। যেহেতু অধিকার শেষ হইলে কৈবল্যভাগীয় সংস্কারের সহিত চিত্ত বিনিবর্ত্তিত হয়। চিত্ত নিবৃত্ত হইলে পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন, সেই হেতু তাঁহাকে শুদ্ধমুক্ত বলা যায়।

ইতি পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয় বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনের সমাধি-পাদের অনুবাদ সমাপ্ত। ১।

টীকা—৫১ (১) সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বা সম্প্রজ্ঞানের সংস্কার তত্ত্ববিষয়ক। তত্ত্বসকলের স্বরূপের প্রজ্ঞা হইলে পরে দৃশ্যতত্ত্ব হইতে পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতি হইলে এবং দৃশ্যের হেয়তার চরমপ্রজ্ঞা হইলে, পরবৈরাগ্যদ্বারা দৃশ্যের প্রজ্ঞা এবং তাহার সংস্কারও হেয় পক্ষে ন্যস্ত হয়। তজ্জন্য নিরোধ সমাধির সংস্কার সম্প্রজ্ঞানের ও তাহার সংস্কারের বিরোধী বা নিবৃত্তিকারী।

একবার অসম্প্রজ্ঞাত নিরোধ হইলেই তাহা সদাকালস্থায়ী হয় না, কিন্তু তাহা অভ্যাসের দ্বারা বিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং তাহারও সংস্কার হয়। সেই সংস্কারকে নিরোধক্ষণ বলা যায়। তাহা চিত্তের পরবৈরাগ্যমূলক লীন অবস্থা। দৃশ্যবিরাগ সম্যক্ সিদ্ধ হইলে এবং সদাকালীন নিরোধের সংকল্পপূর্ব্বক নিরোধ করিলে চিত্ত, আর পুনরুত্থিত হয় না। এরূপ নিরোধ করিবার ক্ষমতা হইলেও যাঁহারা নির্ম্মাণ-চিত্তের দ্বারা ভূতানুগ্রহ করিবার জন্য চিত্তকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নিরুদ্ধ করেন, তাঁহাদের চিত্ত সেই কালের পর নির্ম্মাণচিত্তরূপে উত্থিত হয়। ঈশ্বর এইরূপে আকল্প নিরোধ করিয়া কল্পান্তকালে, ভক্ত সংসারী পুরুষদের জ্ঞানধর্ম্মোপদেশ দিয়া উদ্ধার করেন, ইহা যোগসম্প্রদায়ের মত। এ বিষয় পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

৫১। (২) ব্যুত্থানের বা বিক্ষিপ্ত অবস্থার নিরোধরূপ সমাধি—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি; তাহার সংস্কার। কৈবল্যভাগীয় সংস্কার—নিরোধ সংস্কার। সাধিকার—ভোগ ও অপবর্গের জনক চিত্ত সাধিকার। অপবর্গ হইলে অধিকার সমাপ্তি হয়।

সম্প্রজ্ঞাতজ সংস্কার ব্যুত্থানকে নাশ করে। বিক্ষিপ্ত ব্যুত্থান সম্যক্ বিগত হইলেও চিত্তে সম্প্রজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি থাকে। প্রান্তভূমিতা (২।২৭ সূত্র) প্রাপ্ত হইয়া বিষয়াভাবে সম্প্রজ্ঞান (ও তৎ সংস্কার) বিনিবৃত্ত হয়। সম্প্রজ্ঞানের বিনিবৃত্তিই নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত। এইরূপে নিরোধ সম্পূর্ণ হইয়া চিত্তলীন হইলেই তাহাকে কৈবল্য বলা যায়।

অতএব প্রজ্ঞা ও নিরোধ সংস্কার চিত্তের অধিকার বা বিষয়ব্যাপারের বিরোধী। তৎক্রমে চিত্ত সম্যক্ নিরুদ্ধ হয়, সম্যক্ নিরোধ এবং চিত্তের স্বকারণে সদাকালের জন্য প্রলয় হওয়া (বিনিবৃত্তি) একই কথা।

যদিও দ্রষ্টা সুখ ও দুঃখের অতীত অবিকারী পদার্থ, তথাপি চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে দ্রষ্টাকে শুদ্ধ বলা যায়। আর তন্নিরোধজনিত দুঃখনিবৃত্তি হেতু দ্রষ্টাকে মুক্ত বলা যায়। বস্তুত এই শুদ্ধ-মুক্তপদ কেবল চিত্তের ভেদ ধরিয়া পুরুষের আখ্যামাত্র। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই আছেন ও থাকেন; চিত্ত ব্যুত্থিত হইয়া উপদৃষ্ট হয়, আর শান্ত হইয়া উপদৃষ্ট হয় না, এই চিত্তভেদ ধরিয়া লৌকিক দৃষ্টি হইতে পুরুষকে বদ্ধ ও মুক্ত বলা যায়।

প্রথম পাদ সমাপ্ত

সাধনপাদঃ।

ভাষ্যম্। উদ্দিষ্টঃ সমাহিতচিত্তস্য যোগঃ, কথং ব্যুত্থিতচিত্তোঽপি যোগযুক্তঃ স্যাদ্ ইত্যেতদারভ্যতে।

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। ১।

নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি, অনাদিকর্ম্মক্লেশবাসনাচিত্রা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জালা চাশুদ্ধির্নান্তরেণ তপঃ সম্ভেদমাপদ্যত ইতি তপস উপাদানম্ তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমানম-নেনাসেব্যমিতি মন্যতে। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎফলসংন্যাসো বা। ১।

ভাষ্যানুবাদ। ১। সমাহিতচিত্ত যোগীর যোগ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কিরূপে ব্যুত্থিতচিত্ত সাধকও যোগযুক্ত হইতে পারেন, তাহা বলিবার জন্য এই সূত্র আরম্ভ করিতেছেন— "তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগ॥" (১) সূ

অতপস্বীর যোগ সিদ্ধ হয় না, অনাদিকালীন কর্ম্ম ও ক্লেশের বাসনার দ্বারা বিচিত্র (সাহজিক), আর বিষয়জাল-সমাযুক্ত অশুদ্ধি বা পাপ, তপস্যাব্যতীত সংভিন্ন অর্থাৎ বিরল বা ছিন্ন হয় না। এইহেতু তপঃ সাধনীয়। চিত্তপ্রসাদকর নির্ব্বিঘ্ন তপস্যাই (যোগীদের) সেব্য বলিয়া (আচার্য্যেরা) বিবেচনা করেন। স্বাধ্যায়=প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্র জপ, অথবা মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন। ঈশ্বর-প্রণিধান=পরম গুরু ঈশ্বরে সমস্ত কার্য্যের অর্পণ অথবা কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ।

টীকা।—১। (১) যোগকে বা চিত্তস্থৈর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া যে সব ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, অথবা যে সমস্ত ক্রিয়া বা কর্ম্ম যোগের গৌণভাবে সাধক, তাহারাই ক্রিয়া-যোগ। তাহারা (সেই কর্ম্ম) তিন ভাগে প্রধানতঃ বিভক্ত ; যথা—তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান।

তপঃ,—বিষয় সুখ ত্যাগ অর্থাৎ সুখ-স্পৃহা ত্যাগ করিয়া যে যে কর্ম্মে আপাততঃ সুখ হয়, সেই সেই কর্ম্মের নিরোধের চেষ্টা করা। সেই তপস্যাই যোগের অনুকূল, যাহাদ্বারা ধাতুবৈষম্য না ঘটে, এবং যাহার ফলে রাগদ্বেষাদিমূলক সহজ কর্ম্মসকল নিরুদ্ধ হয়। তপঃ প্রভৃতির বিবরণ ২।৩২ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

ক্রিয়ারূপ যোগ=ক্রিয়া যোগ। অথবা যোগের বা চিত্ত-নিরোধের উদ্দেশে ক্রিয়া করা= ক্রিয়া-যোগ। বস্তুতঃ তপ আদি (মৌন, প্রাণায়াম, ঈশ্বরে কর্ম্মফলার্পণ প্রভৃতি) সহজ ক্লিষ্ট কর্ম্মের নিরোধের প্রযত্নস্বরূপ।

ভাষ্যম্। স হি ক্রিয়াযোগঃ—

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ। ২।

স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনূকরোতি, প্রতনূকৃতান্ প্রসংখ্যানাগ্নিনা দগ্ধবীজকল্পান্ অপ্রসবধর্ম্মিণঃ করিষ্যতীতি, তেষাং তনূকরণাৎ পুনঃ ক্লেশৈরপরামৃষ্টা সত্ত্বপুরুষান্য-তামাত্রখ্যাতিঃ সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা সমাপ্তাধিকারা প্রতিপ্রসবায় কল্পিষ্যত ইতি। ২।

২। সেই ক্রিয়া-যোগ "সমাধি ভাবনের ও ক্লেশকে ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত (কর্ত্তব্য)॥" সূ

ভাষ্যানুবাদ। ক্রিয়া-যোগ সম্যগ্-রূপে (১) সেব্যমান হইলে সমাধি অবস্থাকে ভাবিত করে এবং ক্লেশ সকলকে প্রকৃষ্ট রূপে ক্ষীণ করে। প্রক্ষীণীকৃত ক্লেশসকলকে প্রসংখ্যানাগ্নির দ্বারা দগ্ধবীজের ন্যায় অপ্রসবধর্ম্মা করিবে। তাহারা প্রক্ষীণ হইলে ক্লেশের দ্বারা অপরামৃষ্টা (অনভিভূতা), বুদ্ধি-পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিরূপা, সূক্ষ্মা, যোগিপ্রজ্ঞা গুণ-চেষ্টাশূন্যত্বহেতু প্রবিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকা—২। (১) ক্রিয়া-যোগের দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হয়। অশুদ্ধি অর্থাৎ করণসকলের রাজস চাঞ্চল্য ও তামস জড়তা। অশুদ্ধির ক্ষয়ে সুতরাং চিত্ত সমাধির অভিমুখ হয়। আর অশুদ্ধিই ক্লেশের প্রবল অবস্থা, সুতরাং অশুদ্ধির ক্ষয়ে ক্লেশ ক্ষীণ বা তনূভূত হয়।

ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইলে তবে নাশের যোগ্য হয়। সম্যক্ প্রতনূকৃত ক্লেশ প্রসংখ্যানের বা সম্প্রজ্ঞানের (সম্প্রজ্ঞাত যোগের পুরুষ-তত্ত্ব বিষয়ক ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার) দ্বারা অপ্রসবধর্ম্ম হয়। দগ্ধবীজ হইতে যেরূপ অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজ-কল্প ক্লেশের আর বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। উদাহরণ, যথা—"আমি শরীর" ইহা এক অবিদ্যামূলক ক্লিষ্টা বৃত্তি। সমাধি-বলে মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে "আমি যে শরীর নহি" তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হয়। তাহাতে—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" এই অবস্থা হয়। সমাপত্তি-অবস্থায় সেই প্রজ্ঞায় চিত্ত সর্ব্বক্ষণ সমাপন্ন থাকে, তখন "আমি শরীর" এই ক্লেশ-বৃত্তি দগ্ধবীজের মত হয়। কারণ তখন "আমি শরীর" এরূপ বৃত্তির সংস্কার হইতে আর তৎসদৃশ বৃত্তি উঠে না। তখন "আমি শরীর" এই ভাবমূলক সমস্ত ভাব সদা কালের জন্য নিবৃত্তি হয়।

"আমি শরীর" ইহার সংস্কার ক্লিষ্ট সংস্কার, আর "আমি শরীর নহি" ইহার সংস্কার অক্লিষ্ট বা বিদ্যামূলক সংস্কার। ইহারই অপর নাম প্রজ্ঞা-সংস্কার। বুদ্ধি ও পুরুষের পৃথক্ত্বখ্যাতি (বিবেকখ্যাতি) পূর্ব্বক পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত বিলীন হইলে ঐ প্রজ্ঞা-সংস্কার সকল বা ক্লেশের দগ্ধবীজভাবও বিলীন হয়। ১।৫০ ও ২।১০ সূত্র দ্রষ্টব্য। দগ্ধবীজ অবস্থাই ক্লেশের সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহা সম্প্রজ্ঞার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; আর ক্লেশের তনু বা ক্ষীণ অবস্থা ক্রিয়া-যোগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

উপরোক্ত উদাহরণে "আমি শরীর নহি" এরূপ সমাধিলভ্য জ্ঞানের হেতু সমাধি এবং তাহার সহায়ভূত ক্লেশের ক্ষীণতা। সমাধি ও ক্লেশক্ষয়ের হেতু ক্রিয়া-যোগ। অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা শরীরেন্দ্রিয়ের স্থৈর্য্য, স্বাধ্যায়ের (শ্রবণ ও মনন-জাতা প্রজ্ঞার অভ্যাসের) দ্বারা সাক্ষাৎকারোন্মুখতা এবং ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হইয়া সমাধি ভাবিত (উদ্ভূত) হয় ও প্রবল ক্লেশ ক্ষীণ হয়।

ভাষ্যম্। অথ কে তে ক্লেশাঃ কিয়ন্তো বেতি ?—

অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ। ৩।

ক্লেশা ইতি পঞ্চবিপর্য্যয়া ইত্যর্থঃ, তে স্যন্দমানা গুণাধিকারং দ্রঢ়য়ন্তি, পরিণামমবস্থাপয়ন্তি, কার্য্যকারণস্রোত উন্নময়ন্তি, পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রী-ভূত্বা কর্ম্মবিপাকং চ অভিনির্হরন্তি ইতি। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। সেই ক্লেশের নাম কি ও তাহারা কয়টি ?—"অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ॥" সূ

ক্লেশ অর্থাৎ পঞ্চ বিপর্য্যয় (১)। তাহারা স্পন্দমান অর্থাৎ সমুদাচারযুক্ত বা লব্ধবৃত্তিক হইয়া গুণাধিকারকে দৃঢ় করে, পরিণাম অবস্থাপিত করে, কার্য্যকারণ স্রোত উন্নমিত বা উদ্ভাবিত করে, পরস্পর মিলিত বা সহায় হইয়া কর্ম্মবিপাক নিষ্পাদন করে।

টীকা—৩। (১) সর্ব্ব ক্লেশের সাধারণ লক্ষণ বিপর্য্যস্ত জ্ঞান। ক্লেশের স্পন্দন হইলে অর্থাৎ ক্লিষ্ট বৃত্তি সকল উৎপন্ন হইতে থাকিলে আত্মস্বরূপের অদর্শনজন্য গুণ-ব্যাপার বদ্ধমূল থাকে; সুতরাং পরিণামক্রমে অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাদি কার্য্য-কারণ-ভাবকে প্রবর্ত্তিত করে, অর্থাৎ প্রতিক্ষণে গুণ সকল মহদাদি-ক্রমে পরিণত হইতে থাকে। আর মহদাদির ক্রিয়ারূপ কর্ম্মের মূলে মিলিত ক্লেশসকল থাকিয়া কর্ম্ম-বিপাক নিষ্পাদন করে।

অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্। ৪।

ভাষ্যম্। অত্রাবিদ্যা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ উত্তরেষাং অস্মিতাদীনাং চতুর্বিধকল্পিতানাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্। তত্র কা প্রসুপ্তিঃ? চেতসি শক্তিমাত্রপ্রতিষ্ঠানাং বীজভাবোপগমঃ, তস্য প্রবোধঃ আলম্বনে সম্মুখীভাবঃ, প্রসংখ্যানবতো দগ্ধক্লেশবীজস্য সম্মুখীভূতেঽপ্যালম্বনে নাসৌ পুনরস্তি, দগ্ধবীজস্য কুতঃ প্ররোহ ইতি, অতঃ ক্ষীণক্লেশঃ কুশলশ্চরমদেহ ইত্যুচ্যতে, তত্রৈব সা দগ্ধবীজভাবা পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা নান্যত্রেতি, সতাং ক্লেশানাং তদা বীজসামর্থ্যং দগ্ধমিতি বিষয়স্য সম্মুখীভাবেঽপি সতি ন ভবত্যেষাং প্রবোধ ইত্যুক্তা প্রসুপ্তিঃ দগ্ধবীজানামপ্ররোহশ্চ। তনুত্বমুচ্যতে প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ ক্লেশাস্তনবো ভবন্তি। তথা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মনা পুনঃ পুনঃ সমুদাচরন্তীতি বিচ্ছিন্নাঃ, কথং? রাগকালে ক্রোধস্যাদর্শনাৎ, নহি রাগকালে ক্রোধঃ সমুদাচরন্তি, রাগশ্চ ক্বচিৎ দৃশ্যমানঃ, ন বিষয়ান্তরে নাস্তি, নৈকস্যাং স্ত্রিয়াং চৈত্রোরক্তং ইত্যন্যাসু স্ত্রীষু বিরক্ত ইতি, কিন্তু তত্র রাগো লব্ধবৃত্তিঃ অন্যত্র ভবিষ্যদ্বৃত্তিরিতি, স হি তদা প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নো ভবতি। বিষয়ে যো লব্ধবৃত্তিঃ স উদারঃ। সর্ব্বে এবৈতে ক্লেশবিষয়ত্বং নাতিক্রামন্তি। কস্তর্হি বিচ্ছিন্নঃ প্রসুপ্তস্তনুরুদারো বা ক্লেশ ইতি? উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ কিন্তু বিশিষ্টানামেবৈতেষাং বিচ্ছিন্নাদিত্বম্। যথৈব প্রতিপক্ষভাবনাতো নিবৃত্তস্তথৈব স্বব্যঞ্জকাঞ্জনেনাভিব্যক্ত ইতি, সর্ব্ব এবামী ক্লেশা অবিদ্যাভেদাঃ কস্মাৎ সর্ব্বেষু অবিদ্যৈবাভিপ্লবতে যদবিদ্যয়া বস্ত্বাকার্য্যতে তদেবানুশেরতে ক্লেশাঃ, বিপর্য্যাস-প্রত্যয়কালে উপলভ্যন্তে, ক্ষীয়মাণাং চাবিদ্যামনুক্ষীয়ন্তে ইতি। ৪।

৪। প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চারি রূপে অবস্থিত অস্মিতাদি ক্লেশের প্রসবভূমি অবিদ্যা॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। এখানে অবিদ্যা ক্ষেত্র বা প্রসবভূমি। শেষসকলের, অর্থাৎ প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চতুর্ধাকল্পিত অস্মিতাদির (১)। তন্মধ্যে প্রসুপ্তি কি?—চিত্তেতে শক্তিমাত্ররূপে অবস্থিত ক্লেশের যে বীজভাবপ্রাপ্তি তাহা প্রসুপ্তি। প্রসুপ্ত ক্লেশের আলম্বনে (স্ববিষয়ে) সম্মুখীভাব বা অভিব্যক্তিই প্রবোধ। প্রসংখ্যানশালীর ক্লেশবীজ দগ্ধ হইলে তাহা সম্মুখীভূত আলম্বনে অর্থাৎ বিষয় সন্নিকৃষ্ট হইলেও আর অঙ্কুরিত বা প্রবুদ্ধ হয় না। কারণ দগ্ধবীজের আর কোথায় প্ররোহ (অঙ্কুর) হইয়া থাকে? এই হেতু ক্ষীণক্লেশ যোগীকে কুশল, চরমদেহ বলা যায় (২)। তাদৃশ যোগিদেরই, দগ্ধবীজ-ভাব-রূপ পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা; অন্যের (বিদেহাদির) নহে। বিদ্যমান ক্লেশসকলের কার্য্য-জনন-সামর্থ্য দগ্ধ

হইয়া যায়; সেইহেতু বিষয়ের সন্নিকর্ষেও তাহাদের আর প্ররোহ হয় না। এইপ্রকার যে প্রসুপ্তি এবং ক্লেশের দগ্ধবীজত্বহেতু প্ররোহাভাব তাহা ব্যাখ্যাত হইল। তনুত্ব কথিত হইতেছে—প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা উপহত ক্লেশ সকল তনু হয়। আর যাহারা সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই সেই-রূপ পুনরায় বৃত্তি লাভ করে, তাহারা বিচ্ছিন্ন। কিরূপ? না—রাগ কালে ক্রোধের অদর্শন হেতু, ক্রোধ রাগকালে লব্ধ বৃত্তি হয় না। আর রাগ কোন এক বিষয়ে দেখা যায় বলিয়া যে তাহা বিষয়ান্তরে নাই এরূপও নহে। যেমন একটি স্ত্রীতে চৈত্র রক্ত বলিয়া সে যেমন অন্যেতে বিরক্ত নহে, সেইরূপ। কিন্তু তাহাতে (যাহাতে রক্ত) রাগ লব্ধবৃত্তি, আর অন্যেতে ভবিষ্যদ্‌বৃত্তি। ঐ সময় তাহা প্রসুপ্ত বা তনু বা বিচ্ছিন্ন থাকে। যাহা বিষয়ে লব্ধ বৃত্তি, তাহা উদার। ইহারা সকলেই ক্লেশজননত্ব অতিক্রমণ করে না। ইহারা সকলেই যদি একমাত্র ক্লেশ-জাতির অনুগত হইল, তবে ক্লেশ প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার, (এরূপ বিভাগ) কেন? তাহা বলা যাইতেছে—উহা সত্য বটে; কিন্তু অবস্থা-বৈশিষ্ট্য হইতেই বিচ্ছিন্নাদি বিভাগ করা হইয়াছে। ইহারা যেমন প্রতিপক্ষ-ভাবনাদ্বারা নিবৃত্ত হয়, তেমনি স্বকীয় অভিব্যক্তি-হেতুদ্বারা অভিব্যক্ত হয়। সমস্ত ক্লেশই অবিদ্যা-ভেদ। কারণ সমস্ততেই অবিদ্যা ব্যাপকরূপে অবস্থিত। যে বস্তু অবিদ্যার দ্বারা আকারিত বা সমারোপিত হয়, তাহাকেই অন্য ক্লেশেরা অনুগমন করে (৩)। ক্লেশ সকল বিপর্য্যস্ত প্রত্যয়কালে উপলব্ধি হয়, আর অবিদ্যা ক্ষীয়মাণ হইলে ক্ষীণ হয়॥

টীকা—৪। (১) বস্তুতঃ অস্মিতাদি চতুর্ব্বিধ ক্লেশ অবিদ্যার প্রকারভেদ। অস্মিতাদি ক্লেশ সকলের চারি অবস্থাভেদ আছে, যথা:—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। প্রসুপ্তি=বীজ বা শক্তি-রূপে স্থিতি। প্রসুপ্ত ক্লেশ আলম্বন পাইলে পুনরুত্থিত হয়। তনু=ক্রিয়া-যোগের দ্বারা ক্ষীণীভূত ক্লেশ। বিচ্ছিন্ন=ক্লেশান্তরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাব। উদার=ব্যাপারযুক্ত। যথা ক্রোধকালে দ্বেষ উদার; রাগ বিচ্ছিন্ন। বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া রাগ দমিত হইলে রাগকে তনু বলা যায়। সংস্কারাবস্থাই প্রসুপ্তি। যে সব নিশ্চিহ্ন বা অলক্ষ্য সংস্কার বর্ত্তমানে ফলবান্ নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে ফলবান্ হইবে, তাহারা প্রসুপ্ত ক্লেশ। ক্লেশাবস্থা অর্থে এক একটি ক্লিষ্ট বৃত্তির অবস্থা।

প্রসুপ্ত ক্লেশ ও দগ্ধবীজকল্প ক্লেশ কতক সাদৃশ্যযুক্ত। কারণ, উভয়ই অলক্ষ্য। কিন্তু প্রসুপ্ত ক্লেশ আলম্বন পাইলেই উদার হইবে, আর দগ্ধবীজকল্প ক্লেশ আলম্বন পাইলেও কখন উঠিবে না। ভাষ্যকার তজ্জন্য দগ্ধবীজ-ভাবকে পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা বলিয়াছেন। উহা ঐ চারি অবস্থা হইতে বস্তুতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থা।

৪। (২) ক্লেশ দগ্ধবীজবৎ হইলেই তাদৃশ যোগী জীবন্মুক্ত হন। তজ্জন্মেই চিত্তকে লীন করিয়া তাঁহারা কেবলী হন; সুতরাং তাঁহাদের (পুনর্জ্জন্মাভাবে) সেই দেহ চরম দেহ।

৪। (৩) রাগাদিরা যে কিরূপে অবিদ্যামূলক বা মিথ্যা-জ্ঞানমূলক তাহা অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

ভাষ্যম্—তত্রাবিদ্যাস্বরূপমুচ্যতে।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা। ৫।

অনিত্যে কার্য্যে নিত্যখ্যাতিঃ, তদ্‌যথা, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা সচন্দ্রতারকা দ্যৌঃ অমৃতা দিবৌকস ইতি। তথাঽশুচৌ পরমবীভৎসে কায়েঽশুচিখ্যাতি, উক্তঞ্চ "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দা-

ন্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ” ইত্যশুচৌ শুচিখ্যাতিদৃশ্যতে, নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা মধ্বমৃতাবয়বনির্ম্মিতেব চন্দ্রং ভিত্ত্বা নিঃসৃতেব জ্ঞায়তে নীলোৎপলপত্রায়তাক্ষী হাবগর্ভাভ্যাং লোচনাভ্যাং জীবলোকমাশ্বাসয়ন্তীবেতি, কস্য কেনাভিসম্বন্ধঃ ভবতি চৈবমশুচৌ শুচিবিপর্য্যয়ঃ (র্য্যাসঃ) প্রত্যয়ঃ ইতি। এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়স্তথৈবানর্থে চার্থপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ। তথা দুঃখে সুখখ্যাতিং বক্ষ্যতি “পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈগুর্ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ” ইতি, তত্র সুখখ্যাতিরবিদ্যা। তথাঽনাত্মন্যাত্মখ্যাতিঃ বাহ্যোপকরণেষু চেতনাচেতনেষু ভোগাধিষ্ঠানে বা শরীরে, পুরুষোপকরণে বা মনসি, অনাত্মন্যাত্মখ্যাতিরিতি, তথৈতদত্রোক্তং “ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্মত্বেনাভিপ্রতীত্য তস্য সম্পদমনুনন্দতি আত্মসম্পদং মন্বানঃ তস্য ব্যাপদমনুশোচতি আত্মব্যাপদং মন্যমানঃ স সর্ব্বোঽপ্রতিবুদ্ধ” ইতি। এষা চতুষ্পদা ভবত্যবিদ্যা মূলমস্য ক্লেশসন্তানস্য কর্ম্মাশয়স্য চ সবিপাকস্য ইতি। তস্যাশ্চামিত্রাগোষ্পদবৎ বস্তুসতত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং, যথা নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্নঃ, তথাঽগোষ্পদং ন গোষ্পদাভাবো ন গোষ্পদমাত্রং কিন্তু দেশ এব তাভ্যামন্যং বস্ত্বন্তরং, এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিদ্যা-বিপরীতং জ্ঞানান্তরমবিদ্যেতি। ৫।

৫। তাহার মধ্যে এই সূত্রে অবিদ্যার স্বরূপ কথিত হইতেছে—“অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্ম বিষয়ে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মস্বরূপতা খ্যাতি অবিদ্যা”। সূ

ভাষ্যানুবাদ—অনিত্য কার্য্যে, নিত্য খ্যাতি, তাহা যথা—পৃথিবী ধ্রুবা, চন্দ্রতারকাযুক্ত আকাশ ধ্রুব, স্বর্গবাসীরা অমর ইত্যাদি। “স্থান, বীজ (১), উপষ্টম্ভ, নিস্যন্দ, নিধন, ও আধেয়শৌচত্বহেতু পণ্ডিতেরা শরীরকে অশুচি বলেন।” শরীর এবম্প্রকারে অশুচি বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাদৃশ পরমবিভৎস অশুচি শরীরে শুচি-খ্যাতি দেখা যায়; (যথা) নব শশীকলার ন্যায় কমনীয়া এই কন্যার অবয়ব যেন মধু বা অমৃতের দ্বারা নির্ম্মিত; বোধ হয় যেন চন্দ্র ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে, চক্ষু যেন নীলোৎপল পত্রের ন্যায় আয়ত। হাবগর্ভ লোচনের (কটাক্ষের) দ্বারা যেন জীব লোককে আশ্বাসিত করিতেছে, এইরূপে কাহার কিসের সহিত সম্বন্ধ (উপমা)। এই প্রকারে অশুচিতে শুচি-বিপর্য্যাস জ্ঞান হয়। ইহা দ্বারা অপুণ্যে পুণ্য-প্রত্যয় ও অনর্থে অর্থ-প্রত্যয়ও ব্যাখ্যাত হইল। দুঃখে সুখখ্যাতিও বলিবেন (নিম্নোদ্ধৃত ২।১৫ সূত্রে) “পরিণাম তাপ ও সংস্কার দুঃখ-হেতু এবং গুণ-বৃত্তি সকলের বিরোধের জন্য বিবেকী পুরুষের সমস্তই দুঃখ।” এই দুঃখে সুখ-খ্যাতি অবিদ্যা। সেইরূপ অনাত্ম বস্তুতে আত্মখ্যাতি যথা—চেতনাচেতন বাহ্য উপকরণে (পুত্র, পশু, শয্যাদি), বা ভোগাধিষ্ঠান শরীরে, বা পুরুষোপকরণরূপ মনে, এই সকল অনাত্ম-বিষয়ে আত্মখ্যাতি। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে (পঞ্চশিখ আচার্য্যের দ্বারা) “ব্যক্ত বা অব্যক্ত সত্ত্বকে (চেতন ও অচেতন বস্তুকে) আত্মরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাদের সম্পদকে আত্মসম্পদ মনে করিয়া আনন্দিত হয়; আর তাহাদের ব্যাপদকে আত্মব্যাপদ মনে করিয়া অনুশোচনা করে; ইহা সমস্তই মোহ।” এই অবিদ্যা চতুষ্পাদ। ইহা ক্লেশ-প্রবাহের ও সবিপাক কর্ম্মাশয়ের মূল। “অমিত্র” বা “অগোষ্পদের” ন্যায় অবিদ্যারও বস্তুত্ব আছে, ইহা জ্ঞাতব্য। যেমন ‘অমিত্র’ মিত্রাভাব নহে, বা ‘মিত্রমাত্র নহে’ এরূপ অন্য বস্তুও নহে, কিন্তু মিত্রবিরুদ্ধ শত্রু। আরও যেমন অগোষ্পদ ‘গোষ্পদাভাব’ নহে, বা ‘গোষ্পদ মাত্র নহে’ এরূপ অন্য বস্তুও নহে, কিন্তু কোন বৃহৎ স্থান যাহা তদুভয় হইতে পৃথক্ বস্তুন্তর। সেইরূপ অবিদ্যা প্রমাণও নয় প্রমাণাভাবও নয় কিন্তু বিদ্যা-বিপরীত জ্ঞানান্তরই অবিদ্যা (২)।

টীকা—৫। (১) শরীরের স্থান অশুচি জরায়ু; বীজ শুক্রাদি, ভুক্ত পদার্থের

সংঘাত উপষ্টম্ভ ; নিস্যন্দ—প্রস্বেদাদি ক্ষরিতদ্রব্য ; নিধন—মৃত্যু ; মৃত্যু হইলে সকল দেহই অশুচি হয়। আধেয়-শৌচত্ব—সদা শুচি বা পরিষ্কার করিতে হয় বলিয়া। এই সকল কারণে শরীর অশুচি। তাদৃশ কোন শরীরকে শুচি, রমণীয়, প্রার্থনীয় ও সঙ্গযোগ্য মনে করা বিপরীত জ্ঞান।

৫। (২) অবিদ্যার চারিটি লক্ষণের মধ্যে, অনিত্যে নিত্যজ্ঞান অভিনিবেশ ক্লেশে প্রধান ; অশুচিতে শুচিজ্ঞান রাগে প্রধান ; দুঃখে সুখজ্ঞান দ্বেষে প্রধান, কারণ দ্বেষ দুঃখবিশেষ হইলেও দ্বেষ-কালে তাহা সুখকর বোধ হয় ; আর অনাত্মে আত্মজ্ঞান অস্মিতা ক্লেশে প্রধান।

ভিন্ন ভিন্ন বাদীরা অবিদ্যার নানা রূপ লক্ষণ দিয়া থাকেন। তাহাদের অধিকাংশ লক্ষণই ন্যায় ও দর্শন-বিরুদ্ধ। যোগোক্ত এই লক্ষণ যে অনপলাপ্য সত্য, তাহা পাঠকমাত্রেরই বোধগম্য হইবে। রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের কারণ যাহাই হউক,—তাহা যে এক দ্রব্যকে অন্য-দ্রব্য-জ্ঞান (অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান), তাহাতে কাহারও 'না' বলিবার যো নাই। সেই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞানের বিপরীত, অতএব অযথার্থজ্ঞান। অতএব "যথার্থ ও অযথার্থ"—এই বৈপরীত্যই বিদ্যা ও অবিদ্যার বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের বৈপরীত্য। বিষয়ের বৈপরীত্য তাহাতে হয় না ; অর্থাৎ সর্প ও রজ্জু ভিন্ন বিষয়, কিন্তু বিপরীত বিষয় নহে। এইরূপ অযথার্থ জ্ঞানের বা অবিদ্যামূলক বৃত্তির কারণ—তাদৃশ জ্ঞানের সংস্কার। অতএব বিপর্য্যয় জ্ঞান ও বিপর্য্যয় সংস্কার সমূহের সাধারণ নাম অবিদ্যা। বিপর্য্যাসরূপা অবিদ্যা অনাদি। সেইরূপ বিদ্যাও অনাদি। কারণ, যেমন প্রাণী সকলের অযথার্থ জ্ঞান আছে, সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানও আছে। সাধারণ অবস্থায় অবিদ্যার প্রাবল্য ও বিদ্যার দৌর্ব্বল্য, বিবেকখ্যাতিতে বিদ্যার সম্যক্‌ প্রাবল্য ও অবিদ্যার অতি দৌর্ব্বল্য। চিত্তবৃত্তি হইতে অতিরিক্ত অবিদ্যা নামে কোন এক দ্রব্য নাই। বস্তুতঃ চিত্তবৃত্তিসকলই দ্রব্য। অবিদ্যা একজাতীয় চিত্তবৃত্তি (বিপর্য্যয়) মাত্র। সুতরাং অবিদ্যা অনাদি অর্থে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ অনাদি।

শুক্তিকাতে রজতভ্রম ইত্যাদি ভ্রান্তি সকল অবিদ্যার লক্ষণে পড়ে না। তাহারা বিপর্য্যয়ের লক্ষণের অন্তর্গত। ভ্রান্তি মাত্রই বিপর্য্যয়, আর অবিদ্যা পারমার্থিক বা যোগসাধন-সম্বন্ধীয় নাশ্য ভ্রান্তি। এই ভেদ বিবেচ্য। *

* আধুনিক বৈদান্তিকেরা ইহাকে অখ্যাতিবাদ বলেন। আর নিজেদের অনির্ব্বচনীয়-বাদী বলেন। তাঁহারা বলেন মিথ্যা জ্ঞান প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ প্রমাণ) নহে এবং স্মৃতিও নহে, অতএব উহা অনির্ব্বচনীয়। ইহারই নাম আস্তেকুড়-ভাদ্রবধু-ন্যায়। একদিকে অস্পৃশ্যা ভাদ্রবধু, অন্যদিকে অস্পৃশ্য আস্তেকুড় এবং অন্যদিকে স্বয়ং গৃহস্বামী, সুতরাং চোর পালাবে কিরূপে? ফলত অবিদ্যা প্রমাণ এবং স্মৃতি নহে বলিয়াই তাহাকে বিপর্য্যয় নামক পৃথক্‌ বৃত্তি বলা হয়। আর, সমস্ত বৃত্তি যেরূপ পরস্পরের সহায়ে উৎপন্ন হয়, বিপর্য্যয়ও সেইরূপ প্রমাণ ও স্মৃতি আদির সহায়ে উৎপন্ন হয়। উহা অনির্ব্বচনীয় নহে, কিন্তু "অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠমিথ্যাজ্ঞান" এই নির্ব্বচনে নির্ব্বচনীয়। এই লক্ষণ অনপলাপ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অবিদ্যাদিরা বিপর্য্যয়ের প্রকার-ভেদ। যে সমস্ত মিথ্যা জ্ঞান আমাদিগকে ক্লিষ্ট বা দুঃখযুক্ত করে, তাহারাই অবিদ্যাদি ক্লেশ। তাহাদের নাশেই পরমার্থ-সিদ্ধি হয়।

দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাঽস্মিতা ৬।

ভাষ্যম্—পুরুষো দৃক্‌শক্তিঃ বুদ্ধির্দর্শনশক্তিঃ ইত্যেতয়োরেকস্বরূপাপত্তিরিবাঽস্মিতা ক্লেশ উচ্যতে। ভোক্তৃভোগ্যশক্ত্যোরত্যন্তবিভক্তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োরবিভাগপ্রাপ্তাবিব সত্যাং ভোগঃ কল্পতে, স্বরূপপ্রতিলম্ভে তু তয়োঃ কৈবল্যমেব ভবতি কুতো ভোগ ইতি। তথাচোক্তং "বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকারশীলবিদ্যাদিভির্বিভক্তমপশ্যন্ কুর্য্যাত্তত্রাত্মবুদ্ধিং মোহেন" ইতি। ৬।

৬। "দৃক্ শক্তি ও দর্শন শক্তির একাত্মতাই অস্মিতা॥" সূ

ভাষ্যানুবাদ। পুরুষ দৃক্ শক্তি, বুদ্ধি দর্শন-শক্তি এই উভয়ের একস্বরূপতা-খ্যাতিকেই "অস্মিতা" ক্লেশ বলা যায়। অত্যন্ত বিভক্ত বা ভিন্ন (অতএব) অত্যন্তাসঙ্কীর্ণ ভোক্তৃ-শক্তি ও ভোগ্য-শক্তি অবিভাগপ্রাপ্তের ন্যায় হইলে (১) তাহাকে ভোগ বলা যায়। আর তদুভয়ের স্বরূপ-খ্যাতি হইলে কৈবল্যই হয়, ভোগ আর কোথায় থাকে। তথা উক্ত হইয়াছে (পঞ্চশিখ আচার্য্যের দ্বারা) "বুদ্ধি হইতে পর যে পুরুষ তাঁহাকে স্বীয় আকার, বিদ্যা, শীল, প্রভৃতির দ্বারা বিভক্ত বা ভিন্ন না দেখিয়া মোহের দ্বারা তাহাতে (বুদ্ধিতে) আত্মবুদ্ধি করে।" (২)

টীকা। ৬। (১) ভোগ্য-শক্তি জ্ঞানরূপ ও ভোক্তৃশক্তি চিদ্রূপ। অতএব তাহাদের অবিভাগ=বোধ সম্বন্ধীয় অবিভাগ। জল ও লবণের (অর্থাৎ বিষয়ের) যেরূপ অবিভাগ বা সঙ্কীর্ণতা বা মিশ্রণ, দ্রষ্টা ও দর্শনের সংযোগ সেরূপ কল্প্য নহে। এক ক্ষণে পুরুষ-সম্বন্ধীয় বোধ ও দর্শন-সম্বন্ধীয় বোধের উদয়ই ঐ অবিভাগ। "সত্ত্ব ও পুরুষের প্রত্যয়াবিশেষ ভোগ" এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিয়া সূত্রকার বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ বলিয়াছেন।

করণে আত্মতাখ্যাতিই অস্মিতা। বুদ্ধি করণ-প্রধান, সুতরাং তাহা স্বরূপত অস্মিতামাত্র। তাহার পরিণামরূপ ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টিতে যে আত্মতাখ্যাতি তাহাও অস্মিতা। 'আমি চক্ষুরাদিশক্তিমান্ এইরূপ অনাত্মে আত্মপ্রত্যয় অস্মিতার উদাহরণ।

৬। (২) পঞ্চশিখ আচার্য্যের এই বাক্যে 'আকার' আদি শব্দের অর্থ অন্যরূপ। দার্শনিক পরিভাষা সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেকার বচন বলিয়া ইহাতে আকার-আদি শব্দ ব্যবহার করিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ বুঝান হইয়াছে। আকার=সদা বিশুদ্ধি। বিদ্যা=চৈতন্য বা চিদ্রূপতা। শীল=ঔদাসীন্য ব সাক্ষিস্বরূপতা। পুরুষের এই সব লক্ষণের বিজ্ঞান পূর্ব্বক বুদ্ধি হইতে তাহার পৃথকৃত্ব না জানিয়া মোহের বা অবিদ্যার বশে লোকে বুদ্ধিতেই আত্মবুদ্ধি করে। অর্থাৎ পুরুষ এবং বিষয়ের জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ধর্ত্তা আমি—এই দুই এক এইরূপ বিপর্য্যাস করে।

সুখানুশয়ী রাগঃ। ॥ ৭ ॥

ভাষ্যম্। সুখাভিজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বঃ সুখে তৎসাধনে বা যো গর্দ্ধস্তৃষ্ণা লোভঃ স রাগ ইতি। ৭।

৭। "সুখানুশয়ী ক্লেশ-বৃত্তি রাগ"॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ। সুখাভিজ্ঞ জীবের সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বক সুখে বা সুখের সাধনে যে গর্দ্ধ (স্পৃহা), তৃষ্ণা, লোভ, তাহাই রাগ (১)।

টীকা। ৭। (১) সুখানুশয়ী=সুখের সংস্কার হইতে সঞ্জাত আশয়যুক্ত। তৃষ্ণা=জলতৃষ্ণার ন্যায় সুখের অভাব অনুভূয়মান হওয়া। লোভ—তৃষ্ণাভিভূত হইয়া বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছা। লোভে হিতাহিতজ্ঞান প্রায়ই বিপর্য্যাস্ত হয়।

রাগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অথবা অজ্ঞাতসারে ইচ্ছা ইন্দ্রিয় ও বিষয়াভিমুখে আনীত হয়। জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছাকে সংযত করিবার সামর্থ্য থাকে না। তজ্জন্য রাগ অজ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞান। ইহাতে আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত বদ্ধ হন। অনাত্মভূত ইন্দ্রিয়ে স্থিত সুখ-সংস্কারের সহিত নির্লিপ্ত আত্মার আবদ্ধতা-জ্ঞানই এস্থলে বিপরীত জ্ঞান। তদ্ব্যতীত মন্দকে ভাল জ্ঞান করাও রাগের স্বভাব।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। ৮।

ভাষ্যম্। দুঃখাভিজ্ঞস্য দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বো দুঃখে তৎসাধনে বা যঃ প্রতিঘো-মন্যুর্জিঘাংসা ক্রোধঃ স দ্বেষ ইতি।

৮। দুঃখানুশয়ী ক্লেশ বৃত্তি দ্বেষ। সূ

ভাষ্যানুবাদ। দুঃখাভিজ্ঞ প্রাণীর দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বক দুঃখে বা দুঃখের সাধনে যে প্রতিঘ, মন্যু, জিঘাংসা ও ক্রোধ তাহাই দ্বেষ (১)॥

টীকা—৮। (১) প্রতিঘ=প্রতিঘাতের ইচ্ছা অথবা বাধাভাব। অদ্বেষ্টার নিকট সমস্ত অবাধ কিন্তু দ্বেষ্টার পদে পদে বাধ। মন্যু=মানসিক দ্বেষ, ক্ষোভ। জিঘাংসা=হননেচ্ছা। রাগের ন্যায় দ্বেষ হইতে নির্লিপ্ত আত্মার সহিত অনাত্মভূত দুঃখসংস্কারের সঙ্গ-জ্ঞান এবং অকর্ত্তা আত্মায় কর্ত্তৃত্ববোধ হয়। তাই তাহাও বিপর্য্যয়।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ। ৯।

ভাষ্যম্। সর্ব্বস্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি, "মা ন ভূবং, ভূয়াসমিতি"। ন চাননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাত্মাশীঃ, এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে, স চায়মভিনিবেশঃ ক্লেশঃ স্বরসবাহী কৃমেরপি জাতমাত্রস্য প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরসম্ভাবিতো মরণত্রাস উচ্ছেদ-দৃষ্ট্যাত্মকঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতং মরণদুঃখমনুমাপয়তি। যথাচায়মত্যন্তমূঢ়েষু দৃশ্যতে ক্লেশস্তথা বিদুষোঽপি বিজ্ঞাতপূর্ব্বাপরান্তস্য রূঢ়ঃ কস্মাৎ, সমানা হি তয়োঃ কুশলাকুশলয়োঃ মরণদুঃখানু-ভবাদিয়ং বাসনেতি। ৯।

৯। অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানেরও যে সহজাত, প্রসিদ্ধ, ক্লেশ তাহা অভিনিবেশ (১)। সূ

ভাষ্যানুবাদ। সমস্ত প্রাণীর এই নিত্যা আত্মপ্রার্থনা হয় কি,—"আমার অভাব না হয়; আমি যেন জীবিত থাকি।" পূর্ব্বে যে মরণত্রাস অনুভব করে নাই, তাহার এরূপ আত্মাশী হইতে পারে না। ইহার দ্বারা পূর্ব্বজন্মীয় অনুভব প্রতিপন্ন হয়। এই অভিনিবেশ ক্লেশ স্বরসবাহী। ইহা জাতমাত্র কৃমিরও দেখা যায়। প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগমের দ্বারা অসম্পাদিত, উচ্ছেদ-জ্ঞান-স্বরূপ মরণত্রাস হইতে পূর্ব্বজন্মানুভূত মরণদুঃখের অনুমান হয় (২)। যেমন অত্যন্তমূঢ়েতে এই ক্লেশ দেখা যায়, তেমনি বিদ্বানের অর্থাৎ পূর্ব্বাপরকোটির জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও ইহা দেখা যায়, কেন না কুশল ও অকুশল এই উভয়েরই মরণদুঃখানুভব হইতে এই বাসনা সমান ভাবে আছে।

টীকা। ৯। (১) স্বরসবাহী = সহজ বা স্বাভাবিকের মত যাহা সঞ্চিতসংস্কার হইতে উৎপন্ন হয় ও স্বাভাবিকের মত ব্যাপারারূঢ় থাকে। তথারূঢ় = অবিদ্বানের এবং শ্রুতানুমান জ্ঞানবান্ বিদ্বানেরও যাহা আছে, সেই প্রসিদ্ধ (রূঢ়) ক্লেশ।

রাগ সুখানুশয়ী, দ্বেষ দুঃখানুশয়ী, অভিনিবেশ সেইরূপ সুখ-দুঃখ-বিবেক-হীন বা মূঢ় ভাবের অনুশয়ী। শরীরেন্দ্রিয়ের সহজ ক্রিয়াতে তাদৃশ মূঢ় ভাব হয়। তাহাতে শরীরাদিতে অহমনুবন্ধ সদা উদিত থাকে। সেই অভিনিবিষ্ট ভাবের হানি ঘটিলে বা ঘটিবার উপক্রম হইলে যে ভয় হয়, তাহাই অভিনিবেশ ক্লেশ। ভয়রূপে তাহা ক্লিষ্ট করে।

মরণভয়ই প্রধান অভিনিবেশ ক্লেশ। তাহা হইতে কিরূপে পূর্ব্বজন্মের অনুমান হয়, তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। অন্যান্য ভয়ও অভিনিবেশ ক্লেশ। এই অভিনিবেশ একটি ক্লেশ বা পরমার্থসাধন-সম্বন্ধীয় হেতব্য ভাববিশেষ। অন্য প্রকার অভিনিবেশ পদার্থও আছে।

৯। (২) কোন বিষয় পূর্ব্বে অনুভূত হইলেই পরে তাহার স্মৃতি হইতে পারে। অনুভব হইলে সেই বিষয় চিত্তে আহিত থাকে; তাহার পুনঃ বোধই স্মৃতি। মরণভয়াদির স্মৃতি দেখা যায়। ইহ জন্মে মরণ ভয় অনুভূত হয় নাই। সুতরাং তাহা পূর্ব্ব জন্মে অনুভূত হইয়াছে বলিতে হইবে ; এইরূপে অভিনিবেশ হইতে পূর্ব্ব জন্ম সিদ্ধ হয়।

শঙ্কা করিতে পার, ‘মরণভয় স্বাভাবিক ; অতএব তাহাতে পূর্ব্বানুভবের প্রয়োজন নাই”। মরণস্মৃতি স্বাভাবিক হইলে, সর্ব্ব স্মৃতিকেই স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কিন্তু স্মৃতি স্বাভাবিক নহে ; তাহা নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বানুভবই সেই নিমিত্ত। যখন বহুশঃ স্মৃতিকে নিমিত্তজাত দেখা যায়, তখন তাহার একাংশকে (মরণভয়াদিকে) স্বাভাবিক বলা সঙ্গত নহে। স্বাভাবিক বস্তু কখন নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। আর স্বাভাবিক ধর্ম্ম কখনও বস্তুকে ত্যাগ করে না। মরণভয় জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়। অতএব অজ্ঞানাভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানপূর্ব্বক মরণদুঃখানুভব) তাহার হেতু। এইরূপে মরণভয়াদি হইতে পূর্ব্বানুভব সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম সিদ্ধ হয়।

পুনঃ শঙ্কা হইতে পারে, “মরণভয় যে এক প্রকার স্মৃতি, তাহার প্রমাণ কি ?” তদুত্তরে ব্যক্তব্য এই :—আগন্তুক বিষয়ের সহিত সংযোগ না হইলে যে আভ্যন্তরিক বিষয়ের বোধ হয়, তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি উপলক্ষণাদির দ্বারা উত্থিত হয়। মরণভয়ও উপলক্ষণের দ্বারা অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হয়, তাই তাহা এক প্রকার স্মৃতি।

বস্তুতঃ মন কোন্ কাল হইতে হইয়াছে, তাহা যুক্তিপূর্ব্বক বিচার করিলে, তাহার আদি পাওয়া যায় না। যেমন অসতের উদ্ভব-দোষ হয় বলিয়া লোকে ‘ম্যাটারকে’ অনাদি বলে, মনও ঠিক সেই কারণে অনাদি। ‘ম্যাটারের’ যেরূপ অনাদি ধর্ম্ম-পরিণাম স্বীকার্য্য হয়, অনাদি মনেরও তদ্রূপ অনাদি ধর্ম্ম-পরিণাম স্বীকার্য্য হয়।

জন্মের সহিত মন উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বলিবার কোন হেতু কেহ দেখাইতে পারেন না। বস্তুতঃ এরূপ বলা সম্পূর্ণ অন্যায়। যাঁহারা বলেন, মরণভয়াদি instinct (untaught ability) অর্থাৎ অশিক্ষিত ক্রিয়াক্ষমতা তাঁহারা কেবল ইহজীবনের কথাই বলেন, কিন্তু ‘instinct হয় কেন’ তাহার উত্তর দিতে পারেন না।

Instinct কিরূপে হইল, তাহার দুইটী উত্তর আছে। প্রথম উত্তর “উহা ঈশ্বরকৃত” দ্বিতীয় উত্তর (বা নিরুত্তর) উহা অজ্ঞেয়। মন যে ঈশ্বরকৃত তাহার বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নাই। উহা খ্রীষ্টান আদি সম্প্রদায়ের অন্ধ-বিশ্বাসমাত্র। আর্ষদর্শন সকলের মতে মন ঈশ্বর-কৃত নহে কিন্তু মন অনাদি।

যাঁহারা মনের কারণকে অজ্ঞেয় বলেন, তাঁহারা যদি, বলেন 'আমরা উহা জানি না' তবে কোন কথা নাই। আর যদি বলেন, 'মনুষ্যের উহা জানিবার উপায় নাই' তবে মন সাদি বা অনাদি উভয়ের কোন একটী হইবে, এরূপ বলিতে হইবে।

মনের কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলে মনকে প্রকারান্তরে নিষ্কারণ বলা হয়। কারণ যাহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, তাহা আমাদের নিকট নাই। মনের কারণকে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলে সুতরাং বলা হইল 'মনের কারণ নাই'। যাহার কারণ নাই সেই পদার্থ অনাদি। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইতে কোন পদার্থ হইলে তবে তাহাকে সাদি বলা যায়। নিষ্কারণ বস্তু সুতরাং অনাদি। বস্তুত অজ্ঞেয় বলিলে বলা হয় যে তাহা আছে কিন্তু বিশেষ-রূপে জ্ঞেয় নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চিত্ত বৃত্তিধর্ম্মক। বৃত্তি সকল উদিত ও লীন হইয়া যাইতেছে। বৃত্তি সকলের মূল উপাদান ত্রিগুণ। সংহত ত্রিগুণের এক এক প্রকার পরিণামই বৃত্তি। ত্রিগুণ নিষ্কারণত্ব হেতু অনাদি, সুতরাং তাহাদের পরিণামভূত বৃত্তিপ্রবাহও অনাদি। মন কবে ও কোথা হইতে হইয়াছে, এই প্রশ্নের এই উত্তরই সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায্য। ৪।১০ (১) দ্রষ্টব্য।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ। ১০।

ভাষ্যম্। তে পঞ্চক্লেশা দগ্ধবীজকল্পা যোগিনশ্চরিতাধিকারে চেতসি প্রলীনে সহ তেনৈবাস্তং গচ্ছন্তি। ১০।

১০। সূক্ষ্ম ক্লেশ সকল প্রতিপ্রসবের (১) বা চিত্তলয়ের দ্বারা হেয় বা ত্যাজ্য। সূ

ভাষ্যানুবাদ। সেই পঞ্চ ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প হইয়া যোগীর চরিতাধিকার চিত্ত প্রলীন হইলে তাহার সহিত বিলীন হয়। (১)

টীকা—১০। (১) প্রতিপ্রসব=প্রসবের বিরুদ্ধ; অর্থাৎ প্রতিলোম পরিণাম বা প্রলয়। সূক্ষ্ম-ক্লেশ অর্থাৎ যাহা প্রসংখ্যান নামক প্রজ্ঞার দ্বারা দগ্ধবীজকল্প হইয়াছে, তাদৃশ। শরীরেন্দ্রিয়ে যে অহন্তা আছে, তাহা শরীরেন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থকে সাক্ষাৎকার করিলে প্রকৃষ্টরূপে অপগত হইতে পারে। তাদৃশ সাক্ষাৎকার হইতে "আমি শরীরেন্দ্রিয় নহি" এরূপ প্রজ্ঞা হয়। তাহাতে শরীরেন্দ্রিয়ের বিকারে যোগীর চিত্ত বিকৃত হয় না। সেই প্রজ্ঞা-সংস্কার যখন একাগ্রভূমিক চিত্তে সদা উদিত থাকে, তখন তাহাকে অস্মিতার বিরোধী প্রসংখ্যান বলা যায়। তাহা সদা উদিত থাকাতে অস্মিতার কোন বৃত্তি উঠিতে পারে না, সুতরাং তখন অস্মিতা-ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প বা অঙ্কুরজননে অসমর্থ হয়। অর্থাৎ স্বতঃ আর তখন শরীরেন্দ্রিয়ে অস্মি-ভাব ও তজ্জনিত চিত্তবিকার হইতে পারে না। এইরূপ দগ্ধবীজকল্প অবস্থাই অস্মিতা-ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা।

বৈরাগ্য-ভাবনার প্রতিষ্ঠা হইতে চিত্তে বিরাগপ্রজ্ঞা হয় এবং তদ্দ্বারা রাগ দগ্ধবীজকল্প সূক্ষ্ম হয়। সেইরূপ অদ্বেষ-ভাবনার প্রতিষ্ঠা-মূলক প্রজ্ঞা হইতে দ্বেষ এবং আত্ম-ভাব-ভাবনার নিবৃত্তি হইতে অভিনিবেশ সূক্ষ্মীভূত হয়।

এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারের দ্বারা (১।৫ সূত্র দ্রষ্টব্য) ক্লেশ সকল সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম হইলেও তাহারা ব্যক্ত থাকে। কারণ "আমি শরীর" এরূপ প্রত্যয় যেমন চিত্তের ব্যক্তাবস্থা, "আমি শরীর নহি" (অর্থাৎ "আমির দ্রষ্টা পুরুষ" এইরূপ পৌরুষ প্রত্যয়) এরূপ

প্রত্যয়ও সেইরূপ ব্যক্তাবস্থাবিশেষ। দগ্ধবীজের সহিত আরও সাদৃশ্য আছে। দগ্ধ (ভাজা) বীজ যেরূপ বীজের মতই থাকে কিন্তু তাহার প্ররোহ হয় না, ক্লেশও সেইরূপ সূক্ষ্মাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু আর ক্লেশবৃত্তি বা ক্লেশসন্তান উৎপাদন করে না। অর্থাৎ ক্লেশমূলক প্রত্যয় তখন উঠে না, বিদ্যাপ্রত্যয়ই উঠে। বিদ্যা প্রত্যয়েরও মূলে সূক্ষ্ম অস্মিতা থাকে, তাই তাহা ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা।

এইরূপে সূক্ষ্মীভূত ক্লেশ চিত্তলয়ের সহিত বিলীন হয়। পরবৈরাগ্যপূর্ব্বক চিত্ত স্বকারণে প্রলীন হইলে সূক্ষ্ম ক্লেশও তৎসহ অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। প্রলয় বা বিলয় অর্থে পুনরুৎপত্তিহীন লয়।

সাধারণ অবস্থায় ক্লিষ্ট বৃত্তি সকল উদিত হইতে থাকে ও তদ্দ্বারা জাতি, আয়ু ও ভোগ (শরীরাদি) ঘটিতে থাকে। ক্রিয়াযোগের দ্বারা তাহারা (ক্লেশগণ) ক্ষীণ হয়। সম্প্রজ্ঞাতযোগে শরীরাদির সহিত সম্বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু তাহা "আমি শরীরাদি নহি" ইত্যাদি প্রকার প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞামূলক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধই ক্লেশের সূক্ষ্মাবস্থা (ইহাতে জাত্যায়ুর্ভোগ নিবৃত্ত হয়, তাহা বলা বাহুল্য)। অসম্প্রজ্ঞাত যোগে শরীরাদির সহিত সেই সূক্ষ্ম সম্বন্ধও নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ বিকৃতিসকলের প্রকৃতিসকলে লয়রূপ প্রতিপ্রসবে ক্লেশসকলের সম্যক্ প্রহাণ হয়।

ভাষ্যম্। স্থিতানাস্তু বীজভাবোপগতানাম্—

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ। ১১।

ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ স্থূলাস্তাঃ ক্রিয়াযোগেন তনূকৃতাঃ সত্যঃ প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন হাতব্যাঃ, যাবৎ সূক্ষ্মীকৃতা যাবৎ দগ্ধবীজকল্পা ইতি। যথা চ বস্ত্রাণাং স্থূলো মলঃ পূর্ব্বং নির্ধূয়তে পশ্চাৎ সূক্ষ্মো যত্নেনোপায়েনাপনীয়তে তথা স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্থূলাবৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং, সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষা ইতি। ১১।

১১। কিঞ্চ বীজভাবে অবস্থিত ক্লেশসকলের "বৃত্তি বা স্থূলাবস্থা ধ্যানের দ্বারা হেয়"। সূ

ভাষ্যানুবাদ। ক্লেশ সকলের (১) যে স্থূল বৃত্তি তাহা ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্ষীণীকৃত হইলে, প্রসংখ্যানের দ্বারা হাতব্য, যতদিন না সূক্ষ্ম, দগ্ধবীজকল্প হয়। যেমন বস্ত্রসকলের স্থূল মল পূর্ব্বে নির্ধূত হয় এবং সূক্ষ্ম মল যত্ন ও উপায়ের দ্বারা পরে অপনীত হয়, তেমনি স্থূল ক্লেশবৃত্তিসকল স্বল্পপ্রতিপক্ষ ও সূক্ষ্ম ক্লেশসকল মহা-প্রতিপক্ষ।

টীকা—১১। (১) ক্লেশের স্থূলাবৃত্তি = ক্লিষ্টা প্রমাণাদি বৃত্তি।

ধ্যানহেয়—প্রসংখ্যানরূপ ধ্যান হইতে জাত যে প্রজ্ঞা তাহার দ্বারা ত্যাজ্য। ক্লেশ অজ্ঞান, সুতরাং তাহা জ্ঞানের দ্বারা হেয়। প্রসংখ্যানই জ্ঞানের উৎকর্ষ অতএব প্রসংখ্যানরূপ ধ্যানের দ্বারাই ক্লিষ্টা বৃত্তি ত্যাজ্য। কিরূপে প্রসংখ্যান ধ্যানের দ্বারা ক্লিষ্টবৃত্তি দগ্ধবীজকল্প হয় তাহা উপরে বলা হইয়াছে। ক্রিয়াযোগের দ্বারা তনূভাব, প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধবীজভাব, এবং চিত্ত প্রলয়ের দ্বারা সম্যক্ প্রণাশ, ক্লেশ-হানের এই ক্রমত্রয় দ্রষ্টব্য।

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। ১২।

ভাষ্যম্। তত্র পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসবঃ। স দৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চাদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চ, তত্র তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃসমাধিভির্নির্ব্বর্ত্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহর্ষিমহানুভাবানামারাধনাদ্বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্রক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বাসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরিপচ্যতে। যথা নন্দীশ্বরঃ কুমারো মনুষ্যপরিণামং হিত্বা দেবত্বেন পরিণতঃ, তথা নহুষোঽপি দেবানামিন্দ্রঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তির্য্যক্ত্বেন পরিণত ইতি। তত্র নারকাণাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ ক্ষীণক্লেশানামপি নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয় ইতি। ১২।

১২। ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় (দুই প্রকার), দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়॥ (১) সূ

ভাষ্যানুবাদ। তাহার মধ্যে, পুণ্য ও অপুণ্য-আত্মক কর্ম্মাশয় কাম, লোভ, মোহ ও ক্রোধ হইতে প্রসূত হয়। সেই দ্বিবিধ কর্ম্মাশয় (পুনরায়) দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। তাহার মধ্যে তীব্রবিরাগের সহিত আচরিত মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই সকলের দ্বারা) অথবা ঈশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভাব ইঁহাদের আরাধনা হইতে পরিনিষ্পন্ন যে পুণ্য কর্ম্মাশয়, তাহা সদ্যই বিপাক প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফল প্রসব করে। সেইরূপ, তীব্র অবিদ্যাদি-ক্লেশপূর্ব্বক ভীত ব্যাধিত, কৃপার্হ (দীন), শরণাগত বা মহানুভাব বা তপস্বী ব্যক্তিসকলের প্রতি পুনঃপুনঃ অপকার করিলে যে পাপ কর্ম্মাশয় হয়, তাহা সদ্যই বিপাক প্রাপ্ত হয়। যেমন বালক নন্দীশ্বর মনুষ্যপরিণাম ত্যাগ করিয়া দেবত্বে পরিণত হইয়াছিলেন; এবং যেমন সুরেন্দ্র নহুষ, নিজের দৈব পরিণাম ত্যাগ করিয়া তির্য্যক্ত্বে পরিণত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নারকগণের দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই ও ক্ষীণক্লেশ পুরুষের (জীবন্মুক্তের) অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই। (২)

টীকা।—১২। (১) কর্ম্মাশয়—কর্ম্মসংস্কার। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রূপ কর্ম্মসংস্কারই কর্ম্মাশয়। চিত্তের কোন ভাব হইলে তাহার যে অনুরূপ স্থিতিভাব (অর্থাৎ ছাপ ধরা থাকা) হয়, তাহার নাম সংস্কার। সংস্কার সবীজ ও নির্ব্বীজ উভয়বিধ হইতে পারে। সবীজ সংস্কার দ্বিবিধ ক্লিষ্টবৃত্তিজ ও অক্লিষ্টবৃত্তিজ; অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক সংস্কার ও প্রজ্ঞামূলক সংস্কার। ক্লেশমূলক সবীজ সংস্কারসকলের নাম কর্ম্মাশয়। শুক্ল, কৃষ্ণ এবং শুক্লকৃষ্ণ ভেদে কর্ম্মাশয় ত্রিবিধ। অথবা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দ্বিবিধ। প্রজ্ঞামূলক সংস্কারের নাম অশুক্লাকৃষ্ণ।

কর্ম্মাশয়ের জাতি আয়ু ও ভোগ-রূপ ত্রিবিধ বিপাক বা ফল হয়। অর্থাৎ যে সংস্কারের ঐরূপ বিপাক হয়, তাহাই কর্ম্মাশয়। বিপাক হইলে তাহার অনুভবমূলক যে সংস্কার হয়, তাহার নাম বাসনা। বাসনার বিপাক হয় না, কিন্তু কোন কর্ম্মাশয়ের বিপাকের জন্য যথাযোগ্য বাসনা চাই। কর্ম্মাশয় বীজস্বরূপ, বাসনা ক্ষেত্রস্বরূপ, জাতি বৃক্ষস্বরূপ, সুখ-দুঃখ ফলস্বরূপ। পাঠকের সুখবোধের জন্য সংস্কার বংশলতা ক্রমে দেখান যাইতেছে।
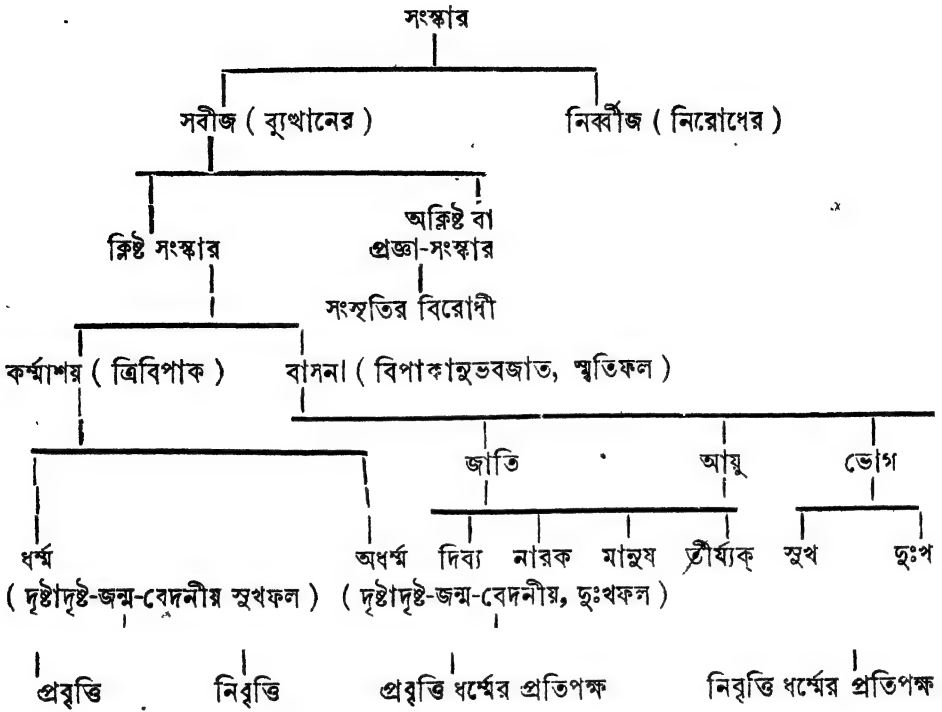
সংস্কার নাশ।

১। নিবৃত্তি ধর্ম্মের দ্বারা প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ক্ষীণ হয়।

২ তাহাতে কর্ম্মাশয় ক্ষীণ হয় সুতরাং বাসনা নিষ্প্রয়োজন হয়

৩ তাহাতে ক্লিষ্ট সংস্কার ক্ষীণ হয় ; ইহাই তনুত্ব

৪ প্রজ্ঞাসংস্কার-দ্বারা ক্লিষ্টসংস্কার সূক্ষ্মীভূত (দগ্ধবীজবৎ) হয়।

৫ সূক্ষ্ম ক্লিষ্ট-সংস্কার (সবীজ) নির্ব্বীজ বা নিরোধ-সংস্কারের দ্বারা নষ্ট হয়।

১২। (২) অবিদ্যাদি ক্লেশ-পূর্ব্বক আচরিত যে কর্ম্ম, তাহাদের সংস্কার অর্থাৎ ক্লিষ্ট কর্ম্মাশয় দৃষ্টজন্মবেদনীয় হয় বা ইহ জন্মে ফলবান্ হয়। অথবা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় হয় বা কোন ভাবী জন্মে বিপক্ক হয়। সংস্কারের তীব্রতানুসারে ফলের কাল আসন্ন হয়। ভাষ্যকার উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

নারকগণ স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। নারক জন্মে ভোগক্ষয়ে তাহাদের ভিন্ন পরিণাম হয়। সেই জন্মে তাহারা মনঃপ্রধান, এবং প্রবল দুঃখে ক্লিষ্ট থাকে বলিয়া তাহাদের স্বাধীন কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং তাহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় পুরুষকার অসম্ভব। পরন্তু তাহারা রুদ্ধেন্দ্রিয় এবং মনের আগুনেই পুড়িতে থাকে বলিয়া এরূপ অন্য অদৃষ্টাধীন সেন্দ্রিয় কর্ম্ম করিতে পারে না যাহার ফল সেই নারক জন্মে বিপক্ক হইবে তাহাদের নারকশরীরকে তাই ভোগশরীর বলা যায়। মনঃপ্রধান, সুখাভিভূত, দেবগণেরও দৃষ্টজন্মবেদনীয় পুরুষকার প্রায়ই নাই। তবে দেবগণের ইন্দ্রিয়শক্তি সাত্ত্বিকভাবে বিকসিত ; তদ্দ্বারা তাহাদের এরূপ অদৃষ্টাধীন সেন্দ্রিয় কর্ম্ম হইতে পারে যাহার সুখাদি বিপাক সেই

দৃষ্টজন্মেই হয়। তবে সমাধিসিদ্ধ দেবগণের স্বায়ত্তচিত্ততা-হেতু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্ম আছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা উন্নত হন। যে যোগীরা সাস্মিতাদি সমাধি আয়ত্ত করিয়া উপরত হন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া পরে সেই দৈব শরীরে নিষ্পন্ন জ্ঞানের দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। অতএব তাঁহাদের দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় হইতে পারে। দৈব শরীরে এইরূপ ভেদ আছে বলিয়া ভাষ্যকার উহাকে নারকের সহিত দৃষ্টজন্মবেদনীয়ত্বহীন বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। ১৩।

ভাষ্যম্। সৎসু ক্লেশেষু কর্ম্মাশয়ো বিপাকারম্ভী ভবতি, নোচ্ছিন্নক্লেশমূলঃ। যথা তুষাবনদ্ধাঃ শালিতণ্ডুলা অদগ্ধবীজভাবা প্ররোহসমর্থা ভবন্তি নাপনীততুষা দগ্ধবীজভাবা বা, তথা ক্লেশাবন্ধনদ্ধঃ কর্ম্মাশয়ো বিপাকপ্ররোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশবীজভাবো বেতি। স চ বিপাকস্ত্রিবিধো জাতিরায়ুর্ভোগ ইতি। তত্রেদং বিচার্য্যতে কিমেকং কর্ম্মৈকস্য জন্মনঃ কারণম্, অথৈকং কর্ম্মানেকং জন্মাক্ষিপতীতি। দ্বিতীয়া বিচারণা কিমনেকং কর্ম্মানেকং জন্মনির্ব্বর্ত্তয়তি, অথানেকং কর্ম্মৈকং জন্মনির্ব্বর্ত্তয়তীতি। ন তাবৎ একং কর্ম্মৈকস্য জন্মনঃ কারণং, কস্মাৎ, অনাদিকালপ্রচিতস্যাসংখ্যেয়স্যাবশিষ্টকর্ম্মণঃ সাম্প্রতিকস্য চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসো লোকস্য প্রসক্তঃ স চানিষ্ট ইতি। ন চৈকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, অনেকেষু কর্ম্মস্বেকৈকমেব কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণমিত্যবশিষ্টস্য বিপাককালাভাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি। ন চানেকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, তদনেকং জন্ম যুগপন্ন সম্ভবতীতি, ক্রমেণ বাচ্যম্, তথাচ পূর্ব্বদোষানুষঙ্গঃ, তস্মাজ্জন্মপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়প্রচয়ো বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জ্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়ণাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সংমূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি, তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্ম্মণা লব্ধায়ুষ্কং ভবতি, তস্মিন্নায়ুষি তেনৈব কর্ম্মণা ভোগঃ সম্পদ্যত ইতি, অসৌ কর্ম্মাশয়ো জন্মায়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ ত্রিবিপাকোঽভিধীয়ত ইতি অত একভবিকঃ কর্ম্মাশয় উক্ত ইতি।

দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্ত্বেকবিপাকারম্ভী ভোগহেতুত্বাৎ, দ্বিবিপাকারম্ভী বা আয়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ নন্দীশ্বরবৎ নহুষবদ্বা ইতি।

ক্লেশকর্ম্মবিপাকানুভব-নিমিত্তাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্ব্বতো মৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকভবপূর্ব্বিকা বাসনাঃ। যস্ত্বয়ং কর্ম্মাশয় এষ এবৈকভবিক উক্ত ইতি। যে সংস্কারাঃ স্মৃতিহেতবস্তা বাসনাস্তাশ্চানাদিকালীনা ইতি।

যস্ত্বসাবৈকভবিকঃ কর্ম্মাশয়ঃ স নিয়তবিপাকশ্চ অনিয়তবিপাকশ্চ। তত্র দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্য নিয়তবিপাকস্যৈবায়ং নিয়মো, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য, কস্মাৎ যো হ্যদৃষ্টজন্মবেদনীয়োঽনিয়তবিপাকস্তস্য ত্রয়ী গতীঃ কৃতস্যাবিপক্কস্য নাশঃ, প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং বা, নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাঽভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্ ইতি। তত্র কৃতস্যাঽবিপক্কস্য নাশো যথা শুক্লকর্ম্মোদয়াদিহৈব নাশঃ কৃষ্ণস্য যত্রেদমুক্তম্ "দ্বে দ্বে হ বৈ কর্ম্মণী বেদিতব্যে পাপকস্যৈকোরাশিঃ পুণ্যকৃতোঽপহন্তি। তদিচ্ছস্ব কর্ম্মাণি সুকৃতানি কর্ত্তুমিহৈব তে কর্ম্ম কবয়ো বেদয়ন্তে"। প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং, যত্রেদমুক্তং, "স্যাৎ স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ, কুশলস্য নাপকর্ষায়ালং কস্মাৎ, কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি

যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতি” ইতি। নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্, কথমিতি, অদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যৈব নিয়তবিপাকস্য কর্ম্মণঃ সমানং মরণমভিব্যক্তিকারণমুক্তং, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য, যত্ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়ং কর্ম্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্যেৎ, আবাপং বা গচ্ছেৎ, অভিভূতং বা চিরমপ্যুপাসীত যাবৎ সমানং কর্ম্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তমস্য ন বিপাকাভিমুখং করোতীতি। তদ্বিপাকস্যৈব দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কর্ম্মগতির্বিচিত্রা দুর্বিজ্ঞানা চ ইতি, ন চোৎসর্গস্যাপবাদান্নিবৃত্তিরিতি একভবিকঃ কর্ম্মাশয়োঽনুজ্ঞায়ত ইতি। ১৩।

১৩। “ক্লেশ মূলে থাকিলে কর্ম্মাশয়ের জাতি, আয়ু ও ভোগ—এই তিন প্রকার বিপাক হয়।” (১)। সু

ভাষ্যানুবাদ। ক্লেশ সকল মূলে থাকিলে কর্ম্মাশয় ফলারম্ভী হয়, ক্লেশমূল উচ্ছিন্ন হইলে তাহা হয় না। যেমন তুষবদ্ধ, অদগ্ধবীজভাব, শালিতণ্ডুল অঙ্কুর-জননক্ষম হয়, অপনীততুষ বা দগ্ধবীজভাব তণ্ডুল তাহা হয় না ; সেইরূপ ক্লেশযুক্ত কর্ম্মাশয় বিপাক-প্ররোহবান্ হয়, অপগতক্লেশ বা প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধবীজভাব হইলে হয় না। সেই কর্ম্মাশয়ের বিপাক ত্রিবিধ :—জাতি, আয়ু ও ভোগ। এ বিষয়ে (২) ইহা বিচার্য্য :—একটি কর্ম্ম কি একটিমাত্র জন্মের কারণ বা একটি কর্ম্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে। অনেক কর্ম্ম কি যুগপৎ অনেক জন্ম নির্ব্বর্ত্তিত করে, অথবা অনেক কর্ম্ম একটি জন্ম নির্ব্বর্ত্তিত করে।

এক কর্ম্ম কখনই একটি জন্মের কারণ হইতে পারে না। কেন না, অনাদি-কাল-সঞ্চিত অসঙ্খ্যেয়, অবশিষ্ট কর্ম্মের এবং বর্ত্তমান কর্ম্মের যে ফল, তাহার ক্রমের অনিয়ম হওয়ায় লোকের কর্ম্মাচরণে কিছুই আশ্বাস থাকে না। অতএব ইহা অসম্মত। আর, এক কর্ম্ম অনেক জন্মও করিতে পারে না। কেন না অনেক কর্ম্মের মধ্যে এক একটিই যদি অনেক জন্ম নিষ্পন্ন করে, তাহা হইলে কর্ম্মের আর ফলকাল ঘটে না। অতএব ইহাও সম্মত নহে। আর অনেক কর্ম্ম অনেক জন্মেরও কারণ নহে। কেন না, সেই অনেক-জন্মত একেবারে ঘটে না। যদি বল ক্রমে ক্রমে হয় ; তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ আইসে। এই হেতু জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবহিত কালে কৃত, বিচিত্র, প্রধান ও উপসর্জ্জন-ভাবে স্থিত, পুণ্যাপুণ্য-কর্ম্মাশয়-সমূহ মৃত্যুর দ্বারা অভিব্যক্ত হওত, যুগপৎ, এক প্রযত্নে মিলিত হইয়া, মরণ সাধন-পূর্ব্বক সংমূর্চ্ছিত হইয়া, (অর্থাৎ একলোলীভাবাপন্ন হইয়া) একটিমাত্র জন্ম নিষ্পন্ন করে। সেই জন্ম সেই প্রচিত কর্ম্মাশয়দ্বারা আয়ুর্লাভ করে, আর সেই আয়ুতে সেই-ই কর্ম্মাশয়দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়। ঐ কর্ম্মাশয় জন্ম, আয়ু ও ভোগের হেতু হওয়ায় ত্রিবিপাক বলিয়া অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত হেতুবশতঃ কর্ম্মাশয়' (পূর্ব্বাচার্য্যদের দ্বারা) “একভবিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় শুদ্ধ ভোগের হেতু হইলে এক বিপাকারম্ভী, আর আয়ু ও ভোগ-হেতু হইলে দ্বিবিপাকারম্ভী হয়। নন্দীশ্বরের মত বা নহুষের মত (দ্বিবিপাক)।

ক্লেশের ও কর্ম্মবিপাকের অনুভবোৎপন্ন বাসনার দ্বারা অনাদি কাল হইতে পরিপুষ্ট, এই চিত্ত, চিত্রীকৃত পটের ন্যায় বা সর্ব্বস্থানে গ্রন্থিযুক্ত মৎস্যজালের ন্যায়। এইহেতু বাসনা অনেক-ভবপূর্ব্বিকা ; কিন্তু উক্ত কর্ম্মাশয় একভবিক। যে সংস্কারসমূহ স্মৃতি উৎপাদন করে, তাহারাই বাসনা ও তাহারা অনাদিকালীনা।

একভবিক কর্ম্মাশয় নিয়ত-বিপাক ও অনিয়ত বিপাক। তাহার মধ্যে দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত-বিপাক কর্ম্মাশয়েরই একভবিকত্ব নিয়ম (সম্পূর্ণরূপে খাটে) কিন্তু অনিয়ত-বিপাক

অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের একভবিকত্ব (সম্পূর্ণরূপে সংঘটন হয় না)। কেন না—অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়তবিপাক কর্ম্মাশয়ের তিন গতি; ১ম, কৃত কর্ম্মাশয়ের (প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা) নাশ; ২য়, (অনিয়ত-বিপাক) প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত বিপাক প্রাপ্ত হইয়া প্রবল তৎফলের দ্বারা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়া; ৩য়, নিয়ত-বিপাক প্রধান কর্ম্মাশয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকা। তাহার মধ্যে অবিপক্ক কর্ম্মাশয়ের নাশ এইরূপ:—যেমন শুক্ল কর্ম্মের উদয়ে ইহ জন্মেই কৃষ্ণ কর্ম্মের নাশ দেখা যায়। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে। "কর্ম্ম দুই প্রকার জানিবে, তন্মধ্যে পাপের এক রাশিকে পুণ্যকর্ম্মের রাশি নাশ করে। এই হেতু সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই সৎকর্ম্ম ইহলোকেই আচরিত হয়, ইহা তোমাদের নিকট কবিরা (প্রাজ্ঞেরা) প্রতিপাদন করিয়াছেন।" *

অনিয়ত-বিপাক প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত (সহকারিভাবে অপ্রধান কর্ম্মাশয়ের) আবাপ গমন (বা ফলীভূত হওন) তদ্ বিষয়ে (পঞ্চশিখাচার্য্য কর্ত্তৃক) ইহা উক্ত হইয়াছে;—"(যজ্ঞাদি হইতে প্রধান পুণ্য-কর্ম্মাশয় জন্মায় কিন্তু তৎসঙ্গে পাপ কর্ম্মাশয়ও জন্মায়। প্রধান পুণ্যের ভিতর সেই পাপ) স্বল্প, সঙ্কর (অর্থাৎ পুণ্যের সহিত মিশ্রিত) সপরিহার (অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পরিহারযোগ্য) সপ্রত্যবমর্ষ (অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তাদি না করিলে বহু সুখের ভিতরও সেই কর্ম্মজনিত দুঃখ স্পর্শ করে, যেমন বহু সুখের ভিতর প্রাণী নিরাহার করিলে তদ্দুঃখে মৃষ্ট হয়, সেইরূপ), কুশল বা পুণ্য-কর্ম্মাশয়কে তাহা ক্ষয় করিতে অসমর্থ; কেন না—আমার অনেক অন্য কুশল কর্ম্ম আছে, যাহাতে ইহা (পাপ কর্ম্মাশয়) আবাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গেতে অল্পই দুঃখযুক্ত করিবে।"

(নিয়ত-বিপাক) প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত অভিভূত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান (তৃতীয় গতি) কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে। অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় নিয়ত-বিপাক কর্ম্মাশয়েরই মরণ সমান (সাধারণ, অর্থাৎ বহু ঐ প্রকার কর্ম্মের একমাত্র অভিব্যক্তি-কারণ মৃত্যু; মৃত্যুর দ্বারা সব কর্ম্মাশয় ব্যক্ত হয়) অভিব্যক্তিকারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই নিয়ম (সম্পূর্ণরূপে সংঘটন) হয় না, কারণ মৃত্যুই যে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাক কর্ম্মের সম্যক্ অভিব্যক্তির কারণ, তাহা নহে। যাহা অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় অনিয়ত-বিপাক কর্ম্ম তাহা নাশ প্রাপ্ত হয়, আবাপ প্রাপ্ত হয়; অথবা দীর্ঘকাল সুপ্ত হইয়া বীজভাবে অবস্থান করে, যত দিন না তত্তুল্য তাহার অভিব্যঞ্জনহেতু কর্ম্ম তাহাকে বিপাকাভিমুখ করে। সেই বিপাকের দেশ, কাল ও গতির অবধারণ হয় না বলিয়া কর্ম্মগতি বিচিত্র ও দুর্ব্বিজ্ঞেয়। (উক্ত স্থলে) অপবাদ হয় বলিয়া (একভবিকত্ব) উৎসর্গের নিবৃত্তি হয় না। অতএব "কর্ম্মাশয় একভবিক" ইহা অনুজ্ঞাত হইয়াছে।

টীকা—১৩। (১) অবিদ্যাদি অজ্ঞানের বৃত্তিসকলই ব্যুত্থান-অবস্থা। জ্ঞানের দ্বারা ঐ সমস্ত অজ্ঞান নাশ হইলে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অভিমান সম্যক্ অপগত হয়, সুতরাং চিত্তও নিরুদ্ধ হয়। চিত্তনিরোধ সম্যক্ থাকিলে জন্ম, আয়ু ও সুখ-দুঃখ-ভোগ হইতে পারে না; কারণ উহারা বিক্ষেপের অবিনাভাবী। অতএব ক্লেশমূলে থাকিলে, অর্থাৎ কর্ম্ম ক্লেশ-পূর্ব্বক কৃত হইলে ও তদনুরূপ ক্লিষ্ট কর্ম্মের সংস্কার সঞ্চিত থাকিলে, আর সেই সংস্কার তদ্বিপরীত

* ইহা ভিক্ষুসম্মত ব্যাখ্যা। মিশ্রের মতে এই শ্রুতির অর্থ এইরূপঃ-পাপী ব্যক্তির দুই প্রকার কর্ম্মরাশি—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশুক্ল, ঐ দুই কর্ম্মরাশিকে পুণ্যকারীর পুণ্যকর্ম্মরাশি নাশ করে। সেই পুণ্য কর্ম্ম ইহলোকেই আচরিত হয় ইহা কবিরা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিদ্যার দ্বারা নষ্ট না হইলে—জন্ম, আয়ু ও ভোগরূপ কর্ম্মফল প্রাদুর্ভূত হয়। জাতি—মনুষ্য, গো প্রভৃতি দেহ। আয়ু=সেই দেহের স্থিতিকাল। ভোগ—সেই জন্মে যে সুখ দুঃখ লাভ হয়, তাহা। এই তিনেরই কারণ কর্ম্মাশয়। কোন ঘটনা নিষ্কারণে ঘটে না। আয়ুষ্কর বা তদ্বিপরীত কর্ম্ম করিলে ইহজীবনেই আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত বা হ্রস্ব হইতে দেখা যায়। ইহজন্মের কর্ম্মের ফলে সুখদুঃখ-ভোগ হইতেও দেখা যায়। অনেক মনুষ্য-শিশু বন্য জন্তুর দ্বারা অপহৃত ও প্রতিপালিত হইয়া প্রায় পশুরূপে পরিণত হইয়াছে তাহার অনেক উদাহরণ আছে।

এইরূপে দেখা যায় যে ইহজন্মের কর্ম্মসকলের সংস্কারসকল সঞ্চিত হইয়া তৎফলে দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় শারীর-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন, আয়ু ও ভোগ-রূপ ফল প্রদান করে। অতএব কর্ম্মই জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ। ইহজন্মে আচরিত কর্ম্মের ফল নহে, এরূপ জাতি আয়ু ও ভোগ যাহা হয়, তাহার কারণ সুতরাং প্রাগ্‌ভবীয় অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্ম হইবে।

জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ কি? তাহার তিন প্রকার উত্তর এ পর্য্যন্ত মানব আবিষ্কার করিয়াছে। (১ম) ঈশ্বরের কর্তৃত্ব উহার কারণ। (২য়) উহার কারণ অজ্ঞেয় অর্থাৎ মানবের তাহা জানিবার উপায় নাই। (৩য়) কর্ম্ম উহার কারণ।

'ঈশ্বর উহার কারণ' ইহার কোন প্রমাণ নাই। তাদৃশ ঈশ্বরবাদীরা উহাকে অন্ধ বিশ্বাসের বিষয় বলেন, যুক্তির বিষয় বলেন না। তাহাদের মত ঈশ্বর অজ্ঞেয় সুতরাং ফলত জন্মাদির কারণ অজ্ঞেয় হইল। দ্বিতীয় অজ্ঞেয়বাদীরা ঐ বিষয়কে যদি 'আমাদের নিকট অজ্ঞাত' এরূপ বলেন তবেই যুক্তিযুক্ত কথা বলা হয়; কিন্তু তাহারা যে 'মানবমাত্রের নিকট অজ্ঞেয়' এইরূপ বলেন তাহার প্রকৃষ্ট কারণ দর্শাইতে পারেন না। কর্ম্মবাদই ঐ দুই বাদ অপেক্ষা যুক্ততম।

১৩। (২) কর্ম্মের তত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই নিয়মগুলি বুঝিলে ভাষ্য সুগম হইবে। তাহারা যথা;—

ক। একটি কর্ম্মাশয় অনেক জন্মের কারণ নহে। কারণ তাহা হইলে কর্ম্মফলের অবকাশ থাকে না। প্রতিজন্মে বহু বহু কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়, তাহাদের ফলের কাল পাওয়া তাহা হইলে দুর্ঘট হইবে। অতএব, এক পশু বধ করিলে সহস্র সহস্র জন্ম পশু হইতে হইবে —ইত্যাদি নিয়ম যথার্থ নহে।

খ। সেইরূপ হেতুতে 'এক কর্ম্ম এক জন্মকে নির্ব্বর্ত্তিত করে' এ নিয়মও যথার্থ নহে।

গ। অনেক কর্ম্মও যুগপৎ অনেক জন্ম নিষ্পাদন করে না, যেহেতু যুগপৎ অনেক জন্ম অসম্ভব।

ঘ। অনেক কর্ম্মাশয় একটি জন্ম সংঘটন করায়, এই নিয়ম যথার্থ। বস্তুতও দেখা যায়, এক জন্মে অনেক কর্ম্মের নানাবিধ ফলভোগ হয়; সুতরাং অনেক কর্ম্ম এক জন্মের কারণ।

ঙ। যে কর্ম্মাশয়সমূহ হইতে একটি জন্ম হয়, সেই জন্ম তাহা হইতে আয়ু লাভ করে। আর আয়ুষ্কালে তাহা হইতেই সুখ-দুঃখ ভোগ হয়।

চ। কর্ম্মাশয় একভবিক; অর্থাৎ প্রধানত এক জন্মে সঞ্চিত হয়। মনে কর, ক=পূর্ব্ব জন্ম, খ=তৎপরবর্ত্তী জন্ম। খ জন্মের কারণ যে সব কর্ম্মাশয়, তাহারা প্রধানতঃ ক জন্মে সঞ্চিত হয়। অতএব কর্ম্মাশয় 'একভবিক'। এক ভব বা জন্ম—একভব; একভবে নিষ্পন্ন =একভবিক) ইহা সাধারণ নিয়ম। ইহার অপবাদ পরে উক্ত হইবে। একজন্মাবচ্ছিন্ন সমস্ত কর্ম্মাশয় কিরূপে পর জন্ম সাধন করে, তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

ছ। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের ফল ত্রিবিধ,—জাতি, আয়ু ও ভোগ। অতএব তাহা ত্রিবিপাক। কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মের ফলে আর জাতি হয় না বলিয়া অর্থাৎ সেই জন্মেই সেই জন্ম-সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ হইলে, হয় কেবল ভোগ, নয় আয়ু ও ভোগ-রূপ ফলদ্বয় সিদ্ধ হয়। অতএব দৃষ্টজন্ম বেদনীয় কর্ম্মাশয় একবিপাক বা দ্বিবিপাক-মাত্র হইতে পারে।

জ। কর্ম্মাশয় প্রধানতঃ একভবিক, কিন্তু বাসনা (২।১২।১ টীকা দ্রষ্টব্য) অনেকভবিক। অনাদি কাল হইতে যে জন্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে যে যে বিপাক অনুভূত হইয়াছে, তজ্জনিত সংস্কারস্বরূপ বাসনাও সুতরাং অনাদি বা অনেকভবপূর্ব্বিকা।

ঝ। কর্ম্মাশয় নিয়তবিপাক এবং অনিয়তবিপাক। যাহা স্বকীয় ফল সম্পূর্ণরূপে প্রসব করে, তাহা নিয়তবিপাক। আর যাহা অন্যের দ্বারা নিয়মিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ফলবান্ হইতে পারে না, তাহা অনিয়তবিপাক।

ঞ। একভবিকত্ব নিয়ম প্রধান নিয়ম। কয়েক স্থলে উহার অপবাদ আছে।

ট। নিয়তবিপাক দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের পক্ষে একভবিকত্ব নিয়ম সম্পূর্ণরূপে খাটে। অর্থাৎ দৃষ্টজন্মবেদনীয় যে নিয়তবিপাক কর্ম্মাশয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে তজ্জন্মেই (সেই এক জন্মেই) সঞ্চিত হয়; অতএব তাহা সম্পূর্ণ একভবিক।

ঠ। অনিয়তবিপাক অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের পক্ষে ঐ নিয়ম সম্পূর্ণরূপে খাটে না। কারণ তাদৃশ কর্ম্মের তিন প্রকার গতি হইতে পারে, যথা :—

(১ম) অবিপক্ক কর্ম্মের নাশ। যথা :—

পুণ্য পাপের দ্বারা নষ্ট হয়। পাপও পুণ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। যেমন ক্রোধাচরণজাত পাপ-কর্ম্মাশয় অক্রোধ-অভ্যাসরূপ পুণ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। অতএব কর্ম্ম করিলেই যে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নিরপবাদ নহে। যদি তাহা বিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট না হয়, তবেই কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী।

যে এক জন্মে কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়, (অর্থাৎ একজন্মাবচ্ছিন্ন কর্ম্মাশয়) তাহা সেই জন্মে কতক পরিমাণে নষ্ট হইতে পারে বলিয়া অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়ের একভবিকত্ব নিয়ম (অর্থাৎ এক জন্মের যাবতীয় কর্ম্মের সমাহার-স্বরূপত্ব) সম্পূর্ণরূপে খাটে না।

(২য়) প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত একত্র বিপক্ক হইলে অপ্রধান কর্ম্মাশয়ের ফল ক্ষীণ ভাবে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া সে স্থলেও একভবিকত্ব নিয়ম সম্যক্ খাটে না।

প্রধান কর্ম্মাশয়—যাহা মুখ্য বা স্বতন্ত্র ভাবে ফলপ্রসূ হয়।

অপ্রধান কর্ম্মাশয়—যাহা গৌণ বা সহকারী ভাবে স্থিত।

যে কর্ম্ম তীব্র কাম ক্রোধ ক্ষমা দয়া আদি পূর্ব্বক আচরিত বা পুনঃ পুনঃ আচরিত হয়, তাহার আশয় বা সংস্কারই প্রধান কর্ম্মাশয়। তাহা ফল দানের জন্য 'মুখিয়ে' থাকে। আর তদ্বিপরীত কর্ম্মাশয় অপ্রধান। তাহার ফল স্বাধীনভাবে হয় না; কিন্তু প্রধানের সহকারি-ভাবে হয়। ভবিষ্যজ্জন্মের হেতুভূত কর্ম্মাশয় এইরূপ প্রধান ও অপ্রধান কর্ম্মাশয়ের সমষ্টি। অপ্রধান কর্ম্মাশয়ের সম্যক্ ফল হয় না, অতএব "ইহ জন্মের সমস্ত কর্ম্মের ফলই পর জন্মে ঘটিবে" এইরূপ একভবিকত্ব নিয়ম অপ্রধান-কর্ম্ম-সম্বন্ধে সম্যক্ খাটে না।

(৩য়) অতি প্রবল বা প্রধান কোন কর্ম্মাশয় বিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধ অপ্রধান কর্ম্মাশয় অভিভূত হইয়া থাকে। তাহার ফল তখন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে নিজের অনুরূপ কর্ম্মের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া তাহার ফল হইতে পারে।

ইহাতেও এক জন্মের কোন কোন অপ্রধান কর্ম্ম অভিভূত হইয়া থাকে বলিয়া একভবিকত্ব নিয়ম তৎস্থলে খাটে না।

এই নিয়মের উদাহরণ যথা :—এক ব্যক্তি বাল্যকালে কিছু ধর্ম্মাচরণ করিল। পরে বিষয়লোভে যৌবনাদিতে অনেক পশূচিত পাপ কর্ম্ম করিল, মরণকালে নিয়তবিপাক সেই পাপকর্ম্মরাশি হইতে তদনুযায়ী কর্ম্মাশয় হইল। তৎফলে যে পাশব জন্ম হইল, তাহাতে সেই অপ্রধান ধর্ম্মকর্ম্মের ফল সম্যক্ প্রকাশিত হইল না। কিন্তু তাহার সেই ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে যাহা কেবল মানবজন্মেই ভোগ্য, তাহা সঞ্চিত থাকিয়া পরে সে মানব হইলে তাহাতে প্রকাশ পাইবে; এবং সে ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে তখন তাহা তাহার সহায় হইতে পারে। এই উদাহরণের ধর্ম্ম ও পাপ কর্ম্ম অবিরুদ্ধ বুঝিতে হইবে। বিরুদ্ধ হইলে অবশ্য পাপের দ্বারা সেই পুণ্য নাশ হইয়া যাইত। মনে কর, ক্ষমা একটি ধর্ম্ম, চৌর্য্য এক অধর্ম্ম। চৌর্য্যের দ্বারা ক্ষমা নাশ হয় না। ক্রোধ বা অক্ষমার দ্বারাই ক্ষমা ধর্ম্ম নাশ হয়।

ড। এই নিয়ম সকল অবধারণপূর্ব্বক ভাষ্য পাঠ করিলে তাহার অর্থবোধ সুকর হইবে।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ। ১৪।

ভাষ্যম্—তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলাঃ অপুণ্যহেতুকাঃ দুঃখফলা ইতি। যথা চেদং দুঃখং প্রতিকূলাত্মকম্ এবং বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখমস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ। ১৪।

১৪। তাহারা (জাতি, আয়ু ও ভোগ) পুণ্য ও অপুণ্য-হেতুতে সুখফল ও দুঃখফল। সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহারা জন্ম, আয়ু ও ভোগ; পুণ্য হেতু হইলে সুখফল এবং অপুণ্যহেতু হইলে দুঃখফল হয় (১)। যেমন এই (লৌকিক) দুঃখ প্রতিকূলাত্মক, তেমনি বিষয়সুখকালেও যোগীদের তাহাতে প্রতিকূলাত্মক দুঃখ হয়।

টীকা—১৪। (১) দুঃখের হেতু অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ; সুতরাং যে কর্ম্ম অবিদ্যাদির বিরুদ্ধ বা যদ্দ্বারা তাহারা ক্ষীণ হয়, তাহারা পুণ্য কর্ম্ম। যে কর্ম্মের দ্বারা অবিদ্যাদিরা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়; তাহারও পুণ্য কর্ম্ম। আর অবিদ্যাদির পোষক কর্ম্ম অপুণ্য বা অধর্ম্ম কর্ম্ম।

ধৃতি (সন্তোষ) ক্ষমা, দম অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মকর্ম্মরূপে গণিত হয়। মৈত্রী ও করুণা এবং তন্মূলক পরোপকার, দান প্রভৃতিও অবিদ্যার কতক বিরুদ্ধত্ব-হেতু পুণ্য কর্ম্ম। ক্রোধ, লোভ ও মোহ-মূলক হিংসা, অসত্য, ইন্দ্রিয়ের লৌল্য প্রভৃতি পুণ্যবিপরীত কর্ম্মসমূহ পাপ কর্ম্ম।

ভাষ্যম্ কথং তদুপপদ্যতে—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ। ১৫।

সর্ব্বস্যায়ং রাগানুবিদ্ধশ্চেতনাঽচেতনসাধনাধীনঃ সুখানুভবঃ ইতি তত্রাস্তি রাগজঃ কর্ম্মাশয়ঃ, তথাচ দ্বেষ্টি দুঃখসাধনানি মুহ্যতি চেতি দ্বেষমোহকৃতোঽপ্যস্তি কর্ম্মাশয়ঃ। তথাচোক্তং "নানুপহত্য ভূতানি উপভোগঃ সম্ভবতীতি" হিংসাকৃতোঽপ্যস্তি শারীরঃ কর্ম্মাশয়ঃ ইতি,

বিষয়সুখং চ অবিদ্যেত্যুক্তম্। যা ভোগেম্বিন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তেরুপশান্তিস্তৎ সুখং, যা লৌল্যাদনুপ-শান্তিস্তদ্দুঃখম্। ন চেন্দ্রিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ণ্যং কর্ত্তুং শক্যং, কস্মাৎ? যতো ভোগাভ্যাসমনুবিবর্দ্ধন্তে রাগাঃ কৌশলানি চেন্দ্রিয়াণামিতি, তস্মাদনুপায়ঃ সুখস্য ভোগাভ্যাস ইতি। স খল্বয়ং বৃশ্চিক-বিষভীত ইবাশীবিষেণ দষ্টো যঃ সুখার্থী বিষয়ানুবাসিতো মহতি দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন ইতি। এষা পরিণামদুঃখতা, নাম প্রতিকূলা সুখাবস্থায়ামপি যোগিনমেব ক্লিশ্নাতি।

অথ কা তাপদুঃখতা? সর্ব্বস্য দ্বেষানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনস্তাপানুভবঃ ইতি তত্রাস্তি দ্বেষজঃ কর্ম্মাশয়ঃ, সুখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েন বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে ততঃ পরমনুগৃহ্ণাত্যুপহন্তি চ, ইতি পরানুগ্রহপীড়াভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মবুপচিনোতি, স কর্ম্মাশয়ো লোভাৎ মোহাচ্চ ভবতি ইত্যেষা তাপদুঃখতোচ্যতে।

কা পুনঃ সংস্কারদুঃখতা? সুখানুভবাৎ সুখসংস্কারাশয়ো, দুঃখানুভবাদপি দুঃখসংস্কারাশয় ইতি, এবং কর্ম্মভ্যো বিপাকেঽনুভূয়মানে সুখে দুঃখে বা পুনঃ কর্ম্মাশয়প্রচয় ইতি, এবমিদমনাদি দুঃখস্রোতো বিপ্রসৃতং যোগিনমেব প্রতিকূলাত্মকত্বাদুদ্বেজয়তি, কস্মাৎ? অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বানিতি, যথোর্ণাতন্তুরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, এবমেতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি নেতরং প্রতিপত্তারম্। ইতরং তু স্বকর্ম্মোপহৃতং দুঃখমুপাত্তমুপাত্তং ত্যজ্যন্তং ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদদানমনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবৃত্ত্যা সমন্ততোঽনু-বিদ্ধমিবা-বিদ্যয়া হাতব্য এবাহঙ্কারমমাকারানুপাতিনং জাতং জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিকোভয়নিমিত্তাস্ত্রি-পর্ব্বাণাস্তাপা অনুপ্লবন্তে। তদেবমনাদিদুঃখস্রোতসা ব্যূহ্যমানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষ্ট্বা যোগী সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারণং সম্যগ্দর্শনং শরণং প্রপদ্যতে ইতি। গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ, প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রীভূত্বা শান্তং ঘোরং মূঢ়ং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেবারভন্তে চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্। "রূপাতিশয়াবৃত্ত্যতি-শয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে, সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্ত্তন্তে," এবমেতে গুণা ইতরেতরা-শ্রয়েণোপার্জ্জিতসুখদুঃখমোহপ্রত্যয়া ইতি সর্ব্বে সর্ব্বরূপা ভবন্তি, গুণপ্রধানভাবকৃতস্ত্বেষাং বিশেষ ইতি, তস্মাৎ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিন ইতি। তদস্য মহতো দুঃখসমুদায়স্য প্রভববীজমবিদ্যা, তস্যাশ্চ সম্যগ্দর্শনমভাবহেতুঃ, যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ, রোগহেতুঃ, আরোগ্যং, ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্‌যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ, মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্। তত্র হাতুঃ স্বরূপম্ উপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতুমর্হতি ইতি, হানে তস্যোচ্ছেদবাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ শাশ্বতবাদ ইত্যেতৎ সম্যগ্দর্শনম্। ১৫।

১৫। (বিষয়সুখকালেও যে তাহাতে যোগীদের দুঃখ-প্রতীতি হয়) তাহা কিরূপে জানা যায়? "পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখের জন্য এবং গুণবৃত্তির অভিভাব্যাভি-ভাবকত্ব-স্বভাবহেতু বিবেকি-পুরুষের সমস্তই (বিষয়সুখও) দুঃখ" ॥ (১) সূ

ভাষ্যানুবাদ। সুখানুভব সকলেরই রাগানুবিদ্ধ (অনুরাগযুক্ত) চেতন (দারাসুতাদি) ও অচেতন (গৃহাদি) সাধনের অধীন। এই রূপে সুখানুভবে রাগজ কর্ম্মাশয় হয়। সেইরূপ সকলেই দুঃখসাধন বিষয় সকলকে দ্বেষ করে আর তাহাতে মুগ্ধ হয়, এইরূপে দ্বেষজ ও মোহজ কর্ম্মাশয়ও হয়। তথা উক্ত হইয়াছে "প্রাণীদের উপঘাত না করিয়া কখনও উপভোগ সম্ভব হয় না"। অতএব (বিষয়সুখে) হিংসাকৃত শারীর কর্ম্মাশয়ও উৎপন্ন

হয়। এই বিষয়-সুখ অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (অর্থাৎ) তৃষ্ণা ক্ষয় হইলে ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের যে উপশান্তি বা অপ্রবর্ত্তন, তাহাই (পারমার্থিক) সুখ। আর লৌল্য বা ভোগতৃষ্ণার হেতু যে অনুপশান্তি, তাহা দুঃখ। ভোগাভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বৈতৃষ্ণ্য করিতে পারা যায় না, কেননা—রাগ ভোগাভ্যাসকে ও ইন্দ্রিয়গণের কৌশলকে (পটুতাকে) পরিবর্দ্ধিত করে। সেই হেতু ভোগাভ্যাস পারমার্থিক সুখের উপায় নহে। যেমন কোন বৃশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষের দ্বারা দষ্ট হইলে হয়, তেমনি বিষয়-বাসনা-সম্বলিত সুখার্থী মহৎ দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হয়। এই প্রতিকূলাত্মক, পরিণামদুঃখসমূহ সুখাবস্থায়ও কেবল যোগীদিগকে দুঃখ প্রদান করে (অর্থাৎ অযোগীদের যাহা উপস্থিত হইয়া দুঃখ-পরিণামে প্রদান করে, বিবেচক যোগীদের নিকট তাহা সুখকালেও দুঃখ বলিয়া প্রখ্যাত হয়)।

তাপদুঃখতা কি ? সকলেরই তাপানুভব, দ্বেষযুক্ত চেতন ও অচেতন সাধনের অধীন। এইরূপে তাহাতে দ্বেষজ কর্ম্মাশয় হয়। আর লোকে সুখসাধন সকল প্রার্থনা করিয়া শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা চেষ্টা করে, তাহাতে অপরকে অনুগ্রহ করে বা পীড়িত করে, এইরূপে পরানুগ্রহের ও পরপীড়ার দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করে। সেই কর্ম্মাশয় লোভ ও মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে তাপদুঃখতা বলা যায়।

সংস্কারদুঃখতা কি ? সুখানুভব হইতে সুখসংস্কারাশয়, দুঃখানুভব হইতে তেমনি দুঃখ-সংস্কারাশয়। এইরূপে কর্ম্ম হইতে সুখকর বা দুঃখকর বিপাক অনুভূয়মান হইলে (সেই বাসনা হইতে) পুনশ্চ কর্ম্মাশয়ের সঞ্চয় হয় (২)। এবম্প্রকারে এই অনাদি-বিস্তৃত দুঃখস্রোত যোগীকেই প্রতিকূলাত্মকরূপে উদ্বেজিত করে। কেননা, বিদ্বান্ (জ্ঞানীর চিত্ত) চক্ষুগোলকের ন্যায় (কোমল)। যেমন উর্ণাতন্তু চক্ষুগোলকে ন্যস্ত হইলে স্পর্শদ্বারা দুঃখ প্রদান করে, অন্য কোন গাত্রাবয়বে করে না, সেইরূপ এই সকল দুঃখ (পরিণামাদি) চক্ষুগোলকের ন্যায় (কোমল) যোগীকেই দুঃখ প্রদান করে, অপর প্রতিপত্তাকে করে না। অনাদি বাসনার দ্বারা বিচিত্রা, চিত্তস্থিতা যে অবিদ্যা, তাহার দ্বারা চতুর্দ্দিকে অনুবিদ্ধ, আর অহংকার ও মমকার ত্যজ্য হইলেও তদুভয়ের অনুগত, অন্য সাধারণ ব্যক্তিরা, নিজ নিজ কর্ম্মোপার্জ্জিত সুখদুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ ও ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হওন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে করিতে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক-কারণ-সম্ভব ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা অনুপ্লাবিত হয়। যোগী নিজেকে ও জীবগণকে এই অনাদি দুঃখস্রোতের দ্বারা উহ্যমান দেখিয়া সমস্ত দুঃখের ক্ষয়-কারণ, সম্যগ্দর্শনের শরণ লন।

"গুণবৃত্তিবিরোধহেতুও বিবেকীর সমস্ত দুঃখময়"। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-রূপ বুদ্ধিগুণসকল পরস্পর উপকার-পরতন্ত্র হইয়া ত্রিগুণাত্মক শান্ত, ঘোর বা মূঢ় প্রত্যয়সকল উৎপাদন করে। গুণবৃত্ত চল অর্থাৎ নিয়ত বিকারশীল, সেকারণ চিত্ত ক্ষিপ্রপরিণামি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "বুদ্ধির রূপের (ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য এই অষ্ট বুদ্ধির রূপ) এবং বৃত্তির (শান্ত, ঘোর ও মূঢ় তাহারা বুদ্ধির বৃত্তি) অতিশয় বা উৎকর্ষ হইলে পরস্পর (নিজের বিপরীত রূপের বা বৃত্তির সহিত) বিরুদ্ধাচরণ করে ; আর সামান্য (অপ্রবল রূপ বা বৃত্তি) অতিশয় বা প্রবলের সহিত প্রবর্ত্তিত হয়।" এইরূপে গুণ সকল পরস্পরের আশ্রয়ের (মিশ্রণ) দ্বারা সুখ দুঃখ ও মোহরূপ প্রত্যয় নিষ্পাদিত করে। সুতরাং সকল প্রত্যয়ই সর্ব্বরূপ (সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ), তবে তাহাদের (সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক এই প্রকার) বিশেষ (কোন একটি), গুণের প্রাধান্য হইতে হয়। সেই-হেতু (কোনটি কেবল সত্ত্ব বা সুখাত্মক হইতে পারে না বলিয়া) বিবেকীর সমস্তই (বৈষয়িক

সুখও) দুঃখময়। এই বিপুল দুঃখরাশির প্রভবহেতু অবিদ্যা; আর সম্যগ্দর্শন অবিদ্যার অভাবহেতু। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র চতুর্ব্যূহ—রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য; সেইরূপ এই (মোক্ষ) শাস্ত্রও চতুর্ব্যূহ—সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। তাহার মধ্যে দুঃখ-বহুল সংসার হেয়; প্রধান পুরুষের সংযোগ হেয়হেতু, সংযোগের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হান; আর সম্যদ্দর্শন হানোপায়। ইহার মধ্যে হাতার স্বরূপ হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না; কারণ হেয় হইলে তাহার উচ্ছেদবাদ, আর উপাদেয় হইলে হেতুবাদ; (এই দুই দোষ সঙ্ঘটিত হয়)। কিন্তু ঐ উভয় প্রত্যাখ্যান করিলে শাশ্বতবাদ, ইহাই সম্যগ্দর্শন। (৩)

টীকা—১৫। (১) সংসার দুঃখবহুল। জ্ঞানোন্নত, শুদ্ধচরিত্র, যোগীরা বিচার-দৃষ্টিতে সংসারকে সূত্রোক্ত কারণে দুঃখবহুল দেখিয়া তাহার নিবৃত্তি-সাধনে যত্নবান্ হন। রাগ হইতে পরিণাম দুঃখ। দ্বেষ হইতে তাপ দুঃখ, এবং সুখ ও দুঃখের সংস্কার হইতে সংস্কার-দুঃখ হয়। যদিও রাগ সুখানুশয়ী এবং রাগকালে সুখ হয়, কিন্তু পরিণামে যে তাহা হইতে অশেষ দুঃখ হয়, তাহা ভাষ্যকার সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

দুঃখকর বিষয়ে দ্বেষ হয়, সুতরাং দ্বেষ থাকিলে দুঃখবোধ অবশ্যম্ভাবী। সুখ ও দুঃখ অনুভব করিলে তজ্জনিত বাসনারূপ সংস্কার হয়। অনাদিবিস্তৃত সেই অতীত সংস্কারও তৎস্মৃতি উৎপাদন করিয়া দুঃখদায়ী হয়। বিচারপূর্ব্বক স্মরণ করিলে মহাব্যাধির স্মৃতির ন্যায় ইহাতে দুঃখই স্মরণ হয়। পরন্তু বাসনা সকল কর্ম্মাশয়ের ক্ষেত্রস্বরূপ হওয়াতে বাসনারূপ সংস্কার কর্ম্মাশয়সঞ্চয়ের হেতু হইয়া অশেষ দুঃখের কারণ হয়।

রাগমূলক যে পরিণাম-দুঃখ তাহা ভাবী, দ্বেষমূলক তাপ-দুঃখ বর্ত্তমান, আর সংস্কার-দুঃখ অতীত। ইহা মণিপ্রভা টীকাকারের মত। ইহা ভাষ্যকারের উক্তির সন্নিকটবর্ত্তী। বস্তুতঃ ভাষ্যকারের উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ :—রাগকালে সুখ, কিন্তু পরিণামে বা ভবিষ্যতে দুঃখ। দ্বেষকালে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়েই দুঃখ। অতীত সুখদুঃখের সংস্কার হইতেও ভবিষ্যৎ দুঃখ। এইরূপে তিন দিক্ হইতেই (হেয়) অনাগত দুঃখ বা অবশ্যম্ভাবী দুঃখ আছে।

কার্য্য-পদার্থের ধর্ম্ম বিচার করিয়া এইরূপে সংসারের দুঃখকরত্ব অবধারণ হয়। মূল কারণ-পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলেও জানা যায় যে, সংসৃতির মধ্যে বিশুদ্ধ এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করা অসম্ভব। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন গুণ চিত্তের মূল। তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে। তন্মধ্যে কোন কার্য্যে কোন গুণের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে প্রধান-গুণানুসারে সাত্ত্বিক বা রাজস বা তামস বলা যায়। সাত্ত্বিকের ভিতর রাজস ও তামস ভাবও নিহিত থাকে। সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনটি যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বৃত্তি। প্রত্যেক বৃত্তিতে ত্রিগুণ থাকে বলিয়া রজস্তমোহীন নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না, আর গুণ সকলের অভিভাব্যাভিভাবকত্ব স্বভাবের জন্য গুণের বৃত্তি সকল পরস্পরকে অভিভব করে। সেই জন্য সুখের পর দুঃখ ও মোহ অবশ্যম্ভাবী। অতএব সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করা

১৫। (২) সংস্কার অর্থে বাসনারূপ সংস্কার; ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার নহে। ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার পরিণাম ও তাপদুঃখে উক্ত হইয়াছে। বাসনা হইতে স্মৃতিমাত্র হয়। সেই স্মৃতি জাতি, আয়ু ও ভোগের স্মৃতি। জাত্যাদির সেই বাসনা স্বয়ং দুঃখ দান করে না, কিন্তু তাহা ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাশয়ের আশ্রয়স্থল হওয়াতেই দুঃখহেতু হয়। যেমন একটি চুল্লী সাক্ষাৎ দহনের হেতু নহে, কিন্তু তপ্ত

অঙ্গার সঞ্চয়ের হেতু ; আর সেই অঙ্গারই দাহের হেতু ; বাসনা তদ্রূপ। বাসনারূপ চুল্লীতে কর্ম্মাশয়রূপ অঙ্গার সঞ্চিত হয়। তদ্দ্বারা দুঃখদাহ হয়।

১৫। (৩) হাতার (যে দুঃখ হান করে, তাহার) স্বরূপ উপাদেয় নহে, অর্থাৎ হাতা পুরুষ কার্য্যকারণরূপে পরিণত হন না। উপাদেয় অর্থে চিত্তেন্দ্রিয়ের উপাদানভূত। তাহা হইলে পুরুষের পরিণামিত্ব দোষ হয় ও কূটস্থ অবস্থা যে কৈবল্য, তাহার সম্ভাবনা থাকে না।

তথাচ হাতার স্বরূপ অপলাপ্যও নহে, অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত পুরুষ নাই এরূপ বাদও যুক্ত নহে। তাহা হইলে দুঃখনিবৃত্তির জন্ম প্রবৃত্তি হইতে পারে না। দুঃখনিবৃত্তি ও চিত্তনিবৃত্তি একই কথা। চিত্তের অতিরিক্ত পদার্থ মূলস্বরূপ না থাকিলে চিত্তের সম্যক্ নিবৃত্তির চেষ্টা হইতে পারে না। বস্তুতঃ 'আমি চিত্তনিবৃত্তি করিয়া দুঃখশূন্য হইব' এইরূপে নিশ্চয় করিয়াই আমরা মোক্ষ সাধন করি। চিত্তনিবৃত্তি হইলে 'আমি দুঃখশূন্য হইব' অর্থাৎ দুঃখাদির বেদনা-শূন্য আমি থাকিব' এইরূপ চিন্তা সম্যক্ ন্যায্য। চিত্তাতিরিক্ত সেই আত্মসত্তাই হাতার স্বরূপ বা প্রকৃতরূপ। সেই সত্তা স্বীকার না করিলে, অর্থাৎ তাহাকে শূন্য বলিলে 'মোক্ষ কাহার অর্থে' এ প্রশ্নের উত্তর হয় না এইরূপে উচ্ছেদবাদরূপ দোষ হয়।

অতএব হাতৃস্বরূপের উপাদানভূততা বা অসত্তা এই উভয় দৃষ্টিই হেয়। পরন্তু স্বরূপ-হাতা শাশ্বত বা অবিকারী সৎপদার্থ—এরূপ শাশ্বতবাদই সম্যগ্দর্শন।

ভাষ্যম্—তদেতচ্ছাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমিত্যভিধীয়তে।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্। ১৬

দুঃখমতীতমুপভোগেনাতিবাহিতং ন হেয়পক্ষে বর্ত্ততে, বর্ত্তমানঞ্চ স্বক্ষণে ভোগারূঢ়মিতি ন তৎক্ষণান্তরে হেয়তামাপদ্যতে, তস্মাদ্ যদেবানাগতং দুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনং ক্লিশ্নাতি, নেতরং প্রতিপত্তারং, তদেব হেয়তামাপদ্যতে। ১৬।

১৬। অতএব এই শাস্ত্রকে চতুর্ব্যূহ বলা যায়, তন্মধ্যে—"অনাগত দুঃখ হেয়" সূ। (১)

ভাষ্যানুবাদ—অতীত দুঃখ উপভোগের দ্বারা অতিবাহিত হওয়া-হেতু হেয়বিষয় হইতে পারে না; আর বর্ত্তমান দুঃখ ভোগারূঢ়, তাহাও ক্ষণান্তরে হেয় বা ত্যাজ্য হইতে পারে না। সেই হেতু যাহা অনাগত দুঃখ, তাহাই অক্ষি-গোলক-কল্প (কোমল চেতা) যোগীর নিকট দুঃখ বলিয়া প্রতীত হয়, অপর প্রতিপত্তার নিকট হয় না। অতএব অনাগত দুঃখই হেয়।

টীকা—১৬। (১) হেয় বা ত্যাজ্য কি, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায্য ও স্পষ্ট উত্তর—অনাগত দুঃখ হেয়।

ভাষ্যম্—তস্মাদ্ যদেব হেয়মিত্যুচ্যতে তস্যৈব কারণংপ্রতিনির্দ্দিশ্যতে।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ। ১৭।

দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃশ্যা বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ তদেতৎ দৃশ্য-য়মস্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য দৃশিরূপস্য স্বামিনঃ,

অনুভবকর্ম্মবিষয়তামাপন্নমন্যস্বরূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রং তয়োর্দৃগ্-দর্শনশক্ত্যোরনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ দুঃখস্য কারণমিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং "তৎসংযোগহেতুবিবর্জ্জনাৎ স্যাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ", কস্মাৎ? দুঃখহেতোঃ পরিহার্য্যস্য প্রতিকারদর্শনাৎ, তদ্‌যথা, পাদতলস্য ভেদ্যতা, কণ্টকস্য ভেতৃত্বং পরিহারঃ কণ্টকস্য পাদানধিষ্ঠানং, পাদত্রাণব্যবহিতেন বাঽধিষ্ঠানম্, এতৎ ত্রয়ং যো বেদ লোকে স তত্র প্রতীকারমারভমাণো ভেদজং দুঃখং নাপ্নোতি, কস্মাৎ ত্রিত্বোপলব্ধিসামর্থ্যাদিতি, অত্রাপি তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যম্. কস্মাৎ, তপিক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মস্থত্বাৎ, সত্ত্বে কর্ম্মণি তপিক্রিয়া নাপরিণামিনি নিষ্ক্রিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞে, দর্শিতবিষয়ত্বাৎ সত্ত্বে তু তপ্যমানে তদাকারানুরোধী পুরুষোঽনুতপ্যত ইতি দৃশ্যতে। ১৭।

১৭। যাহা হেয় বলিয়া উক্ত হইল, তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—"দ্রষ্টার ও দৃশ্যের সংযোগ হেয়-হেতু"—সূ।

ভাষ্যানুবাদ—দ্রষ্টা বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষ; আর দৃশ্য বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ় সমস্ত ধর্ম্ম (গুণ)। এই দৃশ্য অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারি (১)। দৃশ্যত্ব-ধর্ম্মের দ্বারা ইহা স্বামী দৃশিরূপ পুরুষের "স্ব" রূপ হয়। (কেননা, দৃশ্য বা বুদ্ধি) অনুভব এবং কর্ম্মের বিষয় হইয়া অন্য-স্বরূপে স্বভাবতঃ প্রতিলব্ধ (২) হওত, স্বতন্ত্র হইলেও পরার্থত্ব হেতু পরতন্ত্র। সেই দৃক্‌শক্তি এবং দর্শনশক্তির অনাদি পুরুষার্থজন্য যে সংযোগ, তাহা হেয়হেতু অর্থাৎ দুঃখের কারণ। তথা উক্ত হইয়াছে (পঞ্চশিখাচার্য্যের দ্বারা) "বুদ্ধির সহিত সংযোগের হেতুকে বিবর্জ্জন করিলে এই আত্যন্তিক দুঃখপ্রতীকার হয়"। কেননা পরিহার্য্য দুঃখহেতুর প্রতীকার দেখা যায়। তাহা যথা—পদতলের ভেদ্যতা, কণ্টকের ভেতৃত্ব, আর পরিহার—কণ্টকের পাদে অনধিষ্ঠান বা পাদত্রাণ-ব্যবধানে অধিষ্ঠান। এই তিন বিষয় যিনি জানেন তিনি তাহার প্রতীকার আচরণ করিয়া কণ্টকভেদ-জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না। কেন? তিনের (ভেদ্য, ভেদক ও বারণরূপ) ধর্ম্মকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য থাকাতে। পরমার্থ বিষয়েও, তাপক রজোগুণের সত্ত্ব তপ্য; কেননা তপিক্রিয়া কর্ম্মাশ্রয় (৩) তাহা সত্ত্বরূপ কর্ম্মেই (বিক্রীয়মান ভাবে) হইতে পারে অপরিণামী নিষ্ক্রিয় ক্ষেত্রজ্ঞে হইতে পারে না। দর্শিতবিষয়ত্বহেতু সত্ত্ব তপ্যমান হইলে তৎস্বরূপানুরোধী পুরুষও অনুতপ্তের ন্যায় দেখা যান। (৪)

টীকা—১৭। (১) অয়স্কান্ত মণির উপমার অর্থ এই কি—পুরুষ পরিণত না হইলেও; এবং দৃশ্যের সহিত মিশ্রিত না হইলেও, দৃশ্য পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ উপকরণক্ষম হয়। সান্নিধ্য এস্থলে দৈশিক সান্নিধ্য নহে, কিন্তু স্ব-স্বামি-ভাবরূপ প্রত্যয়গত সন্নিকর্ষ। অর্থাৎ 'আমি ইহার জ্ঞাতা' এইরূপ ভাব। তন্মধ্যে 'ইহা বা দৃশ্য অনুভব এবং কর্ম্মের বিষয়স্বরূপে দৃশ্য বা জ্ঞেয় হয়। অনুভব ও কর্ম্মের বিষয় ত্রিবিধ—প্রকাশ্য, কার্য্য ও হার্য্য বা ধার্য্য। কার্য্য বিষয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়; ইহারা স্ফুট কর্ম্ম। ধার্য্য বিষয় প্রাণকার্য্য ও সংস্কার; ইহারা অস্ফুট কর্ম্ম ও অস্ফুট বোধ। কার্য্য ও ধার্য্য বিষয়ও অনুভূত হয়; প্রকাশ্য বিষয় সাক্ষাৎ ভাবেই অনুভব। সেই বিষয় সকলের অনুভাবয়িতা 'আমি' এইরূপ প্রত্যয় হয়। সেই প্রত্যয় বুদ্ধি। 'আমি বিষয়ের অনুভাবয়িতা' এরূপ ভাবও 'আমি' জানি—এই শেষোক্ত 'জ্ঞাতা আমি' শুদ্ধ দ্রষ্টা, তাহা বুদ্ধির (এস্থলে বুদ্ধি অনুভাবয়িতা ও অনুভবের একতা প্রত্যয়) অর্থাৎ সাধারণ আমিত্বের প্রতিসংবেদী। ১।৭ (৫) টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭। (২) 'অন্যস্বরূপে দৃশ্য প্রতিলব্ধাত্মক' এই অংশের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে।

মিশ্র ও ভিক্ষু উভয়ই তাহার এক এক প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যা যথা—

অন্যস্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্য হইতে ভিন্নস্বরূপে বা জড়স্বরূপে প্রতিলব্ধ (অনুব্যবসিত) হওয়াই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ। চিৎ ও জড় এই উভয়ের যে প্রতিলব্ধি হয়, তাহা সত্য। চিৎ স্বপ্রক.শ ও দৃশ্য জড়, এইরূপ নিশ্চয় বোধ হয়। অতএব শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, চিদ্রূপবোধমাত্র নহে কিন্তু চিৎ হইতে ভিন্ন, এরূপ 'জড় আছে' এরূপ বোধও হয়। এই দৃষ্টি হইতে এই ব্যাখ্যা সত্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, যথা:—দৃশ্য অন্যস্বরূপে অর্থাৎ নিজ হইতে ভিন্ন চৈতন্যস্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধ হয়। বস্তুত দৃশ্য অপ্রকাশিতস্বরূপ। চিৎসংযোগে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশ চৈতন্যের উপমাবিশেষমাত্র, অতএব দৃশ্য চৈতন্যস্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধাত্মক।

ইহা উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। সূর্য্যের উপর কোন অস্বচ্ছ দ্রব্য সূর্য্যকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত না করিয়া থাকিলে তাহা কৃষ্ণবর্ণ আকার বিশেষ বলিয়া দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ উহাতে সূর্য্যের কতকাংশ দৃষ্ট হয় না মাত্র। মনে কর সেই আচ্ছাদক দ্রব্যটী চতুষ্কোণ। তাহাতে বলিতে হইবে, সূর্য্যের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ অংশ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সেই চতুষ্কোণ দ্রব্যটি সূর্য্যের উপমায় বা সূর্য্যরূপের দ্বারাই জানিতে পারি। দ্রষ্টা ও দৃশ্য-সম্বন্ধেও ঐরূপ। দৃশ্যকে জানা অর্থে দ্রষ্টাকে না জানা। মনে কর, আমি নীল জানিলাম, ইহা একটি দৃশ্যের প্রতিলব্ধি। নীল তৈজস পরমাণুর প্রচয়বিশেষ; পরমাণুতে নীলিমা নাই; নীলিমা সেই প্রচয় হইতে প্রতীত হয়। বিক্ষেপ সংস্কার-বশে বহু পরমাণুকে প্রচিতভাবে গ্রহণ করাই নীলিমার স্বরূপ। রূপ পরমাণু নীলাদিবিশেষশূন্য রূপমাত্র। তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অভিমানের বিকার বা ক্রিয়াবিশেষমাত্র। অভিমানের ক্রিয়া অর্থে বস্তুতঃ 'আমি পরিণামশীল এবম্প্রকার ভাব। পরিণাম অর্থে পূর্ব্ব অবস্থার লয় ও পর অবস্থার উদয়, এবম্প্রকার ভাবের ধারা। পরিণামের সূক্ষ্মতম অধিকরণ ক্ষণ। অতএব স্বরূপতঃ নীল-জ্ঞান ক্ষণপ্রবাহে উদীয়মান লীয়মান আমিত্ব-মাত্র (অবশ্য সাধারণ অবস্থায় সেই লয় লক্ষ্য হয় না)। অমিত্বের-লয়কালে (অর্থাৎ চিত্তলয়ে) দ্রষ্টার স্বরূপ-স্থিতি হয়। আর উদয়ে দ্রষ্টার দৃশ্যসারূপ্য হয়। সুতরাং দুইটী চিত্তলয়ের (দ্রষ্টার স্বরূপস্থিতির) মধ্যস্থ যে দ্রষ্টার স্বরূপের অবোধ, তাহাই ক্ষণাবচ্ছিন্ন বিষয়জ্ঞান হইল। তাহারই প্রচয়ভাব নীলাদি জ্ঞান। এইরূপে জানা যায়, নীলাদি বিষয় জ্ঞান বা দৃশ্য-বোধ দ্রষ্টাকে প্রকারবিশেষে না জানা মাত্র।

ইহা আরও বিশদ করিয়া বলা হইতেছে। 'আমি নীল জানিতেছি' এইরূপ বিষয় জ্ঞানে দ্রষ্টাও অন্তর্গত থাকে ("আমি জানিতেছি তাহাও আমি জানি" এইরূপ ভাবই দ্রষ্টৃ-বিষয়ক বুদ্ধি)। নীল জ্ঞান বহু সূক্ষ্ম চিত্তক্রিয়ার সমষ্টি। সেই প্রত্যেক ক্রিয়া লয় ও উদয়-ধর্ম্মক। বস্তুতঃ বহু ক্রিয়া অর্থে উদীয়মান ও লীয়মান ক্রিয়ার প্রবাহমাত্র। সেই প্রবাহের মধ্যে প্রত্যেক লয় দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি (১।৩ সূত্র দ্রষ্টব্য) আর উদয় তাহা নহে। সুতরাং দুইটি লয়ের মধ্যস্থভাব স্বস্বরূপের অবোধ বা স্বরূপে অস্থিতির বোধ মাত্র; তাহাই দৃশ্যস্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যের উপমাতে যেমন সৌর প্রকাশের দ্বারা আচ্ছাদক দ্রব্যের অবধি প্রকাশ হয়, ক্ষণাবচ্ছিন্ন প্রত্যয় সকলও সেইরূপ স্ববোধের উপমায় প্রকাশ হয়। এই জন্য দৃশ্য অন্যস্বরূপের বা পুরুষস্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধ ভাবস্বরূপ হইল।

এই উভয়বিধ ব্যাখ্যা পরস্পর অবিরুদ্ধ বলিয়া ইহারা ভিন্ন দিক্ হইতে সত্য। দ্রষ্টার লক্ষণ ব্যাখ্যায় ইহা আরও স্পষ্ট হইবে।

১৭। (৩) দৃশ্য স্বতন্ত্র হইলেও পরার্থত্ব হেতু পরতন্ত্র। দৃশ্যের মূলরূপ অব্যক্ত। দ্রষ্টা-কর্তৃক উপদৃষ্ট না হইলে দৃশ্য অব্যক্তরূপে থাকে। পরন্তু দৃশ্য স্বনিষ্ঠ পরিণাম-ধর্ম্মের দ্বারা পরিণত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহা স্বতন্ত্র ভাবপদার্থ। কিন্তু তাহা দ্রষ্টার বিষয় বলিয়া পরার্থ বা দ্রষ্টার অর্থ (বিষয়)। বস্তুত ব্যক্ত দৃশ্যভাব সকল হয় ভোগ বা ইষ্টানিষ্টানুভবের বিষয়, না হয় অপবর্গ বা বিবেকরূপ পৌরুষ প্রত্যয়ের বিষয়। তদ্ব্যতীত (পুরুষের বিষয় ব্যতীত) দৃশ্যের দৃশ্যত্ব ভাবের অন্য কোন অর্থ নাই। সেই হিসাবে দৃশ্য পরতন্ত্র। যেমন গবাদি স্বতন্ত্র হইলেও, মনুষ্যের ভোগ্য বা অধীন বলিয়া পরতন্ত্র, সেইরূপ।

১৭। (৪) প্রকাশশীল ভাব সত্ত্ব। যে ভাবে প্রকাশ গুণের আধিক্য এবং ক্রিয়া ও স্থিতিরূপ রজ ও তম গুণের অল্পতা, তাহাই সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাব মাত্রেই সুখকর বা ইষ্ট। কারণ, ক্রিয়ার আপেক্ষিক অল্পতা ও প্রকাশের অধিকতাই সুখকর ভাবের স্বরূপ। অতিক্রিয়ার বিরামে বা সাহজিক ক্রিয়া অতিক্রম না করিলে, যে তৎসহভূ বোধ হয় তাহাই সুখকর, ইহা সকলেরই অনুভূত। সহজ ক্রিয়া অর্থে যতখানি ক্রিয়া করিতে করণ সকল অভ্যস্ত তত ক্রিয়া। তাদৃশ ক্রিয়ার দ্বারা জড়তা অপগত হইলে যে বোধ হয় তাহাই সুখের স্বরূপ। স্ফুটবোধ এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ক্রিয়া না হইলে সুখকর বোধ হয় না। সুখদুঃখাদি বা সাত্ত্বিকাদি ভাব আপেক্ষিক। সুতরাং পূর্ব্বের বা পরের বোধ ও ক্রিয়া হইতে স্ফুটতর বোধ এবং অল্পতর ক্রিয়া হইলেই পূর্ব্ব বা পর অবস্থার অপেক্ষা সেই অবস্থা সুখকর বোধ হয়। কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ সুখেরই এই নিয়ম। গায়ে হাত বুলাইলে যতক্ষণ সহজ ক্রিয়া অতিক্রম না হয়, ততক্ষণ সুখ বোধ হয়। পরে পীড়া বোধ হয়। শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ অর্থে সহজক্রিয়াজনিত বোধ, আর আগন্তুক কারণে অত্যধিক ক্রিয়া (Overstimulation) হইলেই পীড়া বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষারূপ মানস-ক্রিয়া সহজ হইলে সুখ হয়, কিন্তু অত্যধিক হইলে দুঃখ হয়। আবার ইষ্টপ্রাপ্তি হইলে আকাঙ্ক্ষায় নিবৃত্তি (মনের অতিক্রিয়ার হ্রাস) হইলেও সুখ। মোহ বা সুখদুঃখ-বিবেক-হীন অবস্থায় ক্রিয়া রুদ্ধ বা অল্প হয় বটে, কিন্তু স্ফুট বোধ থাকে না। তত্তুলনায় সুখে বোধ স্ফুটতর। অতএব স্থিরতর প্রকাশশীল ভাব (বা সত্ত্ব) সুখের অবিনাভাবী। আর ক্রিয়াশীল ভাব বা রজ দুঃখের (কায়িক বা মানস) অবিনাভাবী। সত্ত্ব রজের দ্বারা বিপ্লুত হইলেই দুঃখ বোধ হয়। সেই হেতু ভাষ্যকার সত্ত্বকে তপ্য এবং রজকে তাপক বলিয়াছেন। গুণাতীত পুরুষ তপ্য নহেন। তিনি তাপ ও অতাপের নির্ব্বিকার সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র। সত্ত্ব তপ্ত বা ক্রিয়াধিক্যের দ্বারা বিপ্লুত হইলে তৎসাক্ষী পুরুষও অনুতপ্তের ন্যায় প্রতীত হয়েন। সেইরূপ সত্ত্বের প্রাবল্যে আনন্দময়ের ন্যায় প্রতীত হয়েন। কিন্তু ঐরূপ বিকৃতবৎ হওয়া বাস্তব নহে। উহা আরোপিত ধর্ম্ম। প্রকৃত পক্ষে তপিক্রিয়ার দ্বারা সত্ত্বই বিকৃত বা অবস্থান্তরিত হয়। বৃত্তির সাক্ষিত্বই পুরুষের দর্শিত-বিষয়ত্ব।

ভাষ্যম্। দৃশ্যস্বরূপমুচ্যতে।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ।১৮।

প্রকাশশীলং সত্ত্বং, ক্রিয়াশীলং রজঃ, স্থিতিশীলং তম ইতি, এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্ম্মাণঃ ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপার্জ্জিতমূর্ত্তয়ঃ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপ্যসম্ভিন্নশক্তিপ্রবিভাগাঃ তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিভেদানুপাতিনঃ প্রধানবেলায়ামুপদর্শিত-

সন্নিধানা গুণত্বেঽপি চ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্তর্নীতানুমিতাস্তিতাঃ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতয়া প্রযুক্ত-সামর্থ্যাঃ সন্নিধিমাত্রোপকারিণঃ অয়স্কান্তমণিকল্পাঃ প্রত্যয়মন্তরেণৈকতমস্য বৃত্তিমনুবর্ত্তমানাঃ প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি, এতদ্দৃশ্যমিত্যুচ্যতে। তদেতদ্দৃশ্যং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতভাবেন পৃথি-ব্যাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে, তথেন্দ্রিয়ভাবেন শ্রোত্রাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে ইতি। তত্তু নাপ্রয়োজনম্, অপি তু প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রবর্ত্তত ইতি ভোগাপবর্গার্থং হি তদ্দৃশ্যং পুরুষস্যেতি। তত্রেষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণং অবিভাগাপন্নং ভোগঃ ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণম্ অপবর্গঃ ইতি, দ্বয়োরতিরিক্তমন্যদ্দর্শনংনাস্তি, তথাচোক্তম্ "অয়ন্তু খলু ত্রিষু গুণেষু কর্ত্তৃষু অকর্ত্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্ব্বভাবানুপপন্না-ননুপশ্যন্ন দর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে" ইতি। তাবেতৌ ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে ইতি, যথা বিজয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যেতে, স হি তৎ ফলস্য ভোক্তেতি, এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি, বুদ্ধেরেব পুরুষার্থাঽপরিসমাপ্তির্বন্ধঃ তদর্থাবসায়ো মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্ত্বজ্ঞানাভিনিবেশা বুদ্ধৌ বর্ত্তমানাঃ পুরুষেঽধ্যারোপিতসদ্ভাবাঃ স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি। ১৮।

১৮। দৃশ্যস্বরূপ কথিত হইতেছে "দৃশ্য প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-শীল, ভূতেন্দ্রিয়াত্মক ও ভোগাপবর্গরূপ বিষয়স্বরূপ।" সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীল তমঃ। এই গুণসকল পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ, সংযোগবিভাগধর্ম্মা, ইতরেতরাশ্রয়ের দ্বারা পৃথিব্যাদি মূর্ত্তি উৎপাদন করে, পরস্পরের অঙ্গাঙ্গিত্বভাব থাকিলেও তাহাদের শক্তিপ্রবিভাগ অসম্মিশ্র, তুল্যাতুল্যজাতীয় শক্তিভেদানুপাতী, (২) স্ব স্ব প্রাধান্যকালে কার্য্যজননে উদ্ভূতবৃত্তি, গুণত্বেও (অপ্রাধান্যকালেও) ব্যাপারমাত্রের দ্বারা প্রধানান্তর্গতভাবে তাহাদের অস্তিত্ব অনুমিত হয় (৩) পুরুষার্থ-কর্ত্তব্যতার দ্বারা তাহারা (কার্য্য জনন)-সামর্থ্যযুক্তত্বহেতু অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধিমাত্রোপকারী (৪)। আর তাহারা প্রত্যয় (হেতু) ব্যতিরেকে (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রয়োজক বিনা) একতমের (প্রধানের) বৃত্তির অনুবর্ত্তনশীল (৬)। এবম্বিধ গুণ সকল প্রধানশব্দবাচ্য। ইহাকেই দৃশ্য বলা যায়। এই (৬) দৃশ্য, ভূতভাবে বা পৃথিব্যাদি সূক্ষ্মস্থূলরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ভাবে বা সূক্ষ্মস্থূলইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়। তাহা (দৃশ্য) অপ্রয়োজনে প্রবর্ত্তিত হয় না। অপিতু প্রয়োজন (পুরুষার্থ)-বশেই প্রবর্ত্তিত হয়; অতএব সেই দৃশ্য পদার্থ পুরুষের ভোগাপবর্গের অর্থেই প্রবর্ত্তিত। তাহার মধ্যে (দ্রষ্টৃদৃশ্যের) একতাপন্নভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণের স্বরূপাবধারণ ভোগ; আর ভোক্তার স্বরূপাব-ধারণ অপবর্গ। এই দুইয়ের অতিরিক্ত আর অন্য দর্শন নাই। তথা উক্ত হইয়াছে "তিন গুণ কর্ত্তা হইলেও (অবিবেকী ব্যক্তিরা) অকর্ত্তা, তুল্যাতুল্যজাতীয়, গুণক্রিয়াসাক্ষী, চতুর্থ যে পুরুষ তাঁহাতে উপনীয়মান (বুদ্ধির দ্বারা সমর্প্যমাণ) সমস্ত ধর্ম্মকে উপপন্ন (সাংসিদ্ধিক) জানিয়া আর অন্য দর্শন (চৈতন্য) আছে বলিয়া শঙ্কা করে না"। এই ভোগাপবর্গ বুদ্ধিকৃত, বুদ্ধিতেই বর্ত্তমান, অতএব তাহারা কিরূপে পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়? যেমন জয় ও পরাজয় যোদ্ধগণে বর্ত্তমান হইলেও স্বামীতে ব্যপদিষ্ট হয়, আর তিনিই তৎফলের ভোক্তা হন, তেমনি বদ্ধ ও মোক্ষ বুদ্ধিতেই বর্ত্তমান থাকিয়া পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়, আর পুরুষই তৎফলের ভোক্তা হন। পুরুষার্থের (৭) অপরিসমাপ্তিই বুদ্ধির বন্ধ; আর তদর্থসমাপ্তি মোক্ষ। এইরূপে গ্রহণ (জানন), ধারণ (ধৃতি), উহ (মনে উঠান অর্থাৎ স্মৃতিগত বিষয়ের উহন),

অপোহ (চিন্তা করিয়া কতকগুলির নিরাকরণ), তত্ত্বজ্ঞান (অপোহ পূর্ব্বক কতক বিষয়ের অবধারণ ও অভিনিবেশ (তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক তদাকারতাভাব) এই সকল গুণ বুদ্ধিতে বর্ত্তমান হইলেও পুরুষে অধ্যারোপিত হয়, পুরুষ সেই ফলের ভোক্তা হন।

টীকা।—১৮। (১) প্রকাশশীল=জ্ঞানশীল। ক্রিয়াশীল=পরিবর্ত্তনশীল। স্থিতিশীল=প্রকাশ ও ক্রিয়ার রোধনশীল। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও জ্ঞেয়, প্রকাশের উদাহরণ সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া ও কার্য্য ক্রিয়ার উদাহণ। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার ও ধার্য্যভাব, স্থিতির উদাহরণ। সত্ত্বাদির পরিণাম দ্বিবিধ; ভূত ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্যবসেয় ও ব্যবসায়-রূপ। ব্যবসায়=জ্ঞানন, ক্রিয়া ও ধারণ। ব্যবসেয়=জ্ঞেয়, কার্য্য ও ধার্য্য। জ্ঞানকার্য্যাদি বস্তুতঃ সত্ত্ব, রজ ও তমের মিলিত বৃত্তি, তদ্ধেতু উহাদের প্রত্যেকেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি পাওয়া যায়। যেমন একটি বৃক্ষজ্ঞান; উহার জ্ঞান বা বোধাংশই প্রকাশ, যে ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা বৃক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়; তাহা সেই জ্ঞানগত ক্রিয়া আর জ্ঞানের যে শক্তি অবস্থা—যাহা উদ্রিক্ত হইয়া জ্ঞানস্বরূপ হয়—তাহাই উহার মধ্যস্থ ধৃতি বা স্থিতি। ফলে অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ—এই সমস্ত করণের মধ্যে যে বোধ পাওয়া যায়, তাহাই প্রকাশ; যে ক্রিয়া পাওয়া যায়, তাহাই ক্রিয়া; এবং যে ক্রিয়ার শক্তিরূপ পূর্ব্ব জড়াবস্থা পাওয়া যায় (Stored energy), তাহাই স্থিতি। ইহাই ব্যবসায়রূপ করণের প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। ব্যবসেয়রূপ বিষয়ে প্রকাশ্য (রূপরসাদি), কার্য্য বা প্রচালনযোগ্যতা এবং জাড্য বা প্রকাশ্যেরও কার্য্যের রুদ্ধাবস্থা এই ত্রিবিধ ব্যবসেয়রূপ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি গুণ পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ব্যতীত গ্রাহ্য ও গ্রহণের অর্থাৎ বাহ্য জগতের ও অন্তর্জগতের অন্য কিছু তত্ত্ব জানা যায় না, বা জানিবার কিছু নাই। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সর্ব্বত্রই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রিগুণকে দেখিতে পাইবে। বাহ্য জগৎ শব্দাদি পঞ্চগুণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। শব্দাদিতে বোধ বা প্রকাশ আছে; বোধের হেতুভূত ক্রিয়া আছে; এবং সেই ক্রিয়ার হেতুভূত শক্তি আছে। ব্যবহারিক ঘটাদিরাও বিশেষ বিশেষ শব্দাদিরূপ প্রকাশ গুণ, এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াধর্ম্ম ও বিশেষ বিশেষ প্রকার কাঠিন্যাদি জাড্যধর্ম্মের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিত্তেও সেইরূপ প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-রূপ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন গুণ দেখা যায়।

এইরূপে জানা গেল যে, বাহ্য ও আন্তর জগৎ মূলতঃ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন মৌলিক গুণস্বরূপ। প্রকাশ যাহার শীল, তাহার নাম সত্ত্ব। সত্ত্ব অর্থে দ্রব্য বা অস্তি ইতি-রূপে জ্ঞায়মান ভাব। প্রকাশিত বা বুদ্ধ হইলে সেই বিষয় সৎ বলিয়া ব্যবহার্য্য হয়। তজ্জন্য প্রকাশশীল ভাবের নাম সত্ত্ব। ক্রিয়াশীল ভাব রজ। রজ বা ধুলি যেমন মলিন করে, সেইরূপ সত্ত্বকে মলিন বা বিপ্লুত করে বলিয়া ক্রিয়াশীল ভাবের নাম রজ। ক্রিয়ার দ্বারা অবস্থান্তর হয়-বলিয়া সত্ত্ব (বা স্থির সত্তা) অসতের মত বা অবস্থান্তরিত বা লয়োদয়শীল হয়। তাই ক্রিয়া সত্ত্বের বিপ্লবকারী। স্থিতিশীল ভাব তম। উহা তম বা অন্ধকারের ন্যায় স্বগত-ভেদশূন্য, অলক্ষ্যবৎ আবৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া উহার নাম তম।

অতএব প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীল তম, এই ভাবত্রয় বাহ্য ও আন্তর জগতের মূল তত্ত্ব। তদতিরিক্ত আর কোন মূল জানিবার নাই অর্থাৎ নাই। যে ই যাহা বলুক, সমস্তই ঐ ত্রিগুণের মধ্যে পড়িবে।

দৃশ্য অর্থে জ্ঞাতার দ্বারা প্রকাশ্য। জ্ঞাতার বা দ্রষ্টার সংযোগে যাহা ব্যক্ত হয়, নচেৎ যাহা অব্যক্ত হয়, তাহাই দৃশ্য। ভূত এবং ইন্দ্রিয় অর্থাৎ গ্রাহ্য এবং গ্রহণ এই দ্বিবিধ পদার্থই

দৃশ্য। তদ্ব্যতীত আর কিছু দৃশ্য নাই। ভূত ও ইন্দ্রিয় ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং দৃশ্যও ত্রিগুণাত্মক।

দৃশ্যের দ্বিবিধ অর্থ। অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য দ্বিবিধ অর্থ-স্বরূপ বা বিষয়স্বরূপ হয়। ভোগ ও অপবর্গ সেই অর্থ। দৃশ্য ভোগ্যস্বরূপ হয় বা অভোগ্য অর্থাৎ অপবর্গস্বরূপ হয়। ভোগ অর্থে ইষ্ট বা অনিষ্টরূপে দৃশ্যের উপলব্ধি। দৃশ্যের উপলব্ধি অর্থে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অবিশেষ প্রত্যয় বা অবিবেক। অপবর্গ অর্থে দ্রষ্টার স্বরূপোপলব্ধি অর্থাৎ প্রকৃত আমি দৃশ্য নহি বা দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্ এইরূপ বিবেকজ্ঞান। তাদৃশ জ্ঞানের পর আর অর্থতা থাকে না বলিয়া তাহার নাম অপবর্গ বা চরম ফল প্রাপ্তি। অপবর্গ হইলে দৃশ্য নিবৃত্ত হয়।

অতএব সূত্রকার দৃশ্যের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা গভীর, অনবদ্য ও সম্যক্‌সত্য-দর্শন-প্রতিষ্ঠ।

১৮। (২) পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগ = গুণসকলের প্রবিভাগ বা নিজ নিজ স্বরূপ পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত বা অনুরঞ্জিত। গুণ সকল নিত্যই বিকারব্যক্তি-ভাবে (যেমন রূপ, রস, ঘট, পট ইত্যাদি) জায়মান হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই ত্রিগুণ মিলিত। তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে একদিক্ সত্ত্ব একদিক তম ও মধ্যস্থল রজ। সত্ত্ব বলিলে রজ ও তম থাকিবেই থাকিবে। রজ ও তম সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

অতএব গুণ সকল পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত। প্রকাশ সদাই ক্রিয়া ও স্থিতির দ্বারা উপরক্ত। ক্রিয়া এবং স্থিতিও সেইরূপ। উদাহণ যথা—শব্দ জ্ঞান; তাহাতে যে শব্দ বোধ আছে, তাহা কম্পন ও জড়তার দ্বারা উপরঞ্জিত থাকে। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম—এইরূপ প্রবিভাগ করিলে প্রত্যেক গুণ অপর দুইটির দ্বারা উপরঞ্জিত থাকে।

সংযোগবিভাগ ধর্ম্মা = পুরুষের সহিত সংযোগ এবং বিয়োগ স্বভাব। ইহা মিশ্রের মত। ভিক্ষু বলেন "পরস্পর সংযোগ বিভাগ স্বভাব।" গুণ সকল সংযুক্ত থাকিলেও তাহাদের বিভাগ বা প্রভেদ আছে এরূপ অর্থ করিলে ভিক্ষুর ব্যাখ্যা সঙ্গত হয়, নচেৎ গুণ সকলের পরস্পর বিয়োগ কদাপি কল্পনীয় নহে।

ইতরেতরাশ্রয়ের দ্বারা উৎপাদিত মূর্ত্তি—মূর্ত্তি = ত্রিগুণাত্মক দ্রব্য। সমস্ত দ্রব্যই সত্ত্বাদিরা পরস্পর সহকারি-ভাবে উৎপাদন করে। অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবে রাজস এবং তামস ভাবও সহকারী থাকে। কেবল সত্ত্বময় বা রজোময় বা তমোময়, এরূপ কোনও ভাব নাই। সর্ব্বত্রই একের প্রাধান্য ও অপর দ্বয়ের সহকারিত্ব।

যেমন রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্রত্রয়ের দ্বারা নির্ম্মিত রজ্জুতে ঐ তিন সূত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে এবং পরস্পরের সহকারি-ভাবে থাকিলেও পরস্পর অসংকীর্ণ থাকে, অর্থাৎ শ্বেত শ্বেতই থাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণই থাকে এবং রক্ত রক্তই থাকে, ত্রিগুণও সেইরূপ অসংমিশ্র-শক্তি-প্রবিভাগ। অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং স্থিতি-শক্তি সদা স্বরূপস্থই থাকে, পরস্পরের দ্বারা কদাপি স্বরূপচ্যুত হয় না।

প্রকাশাদি গুণ সকল পরস্পর অসংমিশ্র হইলেও তাহারা পরস্পরের সহকারী হয়। তজ্জন্য বলিয়াছেন "গুণ সকল তুল্যাতুল্যজাতীয়-শক্তি ভেদানুপাতী"। তুল্য জাতীয় শক্তি—যেমন সাত্ত্বিক দ্রব্যের উপাদান সত্ত্বশক্তি। সত্ত্বশক্তির নানা ভেদে নানাপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব হয়। সত্ত্বের রজ ও তম শক্তি অতুল্যজাতীয়শক্তি। রজ ও তমেরও তদ্রূপ। অসংখ্য সাত্ত্বিক শক্তির, রাজস শক্তির এবং তামস শক্তির ভেদ হইতে অসংখ্য ভাব উৎপন্ন হয়। যে ভাবের যে শক্তি উপাদান তাহা (অর্থাৎ তুল্যজাতীয় শক্তি) সেই ভাবের অনুপাতী

হইবে। পরন্তু অন্য অতুল্যজাতীয় শক্তিও সেই ভাবের সহকারী শক্তিরূপে উপাদানভূত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে গুণ প্রধান হউক না কেন, অন্য গুণদ্বয় সেই প্রধান গুণের সহকারী ভাবে থাকে। যেমন দিব্য শরীর; ইহা সাত্ত্বিক শক্তির কার্য্য, কিন্তু ইহাতে রাজস ও তামস শক্তি সহকারিরূপে থাকে বা অনুপাতী থাকে।

প্রধান বেলায় উপদর্শিত-সন্নিধান—স্ব স্ব প্রাধান্যকালে কার্য্যজননে উদ্ভূতবৃত্তি। প্রধান বেলায়=নিজের প্রাধান্যের বেলা (কালে)। উপদর্শিত-সন্নিধান=সান্নিধ্য উপদর্শিত করে অর্থাৎ যদিও গুণেরা স্থলবিশেষে সহকারী থাকে, তথাপি যখন তাহাদের প্রাধান্যের সময় হয়, তৎক্ষণাৎ তাহারা স্বকার্য্য জনন করে। রাজার মৃত্যুর পর যেমন সন্নিহিত রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ রাজা হয়, তদ্রূপ। উদাহরণ যথা :—জাগ্রৎ সাত্ত্বিক অবস্থা বিশেষ, রজ ও তম তাহাতে সহকারী থাকে। কিন্তু তাহারা সন্নিহিত বা মুখিয়ে থাকে, যেমনি সত্ত্বের প্রাধান্য কমে, অমনি তাহারা প্রধান হইয়া স্বপ্ন অথবা নিদ্রারূপ অবস্থা উদ্ভাবিত করে। ইহাকেই বলিয়াছেন প্রাধান্যের বেলায় প্রধান হইয়া নিজেদের সন্নিধানত্ব দেখান।

১৮। (৩) আর অপ্রধান্যকালেও (অর্থাৎ গুণত্বেও) তাহারা যে প্রধানের অন্তর্গতভাবে আছে, তাহা ব্যাপারমাত্রের দ্বারা বা সহকারিত্বের দ্বারা অনুমিত হয়। যেমন শব্দজ্ঞান; যদিও ইহা প্রকাশ প্রধান বা সাত্ত্বিক. তথাপি ইহাতে রজ ও তম যে অন্তর্গত আছে, তাহা অনুমিত হয়। শব্দে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু আমরা জানি যে কম্পন ব্যতীত শব্দ জ্ঞান হয় না, অতএব শব্দ জ্ঞানের সহকারী কম্পন বা ক্রিয়া। এইরূপে রজোগুণ সত্ত্বপ্রধান শব্দজ্ঞানে অনুমিত হয়।

১৮। (৪) পুরুষার্থ-কর্ত্তব্যতা ইত্যাদি। ভোগ ও অপবর্গ পুরুষসাক্ষিক ভাব। পুরুষের সাক্ষিতা না থাকিলে গুণ অব্যক্ত হয়। তাহাদের বৃত্তি ও কার্য্য থাকে না। সুতরাং গুণের কার্য্য-জনন-সামর্থ্য পুরুষসাক্ষিতা বা পুরুষার্থতা হইতেই হয়। যেহেতু পুরুষের সাক্ষিতামাত্রের দ্বারা সন্নিহিত গুণ সকল ভোগ ও অপবর্গ সাধন করে, তজ্জন্য গুণ সকল সন্নিধিমাত্রোপকারী। পুরুষের ও গুণের সন্নিধান ঘট ও পটের সন্নিধানের মত দৈশিক সন্নিধান নহে, কিন্তু একই প্রত্যয়ের অন্তর্গততাই সেই সন্নিধান। 'আমি' 'চেতন' এই প্রত্যয়ে চৈতন্য ও অচেতন করণবর্গ অন্তর্গত থাকে, তাহাই গুণ ও পুরুষের সান্নিধ্য।

অয়স্কান্ত মণি যেমন সন্নিহিত হইলেই লৌহ-কর্ষণ-কার্য্য করে, লৌহে তাহা যেমন প্রত্যক্ষতঃ অনুপ্রবিষ্ট হয় না, গুণসকলও সেইরূপ পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট না হইয়া সান্নিধ্যবশতই পুরুষের উপকরণস্বরূপ হইয়া উপকার করে। সমীপ হইতে কার্য্য করার নাম উপকার।

১৮। (৫) প্রত্যয় ব্যতিরেকে ইত্যাদি। প্রত্যয়=কারণ; এস্থলে যে কারণে কোন গুণের প্রাধান্য হয়, সেই কারণই প্রত্যয়। যেমন ধর্ম্ম সাত্ত্বিক পরিণামের প্রত্যয় বা নিমিত্ত। তিন গুণের মধ্যে যে দুই গুণের প্রধানরূপে প্রাদুর্ভাবের হেতু বা নিমিত্ত না থাকে, তাহারা তৃতীয়, প্রধানভূত, গুণের বৃত্তির অনুবর্ত্তন করে। যেমন ধর্ম্মের দ্বারা সাত্ত্বিক-দেবত্ব-পরিণাম প্রাদুর্ভূত হইলে রজ ও তম সেই সাত্ত্বিক দেবত্ব পরিণামের উপযোগী যে রাজস ও তামস ভাব (যেমন স্বর্গসুখের চেষ্টা ও তাহাতে মুগ্ধ থাকা), তাহা সাধনপূর্ব্বক সত্ত্বরূপ প্রধানের দেবত্বরূপ বৃত্তির অনুবর্ত্তন করে।

এই গুণসকলের নাম প্রধান বা প্রকৃতি। যাহা কোন বিকারের উপাদান-কারণ, তাহার নাম প্রকৃতি। মূলাপ্রকৃতিই প্রধান। গুণত্রয়-স্বরূপ প্রকৃতি আন্তর ও বাহ্য সমস্ত জগতের উপাদান-কারণ।

এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় উত্তমরূপে না বুঝিলে সাংখ্যযোগ, বা মোক্ষবিদ্যা বুঝা যায় না। তজ্জন্ত ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। সমস্ত অনত্মপদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, গ্রহণ ও গ্রাহ্য। তন্মধ্যে গ্রাহ্য সকল বিষয়, আর গ্রহণ সকল ইন্দ্রিয়। গ্রহণের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়, অথবা চালন হয়, অথবা ধারণ হয়। শব্দাদিরা জ্ঞেয় বিষয়, বাক্যাদিরা কার্য্য বিষয়, আর শরীরব্যূহাদি ধার্য্য বিষয়। শব্দবিষয় বিশ্লেষ করিলে শব্দজ্ঞান-স্বরূপ প্রকাশভাব, কম্পনরূপ ক্রিয়াভাব, আর কম্পনের শক্তি (potential energy)-রূপ স্থিতিভাব লব্ধ হয়। স্পর্শ-রূপাদির পক্ষেও সেই প্রকারে তিন ভাব লব্ধ হয়।

বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়েও তিন ভাব পাওয়া যায়। বাগেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ যে উচ্চারিত বর্ণাদিরূপ আকারবিশেষে পরিণত হয় তাহাই বাক্যরূপ কার্য্য বিষয়। তাহাতেও প্রকাশাদি তিন ভাব বর্ত্তমান আছে। তমঃ প্রধান বিষয়ে বা ধার্য্য বিষয়েও সেইরূপ।

করণ সকল বিশ্লেষ করিলেও ঐ তিন ভাব দেখা যায়। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়; তাহার গুণ শব্দকে জানন। তন্মধ্যে শব্দরূপ জ্ঞান প্রকাশভাব। কর্ণের ক্রিয়া (Nervous impulse) যাহা বাহ্য কম্পন হইতে উদ্রিক্ত হয়, তাহা এবং কর্ণের অন্যান্য ক্রিয়া, কর্ণস্থিত ক্রিয়াভাব। আর স্নায়ু ও পেশী আদিতে যে শক্তিভাব (energy) থাকে, যাহা সক্রিয় হইয়া পরে জ্ঞানে পরিণত হয়, তাহাই কর্ণগত স্থিতিভাব। সেইরূপ পাণি নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পেশী-ত্বগাদিতে যে বোধ (tactile sense, muscular sense প্রভৃতি) তাহা তদ্গত প্রকাশভাব, হস্তের সঞ্চালন তত্রত্য ক্রিয়াভাব; আর স্নায়ুপেশীগত শক্তি হস্তের স্থিতিভাব।

ইহারা বাহ্য করণ। অন্তঃকরণ বিশ্লেষ করিলেও ঐ প্রকাশপ্রধান প্রখ্যা, ক্রিয়াপ্রধান প্রবৃত্তি ও স্থিতিপ্রধান ধারণভাব এই ভাব সকল লব্ধ হয়। প্রত্যেক বৃত্তিরও এক অংশ প্রকাশ, এক অংশ স্থিতি ও এক অংশ ক্রিয়া।

এইরূপে জানা যায় যে, আন্তর ও বাহ্য সমস্ত পদার্থই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ভাবত্রয়-স্বরূপ। তদন্য বাহ্যের ও অন্তরের আর কিছু জ্ঞেয়ভূত, মূল, উপাদান নাই এবং হইতে পারে না। অতএব সত্ত্ব, রজ, ও তম জগতের মূল উপাদান।

শক্তি ব্যতীত ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়া ব্যতীত কোন বোধ হয় না; সেইরূপ বোধ হইলেই তাহার পূর্ব্বে ক্রিয়া অবশ্যম্ভূত ও ক্রিয়ার পূর্ব্বে শক্তি অবশ্যম্ভূত। সুতরাং প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি পরস্পর অবিনাভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। একটি থাকিলে অন্য দুইটিও থাকিবে। তন্মধ্যে কোন এক ভাবের প্রাধান্য থাকিলে সেই পদার্থকে সেই সেই গুণানুসারে আখ্যা দেওয়া হয়। সেই আখ্যা আপেক্ষিকতা সূচনা করে। যেমন জ্ঞানে প্রকাশ গুণ অধিক বলিয়া জ্ঞানকে সাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া হয়। তাহা কর্ম্ম অপেক্ষা সাত্ত্বিক। আবার জ্ঞানের মধ্যে কোন জ্ঞান অন্য জ্ঞানের তুলনায় প্রকাশাধিক হইলে, তাহাকে জ্ঞানের মধ্যে সাত্ত্বিক বলা যায়। কিছুকে সাত্ত্বিক বলিলে তদ্বর্গীয় রাজস ও তামস আছে, তাহা বুঝিতে হইবে। সাত্ত্বিক দ্রব্য অন্য রাজস ও তামস দ্রব্যের তুলনায় সাত্ত্বিক। "কেবলই সাত্ত্বিক' এরূপ কোন দ্রব্য হইতে পারে না। রাজস ও তামস সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অতএব সত্ত্বাদিগুণ জাতি ও ব্যক্তি প্রত্যেক পদার্থেই বর্ত্তমান। কেবল এক বা দুই জাতি অথবা ব্যক্তি থাকিলে তুলনার অভাবে অবশ্য তাহা সত্ত্বাদিগুণ-নির্ম্মিত পদার্থ এরূপ ব্যক্তব্য হইবে না। অথবা তুলনার অযোগ্য বহু পদার্থ থাকিলেও তাহারা সাত্ত্বিকাদিরূপে বিবেচ্য হইবে না।

জগৎ বা সমস্ত বিকারশীল ভাবপদার্থ তজ্জন্য সাত্ত্বিক, রাজস বা তামসরূপে বিবেচ্য হইতে পারে। বৈকল্পিক যে অবাস্তব জাতিপদার্থ আছে, যাহারা এক বা দুই মাত্র তাহারা সাত্ত্বিকাদি

হইতে পারে না। যেমন সত্তা—সতের ভাব; যাহাই সৎ তাহাই ভাব, সুতরাং সত্তা "রাহুর শিরের" ন্যায় বৈকল্পিক পদার্থ হইল। সেইরূপ ভাব, অভাব প্রভৃতি পদার্থও বৈকল্পিক। ঘট পট আদি পদার্থ বাস্তব, কিন্তু 'ভাব' এই নামটি ঘটাদির সাধারণ নাম মাত্র। সেই নামের দ্বারা কথঞ্চিত অর্থবোধই "ভাব' পদার্থের জ্ঞান। কিন্তু চক্ষুরাদির দ্বারা 'ভাব' জ্ঞাত হয় না, কিন্তু ঘটপটাদি জ্ঞাত হয়। অতএব ভাব সাত্ত্বিক কি রাজস, তাহা বক্তব্য না হইতে পারে। যে স্থলে ভাব কোন দ্রব্যবাচক হয়, সে স্থলে অবশ্য তাহা গুণময় হইবে।

ফলে কাল্পনিক অবাস্তব পদার্থের কারণ সত্ত্বাদি না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সত্ত্বাদিগুণ যাবতীয় বিকারশীল বাস্তব পদার্থের মূল কারণ। এই সমস্ত বিষয় বুঝিলে ভাষ্যকারের গুণ-সম্বন্ধীয় বিশেষণ-বর্গের অর্থ সুবোধ্য হইবে।

১৮। (৬) গুণ সকল দৃশ্যের মূল রূপ। ভূত ও ইন্দ্রিয় বা করণবর্গ দৃশ্যের বৈকারিক রূপ। দৃশ্যের যে প্রবৃত্তি, যাহার ফলে দৃশ্যের উপলব্ধি হয়, তাহা দ্বিবিধ। অর্থাৎ, দৃশ্যের বিষয়ভাব (অর্থতা) দ্বিবিধ, যথা—ভোগ ও অপবর্গ। গুণ সকল দৃশ্যের স্বরূপ, ভূতেন্দ্রিয় দৃশ্যের বিরূপ (বা বিকাররূপ) এবং অর্থ বা দৃশ্যের ক্রিয়া—দ্রষ্টার ও দৃশ্যের সম্বন্ধভাব।

দৃশ্যের প্রবৃত্তি দ্বিবিধ—এক প্রবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি, আর এক নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি। যেমন বিষয়ানুরাগ ও ঈশ্বরানুরাগ। প্রথমের ফল ভোগ বা সংসার; দ্বিতীয়ের ফল অপবর্গ বা সংসার-নিবৃত্তি।

অর্থ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধভাব। যখন অবিদ্যাবশে দ্রষ্টা ও দৃশ্য একবৎ সম্বদ্ধ হয়, তখনই তাহার নাম ভোগ বলা যায়। ভোগ দ্বিবিধ ইষ্টবিষয়াবধারণ এবং অনিষ্ট-বিষয়াবধারণ। অর্থাৎ আমি সুখী এবং আমি দুঃখী এইরূপ দুই প্রকারে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভেদ প্রত্যয়। 'আমি সুখদুঃখশূন্য" এইরূপে বিষয় ও দ্রষ্টার ভেদ-প্রত্যয়ই অপবর্গ।

ভোগ একরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞান এবং অপবর্গও একরূপ জ্ঞান হইল। পুরুষ ভোগ ও অপবর্গ উভয়ের ভোক্তা। ভোগ ও অপবর্গ যখন জ্ঞানবিশেষ, তখন ভোক্তা অর্থে জ্ঞাতা। বস্তুতঃ যেমন দৃশ্যের সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধভাব লক্ষ্য করিয়া দৃশ্যকে অর্থ বলা যায়, সেইরূপ সেই সম্বন্ধ-ভাবই লক্ষ্য করিয়া দ্রষ্টাকে ভোক্তা বলা যায়। বিজ্ঞাতা ও বিজ্ঞেয় পৃথক্ ভাব বলিয়া বিজ্ঞেয় পদার্থের বিকারে বিজ্ঞাতা বিকৃত হন না। তজ্জন্য দ্রষ্টা পুরুষ, দৃশ্য-দর্শনের অবিকারী ও অবিনাভাবী হেতু। দৃশ্য তদ্দর্শনের বিকারী হেতু। ভাষ্যকার জয়পরাজয়ের উপমা দিয়া ভোক্তার অবিকারিত্ব ও অকর্তৃত্ব বুঝাইয়াছেন।

সুখ-দুঃখ স্বয়ং অচেতন ও বুদ্ধিধর্ম্ম। করণবর্গে অনুকূল ক্রিয়াবিশেষ হইলে তাহার প্রকাশ ভাবই সুখের স্বরূপ।

সুতরাং সুখ অচেতন প্রকাশিত ক্রিয়াবিশেষ হইল। "আমি সুখী" এইরূপে চিন্ময় আত্মার সহিত সম্বন্ধভাব হইলেই সুখ সচেতন বা চেতনাবদের ন্যায় হয়। তাহাকেই ভাষ্যকার পূর্ব্বে 'পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তি বোধ' বলিয়াছেন। চিন্ময় পুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত সুখ অচেতন, অদৃশ্য ও অব্যক্ত-স্বরূপ হয়। অতএব সুখের ব্যক্তি চেতনপুরুষসাপেক্ষ। তাই সুখ দুঃখ আদিরা পুরুষভোগ্য। সুখ-দুঃখাদির পৌরুষ প্রতিসংবেদন থাকাতেই দুঃখ ত্যাগ করিয়া সুখের দিকে প্রবৃত্তি হয়, এবং সুখ-দুঃখ উভয় ত্যাগ করিয়া কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হয়।

শঙ্করাচার্য্য আত্মাকে ভোক্তা বলেন না। বস্তুতঃ তিনি ভোক্তা শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সাংখ্যপক্ষকে দোষ দিয়াছেন। সাংখ্যের ভোক্তা অর্থে বিজ্ঞাতা-বিশেষ। শঙ্করের আত্মা "ভোক্তার আত্মা'। সুতরাং শঙ্করের আত্মা 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা' এইরূপ অলীক পদার্থ

হয়। অতএব পুরুষ ভোগ ও অপবর্গের ভোক্তা এইরূপ সাংখ্যীয় দর্শনই ন্যায্য গম্ভীর ও অনবদ্য হইল।

১৮। (২) পুরুষার্থের অপরিসমাপ্তি অর্থে ভোগের অনবসান এবং অপবর্গের অলাভ। আর তাহার পরিসমাপ্তি অর্থে ভোগের অবসান ও অপবর্গের লাভ। ভোগের দর্শনের নাম বন্ধ ও অপবর্গের দর্শনের নাম মোক্ষ। সুতরাং বন্ধ ও মোক্ষ পুরুষে নাই, কিন্তু বুদ্ধিতেই আছে; পুরুষে কেবল দ্রষ্টৃত্ব আছে।

বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের সমস্ত মৌলিক কার্য্য ভাষ্যকার সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন। গ্রহণ, ধারণ উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ এই ছয়টী ধর্ম্ম চিত্তের মূল ধর্ম্ম।

গ্রহণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা কোন বিষয়ের বোধ। চিত্তভাবের সাক্ষাৎ বোধও (অনুভব) গ্রহণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা নীলপীতাদি বোধ, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাগুচ্চারণাদির কৌশল বোধ, প্রাণের দ্বারা পীড়াদি দেহগত বোধ এবং মনের দ্বারা সুখাদি যে মনোভাবের বোধ হয়, তাহা (অর্থাৎ স্মরণজ্ঞানাদির বোধ সকলও) গ্রহণ।

ধারণের দ্বারা সমস্ত অনুভূত বিষয় চিত্তে বিধৃত হয়। সমস্ত সংস্কারই ধারণ। ধৃত বিষয়ের গ্রহণের নাম স্মৃতি। স্মৃতি জ্ঞান-বৃত্তি বিশেষ, তাহা ধারণ নহে। মিশ্র ধারণ অর্থে স্মৃতি করিয়াছেন, কিন্তু সে স্মৃতি অনুভব-বিশেষ নহে, কিন্তু ধারণ মাত্র। স্মৃতির দুই প্রকার অর্থই হয়।

উহ=ধৃত বিষয়ের উত্তোলন অর্থাৎ স্মরণহেতু চেষ্টা। গৃহীত বিষয় বিধৃত হয়, বিধৃত বিষয়কে মনে উঠানই উহ।

অপোহ=উহিত বিষয়ের মধ্যে কতকগুলির ত্যাগ এবং আবশ্যকীয় বিষয়ের গ্রহণ।

তত্ত্বজ্ঞান=অপোহিত বিষয়ের একভাবাধিকরণ্যই (এক ভাবেতে বহুভাব অন্তর্গত এরূপ বুঝা) তত্ত্ব। তাহার জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান লৌকিক ও পরমার্থিক উভয়বিধই হয়। গোতত্ত্ব, ধাতুতত্ত্ব, প্রভৃতি লৌকিক, ভূততত্ত্ব তন্মাত্রতত্ত্ব প্রভৃতি পারমার্থিক।

অভিনিবেশ=তত্ত্বজ্ঞানানন্তর যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি। জ্ঞানানন্তর জ্ঞেয় পদার্থের হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব সম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য নিশ্চয়, তাহাই অভিনিবেশ।

অন্তঃকরণের বিজ্ঞানপ্রক্রিয়া এই ছয় ভাগে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। যেমন—নীল, পীত, মধুর, অম্ল আদি বহু বিষয় চিত্ত গ্রহণ করে; পরে তাহারা চিত্তে বিধৃত হয়। পরে অনুব্যবসায়কালে সেই নীলাদি উহিত হয়; পরে নীল মধুর আদি বিষয় অপোহিত হইয়া রূপরস ইত্যাদি বহুর মধ্যে সাধারণ এক একটি ভাবপদার্থের অপোহ হয়। রূপ=নীল পীত আদি পদার্থের একভাবাধিকরণ্য অর্থাৎ নীলপীতাদি সমস্ত অপোহ রূপনামক এক-পদার্থান্তর্গত। রূপ একটি তত্ত্ব; তাহার জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইয়া পরে রূপ পদার্থকে হেয় বা উপাদেয় ভাবে ব্যবহার করা অভিনিবেশ। প্রথম পাদের টিপ্পনেও [১৬ (১)] ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ঐকাগ্র্যাদি সমস্ত ব্যুত্থিত চিত্তে ইহারা থাকে এবং নিরুদ্ধ চিত্তে ইহারা নিরুদ্ধ হয়। লৌকিক ও পারমার্থিক সর্ব্ব বিষয়েই গ্রহণধারণাদি থাকে। গ্রহণ সদ্যবসায়, ধারণ রুদ্ধ-ব্যবসায়, আর উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ অনুব্যবসায়। তত্ত্বসাক্ষাৎকার কিন্তু সদ্যসায়ও হইতে পারে।

এই ব্যবসায় সকল বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। মলিন বুদ্ধিতে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অভেদ-নিশ্চয় হইয়া ব্যবসায় চলিতে থাকা অবিদ্যা; আর প্রসন্ন বুদ্ধিতে দ্রষ্টার ও দৃশ্যের ভেদ-

খ্যাতি হইয়া ব্যবসায় চলিতে থাকা বিদ্যা। অতএব ব্যবসায় দ্রষ্টাতে আরোপিত হয় মাত্র, তাহা বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই থাকে। পুরুষ কেবল ব্যবসায়ের ফলভোক্তা বা চিত্তব্যাপারের বিজ্ঞাতা।

ভাষ্যম্। দৃশ্যানান্তু গুণানাং স্বরূপভেদাবধারণার্থমিদমারভ্যতে।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ।১৯।

অত্রাকাশবায়্বগ্ন্যুদকভূময়ো ভূতানি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধতন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথাশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, একাদশং মনঃ সর্ব্বার্থং, ইত্যেতান্যস্মিতা-লক্ষণস্যাবিশেষস্য বিশেষাঃ। গুণানামেষ ষোড়শকো বিশেষ-পরিণামঃ। ষড়্‌অবিশেষাঃ, তদ্‌যথা শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং, রূপতন্মাত্রং, রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রঞ্চ ইত্যেকদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ, ষষ্ঠশ্চাবিশেষোঽস্মিতামাত্র, ইতি, এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ, যৎ তৎপরমবিশেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং তস্মিন্নেতে সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি, প্রতিসংসৃজ্যমানাশ্চ তস্মিন্নেব সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় যত্তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ নিরসৎ অব্যক্তমলিঙ্গং প্রধানং তৎপ্রতি-যন্তীতি, এষ তেষাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, নিঃসত্তাঽসত্তঞ্চালিঙ্গপরিণাম ইতি অলিঙ্গাবস্থায়াং ন পুরুষার্থো হেতুঃ, নালিঙ্গাবস্থায়ামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি ন তস্যাঃ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি, নাসৌ পুরুষার্থকৃতেতি নিত্যাখ্যায়তে, ত্রয়াণান্ত্ববস্থাবিশেষাণামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতি স চার্থো হেতুর্নিমিত্তং কারণং ভবতীত্যনিত্যাখ্যায়তে গুণাস্তু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিনো ন প্রত্যস্তময়ন্তে নোপজায়ন্তে ব্যক্তিভিরেবাতীতানাগতব্যয়াগমবতীভির্গুণান্বয়িনীভিরুপজনা-পায়ধর্ম্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে, যথা দেবদত্তো দরিদ্রাতি, কস্মাৎ? যতোঽস্য ম্রিয়ন্তে গাব ইতি গবামেব মরণাত্তস্য দরিদ্রাণং ন স্বরূপহানাদিতি সমঃ সমাধিঃ। লিঙ্গমাত্রং অলিঙ্গস্য প্রত্যাসন্নং তত্র তৎ সংসৃষ্টং বিবিচ্যতে ক্রমানতিবৃত্তেঃ, তথা ষড়-বিশেষা লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্টা বিবিচ্যন্তে, পরিণামক্রমনিয়মাৎ তথা তেষ্ববিশেষেষু ভূতেন্দ্রিয়াণি সংসৃষ্টানি বিবিচ্যন্তে, তথাচোক্তং পুরস্তাৎ, ন বিশেষেভ্যঃ পরং তত্ত্বান্তরমস্তি ইতি বিশেষাণাং নাস্তি তত্ত্বান্তরপরিণামঃ তেষান্তু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামা ব্যাখ্যায়িষ্যন্তে। ১৯।

১৯। দৃশ্য-স্বরূপ গুণ সকলের স্বরূপের ও ভেদের অবধারণার্থ এই সূত্র হইতেছে "বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ এই সকল গুণপর্ব্ব"। সূ (১)

ভাষ্যানুবাদ। তাহার মধ্যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, উদক ও ভূমি ইহারা ভূত ইহারা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র রূপ-তন্মাত্র, গন্ধ-তন্মাত্র এই সকল অবিশেষের বিশেষ (১)। সেইরূপ শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বার্থ (উভয়েন্দ্রিয়ার্থ) মন, এই সকল অস্মিতালক্ষণ অবিশেষের বিশেষ। গুণ সকলের এই ষোড়শ বিশেষ পরিণাম। অবিশেষ (৩) পরিণাম ছয় প্রকার; তাহা যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র গন্ধতন্মাত্র, এই শব্দাদি তন্মাত্র পঞ্চ অবিশেষ; তাহারা যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি ও পঞ্চ লক্ষণ। ষষ্ঠ অবিশেষ অস্মিতা (৪)। ইহারা সত্তামাত্র আত্মা মহতের ছয় অবিশেষ পরিণাম (৫)। এই অবিশেষ সকলের পর লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব সেই সত্তামাত্র মহদাত্মাতে উহারা (অবিশেষগণ) অবস্থান করত বিবৃদ্ধির চরমসীমা প্রাপ্ত হয়; আর লীয়মান হইয়া সেই সত্তামাত্র মহদাত্মাতে

অবস্থান করিয়া (অর্থাৎ তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইয়া) নিঃসত্তাসত্ত, নিঃসদসৎ, নিরসৎ, অব্যক্ত যে প্রধান (প্রকৃতি) তাহাতে প্রলীন হয় (৬)। অবিশেষ সকলের পূর্ব্বোক্ত পরিণাম লিঙ্গমাত্র পরিণাম, আর নিঃসত্তাসত্ত অলিঙ্গ-পরিণাম। অলিঙ্গাবস্থাতে পুরুষার্থ হেতু নহে। (কেননা) অলিঙ্গাবস্থার আদিতে পুরুষার্থতা-কারণ হয় না (অতএব) পুরুষার্থতা তাহার কারণ নহে (বা) তাহা পুরুষার্থকৃত নহে। (অপিচ) তাহা নিত্যা বলিয়া অভিহিত হয় (৭)। ত্রিবিধ বিশেষ অবস্থার (বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্র) আদিতে পুরুষার্থতা কারণ। এই হেতুভূত পুরুষার্থ নিমিত্তকারণ, অতএব (ঐ অবস্থাত্রয়কে) অনিত্য বলা যায়। আর গুণ সকল সর্ব্বধর্ম্মানুপাতী তাহারা প্রত্যস্তমিত বা উপজাত হয় না (৮)। গুণান্বয়ী, আগমাপায়ী, অতীত ও অনাগত, ব্যক্তির (এক একটি কার্য্যের) দ্বারা গুণত্রয় যেন উৎপত্তি-বিনাশশীলের ন্যায় প্রত্যবভাসিত হয়। যথা—দেবদত্ত দুর্গত হইতেছে; কেননা তাহার গো সকল মৃত হইতেছে; গো সকলের মৃত্যুই যেমন দেবদত্তের দরিদ্রতার কারণ, কিন্তু স্বরূপহানি তাহার কারণ নহে; গুণত্রয়-সম্বন্ধেও সেইরূপ সমাধান কর্ত্তব্য। লিঙ্গমাত্র (মহৎ) অলিঙ্গের প্রত্যাসন্ন (অব্যবহিত কার্য্য)। অলিঙ্গাবস্থায় তাহা সংসৃষ্ট (অবিভক্ত অর্থাৎ অনাগত রূপে স্থিত) থাকিয়া ব্যক্তাবস্থায় ক্রমানতিক্রমহেতু (৯) বিবিক্ত বা ভিন্ন হয়। সেইরূপ ছয় অবিশেষ লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্ট থাকিয়া বিবিক্ত হয়। ঐ প্রকারে পরিণাম-ক্রম-নিয়ম হইতে সেই অবিশেষসকলে ভূতেন্দ্রিয় সকল সংসৃষ্ট থাকিয়া বিভক্ত বা ব্যক্ত হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বিশেষের পর আর তত্ত্বান্তর নাই। বিশেষের তত্ত্বান্তর পরিণাম নাই; তাহাদের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণাম অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে।

টীকা।—১৯। (১) বিশেষ=যাহা বহুতে সাধারণ নহে। অবিশেষ যাহা বহু-কার্য্যের সাধারণ উপাদান। বিশেষ ভূতেন্দ্রিয়াদি ষোড়শসংখ্যক বিকার। অবিশেষ= তন্মাত্রনামক ভূতকারণ এবং অস্মিতারূপ ইন্দ্রিয়কারণ। বিশেষ শান্ত বা সুখকর, ঘোর বা দুঃখকর ও মূঢ় বা মোহকর। অবিশেষ শান্ত, ঘোর ও মূঢ়-ভাব-শূন্য। নীল, পীত, মধুর, অম্ল আদি নানাভেদযুক্ত দ্রব্য বিশেষ। তাদৃশ-ভেদরহিত দ্রব্য অবিশেষ। ষোড়শ বিকারের পারিভাষিক সংজ্ঞা বিশেষ ও তাহাদের ছয় প্রকৃতির সংজ্ঞা অবিশেষ।

লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব। যদিও প্রকৃতি হিসাবে তাহা অবিশেষ, তথাপি লিঙ্গ শব্দই তাহার বিশদ সংজ্ঞা। লিঙ্গ অর্থে গমক। যাহা যাহার গমক, তাহা তাহার লিঙ্গ। মহত্তত্ত্ব আত্মার ও অব্যক্তের গমক। তাই তারা তাহাদের লিঙ্গ। লিঙ্গমাত্র অর্থে স্বরূপ বা মুখ্য লিঙ্গ। ইন্দ্রিয়াদিরাও পুরুষ এবং প্রকৃতির লিঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু তাহার স্ব স্ব সাক্ষাৎ কারণেরই প্রধান লিঙ্গ। মহান্ পুম্প্রকৃতির লিঙ্গমাত্র।

লিঙ্গ অখিল বস্তুর ব্যঞ্জক; তন্মাত্র=লিঙ্গমাত্র; ইহা বিজ্ঞান ভিক্ষুর ব্যাখ্যা। অখিল বস্তুর ব্যঞ্জক হিসাবে উহা লিঙ্গ নহে, কিন্তু উহা পুম্প্রকৃতির লিঙ্গ।

অলিঙ্গ=প্রকৃতি। তাহা কাহারও লিঙ্গ নহে, যেহেতু তাহার আর কারণ নাই। ন কিঞ্চিৎ লিঙ্গয়তি গময়তীতি অলিঙ্গম্।

লিঙ্গ শব্দের অন্য অর্থও কেহ কেহ করেন, যথা—লীনং গচ্ছতীতি লিঙ্গং। তাহা হইলে অলিঙ্গ অর্থে যাহা আর লয় হয় না। "লিঙ্গয়তি জ্ঞাপয়তীতি লিঙ্গমনুমাপকম্" ইহা চন্দ্রিকাকারের ব্যাখ্যা।

বিশিষ্ট-লিঙ্গ, অবিশিষ্ট-লিঙ্গ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চারি প্রকার পদার্থ গুণরূপ-বংশের পর্ব্বস্বরূপ। তাই ইহাদেরকে গুণপর্ব্ব বলা যায়।

১৯। (২) সাধারণ যে জল মাটি আদি তাহারা ভূততত্ত্ব নহে। যাহা 'শব্দ-লক্ষণ-সত্তা, তাহাই আকাশ, সেইরূপ স্পর্শলক্ষণ, রূপলক্ষণ ও গন্ধলক্ষণ সত্তা যথাক্রমে বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি নামক তত্ত্ব। শাস্ত্র যথাঃ—শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণম্। তেজসঃ লক্ষণং রূপম্ আপশ্চ রসলক্ষণাঃ। ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা। অতএব তত্ত্ব দৃষ্টিতে ক্ষিত্যাদি ভূতসকল গন্ধাদিলক্ষণ সত্তামাত্র। মাটি, পেয় জল আদি পঞ্চীকৃত ভূত। অর্থাৎ তাহারা সকলেই পঞ্চভূতের সমষ্টিবিশেষ।

অতাত্ত্বিক কারণ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে, আকাশ বায়ুর কারণ, বায়ু তেজের, তেজ জলের এবং জলভূত ক্ষিতিভূতের নিমিত্ত কারণ। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, শব্দতরঙ্গ রুদ্ধ হইলে তাপ উৎপন্ন হয়, তাপ হইতে রূপ, রূপ (সূর্য্যালোক) হইতে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য (উদ্ভিজ্জাদি), উৎপন্ন হয়, রাসায়নিক দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণই গন্ধজ্ঞানোৎপাদক। শাস্ত্রও বলেন (মহাভারত; মোক্ষধর্ম্ম; ভৃগুভারদ্বাজ সংবাদ;) ভূতসর্গের প্রথমে সর্ব্বব্যাপী শব্দ হইয়াছিল, পরে বায়ু, পরে উষ্ণ তেজ, পরে তরল জল, পরে কঠিন ক্ষিতি হইয়াছিল। অতএব নিমিত্তদৃষ্টিতে দেখিলে যাহা শব্দগুণক তাহা হইতে স্পর্শ, স্পর্শগুণক দ্রব্য হইতে রূপ ইত্যাদি প্রকার ক্রম দেখা যায়। এইরূপে গন্ধাধার দ্রব্য বা গন্ধজ্ঞান শব্দাদি পঞ্চ লক্ষণের আধার হয়। রসাধার গন্ধব্যতীত চারি লক্ষণের আধার, রূপাধার রূপাদি তিনের আধার; স্পর্শাধার দুইয়ের এবং শব্দাধার শব্দের মাত্র আধার। প্রলয়কালেও সেইরূপ ক্ষিতি অপে, অপ তেজে ইত্যাদিরূপে লয় হয়। যদি চ এইরূপে ব্যবহারিক ভূতভাব আকাশাদি ক্রমে উৎপন্ন হয়, তাত্ত্বিক বা উপাদান-দৃষ্টিতে সেরূপ নহে। তাহাতে শব্দ-তন্মাত্র স্থূল শব্দের কারণ, স্পর্শ-তন্মাত্র স্থূল স্পর্শের কারণ ইত্যাদি ক্রম গ্রাহ্য।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বা গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, গন্ধজ্ঞান সূক্ষ্ম চূর্ণের সম্পর্ক হইতে হয়। রসজ্ঞান তরলিত-দ্রব্যজনিত রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা হয়। উষ্ণতা হইতেই রূপজ্ঞান হয়। অর্থাৎ উষ্ণতাবিশেষ ও রূপ সদা সহভাবী *। স্পর্শজ্ঞান বায়বীয় দ্রব্যযোগেই প্রধানতঃ হয়। আমাদের ত্বক্ বায়ুতে নিমজ্জিত; শীতোষ্ণরূপ স্পর্শজ্ঞান সেই বায়ুগত তাপ হইতেই প্রধানতঃ হয়। আর শব্দজ্ঞানের সহিত অনাবরণত্ব বা ফাঁক্ জ্ঞান হয়। এইরূপে কাঠিন্য-তারল্য-আদি অবস্থার সহিত ভূতজ্ঞানের সম্বন্ধ আছে। কাঠিন্যতারল্যাদি কিন্তু তাপের তারতম্য মাত্র হইতে হয়। তাহারা তাত্ত্বিক গুণ নহে।

অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে সাক্ষাৎকার করিলে ভূতসকল কেবল শব্দময় সত্তা, স্পর্শময় সত্তা ইত্যাদি হয়। ব্যবহারতঃ সেই শব্দাদির সহিত সহভাবী কাঠিন্যাদিও গ্রাহ্য। সংযমের দ্বারা ভূতজয় করিতে হইলে, কাঠিন্যাদি ভাবও তজ্জন্য গ্রহণ করিতে হয়।

ক্ষিত্যাদিভূতেরা বিশেষ। তাহারা গন্ধাদি তন্মাত্রের বিশেষ। বিশেষ শব্দ এস্থলে তিন অর্থে প্রয়োজিত হইয়াছে। (১ম) ষড়্জ-ঋষভ, শীত-উষ্ণ, নীল-পীত, মধুর-অম্ল, সুগন্ধ-দুর্গন্ধ আদি শব্দাদির যে ভেদ আছে, তাহাদের নাম বিশেষ। ভূতসকল তাদৃশ বিশেষ; তন্মাত্র তাদৃশ বিশেষ-শূন্য। (২য়) শান্ত ঘোর ও মূঢ় এই ভাবত্রয়ও বিশেষ; শব্দাদি বিশেষের শান্তাদি বিশেষ সহ-ভাবী। ষড়জাদি বিশেষের জ্ঞান না থাকিলে বৈষয়িক সুখ, দুঃখ ও

* দ্রব্যবিশেষে এই উষ্ণতার তারতম্য হয়। ফস্ফারাস্ অত্যল্প উষ্ণতায় আলোকবান্ হয়, কিন্তু তাহাতেও oxidation-জনিত উষ্ণতা আছে। সূর্য্যের উষ্ণতাজনিত আলোকেই দিবাভাগে আমাদের সমস্ত রূপজ্ঞান হয়।

মোহ উৎপন্ন হয় না। (৩য়) ভূতসকল চরম বিকার বলিয়া (তাহারা অন্য বিকারের প্রকৃতি নহে বলিয়া) বিশেষ। অতএব ভূত সকলের লক্ষণ এইরূপ। যাহা নানাবিধ শব্দের গুণী এবং সুখাদিকর, তাহাই আকাশ। সেইরূপ সুখাদিকর নানা স্পর্শের গুণী বায়ু। তেজাদিরাও সেইরূপ।

ইহারা পঞ্চ-ভূতস্বরূপ, গ্রাহ্য, বিশেষ। ইন্দ্রিয়রূপ বিশেষ একাদশ সংখ্যক বলিয়া সাধারণতঃ গণিত হয়। তাহারা দ্বিবিধ—বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়। বাহেন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়কে ব্যবহার করে। অন্তরেন্দ্রিয় বাহ্যকরণার্পিত শব্দাদি ও অন্তরের অনুভবজাত সুখাদি ও চেষ্টাদি বিষয় লইয়া ব্যবহার করে।

বাহেন্দ্রিয় সাধারণতঃ দ্বিবিধ বলিয়া গণিত হয়; যথা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। প্রাণ উহাদের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ গণিত হয় না বটে, কিন্তু প্রাণও বাহেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক কর্ম্মেন্দ্রিয় রাজস এবং প্রাণ তামস। উহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা শব্দগ্রাহী কর্ণ, শীত ও ঔষ্ণ রূপ স্পর্শ-গ্রাহী ত্বক্, রূপ-গ্রাহী চক্ষু, রস-গ্রাহী রসনা ও গন্ধ-গ্রাহী নাসা। কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্য-বিষয়া বাক্, শিল্প-বিষয় পাণি, গমন-বিষয় পাদ, মলমূত্র-বিসর্গ-বিষয় পায়ু, প্রজনন-বিষয় উপস্থ *। প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান ইহারা পঞ্চ প্রাণ। প্রাণের কার্য্য শরীরের বাহোদ্ভব বোধাংশ ধারণ; উদান-কার্য্য ধাতুগত বোধাংশ ধারণ; ব্যানের কার্য্য চালনাংশ ধারণ; অপান-কার্য্য সমস্ত শারীরমলের অপনয়নকারী অংশের ধারণ; সমান-কার্য্য সমনয়নকারী অংশের ধারণ। (বিশেষ বিবরণ 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' ও সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে' দ্রষ্টব্য)।

অন্তরেন্দ্রিয় মন। "মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ম্" অর্থাৎ মন বিষয়ের সঙ্কল্পকারি। সম্যক্ কল্পনা অর্থাৎ চিন্তনই সঙ্কল্প। প্রমাণাদির দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়-ব্যবহারই সঙ্কল্প।

পঞ্চ ভূত, দশ বাহেন্দ্রিয় ও মন, এই ষোড়শ বিকারই বিশেষ। ইহারা অন্য বিকারের উপাদান নহে। ইহারা শেষ বিকার।

১৯। (৩) অবিশেষ ষট্‌সংখ্যক। পঞ্চ ভূতের কারণ পঞ্চ তন্মাত্র এবং তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়ের কারণ অস্মিতা।

তন্মাত্র অর্থে 'সেই মাত্র'। অর্থাৎ শব্দমাত্র ইত্যাদি। ষড়্‌জ-ঋষভাদি-বিশেষশূন্য সূক্ষ্ম শব্দমাত্রই শব্দতন্মাত্র। স্পর্শাদিরাও সেইরূপ। তন্মাত্রের অপর সংজ্ঞা পরমাণু। পরমাণু অর্থে "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা" নহে, কিন্তু শব্দস্পর্শাদির সূক্ষ্ম অবস্থা। যে সূক্ষ্ম অবস্থায় শব্দস্পর্শাদির 'বিশেষ' নামক ভেদ অস্তমিত হয়, তাহার নাম তন্মাত্র। পরমাণু শব্দাদি গুণের এরূপ সূক্ষ্মাবস্থা যে তাহার অবয়ব-বিস্তারের জ্ঞান হয় না। বস্তুতঃ তাহা কালের ধারাক্রমে জ্ঞাত

* সাধারণতঃ পাণির কার্য্য গ্রহণ বলিয়া উক্ত হয়। উহা সম্পূর্ণ পাণিকার্য্য নহে। তাহাতে ত্যাগকেও পাণিকার্য্য বলা বিধেয়। বস্তুত পাণির কার্য্য শিল্প। শাস্ত্র যথা "বিসর্গ-শিল্পগত্যুক্তি কর্ম্ম তেষাং চ কথ্যতে।" বিষ্ণুপুরাণ ১ম ও ২য় অধ্যায়।

সেইরূপ সাধারণত উপস্থের কার্য্য আনন্দমাত্র বলিয়া কথিত হয়। উহাও ভ্রান্তি। আনন্দ কার্য্য নহে, কিন্তু বোধবিশেষ। উপস্থ-কার্য্যের সহিত সাধারণত আনন্দ সংযুক্ত থাকে বলিয়া, ঐরূপ কথিত হয়। পরন্তু উপস্থের কার্য্য প্রজনন। শাস্ত্র যথা "প্রজনানন্দয়োঃ শেফো নিসর্গে পায়ুরিন্দ্রিয়ম্।" মোক্ষধর্ম্মে ২১৯ অঃ। বীজসেক ও প্রসবরূপ কার্য্যই উপস্থের। উহা আনন্দ ও পীড়া উভয়-ভাব-যুক্তই হইতে পারে।

হয়। যেমন শব্দ যখন চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া হয়, তখন তাহা মহাবয়বশালী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শব্দকে যখন কর্ণগত জ্ঞানরূপে কিছু সূক্ষ্ম ভাবে ধ্যান করা যায়, তখন তাহা কালিক ধারাক্রমে জ্ঞাত হয়, সেইরূপ। পরমাণু-সাক্ষাৎকারে রূপাদি সমস্ত বিষয়ই সেই প্রকার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সূক্ষ্মভাব-স্বরূপে বোধ করিতে হয় বলিয়া ক্রিয়ার ন্যায় কালিক-ধারা ক্রমে পরমাণু জ্ঞানগোচর হয়। কিন্তু তাহা মহাবয়বিরূপে অর্থাৎ খণ্ড্য-অবয়বিরূপে (যাহার অবয়ব বিভাগযোগ্য, তৎস্বরূপে) জ্ঞানগোচর হয় না। যে অবয়ব খণ্ড্য নহে, তাহার নাম অণু-অবয়ব। তন্মাত্র সেইরূপ অণু-অবয়বশালীপদার্থ। অণু-অবয়ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র অবয়ব জ্ঞানগোচর হয় না। সমাহিত চিত্তের দ্বারা তাহা সাক্ষাৎ করিতে হয়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বাহ্য-বিষয় সমাহিত চিত্তেরও গোচর নহে। সাংখ্যের পরমাণু অনুমেয় পদার্থ মাত্র নহে, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎকারযোগ্য বাহ্যপদার্থ।

শব্দগুণক পদার্থ হইতে স্পর্শ, স্পর্শগুণক পদার্থ হইতে রূপ, রূপগুণক পদার্থ হইতে রস, রস-গুণক দ্রব্য হইতে গন্ধ, পূর্ব্বোক্ত এই নিয়ম তন্মাত্রপক্ষে প্রযোজ্য নহে। তন্মাত্রসকল অহংকার হইতে হইয়াছে। গন্ধ জ্ঞান কণা যোগে উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য গন্ধতন্মাত্রজ্ঞান যাহাতে হয়, তাহাতে রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দজ্ঞানও হইতে পারে। এইরূপে শব্দতন্মাত্র একলক্ষণ, স্পর্শ দ্বিলক্ষণ, রূপ ত্রিলক্ষণ, রস চতুর্লক্ষণ ও গন্ধতন্মাত্র পঞ্চলক্ষণ বলা যায়। স্বরূপতঃ সাক্ষাৎকার-কালে কিন্তু এক এক তন্মাত্র স্বকীয় লক্ষণের দ্বারাই সাক্ষাৎকৃত হয়।

১৯। (৪) অস্মিতা=অস্মির (আমির) ভাব অর্থাৎ অভিমান। অস্মিতা অর্থে আমিত্ব-বুদ্ধিও হয়। এখানে অস্মিতা অর্থে অভিমান। করণশক্তি সমূহের সহিত চৈতন্যের একাত্মকতাই অস্মিতা, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই হিসাবে বুদ্ধি অস্মিতামাত্র বা চরম অস্মিতা-স্বরূপ। অপর করণের সহিত আত্মার সম্বন্ধভাবও অস্মিতা। তাহাতে প্রত্যয় হয় যে 'আমি শ্রবণশক্তিমান্' ইত্যাদি। অতএব করণশক্তির সহিত আমির যোগই অর্থাৎ অভিমানই অস্মিতা হইল। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় সকল অস্মিতার এক এক প্রকার অবস্থা মাত্র। বাহ্য হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ভূতের ব্যূহনবিশেষরূপে দেখা যায়। যে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ভূতগণ ব্যূহিত হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়। অধ্যাত্মশক্তি বস্তুতঃ আমিত্বের ভাববিশেষ বা অভিমান। অভিমান থাকাতেই সমস্ত শরীরকে 'আমি' বলিয়া প্রত্যয় হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্ত সেই অভিমানের এক এক প্রকার অবস্থা বা বিকার। যেমন চক্ষু—চক্ষুর্গত বা চক্ষুঃস্বরূপ অভিমান। তাহা রূপনামক ক্রিয়ার দ্বারা সক্রিয় হইলে রূপজ্ঞান হয়। রূপজ্ঞান অর্থে রূপের সহিত জ্ঞাতার অবিভক্ত প্রত্যয় বা একাত্মবৎ প্রত্যয়। বাহ্য ক্রিয়া হইতে চক্ষুরূপ আমিত্বের যে বিকার, তাহা জ্ঞাতাতে আরোপিত হওয়াই অন্য কথায় রূপজ্ঞান। এই জ্ঞাতার এবং জ্ঞেয়ের সম্বন্ধভাব অর্থাৎ "আমি রূপজ্ঞানবান্" এইরূপ ভাবই অস্মিতা নামক অভিমান। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বা সাধারণ উপাদান এই অস্মিতা নামক ষষ্ঠ অবিশেষ।

১৯। (৫) সত্তামাত্র আত্মা=আমি আছি এইরূপ ভাব। বুদ্ধিতত্ত্বের বা মহত্তত্ত্বের গুণ নিশ্চয়। নিশ্চয় ও সত্তা অবিনাভাবী। বিষয়নিশ্চয় ও আত্মনিশ্চয় উভয়ই বুদ্ধির গুণ। তন্মধ্যে আত্মনিশ্চয়ই নিশ্চয়ের শেষ। তজ্জন্য তাহা বুদ্ধির স্বরূপ। বিষয়নিশ্চয় বুদ্ধির বিকার বা বিরূপ। অতএব আমি আছি বা অস্মীতি প্রত্যয় বা সত্তামাত্র আত্মাই মহত্তত্ত্ব।

প্রথমে 'আমি এইরূপ ভাবমাত্র থাকিলে, তবে 'আমি দ্রষ্টা (রূপের) শ্রোতা, ঘ্রাতা, গন্তা ইত্যাদি আমিত্বের বিকারভাব হইতে পারে। এই বিকারভাবই অভিমান বা অহংকার।

অতএব অস্মিতা-মাত্র-স্বরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার উৎপন্ন হয় বা মহত্তত্ত্ব অহংকারের কারণ।

এইরূপে আত্মভাবকে বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে, মহৎ সর্ব্ব প্রথম ব্যক্তভাব তাহার বিকার অহংকার বা অস্মিতা; অস্মিতার বিকার ইন্দ্রিয়গণ। শব্দাদি তন্মাত্রও অস্মিতার বিকার।

শব্দাদির জ্ঞানরূপ অংশ আমাদের অস্মিতার বিকার। আর যে বাহ্য ক্রিয়া হইতে শব্দাদি উৎপন্ন হয়, তাহা বিরাট্ ব্রহ্মার অস্মিতার বিকার, সুতরাং শব্দাদি উভয়তই অস্মিতা-বিকার হইল।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন "মহতের তন্মাত্র ও অস্মিতারূপ ছয় অবিশেষ পরিণাম"। সাংখ্য বলেন, মহৎ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহা সাংখ্য ও যোগের মতভেদ। উহা যথার্থ নহে। বস্তুত ভাষ্যকারের ব্যক্তব্য এই কি—লিঙ্গমাত্র ছয় অবিশিষ্ট লিঙ্গের কারণ। অবিশেষ সকলকে একজাতি করিয়া লিঙ্গমাত্রকে তাহাদের কারণ বলিয়াছেন। অবিশেষদের মধ্যেও যে কার্য্যকারণ-ক্রম আছে, তাহা তদ্দৃষ্টিতে ভাষ্যকার গ্রহণ করেন নাই। গন্ধতন্মাত্রের কারণ একেবারেই মহৎ নহে, কিন্তু পরম্পরাক্রমে মহৎ তাহার -কারণ। এইরূপে ভাষ্যকার গুণসকলকে একবারেই ষোড়শ বিকারের কারণ বলিয়াছেন। গুণসকল কিন্তু মূল কারণ। ১।৪৫ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার তন্মাত্রের কারণ অহংকার, অহংকারের কারণ মহত্তত্ত্ব, এইরূপ ক্রম বলিয়াছেন।

১৯। (৬) মহত্তত্ত্বের কার্য্য ছয় অবিশেষ। মহৎ হইতে অহংকার বা অস্মিতা, অস্মিতা হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ইত্যাদি ক্রমেই মহৎ হইতে অবিশেষসকল বিকসিত হয়।

অতএব মহৎ হইতে একেবারেই ছয় অবিশেষ হইয়াছে এ মত যথার্থ নহে; ভাষ্যকারেরও তাহা বক্তব্য নহে। মহান্ আত্মা হইতে অহংকার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে প্রত্যেক ভূত, এই ক্রমই যথার্থ। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ ইত্যাদি ক্রম কেবল গন্ধাদিজ্ঞানের সহভাবী কাঠিন্যাদি সম্বন্ধেই খাটে। উহা নৈমিত্তিক দৃষ্টি, কিন্তু তাত্ত্বিক বা ঔপাদানিক দৃষ্টি নহে। শব্দ কখনও স্পর্শের উপাদান হইতে পারে না, তবে শব্দক্রিয়ারূপ নিমিত্তের দ্বারা অস্মিতারূপ উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া স্পর্শরূপে ব্যক্ত হইতে পারে। অতএব সূক্ষ্ম শব্দই স্থূল শব্দের উপাদান হইতে পারে। তাহার জন্য সিদ্ধ হয় যে, শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ-ভূত; স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু-ভূত ইত্যাদি। অতএব অস্মিতা হইতে প্রত্যেক তন্মাত্র হইয়াছে এবং প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে তাহাদের অনুরূপ প্রত্যেক ভূত হইয়াছে।

প্রথম ব্যক্তি যে মহৎ তাহা হইতে ক্রমশঃ ছয় অবিশেষ উৎপন্ন হয়। তাহারা ষোড়শ বিকাররূপ চরম বিকাশ বা বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। বিলয়কালে বিলোমক্রমে মহত্তত্ত্বে উপনীত হইয়া অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্যাপারের সম্যক্ অভাবে যখন মহৎ লীন হয়, তখন তাহাতে লীন বিশেষ এবং অবিশেষও মহতের গতি প্রাপ্ত হয়। মহৎ লীন হইলে সেই অবস্থার কোন ব্যাপাররূপ ব্যক্ততা থাকে না। তাই তাহার নাম অব্যক্ত। সেই অলিঙ্গ প্রধানের আরও কয়েকটি বিশেষণ ভাষ্যকার দিয়াছেন। তাহারা ব্যাখ্যাত হইতেছে।

নিঃসত্তাসত্ত—সত্তা ও অসত্তা-হীন। সত্তা অর্থে সতের ভাব। সমস্ত সৎ বা ব্যক্ত পদার্থ পুরুষার্থ-সাধক অতএব সত্তা—পুরুষার্থক্রিয়া। আমাদের নিকট সাধারণ অবস্থায় সত্তা

ও পুরুষার্থক্রিয়া অবিনাভাবী। অলিঙ্গাবস্থায় পুরুষার্থক্রিয়া থাকে না বলিয়া প্রধান নিঃসত্ত। আর তাহা অভাব পদার্থ নহে বলিয়া (যে হেতু তাহা পুরুষার্থক্রিয়ার শক্তিরূপ কারণ) অসত্তও নহে। অতএব তাহা নিঃসত্তাসত্ত।

নিঃসদসৎ=সৎ বা বিদ্যমান, অসৎ বা অবিদ্যমান; যাহা মহদাদির মত সৎ অর্থাৎ অর্থক্রিয়াকারী বা ধারণাযোগ্য নহে, এবং মহদাদির কারণ বলিয়া অবিদ্যমানও নহে, তাহা নিঃসদসৎ। সৎ—অর্থক্রিয়াকারী। সত্তা=অর্থক্রিয়ার ভাব বা যোগ্যতা। নিঃসত্তাসত্ত এবং নিঃসদসৎ ঐ দুই দিক্ হইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

নিরসৎ=প্রধানকে কেহ নিতান্ত তুচ্ছ বা অবিদ্যমান পদার্থ মনে না করে তজ্জন্য ভাষ্যকার পুনশ্চ নিরসৎ শব্দ পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রধান জ্ঞেয় বটে, কিন্তু মহদাদির মত ধারণাযোগ্যরূপে সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। মহদাদি ক্রিয়মাণভাবে জ্ঞেয়, আর প্রধান সর্ব্বক্রিয়ার শক্তিরূপে জ্ঞেয়। তাহা অনুমানের দ্বারা জ্ঞেয়।

অতএব প্রধান নিরসৎ বা ভাবপদার্থ বিশেষ। অব্যক্ত=যাহা ব্যক্ত বা সাক্ষাৎকারযোগ্য নহে। সমস্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় লীন হয়, সেই অবস্থার নাম অব্যক্তাবস্থা। "অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্। সদা পশ্যাম্যহং লীনং বিজানামি শৃণোমি চ।" শান্তিপর্ব্ব।

১৯। (৭) প্রকৃতি উপাদান হইলেও মহদাদি ব্যক্তি সকল পুরুষার্থতার দ্বারা (পুরুষোপ-দর্শনের দ্বারা) অভিব্যক্ত হয়। অতএব পুরুষার্থ মহদাদি ব্যক্তাবস্থার হেতু বা নিমিত্তকারণ। কিন্তু পুরুষার্থ অব্যক্তাবস্থার হেতু নহে। নিত্য প্রধান আছে বলিয়াই তাহা পুরুষার্থের দ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া মহদাদিরূপে অভিব্যক্ত হয়। মহদাদিরা পরিণামক্রমে অনাদি বটে, কিন্তু পুরুষার্থের সমাপ্তি হইলে প্রত্যস্তমিত হয় বলিয়া তাহারা অনিত্য। উদীয়মান ও লীয়মান সত্তা বলিয়াও তাহারা অনিত্য।

১৯। (৮) যত প্রকার ব্যক্ত পদার্থ আছে, তাহারা সব গুণাত্মক, অতএব গুণত্রয়ের লয় কুত্রাপি নাই। অব্যক্ত অবস্থাও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। তাহা ব্যক্ত পদার্থের লয় বটে, কিন্তু গুণত্রয়ের লয় নহে। ব্যক্তির উদয়ে ও লয়ে গুণত্রয়ও যেন উদিতবৎ ও লীনবৎ প্রতীত হয়; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গুণত্রয়ের তাহাতে ক্ষয়বৃদ্ধি হয় না ও হইবার যো নাই। ব্যক্ত না থাকিলে গুণত্রয় অব্যক্তভাবে থাকে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের দৃষ্টান্তের অর্থ এই, গো না থাকিলে দেবদত্ত দুর্গত হয়, থাকিলে হয় না। যেমন গোরূপ বাহ্য পদার্থ থাকা ও না থাকাই দেবদত্তের অদুর্গততার ও দুঃস্থতার কারণ; কিন্তু দেবদত্তের শারীরিক রোগাদি যেমন তাহার কারণ নহে, সেইরূপ ব্যক্তি সকলেরই উদয়-ব্যয় গুণত্রয়কে উদিত ও ব্যয়িত হইবার মত করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মূল কারণ ত্রিগুণ উদিত ও লীন হয় না। তাহাদের আর অন্য কারণ নাই বলিয়া তাহাদের উদয় (কারণ হইতে উদ্ভব) ও নাশ (স্বকারণে লয়) নাই।

১৯। (৯) ক্রমানতিক্রমহেতু=সর্গক্রম না করিয়া। অব্যক্ত হইতে মহান্; মহান্ হইতে অহংকার; অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়; তন্মাত্র হইতে ভূত। এইরূপ সর্গক্রম পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাদৃশ ক্রমেই সর্গ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে ভাষ্যকার ক্রমের কথা স্পষ্ট না বলিয়া এখানে তাহা বলিলেন।

বিশেষ সকলের তত্ত্বান্তর-পরিণাম নাই। শব্দগুণক আকাশ-ভূত অন্য কোনও তত্ত্বে পরিণত হয় না। তত্ত্ব অর্থে সাধারণ উপাদান। যেমন বাহ্য ভৌতিক জগতের সাধারণ উপাদান আকাশ, বায়ু ইত্যাদি। তাহারা এক এক জাতীয় প্রমাণের দ্বারা প্রমিত হয়

স্থূল তত্ত্ব বিতর্কানুগত সমাধি-রূপ প্রমাণের দ্বারা সম্যক্ প্রমিত হয়। সেই প্রমাণের দ্বারা আকাশাদি স্থূল ভূত ও শ্রোত্রাদি স্থূল ইন্দ্রিয়গণকে আর বিশ্লেষ করা যায় না। শব্দের বা রূপের নানা ভেদ আছে বটে, কিন্তু সমস্তই শব্দ ও রূপ-লক্ষণের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাদের তত্ত্বান্তর-পরিণাম নাই। সেইরূপ অনেক প্রাণীতে অনেকপ্রকার ভেদবিশিষ্ট চক্ষু হইতে পারে কিন্তু সমস্তই চক্ষুতত্ত্ব; তাহাতে চক্ষুতত্ত্বের অন্য তত্ত্বে পরিণাম নাই। এই জন্য বলা হইয়াছে বিশেষের তত্ত্বান্তরপরিণাম নাই। সূক্ষ্মতর প্রমাণ বলে (বিচারনুগত-সমাধিবলে) বিশেষকে স্বকারণ অবিশেষরূপে প্রমিত করা যায়।

ভাষ্যম্—ব্যাখ্যাতং দৃশ্যং, অথ দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ।২০

দৃশিমাত্র ইতি দৃক্শক্তিরেব বিশেষণাপরামৃষ্টেত্যর্থঃ, স পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী, স বুদ্ধেঃ ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। ন তাবৎ সরূপঃ, কস্মাৎ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ পরিণামিনী হি বুদ্ধিঃ, তস্যাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি, সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বন্তু পুরুষস্য অপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি, কস্মাৎ, ন হি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিষয়শ্চ স্যাদ্‌গৃহীতাঽগৃহীতা চ ইতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদাজ্ঞাতবিষয়ত্বং, ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি। কিন্তু পরার্থা বুদ্ধিঃ সংহত্যকারিত্বাৎ, স্বার্থঃ পুরুষ ইতি, তথা সর্ব্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাদচেতনেতি, গুণানাং তূপদ্রষ্টা পুরুষ ইতি, ততো ন সরূপঃ। অস্তু তর্হি বিরূপ ইতি। নাত্যন্তং বিরূপঃ কস্মাৎ, শুদ্ধোঽপ্যসৌ প্রত্যয়ানুপশ্যো যতঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি তমনুপশ্যন্ন-তদাত্মাঽপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে। তথাচোক্তম্ "অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতি-সংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে।" ২০

২০। দৃশ্য ব্যাখ্যাত হইল; অনন্তর দ্রষ্টার স্বরূপাবধারণার্থ এই সূত্র আরম্ভ হইতেছে "দ্রষ্টা দৃশিমাত্র, শুদ্ধ হইলেও তিনি প্রত্যয়ানুপশ্য"। সূ

ভাষ্যানুবাদ—দৃশিমাত্র' ইহার অর্থ "বিশেষণের দ্বারা অপরামৃষ্ট দৃক্শক্তি" (১)। সেই পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। তিনি বুদ্ধির সরূপও নহেন আর অত্যন্ত বিরূপও নহেন। সরূপ নহেন—কেন না, বুদ্ধি জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয় বলিয়া পরিণামী। বুদ্ধির গবাদি (চেতন) বা ঘটাদি (অচেতন) বিষয়, (পৃথক্ বর্ত্তমান থাকিয়া বুদ্ধিকে উপরক্ত করত) জ্ঞাত হয় এবং (উপরক্ত না করিলে) অজ্ঞাত হয়। জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়তা বুদ্ধির পরিণামিত্ব প্রমাণ করে। আর সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব পুরুষের অপরিণামিত্ব পরিদীপিত করে। যেহেতু পুরুষবিষয় বুদ্ধি কখন গৃহীতা ও অগৃহীতা হয় না (অর্থাৎ সদাই গৃহীতা হয়।) (২)

অতএব (পুরুষের সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব সিদ্ধ হইলে) তাহা হইতে পুরুষের অপরিণামিত্ব সিদ্ধ হয়। কিঞ্চ বুদ্ধি সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ, আর পুরুষ স্বার্থ (৩)। পরঞ্চ বুদ্ধি সর্ব্বার্থ-নিশ্চয়কারিকা বলিয়া ত্রিগুণা এবং ত্রিগুণত্বহেতু অচেতন। পুরুষ গুণ সকলের উপদ্রষ্টা (৪)। এই সকল কারণে পুরুষ বুদ্ধির সরূপ (সমজাতীয়) নহেন। তবে কি বিরূপ? না অত্যন্ত বিরূপও নহেন (৫)। কেন না, শুদ্ধ হইলেও পুরুষ প্রত্যয়ানুপশ্য; যেহেতু পুরুষ বুদ্ধিসম্ভব প্রত্যয়সকলকে অনুদর্শন করেন। তাহা অনুদর্শন করিয়া তদাত্মক না হইয়াও তদাত্মকের ন্যায় প্রত্যবভাসিত হন। তথা (পঞ্চশিখের দ্বারা) উক্ত হইয়াছে "ভোক্তৃশক্তি (পুরুষ)

অপরিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (প্রতিসঞ্চারশূন্য), তাহা পরিণামী অর্থে (বুদ্ধিতে) প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় হইয়া তাহার (বুদ্ধির) বৃত্তি সকলের অনুপাতী হয়। আর চৈতন্যোপরাগ প্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির অনুকার মাত্রের দ্বারা সেই ভোক্তৃশক্তির জ্ঞানস্বরূপা বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অবিশিষ্টা বলিয়া আখ্যাত হয়।" (৬)

টীকা—২০। (১) দ্রষ্টা=অবিকারী জ্ঞাতা; গ্রহীতা=বিকারী জ্ঞাতা; দ্রষ্টা ও গ্রহীতা সদৃশ, কিন্তু এক নহে। দ্রষ্টা সদাই স্বদ্রষ্টা; গ্রহীতা, জ্ঞানকালে গ্রহীতা, জ্ঞাননিরোধে নহে। আমি দ্রষ্টা এইরূপ বুদ্ধিই গ্রহীতা।

দৃশিমাত্র—দৃশি অর্থে জ্ঞ বা চিৎ বা স্ববোধ। যে বোধের জন্য করণের অপেক্ষা নাই, তাহাই দৃশি। 'আমি আছি' এরূপ বোধ আমরা অনুভব করিয়া পরে বলি। উহাতে কারণের অপেক্ষা আছে, যেহেতু উহা বাক্যজনিত মনোভাব। কিন্তু 'আমি' এরূপ ভাবেরও যে বোধ, যাহা বাক্যের পূর্ব্বে হয় এবং যাহাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি, তাহা করণসাপেক্ষ নহে। শ্রুতিও বলেন "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"। "ন হি বিজ্ঞাতু র্বিজ্ঞাতে র্বিপরিলোপো দৃশ্যতে।" করণের বিষয় দৃশ্য, করণও দৃশ্য। অতএব যাহা দ্রষ্টা, তাহা করণের বিষয় নহে। দ্রষ্টার অন্তর্গত অর্থাৎ দ্রষ্টার স্বরূপ যে বোধ তাহা সুতরাং স্ববোধ। দ্রষ্টা স্বদ্রষ্টা অর্থাৎ 'আমি জ্ঞাতা' এরূপ স্ববিষয়ক বুদ্ধির দ্রষ্টা।

চিৎ দ্রষ্টার ধর্ম্ম নহে। কারণ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী=দৃশ্য, জ্ঞাতাজ্ঞাত-ভাববিশেষ। চিৎও যাহা দ্রষ্টাও তাহা। তজ্জন্য দ্রষ্টাকে চিদ্রূপ বলা হয়।

দৃশিমাত্র এই পদের "মাত্র" শব্দের দ্বারা সমস্ত বিশেষণ-শূন্যত্ব বা ধর্ম্ম-শূন্যত্ব বুঝায়। অর্থাৎ সর্ব্ব-বিশেষণ-শূন্য যে বোধ তাহাই দ্রষ্টা। শঙ্কা হইতে পারে, তবে চিতি শক্তিকে 'অনন্তা, অপ্রতিসংক্রমা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হয় কেন?

বস্তুতঃ 'অনন্ত' বিশেষণ বা ধর্ম্ম নহে, কিন্তু ধর্ম্মবিশেষের অভাব। 'অপ্রতিসংক্রমাও' সেইরূপ। সান্তাদি ব্যাপী ও প্রধান প্রধান যে বিশেষণ, তাহাদের সকলের অভাব উল্লেখ করিয়া 'সর্ব্বধর্ম্মাভাব' যে কি, তাহা প্রস্ফুট করা হয়। অন্তবত্তা, বিকারশীলতা প্রভৃতি দৃশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম সকল নিষেধ করিয়া দ্রষ্টাকে লক্ষিত করা হয়।

পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। এই বাক্যের অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১।৭ সূত্র (৫) টীকা দ্রষ্টব্য।

২০। (২) বুদ্ধি হইতে পুরুষের ভেদ যে যে ভেদক লক্ষণে বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। তাহারা যথা—(ক) বুদ্ধি পরিণামী, পুরুষ অপরিণামী; (খ) বুদ্ধি, পরার্থ পুরুষ স্বার্থ; (গ) বুদ্ধির অচেতন, পুরুষ চেতন বা চিদ্রূপ।

এইরূপে পুরুষের ও বুদ্ধি ভিন্নতা জানা যায়। তাহারা ভিন্ন হইলেও তাহাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। অবিবেকবশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের একত্ব-খ্যাতিই সেই সাদৃশ্য; অর্থাৎ অবিবেকবশতঃ পুরুষ বুদ্ধির মত ও বুদ্ধি পুরুষের মত প্রতীত হয়।

যে যে যুক্তির দ্বারা বুদ্ধি ও পুরুষের সারূপ্য ও ভেদ আবিষ্কৃত হয়, ভাষ্যোক্ত সেই যুক্তি সকল বিশদ করা যাইতেছে। বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত, তাই বুদ্ধি পরিণামী; আর পুরুষের বিষয় সদাজ্ঞাত, তাই পুরুষ অপরিণামী। ইহা প্রথম যুক্তি।

বুদ্ধির বিষয় গোঘটাদি * জ্ঞাত হয় এবং অজ্ঞাত হয়। গো যখন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া

* "গবাদির্ঘটাদির্বা" এই ভাষ্যের 'গো' শব্দকে বিজ্ঞান ভিক্ষু শব্দবাচী বলিয়াছেন

স্থিত হয়, তখন তাহা বুদ্ধির বিষয় হয়; বুদ্ধিস্থ গো-জ্ঞান কখনও জ্ঞাত, কখনও বা সংস্কাররূপে অজ্ঞাত, পুনঃ স্মৃতিরূপে জ্ঞাত ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞাতাজ্ঞাত হয়। এই জ্ঞাতাজ্ঞাত ভাব দেখা যায় বলিয়া বুদ্ধি পরিণামী। কিঞ্চ একবার শব্দজ্ঞান, একবার রূপজ্ঞান এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানাকারে পরিণামও বুদ্ধির জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্ব এবং পরিণামিত্ব প্রমাণ করে। পুরুষের বিষয় বা দৃশ্য যে বুদ্ধি, তাহারই নাম প্রত্যয় বা বৃত্তি। নীল জ্ঞান একটি বিষয়াকার বুদ্ধি; কিন্তু নীল জ্ঞানের গ্রহীতা যে বুদ্ধি ('আমি নীল জানিতেছি' এই প্রত্যয়ের আমিই সেই বুদ্ধি), তাহা পুরুষবিষয়া বুদ্ধি বা পৌরুষ প্রত্যয় বা গ্রহীতা। গ্রহীতা সদাজ্ঞাত অর্থাৎ আমি আছি বা 'আমি' (জ্ঞাতা) এই ভাব সদাজ্ঞাত। তাহা ছাড়া কোন অনুভব বা জ্ঞান হইতে পারে না। অনুভব ব্যতীত কিছু স্মরণ হইতে পারে না। সুতরাং নিদ্রাদি সর্ব্ব অবস্থায় গ্রহীতা থাকে আর গ্রহীতা অর্থেই সদাজ্ঞাত ভাব। গ্রহীতা যদি পুরুষবিষয় হইয়াও কদাপি অগ্রহীতা হইত, তবে পুরুষ পরিণামী হইতেন। কিন্তু তাহা কল্পনীয় নহে। পুরুষ-বিষয়তা ব্যতীত জ্ঞানসিদ্ধি হয় না। জ্ঞান থাকিলেই গ্রহীতা থাকিবে। অতএব জ্ঞানকালে (পুরুষবিষয়তা থাকিলে) 'আমি' এরূপ প্রত্যয় কখনও অজ্ঞাত (অর্থাৎ অভাব প্রাপ্ত হইয়া) থাকিতে পারে না। অতএব পুরুষবিষয় হইয়াছে এরূপ বুদ্ধি গৃহীত বা জ্ঞাত এবং অগৃহীত বা অজ্ঞাত এরূপ হয় না, তাহা সদাগৃহীত। 'আমি জ্ঞাতা' ইহাই পুরুষা বিষয়া বা পুরুষের মত বুদ্ধি। 'আমির' কখনও অভাব কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং তাহা সদাই সত্তা। সত্তা ও জ্ঞান অবিনাভাবী সুতরাং 'আমি জ্ঞাতা' ইহার অপলাপ কল্পনীয় নহে। অতএব আমির মধ্যে যে জ্ঞাতৃত্ব তাহা সদাজ্ঞাতৃত্ব।

পুরুষ দর্পণস্বরূপ হইলে জ্ঞান আলোক-রশ্মি হইবে, আর গ্রহীতা আপতিত ও পরাহত রশ্মির সন্ধিস্থল (point of incidence and reflection) হইবে।

'আমি' এরূপ ভাব সদ্ব্যবসায়িক গ্রহীতা, আমি ছিলাম ও থাকিব ইহা অনুব্যবসায়িক গ্রহীতা। স্মৃতি ইচ্ছাদি অনুব্যবসায়মূলক ভাব। অনুব্যবসায় বা reflection, reflector ব্যতীত হইতে পারে না, জ্ঞানের জন্য যে জ্ঞ-স্বরূপ reflector বা প্রতিফলক, তাহার নাম প্রতিসংবেদী। প্রতিসংবেদী ব্যতীত কোন জ্ঞানই কল্পনীয় নহে। কারণ, সব জ্ঞানই প্রতিসংবেদ্য। অতএব বুদ্ধির প্রতিসংবেদী যে পুরুষ, তদ্বিষয় যে গ্রহীতা, সেই গ্রহীতার দ্বারা অগৃহীত অথচ কোন জ্ঞান ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষাও অকল্পনীয়। গ্রহীতা সদাজ্ঞাত বলিয়া গ্রহীতার যাহা দ্রষ্টা, তাহা অপরিণামী জ্ঞ-স্বরূপ। নচেৎ অজ্ঞাত গ্রহীতা বা অজ্ঞাত আমি বোধ' এইরূপ অকল্পনীয় কল্পনা আসে। অর্থাৎ "জ্ঞানের গ্রহীতা আমি" এরূপ প্রত্যয় যখন অজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে, তখন তাহা সদাজ্ঞাত। সদাজ্ঞাত বিষয়ের যাহা জ্ঞাতা, তাহাও সদাজ্ঞাতা। সদাই যদি জ্ঞাতা হয়, কখনও যদি অজ্ঞাতা না হয়, তবে সে পদার্থ অপরিণামী জ্ঞ-স্বরূপ।

শঙ্কা হইতে পারে, বুদ্ধি নিরোধ হইলে তখন ত তাহা অজ্ঞাত হয়, অতএব পুরুষ-বিষয় বুদ্ধিও জ্ঞাতাজ্ঞাত। না, তাহা নহে। অবিষয়ীভূত বুদ্ধি অদৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু পুরুষ-বিষয়বুদ্ধি অজ্ঞাত হয়, ইহা কল্প্য নহে। বুদ্ধির বিষয়ীভূত পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলেও জ্ঞাতাজ্ঞাত। কিন্তু পুরুষবিষয় চিত্তবৃত্তি তাহা নহে। ইহাই বক্তব্য। অবিষয়ীভূত পদার্থের কথা

অর্থাৎ গো শব্দের যাহা অর্থ মনে থাকে, তাহাই ধরিতে হইবে, বাহ্য এক গরু ধরিতে হইবে না।

ধর্ত্তব্য নহে। তাহার সহিত বিষয়ীর কিছু সম্পর্ক নাই, সুতরাং তদ্দ্বারা বিষয়ীর লক্ষণ নির্ণীত হইতে পারে না। শব্দ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা বুদ্ধির জ্ঞাতাজ্ঞাত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তি কখনও অজ্ঞাত হইতে পারে না। জ্ঞাততাই তাহার সত্তা।

আরও শঙ্কা হইতে পারে যে, পুরুষ কখন বুদ্ধির দ্রষ্টা, হয়েন, কখনও হয়েন না (নিরোধী-কালে) অতএব পুরুষ যে দ্রষ্টা তাহা সর্ব্বকালে প্রয়োজ্য নহে। দ্রষ্টৃত্ব তাহা হইলে পুরুষের আগমাপায়ী ধর্ম্ম-স্বরূপ হইল। ইহা সত্য নহে। বস্তুত পুরুষ গুণের উপদ্রষ্টা। বুদ্ধি গুণের ব্যক্তাবস্থা, নিরোধকালে বুদ্ধি সূক্ষ্ম অব্যক্তাবস্থায় থাকে। পুরুষ উভয় অবস্থায় অবস্থিত গুণের ঃমান দ্রষ্টা। ফলতঃ গুণত্রয় নিত্য, সুতরাং গুণের উপদ্রষ্টা নিত্য দ্রষ্টা। ইহা ব্যবহারের দিক্ হইতে বলা সঙ্গত হইতে পারে। স্বরূপতঃ কিন্তু তাহা নহে।

কারণ দৃশ্যের অপেক্ষা করিয়াই পুরুষকে ব্যবহারের দিক হইতে 'দৃশ্যের দ্রষ্টা' বলা হয়। পরামর্থতঃ অর্থাৎ পরমার্থ সিদ্ধ হইলে পুরুষ স্বদ্রষ্টা। দৃশ্য দর্শন অর্থে স্বদর্শনের অবকাশ মাত্র। কারণ, সূক্ষ্মরূপে দৃশ্যকে দেখিলে তাহা অব্যক্ত বা অগোচর হয়। অর্থাৎ স্বদর্শন হইতে বিযুক্ত দৃশ্য অগোচর। বিবেকখ্যাতিতে এইরূপেই দৃশ্য লয় হয়; আর অবিবেক (দৃশ্য দর্শন) অর্থে "দ্রষ্টা যে স্বরূপদ্রষ্ট।" এরূপ বুদ্ধির অভাব।

সূর্য্যোপরিস্থ অনচ্ছ দ্রব্যের দৃষ্টান্ত এখানেও স্মর্য্য (২।১৭ সূত্র (১) টীকা দ্রষ্টব্য)। সূর্য্যোপরি এক অস্বচ্ছ দ্রব্য ধরিলে বস্তুতঃ সেই দ্রব্যের দর্শন হয় না, সূর্য্যের আংশিক অভাব দর্শন হয়। সূর্য্যের দ্বারাই সেই দ্রব্যের আকার প্রকাশিত হয়, তাই বলি সূর্য্য উহাকে প্রকাশ করিতেছে। সূর্য্যের দিকে সেরূপ প্রকাশয়িত্ব নাই অর্থাৎ সূর্য্যের দিক্ হইতে দেখিলে সূর্য্য তাহার দ্বারা আবৃত হয় না। পুরুষও সেইরূপ পরমার্থতঃ স্বদ্রষ্টা, দৃশ্যের দ্রষ্টা নহেন। উক্ত দৃষ্টান্তে অনচ্ছ দ্রব্য বুদ্ধি, সেই দ্রব্যের সূর্য্যালোকে আলোকিত পৃষ্ঠ বিবেক এবং অন্ধকার পৃষ্ঠ অবিবেক বা দৃশ্যদর্শন।

দৃষ্টান্তে সূর্য্য ও অনচ্ছ দ্রব্য ব্যতীত পৃথক্ এক জন বোদ্ধা থাকে, পুরুষ-পক্ষে তাহা নাই। তথায় পুরুষই দ্রষ্টা আর বুদ্ধি দ্রষ্টৃবৎ (যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যবৎ আলোকিত পৃষ্ঠ, তদ্রূপ)।

উদাহরণতঃ 'আমিকে আমি জানি' ইহাতে 'আমিই দ্রষ্টা এবং 'আমিকে' বুদ্ধি। নীলাদি বিষয় জ্ঞান 'আমি কে আমি জানি' এরূপ ভাবের অবকাশ মাত্র। নীলকে যদি সমাধিবলে সূক্ষ্মরূপে দেখা যায়, তবে তাহা নীল থাকে না, কিন্তু রূপমাত্র পরমাণুস্বরূপ হয়, তাহাও সূক্ষ্মতররূপে দেখিতে দেখিতে অব্যক্তে পর্য্যবসিত হয়। (১।৪৫ সূত্র (৩) টীকা দ্রষ্টব্য)। অতএব বিষয়-জ্ঞান ভ্রান্তি। তাহাকে অব্যক্ত জানাই সম্যক্ জ্ঞান, আর তখন যে দ্রষ্টার 'স্বরূপে অবস্থান' হয়, তাহা জানিয়া, দ্রষ্টা যে স্বরূপ দ্রষ্টা তাহা জানাই দ্রষ্টৃবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান।

শাস্ত্রোক্ত, 'পশ্যেদাত্মানমাত্মনি' এই বাক্যের এক আত্মা বুদ্ধি, এক আত্মা পুরুষ। অনাদিসিদ্ধ পুরুষ ও প্রকৃতি থাকাতেই এই স্বতঃসিদ্ধ দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব আছে। শুদ্ধ চিৎ বা শুদ্ধ অচিৎ হইতে দ্রষ্টৃদৃশ্য ভাবের ব্যাখ্যা সঙ্গত হইবার নহে।

এই স্থলের ভাবটি অতীব দুরূহ, তাই এত কথা বলিতে হইল। টীকাকারদের সকলের ব্যাখ্যা সম্যক্ গৃহীত হয় নাই।

২০। (৩) বুদ্ধি ও পুরুষের বৈরূপ্যের দ্বিতীয় হেতু যথা—বুদ্ধি সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ আর পুরুষ স্বার্থ। যে ক্রিয়া অনেক প্রকার শক্তির মিলনের ফল, তাহা তন্মধ্যস্থ কোন শক্তির বা তাহাদের সমবায়ের অর্থে হয় না। যাহাদ্বারা বহুশক্তি সমবেত হইয়া এক ক্রিয়ারূপ ফল উৎপাদন করে, তাহা সেই সেই প্রয়োজকের অর্থভূত। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি-নানাশক্তির

সহায়ে সুখদুঃখ ফল উৎপাদন করে। অতএব সে ফলের ভোক্তা বুদ্ধ্যাদি নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত পুরুষ। অতএব বুদ্ধি পরার্থ বা পরের বিষয় এবং পুরুষ স্বার্থ বা বিষয়ী। এই যুক্তি চতুর্থ পাদে সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইবে।

২০। (৪) এ বিষয়ের তৃতীয় যুক্তি—বুদ্ধি অচেতন, পুরুষ চেতন বা চিদ্রূপ। বুদ্ধি পরিণামী; যাহা পরিণামী, তাহাতে ক্রিয়া, প্রকাশ ও অপ্রকাশ (অর্থাৎ ত্রিগুণ) থাকে ত্রিগুণ দৃশ্যের উপাদান, আর দৃশ্য অচেতনের সমার্থক। অতএব বুদ্ধি ত্রিগুণ, সুতরাং অচেতন। পুরুষ ত্রিগুণাতীত দ্রষ্টা, সুতরাং চেতন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা চেতন ও অচেতন ছাড়া আর কিছু পদার্থ নাই। অতএব যাহা দৃশ্য নহে, তাহা চেতন, আর যাহা দ্রষ্টা নহে, তাহা অচেতন। প্রকাশশীল অধ্যবসায়ধর্ম্মক বা নিশ্চয়ধর্ম্মক বলিয়া বুদ্ধি ত্রিগুণা। কারণ প্রকাশশীলতা সত্ত্বের ধর্ম্ম, আর যেখানে সত্ত্ব, সেখানেই রজ ও তম। ত্রিগুণাত্মক বলিয়া বুদ্ধি অচেতন।

২০। (৫) পুরুষ বুদ্ধির সদৃশ নহেন, তাহা সিদ্ধ হইল। কিঞ্চ তিনি শুদ্ধ হইলেও অর্থাৎ বুদ্ধির অতিরিক্ত হইলেও বৌদ্ধ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবৃত্তিকে উপদর্শন করেন। উপদৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির নাম জ্ঞান বা অনাত্ম-বোধ। জ্ঞানের পরিণামী অংশ বা উপাদান এবং পুরুষোপদষ্টিরূপ হেতু জ্ঞানকালে অভিন্নরূপে অবভাত হয়। নিয়তই জ্ঞানের প্রবাহ চলিতেছে। তাই পুরুষ ও জ্ঞানরূপ বুদ্ধির অভেদ-প্রত্যয়-রূপ ভ্রান্তিও নিয়ত চলিতেছে।

প্রশ্ন হইবে, বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ কাহার প্রতীত হয়। উত্তর—বুদ্ধির বা গ্রহীতার। কোন্ বৃত্তির দ্বারা তাহা অবভাত হয়? উত্তর—ভ্রান্ত জ্ঞান ও তজ্জনিত ভ্রান্তসংস্কারমূলিকা স্মৃতির দ্বারা। অর্থাৎ সাধারণ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রান্তি; যখন তাদৃশ বুদ্ধিপুরুষের অভেদরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান থাকে, তখনই বোধ হয় 'আমি জানিলাম'। অতএব 'আমি জানিলাম' এই ভাবই বুদ্ধিপুরুষের একত্ব-ভ্রান্তি। আর সেই ভ্রান্তির অনুরূপ সংস্কার হইতে ভ্রান্তস্মৃতির প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়া সাধারণ অবস্থায় বুদ্ধি-পুরুষের পৃথক্ত্ব বোধ হয় না। বিবেকখ্যাতি হইলে সুতরাং 'আমি জানিলাম' এই বোধ ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয়, এবং খ্যাতি সংস্কারের দ্বারা নিবৃত্তি উপচীয়মান হইয়া বিজ্ঞানের বা চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধ হয়।

'আমি নীল জানিলাল' ইহা এক বিজ্ঞান। তন্মধ্যে নীল এই দৃশ্য ভাব অচেতন আর চৈতন্য 'আমি' লক্ষিত বিজ্ঞাতার মধ্যে আছে। তাহাতেই অচেতন 'নীল' পদার্থ বিজ্ঞাত হয়। দ্রষ্টার দ্বারা এইরূপে নীল-প্রত্যয়ের প্রকাশভাবই প্রত্যয়ানুপশ্যনা। নীল জ্ঞান এবং পুরুষের প্রত্যয়ানুপশ্যনা অবিনাভাবী। জ্ঞানে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে এই প্রত্যয়ানুপশ্যনারূপ সহ-ভাবী হেতু থাকে বলিয়া তাহা পুরুষের কথঞ্চিৎ সরূপ বা সদৃশ। অর্থাৎ অচেতন নীলাদি জ্ঞান সচেতন (চৈতন্য-যুক্ত) হয় বলিয়াই তাহারা চিদ্রূপ পুরুষের কতক সদৃশ।

২০। (৬) প্রতিসংক্রম=প্রতিসঞ্চার। অপরিণামী হইলেই তাহা প্রতিসঞ্চারশূন্য হইবে। অপরিণামিত্বের দ্বারা অবস্থান্তরশূন্যতা এবং অপ্রতিসংক্রমের দ্বারা গতিশূন্যতা সূচিত হইয়াছে। প্রত্যয়ানুপশ্যনা হইতে অর্থাৎ পরিণামী বৃত্তিসমূহকে প্রকাশ করাতে, চিতি শক্তি পরিণামী ও প্রতিসংক্রান্তবৎ বোধ হয়। চৈতন্যোপরাগপ্রাপ্ত অর্থাৎ চিৎপ্রকাশিত বুদ্ধিবৃত্তির অনুকার বা অনুপশ্যনার দ্বারা জ্ঞ-স্বরূপ চিদ্বৃত্তি ও জানন-স্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অবিশিষ্ট বা অভিন্নবৎ প্রতীত হয়।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা। ২১

ভাষ্যম্—দৃশিরূপস্য পুরুষস্য কর্ম্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তৎস্বরূপং তু পররূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্যত ইতি। স্বরূপহানাদস্য নাশঃ প্রাপ্তঃ নতু বিনশ্যতি।২১

২১। পুরুষের অর্থই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ। সূ

ভাষ্যানুবাদ—২১। দৃশ্য দৃশিরূপ পুরুষের কর্ম্মস্বরূপতাপন্ন (১), তজ্জন্য তাহার (পুরুষের) অর্থই দৃশ্যের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ। সেই দৃশ্যস্বরূপ পররূপের দ্বারা প্রতিলব্ধস্বভাব (২)। ভোগাপবর্গ নিষ্পন্ন হইলে পুরুষ আর তাহা দর্শন করেন না, সুতরাং তখন স্বরূপ (পুরুষার্থ)-হানি-হেতু তাহা নাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিনাশ (অত্যন্তোচ্ছেদ) প্রাপ্ত হয় না।

টীকা—২১। (১) কর্ম্মস্বরূপতা=ভোগ্যতা। দৃশ্যত্ব আর পুরুষভোগ্যত্ব মূলতঃ একার্থক। ভোগ্য=অর্থ। সুতরাং পুরুষদৃশ্য=পুরুষার্থ। অতএব পুরুষের অর্থই দৃশ্যের স্বরূপ। নীলাদি জ্ঞান, সুখাদি বেদনা, ইচ্ছাদি ক্রিয়া সমস্তই পুরুষার্থ। দৃশ্য এবং পুরুষার্থ অবিকল এক ভাব।

২১। (২) জ্ঞানরূপ দৃশ্য জ্ঞাতৃরূপ দ্রষ্টার অপেক্ষাতেই সংবিদিত। যেহেতু সংবিদিত ভাবই দৃশ্যতাস্বরূপ, তখন ব্যক্ত দৃশ্য পর বা পুরুষের স্বরূপের দ্বারাই প্রতিলব্ধ হয়। অন্য কথায় পুরুষের ভোগ্যতাই যখন দৃশ্যস্বরূপ, তখন পুরুষের অপেক্ষাতেই দৃশ্য লব্ধসত্তাক। ভোগ্যতা না থাকিলে দৃশ্য নাশ হয়; কিন্তু অভাব প্রাপ্ত হয় না। তাহা তখন অব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দৃশ্যের এক ব্যক্তি অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তি অন্য পুরুষের দৃশ্য থাকে বলিয়াও দৃশ্যের বিনাশ নাই।

দৃশ্য কিরূপে পর রূপের দ্বারা প্রতিলব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে পাঠক পূর্ব্বোক্ত সূর্য্য ও তদুপরিস্থ অস্বচ্ছ দ্রব্যের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবেন।

ভাষ্যম্—কস্মাৎ?

কৃতার্থং প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ। ২২

কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং প্রাপ্তমপি অনষ্টং তদ্ অন্যপুরুষসাধারণত্বাৎ। কুশলং পুরুষং প্রতি নাশং প্রাপ্তমপ্যকুশলান্ পুরুষান্ প্রত্যকৃতার্থমিতি তেষাং দৃশেঃ কর্ম্মবিষয়তামাপন্নং লভতে এব পররূপেণাত্মরূপমিতি, অতশ্চ দৃগ্দর্শনশক্ত্যোর্নিত্যত্বাদনাদিঃ সংযোগো ব্যাখ্যাত ইতি, তথাচোক্তং—ধর্ম্মিণামনাদিসংযোগাদ্ধর্ম্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ" ইতি। ২২

২২। কেন, (বিনষ্ট হয় না)? না—"কৃতার্থের নিকট তাহা নষ্ট হইলেও অন্যসাধারণত্বহেতু তাহা অনষ্ট থাকে"। সূ

ভাষ্যানুবাদ—কৃতার্থ এক পুরুষের প্রতি দৃশ্য নষ্ট বা নাশপ্রাপ্ত হইলেও তাহা অন্যসাধারণত্বহেতু অনষ্ট। কুশল পুরুষের প্রতি নাশ প্রাপ্ত হইলেও অকুশল পুরুষের নিকট দৃশ্য অকৃতার্থ। তাহাদের নিকট দৃশ্য দৃশিশক্তির কর্ম্মবিষয়তা (ভোগ্যতা) প্রাপ্ত হইয়া, পররূপের দ্বারা নিজরূপে প্রতিলব্ধ হয়। অতএব দৃক্ ও দর্শন-শক্তির নিত্যত্বহেতু সংযোগ অনাদি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথা উক্ত হইয়াছে "ধর্ম্মী সকলের সংযোগ অনাদি বলিয়া ধর্ম্মমাত্র সকলেরও সংযোগ অনাদি"। (১)

টীকা—২১। (১) বিবেকখ্যাতির দ্বারা কৃতার্থ পুরুষের দৃশ্য নষ্ট হইলেও অন্ত পুরুষের দৃশ্য থাকে বলিয়া দৃশ্য অনষ্ট। আজও যেমন দৃশ্য অনষ্ট, সর্ব্ব কালেই সেইরূপ দৃশ্য অনষ্ট ছিল ও থাকিবে। যদি বল, ক্রমশঃ সব পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইলে ত দৃশ্য বিনষ্ট হইবে। না, তাহার সম্ভাবনা নাই; কারণ, পুরুষসংখ্যা অনন্ত। অসংখ্যের কখনও শেষ হয় না। অসংখ্য ÷ অসংখ্য = অসংখ্য। ইহাই অসংখ্যের তত্ত্ব। শ্রুতিও বলেন, "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" এই হেতু দৃশ্য সব কালেই ছিল ও থাকিবে। যে পুরুষ অকুশল, তিনি ঐ কারণে অনাদি দৃশ্যের সহিত অনাদি-সম্বন্ধ-যুক্ত। এরূপ হইতে পারে না যে, পূর্ব্বে দৃশ্যসংযোগ ছিল না, কিন্তু কোনও বিশেষ কালে তাহা ঘটিয়াছে। কারণ, তাহা হইলে দৃক্‌সংযোগ হইবার হেতু কোথা হইতে আসিবে। অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে যে সংযোগের হেতু অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে প্রসব করে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের পরম্পরা অনাদি। এ বিষয় উদ্ধৃত পঞ্চশিখাচার্য্যের সূত্রে অতি যুক্ততমভাবে বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্মী সকল তিন গুণ। তাহাদের পুরুষের সহিত অনাদি কাল হইতে সংযোগ আছে বলিয়া, গুণধর্ম্ম যে বুদ্ধ্যাদি করণ ও শব্দাদি বিষয় তাহাদের সহিতও পুরুষের অনাদি সংযোগ।

ভাষ্যম্। সংযোগস্বরূপাভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রববৃতে।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ। ২৩।

পুরুষঃ স্বামী দৃশ্যেন স্বেন দর্শনার্থং সংযুক্তঃ, তস্মাৎ সংযোগাদ্দৃশ্যস্যোপলব্ধির্যা স ভোগঃ, যা তু দ্রষ্টুঃ স্বরূপোপলব্ধিঃ সোঽপবর্গঃ। দর্শনকার্য্যাবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিয়োগস্য কারণমুক্তং, দর্শনমদর্শনস্য প্রতিদ্বন্দ্বীতি অদর্শনং সংযোগনিমিত্ত মুক্তং নাত্র দর্শনং মোক্ষকারণম্, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধাভাবঃ স মোক্ষ ইতি, দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্যাদর্শনস্য নাশ ইত্যতো দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকারণমুক্তম্। কিঞ্চেদমদর্শনং নাম কিং গুণানামধিকারঃ। ১। আহোস্বিদ্ দৃশিরূপস্য স্বামিনোদর্শিতবিষয়স্য প্রধানচিত্তস্যানুৎপাদং, স্বস্মিন্ দৃশ্যে বিদ্যমানে যো দর্শনাভাবঃ। ২। কিমর্থবত্তা গুণানাম্। ৩। অথাবিদ্যা স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধা স্বচিত্তস্যোৎপত্তিবীজম্। ৪। কিং স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতি-সংস্কারাভিব্যক্তিঃ, যত্রেদমুক্তং "প্রধানং স্থিত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং স্যাৎ, তথা গত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারনিত্যত্বাদপ্রধানং স্যাদ্ উভয়থা-চাস্য প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে নান্যথা, কারণান্তরেষ্বপি কল্পিতেষ্বেব সমানশ্চর্চ্চঃ"। ৫। দর্শনশক্তিরেবাদর্শনমিত্যেকে "প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ" ইতি শ্রুতেঃ, সর্ব্ববোধ্যবোধসমর্থঃ প্রাক্‌প্রবৃত্তেঃ পুরুষো ন পশ্যতি, সর্ব্বকার্য্যকরণসমর্থঃ দৃশ্যং তদা ন দৃশ্যত ইতি। ৬। উভয়স্যাপ্যদর্শনং ধর্ম্ম ইত্যেকে, তত্রেদং দৃশ্যস্য স্বাত্মভূতমপি পুরুষপ্রত্যয়াপেক্ষং দর্শনং দৃশ্যধর্ম্মত্বেন ভবতি, তথা পুরুষস্যানাত্মভূতমপি দৃশ্যপ্রত্যয়াপেক্ষং পুরুষধর্ম্মত্বেনেব দর্শনমবভাসতে। ৭। দর্শনজ্ঞানমেবাদর্শনমিতি কেচিদভিদধতি। ৮। ইত্যেতে শাস্ত্রগতা বিকল্পাঃ, তত্র বিকল্পবহুত্বমেতৎ সর্ব্বপুরুষাণাং গুণসংযোগে সাধারণবিষয়ম্। ২৩

২৩। সংযোগস্বরূপ-নির্ণয়েচ্ছায় এই সূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—"সংযোগ স্বশক্তি ও স্বামিশক্তির স্বরূপ-উপলব্ধির হেতু"। সূ (১)

ভাষ্যানুবাদ—পুরুষ স্বামী—"স্ব" ভূত দৃশ্যের সহিত দর্শনার্থ সংযুক্ত আছেন। সেই সংযোগ হইতে যে দৃশ্যের উপলব্ধি তাহা ভোগ; আর যে দ্রষ্টার স্বরূপোপলব্ধি তাহা অপবর্গ। সংযোগ দর্শন-কার্য্যাবসান, সেই দর্শন (বিবেক) বিয়োগের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, দর্শন

অদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী। অদর্শন সংযোগের নিমিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখানে দর্শন মোক্ষের (সাক্ষাৎ) কারণ নহে। অদর্শনাভাব হইতেই বন্ধাভাব ; তাহাই মোক্ষ। দর্শন হইতে বন্ধকারণ অদর্শনের নাশ হয়, এই হেতু দর্শনজ্ঞান কৈবল্য-কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)। এই অদর্শন কি (৩) ? ইহা কি গুণ সকলের অধিকার (কার্য্য-জনন-সামর্থ্য)—অথবা দৃশিরূপ, স্বামীর নিকট শব্দাদিরূপ ও বিবেকরূপ বিষয় যদ্দ্বারা দর্শিত হয়, এরূপ যে প্রধান চিত্ত, তাহার অনুৎপাদ অর্থাৎ নিজেতে দৃশ্য (শব্দাদি ও বিবেক) বর্ত্তমান থাকিলেও দর্শনাভাব ?— অথবা তাহা কি গুণ সকলের অর্থবত্তা ?—অথবা স্বচিত্তের সহিত (প্রলয়কালে) নিরুদ্ধা অবিদ্যাই পুনশ্চ স্বচিত্তের উৎপত্তি বীজ ?—অথবা স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতি-সংস্কারের অভি-ব্যক্তি ? এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে "প্রধান স্থিতিতেই বর্ত্তমান থাকিলে বিকার না করাতে অপ্রধান হইবে, সেইরূপ গতিতেই বর্ত্তমান থাকিলে বিকার-নিত্যত্ব-হেতু অপ্রধান হইবে। স্থিতি এবং গতি এই উভয় প্রকারে ইহার প্রবৃত্তি থাকিলেই প্রধানরূপে ব্যবহার লাভ করে, অন্য প্রকারে করে না। অপরাপর যে কারণ কল্পিত হয়, তাহাতেও এই রূপ বিচার (প্রযোক্তব্য)।"– কেহ কেহ বলেন, দর্শনশক্তিই অদর্শন ; "প্রধানের আত্মখ্যাপনার্থ প্রবৃত্তি" এই শ্রুতিই তাঁহাদের প্রমাণ। সর্ব্ববোধ্য বোধ-সমর্থ পুরুষ প্রবৃত্তির পূর্ব্বে দর্শন করেন না ; সর্ব্ব কার্য্য-করণ-সমর্থ-দৃশ্যকে তখন দেখেন না।—উভয়েরই ধর্ম্ম অদর্শন ; ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইহাতে (এই মতে) দৃশ্যের স্বাত্মভূত হইলেও পুরুষপ্রত্যয়াপেক্ষ দর্শন দৃশ্য-ধর্ম্ম হয়, সেইরূপ পুরুষের অনাত্মভূত হইলেও দৃশ্য-প্রত্যয়াপেক্ষ দর্শন পুরুষধর্ম্মরূপে অবভাসিত হয়। কেহ কেহ দর্শন জ্ঞানকেই অদর্শন বলিয়া অভিহিত করেন। এই সকল শাস্ত্রগত মতভেদ। অদর্শন বিষয়ে এইরূপ বহু বিকল্প থাকিলেও ইহা সর্ব্বসম্মত "যে পুরুষের সহিত গুণের যে পুরুষার্থ-হেতু সংযোগ, তাহাই সামান্যতঃ অদর্শন"। (৪)

টীকা—২৩। (১) সংযোগ হেতুস্বরূপ, তাহার ফল স্বংস্বরূপ দৃশ্যের এবং স্বামিস্বরূপ পুরুষের উপলব্ধি। পুম্প্রকৃতির সংযোগই জ্ঞান। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ—ভ্রান্তি জ্ঞান বা ভোগ এবং সম্যক্ জ্ঞান বা অপবর্গ। অতএব সংযোগ হইতে ভোগ ও অপবর্গ হয়, অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ জ্ঞানদ্বয়ই পুম্প্রকৃতির সংযুক্তাবস্থা। অপবর্গ সিদ্ধ হইলে পুম্প্রকৃতির বিয়োগ হয়।

২৩। (২) বুদ্ধিতত্ত্বকে সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক তৎপরস্থ পুরুষতত্ত্বে স্থিতি করিবার জন্য একবার বুদ্ধি নিরোধ করিতে পারিলে পরে যখন সংস্কারবশে বুদ্ধি পুনরুত্থিত হয়, তখন 'পুরুষ বুদ্ধির পর বা পৃথক্ তত্ত্ব' এইরূপ যে খ্যাতি বা প্রবল জ্ঞান হয়, তাহাই দর্শন বা বিবেকখ্যাতি। তাহা নিরুদ্ধবুদ্ধি বা পুরুষ-স্থিতি-বিষয়ক সংস্কারবিশেষের স্মৃতি-মূলক খ্যাতি। অতএব তাদৃশ খ্যাতির একমাত্র ফল বুদ্ধিনিরোধ বা পুম্প্রকৃতির বিয়োগ। বুদ্ধির ভোগরূপ ব্যুত্থানই অদর্শন, সুতরাং বিবেকদর্শনের দ্বারা ভোগ নিবৃত্ত হইলে অদর্শন বা বিপরীত দর্শনও (বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্ হইলেও তাহাদের একত্বদর্শন) নিবৃত্ত হয়। তাহাই দৃশ্যনিবৃত্তি বা পুরুষের কৈবল্য। অতএব বিবেকজ্ঞান পরম্পরাক্রমে কৈবল্যের কারণ।

২৩। (৩) অদর্শন সম্বন্ধে অষ্টপ্রকার বিভিন্ন-মত শাস্ত্রকারদের দ্বারা উক্ত হয়। ভাষ্যকার তাহা সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন। ঐ লক্ষণ সকল ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে চতুর্থ বিকল্পই সম্যক্ গ্রাহ্য। সেই অষ্টপ্রকার মত ব্যাখ্যাত হইতেছে।

১ম। গুণের অধিকারই অদর্শন। অধিকার অর্থে কার্য্যারম্ভণ-সামর্থ্য। গুণ সকল সক্রিয় থাকিলেই তখন অদর্শন থাকে এই লক্ষণে এতাবন্মাত্র সত্য আছে। 'ভেদবমি থাকাই কলেরা' এইরূপ লক্ষণের ন্যায় ইহা সদোষ।

২। প্রধান চিত্তের অনুৎপাদই অদর্শন। দৃশিরূপ স্বামীর নিকট যে চিত্ত ভোগ্য বিষয় ও বিবেকবিষয় দর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হয়, তাহাই প্রধান চিত্ত। ভোগ্য বিষয়ের পার-দর্শন (বৈরাগ্যের দ্বারা) ও বিবেক-দর্শন হইলেই চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সেই দর্শনযুক্ত চিত্তই প্রধান চিত্ত। চিত্তেতেই ভোগ্য-দর্শন ও বিবেক-দর্শন এই উভয়েরই বীজ আছে। সেই বীজ সম্যক্ প্রকাশ না হওয়াই এই মতে অদর্শন। এই লক্ষণও সম্পূর্ণ নহে। 'সুস্থ না থাকাই রোগ' ইহার ন্যায় এই লক্ষণ কতক সত্য।

৩য়। গুণের অর্থবত্তাই অদর্শন। অর্থবত্তা অর্থাৎ গুণের অব্যপদেশ্য কার্য্যজননশীলতা। সৎকার্য্যবাদে কার্য্য ও কারণ সৎ। যাহা হইবে, তাহা বর্ত্তমানে অব্যপদেশ্যরূপে আছে। ভোগ ও অপবর্গরূপ অর্থ সেইরূপ অব্যপদেশ্যভাবে থাকাই গুণের অর্থবত্তা। সেই অর্থবত্তাই অদর্শন ইহাও কতক সত্য লক্ষণ। অর্থবত্তা ও অদর্শন অবিনাভাবী বটে, কিন্তু অবিনাভাবিত্বের উল্লেখ মাত্রেই সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে। রূপ কি ? না, যাহা বিস্তৃত। বিস্তার এবং রূপজ্ঞান অবিনাভাবি হইলেও যেমন উহার উল্লেখমাত্র রূপের লক্ষণ নহে, তদ্রূপ।

৪র্থ। অবিদ্যা বাসনাই সংযোগহেতু অদর্শন। অবিদ্যামূলক কোন বৃত্তি হইলে তৎপরের বৃত্তিও অবিদ্যামূলিকা হইবে, ইহা অনুভূত হয় ; অতএব অবিদ্যামূলক সংস্কার যে বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ ঘটায়, তাহা সিদ্ধ হইল। পূর্ব্বানুক্রমে দেখিলে প্রলয়কালে যে চিত্ত অবিদ্যাবাসিত হইয়া লীন হয়, তাহাই সর্গকালে সাবিদ্য হইয়া উত্থিত হইয়া বুদ্ধিপুরুষের সংযোগ ঘটায়। এই মত অগ্রে সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইবে। ইহাই বুদ্ধিপুরুষের সংযোগকে (সুতরাং সংযোগের সহভাবী অদর্শনকেও) বুঝাইতে সক্ষম।

৫ম। প্রধানের গতি বা বৈষম্য-পরিণাম এবং স্থিতি বা সাম্য-পরিণাম আছে। কারণ, গতি একমাত্র স্বভাব হইলে বিকারনিত্যতা হয় এবং স্থিতিমাত্র স্বভাব হইলে বিকার ঘটে না প্রধানের এই দুই স্বভাবের মধ্যে স্থিতিসংস্কার-ক্ষয়ে গতিসংস্কারের অভিব্যক্তিই (অর্থাৎ তৎসহভূ বিষয়জ্ঞানই) অদর্শন ; ইহা পঞ্চম কল্প। ইহাতে স্বভাবমাত্র বলা হইল। সনিমিত্ত সংযোগের নিমিত্তভূত পদার্থ ব্যাখ্যাত হইল না।

৬ষ্ঠ। দর্শনশক্তিই অদর্শন। প্রধানের প্রবৃত্তি হইলে সমস্ত বিষয় দৃষ্ট হয়, অতএব প্রধান-প্রবৃত্তির যে শক্তিরূপ অবস্থা, তাহাই অদর্শন। অদর্শন একপ্রকার দর্শন। সেই দর্শন প্রধানাশ্রিত ও প্রধান-প্রবৃত্তির হেতুভূত শক্তি।

৭ম। দৃশ্য ও পুরুষ উভয়েরই ধর্ম্ম অদর্শন। অদর্শন জানন-শক্তি-বিশেষ। জ্ঞান দৃশ্যগত হইলেও পুরুষ-সাপেক্ষ, সুতরাং তাহা পুরুষগত না হইলেও পুরুষধর্ম্মের মত অবভাসিত হয়। পুরুষের অপেক্ষা আছে বলিয়া জ্ঞান (শব্দাদি ও বিবেক জ্ঞান) দৃশ্য এবং পুরুষ ইহাদের উভয়ের ধর্ম্ম।

৮ম। বিবেকজ্ঞান ছাড়া যে শব্দাদি বিষয়জ্ঞান তাহাই অদর্শন। আর তাহাই পুম্প্রকৃতির সংযোগাবস্থা।

সাংখ্যশাস্ত্রে এই অষ্টপ্রকার মত অদর্শন সম্বন্ধে দেখা যায়। অদর্শন = নঞ্ + দর্শন। নঞ্ শব্দের ছয় প্রকার অর্থ আছে - যথা (১) অভাব বা নিষেধ মাত্র, যেমন অপাপ ; (২) সাদৃশ্য, যেমন অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণসদৃশ ; (৩) অন্যত্ব, যেমন অমিত্র বা মিত্রভিন্ন শত্রু ; (৪) অল্পতা, যেমন অনুদরী কন্যা অর্থাৎ অল্পোদরী ; (৫) অপ্রাশস্ত্য, যেমন অকেশী অর্থাৎ অপ্রশস্তকেশী ; (৬) বিরোধ, যেমন অসুর বা সুর-বিরোধী।

ইহার মধ্যে অভাব অর্থ ছাড়া অন্য সব অর্থ আর এক ভাবপদার্থের স্পষ্ট দ্যোতক। যেমন

অমিত্র অর্থে শত্রু। নিষেধমাত্র বুঝাইলে তাহাকে প্রসজ্যপ্রতিষেধ বলে, আর ভাবান্তর বুঝাইলে তাহাকে পর্য্যুদাস বলে। উক্ত অষ্টপ্রকার মতের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় মতটি প্রসজ্য-প্রতিষেধ, কারণ, তাহাতে উৎপত্তির অভাব মাত্র বুঝায়। অন্য সব মত পর্য্যুদাস পক্ষে গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ অদর্শন শব্দের নঞ্ ভাবার্থে গৃহীত হইয়াছে।

২৩। (৪) উক্ত মতসমূহ (চতুর্থ ব্যতীত) প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগমাত্রকে বুঝায়। সেই সংযোগ স্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে কখনও বিয়োগ হইত না। কিন্তু তাহা নৈমিত্তিক। অতএব সেই নিমিত্তের উল্লেখই সংযোগের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। অবিদ্যাই সেই নিমিত্ত, যাহা হইতে সংযোগ হয়।

বস্তুতঃ 'গুণের সহিত পুরুষের সংযোগ' ইহা সামান্য কথা। যখনই সংযোগ হয়, তখনই গুণবিকার দেখা যায়। সর্গকালে ব্যক্তরূপ ও প্রলয়কালে সংস্কাররূপ গুণবিকারের সহিত পুরুষের সংযোগ সিদ্ধ হয়। অতএব সংযোগ প্রকৃত পক্ষে স্ববুদ্ধি ও প্রত্যক্ চেতনের (প্রতি-পুরুষের) সংযোগ। সেই সংযোগ অবিদ্যা হইতে হয়। অতএব চতুর্থ বিকল্পে যে অবিদ্যাকে সংযোগের কারণভূত অদর্শন বলা হইয়াছে, তাহা যথার্থ। সূত্রকার তাহাই বলিয়াছেন।

ভাষ্যম্—যস্তু প্রত্যক্‌চেতনস্য স্ববুদ্ধিসংযোগঃ,—

তস্য হেতুরবিদ্যা। ২৪

বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থঃ। বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনাবাসিতা ন কার্য্যনিষ্ঠাং পুরুষখ্যাতিং বুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি সাধিকারা পুনরাবর্ত্ততে, সা তু পুরুষখ্যাতিপর্য্যবসানা কার্য্যনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি চরিতা-ধিকারা নিবৃত্তাদর্শনা বন্ধকারণাভাবান্ন পুনরাবর্ত্ততে। অত্র কশ্চিৎ ষণ্ডকোপাখ্যানেনোদ্ঘাটয়তি মুগ্ধয়া ভার্য্যয়া অভিধীয়তে "ষণ্ডক! আর্য্যপুত্র! অপত্যবতী মে ভগিনী কিমর্থং নাহ"মিতি, স তামাহ "মৃতস্তেঽহমপত্য মুৎপাদয়িষ্যামীতি", তথেদং বিদ্যমানং জ্ঞানং চিত্তনিবৃত্তিং ন করোতি বিনষ্টং করিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা। তত্রাচার্য্যদেশীয়ো বক্তি ননু বুদ্ধিনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, অদর্শন কারণাভাবাৎ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ, তচ্চাদর্শনং বন্ধকারণং দর্শনান্নিবর্ত্ততে। তত্র চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ কিমর্থমস্থান এবাস্য মতিবিভ্রমঃ।২৪

ভাষ্যানুবাদ ২৪। প্রত্যক্ চেতনের সহিত যে স্ববুদ্ধিসংযোগ "তাহার হেতু অবিদ্যা" সূ॥ (১) অর্থাৎ বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনা। বিপর্য্যয়-জ্ঞানবাসনা-বাসিতা বুদ্ধি পুরুষখ্যাতিরূপ কার্য্যনিষ্ঠা অর্থাৎ কর্ত্তব্যতার (চেষ্টার) শেষ প্রাপ্ত হয় না, অতএব সাধিকারহেতু পুনরাবর্ত্তন করে। আর পুরুষখ্যাতি পর্য্যবসিত হইলে সেই বুদ্ধি কার্য্যসমাপ্তি প্রাপ্ত হয়। তখন চরিতাধিকারা, অদর্শনশূন্য, বুদ্ধি, বন্ধকারণাভাব-হেতু আর পুনরায় আবর্ত্তন করে না (২)। এ বিষয় কোন (বিপক্ষবাদী নিম্নোক্ত) ষণ্ডকোপাখ্যানের দ্বারা, উপহাস করেন। এক ক্লীবের মুগ্ধা ভার্য্যা তাহাকে বলিতেছে,—"আর্য্যপুত্র! ষণ্ডক! আমার ভগিনী অপত্যবতী, কি জন্য আমি নহি?" ক্লীব ভার্য্যাকে বলিল "মরিয়া (এসে) আমি তোমার পুত্র উৎপাদন করিব"। সেইরূপ এই বিদ্যমান জ্ঞানই যখন চিত্তনিবৃত্তি করে না, তখন যে তাহা বিনষ্ট হইয়া করিবে, তাহাতে কি প্রত্যাশা আছে? ইহার উত্তরে কোন আচার্য্য-কল্প ব্যক্তি বলেন যে বুদ্ধিনিবৃত্তিই মোক্ষ, অদর্শনের কারণ অপগত হইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়। সেই বন্ধকারণ অদর্শন, দর্শন হইতে নিবর্ত্তিত হয়।" ফলতঃ চিত্তনিবৃত্তিই মোক্ষ, অতএব উক্ত বিপক্ষবাদীর অনবসর মতি-বিভ্রম ব্যর্থ।

টীকা—২৪। (১) প্রত্যক্ চেতন শব্দের বিস্তৃত অর্থ ১।২১ সূত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য, প্রতিপুরুষরূপ এক একটী চিৎই প্রত্যক্ চেতন।

অবিদ্যা অর্থে বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনা। বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান। অনাত্মে আত্মজ্ঞান আদি অবিদ্যালক্ষণে কথিত বিপর্য্যয়জ্ঞান স্মর্য্য। সামান্যতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদজ্ঞানই বন্ধকারণ বিপর্য্যয়জ্ঞান। সেই জ্ঞানের বাসনাই মূলতঃ সংযোগের কারণ। সংযোগ অনাদি, সুতরাং এমন কাল ছিল না, যখন সংযোগ ছিল না। অতএব সংযোগের আদি প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার কারণ নির্ণেয় নহে। কিঞ্চ বিয়োগ দেখিয়াই সংযোগের কারণ নির্ণেয়। একটু খনিজ মনঃশিলা পাইলাম; তাহার উৎপত্তি দেখি নাই, কিন্তু তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া জানিলাম যে, তাহা গন্ধক ও শঙ্খধাতু (আর্সেনিক)। সংযোগ-সম্বন্ধেও সেইরূপ। বিবেকজ্ঞান হইলে বুদ্ধি সম্যক্ নিরুদ্ধ হয় বা বুদ্ধিপুরুষের বিয়োগ হয়, অতএব বিবেকজ্ঞানের বিরোধী যে অবিবেক বা অবিদ্যা, তাহাই সংযোগের কারণ। ভাষ্যকার এইরূপই দেখাইয়াছেন।

বিপর্য্যয় জ্ঞানবাসনা যতদিন থাকে, ততদিন বিয়োগ হয় না। সম্যক্ পুরুষখ্যাতি হইলেই চিত্তের কার্য্য শেষ হয় বা বিয়োগ হয়; অতএব পুরুষখ্যাতির বিপরীত যে বিপর্য্যয় জ্ঞান, তাহাই সংযোগের কারণ।

পূর্ব্বসংস্কারকে হেতু করিয়াই বর্ত্তমান বিপর্য্যয় জ্ঞান উদিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে সংস্কার অনাদি। অতএব অনাদি বিপর্য্যয় সংস্কার বা অনাদি বিপর্য্যয়-জ্ঞান বাসনাই সংযোগের হেতু।

২৪। (২) কৈবল্যাবস্থায় দর্শন ও অদর্শন সমস্তই নিবৃত্ত হয়। দর্শন ও অদর্শন পরস্পর সাপেক্ষ। মিথ্যা জ্ঞান থাকিলে তবে ~~তাহার~~ সত্যজ্ঞানরূপ পরিণাম হয়। 'বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্' সমাহিত চিত্তের এইরূপ সাক্ষাৎকার (বিবেক জ্ঞান)-কালে 'বুদ্ধি' পদার্থের জ্ঞান থাকা চাই। সেই জ্ঞান (আমার বুদ্ধি আছে বা ছিল এইরূপ) বিপর্য্যয়মূলক। বুদ্ধি পদার্থের তাদৃশ জ্ঞান থাকিলে চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধরূপ কৈবল্য হয় না। অতএব কৈবল্যে বিবেক-অবিবেক কিছুই থাকে না। অবিবেক বিবেকের দ্বারা নষ্ট হয়, তাহা হইলেই চিত্তনিরোধ বা বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ আদি ক্লেশ বিবেক ও তন্মূলক পরবৈরাগ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। শরীরাদি সমস্তই আমি নহি এবং শরীরাদি হইতে কিছু চাই না এরূপ সমাপত্তি হইলে আবুদ্ধি সমস্ত দৃশ্য যে স্পন্দনশূন্য বা নিরুদ্ধ হইবে তাহা স্পষ্ট। অতএব বিবেকের দ্বারা অবিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক নষ্ট হইলে চিত্তনিবৃত্তি হয়। বিবেক অগ্নির ন্যায় স্বাশ্রয়ের নাশক।

ভাষ্যম্—হেয়ং দুঃখং হেয়কারণঞ্চ সংযোগাখ্যং সনিমিত্তমুক্তং অতঃপরং হানং বক্তব্যম্।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥২৫

তস্যাদর্শনস্যাভাবাৎ বুদ্ধিপুরুষসংযোগাভাবঃ আত্যন্তিকো বন্ধনোপরম ইত্যর্থঃ এতদ্ হানং, তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ পুরুষস্যামিশ্রীভাবঃ, পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থঃ। দুঃখকারণনিবৃত্তৌ দুঃখোপরমো হানং তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষ ইত্যুক্তম্ ॥২৫

ভাষ্যানুবাদ—২৫। হেয় দুঃখ এবং সংযোগাখ্য হেয়-কারণ এবং সংযোগের কারণও উক্ত হইয়াছে। অতপর হান বক্তব্য—"তাহার (অবিদ্যার) অভাব হইতে যে সংযোগাভাব তাহাই হান, আর তাহাই দ্রষ্টার কৈবল্য" ॥ সূ

তাহার—অদর্শনের, অভাব হইলে বুদ্ধিপুরুষের সংযোগাভাব অর্থাৎ বন্ধনের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়। ইহাই দৃশির কৈবল্য অর্থাৎ পুরুষের অমিশ্রীভাব ও গুণের সহিত পুনরায় অসংযোগ। দুঃখকারণনিবৃত্তি হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি তাহাই হান। সে অবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকেন, ইহা কথিত হইল (১)।

টীকা—২৫। (১) দ্রষ্টার কৈবল্য অর্থে কেবল দ্রষ্টা থাকেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ থাকিলে কেবল দ্রষ্টা আছেন বলা যায় না। সংশয় হইতে পারে, কৈবল্য ও অকৈবল্য কি দ্রষ্টৃগত ভেদভাব?—না তাহা নহে। বুদ্ধিরই নিরোপরিণাম হয় বা অদৃশ্যপথ-প্রাপ্তি হয়। দ্রষ্টার তাহাতে কিছুই হয় না বা হইতে পারে না। এ বিষয় এই পাদের বিংশ সূত্রের ২য় টিপ্পনীতে বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যম্—অথ হানস্য কঃ প্রাপ্ত্যুপায় ইতি।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।২৬

সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ, সা ত্বনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানা প্লবতে, যদা মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং বন্ধ্যপ্রসবং সম্পদ্যতে তদা বিধূতক্লেশরজসঃ সত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহো নির্ম্মলো ভবতি, স বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানস্যোপায়ঃ, ততো মিথ্যাজ্ঞানস্য দগ্ধবীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ, ইত্যেষ মোক্ষস্য মার্গো হানস্যোপায় ইতি। ২৬

ভাষ্যানুবাদ—২৬। হান প্রাপ্তির উপায় কি? "অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হানের উপায়"। সূ

বুদ্ধির ও পুরুষের অন্যতা (ভেদ)-প্রত্যয়ই বিবেকখ্যাতি তাহা অনিবৃত্ত মিথ্যা-জ্ঞানের দ্বারা ভগ্ন হয় (১)। যখন মিথ্যা জ্ঞান দগ্ধবীজভাব ও প্রসব-শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন বিধূত-ক্লেশ-মল বুদ্ধিসত্ত্বের বিলক্ষণতা হইলে বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যের পরা-বস্থায় বর্ত্তমান যোগীর বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহ নির্ম্মল হয়। সেই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হানের উপায়। তাহা হইতে (বিবেকখ্যাতি হইতে) মিথ্যাজ্ঞানের দগ্ধবীজভাবগমন ও পুনঃ প্রসবশূন্যতা হয়। ইহা মোক্ষের মার্গ বা হানের উপায়।

টীকা—২৬। (১) বিবেকখ্যাতি পূর্ব্বে বহুস্থলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেক অর্থে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ। তদ্বিষয়ক যে খ্যাতি বা প্রবল জ্ঞান বা প্রধান জ্ঞান অর্থাৎ মনের প্রখ্যাত ভাব তাহাই বিবেকখ্যাতি।

আদৌ বিবেকজ্ঞান শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিয়া হয়; তৎপরে যুক্তির দ্বারা মনন করিয়া করিয়া দৃঢ়তর ও স্ফুটতর হয়। যোগাঙ্গানুষ্ঠান করিতে করিতে তাহা ক্রমশঃ প্রস্ফুট হইতে থাকে। সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাপত্তির দ্বারা দৃশ্যবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা যখন নিবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে মিথ্যাজ্ঞানের দগ্ধবীজাবস্থা বলে, তাহা হইলে এবং দৃষ্টাদৃষ্ট-বিষয়ক রাগ সম্যক্ নিবৃত্তি হইলে, সমাধি-নির্ম্মল বিবেকজ্ঞানের খ্যাতি হয়। সেই বিবেক-খ্যাতি অবিপ্লবা বা মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা অভগ্না হইলেই তদ্দ্বারা হান বা দৃশ্যের সম্যক্ ত্যাগ সিদ্ধ হয়। বিবেকখ্যাতিকালে মিথ্যাজ্ঞান দগ্ধবীজবৎ হয়। হান সিদ্ধ হইলে সেই দগ্ধবীজ-কল্প বিপর্য্যয় ও বিবেকজ্ঞান উভয়ই বিলীন হয়। তাহাই কৈবল্য।

বিবেকখ্যাতির দ্বারা কিরূপে বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়, তাহা আগামী সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ।২৭

ভাষ্যম্—তস্যেতি 'প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ প্রত্যায়ায়', সপ্তধেতি অশুদ্ধ্যাবরণমলাপগমাচ্চিত্তস্য প্রত্যয়ান্তরানুৎপাদে সতি সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞা বিবেকিনো ভবতি, তদ্যথা—পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়মস্তি। ১। ক্ষীণা হেয়হেতবো ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি। ২। সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্। ৩। ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ। ৪। ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্য্যা বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী—চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ। ৫। গুণা গিরিশিখরকুটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি, নচৈষাং প্রবিলীনানাং পুনরস্ত্যুৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি। ৬। এতস্যামবস্থায়াং গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষ ইতি। ৭। এতাং সপ্তবিধাং প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞামনুপশ্যন্ পুরুষ কুশল ইত্যাখ্যায়তে প্রতিপ্রসবেঽপি চিত্তস্য মুক্তঃ কুশল ইত্যেব ভবতি গুণাতীতত্বাদিতি। ২৭

ভাষ্যানুবাদ—২৭। "তাহার (বিবেকখ্যাতিমান্ যোগীর) সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা হয়। (১)" সূ

তাহার=খ্যাতির দ্বারা প্রসন্নচিত্ত যোগীর। সপ্তধা ইতি। অশুদ্ধিরূপ চিত্তের আবরণ মল অপগত হওত প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন না হইলে বিবেকীর সপ্তপ্রকার প্রজ্ঞা হয়। তাহা যথা; হেয়সকল পরিজ্ঞাত হইয়াছে, আর এ বিষয়ে অন্য পরিজ্ঞেয় নাই ॥ ১ ॥ হেয়-হেতুসকল ক্ষীণ হইয়াছে। আর তাহাদের ক্ষীণ-কর্ত্তব্যতা নাই ॥ ২ ॥ নিরোধ-সমাধির দ্বারা হান সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় ভাবিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ প্রজ্ঞার এই চতুর্বিধ কার্য্য বিমুক্তি, আর তাহার চিত্ত বিমুক্তি তিন প্রকার। তাহা যথা—বুদ্ধি চরিতাধিকারা হইয়াছে ॥ ৫ ॥ গুণ সকল গিরিশিখরচ্যুত উপলখণ্ডের ন্যায় নিরবস্থান হইয়া স্বকারণে প্রলয়াভিমুখ হইয়াছে, এবং সেই কারণের সহিত বিলীন হইতেছে, এই বিপ্রলীন গুণসকলের পুনরায় প্রয়োজনাভাবে আর উৎপত্তি হইবে না ॥ ৬ ॥ এই অবস্থায় (সপ্তম ভূমিতে) পুরুষ, গুণসম্বন্ধাতীত, স্বরূপমাত্রজ্যোতি, অমল, কেবলী (এইরূপ মাত্র অবভাসিত হন) ॥ ৭ ॥ এই সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা অনুদর্শন করিলে পুরুষকে কুশল বলা যায়। চিত্ত প্রলীন হইলেও মুক্ত কুশল বলা যায়। কেননা তখন পুরুষ গুণাতীত হন।

টীকা—২৭। (১) প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা=প্রজ্ঞার চরম অবস্থা। যাহার পর আর তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা হইতে পারে না, যাহা হইলে তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার সমাপ্তি বা নিবৃত্তি হয়, তাহাই প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। 'যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, আমার আর জ্ঞাতব্য নাই' এইরূপ খ্যাতি হইলে যে জ্ঞাননিবৃত্তি হইবে, তাহা স্পষ্ট।

প্রথম প্রজ্ঞাতে বিষয়ের দুঃখময়ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হইয়া বিষয়াভিমুখ হইতে চিত্ত সম্যক্ নিবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতে ক্লেশ ক্ষয় (লয় নহে) করার চেষ্টা সম্যক্ সফল হওয়ায় এরূপ খ্যাতি হয় কি—আমার আর তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যতা নাই। এইরূপে সংযম-চেষ্টার নিবৃত্তি হয়।

তৃতীয় প্রজ্ঞার দ্বারা চরমগতি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয়। কারণ, তাহা সাক্ষাৎকৃত হয়। ইহাতে আধ্যাত্মিক গতির বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। একবার নিরোধ-সমাধি করিয়া হান সম্যক্ উপলব্ধ হইলে পরে যোগীর তদনুস্মৃতিপূর্ব্বক এইরূপ সম্প্রজ্ঞান হয়।

চতুর্থ প্রজ্ঞা—হানোপায় লাভ হওয়াতে চিত্তে আর কোন যোগধর্ম্মের ভাবনীয়তা থাকে

না। ইহাতে কুশল-ধর্ম্মোৎপাদনের চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। এই চারি প্রকার প্রজ্ঞার নাম কার্য্যবিমুক্তি। চেষ্টার দ্বারা এই বিমুক্তি হয় বলিয়া, অর্থাৎ অন্ত কথায় সাধনকার্য্য ইহার দ্বারা পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া, ইহার নাম কার্য্যবিমুক্তি। অবশিষ্ট তিন প্রকার প্রান্তভূমির নাম চিত্তবিমুক্তি (চিত্ত হইতে বিমুক্তি)। কার্য্যবিমুক্তি হইলে এই তিন প্রকার প্রজ্ঞা স্বতঃই উদিত হইয়া চিত্তকে সম্যক্ নিবৃত্ত করে। তাহাই পর-বৈরাগ্য রূপ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। তাহাই অগ্র্যা বুদ্ধি। বুদ্ধি-ব্যাপারের তাহা প্রান্ত বা সীমান্ত-রেখা। তৎপরে কৈবল্য। সেই তিন প্রান্ত-প্রজ্ঞা যথা—

পঞ্চম। বুদ্ধি চরিতাধিকারা হইয়াছে অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গ নিষ্পাদিত হইয়াছে। অপবর্গ লব্ধ হইলে ভোগ নিবৃত্ত হয়। ভোগ শেষ করার নামই অপবর্গ। 'বুদ্ধির দ্বারা আর কিছু অর্থ নাই এইরূপ প্রজ্ঞা হইয়া বুদ্ধির ব্যাপারেতে বিরতি হয়।

ষষ্ঠ। বুদ্ধির স্পন্দন নিবৃত্ত হইবে এবং তাহা যে আর উঠিবে না এরূপ জ্ঞান ষষ্ঠ প্রজ্ঞার স্বরূপ। তাহাতে সর্ব্ব ক্লিষ্টাক্লিষ্ট সংস্কারের অপগমে চিত্তের যে শাশ্বতিক নিরোধ হইবে, তাহার স্ফুট প্রজ্ঞা হয়। পর্ব্বতমস্তক হইতে বৃহৎ উপলখণ্ড নিম্নে পতিত হইলে, তাহা যেমন আর স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, সেইরূপ গুণসকলও পুরুষ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রয়োজনাভাবে আর সংযুক্ত হইবে না।

সপ্তম। এই প্রজ্ঞাবস্থায় পুরুষ যে গুণ-সম্বন্ধ শূন্য, স্বপ্রকাশ, অমল, কেবলী, তাহা প্রখ্যাত হয়।

(ইহা কৈবল্য নহে, কিন্তু কৈবল্য-বিষয়ক সর্ব্বোত্তম প্রজ্ঞা। কৈবল্যে চিত্তের প্রতিপ্রসব বা লয় হয়; সুতরাং তখন প্রজ্ঞানও লয় হয়)।

এই সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার পর চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তখন শান্তোপাধিক পুরুষকে মুক্ত কুশল বলা যায়। ঐ প্রজ্ঞা ভাবনাকালে পুরুষকে কুশল বলা যায়। তাহাই জীবন্মুক্তি অবস্থা। জীবনকালেও যখন দুঃখ-সংস্পর্শ ঘটে না, তখনই তাদৃশ যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। বিবেক-খ্যাতির পর যখন লেশমাত্র সংস্কার থাকে, এবং যোগী প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞার ভাবনা করেন, তখনই তিনি জীবন্মুক্ত। কারণ, তখন দুঃখকর বিষয় উপস্থিত হইলেও তিনি তদুপরি যাইয়া বিবেক-দর্শনে সমাপন্ন হইতে পারেন বলিয়া তাঁহার দুঃখ সংস্পর্শ ঘটিতে পারে না; সুতরাং তিনি জীবন্মুক্ত। নির্ম্মাণচিত্তাবলম্বন করিয়া জীবিত থাকিলেও যোগী জীবন্মুক্ত। ফলতঃ মুক্ত বা দুঃখসংস্পর্শের অতীত হইয়াও জীবিত থাকিলে অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলেও সম্যক্ চিত্তনিরোধ করিয়া বিদেহ কৈবল্য আশ্রয় না করিলেই তাদৃশ যোগীকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। শ্রুতিও বলেন, "জীবন্নেববিদ্বান্ মুক্তো ভবতি।"

* আধুনিক বৈদান্তিক মতে যাহা জীবন্মুক্তি, যোগমতে তাহা শ্রুতানুমানজ প্রজ্ঞা মাত্র। বিবেকখ্যাতি সিদ্ধ হইলে তাদৃশযোগী 'ভয়ে সন্ত্রস্ত' হন না বা 'দুঃখে বিলাপ করেন না।' বৈদান্তিক জীবন্মুক্তের ভীত, সন্ত্রস্ত, শোকার্ত্ত বা অন্য কিছু হইতে বা করিতে দোষ নাই; কেবল 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এইরূপ বুঝিলেই হইল। যোগী জীবন্মুক্তের সহিত তাদৃশ 'জীবন্মুক্তের' যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ, তাহা বলা বাহুল্য

ভাষ্যম্। সিদ্ধা ভবতি বিবেকখ্যাতি র্হানোপায়ঃ, ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ সাধনমিত্যে-তদারভ্যতে—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

যোগাঙ্গানি অষ্টাবভিধায়িষ্যমাণানি, তেষাম নুষ্ঠানাৎ পঞ্চপর্ব্বণো বিপর্য্যয়স্যাশুদ্ধিরূপস্য ক্ষয়ঃ নাশঃ, তৎক্ষয়ে সম্যগ্‌জ্ঞানস্যাভিব্যক্তিঃ, যথা যথা চ সাধনান্যনুষ্ঠীয়ন্তে তথা তথা তনুত্বম-শুদ্ধিরাপদ্যতে, যথা যথা চ ক্ষীয়তে তথা তথা ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপি দীপ্তি র্বিবর্দ্ধতে, সা খল্বেষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষ মনুভবতি আ বিবেকখ্যাতেঃ— আ গুণপুরুষস্বরূপ-বিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠান মশুদ্ধের্বিয়োগ-কারণং যথা—পরশুশ্ছেদ্যস্য, বিবেকখ্যাতেস্তু প্রাপ্তিকারণং যথা ধর্ম্মঃ সুখস্য, নান্যথা-কারণম্। কতি চৈতানি কারণানি শাস্ত্রে ভবন্তি, নবৈবেত্যাহ, তদ্‌ যথা— "উৎপত্তি স্থিত্যভিব্যক্তিবিকার-প্রত্যয়াপ্তয়ঃ। বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্" ইতি। তত্রোৎপত্তিকারণং মনোভবতি বিজ্ঞানস্য স্থিতিকারণং মনসঃ পুরুষার্থতা, শরীরস্যেবাহার ইতি। অভিব্যক্তিকারণং যথা রূপস্যালোক স্তথা রূপজ্ঞানম্। বিকারকারণং মনসো বিষয়ান্তরং যথাঽগ্নিঃ পাক্যস্য। প্রত্যয়কারণং—ধূমজ্ঞানমগ্নিজ্ঞানস্য। প্রাপ্তিকারণং—যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ। বিয়োগকারণং তদেবাশুদ্ধেঃ। অন্যত্বকারণং যথা—সুবর্ণস্য সুবর্ণকারঃ। এবমেকস্য স্ত্রীপ্রত্যয়স্য অবিদ্যা মূঢ়ত্বে, দ্বেষো দুঃখত্বে, রাগঃ সুখত্বে, তত্ত্বজ্ঞানং মাধ্যস্থে। ধৃতি-কারণং শরীরমিন্দ্রিয়াণাং তানি চ তস্য, মহাভূতানি শরীরাণাং তানি চ পরস্পরং সর্ব্বেষাং, তৈর্য্যগ্‌যৌন-মানুষদৈবতানি চ পরস্পরার্থত্বাৎ. ইত্যেবং নব কারণানি। তানি চ যথাসম্ভবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্যানি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানস্তু দ্বিধৈব কারণত্বং লভতে ইতি। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। ২৮। সিদ্ধ হইল যে বিবেকখ্যাতি হানোপায়; কিন্তু সাধন ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না, সেই হেতু ইহা (যোগসাধনের বিষয়) আরম্ভ করিতেছেন। "যোগাঙ্গানুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে" সূ (১)

যোগাঙ্গ=অভিধায়িষ্যমাণ অষ্টসংখ্যক। তাহাদের অনুষ্ঠান হইতে পঞ্চপর্ব্ববিপর্য্যয়রূপ অশুদ্ধির ক্ষয় বা নাশ হয়। তাহার ক্ষয়ে সম্যগ্‌জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। যেমন যেমন সাধনসকলের অনুষ্ঠান করা যায়, তেমন তেমন অশুদ্ধি তনুত্ব (ক্ষীণতা) প্রাপ্ত হয়। আর যেমন যেমন অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, তেমন তেমন ক্ষয়ক্রমানুসারিণী জ্ঞানদীপ্তি বিবর্দ্ধিতা হইতে থাকে। যতদিন না বিবেকখ্যাতি বা গুণের ও পুরুষের স্বরূপ বিজ্ঞান হয়, ততদিন জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অশুদ্ধির (২) বিয়োগ কারণ; যেমন পরশু ছেদ্য বস্তুর বিয়োগ-কারণ। আর তাহা বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তি-কারণ; যেমন ধর্ম্ম সুখের। তাহা (যোগাঙ্গানুষ্ঠান) অন্য কোনপ্রকারে কারণ নহে। কয় প্রকার কারণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে? নয় প্রকার কারণ কথিত হইয়াছে। তাহারা যথা— উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি, বিকার, প্রত্যয়, আপ্তি, বিয়োগ, অন্যত্ব ও ধৃতি এই নয় প্রকার কারণ স্মৃত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে, মন বিজ্ঞানের উৎপত্তি কারণ; স্থিতি-কারণ মনের পুরুষার্থতা; শরীরের আহার। অভিব্যক্তি-কারণ যথা আলোক রূপের; তথা রূপজ্ঞান (অর্থাৎ রূপজ্ঞানও রূপের প্রতিসংবেদনের কারণ তাহাতে 'আমি রূপ জানিলাম' এই প্রকার রূপবুদ্ধির প্রতিসংবেদন হয়)।

বিকার-কারণ যথা,—মনের বিষয়ান্তর বা পাক্যবস্তুর অগ্নি। প্রত্যয়-কারণ যথা, ধূম-জ্ঞান অগ্নি জ্ঞানের। প্রাপ্তিকারণ যথা যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিবেকখ্যাতির, আর তাহাই অশুদ্ধি বিয়োগ-কারণ। অন্যত্ব-কারণ যথা সুবর্ণকার সুবর্ণের। তেমনি একই স্ত্রী-জ্ঞানের মূঢ়ত্ব, দুঃখ

সুখত্ব ও মাধ্যস্থ্য-রূপ অন্যত্বের কারণ যথাক্রমে অবিদ্যা, দ্বেষ, রাগ, ও তত্ত্বজ্ঞান। শরীর ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয় শরীরের ধৃতি কারণ; তেমনি মহাভূত শরীর সকলের আর তাহারা (মহাভূতেরা) পরস্পর পরস্পরের ধৃতি-কারণ। আর পশু, মনুষ্য ও দেবতারাও পরস্পর পরস্পরের অর্থ বলিয়া ধৃতি-কারণ। এই নব কারণ। ইহারা যথাসম্ভব পদার্থান্তরেও যোজ্য। যোগাঙ্গানুষ্ঠান দুই প্রকারে কারণতা লাভ করে (বিয়োগ ও প্রাপ্তি)।

টীকা—২৮। (১) ক্লেশসকল বা অবিদ্যাদি পঞ্চ প্রকার অজ্ঞান প্রবল থাকিলেও শ্রুতানুমানজনিত বিবেকজ্ঞান হয়। কিন্তু সেই সব অজ্ঞানসংস্কার সাধনের দ্বারা যত ক্ষীণ হইতে থাকে তত বিবেকজ্ঞানের প্রস্ফুটতা হয়। পরে সমাধিলাভপূর্ব্বক সম্প্রজ্ঞাত সমাপত্তিতে সিদ্ধ হইলে বিবেকের পূর্ণ খ্যাতি হয়। এইরূপে বিবেকজ্ঞানের স্ফুটতা হওয়ার নামই জ্ঞান-দীপ্তি। 'কামিনীকাঞ্চনে রাগ আনা দুঃখের হেতু' ইহা জানিয়াও যাহারা তদর্জ্জনে ও তদ্রক্ষণে যত্নবান্ তাহাদের এক রকম জ্ঞান। যাঁহারা উহা জানিয়া কামিনী কাঞ্চনের সম্পর্ক ত্যাগে যত্নবান্ তাহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দীপ্তি বা স্ফুটতা হইতেছে। আর যাহারা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া পুনর্গ্রহণে সম্যক্ বিরত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই 'কামিনীকাঞ্চন দুঃখময়' এই জ্ঞানের খ্যাতি বা সম্যক্ স্ফুটতা হইয়াছে বলিতে হইবে। বিবেকজ্ঞান সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

২৮। (২) যম-নিয়ম আদি যোগাঙ্গ জ্ঞানরূপ বিবেকের কিরূপে কারণ হইতে পারে ভাষ্যকার সেই শঙ্কার উত্তরে দেখাইয়াছেন যে যোগাঙ্গ অশুদ্ধির বিয়োগ কারণ।

অবিদ্যাদি সমস্তই অজ্ঞান। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অর্থে অবিদ্যাদির বশে কার্য্য না করা। তাহাতে (অবিদ্যাদি বশে কার্য্য না করাতে) অবিদ্যাদি ক্ষীণ হয় ও বিবেক-জ্ঞানের দীপ্তি হয়। যেমন দ্বেষ এক অজ্ঞানমূলক বৃত্তি। হিংসাই প্রধান দ্বেষ। অহিংসা করিলে সেই দ্বেষরূপ অজ্ঞানের কার্য্য রুদ্ধ হয়, তাহাতেই ক্রমশ তদ্দ্বারা বিবেকজ্ঞানের খ্যাতি হইতে পারে। সত্যের দ্বারা সেইরূপ লোভাদি নানা অজ্ঞান নষ্ট হয়। আসন-প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর স্থির, নিশ্চল, বেদনাশূন্যবৎ হইলে 'আমি শরীরী' এই অবিদ্যার খ্যাতি হ্রাস হইয়া 'আমি অশরীরী' এই বিদ্যা ভাবনার আনুকূল্য হয়। এইরূপে যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিদ্যার কারণ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তদ্দ্বারা অশুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয়সংস্কার বিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই বিদ্যার খ্যাতি হয়।

অশুদ্ধি অর্থে শুদ্ধ অজ্ঞান নহে কিন্তু অজ্ঞানমূলক কর্ম্ম এবং তাহার সঞ্চিত সংস্কার। যোগাঙ্গানুষ্ঠান অর্থে জ্ঞানমূলক কর্ম্মের আচরণ। জ্ঞানমূলক কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞানমূলক কর্ম্ম নাশ হয়। তাহাতে জ্ঞানের সম্যক্ খ্যাতি হয়। জ্ঞানের খ্যাতি হইলে অজ্ঞান নাশ হয়। অজ্ঞান সম্যক্ নষ্ট হইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি বা কৈবল্য হয়। এই রূপেই যোগানুষ্ঠান কৈবল্যের হেতু।

অনেক স্থূলদর্শী লোক যোগের দ্বারা জ্ঞান হয়, ইহা শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠেন। তাহারা বলেন অনুষ্ঠান জ্ঞানের কারণ নহে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমই জ্ঞানের কারণ। বস্তুত একথা যোগীরাও অস্বীকার করেন না। যোগানুষ্ঠান কিরূপে জ্ঞানের কারণ তাহা উপরে দর্শিত হইল। ফলত সমাধি পরম প্রত্যক্ষ, তৎপূর্ব্বক যে বিচার হয় তাহাই বিবেকজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। আর সাক্ষাৎকারকারী পুরুষের দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান মোক্ষবিষয়ক বিশুদ্ধ আগম।

যোগানুষ্ঠান বিদ্যার কারণ। কারণ বলিলেই যে উপাদানকারণমাত্র বুঝায় না তাহা ভাষ্যকার সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন। বস্তুত মোক্ষের কিছু উপাদান কারণ নাই। বন্ধ অর্থে গুণ ও পুরুষের সংযোগ। বাহ্য দ্রব্যের সংযোগ যেমন একদেশাবস্থান, অবাহ্য পুম্প্রকৃতির

সংযোগ সেরূপ নহে। তাহাদের সংযোগ 'অবিবিক্ত প্রত্যয়' মাত্র। সেই অবিবেক প্রত্যয় বিবেকের দ্বারা নষ্ট হয়। যোগ অশুদ্ধির বিয়োগ কারণ ও বিবেকের প্রাপ্তিকারণ। বিবেকের দ্বারা অবিবেকের নাশ হয়। এইরূপেই যোগ মোক্ষের কারণ। পরন্তু সংযোগের যেরূপ উপাদান কারণ হইতে পারে না, বিয়োগেরও (দুঃখবিয়োগের বা মোক্ষের) সেইরূপ উপাদান নাই।

ভাষ্যম্— তত্র যোগাঙ্গান্যবধার্য্যন্তে।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-ধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি। ২৯

ভাষ্যম্।—যথাক্রমমেতেষামনুষ্ঠানং স্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামঃ। ।২৯।

ভাষ্যানুবাদ। ২৯। এস্থলে যোগাঙ্গ অবধারিত (১) হইতেছে "যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট যোগাঙ্গ" সূ। যথাক্রমে ইহাদের অনুষ্ঠান ও স্বরূপ (অগ্রে) বলিব।

তত্র—

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ। ৩০।

ভাষ্যম্—তত্রাহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ, উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মূলা স্তৎসিদ্ধিপরতয়ৈব তৎপ্রতিপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে, তদবদাতরূপ-করণায়ৈবোপাদীয়ন্তে। তথাচোক্তং "স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎসতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতি। সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসে যথা দৃষ্টং যথানুমিতং যথাশ্রুতং তথা বাঙ্মনশ্চেতি, পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগুক্তা সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেদিতি, এষা সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়, যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব স্যাৎ ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ, তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেন কষ্টং তম প্রাপ্নুয়াৎ তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ। স্তেয়ং অশাস্ত্রপূর্ব্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্, তৎপ্রতিষেধঃ পুনরস্পৃহারূপমস্তেয়মিতি। ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ। বিষয়াণামর্জ্জনরক্ষণ-ক্ষয়সঙ্গ-হিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহ ইত্যেতে যমাঃ। ৩০।

ভাষ্যানুবাদ—৩০। তাহার মধ্যে "অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (এই পাঁচটি) যম"। সূ

ইহার ভিতর অহিংসা (১) সর্ব্বথা (সর্ব্ব প্রকারে), সর্ব্বদা, সর্ব্ব ভূতের অনভিদ্রোহ। সত্যাদি অন্য যমনিয়মসকল অহিংসামূলক। তাহারা অহিংসা-সিদ্ধির হেতু বলিয়া অহিংসা-প্রতিপাদনের নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর অহিংসাকে নির্ম্মল করিবার জন্যই তাহারা (সত্যাদি) উপাদেয়। তথা উক্ত হইয়াছে (শ্রুতিতে) "সেই ব্রহ্মবিৎ যে যে রূপে ব্রত সকল অনুষ্ঠান করেন, সেই সেই রূপেই (ঐ ব্রতের দ্বারা) প্রমাদকৃত হিংসামূলক কর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তমান হইয়া সেই অহিংসাকেই নির্ম্মল করেন)। সত্য (২) যথাভূত অর্থযুক্ত বাক্য ও মন। যেরূপ দৃষ্ট, অনুমিত বা শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপ বাক্য ও মন অর্থাৎ কথন এবং চিন্তা। নিজজ্ঞান-সংক্রান্তি-হেতু অপরকে বাক্য বলিলে সেই বাক্য যদি বঞ্চক বা

প্রান্ত বা শ্রোতার নিকট অর্থশূন্য না হয় (তাহা হইলে সেই বাক্য সত্য)। কিন্তু সেই বাক্য সর্ব্বভূতের উপঘাতক না হইয়া উপকারার্থ প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক ; কারণ বাক্য অভিধীয়মান হইলে যদি ভূতোপঘাতক হয়, তাহা হইলে তাহা সত্য হয় না, পাপই হয়। তাদৃশ পুণ্যবৎ-প্রতীয়মান, পুণ্যসদৃশ বাক্যের দ্বারা দুঃখময় তম বা নিরয় লাভ হয়, সেই হেতু বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বভূত-হিতজনক সত্য বাক্য বলিবে। স্তেয় (৩) অশাস্ত্রপূর্ব্বক অপরের দ্রব্য গ্রহণ ; অস্তেয়—অস্পৃহারূপ স্তেয়-প্রতিষেধ। ব্রহ্মচর্য্য - গুপ্তেন্দ্রিয় হইয়া উপস্থের সংযম (৪)। অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা, বিষয়ের এই পঞ্চবিধ দোষ দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ না করা (৫) অপরিগ্রহ। ইহারা যম।

টীকা—২৯। (১) শাস্ত্রান্তরে যোগের ষড়ঙ্গ কথিত হইয়াছে বলিয়া বৃথা কেহ কেহ গোল করেন। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাহাই যোগাঙ্গ করা যাউক না এই অষ্টাঙ্গের অন্তর্গত সাধন কাহারও অতিক্রম করিবার যো নাই।

মহাভারতে আছে "বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগ মাহুর্মনীষিণঃ" অর্থাৎ বেদে যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়া মনীষিগণের দ্বারা কথিত হয়।

৩০। (১) ভাষ্যকার অহিংসার সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন। শ্রুতি বলেন 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি'। অহিংসা শুদ্ধ প্রাণিপীড়ন বর্জ্জনকরামাত্র নহে, কিন্তু প্রাণিগণের প্রতি মৈত্র্যাদি সদ্ভাব পোষণ করা। সর্ব্বথা বাহ্য বিষয়ক স্বার্থপরতা ত্যাগ না করিলে অহিংসা আচরণ সম্ভবপর হয় না। পরের মাংসে নিজের শরীরের তুষ্টিপুষ্টিকরণেচ্ছা হিংসার প্রধান নিদান, আর বাহ্যসুখ খুজিতে গেলে নিশ্চয়ই পরকে পীড়া দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। পরকে ভয় প্রদর্শন, পরুষ বাক্যে মর্ম্মচ্ছেদন প্রভৃতি সমস্তই হিংসা। সত্যাদির দ্বারা লোভদ্বেষাদি-স্বার্থ-পরতামূলক বৃত্তি ক্ষীণ হইতে থাকে বলিয়া অপর সমস্ত যম ও নিয়ম সাধন অহিংসাকেই নির্ম্মল করে।

৩০। (২) সত্য। যে বিষয় প্রমিত হইয়াছে চিত্ত ও বাক্যকে তদনুরূপ করিবার চেষ্টাই সত্য সাধন। পরপীড়া হয় এরূপ সত্য বাচ্য বা চিন্ত্য নহে ; যেমন---পরের যথার্থ দোষ কীর্ত্তন করিয়া পরকে পীড়িত করা অথবা 'অসত্যমতাবলম্বীরা নাশ প্রাপ্ত হউক' ইত্যকার চিন্তা।

সত্য সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—'সত্যমেব জায়তে নানৃতম্'। 'সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ'। ইত্যাদি। সত্য সাধন করিতে হইলে প্রথমে মৌন বা অল্পভাষিতা অভ্যাস করিতে হয়। অধিক কথা বলিলে অনেক অসত্য কথা প্রায়ই বলিতে হয়।

মনকে সত্যপ্রবণ করিতে হইলে কাব্য, গল্প, উপন্যাস, আদি কাল্পনিক বিষয় হইতে বিরত করিতে হয়। পরে অপারমার্থিক সত্য সকল ত্যাগ করিয়া কেবল পারমার্থিক সত্য বা তত্ত্ব-সকল চিন্তা করিতে হয়।

সাধারণ মনুষ্যের চিত্ত অলীক চিন্তায় নিয়ত ব্যস্ত বলিয়া তাত্ত্বিক সত্যের চিন্তা মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। তজ্জন্য সাধারণে গল্প উপমা প্রভৃতি মিথ্যা প্রপঞ্চের দ্বারা সদ্বিষয় কথঞ্চিৎ গ্রহণ করে। বালককে পিতা বলে 'সত্যকথা বল্ নচেৎ তোর মস্তক চূর্ণ করিব। "অশ্বমেধসহস্রঞ্চসত্যঞ্চ তুলয়াধৃতম্" ইত্যাদি অলীক উপমার দ্বারা সত্যের উপদেশ সাধারণ মানবের পক্ষে কার্য্যকারী হয়।

সম্যক্ সত্যাচরণশীল যোগীর তাদৃশ উপদেশ বা চিন্তা কার্য্যকর হয় না। তাঁহারা সমস্ত কাল্পনিকতা ও অলীকতা ছাড়িয়া বাক্য ও মনকে কেবল তত্ত্ববিষয়ক ও প্রমিতপদার্থবিষয়ক করেন। কল্পনাবিলাস না ছাড়িলে প্রকৃত সত্যসাধন দুর্ঘট। সত্য বলিলে যে স্থলে পরের

অনিষ্ট হয় সে স্থলে মৌন বিধেয়। সদুদ্দেশ্যেও অসত্য অকথনীয়। অর্দ্ধ সত্য (হত গজের ন্যায়) অধিকতর হেয়। ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিবন্ধ্য বাক্যের দ্বারাই অর্দ্ধ সত্য কথিত হয়।

৩০। (৩) যাহা অদত্ত বা ধর্ম্মত অপ্রাপ্য তাদৃশ দ্রব্য গ্রহণ স্তেয়। তাহা ত্যাগ করিয়া মনে তাদৃশ স্পৃহা না-উঠা-রূপ নিস্পৃহ ভাব-বিশেষই অস্তেয়। কুড়াইয়া পাইলে বা নিধি পাইলেও তাহা গ্রাহ্য নহে, কারণ তাহা পরস্ব। এক যোগী পর্ব্বতে থাকেন, তথায় এক মণি পাইলেন ; তাহাও তাঁহার গ্রাহ্য নহে, কারণ পর্ব্বত রাজার সুতরাং তত্রত্য সমস্তই রাজার। ফলত যাহা নিজস্ব নহে, তাদৃশ দ্রব্য গ্রহণ না করা এবং তাদৃশ দ্রব্যে স্পৃহা ত্যাগ করার চেষ্টাই অস্তেয় সাধন। এ বিষয়ের শ্রুতি যথা—'মা গৃধ কস্যসিদ্ধনং'।

৩০। (৪) ব্রহ্মচর্য্য। গুপ্তেন্দ্রিয়=চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া অর্থাৎ অব্রহ্মচর্য্যের বিষয় হইতে সর্ব্বেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, উপস্থসংযম করাই ব্রহ্মচর্য্য। শুদ্ধ উপস্থসংযম-মাত্র ব্রহ্মচর্য্য নহে। "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ"॥ এইরূপ অষ্ট অব্রহ্মচর্য্যবর্জ্জনই ব্রহ্মচর্য্য। অব্রহ্মচর্য্যের চিন্তা মনে উঠিলেই তাহা দূর করিয়া দিতে হয়। কখনও তাহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য কদাপি সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যের জন্য মিতাহার প্রয়োজন। প্রচুর ঘৃত দুগ্ধ আদি ভোগীর পক্ষে সাত্ত্বিক আহার, যোগীর নহে। মিতাহার ও মিতনিদ্রার দ্বারা শরীরকে কিছু ক্লিষ্ট রাখা ব্রহ্মচারীর পক্ষে আবশ্যক। তৎপূর্ব্বক সম্যক্ অব্রহ্মচর্য্যের আচরণ ত্যাগ করিয়া এবং মনকে কাম্যবিষয়কসঙ্কল্পশূন্য করিয়া উপস্থেন্দ্রিয়কে মর্ম্মহীন করিলে, তবে ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়। অব্রহ্মচারীর আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না, তদ্বিষয়ে শ্রুতি যথা—'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্'। জীবনে কখনও অব্রহ্মচর্য্য করিব না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ও তাদৃশসংকল্পপূর্ব্বক 'জননেন্দ্রিয় শুষ্ক হইয়া যাউক' এইরূপ জননেন্দ্রিয়ের মর্ম্মস্থানে নিষ্ক্রিয়তা ভাবনা করিলে ব্রহ্মচর্য্যের সহায় হয়।

৩২। (৫) বিষয়ের অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, ক্ষয় হইলে দুঃখ, সঙ্গে সংস্কার জনিত দুঃখ এবং বিষয়গ্রহণে অবশ্যম্ভাবী হিংসা ও তজ্জনিত দুঃখ, এই সকল দুঃখ বুঝিয়া দুঃখ-মুমুক্ষু প্রথমত বিষয় ত্যাগ করেন ও পরে অগ্রহণ করেন। কেবল প্রাণধারণের উপযুক্ত দ্রব্যমাত্রই স্বীকার্য্য। শ্রুতি বলেন "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" বহু দ্রব্যের স্বামী হইয়া তাহা পরার্থে ত্যাগ না করা স্বার্থপরতা ও পরদুঃখে অসহানুভূতি। যোগীরা নিঃস্বার্থপরতার চরম সীমায় যাইতে চান বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্যগ্‌রূপে ভোগ্য বিষয়-ত্যাগ করা অবশ্যম্ভাবী। মনে কর তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তি আছে, কোন দুঃখী আসিয়া তোমার নিকট তাহা প্রার্থনা করিল, তুমি যদি তাহা না দাও তবে তুমি স্বার্থপর দয়াহীন। তজ্জন্য যোগীরা প্রথমেই নিজস্ব পরার্থে ত্যাগ করেন ও পরে আর প্রাণযাত্রার অতিরিক্ত দ্রব্য পরিগ্রহণ করেন না। প্রাণধারণ না করিলে যোগসিদ্ধি হইয়া দোষের সম্যক্ নিবৃত্তি হইবে না বলিয়া প্রাণধারণের উপযোগী মাত্রই ভোগ্যপরিগ্রহ করেন। অধিক ভোগ্য বস্তুর স্বামী হইয়া থাকিলে যোগসিদ্ধি দুরস্থ হয়।

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্—তত্রাহহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না মৎস্যবন্ধকস্য মৎস্যেষ্বেব নান্যত্র হিংসা, সৈব দেশাবচ্ছিন্না ন তীর্থে হনিষ্যামীতি,—সৈব কালাবচ্ছিন্না ন চতুর্দ্দশ্যাং ন পুণ্যেহহনি হনিষ্যামীতি, সৈব ত্রিভিরুপরতস্য সময়াবচ্ছিন্না দেবব্রাহ্মণার্থে নান্যথা হনিষ্যামীতি যথাচ ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধ এব হিংসা নান্যত্রেতি। এভির্জ্জাতিদেশকালসময়ৈরনবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সর্ব্বথৈব পরিপালনীয়াঃ সর্ব্বভূমিষু সর্ব্ববিষয়েষু সর্ব্বথৈবাবিদিতব্যভিচারাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে।৩১।

৩১। তাহারা (যমসকল) জাতি দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইলে সার্ব্বভৌম মহাব্রত হয়"। সূ (১)

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে জাত্যবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—মৎসবন্ধকের মৎস্যজাত্যবচ্ছিন্ন হিংসা, অন্যজাত্যবচ্ছিন্ন অহিংসা। দেশাবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—তীর্থে হনন করিব না ইত্যাদিরূপ। কালাবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—চতুর্দ্দশী বা পুণ্যাদিনে হনন করিব না ইত্যাদিরূপ। সেই অহিংসা জাত্যাদি ত্রিবিধবিষয়ে অবচ্ছিন্ন না হইলেও সময়াবচ্ছিন্ন হইতে পারে। সময়াবচ্ছিন্ন অহিংসা যথা—দেবব্রাহ্মণের জন্য হনন করিব, আর কিছুর জন্য নহে। অথবা ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধেতেই হিংসা (কর্ত্তব্য), অন্যত্র হিংসা না করা (অহিংসা)। এইরূপ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অহিংসা, সত্য প্রভৃতি সর্ব্বথা পরিপালন করা উচিত। সর্ব্ব ভূমিতে, সর্ব্ব বিষয়েতে, সর্ব্বথা ব্যভিচারশূন্য, সার্ব্বভৌম হইলে যম সকলকে মহাব্রত বলা যায়।

টীকা—৩১। (১) সকলপ্রকার ধর্ম্মাচরণকারী ব্যক্তি অহিংসাদির কিছু কিছু আচরণ করেন বটে, কিন্তু যোগীরা তাহাদের পরিপূর্ণরূপে আচরণ করেন। তাদৃশরূপে আচরিত যম সকল সার্ব্বভৌম হয় ও মহাব্রত নামে আখ্যাত হয়।

সময় অর্থে কর্ত্তব্যের নিয়ম। যেমন অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ের কার্য্য বলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা সময়বশে হিংসা। যোগীরা সর্ব্বথা ও সর্ব্বত্র হিংসাদি বর্জ্জন করেন। ভাষ্য সুগম।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥৩২॥

ভাষ্যম্—তত্র শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যং। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনং। সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাদধিকস্যানুপাদিৎসা। তপঃ দ্বন্দ্বসহনম্, দ্বন্দ্বশ্চ জিঘৎসা-পিপাসে, শীতোষ্ণে, কাষ্ঠমৌনাকারমৌনে চ ব্রতানি চৈব যথাযোগং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ-সান্তপনাদীনি। স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণং, "শয্যাসনস্থোহথ পথি ব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যমুক্তো(তৃপ্তো)হমৃতভোগভাগী"। যত্রেদমুক্তং "ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি। ৩২।

৩২। "শৌচ, সন্তোষ তপঃ, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বরপ্রণিধান নিয়ম"। সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহার মধ্যে, মৃজ্জলাদিজনিত ও মেধ্যাহার প্রভৃতি যে শৌচ, তাহা বাহ্য। আভ্যন্তর শৌচ চিত্ত-মল-ক্ষালন (১)। সন্তোষ (২) সন্নিহিত সাধনের (লব্ধপ্রাণযাত্রিকমাত্র-সাধনের) অধিক যে সাধন, তাহার গ্রহণেচ্ছাশূন্যতা। তপঃ (৩) দ্বন্দ্বসহন। দ্বন্দ্ব যথা—ক্ষুধা ও পিপাসা, শীত ও উষ্ণ, স্থান (স্থিরাবস্থান) ও আসন, কাষ্ঠমৌন ও আকারমৌন।

কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ, সান্তপন প্রভৃতি ব্রতসকলও তপঃ। স্বাধ্যায় (৪)—মোক্ষ শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা প্রণবজপ। ঈশ্বরপ্রণিধান (৫) - সেই পরম গুরু ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ, (যথা উক্ত হইয়াছে) "শয্যাতে বা আসনে স্থিত হইয়া অথবা পথে গমন করিতে করিতে আত্মস্থ, পরিক্ষীণবিতর্কজাল, যোগী সংসারবীজকে ক্ষীয়মাণ নিরীক্ষণ করত নিত্য তৃপ্ত ও অমৃতভোগভাগী হন"। এ বিষয়ে সূত্রকার বলিয়াছেন "তাহা (ঈশ্বরপ্রণিধান) হইতে প্রত্যক্‌চেতনাধিগম এবং অন্তরায় সকলের অভাব হয়। (১।২৯)

টীকা—৩২। (১) শৌচাচরণের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাদির সহায়তা হয়। পুতিযুক্ত জান্তব পদার্থের আঘ্রাণ হইতে অস্ফূর্ত্তিজনক (sedative) গুরুভাব হয়। তাহাতে লোকে উত্তেজনা চায় ও তদ্বশে উত্তেজক মদ্যাদি পান ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা করে। এই জন্য অশুচির চিত্ত মলিন ও শরীর যোগোপযোগী কর্ম্মণ্যতাশূন্য হয়। অতএব শরীর ও আবাস নির্ম্মল রাখা এবং মেধ্য আহার করা যোগীর বিধেয়। অমেধ্য আহারে শরীরাভ্যন্তরে অশুচি পদার্থ প্রবেশ করিয়া উপরোক্ত মলিন ভাব আনয়ন করে। পচা, দুর্গন্ধ, মাদক, অস্বাভাবিকরূপে কোন শরীরযন্ত্রের উত্তেজক, এরূপ দ্রব্য সকল অমেধ্য। তাহার সংসর্গ বা আহার অবিধেয়। মাদক সেবনে কখনও চিত্তস্থৈর্য্য হয় না। যোগে চিত্তকে স্ববশে আনিতে হয়। মাদকে উহা স্ববশ থাকে না বলিয়া উহা যোগের বিপক্ষ। চরকও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন—"প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়ো তথা মোক্ষে চ যৎ পরম্। মনঃ সমাধৌ তৎসর্ব্বমায়ত্তং সর্ব্বদেহিনাম্॥ মদ্যেন মনসশ্চায়ং সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্। শ্রেয়োভি র্বিপ্রযুজ্যন্তে মদান্ধা মদ্যলালসাঃ॥" ২৪ অঃ।

মদ, মান, অসূয়াদি চিত্ত মলের ক্ষালন করা আভ্যন্তরিক শৌচ।

৩২। (২) সন্তোষ। কোন ইষ্ট পদার্থ প্রাপ্ত হইলে যে তুষ্ট নিশ্চিন্তভাব আসে তাহা ভাবনা করিয়া সন্তোষকে আয়ত্ত করিতে হয়। পরে 'যাহা পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট'—এরূপ ভাবনা সহকারে উক্ত তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত ভাব ধ্যান করিতে হয়। ইহাই সন্তোষের সাধন। সন্তোষসম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে যে 'যেমন কণ্টকত্রাণের জন্য সমস্ত ক্ষিতিতল চর্ম্মাবৃত না করিয়া কেবল পাদুকা পরিলেই কণ্টক হইতে রক্ষা হয়,' সেইরূপ সমস্ত কাম্যবিষয় পাইয়া সুখী হইব এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় সুখ হয় না। কিন্তু সন্তোষের দ্বারাই হয়। যযাতি বলিয়াছিলেন "নজাতু কামকামানা মুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥" অন্যত্র—সর্ব্বত্র সম্পদ স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্। উপানদ্ গূঢ়পাদস্য ননু চর্ম্মাস্তৃতৈব ভূঃ॥

৩২। (৩) তপ। ২।৯ সূত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। কেবল কাম্য বিষয়ের জন্য তপস্যা করা যোগাঙ্গ নহে। শ্রুতি আছে "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিনঃ"। যাহারা অল্পমাত্র দুঃখে ব্যস্ত হয়, তাহাদের যোগ হইবার আশা নাই। তাই দুঃসহিষ্ণুতারূপ তপস্যার দ্বারা তিতিক্ষাসাধন কার্য্য। শরীর কষ্ট সহিষ্ণু হইলে এবং শারীরিক সুখাভাবে মন তত বিকৃত না হইলেই যোগ সাধনে উত্তম অধিকার হয়।

কাষ্ঠমৌন=বাক্য আকার ও ইঙ্গিত আদির দ্বারাও কিছু বিজ্ঞপ্তি না করা। আকার-মৌন=আকারাদির দ্বারা বিজ্ঞাপন করা, কিন্তু বাক্য না বলা। মৌনের দ্বারা বৃথা বাক্য, পরুষবাক্য, আদি না বলার সামর্থ্য জন্মে। সত্যেরও সহায়তা হয়। গালি সহন, অর্থিতাসঙ্কোচ প্রভৃতিও সিদ্ধ হয়।

ক্ষুৎপিপাসা সহন করিলে ক্ষুধাদির দ্বারা সহসা ধ্যানের ব্যাঘাত হয় না। আসনের দ্বারা শরীরের নিশ্চলতা হয়। কৃচ্ছ্রাদি ব্রতগণ পাপক্ষয়ের জন্য প্রয়োজন হইলেই কার্য্য, নচেৎ নহে।

৩২। (৪) স্বাধ্যায়ের দ্বারা বাক্য একতান হয়। তাহাতে একতানভাবে অর্থস্মরণের আনুকূল্য হয়। মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন হইতে বিষয়চিন্তা ক্ষীণ ও পরমার্থে রুচি বর্দ্ধিত হয়।

৩২। (৫) প্রশান্ত ঈশ্বরচিত্তে নিজের চিত্তকে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ আত্মাকে ঈশ্বরে ও ঈশ্বরকে নিজেতে ভাবিয়া সর্ব্ব অপরিহার্য্য চেষ্টা তাঁহার দ্বারাই যেন হইতেছে, প্রত্যেক কর্ম্মে এই-রূপ ভাবনা করা ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ। তাদৃশ নিশ্চিন্ত সাধক শয়নাসনাদি সর্ব্বকার্য্যে আপনাকে ঈশ্বরস্থ বা শান্তস্বরূপ জানিয়া করণবর্গের নিবৃত্তির অপেক্ষায় শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যান। চিদ্রূপেস্থিত ঈশ্বরকে আত্মমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে যোগীর প্রত্যেকচেতনাধিগম হয়। (ঈশ্বরপ্রণিধানের সূত্র দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া কোন কর্ম্ম করিলে তখন ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ হয় না। সম্পূর্ণ অভিমানপূর্ব্বকই তাহা হয়। 'আমি অকর্ত্তা' এরূপ ভাবিয়া ও হৃদয়ে বা অন্তর্বাহ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কোন কর্ম্ম করিলে এবং সেই কর্ম্মের ফল যোগ বা নিবৃত্তির দিকে যাউক এইরূপ চিন্তাসহ কর্ম্ম করিলে তবে সেই কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা হয়।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্। ৩৩।

ভাষ্যম্—যদাস্য ব্রাহ্মণস্য হিংসাদয়ো বিতর্কা জায়েরন্ হনিষ্যাম্যহমপকারিণম্ অনৃতমপি বক্ষ্যামি, দ্রব্যমপ্যস্য স্বীকরিষ্যামি, দারেষু চাস্য ব্যবায়ী ভবিষ্যামি, পরিগ্রহেষু চাস্য স্বামী ভবিষ্যামীতি। এবমুন্মার্গপ্রবণবিতর্কজ্বরেণাতিদীপ্তেন বাধ্যমানস্তৎপ্রতিপক্ষান্ ভাবয়েৎ, ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া শরণমুপাগতঃ সর্ব্বভূতাভয়প্রদানেন যোগধর্ম্মঃ, স খল্বহং ত্যক্ত্বা বিতর্কান্ পুনস্তানাদদানস্তুল্যঃ শ্ববৃত্তেন ইতি ভাবয়েৎ, যথা শ্বা বান্তাবলেহী তথা ত্যক্তস্য পুনরাদদান ইতি, এবমাদি সূত্রান্তরেষ্বপি যোজ্যম্। ৩৩।

ভাষ্যানুবাদ—৩৩। এই যমনিয়মসকলের "বিতর্কের দ্বারা বাধা হইলে, প্রতিপক্ষ ভাবনা করিবে" সূ। (১)

এই ব্রহ্মবিদের যখন হিংসাদি বিতর্কসকল জন্মায় যে—আমি অপকারীকে হনন করিব, অসত্য বাক্য বলিব, ইহার দ্রব্য গ্রহণ করিব, ইহার দারার সহিত ব্যভিচার করিব, এই সকল পরিগ্রহের স্বামী হইব, তখন এইরূপ উন্মার্গ-প্রবণ অতিদীপ্ত, বিতর্ক-জ্বরের দ্বারা বাধ্যমান হইলে তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনা করিবে—"ঘোর সংসারাঙ্গারে দহ্যমান আমি সর্ব্ব ভূতে অভয় প্রদান করিয়া যোগধর্ম্মের শরণ লইয়াছি। সেই আমি বিতর্ক সকল ত্যাগ করত পুনরায় গ্রহণ করিয়া কুক্কুরের ন্যায় আচরণ করিতেছি" ইহা চিন্তা করিবে। যেমন কুক্কুর বান্তাবলেহী অর্থাৎ বমিতান্নের ভক্ষক, সেইরূপ ত্যক্ত পদার্থের গ্রহণ। ইত্যাদি প্রকার (প্রতিপক্ষভাবন) সূত্রান্তরোক্ত সাধনেও প্রয়োক্তব্য।

টীকা—৩৩। (১) বিতর্ক—অহিংসাদি দশবিধ যম ও নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম। তাহারা যথা—হিংসা, অনৃত, স্তেয়, অব্রহ্মচর্য্য, পরিগ্রহ এবং অশৌচ, অসন্তোষ, অতিতিক্ষা, বৃথা বাক্য, হীন পুরুষের চরিত্রভাবনা বা অনীশ্বরগুণভাবনা।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতনুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্। ৩৪।

ভাষ্যম্।—তত্র হিংসা তাবৎ কৃতাকারিতাঽনুমোদিতেতি ত্রিধা, একৈকা পুনস্ত্রিধা, লোভেন মাংসচর্ম্মার্থেন, ক্রোধেন অপকৃতমনেনেতি, মোহেন ধর্ম্মো মে ভবিষ্যতীতি। লোভক্রোধমোহাঃ পুনস্ত্রিবিধাঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্রা ইতি, এবং সপ্তবিংশতিভেদা ভবন্তি হিংসায়াঃ, মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ পুনস্ত্রেধা, মৃদুমৃদুঃ, মধ্যমৃদুঃ, তীব্রমৃদুরিতি, তথা মৃদুমধ্যঃ, মধ্যমধ্য, তীব্রমধ্য ইতি, তথা মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্র, অধিমাত্র তীব্রঃ ইতি, এবমেকাশীতিভেদা হিংসা ভবতি। সা পুনর্নিয়মবিকল্পসমুচ্চয়ভেদাদসংখ্যেয়া প্রাণভৃদ্ভেদস্যাপরিসংখ্যেয়ত্বাদিতি। এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যম্। তে খল্বমী বিতর্কা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ দুঃখমজ্ঞানঞ্চানন্তফলং যেষামিতি প্রতিপক্ষভাবনম্, তথাচ হিংসকঃ প্রথমং তাবদ্ বধ্যস্য বীর্য্যমাক্ষিপতি, ততঃ শস্ত্রাদিনিপাতেন দুঃখয়তি, ততো জীবিতাদপি মোচয়তি, ততো বীর্য্যাক্ষেপাদস্য চেতনাচেতনমুপকরণং ক্ষীণবীর্য্যং ভবতি, দুঃখোৎপাদান্নরকতির্য্যক্প্রেতাদিষু দুঃখমনুভবতি জীবিতব্যপরোপণাৎ প্রতিক্ষণঞ্চ জীবিতাত্যয়ে বর্ত্তমানো মরণমিচ্ছন্নপি দুঃখবিপাকস্য নিয়তবিপাকবেদনীয়ত্বাৎ কথঞ্চিদেবোচ্ছ্বসিতি, যদি চ কথঞ্চিৎ পুণ্যাদপগতা (পুণ্যাবাপগতা ইতি পাঠান্তরম্) হিংসা ভবেৎ সুখপ্রাপ্তৌ ভবেদল্পায়ুরিতি, এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যং যথাসম্ভবম্। এবংবিতর্কাণাং চামুমেবানুগতং বিপাকমনিষ্টং ভাবয়ন্ন বিতর্কেষু মনঃ প্রণিদধীত। প্রতিপক্ষভাবনাদ্ হেতোর্হেয়া বিতর্কাঃ। ৩৪।

ভাষ্যানুবাদ।—৩৪। "হিংসা, অনৃত, স্তেয় প্রভৃতি বিতর্ক সকল কৃত, কারিত ও অনুমোদিত; ক্রোধ, লোভ ও মোহ-পূর্ব্বক আচরিত এবং মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র। তাহারা অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞানের কারণ। ইহাই প্রতিপক্ষভাবন"॥ (১) সূ

তাহার মধ্যে হিংসা কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই ত্রিধা। এই তিনের মধ্যে এক একটি আবার ত্রিবিধ। লোভপূর্ব্বক, যেমন মাংসচর্ম্ম-নিমিত্ত; ক্রোধপূর্ব্বক, যেমন "এ আমার অপকার করিয়াছে, অতএব হিংস্য"; এবং মোহপূর্ব্বক যেমন "হিংসা (পশুবলি) হইতে আমার ধর্ম্ম হইবে।" ক্রোধ, লোভ ও মোহ আবার ত্রিবিধ – মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র। এইরূপে হিংসা সপ্তবিংশতি প্রকার হয়। মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র পুনরায় ত্রিবিধ—মৃদু-মৃদু, মধ্য-মৃদু ও তীব্র-মৃদু, সেই রূপ মৃদুমধ্য, মধ্যমধ্য ও তীব্রমধ্য; সেই রূপ মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র; এইরূপে হিংসা একাশীতি প্রকার। সেই হিংসা আবার নিয়ম, বিকল্প ও সমুচ্চয় ভেদে অসংখ্য প্রকার। যেহেতু প্রাণিগণ অপরিসঙ্খ্যেয়। এই রূপ (বিভাগ-প্রণালী) অনৃত, স্তেয় প্রভৃতিতেও যোজ্য। "এই বিতর্ক সকল অনন্ত দুঃখাজ্ঞান-ফল" এই প্রকার ভাবনা প্রতিপক্ষ ভাবন অর্থাৎ "অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান, বিতর্কের ফল" এবম্বিধ (ভাবনাই) প্রতিপক্ষ ভাবনা। কিঞ্চ হিংসক প্রথমে বধ্যের বীর্য্য বিনষ্ট করে (বন্ধনাদিপূর্ব্বক); পরে শস্ত্রাদির আঘাতে দুঃখ প্রদান করে, পরে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করে। তাহার মধ্যে বধ্যের বীর্য্যাক্ষেপ করার জন্য হিংসকের চেতনাচেতন (ধন শরীরাদি) উপকরণ সকল ক্ষীণবীর্য্য (কার্য্যাক্ষম) হয়, দুঃখপ্রদানহেতু হিংসক নরক তীর্য্যক্ প্রেতাদি যোনিতে দুঃখানুভব করে; আর প্রাণ বিনাশ করার জন্য হিংসক প্রতিক্ষণ জীবন-নাশকর (মোহময় রুগ্নাবস্থায়) বর্ত্তমান থাকিয়া মরণ ইচ্ছা করিয়াও সেই দুঃখবিপাকের

নিয়ত-বিপাক-বেদনীয়ত্ব-হেতু (২) কোনরূপে কেবল জীবিত থাকে মাত্র। আর যদি কোনরূপ পুণ্যের দ্বারা হিংসা অপগত (৩) হয়, তাহা হইলে সুখপ্রাপ্তি হইলে অল্পায়ু হয়। (এই যুক্তি-প্রণালী) অনৃত স্তেয়াদিতেও যথাসম্ভব যোজ্য। এইরূপে বিতর্ক সকলের ঐ প্রকার অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট ফল চিন্তা করিয়া মনকে আর বিতর্কে নিবিষ্ট করিবে না। প্রতিপক্ষ-ভাবনারূপ হেতুর দ্বারা বিতর্কসকল হেয় (ত্যাজ্য)।

টীকা—৩৪। (১) কৃত=স্বয়ং কৃত। কারিত=কাহারও দ্বারা করান। অনুমোদিত হিংসাদির—অনুমোদন করা। স্বয়ং প্রাণীকে পীড়া দেওয়া কৃত হিংসা। মাংসাদি ক্রয় করা কারিত হিংসা। শত্রু, অপকারী, বা ভয়ঙ্কর কোন প্রাণীর পীড়াতে অনুমোদন করা অনুমোদিত হিংসা। যেমন "সাপ মারিয়াছ, উত্তম করিয়াছ" ইত্যাকার অনুমোদনা। এবম্বিধ হিংসাদি আবার ক্রোধপূর্ব্বক, লোভপূর্ব্বক বা মোহপূর্ব্বক (যেমন,—ভগবান্ পশুদেরকে মারিয়া খাইবার জন্য সৃজন করিয়াছেন, ইত্যাদ্যাকার মোহযুক্ত সিদ্ধান্তপূর্ব্বক)।

কৃত, কারিত, অনুমোদিত এবং ক্রোধ, লোভ ও মোহ-পূর্ব্বক আচরিত হিংসাদি বিতর্কসকল আবার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র (প্রবল) হয়। এইরূপে হিংসাদি বিতর্ক প্রত্যেকে একাশীতি প্রকার হয়।

ফলত সর্ব্বথা অণুমাত্রও হিংসাদি দোষ না ঘটে তাহা যোগিগণের কর্ত্তব্য। তবেই বিশুদ্ধ যোগধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হয়।

৩৪। (২) নিয়তবিপাকত্বহেতু=অর্থাৎ সেই দুঃখ যে হিংসাকর্ম্মের ফল সেই কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ফলবৎ হইবে বা হইয়াছে বলিয়া। সেই দুঃখকর কর্ম্মের ফল যাবৎ শেষ না হয়, তাবৎ জীবন শেষ হয় না।

৩৪। (৩) "পুণ্যাদপগতা" এবং "পুণ্যাবাপগতা" এই দ্বিবিধ পাঠ আছে। পুণ্যাবাপগতা অর্থে প্রবল পুণ্যের সহিত আবাপগত বা ফলীভূত। তাহাতে হিংসার ফল সম্যক্ বিকসিত হয় না কিন্তু প্রাণী তদ্দ্বারা অল্পায়ু হয়।

ভাষ্যম্।—যদাস্য স্যুরপ্রসবধর্ম্মাণস্তদা তৎকৃতমৈশ্বর্য্যং যোগিনঃ সিদ্ধিসূচকং ভবতি, তদ্যথা—

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ। ৩৫।

সর্ব্বপ্রাণিনাং ভবতি। ৩৫।

ভাষ্যানুবাদ। ৩৫। যখন (প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা) যোগীর হিংসাদি বিতর্কসকল অপ্রসবধর্ম্ম (১) অর্থাৎ দগ্ধ-বীজকল্প হয়, তখন তজ্জনিত ঐশ্বর্য্য যোগীর সিদ্ধিসূচক হয়, তাহা যথা 'অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎসন্নিধিতে সর্ব্ব প্রাণী নির্বৈর হয়॥ সূ

টীকা।—৩৫। (১) যম ও নিয়ম-সকল সমাধি বা তাহার কাছাকাছি ধ্যানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর-প্রণিধানের প্রতিষ্ঠা ও সমাধি সহজন্মা। হিংসাদি বিতর্কও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে ধ্যানবলেই লক্ষ্য হয়, এবং ধ্যানবলেই চিত্ত হইতে তাহারা বিদূরিত হয়। উচ্চ ধ্যানই যমনিয়মের প্রতিষ্ঠার হেতু।

অনেকে মনে করেন আগে যম, পরে নিয়ম, ইত্যাদি ক্রমে যোগ সাধন করিতে হয়। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারানুকূল ধারণা প্রথমেই অভ্যাস করিতে হয়, ধারণা পুষ্ট হইয়া ধ্যান হয় ও পরে ধ্যানই সমাধি হয়। সেই সঙ্গে যম নিয়ম আদি প্রতিষ্ঠিত ও আসন আদি সিদ্ধ হইতে থাকে।

প্রতিষ্ঠা অর্থে অপ্রসবধর্ম্মত্ব। যখন হিংসাদি বিতর্ক চিত্তে স্বত বা কোন উদ্বোধক হেতুতে আর উঠে না তখনই অহিংসাদিরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যায়।

মেস্‌মেরিজ্‌ম বিদ্যায় ইচ্ছাশক্তির সামান্য উৎকর্ষ করিয়া মনুষ্যপশ্বাদিকে বশীকৃত করা যায়। যে যোগীর ইচ্ছাশক্তি এত উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা প্রকৃতি হইতে একেবারে হিংসাকে বিদূরিত করিয়াছেন, তাঁহার সন্নিধিতে যে প্রাণীরা তাঁহার মনোভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া হিংসা ত্যাগ করিবে তাহাতে সংশয় হইতে পারে না।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্। ৩৬।

ভাষ্যম্।—ধার্ম্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্ম্মিকঃ, স্বর্গং প্রাপ্নুহীতি স্বর্গং প্রাপ্নোতি অমোঘাঽস্য বাগ্‌ভবতি। ৩৬।

ভাষ্যানুবাদ।—৩৬। "সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে (১) বাক্য ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বগুণযুক্ত হয়।" সূ

ধার্ম্মিক হও বলিলে ধার্ম্মিক হয়, "স্বর্গপ্রাপ্ত হও" বলিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। সত্যপ্রতিষ্ঠের বাক্য অমোঘ হয়।

টীকা।—৩৬। (১) সত্য-প্রতিষ্ঠাজনিত ফলও ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা হয়। যাঁহার বাক্য ও মন সদাই যথার্থবিষয়ক—প্রাণ রক্ষার্থেও যাঁহার অযথার্থ বলিবার চিন্তা আসে না—তাঁহার বাক্যবাহিত ইচ্ছা-শক্তি যে অমোঘ হইবে, তাহা নিশ্চয়। Hypnotic suggestion দ্বারা রোগ, মিথ্যাবাদিত্ব, ভয়শীলতা প্রভৃতি দূর হয়। আমরাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তৎক্ষেত্রে যেমন বশ্য ব্যক্তির মনে অচল বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া তাহার রোগাদি দূর হয়, সেইরূপ পরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত-ইচ্ছা-শক্তি যোগীর মনে উৎপন্ন হইয়া, সরল অরুদ্ধ নলে জলপ্রবাহের ন্যায়, সরল সত্য বাক্যের দ্বারা বাহিত হইয়া শ্রোতার হৃদয়ে আধিপত্য করে। তাহাতে শ্রোতার সেই বাক্যানুরূপ ভাব প্রবল হয় ও তদ্বিরুদ্ধ ভাব অপ্রবল হয়। এইরূপে 'ধার্ম্মিক হও' বলিলে ধার্ম্মিক প্রকৃতির অপূরণ হইয়া শ্রোতা ধার্ম্মিক হয়। 'জল মাটি হউক' এরূপ বাক্য সত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং সত্যপ্রতিষ্ঠ যোগী ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যর্থ সংকল্প করেন না। যাহারা বাক্যার্থ বুঝে তাদৃশ প্রাণীর উপরই সত্যপ্রতিষ্ঠা-জনিত শক্তি কার্য্য করে।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্। ৩৭।

ভাষ্যম্।—সর্ব্বদিক্‌স্থান্যস্যোপতিষ্ঠন্তে রত্নানি। ৩৭।

ভাষ্যানুবাদ—৩৭। "অস্তেয়প্রতিষ্ঠা হইলে সর্ব্ব রত্ন উপস্থিত হয়।" সূ

সর্ব্বদিক্‌স্থিত রত্ন সকল উপস্থিত। (১)

টীকা—৩৭। (১) অস্তেয়-প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাধকের এরূপ নিস্পৃহ ভাব মুখাদি হইতে বিকীর্ণ হয়, যে তাঁহাকে দেখিলেই প্রাণীরা তাঁহাকে অতিমাত্র বিশ্বাস্য মনে করে ও তজ্জন্য তাঁহাকে দাতারা স্ব স্ব উত্তমোত্তম বস্তু উপহার দিতে পারিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। এইরূপে যোগীর নিকট (যোগী নানা দিকে ভ্রমণ করিলে) নানাদিক্‌স্থ রত্ন (উত্তম উত্তম দ্রব্য) উপস্থিত হয়। যোগীর প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরম আশ্বাসস্থল জ্ঞানে চেতন রত্ন সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু অচেতন রত্ন সকল দাতাদের দ্বারাই উপস্থাপিত হয়।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। ৩৮।

ভাষ্যম্—যস্য লাভাদপ্রতিঘান্ গুণানুৎকর্ষয়তি সিদ্ধশ্চ বিনেয়েষু জ্ঞানমাধাতুং সমর্থো ভবতীতি। ৩৮

ভাষ্যানুবাদ—৩৮। "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্যলাভ হয়।" সূ

যাহার লাভে অপ্রতিঘ গুণসকল (১) অর্থাৎ অণিমাদি, উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। আর সিদ্ধ (উহাদি-সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) শিষ্য-হৃদয়ে জ্ঞান আহিত করিতে সমর্থ হয়েন।

টীকা—৩৮। (১) অপ্রতিঘ গুণ=প্রতিঘাতশূন্য বা ব্যহতিশূন্য জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তি, অর্থাৎ অণিমাদি। অব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা শরীরের স্নায়ু আদি সমস্তের সারহানি হয়। বৃক্ষাদিরাও ফলিত হইবার পর নিস্তেজ হয় দেখা যায়। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা সারহানি রুদ্ধ হওয়াতে বীর্য্যলাভ হয়। তদ্দ্বারা ক্রমশ অপ্রতিঘ গুণের উপচয় হয়। আর জ্ঞানাদি লাভে সিদ্ধ হইয়া সেই জ্ঞান শিষ্যের হৃদয়ে আহিত করিবার সামর্থ্য হয়। অব্রহ্মচারীর জ্ঞানোপদেশ শিষ্যের হৃদয়ে আহিত হয় না, দুর্ব্বল ধানুষ্কের শরের ন্যায় চর্ম্ম মাত্র বিদ্ধ করে।

মাত্র ইন্দ্রিয়কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া আহার নিদ্রাদি পরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করিলে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে যে, দেহীদের দেহবীজ উৎপন্ন হয়, তাহা ধৃতি-সঙ্কল্প, আহারনিদ্রাদির সংযম ও কাম্য-বিষয়ক সংকল্প ত্যাগের দ্বারা রুদ্ধ করিলে; তবে ব্রহ্মচর্য্য সাধিত ও সিদ্ধ হয়।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ। ৩৯।

ভাষ্যম্—অস্য ভবতি, কোহহমাসং, কথমহমাসং, কিংস্বিদিদং কথংস্বিদিদং, কে বা ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি, এবমস্য পূর্ব্বান্তপরান্তমধ্যেষ্বাত্মভাবজিজ্ঞাসা স্বরূপেণোপাবর্ত্ততে। এতা যমস্থৈর্য্যে সিদ্ধয়ঃ। ৩৯।

ভাষ্যানুবাদ—৩৯। অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তার জ্ঞান হয়। সূ

যোগীর প্রাদুর্ভূত হয় (১)। আমি কে ছিলাম ও কি ছিলাম? এই শরীর কি? কি রূপেই বা ইহা হইল? ভবিষ্যতে কি হইব? কি রূপেই বা হইব? (ইহার নাম জন্ম-কথন্তা)। যোগীর এইরূপ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আত্মভাবজিজ্ঞাসা যথাস্বরূপে জ্ঞান-গোচর হয়। পূর্ব্বলিখিত সিদ্ধিসকল যমস্থৈর্য্যে প্রাদুর্ভূত হয়।

টীকা—৩৯। (১) শরীরের ভোগ্যবিষয়ে অপরিগ্রহের দ্বারা তুচ্ছতা জ্ঞান হইলে, শরীরও পরিগ্রহস্বরূপ বলিয়া খ্যাতি হয়। তাহাতে বিষয় এবং শরীর হইতে মনের আলগা-ভাব হয়। সেই ভাবালম্বনপূর্ব্বক ধ্যান হইতে জন্মকথন্তাসংবোধ হয়। বর্ত্তমানে শরীর ও বিষয়ের সহিত ঘনিষ্টতাজনিত মোহই পূর্ব্বাপর জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। শরীরকে সম্যক্ স্থির ও নিশ্চেষ্ট করিলে যেমন শরীর-নিরপেক্ষ দূরদর্শনাদি-জ্ঞান হয়, সভোগ্য শরীরও সেইরূপ 'পরিগ্রহ-'মাত্র' এরূপ খ্যাতি হইলে নিজের পৃথক্ত্ব বোধ হওয়াতে এবং শারীরমোহের উপরে উঠাতে জন্মকথন্তার জ্ঞান হয়।

ভাষ্যম্—নিয়মেষু বক্ষ্যামঃ—

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ। ৪০।

স্বাঙ্গে জুগুপ্সায়াং শৌচমারভমাণঃ কায়াবদ্যদর্শী কায়ানভিস্বঙ্গী যতির্ভবতি। কিঞ্চ পরৈরসংসর্গঃ কায়স্বভাবাবলোকী স্বমপি কায়ং জিহাসুর্মৃজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন্নপি কায়শুদ্ধিম-পশ্যন্ কথং পরকায়ৈরত্যন্তমেবাপ্রয়তৈঃ সংসৃজ্যেত। ৪০।

ভাষ্যানুবাদ—৪০। "নিয়মের সিদ্ধি সকল বলিব—"শৌচ হইতে নিজ শরীরে জুগুপ্সা বা ঘৃণা এবং পরের সহিত অসংসর্গ (বৃত্তি সিদ্ধ হয়)" ॥ সূ

নিজ শরীরে জুগুপ্সা বা ঘৃণা হইলে শৌচাচরণশীল যতি কায়দোষদর্শী এবং শরীরে প্রীতি-শূন্য হন। কিঞ্চ পরের সহিত সংসর্গে অনিচ্ছা হয়, (যেহেতু) কায়স্বভাবাবলোকী, স্বকীয় শরীরে হেয়তাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি নিজ কায়কে মৃজ্জলাদির দ্বারা ক্ষালন করিয়াও যখন শুদ্ধি দেখিতে পান না, তখন অত্যন্তমলিন পরকায়ের সহিত কি রূপে সংসর্গ করিবেন। (১)

টীকা—৪০। স্বশরীর শোধন করিতে করিতে শরীরে জুগুপ্সা ও পরের শরীরের সহিত সংসর্গে অরুচি হয়। পশুগণ খাইতে যাওয়ার অভিনয় করিয়া ও চাটিয়া ভালবাসা প্রকাশ করে। মনুষ্যও পুত্রাদিকে চুম্বনাদি করিয়া খাওয়ার অভিনয়রূপ পাশব ভাব প্রকাশ করিয়া ভালবাসা জানায়। শৌচের দ্বারা তাদৃশ পাশব ভালবাসা দূর হয়। মৈত্রী, করুণাদি যোগীর ভালবাসা। তাহা ইন্দ্রিয়স্পৃহা (sensuality)-শূন্য। স্ত্রী-পুত্রাদির আসঙ্গলিপ্সা শৌচ-প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম্যক্ বিদূরিত হয়।

কিঞ্চ—

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ। ৪১।

ভাষ্যম্। ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। শুচেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, ততঃ সৌমনস্যং, তত ঐকাগ্র্যং, তত ইন্দ্রিয়জয়ঃ, ততশ্চাত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসত্ত্বস্য ভবতি, ইত্যেতচ্ছৌচ-স্থৈর্য্যাদধিগম্যত ইতি। ৪১।

ভাষ্যানুবাদ। ৪১। কিঞ্চ "সত্ত্বশুদ্ধি, সৌমনস্য, ঐকাগ্র্য, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যত্ব" (সূ) হয়।

শুচির সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা হয়, তাহা (সত্ত্বশুদ্ধি) হইতে সৌমনস্য অর্থাৎ মানসিক প্রীতি বা স্বত আনন্দ লাভ হয়। সৌমনস্য হইতে ঐকাগ্র্য হয়; ঐকাগ্র্য হইতে ইন্দ্রিয়জয় হয়; ইন্দ্রিয়জয় হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আত্মদর্শনক্ষমতা হয় (১)। এই সকল শৌচস্থৈর্য্য হইলে লাভ হয়।

টীকা—৪১। (১) মদ-মান আসঙ্গলিপ্সাদি দোষ যখন মন হইলে সম্যক্ বিদূরিত হয় সুতরাং মনে শুচিতা বা স্ব ও পরশরীরে জুগুপ্সাবশতঃ শরীর হইতে বিবিক্ত, অতএব শারীর ভাবের দ্বারা অকলুষিত অবস্থাই আভ্যন্তর শৌচ। আভ্যন্তরিক শৌচ হইতে চিত্তের শুদ্ধি বা মদমানাদি দূষিত বিক্ষেপমলের অল্পতা হয়। তাহা হইতে চিত্তের সৌমনস্য বা আনন্দভাব হয় (শরীরেও সাত্ত্বিক স্বাচ্ছন্দ্য হয়)। সৌমনস্য ব্যতীত একাগ্রতা সম্ভব নহে। একাগ্রতা ব্যতীত ইন্দ্রিয়াতীত আত্মার দর্শনও সম্ভব নহে।

সন্তোষাদনুত্তম-সুখলাভঃ। ৪২।

ভাষ্যম্—তথাচোক্তং "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্" ইতি। ৪২।

৪২। "সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখের লাভ হয়"। সূ

ভাষ্যানুবাদ—৪২। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে "ইহ লোকে যে কাম্য বস্তুর উপভোগ জনিত সুখ, অথবা স্বর্গীয় যে মহৎ সুখ; তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের তাহা ষোড়শাংশের একাংশও নহে"।

———

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ। ৪৩।

ভাষ্যম্—নির্বর্ত্ত্যমানমেব তপো হিনস্ত্যশুদ্ধ্যাবরণমলং, তদাবরণমলাপগমাৎ কায়সিদ্ধিঃ অণিমাদ্যা, তথেন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাচ্ছ্রবণদর্শনাদ্যেতি। ৪৩।

ভাষ্যানুবাদ—৪৩। তপ হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় হওয়াতে কায়েন্দ্রিয়-সিদ্ধি হয়। সূ

তপ সম্পদ্যমান হইলে অশুদ্ধ্যাবরণ মল নাশ করে। সেই আবরণ মল অপগত হইলে কায়-সিদ্ধি অণিমাদি, তথা ইন্দ্রিয়সিদ্ধি (দূর হইতে শ্রবণদর্শনাদি) উৎপন্ন হয়। (১)

টীকা—৫৩। (১) প্রাণায়ামাদি তপস্যার দ্বারা শরীরের বশাপন্ন হওয়া-রূপ অশুদ্ধি প্রধানত দূর হয়। শরীরের বশীভাব দূর হওয়াতে (ক্ষুৎপিপাসা, স্থানাসন, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কায়ধর্ম্মের দ্বারা অনভিভূত হওয়াতে) তজ্জনিত আবরণ মলও দূর হয়। তখন শরীরনিরপেক্ষ চিত্ত অব্যাহত ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কায়সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। যোগাঙ্গ তপস্যাকে যোগীরা সিদ্ধির দিকে প্রয়োগ করেন না, কিন্তু পরমার্থের দিকেই প্রয়োগ করেন।

বিনিদ্রতা, নিশ্চলস্থিতি, নিরাহার, প্রাণরোধ প্রভৃতি তপস্যা মানুষপ্রকৃতির বিরুদ্ধ ও দৈব সিদ্ধপ্রকৃতির অনুকূল সুতরাং উহাতে কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি আনয়ন করে। আর তজ্জন্য ঐরূপ তপস্যাহীন, কেবল বিবেক বৈরাগ্যের অভ্যাসশীল জ্ঞানযোগীদের সিদ্ধি নাও আসিতে পারে। অবশ্য বিবেকসিদ্ধ হইলে সমাধিও সিদ্ধ হয়, তখন ইচ্ছা করিলে তাদৃশ যোগীর বিবেকজজ্ঞান (৩৫২ দ্রষ্টব্য) নামক সিদ্ধি আসিতে পারে, কিন্তু বিবেকী যোগীর তাদৃশ ইচ্ছা হওয়ার তত সম্ভাবনা নাই। এইজন্য তাদৃশ জ্ঞানযোগীদের কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি না হইয়াও কৈবল্য সিদ্ধ হয়। ৩৫৬ (১) দ্রষ্টব্য।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ। ৪৪।

ভাষ্যম্। দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্য্যে চাস্য বর্ত্তন্তে ইতি। ৪৪

৪৪। স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবতার সহিত মিলন হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ। দেব, ঋষি, ও সিদ্ধগণ স্বাধ্যায়শীল যোগীর দৃষ্টিগোচর হন, এবং তাঁহাদের দ্বারা যোগীর কার্য্যও সিদ্ধ হয়।

টীকা—৪৪। (১) সাধারণ অবস্থায় জপ করিতে গেলে অর্থভাবনা ঠিক থাকে না। জাপক হয়ত নিরর্থক বাক্য উচ্চারণ করে, আর মন বিষয়ান্তরে বিচরণ করে। স্বাধ্যায়স্থৈর্য্য হইলে দীর্ঘকাল মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ ভাবনা অবিচ্ছেদে উদিত থাকে। তাদৃশ প্রবল ইচ্ছা সহকারে দেবাদিকে ডাকিলে যে তাঁহারা দর্শন দিবেন, তাহা নিশ্চয়। একক্ষণে হয়ত খুব কাতর ভাবে ইষ্টদেবকে ডাকিলে, কিন্তু পরক্ষণে হয়ত তাঁহার নাম মুখে রহিল, কিন্তু মন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল, এরূপ ডাকায় বিশেষ ফল হয় না।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ । ৪৫ ।

ভাষ্যম্—ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধির্যয়া সর্ব্বমীপ্সিতং অবিতথং জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালান্তরে চ, ততোঽস্য প্রজ্ঞা যথাভূতং প্রজানাতীতি । ৪৫ ।

৪৫ । ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধ হয় । সূ

ভাষ্যানুবাদ—ঈশ্বরে সর্ব্বভাবার্পিত যোগীর সমাধিসিদ্ধি হয় (১)। যে সমাধিসিদ্ধির দ্বারা সমস্ত অভীপ্সিত বিষয়, যাহা দেহান্তরে, দেশান্তরে বা কালান্তরে ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা যোগী যথাতথরূপে জানিতে পারেন। সেই হেতু তাঁহার প্রজ্ঞা যথাভূত বিষয় বিজ্ঞাত হয়।

টীকা—৪৫। (১) অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান নিয়মরূপে আচরিত হইলে তদ্দ্বারা সুখে সমাধি সিদ্ধি হয়। অন্যান্য যমনিয়ম অন্য প্রকারে সমাধির সহায় হয় ; কিন্তু ঈশ্বর প্রণিধান সাক্ষাৎ সমাধির সহায় হয়। কারণ, তাহা সমাধির অনুকূল ভাবনাস্বরূপ। সেই ভাবনা প্রগাঢ় হইয়া শরীরকে নিশ্চল (আসন) ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়বিরত (প্রত্যাহৃত) করিয়া ধারণা ও ধ্যানরূপে পরিপক্ক হওত শেষে সমাধিতে পরিণত হয়। ঈশ্বরে সর্ব্বভাবার্পণ অর্থে ভাবনার দ্বারা ঈশ্বরে নিজেকে ডুবাইয়া রাখা।

অজ্ঞ লোকে শঙ্কা করে, যদি ঈশ্বরপ্রণিধানই সমাধিসিদ্ধির হেতু, তবে অন্য যোগাঙ্গ বৃথা। ইহা নিঃসার। অযত-অনিয়ত হওত দৌড়িয়া বেড়াইলে বা বিষয়জ্ঞানজনিত বিক্ষেপকালে সমাধি হয় না। সমাধি অর্থেই ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থা ; ধ্যানও পুনশ্চ ধারণার একতানতা। সমাধিসিদ্ধি বলাতেই সমস্ত যোগাঙ্গ বলা হইল। তবে অন্য ধ্যেয় গ্রহণ না করিয়া প্রথম হইতেই সাধক যদি ঈশ্বরপ্রণিধান-পরায়ণ হন, তবে সহজে সমাধিসিদ্ধি হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। সমাধিসিদ্ধি হইলে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগক্রমে কৈবল্য লাভ হয়, তাহা ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যম্।—উক্তাঃ সহ সিদ্ধিভির্যমনিয়মা আসনাদীনি বক্ষ্যামঃ। তত্র—

স্থিরসুখমাসনম্ । ৪৬ ।

তদ্যথা পদ্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং, দণ্ডাসনং, সোপাশ্রয়ং, পর্য্যঙ্কং, ক্রৌঞ্চনিষদনং, হস্তিনিষদনং, উষ্ট্রনিষদনং, সমসংস্থানং স্থিরসুখং, যথাসুখঞ্চ ইত্যেবমাদীতি ।৪৬।

ভাষ্যানুবাদ।—৪৬। সিদ্ধির সহিত যমনিয়ম উক্ত হইল (অতঃপর) আসনাদি বলিব। "নিশ্চল ও সুখাবহ (উপবেশনই) আসন"। সূ

তাহা যথা (১ পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়, পর্য্যঙ্ক ; ক্রৌঞ্চ-নিষদন, হস্তি নিষদন, উষ্ট্র নিষদন, সমসংস্থান, স্থির-সুখ অর্থাৎ যথাসুখ ইত্যাদি প্রকার আসন।

টীকা—৪৬। (১) পদ্মাসন প্রসিদ্ধ। তাহা বামোরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ রাখিয়া পৃষ্ঠবংশকে সরল ভাবে রাখিয়া উপবেশন। বীরাসন অর্দ্ধেক পদ্মাসন ; অর্থাৎ তাহাতে এক চরণ উরুর উপর থাকে আর এক চরণ অন্য উরুর নীচে থাকে। ভদ্রাসনে পাদতলদ্বয় বৃষণের সমীপে যোড় করিয়া রাখিয়া তাহার উপর দুই করতল সম্পুটিত করিয়া রাখিতে হয়। স্বস্তিক আসনে এক এক পায়ের পাতা অন্যদিকের উরু ও জানুর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া সরলভাবে উপবেশন করিতে হয়। দণ্ডাসনে পা মেলিয়া বসিয়া পায়ের গোড়ালি

ও অঙ্গুলি যুড়িয়া রাখিতে হয়। সোপাশ্রয় যোগপট্টক সহযোগে উপবেশন। যোগপট্টক—পৃষ্ঠ ও জানুবেষ্টনকারী বলয়াকৃতি দৃঢ় বস্ত্র। পর্য্যঙ্ক আসনে জানু ও বাহু প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে হয়, ইহাকে শবাসনও বলে।

ক্রৌঞ্চ-নিষদন আদি সেই সেই জন্তুর নিষণ্ণভাব দেখিয়া অবগম্য। দুই পায়ের পাঞ্চি ও পাদাগ্রকে আকুঞ্চন করিয়া পরস্পর সম্পীড়ন পূর্ব্বক উপবেশনকে সমসংস্থান বলে।

---

১৪৭ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি—বলে। ইহার পর—

বলে। সর্ব্বপ্রকার আসনেই পৃষ্ঠবংশকে সরল রাখিতে হয়। শ্রুতিও বলেন "ত্রিরুন্নতং সমং স্থাপ্য শরীরং" অর্থাৎ বক্ষ গ্রীবা ও শির উন্নত রাখিতে হয়। কিঞ্চ আসন স্থির ও সুখাবহ হওয়া চাই। যাহাতে কোন প্রকার পীড়া বোধ হইতে থাকে বা শরীরে অস্থৈর্য্যের সম্ভাবনা থাকে তাহা যোগাঙ্গ আসন নহে।

কম্পনরূপ সমাধির অন্তরায়) হয়-না; অথবা অনন্তে সমাপন্ন চিত্ত, আসন-সিদ্ধিকে নির্ব্বর্ত্তিত করে। (১)

টীকা—৪৭। (১) আসনের সিদ্ধি অর্থাৎ শরীরের সম্যক্ স্থিরতা সুখাবহতা প্রযত্ন শৈথিল্য ও অনন্ত সমাপত্তির দ্বারা হয়। প্রযত্নশৈথিল্য অর্থে মড়ার ন্যায় গাছাড়া ভাব। আসন করিয়া গা (হাত পা) ছাড়িয়া দিবে অথচ যেন শরীর কিছু বক্র না হয়। এইরূপ করিলে স্থৈর্য্য হয় এবং পীড়াবোধ হ্রাস হইয়া আসনজয় হয়। চিত্তকেও অনন্তে বা চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী শূন্যবদ্ভাবে সমাপন্ন করিলে আসন সিদ্ধ হয়। প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট না করিলে আসন সিদ্ধ হয় না। কিছুক্ষণ আসন করিলে শরীরের নানাস্থানে পীড়া বোধ হইবে। তাহা প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্তশূন্যবৎ ধ্যান (শরীরকেও শূন্যবৎ ভাবনা) করিলে তবে আসন জয় হয়। সর্ব্বদাই শরীরকে স্থির প্রযত্নশূন্য রাখিতে অভ্যাস করিলে আসনের সহায়তা হয়। স্থির হইয়া আসন করিতে করিতে বোধ হইবে যেন শরীর ভূমির সহিত জমিয়া এক হইয়া গিয়াছে। আরও স্থৈর্য্য হইলে শরীর আছে বলিয়া বোধ হয় না। 'আমার শরীর শূন্যবৎ হইয়া অনন্ত আকাশে মিলাইয়াছে, আমি ব্যাপী আকাশবৎ' ইত্যাকার ভাবনা অনন্ত-সমাপত্তি।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ। ৪৮।

ভাষ্যম্—শীতোষ্ণাদিভির্দ্বন্দ্বৈরাসনজয়ান্নাভিভূয়তে। ৪৮।

ভাষ্যানুবাদ—৮। আসন জয় হইলে শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা (সাধক) অভিভূত হয়েন না॥ (১)

টীকা—৪৮। (১) শীত উষ্ণ ক্ষুধা ও পিপাসার দ্বারা আসনজয়ী যোগী অভিভূত হন না। আসনস্থৈর্য্যহেতু শরীর শূন্যবৎ হইলে বোধশূন্যতা (anaesthesis) হয়, তাহাতে শীতোষ্ণ লক্ষ্য হয় না। ক্ষুধা ও পিপাসার স্থানেও ঐরূপ স্থৈর্য্য ভাবনা প্রয়োগ করিলে তাহাও বোধশূন্য হয়। বস্তুত পীড়া এক প্রকার চাঞ্চল্য, স্থৈর্য্যের দ্বারা চাঞ্চল্য অভিভূত হয়।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। ৪৯।

ভাষ্যম্—সত্যাসনজয়ে বাহ্যস্য বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কৌষ্ঠ্যস্য বায়োঃ নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ। ৪৯।

ভাষ্যানুবাদ—৪৯। "তাহা (আসন জয়) হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিচ্ছেদ প্রাণায়াম" (সূ)॥

আসন জয় হইলে শ্বাস বা বাহ্য বায়ুর আচমন এবং প্রশ্বাস কৌষ্ঠ্য বা বায়ুর নিঃসারণ, এতদুভয়ের যে গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ উভয়াভাব তাহা (একটি) প্রাণায়াম। (১)

টীকা—৪৯। (১) হঠযোগ আদিতে যে রেচক, পূরক ও কুম্ভক উক্ত হয়, যোগের এই প্রাণায়াম ঠিক্ তাহা নহে। ব্যাখ্যাকারগণ সেই অপ্রাচীন রেচকাদির সহিত মিলাইতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সমীচীন নহে।

শ্বাস লইয়া পরে প্রশ্বাস না ফেলিয়া থাকিলে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহা একটি প্রাণায়াম। সেইরূপ প্রশ্বাস ফেলিয়া (বায়ু রেচন করিয়া) শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ করিলে তাহাও একটি প্রাণায়াম হয়; পূরকান্ত বা রেচকান্ত যে প্রকারের হউক, গতিবিচ্ছেদ করাই একটি প্রাণায়াম।

পরম্পরাক্রমে এইরূপ এক একটি প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণাভ্যাং ইত্যাদি সূত্রে রেচকান্ত প্রাণায়ামের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

আসন সিদ্ধ হইলে তবে প্রাণায়াম হয়। সম্যক্ আসন জয় না হইলেও আসনকালীন শারীরিক স্থৈর্য্য এবং মানসিক শূন্যবৎ ভাবনা কি অন্য কোন সমাপন্ন ভাব অনুভূত হইলে, তৎপূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করা যাইতে পারে। অস্থির চিত্তে প্রাণায়াম করিলে তাহা যোগাঙ্গ হয় না। প্রত্যেক প্রাণায়ামে শ্বাস-প্রশ্বাসের যেরূপ গতিবিচ্ছেদ হয়, সেইরূপ শরীরের স্পন্দন-হীনতা ও মনের একবিষয়তা রক্ষিত না হইলে তাহা সমাধির অঙ্গভূত প্রাণায়াম হয় না। তজ্জন্য প্রথমে আসনের সহিত একাগ্রতা অভ্যাস করা আবশ্যক। ঈশ্বরভাব, শরীর ও মনের শূন্যবৎ ভাব, আধ্যাত্মিক মর্ম্ম স্থানে জ্যোতির্ম্ময় ভাব প্রভৃতি কোন এক ভাবে একাগ্রতা অভ্যাস করিয়া, পরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত সেই একাগ্রতার মিলন অভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ প্রতিশ্বাসে ও প্রশ্বাসে সেই একাগ্রভাব যেন উদিত থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসই যেন সেই একাগ্রভাবকে উদয় করার কারণ, এরূপে শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত স্থৈর্য্যের মিলন অভ্যাস করিতে হয়। তাহা অভ্যস্থ হইলে তবে গতিবিচ্ছেদ অভ্যাস করিতে হয়। গতিবিচ্ছেদকালেও সেই একাগ্রভাবকে অচল রাখিতে হয়। যে প্রযত্নে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ করিয়া থাকা যায় সেই প্রযত্নেই "চিত্তের সেই স্থির একাগ্র ভাব যেন ধরিয়া রাখিতেছি" এইরূপ ভাবনায় তাহা (চিত্তস্থৈর্য্য) অচল রাখিতে হয়। অথবা যেন আভ্যন্তরিক দৃঢ় আলিঙ্গনে শ্বাসরোধপ্রযত্নের দ্বারাই ধ্যেয় বিষয়কে ধরিয়া রাখিয়াছি, এরূপ ভাবনা করিতে হয়। যাবৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ থাকে, তাবৎকাল এইরূপ চিত্তেরও গতিবিচ্ছেদ থাকিলে, তবেই তাহা যথার্থ একটি প্রাণায়াম হইল। পরম্পরা-ক্রমে তাহারই সাধন করিয়া ধারণাদির অভ্যাস করিতে হয়। তবে সমাধিতে শ্বাসপ্রশ্বাস সূক্ষ্মীভূত হইয়া অলক্ষ্য হয় অথবা সম্যক্ রুদ্ধ হয়।

সূত্রের অর্থ এই—বায়ুর শ্বাসরূপ যে আভ্যন্তরিক গতি এবং প্রশ্বাসরূপ যে বহির্গতি, তাহার বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। অর্থাৎ শ্বাসগতি ও প্রশ্বাসগতি রোধ করাই প্রাণায়াম। সেই গতি-রোধ যে যে প্রকার তাহা, আগামী সূত্রে দেখান হইয়াছে।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। ৫০।

ভাষ্যম্।—যত্র প্রশ্বাসপূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স বাহ্যঃ, যত্র শ্বাসপূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ, তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তি র্যত্রোভয়াভাবঃ সকৃৎ প্রযত্নাদ্ ভবতি, যথা তপ্তে ন্যস্তমুপলে জলং সর্ব্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যেত তথা দ্বয়োর্যুগপদ্‌ভবত্যভাব ইতি। ত্রয়োহপ্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঃ ইয়ানস্য বিষয়োদেশ ইতি, কালেন পরিদৃষ্টাঃ ক্ষণানামিয়ত্তাবধারণেনাবচ্ছিন্না ইত্যর্থঃ। সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টা এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্‌ঘাতঃ, তদ্বন্নিগৃহীতস্যৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্‌ঘাতঃ এবং তৃতীয়ঃ এবং মৃদুঃ, এবং মধ্যঃ, এবং তীব্রঃ, ইতি সংখ্যাপরিদৃষ্টঃ স খল্বয়মেবমভ্যস্তো দীর্ঘ-সূক্ষ্মঃ। ৫০।

ভাষ্যানুবাদ।—৫০। সেই (প্রাণায়াম) "বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। (তাহারা আবার) দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়"। সূ। (১)

যাহাতে প্রশ্বাসপূর্ব্বক গত্যভাব হয় তাহা বাহ্যবৃত্তিক (প্রাণায়াম)। যাহাতে শ্বাসপূর্ব্বক গত্যভাব হয় তাহা আভ্যন্তরবৃত্তিক। তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি; তাহাতে উভয়াভাব (অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তির অভাব); তাহা সকৃৎপ্রযত্নের দ্বারা হয়। যেমন তপ্ত প্রস্তরে জল ন্যস্ত হইলে তাহা সর্ব্বদিকে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ (তৃতীয়েতে বা স্তম্ভবৃত্তিতে) অপর দুই বৃত্তির যুগপৎ অভাব হয়। এই তিন বৃত্তিও পুনশ্চ দেশপরিদৃষ্ট—দেশ অর্থাৎ এতদূর ইহার বিষয়। কালের দ্বারা পরিদৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষণসকলের পরিমাণের দ্বারা নিয়মিত। সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট। এতগুলি শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা প্রথম উদ্‌ঘাত। সেইরূপ নিগৃহীত হইলে এত সংখ্যার দ্বারা দ্বিতীয় উদ্‌ঘাত। সেইরূপ তৃতীয় উদ্‌ঘাত; এইরূপ মৃদু, মধ্য ও তীব্র। ইহা সংখ্যাপরিদৃষ্ট প্রাণায়াম। প্রাণায়াম এইরূপে অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হয়।

টীকা। ৫০। (১) রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিন শব্দ তাহাদের বর্ত্তমান পারিভাষিক অর্থে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হইত না। তাহা হইলে সূত্রকার অবশ্যই তাহাদের উল্লেখ করিতেন। উহা পরের উদ্ভাবন।

বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি এই তিনটী রেচক, পূরক ও কুম্ভক নহে। ভাষ্যকার বাহ্যবৃত্তিকে "প্রশ্বাস পূর্ব্বক গত্যভাব" বলিয়াছেন। তাহা রেচক নহে। রেচক প্রশ্বাস-বিশেষ মাত্র। বস্তুত অপ্রাচীন ব্যাখ্যাকারেরা অপ্রাচীন প্রণালীর সহিত উহা মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। কেহই কিন্তু সুসঙ্গত করিতে পারেন নাই।

গত্যভাব শব্দের অর্থ 'স্বাভাবিক গত্যভাব' করিয়া রেচক-পূরকাদির সহিত বাহ্যবৃত্তি আদির কথঞ্চিৎ মিল হয়। রেচনপূর্ব্বক বায়ুকে বহিঃস্থাপন বা শ্বাসগ্রহণ না করা বাহ্যবৃত্তি, তাহা রেচক ও কুম্ভক দুইই হইল। আভ্যন্তরবৃত্তিও সেইরূপ পূরক ও কুম্ভক। রেচকান্ত কুম্ভক তান্ত্রিক ও পূরকান্ত কুম্ভক বৈদিক প্রাণায়াম বলিয়া কোন কোন স্থলে কথিত হয়। ফলে 'বাহ্যবৃত্তি আদিরা' শুদ্ধ আধুনিক রেচক পূরক বা কুম্ভক নহে।

রেচকাদির প্রাচীন লক্ষণ এই যোগদর্শনোক্ত প্রণালীর অনুরূপ যথা—"নিষ্ক্রাম্য নাসাবিবরা-দশেষং প্রাণং বহিঃ শূন্যমিবানিলেন। নিরুধ্য সন্তিষ্ঠতি রুদ্ধবায়ুঃ স রেচকো নাম মহানিরোধঃ॥ বাহ্যেস্থিতং ঘ্রাণপুটেন বায়ুমাকৃষ্য তেনৈব শনৈঃ সমন্তাৎ। নাড়ীশ্চ সর্ব্বাঃ পরিপূরয়েদ্যঃ স পূরকো নাম মহানিরোধঃ॥ ন রেচকো নৈবচ পূরকোহত্র নাসাপুটে সংস্থিতমেব বায়ুম্। সুনিশ্চলং ধারয়েত ক্রমেণ কুম্ভাখ্যমেতদ্ প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ॥" ইহাই বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি।

যে প্রযত্নবিশেষের দ্বারা স্তম্ভবৃত্তি সাধিত হয় তাহা সর্ব্বাঙ্গের আভ্যন্তরিক সঙ্কোচনজনিত

প্রযত্ন। সেই প্রযত্ন অত্যন্ত দৃঢ় হইলে তদ্দ্বারাই বহুক্ষণ রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকিতে পারা যায়, নচেৎ শুদ্ধ শ্বাসরোধ অভ্যাস করিলে ২।৩ মিনিটের অধিক (অক্সিজেন বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস করিয়া লইলে ৮।১০ মিনিট পর্য্যন্তও রুদ্ধশ্বাস—রুদ্ধপ্রাণ নহে—হইয়া থাকা যায়) রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকিতে পারা যায় না, তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাতব্য।

হঠযোগে ঐ প্রযত্নকে মূলবন্ধ (গুহ্য সঙ্কোচন) উড্ডীয়ানবন্ধ (উদর সঙ্কোচন) ও জালন্ধর-বন্ধ (কণ্ঠদেশ সঙ্কোচন) বলা যায়। খেচরীমুদ্রাও ঐরূপ। তাহাতে জিহ্বাকে টানিয়া টানিয়া ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত করিতে যায়। সেই বৰ্দ্ধিত জিহ্বাকে ব্রহ্মতালুর (Naso pharynx এর) মধ্যে ঠাসিয়া তথাকার স্নায়ুর উপর চাপ দিলে রুদ্ধপ্রাণ হইয়া কতকক্ষণ থাকা যাইতে পারে। ফলে এই সব প্রক্রিয়ায় সঙ্কোচনাদি প্রযত্নের দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল নিরোধাভিমুখে উদ্রিক্ত হওয়াতে রুদ্ধশ্বাস ও রুদ্ধপ্রাণ হওয়া যায়। আহার বিশেষের দ্বারা এবং সম্যক্ স্বাস্থ্যসহ অভ্যাসের দ্বারা স্নায়ু ও পেশী সকলের সাত্ত্বিক স্ফূর্ত্তি (বৌদ্ধেরা ইহাকে শরীরের মৃদুতা ও কৰ্ম্মণ্যতা ধৰ্ম্ম বলেন) হয় এবং তদ্দ্বারাই ঐ দৃঢ়তর প্রযত্ন করা যায়। মেদস্বী ও সুদৃঢ়পেশীহীন শরীরের দ্বারা ইহা সাধ্য হয় না, তাই নানাবিধ মুদ্রাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রথমে শরীরকে দৃঢ় ও সম্যক্ সুস্থ করার বিধি আছে।

ইহাই হঠপূৰ্ব্বক বা বলপূৰ্ব্বক প্রাণরোধের উপায়। ইহাতে অবশ্য চিত্তরোধ হয় না, কিন্তু তাহার সহায়তা হয়। ইহা সিদ্ধ হইলে পর ইহার সহায়ে যদি কেহ ধারণাদি সাধন করিয়া চিত্তকে স্থির করার অভ্যাস করেন, তবেই তিনি যোগমার্গে অগ্রসর হইতে পারিবেন; নচেৎ কতককাল মৃতবদ্ ভাবে থাকা ছাড়া অন্য কোনওঁ ফল লাভ হইবে না।

ইহা ছাড়া অন্য উপায়েও প্রাণরোধ হয়। যাঁহারা ঈশ্বরপ্রণিধান, জ্ঞানময় ধারণা প্রভৃতির সাধন করিয়া চিত্তকে একাগ্র করেন তাঁহাদের, সেই একাগ্রতা মহানন্দকর হইলে তাহাতেও সাত্ত্বিক নিরোধপ্রযত্ন আসিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার রুদ্ধপ্রাণ হইতে পারেন। পরন্তু ঐ একাগ্রতা সদাকালীন হইলে তাহাতে বিভোর হইয়া অক্লেশে অল্পাহার বা নিরাহার করিয়া রুদ্ধপ্রাণ হওত সমাহিত হওয়া যায়। "ছিন্দন্তি পঞ্চমং শ্বাসম্ অল্পাহারতয়া নৃপ" ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি এইরূপ সাধকদের জন্য। বিশুদ্ধ ঈশ্বরভক্তি; সাত্ত্বিক ধারণা প্রভৃতিতে যে অন্তরতম দেশে আনন্দাবেগ হয়, তাহাতে হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়স্থ সেই আনন্দভাবকে যেন দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া থাকার আবেগ হয়, তাহা হইতে স্নায়ুমণ্ডলে সাত্ত্বিক সঙ্কোচনবেগ উদ্ভুত হইয়া প্রাণরোধ হইতে পারে। হঠপ্রণালীতে যেমন বাহ্য হইতে সঙ্কোচনবেগ উদ্ভূত হয় ইহাতে সেইরূপ সঙ্কোচনবেগ অভ্যন্তরেই উদ্ভূত হয়।

দীর্ঘকাল রুদ্ধপ্রাণ হইয়া থাকিতে হইলে (হঠপ্রণালীতে) অন্ত্র হইতে মল সম্যক্ বহিষ্কৃত করিতে হয়, নচেৎ উহার পূতিভাবের জন্য ব্যাঘাত ঘটে এবং উদর সঙ্কোচনও সম্যক্ হয় না। নিরাহার বা অল্পাহার প্রণালীতে (যাহাতে কেবল জল বা অল্প দুগ্ধমিশ্র জল পান করিয়া থাকিতে হয় ("অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রং") তাহার আবশ্যক হয় না।

কাহারও কাহারও প্রাণরোধের এই প্রযত্ন সহজাত থাকে। তাহারা এইরূপ প্রযত্নের দ্বারা অল্পাধিক কাল রুদ্ধপ্রাণ হইয়া থাকিতে পারে। আমরা এক ব্যক্তির বিষয় জানি, যে প্রোথিত অবস্থায় ১০।১২ দিন যাবৎ থাকিতে পারিত। সেই সময়ে সে সম্যক্ বাহ্য-সংজ্ঞাহীনও হইত না, কিন্তু জড়বৎ থাকিত। অন্য এক ব্যক্তি ইচ্ছামত এক অঙ্গকে জড়বৎ করিতে পারিত। বলা বাহুল্য ইহার সহিত যোগের কোনও সংস্রব নাই। অজ্ঞ লোকে উহাকে সমাধি মনে করে। কিন্তু সমাধি ত দূরের কথা, কেহ তিন মাস মৃত্তিকায় প্রোথিত অবস্থায় থাকিতে

পারিলেও হয়ত সে যোগাঙ্গ ধারণারই নিকটবর্ত্তী নহে। যোগ যে প্রধানতঃ চিত্তরোধ কিন্তু শরীর-মাত্রের রোধ নহে, তাহা সর্ব্বদা উত্তমরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সম্যক্ চিত্তরোধ হইলে অবশ্য শরীররোধও হইবে; কিন্তু সম্যক্ শরীররোধ হইলে কিছু মাত্রও চিত্তরোধ না হইতে পারে।

প্রশ্বাসপূর্ব্বক গতিবিচ্ছেদ করিলে তাহা একটী বাহ্যবৃত্তিক প্রাণায়াম। শ্বাসপূর্ব্বক করিলে তাহা একটি আভ্যন্তর প্রাণায়াম। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রযত্ন না করিয়া কতক পূরিত বা কতক রেচিত অবস্থায় এক প্রযত্নে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করার নাম তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি। তাহাতে ফুস্‌ফুসের বায়ু ক্রমশঃ শোষিত হইয়া কমিয়া যায়। তজ্জন্য বোধ হয়, যেন সর্ব্ব শরীরের বায়ু শোষিত হইয়া যাইতেছে।

উত্তপ্ত উপলে ন্যস্ত জলবিন্দু যেমন চতুর্দ্দিক্ হইতে একেবারে শুষ্ক হয়, স্তম্ভবৃত্তির দ্বারাও শ্বাসপ্রশ্বাস সেইরূপ একেবারে রুদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রযত্নপূর্ব্বক বাহ্যে বায়ু নিঃসারণ করিয়া ধারণপূর্ব্বক গতি বিচ্ছেদ করিতে হয় না; অথবা সেইরূপ অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া ধারণ-পূর্ব্বক গতি বিচ্ছেদ করাইতে হয় না।

প্রথমত বাহ্যবৃত্তির বা আভ্যন্তরবৃত্তির কোন এক প্রকারকে অভ্যাস করিতে হয়। সূত্রকার বাহ্যবৃত্তির অভ্যাসের প্রাধান্য 'প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা' এই সূত্রে দেখাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে স্তম্ভবৃত্তি অভ্যাস করিয়া প্রাণকে নিগৃহীত করিতে হয়।

বাহ্য বা আভ্যন্তরবৃত্তির কিছুকাল অভ্যাস হইলে তবে স্তম্ভবৃত্তি করিবার প্রযত্নের স্ফুরণ হয়। কিছুক্ষণ বাহ্য বা আভ্যন্তরবৃত্তি অভ্যাস করিয়া কয়েকবার স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস করিলে স্তম্ভবৃত্তির প্রযত্ন স্বত স্ফুরিত হয়। সেই প্রযত্নবলে শ্বাসযন্ত্র দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া স্তম্ভবৃত্তির অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম দীর্ঘকাল অন্তর স্তম্ভবৃত্তির প্রযত্নের স্ফুর্ত্তি হয়। পরে ঘন ঘন হয়। ফুস্ ফুস্ সম্পূর্ণ স্ফীত বা সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত থাকিলে স্তম্ভবৃত্তি প্রায়ই হয় না। তাহা হইলে বাহ্যাভ্যন্তর বৃত্তি হয়।

বাহ্য, আভ্যন্তর ও স্তম্ভ এই তিন প্রাণায়ামবৃত্তি দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়।

তন্মধ্যে দেশ পরিদর্শন প্রথম। দেশ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ। নাসাগ্র হইতে যতখানি শ্বাসের গতি হয়, তাহা বাহ্য দেশ। অভ্যন্তরে যে হৃদয় পর্য্যন্ত শ্বাসের গতি হয়, তাহাই প্রধানত আধ্যাত্মিক দেশ। হৃদয় হইতে আপাদতলমস্তকও আধ্যাত্মিক দেশ।

নাসাগ্র হইতে প্রশ্বাস যত অল্প দূর যায় অর্থাৎ যাহাতে অল্পদূর যায় এরূপ পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করাই বাহ্যদেশ-পরিদৃষ্টি। তাহাতে প্রশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়। অর্থাৎ ক্রমশঃ মৃদুতর ভাবে যাহাতে প্রশ্বাসের গতি হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রাণায়াম করার নাম বাহ্য-দেশ-পরিদৃষ্ট প্রাণায়াম। আধ্যাত্মিক দেশকে অনুভবের দ্বারা পরিদর্শন করিতে হয়, শ্বাসে বায়ু যখন বক্ষে প্রবেশ করে, তখন সেই হৃৎপ্রদেশ অনুভব করিতে হয়। তাহাই আধ্যাত্মিক দেশের পরিদর্শন পূর্ব্বক প্রাণায়াম।

হৃদয়কে মূল করিয়া সর্ব্ব শরীরে শ্বাসকালে যেন বায়ুর ন্যায় আভ্যন্তরিক স্পর্শানুভব বিসর্পিত হইয়া গেল, প্রশ্বাসকালে আবার তাহা উপসংহৃত হইয়া হৃদয়ে আসিল। এইরূপ সর্ব্বশরীর-ব্যাপী (বিশেষতঃ পাদতল ও করতল পর্য্যন্ত) দেশও প্রথমত পরিদর্শন করা আবশ্যক। ইহাতে নাড়ীশুদ্ধি হয় অর্থাৎ সর্ব্বশরীরের বোধ্যতা অব্যাহত হয় বা সাত্ত্বিক প্রকাশশীলতা হয় আর সাত্ত্বিকতা-জনিত সর্ব্ব শরীরে সুখবোধ হয়। সেই সুখবোধপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলেই প্রাণায়ামে সুফল লাভ হয়; নচেৎ হয় না; বরং শরীর রুগ্ন হইতে পারে।

এই সুখ বোধ হইলে তৎসংস্কারে স্তম্ভাদি বৃত্তি অভ্যাস করিলে তাহাতে সাত্ত্বিকতা আরও বর্দ্ধিত হয় এবং নিরায়াসে বহুক্ষণ প্রাণ রোধ করা যায়। রোধ করিবার বলও অজড়তা-হেতু অতি দৃঢ় হয়।

হৃদয় হইতে মস্তিষ্কে যে রক্তবহা ধমনী (carotid artery) গিয়াছে তাহাও আধ্যাত্মিক দেশ। জ্যোতির্ম্ময়-প্রবাহরূপে তাহা পরিদর্শন করিতে হয়। তদ্ব্যতীত মূর্দ্ধ জ্যোতিও আধ্যাত্মিক দেশ। প্রাণায়ামবিশেষে ইহাদেরও পরিদর্শন করিতে হয়।

এই সমস্ত আধ্যাত্মিক দেশে চিত্ত রাখিয়া (আভ্যন্তরিক স্পর্শানুভবের দ্বারা) প্রাণায়াম করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রচ্ছর্দ্দনকালে সর্ব্ব শরীর হইতে হৃদয়দেশে বোধ উপসংহৃত হইয়া আসিয়া প্রশ্বাসবায়ুর গতির সহিত ব্রহ্মরন্ধ্র (বা মস্তক-নিম্ন) পর্য্যন্ত তাহা যাইতেছে এরূপ অনুভব করিয়া দেশপরিদর্শন করিতে হয়। আপূরণে হৃদয় হইতে সর্ব্ব শরীরে বায়ুবৎ স্পর্শবোধ বিসর্পিত হইল এইরূপে দেশ পরিদর্শন করিতে হয়। বিধারণ প্রযত্নে হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বশরীরব্যাপী বোধকে অস্ফুটভাবে লক্ষ্য করত দেশপরিদর্শন করিতে হয়।

হৃদয়াদি দেশকে স্বচ্ছ আকাশকল্প ধারণা করাই উত্তম। জ্যোতির্ম্ময় ধারণা করাও মন্দ নহে। ইষ্টদেবের মূর্ত্তিও হৃদয়াদি দেশে ধারণা হইতে পারে।

এইরূপে দেশপরিদর্শন করিলে প্রাণায়ামের গতিবিচ্ছেদকাল দীর্ঘ হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সূক্ষ্ম-হয়।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'এতখানি ইহার বিষয়' এইরূপ পরিদর্শনের নাম দেশ-পরিদৃষ্টি। তস্যার্থ—এতখানি=হৃদয়াদি আধ্যাত্মিক ও বাহ্য দেশ। ইহার=শ্বাসের, প্রশ্বাসের, অথবা বিধারণের। বিষয়=শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি যে দেশ ব্যাপিয়া হয় এবং বিধারণের বৃত্তি (অনুভূতি-পূর্ব্বক চিত্তধারণ) যে দেশ ব্যাপিয়া হয়, তাহার পরিমাণ দেখাই তাহার বিষয়।

অতঃপর কাল-পরিদৃষ্টি কথিত হইতেছে। ক্ষণ=নিমেষ ক্রিয়ার চতুর্থ ভাগ ; ক্ষণের ইয়ত্তা= এতগুলি ক্ষণ। তাহার অবধারণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ এত কালাবচ্ছিন্ন শ্বাস, প্রশ্বাস ও বিধারণ কার্য্য, এরূপ লক্ষ্য রাখাই কালপরিদর্শনপূর্ব্বক প্রাণায়াম। কালপরিদর্শন জপের দ্বারা করিতে হয়। কিন্তু তৎসহ কালের ধারণা থাকা মন্দ নহে। ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের কালের অনুভব হয়। শাব্দিক ক্রিয়ার ধারায় মন দিলে কালের অনুভব স্ফুট হয়। অতি দ্রুত প্রণব জপ করিয়া তাহাতে মন দিয়া রাখিলে যে একটা ধারা বা প্রবাহ চলিয়া যায় তাহাই কালানুভব। একবার কালানুভব করিতে পারিলে প্রত্যেক শব্দেই (যেমন অনাহত নাদে) কালানুভব হইবে। শব্দ একাকার না হইলেও তাহাতে ঐরূপ কালধারার অনুভব হইতে পারে। অর্থাৎ গায়ত্রী উচ্চারণেও কালধারার অনুভব হইতে পারে। অথবা একতান দীর্ঘভাবে একটি দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসব্যাপী প্রণব উচ্চারণ (মনে মনে) করিলে ঐরূপ কালানুভব হয়। পূর্ব্বোক্ত দেশ-পরিদর্শন ও কালপরিদর্শন একদাই অবিরোধ ভাবে করিতে হয়।

প্রাণায়াম কোন এক বিশেষ কাল ব্যাপিয়া করা যায় ; এবং যতক্ষণ সাধ্য তত কাল ব্যাপিয়াও করা যায়। নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক প্রণব জপ করিয়া অথবা নির্দ্দিষ্টবার গায়ত্র্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া কাল স্থির রাখিতে হয়। "সপ্রণবাং সব্যাহৃতিং গায়ত্রীং শিরসা সহ। ত্রিপঠেদায়তঃপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে"॥ অর্থাৎ ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপো জ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্। এই মন্ত্র তিন বার পাঠ্য। কিন্তু প্রথমে যাঁহার যত টুকু সহজ বোধ হয়, তত কাল ব্যাপিয়া শ্বাস, প্রশ্বাস ও বিধারণ করা আবশ্যক। প্রণবজপের সংখ্যা রাখিতে হইলে গুচ্ছে

গুচ্ছে প্রণব জপ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, মনে মনেই জপ করা বিধেয়, নচেৎ করাদিতে জপ করিলে চিত্ত কতক বহির্মুখ হয়। গুচ্ছে জপ যথা ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ। এক গুচ্ছে সাতবার প্রণব জপ হইল। এইরূপ যত গুচ্ছ আবশ্যক, তত জপ করিলেই সংখ্যা মনেতে সহজেই ঠিক থাকে।

যতক্ষণ সাধ্য ততক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিয়া প্রাণায়াম করারও বিধি আছে। তাহা অনেক স্থলে সহজ হয়। যথাশক্তি ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ফেলিতে যত কাল লাগে, বা যথাসাধ্য বিধারণ করিতে যত কাল লাগে, তাহাই এক্ষেত্রে প্রাণায়ামকাল বুঝিতে হইবে। ইহাতে জপের সংখ্যা রাখিবার আবশ্যকতা নাই। একটি মাত্র দীর্ঘ প্রণব (প্রধানত অর্দ্ধ মাত্রা ম্ কার) ইহাতে একতান ভাবে মনে মনে উচ্চারিত হইতে পারে এবং সহজেই পূর্ব্বোক্ত কালানুভব হইতে পারে। এইরূপে ক্ষণপরম্পরাবচ্ছিন্ন কালের পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রাণায়াম সাধিত হয়।

উদ্ঘাতক্রমে যে প্রাণায়ামের কালাবচ্ছেদ হয়, তাহাকে সংখ্যা-পরিদৃষ্টি বলে। কারণ, তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যার দ্বারা কাল নির্ণীত হয়। স্বস্থ মনুষ্যের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের কালের নাম মাত্রা। যদি মিনিটে ১৫ বার শ্বাসপ্রশ্বাস হয় এরূপ ধরা যায়, তবে এক মাত্রা ৪ সেকেণ্ড কাল হইল। এইরূপ দ্বাদশ মাত্রার নাম একটি উদ্ঘাত (৪৮ সেকেণ্ড)। চব্বিশ মাত্রা দ্বিরুদ্ঘাত বা দ্বিতীয় উদ্ঘাত। ছত্রিশ মাত্রার (২$\frac{১}{৫}$ মিনিটের) নাম তৃতীয় উদ্ঘাত "নীচো দ্বাদশমাত্রস্তু সকৃদুদ্ঘাত ঈরিতঃ। মধ্যমস্তু দ্বিরুদ্ঘাতঃ চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ। মুখ্যস্তু যস্ত্রিরুদ্ঘাত, ষট্‌ত্রিংশন্মাত্র উচ্যতে॥"

মতান্তরে মাত্রার কাল ১$\frac{১}{৩}$ সেকেণ্ড অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তের $\frac{১}{৩}$ অংশ। তাহাতে প্রথম উদ্ঘাত ৩৬ মাত্রক, দ্বিতীয় ৭২ মাত্রক ও তৃতীয় ১০৮ মাত্রক। উদ্ঘাতের আর এক অর্থ আছে; যথা—প্রাণেনোৎসর্য্যমানেন অপান পীড্যতে যদা। গত্বা চোর্দ্ধং নিবর্ত্তেতৈতদুদ্ঘাত-লক্ষণম্। এতদনুসারে ভোজরাজ বলিয়াছেন, "উদ্ঘাতো নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োর্শিরস্য-ভিহননম্"। অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহা গ্রহণের জন্য বা ছাড়িবার জন্য যে উদ্বেগ হয়, তাহাই উদ্ঘাত। বিজ্ঞানভিক্ষু উদ্ঘাত অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাস-রোধ মাত্র বুঝিয়াছেন।

বস্তুত ঐ তিন অর্থই সমন্বয়যোগ্য। উদ্ঘাতের অর্থ এইরূপ—যাবৎকাল শ্বাস বা প্রশ্বাস রোধ করিলে বায়ু ত্যাগ বা গ্রহণের জন্য উদ্বেগ হয়, তাবৎকালিক রোধই উদ্ঘাত। ঐ কাল প্রথমত ১২ মাত্রা বা ৪৮ সেকেণ্ড; অতএব দ্বাদশ মাত্রাবচ্ছিন্ন কালই প্রথম উদ্ঘাত।

এতগুলি শ্বাসপ্রশ্বাসের কালে এই এই উদ্ঘাত হয়, এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যার পরিদর্শন পূর্ব্বক উহা নিশ্চিত হয় বলিয়া ইহাকে সংখ্যা পরিদর্শন বলে। ফলত ইহা পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত থাকে, প্রাণায়ামকালে ইহার পরিদর্শন করা আবশ্যক হয় না। তবে কত সংখ্যক প্রাণায়াম কার্য্য, কিরূপ সংখ্যায় তাহা বৃদ্ধি করিতে হয় ইত্যাদিরূপেও সংখ্যাপরিদর্শন আবশ্যক হইতে পারে। হঠযোগের মতে দিবসে চতুর্ব্বার আশী সংখ্যক প্রাণায়াম কার্য্য। ক্রমশ বাড়াইয়া আশী-সংখ্যায় উপনীত হইতে হয়, সহসা নহে। "শনৈরশীতি পর্য্যন্তং চতুর্ব্বারং সমভ্যসেৎ"। সাবধানে অল্পে অল্পে প্রাণায়ামের সংখ্যা বাড়াইতে হয়।

প্রথম উদ্ঘাতের নাম মৃদু, দ্বিরুদ্ঘাতের নাম মধ্য, তৃতীয় উদ্ঘাতের নাম উত্তম প্রাণায়াম।

এইরূপে অভ্যস্ত হইলে প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। দীর্ঘ অর্থে দীর্ঘকালব্যাপী রেচন বা বিধারণ। সূক্ষ্ম অর্থে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্ষীণতা এবং বিধারণের নিরায়াসতা। নাসাগ্রে ধৃত তুলা যাহাতে স্পন্দিত না হয়, এরূপ প্রশ্বাস সূক্ষ্মতার সূচক।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াপেক্ষী চতুর্থঃ। ৫১।

ভাষ্যম্।—দেশকালসংখ্যাভির্বাহ্যবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ তথাভ্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘসূক্ষ্মঃ, তৎপূর্ব্বকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ; তৃতীয়স্তু বিষয়ানালোচিতো গত্যভাবঃ সকৃদারব্ধ এব দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ, চতুর্থস্তু শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বিষয়াবধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াৎ উভয়াক্ষেপপূর্ব্বকো গত্যভাব শ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষঃ। ৫১।

ভাষ্যানুবাদ—৫১। "চতুর্থ প্রাণায়াম বাহ্য ও আভ্যন্তর-বিষয়াক্ষেপী"। সূ (১) দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা বাহ্য বিষয় (বাহ্যবৃত্তি) পরিদৃষ্ট হইলে (অভ্যাসপটুতানিবন্ধন) তাহাকে আক্ষিপ্ত বা অতিক্রমিত করা যায়। সেইরূপ আভ্যন্তর বিষয় অর্থাৎ আভ্যন্তর বৃত্তি (প্রথমে পরিদৃষ্ট হইয়া অভ্যস্ত হইলে পরে) আক্ষিপ্ত হয়। (এই দুই বৃত্তি অভ্যস্ত হইলে) দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ হয়। তৎপূর্ব্বক অর্থাৎ উল্লিখিতরূপে অভ্যস্ত বাহ্যাভ্যন্তরবৃত্তিপূর্ব্বক ভূমিজয়ক্রমে তদুভয়ের গত্যভাব চতুর্থ প্রাণায়াম। দেশাদি বিষয় আলোচনা না করিয়া যে সকৃৎপ্রযত্ননিবন্ধন গত্যভাব তাহাই তৃতীয় প্রাণায়াম। তাহা দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। শ্বাস ও প্রশ্বাসের বিষয় (দেশাদি) আলোচনপূর্ব্বক অভ্যাসক্রমে ভূমিজয় হইলে যে তদুভয়াক্ষেপপূর্ব্বক অর্থাৎ তদতিক্রমপূর্ব্বক গত্যভাব হয়, তাহাই চতুর্থ প্রাণায়াম, ইহাই বিশেষ।

টীকা—৫১। (১) বাহ্য বৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ছাড়া চতুর্থ এক প্রাণায়াম আছে। তাহাও এক প্রকার স্তম্ভ বৃত্তি। তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি হইতে তাহার ভেদ আছে। তৃতীয় প্রাণায়াম সকৃৎপ্রযত্নের দ্বারা অর্থাৎ একবারেই সাধিত হয়। কিন্তু বাহ্যবৃত্তিকে ও আভ্যন্তরবৃত্তিকে দেশাদিপরিদর্শনপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া তদতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্থ প্রাণায়াম সাধিত হয়। চিরকাল অভ্যস্ত হইয়া যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তি অতি সূক্ষ্ম হয়, তখন তাহাদিগকে আক্ষেপ বা অতিক্রম পূর্ব্বক যে স্তম্ভবৃত্তি হয়, তাহাই চতুর্থ সুসূক্ষ্ম স্তম্ভবৃত্তি। এতদ্দ্বারা ভাষ্য বুঝা সুকর হইবে।

এস্থলে প্রাণায়াম-অভ্যাসের অন্যতম প্রণালী বিশদ করিয়া দেখান যাইতেছে।

প্রথমে আসনে সুস্থির হইয়া বসিবে। পরে বক্ষ স্থির রাখিয়া উদর সঞ্চালন পূর্ব্বক শ্বাসপ্রশ্বাস করিবে। প্রশ্বাস বা রেচক অতি ধীরে (যথাশক্তি) সম্পূর্ণরূপে করিবে। তাহাতে পূরণ কিছু বেগে হইবে কিন্তু উদর মাত্র স্ফীত করিয়াই যেন পূরণ হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিবে।

এইরূপ রেচন-পূরণ-কালে হৃৎপ্রদেশে (বক্ষের মধ্যস্থলে) স্বচ্ছ, আলোকিত বা শুভ্র, ব্যাপী, অনন্তবৎ অবকাশ ভাবনা করিবে। পূর্ব্বে কিছুদিন রেচন পূরণ না করিয়া কেবল এই ধ্যান অভ্যাস করা আবশ্যক।

তাহা আয়ত্ত হইলে তৎসহযোগে রেচনপূরণ করা বিধেয়; যেন সেই শরীরব্যাপী অবকাশেই রেচক করিতেছ ও তাহাতেই যেন পূরণ করিতেছ। শাস্ত্রে আছে, "রুচিরে রেচনঞ্চৈব বায়োরাকর্ষণন্তথা"। মনকে সেই সঙ্গে শূন্যবৎ করিবে। শাস্ত্রেও আছে, "শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ"। অর্থাৎ শূন্যমনে শূন্যবৎ শরীরব্যাপী স্পর্শবোধ অনুভব করিতে থাকিবে। হৃদয়ে সেই শূন্য বোধের কেন্দ্ররূপে লক্ষ্য রাখিবে। তথা হইতে সর্ব্বশরীর যেন পূরণকালে বোধব্যাপ্ত হইতেছে এইরূপ ভাবনা করিবে।

প্রথমে ধীরে ধীরে রেচন ও স্বাভাবিক পূরণ মাত্র ধ্যানসহকারে অভ্যাস করিবে। তাহা

আয়ত্ত হইলে মধ্যে মধ্যে বাহ্যবৃত্তি অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ প্রশ্বাস করিয়া আর শ্বাস গ্রহণ করিবে না।. সেইরূপ আভ্যন্তর বৃত্তিও অভ্যাস করিবে। তাহাতে পূরিত বায়ু যেন সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া নিশ্চল পূর্ণকুম্ভের মত হইয়া শরীরের সমস্ত চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ করিল, এইরূপ বোধ করিবে। বলা বাহুল্য যে, শ্বাসবায়ু ফুস্‌ফুস্ ছাড়া শরীরের অন্যস্থানে যায় না। কিন্তু পূরণ করিয়া ফুসফুস্ পূর্ণ হইলে সর্ব্বশরীরেও সেই পূর্ণতা বোধ যেন ব্যাপ্ত হইল, এইরূপ বোধ হয়। সেই বোধই ভাব্য। প্রাণায়ামের পক্ষে শরীরময় বোধ ভাবনাই সিদ্ধির হেতু, এই সঙ্কেত মনে রাখিতে হইবে। "বায়ুর দ্বারা শরীর পূর্ণ করিবে" ইহার গূঢ় অর্থ ঐরূপ জানিতে হইবে।

প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তি অভ্যস্য। পরে আয়ত্ত হইলে অবিরলে অভ্যাস করা যাইতে পারে। স্তম্ভবৃত্তি ইহার মধ্যে মধ্যে প্রথমত অভ্যাস করিবে। প্রথমে কয়েক বার স্বাভাবিক রেচন পূরণ করিয়া একবার বাতাশয়ে অল্প বায়ু থাকা কালে আভ্যন্তরিক প্রযত্নের দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌কে সঙ্কোচন করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিবে। পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস-জনিত ফুস্‌ফুসে ও সর্ব্বশরীরে সাত্ত্বিক স্বচ্ছন্দতা অর্থাৎ লঘু, সুখময়, বোধ থাকিলে তৎপূর্ব্বক স্তম্ভবৃত্তি অভ্যস্য। তাহাতে অতিশয় দৃঢ়ভাবে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করিয়া সুখে বহুক্ষণ থাকা যায়। সুখস্পর্শ-সহকারে রুদ্ধ করাতে অর্থাৎ সেই সুখময় বোধ ভাবনাপূর্ব্বক রোধ করাতে স্তম্ভবৃত্তির মধ্যে সুখস্পর্শযুক্ত শ্বাসরোধপ্রযত্ন অধিকতর সুখকর হয়। পরে অসহ্য হইলে প্রযত্ন শ্লথ করিয়া শ্বাস গ্রহণ অথবা ত্যাগ করিবে। ফুস্‌ফুসে অল্প বায়ু থাকাতে, এবং তাহার অধিকাংশ শোষিত হইয়া যাওয়াতে, স্তম্ভবৃত্তির পর পূরণই করিতে হয়, রেচন করিতে হয় না। কিন্তু তখন পূরণ করাও আবশ্যক, কারণ তাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয় না। অতএব এরূপ অল্প বায়ু ফুস্‌ফুসে রাখিয়া স্তম্ভবৃত্তি অভ্যাস করিবে, যাহাতে পরে পূরণ করিতে হয়।

প্রথমে একবার স্তম্ভবৃত্তির পর কয়েকবার স্বাভাবিক রেচন পূরণ করিবে। অভ্যাস দৃঢ় হইলে অবিরলে অনেক বার স্তম্ভবৃত্তি করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, স্তম্ভবৃত্তিতেও পূর্ব্বোক্তরূপে মনকে কোন আধ্যাত্মিক দেশে (হার্দ্দাকাশেই ভাল) শূন্যবৎ রাখিতে হইবে। নচেৎ অভ্যাস পণ্ড হইবে (সমাধির পক্ষে)।

বাহ্য বা আভ্যন্তর বৃত্তির অন্যতর অভ্যাস করিলেই ফল লাভ হইতে পারে। উদ্ঘাতের উৎকর্ষের জন্য স্তম্ভবৃত্তি অভ্যস্য। স্তম্ভবৃত্তিই শেষে চতুর্থ প্রাণায়ামরূপ প্রাণায়ামসিদ্ধিতে পরিণত হয়। বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তিতে রেচন ও বিধারণ যাহাতে একতান অভগ্নপ্রযত্নে হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ পূরণের ও রেচনের প্রযত্ন যেন সূক্ষ্ম হইয়া বিধারণে মিলাইয়া যায়।

নিম্নলিখিত বিষয় প্রাণায়ামীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(১ম) শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত আভ্যন্তরিক স্পর্শবোধ অনুভব করিয়া সাত্ত্বিকতা বা সুখ ও লঘুতা প্রকটিত করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলেই প্রাণায়ামের উৎকর্ষ হয় নচেৎ হয় না। সত্ত্ব গুণ প্রকাশশীল। অতএব যে প্রযত্নে ক্রিয়া সহজ বা স্বাভাবিক তাহার বোধ উদিত রাখিয়া ভাবনা করিলেই সাত্ত্বিকতা বা সুখ প্রকাশ পায়। যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসে ফুস্‌ফুস্-গত বোধ ভাবনা করিলে তথায় লঘুতা ও সুখ বোধ হয়। সর্ব্ব শরীরেও সেইরূপ।

(২য়) অল্পে অল্পে স্বাস্থ্য ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণায়াম অভ্যস্য।

(৩য়) ধ্যান ব্যতীত প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হয়। এইজন্য কেহ কেহ উন্মাদ হয়। প্রথমে ধ্যানাভ্যাস করিয়া আধ্যাত্মিক দেশ চিত্তকে শূন্যবৎ করিতে না পারিলে

প্রাণায়াম অভ্যাস না করাই ভাল। আধ্যাত্মিক দেশে কোন মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেও প্রাণায়াম হইতে পারে। যোগের জন্ত শূন্তবত্তাবই অধিক উপযোগী।

(৪র্থ) আহারাদির উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। অধিক আহার, ব্যায়াম, মানসিক শ্রম আদি করিলে প্রাণায়ামে অধিক উন্নতির আশা অল্প। উদর কিছু খালি রাখিয়া লঘু দ্রব্য আহার করাই মিতাহার। হঠযোগের গ্রন্থে মিতাহারের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। শ্বেতসারযুক্ত দ্রব্য (carbo-hydrate) সেব্য। স্নেহ বা ঘৃত-তৈলাদি (hydro-carbon) অধিক সেব্য নহে।

শেষে যোগীকে একবারেই স্নেহ বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। দীর্ঘকাল প্রাণরোধ করিয়া থাকিতে হইলে উপবাসও করিতে হয় (যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজন না হয়)। এইজন্ত মহাভারতে আছে :—আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত। যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তু মর্হতি॥ ভীষ্ম উবাচ। কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত। স্নেহানাং বর্জ্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ ভুঞ্জানো যাবকং রুক্ষং দীর্ঘকাল-মরিন্দম। একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ পক্ষান্মাসানৃতুং শ্চৈতান্ সংবৎসরান-হস্তথা। অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ অথগুমপি বা মাসং সততং মনুজেশ্বর। উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ অর্থাৎ তণ্ডুলকণা, তিলকল্ক ও দীর্ঘকাল রুক্ষ যবাগূ আহার করিয়া ও স্নেহ পদার্থ বর্জ্জন করিয়া যোগী বল লাভ করেন। পক্ষ, মাস, ঋতু বা সংবৎসর যাবৎ দুগ্ধমিশ্র জল পান করিয়া অথবা একমাস একেবারে উপবাস করিয়া যোগী বলপ্রাপ্ত হন। প্রথম প্রথম অবশ্য মিত পরিমাণে স্নেহাদি সেব্য। আহার কমাইতে হইলে অল্পে অল্পে ক্রমশঃ কমানর বিধি আছে।

প্রাণরোধ করিয়া থাকা মাত্র যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম বা সমাধি নহে। কোন কোন লোক স্বভাবত প্রাণরোধ করিতে পারে। তাহারাই মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকিয়া লোককে বাজী দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে। তাহা যোগও নহে, সমাধিও নহে। তজ্জন্য যোগের ফল ঐ সকল ব্যক্তিতে দেখা যায় না।

যে প্রাণরোধের সহিত চিত্তও রুদ্ধ বা একাগ্র করা যায়, তাহাই যোগাঙ্গ প্রাণায়াম। এক একটী প্রাণায়ামগত চিত্তস্থৈর্য্য ধারাবাহিক ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াই শেষে সমাধি হয়। এই জন্ত বলা হয় দ্বাদশ প্রাণায়ামে এক প্রত্যাহার, দ্বাদশ প্রত্যাহারে এক ধারণা ইত্যাদি। ফলতঃ চিত্তের স্থৈর্য্য ও নির্বিষয়তার উৎকর্ষ না হইলে তাহা যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম হয় না, কিন্তু বাজী-বিশেষ মাত্র হয়। প্রাণরোধ মাত্র করিয়া থাকা সমাধির বাহ্য লক্ষণ, কিন্তু আভ্যন্তরিক লক্ষণ নহে।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্। ৫২।

ভাষ্যম্। প্রাণায়ামানভ্যস্যতোঽস্য যোগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেকজ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম্ম, যত্তদাচক্ষতে "মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং সত্ত্বমাবৃত্য তদেবাকার্য্যে নিযুঙ্‌ক্তে ইতি।" তদস্য প্রকাশাবরণং কর্ম্ম সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ দুর্ব্বলং ভবতি, প্রতিক্ষণঞ্চ ক্ষীয়তে। তথাচোক্তং "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞান-স্যেতি"। ৫২।

ভাষ্যানুবাদ—৫২। "তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষীণ হয়"। সূ।
প্রাণায়াম অভ্যাসকারী যোগীর বিবেকজ্ঞানাবরণভূত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (১) উহা যেরূপ তাহা নিম্ন বাক্যে কথিত হইয়াছে। "মহামোহময় ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রকাশশীল সত্ত্বকে আবরণ করিয়া তাহাকে অকার্য্যে নিযুক্ত করে" ইতি। যোগীর সেই প্রকাশাবরণভূত সংসার-হেতু কর্ম্ম প্রাণায়ামাভ্যাস হইতে দুর্ব্বল হয়; আর প্রতিক্ষণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তথা উক্ত হইয়াছে (শ্রুতিতে), "প্রাণায়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নাই; তাহা হইতে মল সকলের বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়" ইতি।

টীকা—৫২। (১) প্রাণায়ামের দ্বারা যে প্রকাশাবরণ (বিবেকখ্যাতির আবরণ) ক্ষয় হয়, তাহা অজ্ঞানস্বরূপ আবরণ নহে, কিন্তু অজ্ঞানমূলক কর্ম্মরূপ আবরণ। কর্ম্মই অজ্ঞানের জীবনবৃত্তি। অতএব কর্ম্মক্ষয়ে অজ্ঞানও ক্ষীণ হয়। প্রাণায়াম শরীরেন্দ্রিয়ের নৈষ্কর্ম্য। তাহার সংস্কারের দ্বারা সাধারণ ক্লিষ্ট কর্ম্মের সংস্কার ক্ষীণ হয়। যেমন ক্রোধের সংস্কার অক্রোধের সংস্কারের দ্বারা ক্ষীণ হয়, তদ্রূপ। 'আমি শরীর' 'আমি ইন্দ্রিয়বান্' ইত্যাদি অবিদ্যাদিরূপ অজ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম ও কর্ম্মের সংস্কার যে প্রাণায়ামের দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া ক্ষয় পাইতে থাকে, তাহা স্পষ্ট। কেহ কেহ শঙ্কা করেন, অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারাই নাশ হয়, প্রাণায়ামরূপ কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে তাহা নাশ হইবে? তাহাতে বক্তব্য যে, এস্থলেও জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান নাশ হয়। প্রাণায়াম ক্রিয়া বটে, কিন্তু সেই ক্রিয়ার যে জ্ঞান হয়, তাহাই অজ্ঞানকে নাশ করে। প্রাণায়াম-ক্রিয়া শরীরেন্দ্রিয় হইতে আমিত্বকে বিযুক্ত করিবার ক্রিয়া। অতএব সেই ক্রিয়ার জ্ঞান (সব ক্রিয়ারই জ্ঞান হয়) 'আমি শরীরেন্দ্রিয় নহি' এইরূপ বিদ্যা।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ। ৫৩।

ভাষ্যম্—প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব। "প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" ইতি বচনাৎ। ৫৩।

ভাষ্যানুবাদ—৫৩। কিঞ্চ "ধারণা সকলে মনের যোগ্যতা হয়"। সূ (১)
প্রাণায়ামের অভ্যাস হইতে হয়। "অথবা প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণ-দ্বারা স্থিতি সাধিত হয়" এই সূত্র হইতেও (ইহা জানা যায়)।

টীকা—৫৩। (১) ধারণা আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তের বন্ধন। প্রাণায়ামে নিরন্তর আধ্যাত্মিক দেশ ভাবনা (অনুভব) করিতে হয়। তাহা করিতে করিতে যে চিত্তকে তথায় বদ্ধ করিবার যোগ্যতা হইবে তাহা বলা বাহুল্য। 'প্রচ্ছর্দ্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য' এই সূত্রে প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তের স্থিতি হয় বলা হইয়াছে। স্থিতি অর্থেই ধারণা অর্থাৎ অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থাপন করা।

ভাষ্যম্— ততঃ কঃ প্রত্যাহারঃ—

স্वবিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।৫৪।

স্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেতি, চিত্তনিরোধে চিত্তবৎ নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি নেতরেন্দ্রিয়জয়বদুপায়ান্তরমপেক্ষন্তে, যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি, নিবিশমান মনুনিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি, ইত্যেষ প্রত্যাহারঃ। ৫৪।

ভাষ্যানুবাদ। ৫৪ প্রত্যাহার কি? "স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণের যে চিত্তের স্বরূপানুকার তাহাই প্রত্যাহার"। স্থ

স্ববিষয়ের সহিত সম্প্রয়োগাভাবে (সংযোগাভাবে) চিত্তস্বরূপানুকারের স্থায় অর্থাৎ চিত্তনিরোধে চিত্তের স্থায় (সেই সঙ্গে) ইন্দ্রিয়গণেরও নিরুদ্ধ হওয়া। তাহাতে অপর প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ের স্থায় আর উপায়ান্তরের অপেক্ষা করে না (১)। যেমন উড্ডীয়মান মধুকররাজের পশ্চাতে মক্ষিকারা উড্ডীন হয়, আর নিবিশমানের পশ্চাতে নিবিষ্ট হয়; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধ হয়। ইহাই প্রত্যাহার।

টীকা। ৫৪। (১) অপর প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ে বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হয়, অথবা মনকে প্রবোধ দিতে হয়, বা অন্ত কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু প্রত্যাহারে তাহা করিতে হয় না। কারণ, তাহাতে চিত্তের ইচ্ছাই প্রধান হয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক চিত্তকে যে দিকে রাখা যায়, ইন্দ্রিয়গণও সেই দিকে যায়। চিত্তকে আধ্যাত্মিক দেশে নিরুদ্ধ করিলে ইন্দ্রিয়গণ তখন বাহ্য বিষয় গ্রাহ্য করে না। সেইরূপ বাহ্য শব্দাদি কোন বিষয়ে স্থাপন করিলে সেই বিষয়ের মাত্র ব্যাপার হয়; অন্ত বিষয়ের ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয়গণ বিরত থাকে।

প্রত্যাহার সাধনের জন্ত প্রধান উপায় (১) বাহ্য বিষয় লক্ষ্য না করা ও (২) মানস ভাব লইয়া থাকা। অবহিত হইয়া চক্ষুরাদির দ্বারা বিষয় গ্রহণ করার অভ্যাস না ছাড়িলে প্রত্যাহার হয় না। যাহারা বাহ্য বিষয়ে সম্যক্ লক্ষ্য করিতে (স্বভাবত) পারে না, তাহাদের প্রত্যাহার সুকর হয়। উন্মাদেরও এক প্রকার প্রত্যাহার আছে। Hystericদেরও এক প্রকার প্রত্যাহার হয়। যাহারা hypnotic suggestionএর বশ, তাহাদেরও উত্তমরূপে প্রত্যাহার হয়। লবণকে চিনি বলিয়া খাইতে দিলে, তাহারা চিনিরই স্বাদ পায়।

এই সব প্রত্যাহার হইতে যোগাঙ্গ প্রত্যাহারের বিশেষ আছে। যোগাঙ্গ প্রত্যাহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। যোগী যখন ইচ্ছা করেন আমি উহা জানিব না, তখন অমনি সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি রুদ্ধ হয়। প্রাণায়াম এরূপ রোধের সহায়। অধিকক্ষণ প্রাণায়াম করিলে নিরোধের ভাব গাঢ়তর হইতে থাকে। তৎপূর্ব্বক প্রত্যাহার সুকর হয়। তবে অন্ত উপায়ের (ভাবনার) দ্বারাও উহা হয়। যম নিয়ম আদির অভ্যাসপূর্ব্বক প্রত্যাহার হইলেই তাহা শ্রেয়স্কর হয়, নচেৎ দুষ্টচেতা ব্যক্তির দুষ্পথে চালিত প্রত্যাহার অধিকতর দোষের হেতু হয়।

চিত্তনিরোধে ইন্দ্রিয়ের নিরোধসাধনরূপ প্রত্যাহারই যোগীদের উপাদেয়। যখন মধুমক্ষিকাদের এক ঝাঁক নূতন এক চক্রনির্ম্মাণের জন্ত পূর্ব্ব চক্র ত্যাগ করে, তখন তাহাদের এক রাজ্ঞী (মধুমক্ষিকারা প্রায় ক্লীব, তাহাদের চক্রে একটী বা কদাচিৎ দুটী স্ত্রী থাকে। তাহারা আকারে বৃহৎ, সমস্ত মক্ষিকা তাহার সেবাতে তৎপর) অগ্রে যায়। সেই বৃহৎ মক্ষিকা যথায় বসে, অপরেরাও তথায় বসে সে উড়িলে অপরেরাও উড়ে। ভাষ্যকার এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। হিমবান্ প্রদেশে মক্ষিকা-পালন আছে, মক্ষিকার উৎপতনকে ইংরাজীতে swarming বলে।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্। ৫৫।

ভাষ্যম্। শব্দাদিষ্বব্যসনং ইন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ, সক্তির্ব্যসনং ব্যস্যত্যেনং শ্রেয়স ইতি। অবিরুদ্ধা প্রতিপত্তির্ন্যায্যা। শব্দাদিসম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যন্যে। রাগদ্বেষাভাবে সুখদুঃখশূন্যং শব্দাদিজ্ঞানমিন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ। "চিত্তৈকাগ্র্যাদপ্রতিপত্তিরেবেতি জৈগীষব্যঃ, ততশ্চ পরমা ত্বিয়ং বশ্যতা যচ্চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি, নেতরেন্দ্রিয়জয়বৎ উপায়ান্তর-মপেক্ষন্তে যোগিন ইতি। ৫৫।

ইতি পাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে সাধনপাদঃ দ্বিতীয়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—৫৫। "তাহাতে ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা হয়"। সূ

কেহ কেহ বলেন—শব্দাদিতে অব্যসনই ইন্দ্রিয়জয়। ব্যসন অর্থে আসক্তি বা রাগ, যাহা পুরুষকে শ্রেয় হইতে ব্যস্ত করে অর্থাৎ দূরে ফেলে (তাহাই ব্যসন)। অপর কেহ কেহ বলেন—"শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ (শব্দাদি (বিষয়) সেবনই ন্যায্য অর্থাৎ তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। অন্যেরা বলেন "স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্থাৎ পরতন্ত্র না হইয়া যে শব্দাদিতে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ তাহাই ইন্দ্রিয়জয়"; অর্থাৎ "ভোগ্যপরতন্ত্র না হইয়া যে ভোগ, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। "রাগদ্বেষাভাবে সুখদুঃখশূন্য যে শব্দাদি জ্ঞান তাহাই ইন্দ্রিয়জয়" ইহাও কেহ কেহ বলেন। জৈগীষব্য বলেন "চিত্তৈকাগ্র্য হইলে যে (ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে) অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ যে বিষয়সংযোগরাহিত্য তাহাই ইন্দ্রিয়জয়"। সেই হেতু ইহাই (জৈগীষব্যোক্ত) যোগীর পরমা ইন্দ্রিয়বশ্যতা; যাহাতে চিত্তনিরোধ হইলে ইন্দ্রিয়গণও নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতে অপর প্রকার ইন্দ্রিয় জয়ের মত প্রযত্নকৃত উপায়ান্তরের অপেক্ষা করে না (১)।

টীকা—৫৫। (১) ভাষ্যকার যে সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শেষটী ছাড়া সমস্তই প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-লৌল্য এবং পরমার্থের অন্তরায়। অনাসক্তভাবে পাপবিষয় ভোগ করিলে অনাসক্তভাবেই নিরয়ে যাইতে হইবে। অগ্নিদাহ যে বুঝিয়াছে সে আর কোন কারণেই অগ্নিতে হাত দিতে ইচ্ছা করে না; অনাসক্ত ভাবেও করে না, আসক্ত ভাবেও করে না; স্বতন্ত্র ভাবেও না, পরতন্ত্র ভাবেও না। অতএব পরমার্থ-বিষয়ের অজ্ঞানই বিষয়ের সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্প্রয়োগের কারণ। সেইজন্য ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ই স-দোষ।

মহাযোগী জৈগীষব্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যোগীদের উপাদেয়। ইচ্ছামাত্রেই চিত্তরোধ-সহ যদি ইন্দ্রিয়রোধ হয়, তবে তদপেক্ষা উত্তম ইন্দ্রিয়জয় আর হইতে পারে না। অতএব প্রত্যাহারজনিত যে ইন্দ্রিয়জয়, তাহাই সর্ব্বোত্তম।

ইতি দ্বিতীয় পাদ।

বিভূতিপাদঃ।

ভাষ্যম্—উক্তানি পঞ্চ বহিরঙ্গানি সাধনানি, ধারণা বক্তব্যা।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১

নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা ॥ ১

ভাষ্যানুবাদ—১। বহিরঙ্গ সাধন সকল উক্ত হইয়াছে ; (অধুনা) ধারণা বক্তব্য "দেশে বন্ধ হওয়াই চিত্তের ধারণা"। সূ

নাভিচক্র, হৃদয়পুণ্ডরীক, মূর্দ্ধজ্যোতি, নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র ইত্যাদি দেশেতে (বন্ধ হওয়া), অথবা বাহ্য বিষয়ে চিত্তের যে বৃত্তিমাত্রের দ্বারা বন্ধ, তাহাই ধারণা ॥ (১)

টীকা-১। (১) আধ্যাত্মিক দেশে অনুভবের দ্বারা চিত্ত সাক্ষাৎ বদ্ধ হয়। বাহ্য দেশে ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয় না। বহিঃস্থ শব্দাদি বা মূর্ত্ত্যাদি বাহ্যদেশ। যে চিত্তবন্ধে কেবল সেই দেশেরই (যাহাতে চিত্ত বদ্ধ করা হইয়াছে তাহারই) জ্ঞান হইতে থাকে, আর যখন প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়েরা স্ববিষয় গ্রহণ করে না, তখন তাদৃশ প্রত্যাহার-মূলক ধারণাই সমাধির অঙ্গভূত ধারণা।

প্রাণায়ামাদিতেও ধারণা অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু তাহা মুখ্য ধারণা নহে, ইহা বিবেচ্য। প্রাণায়ামাদিতে যাহা অভ্যাস করিতে হয়, তাহাকে সাধারণত ধ্যান-ধারণা বলিলেও, বস্তুতঃ তাহাকে ভাবনা বলা উচিত। সেই ভাবনার উন্নতি হইয়া ধারণা ও ধ্যান হয়।

প্রাচীনকালে হৃদয়পুণ্ডরীকই ধারণার প্রধান স্থান ছিল। তথা হইতে উর্দ্ধগত যে সৌষুম্ন জ্যোতি আছে তাহাও ধারণার বিষয় ছিল। পরে ষট্চক্র বা দ্বাদশচক্র ধারণার প্রচলন হইয়াছিল। ষট্চক্র প্রসিদ্ধ আছে। শিবযোগগ্রন্থে দ্বাদশ প্রকার ধারণার বিষয় কথিত হয়। তাহা যথা—(১) মূলাধার ; (২) স্বাধিষ্ঠান ; (৩) নাভিচক্র ; (৪) হৃচ্চক্র ; (৫) কণ্ঠচক্র (৬) রাজদন্ত বা আল্‌জিবের মূল (হেথায় শূন্যরূপ দশম দ্বার ধ্যেয়) ; (৭) ভ্রূচক্র (হেথায় দিব্যশিখারূপ জ্ঞানালোক ধ্যেয়) ; (৮) নির্ব্বাণ চক্র (ইহা ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত) ; (৯) ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে অষ্টদল পদ্ম (হেথায় ত্রিকূট নামক তিমিরের মধ্যে আকাশবীজ সহ শূন্যস্থিত উর্দ্ধশক্তি ধ্যেয়), (১০) সমষ্টিকার্য্য (অহঙ্কার) ; (১১) কারণ (মহত্তত্ত্ব বা অক্ষর) ; (১২) নিষ্কল (গ্রহীতৃপুরুষ)।

ইহার মধ্যে ১—৫ গ্রাহ্য, ৬—১১ গ্রহণ, এবং ১২ গ্রহীতা। কালক্রমে সাংখ্যযোগ পরিণত হইয়া ঐরূপ দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সকল ধারণার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত সমাহিত হইলে তবে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে। অবশ্য তাহা সম্যক্ তত্ত্বদৃষ্টির সাপেক্ষ। নিষ্কলপুরুষ অধিগত হইলে পর তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞার নিরোধ হইলে তবে কৈবল্য। অবশ্য পরবৈরাগ্যপূর্ব্বক নিরোধ চাই।

ধারণা প্রধানতঃ দ্বিবিধ—তত্ত্বজ্ঞানময় ধারণা ও বৈষয়িক ধারণা। জ্ঞানযোগী সাংখ্যদেরই তত্ত্বজ্ঞানময় ধারণা। তাহাতে প্রথমে বিষয় সকল ইন্দ্রিয়ে অভিহননকারী এরূপ ধারণা করিয়া ইন্দ্রিয় সকল অভিমানাত্মক, অভিমান আমিত্বে প্রতিষ্ঠিত, আমিত্ব বা বুদ্ধি পুরুষের দ্বারা

প্রতিসংবিদিত এইরূপ ধারণা করিয়া জ্ঞস্বরূপ আত্মাতে স্থিতি লাভ করার চেষ্টা করিতে হয়। ইহাতেও অন্যান্য ধারণার ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির অভ্যন্তরস্থ আধ্যাত্মিক দেশের সাহায্য লইতে হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানই ইহার মুখ্য আলম্বন। এ বিষয় তত্ত্বনিদিধ্যাসন গাথাতে দ্রষ্টব্য।

বৈষয়িক ধারণার মধ্যে শব্দের ধারণা ও জ্যোতির্ধারণা প্রধান। ইহাদের মধ্যে হার্দ্দজ্যোতিকে আলম্বন করিয়া বুদ্ধিতত্ত্বের ধারণা (অর্থাৎ জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি) প্রধান। শব্দ ধারণার মধ্যে অনাহত নাদের ধারণা প্রধান। উহা নিঃশব্দ স্থানে (গিরিগুহাদিতে) সাধন করিতে হয়। নিঃশব্দ স্থানে চিত্ত স্থির করিলে, বিশেষত কিছু প্রাণায়াম করিলে, নানাপ্রকার অভ্যন্তরস্থ নাদ (প্রায়শ প্রথমে দক্ষিণ কর্ণে) শ্রুত হয়। চিঁ নাদ, শঙ্খ নাদ, ঘণ্টা নাদ, করতাল নাদ, মেঘ নাদ, প্রভৃতিই অনাহত নাদ। অভ্যস্ত হইলে উহারা সর্ব্বশরীরে, হৃদয়ে, সুষুম্নার ভিতরে ও মস্তকে শ্রুত হয়। ঐরূপ আধ্যাত্মিক দেশে উহা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিন্দুতে উপনীত হইতে হয়। শব্দ বস্তুতঃ ক্রিয়ার ধারা সুতরাং শব্দে চিত্ত স্থির হইলে দৈশিক বিস্তারজ্ঞান লোপ হয়। তাহাই বিন্দু। শব্দের বিস্তারহীন মানসিক ভাবমাত্রই বিন্দু। সুতরাং তদ্দ্বারা মনে উপনীত হইতে হয়। এইরূপে এই মার্গের দ্বারা উচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। শাস্ত্রে আছে "নাদের মধ্যে বিন্দু বিন্দুর মধ্যে মন, সেই মন যখন বিলয় হয় তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ"।

মার্গধারণাও অন্যতম জ্যোতির্ধারণা, কারণ জ্যোতির দ্বারাই ব্রহ্মমার্গ চিন্তা করিতে হয়, এবং উহার শাস্ত্রোক্ত নামও অর্চ্চিরাদি মার্গ। উহা দ্বিবিধ—একটী পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডমার্গ ও অন্যটি উপরোক্ত শিবযোগমার্গ। প্রাণীদের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে এক এক লোকে গতি হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দেহাভিমানাদি ত্যাগ হয়। যে যে পরিমাণে দেহাদির অভিমান ত্যাগ হয় তত্তদ্ অনুসারে উচ্চ উচ্চ লোকে গতি হয়। সুতরাং নিরভিমানতার এক একটী অবস্থার সহিত এক একটী লোক সম্বদ্ধ।

পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডমার্গ ই ষট্‌চক্রমার্গ। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা (ভ্রূমধ্যস্থ) মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্নায় গ্রথিত এই ছয় চক্রই উক্ত মার্গ। ইহাতে কুণ্ডলিনী নাম্নী ঊর্দ্ধগামিনী জ্যোতির্ম্ময়ী ধারা ধারণা করিয়া এক এক চক্রে উঠিতে হয়। নিম্নস্থ পঞ্চ-চক্রে পার্থিব, আপ্য প্রভৃতি অভিমান বা দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান ত্যাগ করিয়া দ্বিদল আজ্ঞা-চক্রে বা মনঃস্থানে উপনীত হইতে হয়। এই এক একটী চক্রের সহিত ভূঃ, ভুবঃ আদি এক একটী লোকের সম্বন্ধ। সহস্রারে বা মস্তকস্থ সপ্তম চক্রে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক। তথায় উপনীত হইয়া পরে জ্ঞানের প্রসাদ লাভ পূর্ব্বক ও পরবৈরাগ্য পূর্ব্বক পুরুষতত্ত্ব অধিগত হইলে তবেই লোকাতীত পরমপদ লাভ হয়।

শিবযোগমার্গে দেহস্থ চক্র সকলকে একবারে অতিক্রম পূর্ব্বক পূর্ব্বের লিখিত দেহবাহ্যে কল্পিত চক্র ও অবস্থা সকল অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপনীত হওয়ার ধারণা করিতে হয়। শ্রুতিতে যে সূর্য্যরশ্মি নাড়ীতে ব্যাপ্ত বলিয়া উপদেশ আছে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ধারা অবলম্বন করিয়া, ইহার দ্বারাও ঊর্দ্ধে উঠার ধারণা করিতে হয়। হিন্দুস্থানে কবীরপন্থীদের কোন কোন সম্প্রদায়ে ইহার বিশেষ চর্চ্চা আছে।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধদের দশকসিন ধারণা, মূর্ত্তি ধারণা প্রভৃতি অনেক প্রকার ধারণা আছে। অজ্ঞ একদেশদর্শী লোক ইহার অন্যতম মার্গকে একমাত্র মোক্ষমার্গ মনে করিয়া বিবাদ বিসম্বাদ করে। অবশ্য শুদ্ধ ধারণার দ্বারা সম্যক্ ফললাভ হয় না। অভ্যাসবৈরাগ্যের দ্বারা ধারণায় স্থিতিলাভ করিয়া পরে ধ্যান ও সমাধি করিতে পারিলেই তবে যে কোন মার্গের সম্যক্ ফল লাভ হয়।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২

ভাষ্যম্—তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্ ॥ ২

২। তাহাতে প্রত্যয়ের (জ্ঞানবৃত্তির) একতানতা ধ্যান। সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই (পূর্ব্বসূত্রের ভাষ্যোক্ত) দেশে, ধ্যেয়বিষয়ক প্রত্যয়ের যে একতানতা অর্থাৎ প্রত্যয়ান্তরের দ্বারা অপরামৃষ্ট যে একরূপ প্রবাহ, তাহাই ধ্যান ॥ (১)

টীকা—২। (১) ধারণাতে প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি কেবল অভীষ্ট দেশে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু সেই দেশমধ্যেই প্রত্যয় বা জ্ঞানবৃত্তি (অর্থাৎ সেই ধ্যেয়দেশবিষয়ক জ্ঞান) খণ্ডখণ্ডরূপে ধারাবাহিকক্রমে চলিতে থাকে। অভ্যাসবলে যখন তাহা একতান বা অখণ্ডধারার মত হয়, তখন তাহাকে ধ্যান বলা যায়। ইহা যোগের পারিভাষিক ধ্যান। ধ্যেয় বিষয়ের সহিত এই ধ্যান-লক্ষণের সম্বন্ধ নাই। ইহা চিত্তস্থৈর্য্যের অবস্থা-বিশেষ। যে কোন ধ্যেয় বিষয়ে এই ধ্যান প্রযুক্ত হইতে পারে। ধ্যানশক্তি জন্মাইলে সাধক যে কোন বিষয় লইয়া ধ্যান করিতে পারেন। ধারণার প্রত্যয় যেন বিন্দু বিন্দু জলের ধারার ন্যায় এবং ধ্যানের প্রত্যয় যেন তৈলের বা মধুর ধারার মত একতান। একতানতার তাহাই অর্থ। একতান প্রত্যয়ে যেন একই বৃত্তি উদিত রহিয়াছে বোধ হয়।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ। ৩।

ভাষ্যম্—ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ॥ ৩

৩। "ধ্যেয়বিষয়মাত্র-নির্ভাস, স্বরূপশূন্যের ন্যায়, ধ্যানই সমাধি"। সূ

ভাষ্যানুবাদ—ধ্যেয়াকারনির্ভাস ধ্যানই যখন ধ্যেয়স্বভাবাবেশ হইতে নিজের স্বভাবশূন্যের ন্যায় হয়, তখন (তাহাকে) সমাধি বলা যায় ॥ (১)

টীকা—৩। (১) ধ্যানের চরম উৎকর্ষের নাম সমাধি। সমাধি চিত্তস্থৈর্য্যের সর্ব্বোত্তম অবস্থা।

তদপেক্ষা অধিক আর চিত্তস্থৈর্য্য হইতে পারে না। ইহা অবশ্য সমস্ত সবীজ সমাধিকে লক্ষিত করিবে। অর্থশূন্য নির্ব্বীজ সমাধি ইহার দ্বারা লক্ষিত হয় নাই।

ধ্যান যখন অর্থমাত্র-নির্ভাস হয়, অর্থাৎ ধ্যান যখন এরূপ প্রগাঢ় হয় যে, তাহাতে কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্রের খ্যাতি হইতে থাকে, তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা যায়।

তখন ধ্যেয় বিষয়ের স্বভাবে চিত্ত আবিষ্ট হয় বলিয়া প্রত্যয়স্বরূপের খ্যাতি থাকে না। অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাকার ধ্যানক্রিয়ার স্বরূপ, প্রখ্যাত ধ্যেয়স্বরূপে অভিভূত হইয়া যায়। আত্মহারার ন্যায় ধ্যানই সমাধি। সাদা কথায় ধ্যান করিতে করিতে যখন আত্মহারা হইয়া যাওয়া যায়, যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়ের সত্তারই উপলব্ধি হইতে থাকে, এবং আত্মসত্তাকে ভুলিয়া যাওয়া যায়, যখন ধ্যেয় হইতে নিজের পার্থক্য জ্ঞানগোচর হয় না, ধ্যেয় বিষয়ে তাদৃশ চিত্তস্থৈর্য্যকেই সমাধি বলা যায়।

সমাধির লক্ষণ উত্তমরূপে বুঝিয়া মনে রাখা আবশ্যক। নচেৎ যোগের কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সমাধি সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—"শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা, আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।" "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতো। নাশান্তমানসোবাপি

প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥" সমাধির দ্বারাই যে আত্মসাক্ষাৎকার হয় এবং সমাধি ব্যতীত যে তাহা হয় না, এই শ্রুতির দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে। সমাধিব্যতীত যে আত্মসাক্ষাৎকার বা পরমার্থ-সিদ্ধি হয় না, তাহা পূর্ব্বেও ভূয়োভূয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাষ্যম্—তদেতৎ ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়মেকত্র সংযমঃ।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ। ৪।

একবিষয়ানি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, তদস্য ত্রয়স্য তান্ত্রিকী পরিভাষা সংযম ইতি ॥ ৪

ভাষ্যানুবাদ—৪। এই ধারণা, ধান ও সমাধি তিনটি একত্র সংযম—

"তিনটী এক বিষয়ে হইলে তাহা সংযম"। সূ

একবিষয়ক তিন সাধনকে সংযম বলা যায়। এই তিনের শাস্ত্রীয় পরিভাষা সংযম।

টীকা—৪। (১) সমাধি বলিলেই ধারণা ও ধ্যান উহ্য থাকে। সুতরাং সমাধিকে সংযম বলিলেই হয়। ধারণা ও ধ্যানের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে।

তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই—

সংযম ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞানের ও বশের উপায়রূপে কথিত হয়। তাহাতে একমাত্র বিষয় বা ধ্যেয় বিষয়ের একদিক্ মাত্র লইয়া সমাহিত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, কিন্তু নানা দিকে ধ্যেয় বিষয়ের নানা ভাব ধারণা করিতে হয় ও তৎপরে সমাহিত হইতে হয়। এক সংযমে অনেক ধারণা-ধ্যান-সমাধি ঘটিতে পারে বলিয়া ঐ তিন সাধনই সংযমনামে পরিভাষিত হইয়াছে। এইজন্য ভাষ্যকার ৩।১৬ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন "তেন (সংযমেন) পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎ-ক্রিয়মাণম্" ইত্যাদি। সাক্ষাৎক্রিয়মাণ অর্থে পুনঃ পুনঃ ধারণা-ধ্যান-সমাধি প্রয়োগ করিয়া সাক্ষাৎ করা।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ। ৫।

ভাষ্যম্—তস্য সংযমস্য জয়াৎ সমাধিপ্রজ্ঞায়া ভবত্যালোকঃ, যথা যথা সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী ভবতি। ৫।

৫। সংযমজয়ে প্রজ্ঞালোক হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—সেই সংযমের জয়ে সমাধিপ্রজ্ঞার আলোক (১) হয়। যেমন যেমন সংযম স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়, তেমন তেমন সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী (নির্ম্মল) হয়।

টীকা—৫। (১) নিম্নোচ্চ-ভূমিঃক্রমে সংযম প্রয়োগ করিলে সমাধি-প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হয়। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যেমন যেমন সূক্ষ্মতর বিষয়ে সংযম করা যায়, তেমনি তেমনি প্রজ্ঞা নির্ম্মল হইতে থাকে। তত্ত্ববিষয়ক সমাধিপ্রজ্ঞার কথা পূর্ব্বে (প্রথম পাদে) উক্ত হইয়াছে। এই পাদে সংযম-প্রয়োগ-দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের যেরূপে জ্ঞান হয় এবং যেরূপে অব্যাহত শক্তি লাভ হয়, তাহা প্রধানতঃ কথিত হইবে।

সমাধির দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান এবং শক্তি লাভ হয়। জ্ঞানশক্তিকে যদি কেবলমাত্র একই

বিষয়ে নিবেশিত করা যায়, অন্ত বিষয়ের জ্ঞান যদি তখন সম্যক্ না থাকে, তবে সেই বিষয়ের যে সম্যক্ জ্ঞান হইবে, তাহা নিশ্চয়। ক্ষণে ক্ষণে নানা বিষয়ে বিচরণপূর্ব্বক জ্ঞানশক্তি স্পন্দিত হয় বলিয়াই কোন বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান হয় না।

বিশেষতঃ সমাধিতে জ্ঞানশক্তির সহিত বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ হয়। কারণ, সমাধিতে জ্ঞানশক্তি জ্ঞেয় হইতে পৃথক্‌বৎ প্রতীত হয় না (সমাধি-লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। জ্ঞান ও জ্ঞেয় অপৃথক্ প্রতীত হওয়াই অত্যন্ত সন্নিকর্ষ। সমাধির দ্বারা কিরূপে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি হয়, তাহা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

প্রজ্ঞালোক অর্থে সম্প্রজ্ঞাতরূপ প্রজ্ঞার আলোক, ভুবন-জ্ঞানাদি নহে। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য-বিষয়ক যে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা বা সমাপত্তি, যাহা কৈবল্যের সোপান, প্রজ্ঞালোক নামে মুখ্যত তাহাই উক্ত হইয়াছে। কৈবল্যের অন্তরায়স্বরূপ অন্ত সূক্ষ্মব্যবহিতাদি জ্ঞান প্রজ্ঞা নামে সংজ্ঞিত হয় না।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ। ৬।

ভাষ্যম্—তস্য সংযমস্য জিতভূমের্যানন্তরা ভূমিস্তত্র বিনিয়োগঃ, নহ্যজিতাঽধর-ভূমিরনন্তর-ভূমিং বিলঙ্ঘ্য প্রান্তভূমিষু সংযমং লভতে, তদভাবাচ্চ কুতস্তস্য প্রজ্ঞালোকঃ, ঈশ্বর-প্রসাদাৎ (ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ) জিতোত্তরভূমিকস্য চ নাধরভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিষু সংযমো যুক্তঃ, কস্মাৎ, তদর্থস্যান্যত এবাবগতত্বাৎ। ভূমেরস্যা ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবোপাধ্যায়ঃ, কথং, "যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে। যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্" ইতি। ৬।

৬। ভূমিসকলে তাহার (সংযমের) বিনিয়োগ (কার্য্য)। সূ

ভাষ্যানুবাদ - তাহার = সংযমের। জিত-ভূমির যে পরভূমি তাহাতে বিনিয়োগ কার্য্য (১)। যিনি নিম্ন ভূমি জয় করেন নাই তিনি পরবর্ত্তী ভূমিসকল লঙ্ঘন করিয়া (একেবারে) প্রান্ত ভূমিসকলে সংযম লাভ করিতে পারেন না। তদভাবে তাঁহার প্রজ্ঞালোক কিরূপে হইতে পারে? ঈশ্বরপ্রসাদে যিনি উপরের ভূমি জয় করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে পরচিত্তাদির জ্ঞানরূপ নিম্ন ভূমিসকলে সংযম করা যুক্ত নহে, কেন না (নিম্নভূমিজয়ের দ্বারা সাধ্য) যে উত্তর ভূমিজয়, অন্যের (ঈশ্বরের) নিকট হইতে তাহার প্রাপ্তি হয়। "ইহা এই ভূমির পরের ভূমি" এ বিষয়ের জ্ঞান যোগের দ্বারাই হয়, কিরূপে হয়, তাহা এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে "যোগের দ্বারা যোগ জ্ঞাতব্য, যোগ হইতেই যোগ প্রবর্ত্তিত হয়, যিনি যোগে অপ্রমত্ত তিনিই যোগে চিরকাল রমণ করেন"।

টীকা—৬। (১) সম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রথম ভূমি গ্রাহ্য-সমাপত্তি, দ্বিতীয় ভূমি গ্রহণসমাপত্তি, তৃতীয় ভূমি গ্রহীতৃ-সমাপত্তি, আর প্রান্ত ভূমি বিবেকখ্যাতি। পর পর নিম্নভূমি জয় করিয়া প্রান্ত ভূমিতে উপনীত হইতে হয়। একেবারেই প্রান্ত ভূমিতে যাওয়া যায় না। ঈশ্বর প্রসাদে প্রান্ত ভূমির প্রজ্ঞা হইলে অধর ভূমির প্রজ্ঞা অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ । ৭ ।

ভাষ্যম--তদেতদ্ ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়ম্ অন্তরঙ্গং সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্ব্বেভ্যো। যমাদিসাধনেভ্য ইতি। ৭।

৭। তিনটী পূর্ব্ব সাধন হইতে অন্তরঙ্গ। সূ

ভাষ্যানুবাদ—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী পূর্ব্বোক্ত যমাদি সাধনাপেক্ষা সম্প্রজ্ঞাত যোগের অন্তরঙ্গ ॥ (১)

টীকা-৭। (১) সম্প্রজ্ঞাত যোগেরই-ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ। কারণ, সমাধির দ্বারা তত্ত্ব সকলের স্ফুট জ্ঞান হইয়া একাগ্রস্বভাব চিত্তের দ্বারা সেই জ্ঞান রক্ষিত থাকিলেই তাহাকে সম্প্রজ্ঞান বলা যায়।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য। ৮।

ভাষ্যম—তদপি অন্তরঙ্গং সাধনত্রয়ং, নির্বীজস্য যোগস্য বহিরঙ্গং, কস্মাৎ তদভাবে ভাবাদিতি। ৮।

৮। তাহাও নির্বীজের বহিরঙ্গ। সূ

ভাষ্যানুবাদ - তাহাও=অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়ও, নির্বীজযোগের বহিরঙ্গ; কেন না তাহারও (সাধনত্রয়েরও) অভাবে নির্বীজ সিদ্ধ হয় ইতি (এই কারণে)। (১)

টীকা ৮। (১) ধারণাদিরা অসম্প্রজ্ঞাত যোগের বহিরঙ্গ। তাহার অন্তরঙ্গ কেবল পরবৈরাগ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সমাধির লক্ষণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রয়োজ্য নহে। কারণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি=অ (নঞ্)+সম্প্রজ্ঞাত সমাধি; অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাতেরও অভাব বা নিরোধ। বৃত্তিনিরোধ হিসাবে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয়ই যোগ, কিন্তু সবীজ সমাধির হিসাবে—অসম্প্রজ্ঞাত=অসমাধি বা ধ্যেয়ার্থমাত্র-নির্ভাসেরও নিরোধ।

ভাষ্যম—অথ নিরোধচিত্তক্ষণেষু চলং গুণবৃত্তমিতি কীদৃশস্তদা চিত্তপরিণামঃ।

ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধ-ক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ। ৯।

ব্যুত্থানসংস্কারাশ্চিত্তধর্ম্মা ন তে প্রত্যয়াত্মকা ইতি প্রত্যয়নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ, নিরোধ-সংস্কারা অপি চিত্তধর্ম্মাঃ, তয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ ব্যুত্থানসংস্কারা হীয়ন্তে, নিরোধসংস্কারা আধীয়ন্তে, নিরোধক্ষণং চিত্তমন্বেতি, তদেকস্য চিত্তস্য প্রতিক্ষণমিদং সংস্কারান্যথাত্বং নিরোধপরিণামঃ। তদা সংস্কারশেষং চিত্তমিতি নিরোধসমাধৌ ব্যাখ্যাতম্। ৯।

ভাষ্যানুবাদ—৯। গুণবৃত্ত চল বা পরিণামী; (চিত্তও গুণবৃত্ত), অতএব নিরোধক্ষণসকলে চিত্তের কিরূপ পরিণাম হয়?

"ব্যুত্থানসংস্কারের অভিভব ও নিরোধ-সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হওত প্রত্যেক নিরোধক্ষণে এক অভিন্ন চিত্তে অন্বিত (যে পরিণাম তাহাই) চিত্তের নিরোধপরিণাম"। সূ (১)

ব্যুত্থানসংস্কারসকল চিত্তধর্ম্ম, তাহারা প্রত্যয়োপাদানক নহে, প্রত্যয়নিরোধে তাহারা নিরুদ্ধ হয় না। নিরোধসংস্কারসকলও চিত্তধর্ম্ম। তাহাদের অভিভব ও প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ ব্যুত্থানসংস্কারসকলের ক্ষীণ হওয়া ও নিরোধসংস্কারসকলের সঞ্চয় হওয়া এবং নিরোধাবসরস্বরূপ চিত্তে অন্বিত হওয়া। একই চিত্তের প্রতিক্ষণ এইরূপ সংস্কারের অন্যথাত্ব নিরোধপরিণাম। সেই সময়ে "চিত্ত সংস্কারশেষ হয়" ইহা নিরোধসমাধিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥

টীকা—৯। (১) পরিণাম অর্থে অবস্থান্তর হওয়া বা অন্যথাত্ব। ব্যুত্থান হইতে নিরোধ হওয়া এক প্রকার অন্যথাত্ব বা পরিণাম। নিরোধ এক প্রকার চিত্তধর্ম্ম। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক; ত্রিগুণবৃত্তি সদাই পরিণামশীল; অতএব নিরোধও পরিণামশীল হইবে। কিন্তু নিরোধের স্ফুট পরিণাম অনুভূত হয় না। তাহার সেই পরিণাম কিরূপ তাহা সূত্রকার বলিতেছেন।

এক ধর্ম্মীর এক ধর্ম্মের উদয় ও অন্য ধর্ম্মের লয়ই ধর্ম্ম পরিণাম। নিরোধপরিণামে নিরোধ-ক্ষণযুক্ত চিত্তই ধর্ম্মী। আর তাহাতে ব্যুত্থানের বা সম্প্রজ্ঞাতের সংস্কাররূপ চিত্তধর্ম্মের লয় ও নিরোধসংস্কাররূপ চিত্তধর্ম্মের উদয় হইতে থাকে। এই দুই ধর্ম্ম সেই নিরোধ-ক্ষণ-ভূত, চিত্তরূপ ধর্ম্মীতে অন্বিত থাকে। যেমন পিণ্ডত্ব ধর্ম্ম ও ঘটত্ব ধর্ম্ম এক মৃত্তিকাধর্ম্মীতে অন্বিত থাকে, তদ্বৎ।

নিরোধক্ষণ অর্থে নিরোধাবসর অর্থাৎ যতক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ থাকে সেই কালে যে ফাঁকের মত চিত্তাবস্থা হয়, তাহা। সেই চিত্তাবস্থায় কোন পরিণাম লক্ষিত না হইলেও তাহাতে পরিণাম থাকে। কারণ নিরোধসংস্কারকে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। আর তাহার ভঙ্গও হয়।

নিরোধ অভ্যাস করিলেই যখন নিরোধের সংস্কার বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহা অবশ্যই ব্যুত্থানকে অভিভূত করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। বস্তুত তাহাতে অভিভব প্রাদুর্ভাবের যুদ্ধ চলে বলিয়া তাহাও (অপরিদৃষ্ট) পরিণাম।

ব্যুত্থান উঠে ব্যুত্থানসংস্কারের দ্বারা; সুতরাং ব্যুত্থান না উঠিতে পারা অর্থে ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব। আর, নিরোধ সংস্কারশেষ বা সংস্কারমাত্র কিন্তু প্রত্যয়মাত্র নহে। সুতরাং সেই যুদ্ধ সংস্কারে সংস্কারে হয়। তাই সূত্রকার দুই প্রকার সংস্কারের অভিভব-প্রাদুর্ভাব বলিয়াছেন। সংস্কারে সংস্কারে যুদ্ধ হয় বলিয়া তাহা অলক্ষ্য বা প্রত্যয়স্বরূপ নহে। প্রত্যয়স্বরূপ না হইলেও অর্থাৎ স্ফুট জ্ঞানগোচর না হইলেও তাহা পরিণাম। যেমন এক স্প্রীংএর উপর এক গুরুভার চাপাইয়া রাখিলে স্প্রীং উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার অভিভব এবং ভারের প্রাদুর্ভাবরূপ যুদ্ধ চলে তাহা জানা যায়, সেইরূপ।

সেই দ্বিবিধ সংস্কারের অভিভব-প্রাদুর্ভাব-রূপ পরিণাম কাহার হয়? উত্তর—সেইকালীন চিত্তের হয়। সেই কালের চিত্ত কিরূপ? না—নিরোধক্ষণস্বরূপ। বিবর্দ্ধমান সুতরাং পরিণম্যমান নিরোধের পরিণাম এইরূপ। শঙ্কা হইতে পারে যদি নিরোধসমাধি পরিণামী তবে কৈবল্যও পরিণামী হইবে।—না তাহা নহে। বিবর্দ্ধমান নিরোধে চিত্তের পরিণাম থাকে, কৈবল্যে চিত্ত স্বকারণে লীন হয়, সুতরাং তাহাতে চৈত্তিক পরিণাম থাকে না। নিরোধ যখন বাড়িয়া সম্পূর্ণ হয়, ব্যুত্থানসংস্কার যখন নিঃশেষ হয়, তখন নিরোধের বিবৃদ্ধিরূপ পরিণাম (অথবা ব্যুত্থানের দ্বারা ভঙ্গ হওয়া-রূপ পরিণাম) শেষ হইলে চিত্ত বিলীন হয়। তজ্জন্য সূত্রকার অগ্রে কৈবল্যকে 'পরিণামক্রমসমাপ্তি গুণানাং' বলিয়াছেন। যতক্ষণ চিত্ত ততক্ষণ গুণবৃত্তি বা বিকার। পরিণাম শেষ হইলে বা কৃতার্থতা হইলে গুণবৃত্তি থাকে না, চিত্ত তখন গুণস্বরূপে থাকে অর্থাৎ অব্যক্তরূপে বিলীন হয়। নিরোধ শেষ হইলে নিরোধও লয় হয়।

ভোজরাজ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে—যেমন সীসকমিশ্র সুবর্ণকে পোড়াইলে সেই সীসক আপনিও পুড়িয়া যায় এবং সুবর্ণমলকেও পোড়াইয়া ফেলে, নিরোধও তদ্রূপ। উপরোক্ত স্প্রীং ও ভারের দৃষ্টান্তে যদি স্প্রীংটাকে তপ্ত করিয়া তাহার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে যেমন অভিভব-প্রাদুর্ভাব যুদ্ধের সমাপ্তি হয়, কৈবল্যও তদ্রূপ।

ভাষ্যস্থ পদের ব্যাখ্যা—ব্যুত্থানসংস্কার এস্থলে সম্প্রজ্ঞাতজ সংস্কার। সংস্কার প্রত্যয়স্বরূপ নহে কিন্তু তাহা প্রত্যয়ের সূক্ষ্ম স্থিতিশীল অবস্থা। সংস্কার যে জাতীয়, সেই জাতীয় প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকিলেই যে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে। বাল্য অবস্থায় অনেক প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকে কিন্তু সংস্কার যায় না। সেই সংস্কার হইতে যৌবনে তাদৃশ প্রত্যয় হইতে দেখা যায়। রাগকালে ক্রোধ প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকে বলিয়া যে ক্রোধসংস্কার গিয়াছে এইরূপ হয় না। বস্তুত সংস্কার সংস্কারের দ্বারাই নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যুত্থানের সংস্কার নিরোধের সংস্কারের দ্বারাই নিরুদ্ধ হয়। ক্রোধের সংস্কার (ক্রোধপ্রত্যয়-উত্থানের সংস্কার) অক্রোধ-সংস্কারের (ক্রোধনিরোধের সংস্কারের) দ্বারাই নিরুদ্ধ হয়।

ব্যুত্থান সংস্কারের নাশ ও নিরোধ সংস্কারের উপচয়—প্রতিক্ষণে চিত্তরূপ ধর্ম্মীর এই প্রকার ধর্ম্মের ভিন্নতাই নিরোধ-পরিণাম।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ। ১০।

ভাষ্যম্—নিরোধসংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবাপেক্ষা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি, তৎসংস্কারমান্দ্যে ব্যুত্থানধর্ম্মিনা সংস্কারেণ নিরোধধর্ম্মসংস্কারোঽভিভূয়ত ইতি। ১০।

১০। "সেই নিরোধাবস্থাধিগত চিত্তের তৎসংস্কার হইতে প্রশান্তবাহিতা (১) সিদ্ধ হয়"। সূ

ভাষ্যানুবাদ—নিরোধসংস্কার হইতে (অর্থাৎ) নিরোধসংস্কারাভ্যাসের পটুতা হইতে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হয়। আর সেই নিরোধ-সংস্কারের মান্দ্যে ব্যুত্থানসংস্কারের দ্বারা তাহা অভিভূত হয়।

টীকা—১০। (১) প্রশান্তবাহিতা=প্রশান্তভাবে বহনশীলতা। প্রশান্তভাব অর্থে প্রত্যয়হীনতা যে ভাবে পরিণাম লক্ষিত হয় না, নিরোধকালীন অবস্থাই চিত্তের প্রশান্ত ভাব। সংস্কারবলে তাহার প্রবাহই প্রশান্তবাহিতা। একটি পার্ব্বত্য নদী যদি এক প্রপাতের (cascade এর) পর কিছু দূর সম্পূর্ণ সমতল ভূমি দিয়া বহিয়া পুনঃ প্রপতিত হয়, তবে সেই সমতলবাহী অংশ যেমন বেগশূন্য প্রশান্ত বোধ হয়, নিরোধপ্রবাহও সেই রূপে প্রশান্তবাহী হয়। প্রশান্তি=বৃত্তির সম্যক্ নিরোধ।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ। ১১।

ভাষ্যম্—সর্ব্বার্থতা চিত্তধর্ম্মঃ, একাগ্রতাপি চিত্তধর্ম্মঃ, সর্ব্বার্থতায়াঃ ক্ষয়ঃ তিরোভাব ইত্যর্থঃ, একাগ্রতায়া উদয়ঃ আবির্ভাব ইত্যর্থঃ,—তয়োর্ধর্ম্মিত্বেনানুগতং চিত্তং, তদিদং চিত্তমপায়োপজননয়োঃ স্বাত্মভূতয়োর্ধর্ম্ময়োরনুগতং সমাধীয়তে স চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ। ১১।

১১। সর্ব্বার্থতার ক্ষয় ও একাগ্রতার উদয় চিত্তের সমাধিপরিণাম। সূ

ভাষ্যানুবাদ—সর্ব্বার্থতা (১) চিত্তধর্ম্ম, একাগ্রতাও-চিত্তধর্ম্ম। সর্ব্বার্থতার ক্ষয় অর্থাৎ তিরোভাব, একাগ্রতার উদয় অর্থাৎ আবির্ভাব। চিত্ত তদুভয়ের ধর্ম্মি-রূপে অনুগত। সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতা-রূপ স্বাত্মভূত (স্বকার্য্য-স্বরূপ) ধর্ম্মের যথাক্রমে ক্ষয়কালে ও উদয়-কালে অনুগত হইয়াই চিত্ত সমাহিত হয়। তাহাকে চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলা যায়।

টীকা—১১। (১) সর্ব্বার্থতা অনুক্ষণ সর্ব্ববিষয়গ্রাহিতা বা বিক্ষিপ্ততা। চিত্ত যে সদাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং অতীতানাগত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে তাহাই সর্ব্বার্থতা বা সর্ব্ববিষয়াভিমুখতা। "তা" প্রত্যয়ের দ্বারা স্বভাব বুঝাইতেছে। সহজতঃ সর্ব্ববিষয় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকা-রূপ ধর্ম্মই সর্ব্বার্থতা।

একাগ্রতা সেই রূপ এক বিষয়ে স্থিতিশীলতা। সহজত এক বিষয়ে লাগিয়া থাকা।

সর্ব্বার্থতাধর্ম্মের ক্ষয় বা অভিভব এবং একাগ্রতা ধর্ম্মের উদয় বা প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ বিবর্দ্ধমান হওয়া-রূপ পরিণামই চিত্তধর্ম্মীর সমাধি পরিণাম। সমাধি-অভ্যাসে চিত্ত ঐরূপে পরিণত হয়।

নিরোধপরিণাম কেবল সংস্কারের ক্ষয়োদয়। সমাধিপরিণাম সংস্কার ও প্রত্যয় উভয়ের ক্ষয়োদয়। সর্ব্বার্থতার সংস্কার ও তজ্জনিত প্রত্যয়ের ক্ষয় এবং একাগ্রতার সংস্কার ও তন্মূলক একপ্রত্যয়তার উপচয়, এই ভাবই সমাধিপরিণাম।

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ।১২।

ভাষ্যম্—সমাহিতচিত্তস্য পূর্ব্বপ্রত্যয়ঃ শান্তঃ, উত্তরস্তৎসদৃশ উদিতঃ, সমাধিচিত্তমুভয়োরনুগতং পুনস্তথৈব, আ-সমাধিভ্রেষাদিতি, সখল্বয়ং ধর্ম্মিণশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ। ১২।

১২। সমাধিকালে যে একাকার অতীতপ্রত্যয় ও বর্ত্তমানপ্রত্যয় হইতে থাকে তাহা চিত্তের একাগ্রতাপরিণাম। সূ

ভাষ্যানুবাদ—সমাহিত চিত্তের পূর্ব্ব প্রত্যয় শান্ত (অতীত), আর তৎসদৃশ উত্তর প্রত্যয় উদিত (বর্ত্তমান) (১)। সমাধিচিত্ত তদুভয় ভাবের অনুগত, আর সমাধিভঙ্গ পর্য্যন্ত সেইরূপই (শান্তোদিত-তুল্যপ্রত্যয় অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে একাগ্র) থাকে। ইহাই চিত্তরূপ ধর্ম্মীর একাগ্রতা পরিণাম।

টীকা—১২। (১) সমাধিকালে শান্ত প্রত্যয় ও উদিত প্রত্যয় সদৃশ হয়। সেইরূপ সদৃশপ্রবাহিতাই সমাধি। সমাধিকালের অভ্যন্তরে যে সমানাকার পূর্ব্ব ও পর বৃত্তির লয়োদয় হইতে থাকে তাহাই একাগ্রতা-পরিণাম। সূত্রস্থ 'ততঃ' শব্দের অর্থ 'সমাধিতে'।

একাগ্রতাপরিণাম কেবল প্রত্যয়ের লয়োদয়। মনে কর কোন যোগী ৬ ঘণ্টা সমাহিত হইতে পারেন। সেই ৬ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার একই প্রকার প্রত্যয় বা বৃত্তি ছিল। সেই কালে পূর্ব্ব বৃত্তিও যদ্রূপ পরের বৃত্তিও তদ্রূপ ছিল। এইরূপ সদৃশপ্রবাহিতার নাম **একাগ্রতা-পরিণাম**। সেই যোগী তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতভূমিতে আরূঢ় হইলেন। তখন তাঁহার একাগ্র-ভৌমিক চিত্ত হইবে। সেইজন্য তিনি সদাই চিত্তকে সমাপন্ন করা সাধন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত সর্ব্ববিষয়গ্রহণকরা-রূপ ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ সদাই এক বিষয়ে আলীনভাব ধারণ করিতে থাকিল (সমাপত্তির তাহাই অর্থ)। তাহাই চিত্তের **সমাধি পরিণাম**।

আর সেই যোগী সম্প্রজ্ঞাতযোগক্রমে বিবেকখ্যাতি লাভ করিয়া পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে কিছু কাল সম্যক্ নিরুদ্ধ করিতে যখন পারিলেন, তৎপরে সেই নিরোধকে অভ্যাসক্রমে যখন বাড়াইতে লাগিলেন, তখনই তাঁহার চিত্তের **নিরোধ পরিণাম** হয়।

একাগ্রতাপরিণাম সমাধিমাত্রে হয়, সমাধি-পরিণাম সম্প্রজ্ঞাত যোগে হয়, আর নিরোধ-পরিণাম অসম্প্রজ্ঞাত যোগে হয়। একাগ্রতাপরিণাম প্রত্যয়রূপ চিত্তধর্ম্মের, সমাধিপরিণাম প্রত্যয় ও সংস্কার রূপ চিত্তধর্ম্মের (তজ্জঃ সংস্কারোঽন্য-সংস্কার-প্রতিবন্ধী এই সূত্র দ্রষ্টব্য), আর নিরোধ-পরিণাম কেবল সংস্কারের। একাগ্রতাপরিণাম সমাধি হইলেই (বিক্ষিপ্তাদি ভূমিতেও) হয়, সমাধিপরিণাম একাগ্রভূমিতে হয় ও নিরোধ পরিণাম নিরোধভূমিতে হয়।

পরিণামত্রয়ের এই ভেদ বিবেচ্য। কৈবল্যযোগের সম্বন্ধীয় পরিণামই দেখান হইল। বিদেহলয়াদিতেও নিরোধাদি পরিণাম হয় কিন্তু তাহা পরিণামক্রমসমাপ্তির হেতু হয় না।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ। ১৩।

ভাষ্যম্—এতেন পূর্ব্বোক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্ম্মলক্ষণাবস্থারূপেণ, ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্ম-পরিণামো লক্ষণপরিণামোঽবস্থাপরিণামশ্চোক্তো বেদিতব্যঃ। তত্র ব্যুত্থাননিরোধয়ো ধর্ম্ময়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ ধর্ম্মিণি ধর্ম্মপরিণামঃ।

লক্ষণপরিণামশ্চ নিরোধস্ত্রিলক্ষণস্ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তঃ, স খল্বনাগতলক্ষণমধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তো বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নো যত্রাস্য স্বরূপেণাভিব্যক্তিঃ, এষোঽস্য দ্বিতীয়োঽধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তঃ। তথা ব্যুত্থানং ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তমতীতলক্ষণং প্রতিপন্নম্, এষোঽস্য তৃতীয়োঽধ্বা, ন চানাগত-বর্ত্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তম্। এবং পুনর্ব্যুত্থানমুপসম্পদ্যমানমনাগতং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নং, যত্রাস্যস্বরূপেণাভিব্যক্তৌ সত্যাং ব্যাপারঃ এষোঽস্য দ্বিতীয়োঽধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তমিতি। এবং পুনর্নিরোধঃ এবং পুনর্ব্যুত্থানমিতি।

তথাঽবস্থাপরিণামঃ—তত্র নিরোধলক্ষণেষু নিরোধসংস্কারা বলবন্তো ভবন্তি দুর্ব্বলা ব্যুত্থানসংস্কারা ইতি, এষ ধর্ম্মাণামবস্থাপরিণামঃ। তত্র ধর্ম্মিণো ধর্ম্মৈঃ পরিণামঃ, ধর্ম্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণামঃ, লক্ষণানামপ্যবস্থাভিঃ পরিণাম ইতি। এবং ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামৈঃ শূন্যং ন ক্ষণমপি গুণবৃত্তমবতিষ্ঠতে, চলঞ্চ গুণবৃত্তং, গুণস্বাভাব্যন্তু প্রবৃত্তিকারণমুক্তং গুণানামিতি। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মধর্ম্মিভেদাৎ ত্রিবিধঃ পরিণামোবেদিতব্যঃ, পরমার্থতস্ত্বেক এব পরিণামঃ ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রো হি ধর্ম্মোধর্ম্মিবিক্রিয়ৈবৈষা ধর্ম্মদ্বারা প্রপঞ্চতে ইতি। তত্র ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিনি বর্ত্তমানস্যৈবাধ্বস্বতীতানাগতবর্ত্তমানেষু ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যথাত্বং, যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিত্বা ন্যথাক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন সুবর্ণান্যথাত্বমিতি। অপর আহ—ধর্ম্মানভ্যধিকো ধর্ম্মী পূর্ব্বতত্ত্বানতিক্রমাৎ—পূর্ব্বাপরাবস্থাভেদমনুপতিতঃ কৌটস্থ্যেন বিপরিবর্ত্তেত যদ্যন্বয়ী স্যাদ্ ইতি। অয়মদোষঃ, কস্মাদ্, একান্তানভ্যুপগমাৎ, তদেতৎত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, কস্মাৎ, নিত্যত্বপ্রতিষেধাৎ। অপেতমপ্যস্তিবিনাশপ্রতিষেধাৎ। সংসর্গাচ্চাস্য সৌক্ষ্ম্যং সৌক্ষ্ম্যাচ্চানুপলব্ধিরিতি।

লক্ষণপরিণামো ধর্ম্মোঽধ্বসু বর্ত্তমানোঽতীতোঽতীতলক্ষণযুক্তোঽনাগতবর্ত্তমানাভ্যাং লক্ষণা-

ভ্যামবিযুক্তঃ, তথা বর্ত্তমানো বর্ত্তমানলক্ষণযুক্তোঽতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্ত ইতি। যথা পুরুষ একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তো ন শেষাসু বিরক্তো ভবতীতি।

অত্র লক্ষণপরিণামে সর্ব্বস্য সর্ব্বলক্ষণযোগাদধ্বসঙ্করঃ প্রাপ্নোতীতি পরৈর্দোষশ্চোদ্যত ইতি, তস্য পরিহারঃ—ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মত্বমপ্রসাধ্যং, সতি চ ধর্ম্মত্বে লক্ষণভেদোঽপি বাচ্যঃ, ন বর্ত্তমান-সময় এবাস্য ধর্ম্মত্বং, এবং হি ন চিত্তং রাগধর্ম্মকং স্যাৎ ক্রোধকালে রাগস্যাসমুদাচারাদিতি। কিঞ্চ, ত্রয়াণাং লক্ষণানাং যুগপদেকস্যাং ব্যক্তৌ নাস্তি সম্ভবঃ ক্রমেণতু স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্য ভাবো ভবেদিতি। উক্তঞ্চ "রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃসহ প্রবর্ত্তন্তে" তস্মাদসঙ্করঃ। যথা রাগস্যৈব ক্বচিৎ সমুদাচার ইতি ন তদানীমন্যত্রাভাবঃ, কিন্তু কেবলং সামান্যেন সমন্বাগত ইত্যস্তি তদা তত্র তস্য ভাবঃ তথা লক্ষণস্যেতি। ন ধর্ম্মী ত্র্যধ্বা ধর্ম্মাস্তু ত্র্যধ্বানঃ, তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ তাস্তামবস্থাম্প্রাপ্নুবন্তোঽন্যত্বেন প্রতিনির্দিশ্যন্তে অবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একাচৈকস্থানে, যথা চৈকত্বেঽপি স্ত্রী মাতা চোচ্যতে দুহিতা চ স্বসাচেতি।

অবস্থাপরিণামে কৌটস্থ্য-প্রসঙ্গদোষঃ কৈশ্চিদুক্তঃ, কথং, অধ্বনো ব্যাপারেণ ব্যবহিতত্বাৎ যদা ধর্ম্মঃস্বব্যাপারং ন করোতি তদাঽনাগতো, যদা করোতি তদা বর্ত্তমানো, যদা কৃত্বা নিবৃত্ত স্তদাঽতীতঃ ইত্যেবং ধর্ম্ম-ধর্ম্মিণো র্লক্ষণানামবস্থানাঞ্চ কৌটস্থ্যং প্রাপ্নোতীতি, পরৈর্দোষ উচ্যতে, নাসৌ দোষঃ, কস্মাৎ, গুণিনিত্যত্বেঽপি গুণানাং বিমর্দ্দবৈচিত্র্যাৎ। যথা সংস্থান মাদিমদ্ধর্ম্ম-মাত্রং শব্দাদীনাং বিনাশ্যঽবিনাশিনাম্, এবং লিঙ্গ মাদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং সত্ত্বাদীনাং গুণানাং বিনাশ্যঽবিনাশিনাং তস্মিন্ বিকারসংজ্ঞেতি।

তত্রেদমুদাহরণং মৃদ্ধর্ম্মী পিণ্ডাকারাৎ ধর্ম্মাৎ ধর্ম্মান্তর মুপসম্পদ্যমানো ধর্ম্মতঃ পরিণমতে ঘটাকার ইতি, ঘটাকারোঽনাগতং লক্ষণং হিত্বা বর্ত্তমানলক্ষণং প্রতিপদ্যতে, ইতি লক্ষণতঃ পরি-ণমতে, ঘটো নবপুরাণতাং প্রতিক্ষণ মনুভবন্নবস্থাপরিণামং প্রতিপদ্যতে, ইতি। ধর্ম্মিণোঽপি ধর্ম্মান্তরমবস্থা, ধর্ম্মস্যাপি লক্ষণান্তর মবস্থা ইত্যেক এব দ্রব্যপরিণামো ভেদেনোপদর্শিত ইতি। এবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্যমিতি। এতে ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ধর্ম্মিস্বরূপ মনতিক্রান্তা, ইত্যেক এব পরিণামঃ সর্ব্বানমূন্ বিশেষানভিপ্লবতে। অথ কোঽয়ং পরিণামঃ, অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্ব-ধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ। ১৩।

১৩। ইহার দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল। সূ

ভাষ্যানুবাদ—ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত (১) ধর্ম্ম,লক্ষণ ও অবস্থানামক চিত্তপরি-ণামের দ্বারা ; ভূতেন্দ্রিয়ে ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম উক্ত হইল জানিতে হইবে। তাহার মধ্যে (২) ব্যুত্থান-ধর্ম্মের অভিভব ও নিরোধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব (চিত্তরূপ) ধর্ম্মীর ধর্ম্ম-পরিণাম। আর লক্ষণ পরিণাম যথা—নিরোধ ত্রিলক্ষণ অর্থাৎ তিন অধ্বার (কালের) দ্বারা যুক্ত। তাহা (নিরোধ) অনাগত-লক্ষণ প্রথম অধ্বাকে ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মত্বকে অনতিক্রমণ-পূর্ব্বক (অর্থাৎ নিরোধ নামক ধর্ম্ম থাকিয়াই), যে বর্ত্তমান লক্ষণসম্পন্ন হয় —যাহাতে তাহার স্বরূপে অভিব্যক্তি হয়-- তাহাই নিরোধের দ্বিতীয় অধ্বা। তখন সেই বর্ত্তমান লক্ষণযুক্ত নিরোধ (সামান্যরূপে স্থিত যে) অতীত ও অনাগত লক্ষণ তাহা হইতেও বিযুক্ত হয় না। সেইরূপ ব্যুত্থানও ত্রিলক্ষণ বা তিন অধ্বযুক্ত। তাহা বর্ত্তমান অধ্বা ত্যাগ করিয়া,ধর্ম্মত্ব অনতিক্রমণপূর্ব্বক, অতীতলক্ষণ সম্পন্ন হয়। ইহাই ইহার (ব্যুত্থানের) তৃতীয় অধ্বা। তখন ইহা (সামান্যরূপে স্থিত যে) অনাগত ও বর্ত্তমান লক্ষণ তাহা হইতে বিযুক্ত হয় না। এইরূপে জায়মান ব্যুত্থানও

অনাগত লক্ষণ ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মত্বকে অনতিক্রমণপূর্ব্বক বর্ত্তমানলক্ষণাপন্ন হয়, এই অবস্থায় ইহার স্বরূপাভিব্যক্তি হওয়াতে ব্যাপার (কার্য্য) দৃষ্ট হয়। ইহাই তাহার (ব্যুত্থানের) দ্বিতীয় অধ্বা। আর ইহা অতীত ও অনাগত লক্ষণ হইতেও বিযুক্ত নহে। নিরোধও পুনরায় এইরূপ, আর ব্যুত্থানও পুনরায় এইরূপ।

অবস্থা পরিণাম যথা—নিরোধক্ষণে নিরোধসংস্কারগণ বলবান্ হয়, ব্যুত্থানসংস্কার সকল দুর্ব্বল হয়। ইহা ধর্ম্মসকলের অবস্থাপরিণাম। ইহার মধ্যে—ধর্ম্মসকলের দ্বারা ধর্ম্মীর পরিণাম হয়; লক্ষণত্রয়দ্বারা ধর্ম্মের পরিণাম হয়। লক্ষণের অবস্থা সকলের দ্বারা পরিণাম হয়। (৩) এইরূপে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণামশূন্য হইয়া গুণবৃত্ত ক্ষণকালও অবস্থান করে না। গুণবৃত্ত বা গুণকার্য্য সকল চল বা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আর গুণের স্বভাবই (৪) গুণের প্রবৃত্তির (কার্য্যরূপে অবস্থিতির) কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভূতেন্দ্রিয়ে ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদ আশ্রয় করিয়া ত্রিবিধ পরিণাম জানা যায়; কিন্তু পরমার্থতঃ (অর্থাৎ ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ আশ্রয় করিয়া) একই পরিণাম। (কারণ) ধর্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপমাত্র; আর ধর্ম্মীর এই পরিণাম ধর্ম্মের দ্বারা প্রপঞ্চিত হয় (৫)। ধর্ম্মীতে বর্ত্তমান যে ধর্ম্ম, যাহা অতীত, অনাগত বা বর্ত্তমান-রূপে অবস্থিত থাকে, তাহার ভাবের অন্যথা (অর্থাৎ সংস্থান ভেদাদি অন্য ধর্ম্মোদয়) হয় মাত্র, কিন্তু দ্রব্যের অন্যথা হয় না। যেমন সুবর্ণ পাত্রকে ভাঙ্গিয়া অন্যরূপ করিলে কেবল ভাবান্যথা (ভিন্ন আকার-রূপ ধর্ম্মোদয়) হয়, কিন্তু সুবর্ণের অন্যথা হয় না; সেইরূপ। অপর কেহ বলেন পূর্ব্ব তত্ত্বের (ধর্ম্মীর) অনতিক্রমহেতু অর্থাৎ কূটস্থতাপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া, ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত নহে (অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী একান্ত অভিন্ন)"—যদি ধর্ম্মী ধর্ম্মান্বয়ী (সর্ব্ব ধর্ম্মে এক ভাবে অবস্থিত) হয়, তাহা হইলে তাহা (ধর্ম্মী) পূর্ব্ব ও পর অবস্থার ভেদানুপাতী হইয়া কূটস্থভাবে (নিত্য অবিকারভাবে) অবস্থিত থাকিবে। (৬) এইরূপে ধর্ম্মীর কৌটস্থ্যপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া (আমাদের মত সদোষ; এইরূপ তাহারা আপত্তি করেন)। (কিন্তু তাহা নহে) আমাদের মত অদোষ, কেননা দ্রব্যের একান্ত নিত্যতা বা কূটস্থতা অস্মন্মতে উপদিষ্ট হয় নাই। (অস্মন্মতে) এই ত্রৈলোক্য (কার্য্য-কারণাত্মক বুদ্ধ্যাদি পদার্থ) ব্যক্তাবস্থা (বর্ত্তমান বা অর্থক্রিয়াকারী অবস্থা) হইতে অপগত হয় (অর্থাৎ অতীত বা লয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়) কেননা তাহার অবিকার-নিত্যত্ব (অস্মন্মতে) প্রতিষিদ্ধ আছে। আর অপগত বা লীন হইয়াও তাহা থাকে, যেহেতু তাহার (ত্রৈলোক্যের) একান্ত বিনাশ প্রতিষিদ্ধ আছে। সংসর্গ (স্বকারণে লয়) হইতে তাহার সূক্ষ্মতা, এবং সূক্ষ্মতাহেতু তাহার উপলব্ধি হয় না।

লক্ষণপরিণামযুক্ত যে ধর্ম্ম, তাহা অধ্বসকলে (কালত্রয়ে) অবস্থিত থাকে। (যে হেতু যাহা) অতীত বা অতীতলক্ষণযুক্ত তাহা অনাগত ও বর্ত্তমান লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত। সেইরূপ যাহা অনাগত বা অনাগতলক্ষণযুক্ত তাহা বর্ত্তমান ও অতীত লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত। যেরূপ কোন পুরুষ কোন এক স্ত্রীতে রক্ত হইলে অপর সব স্ত্রীতে বিরক্ত হয় না, সেইরূপ।

"সকলের সকল লক্ষণের যোগহেতু অধ্বসঙ্করপ্রাপ্তি হইবে" লক্ষণপরিণামসম্বন্ধে এই দোষ অপর বাদীরা উত্থাপন করেন (৭)। তাহার পরিহার যথা—ধর্ম্মসকলের ধর্ম্মত্ব (ধর্ম্মীর ব্যতিরিক্ততা এবং অভিভব-প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বে সাধিত হওয়া হেতু এ স্থলে) অসাধনীয়। আর, ধর্ম্মত্ব সিদ্ধ হইলে লক্ষণভেদও বাচ্য, যেহেতু (বর্ত্তমান সময়ে) অভিব্যক্ত (থাকামাত্রই) ইহার ধর্ম্মত্ব নহে। এরূপ হইলে (বর্ত্তমানাভিব্যক্তিই ধর্ম্মত্ব হইলে) চিত্ত ক্রোধকালে রাগধর্ম্মক হইবে না; কারণ সে সময় রাগ অভিব্যক্ত থাকে না। কিন্তু ত্রিবিধ লক্ষণের যুগপৎ এক ব্যক্তিতে সম্ভব হয় না, তবে ক্রমানুসারে স্বব্যঞ্জকাঞ্জনের (নিজ অভিব্যক্তির কারণের দ্বারা অভিব্যক্তের) ভাব

হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে·"বুদ্ধির রূপ (ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি অষ্ট) এবং বৃত্তির (শান্তাদির) অতিশয় বা উৎকর্ষ হইলে পরস্পর (বিপরীত অন্ত রূপের বা বৃত্তির সহিত) বিরুদ্ধাচরণ করে; আর সামান্ত (রূপ-বা বৃত্তি) অতিশয়ের সহিত প্রবর্ত্তিত হয়"(২-১৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)। এই হেতু অধ্বার সঙ্কর হয় না। যেমন কোন বিষয়ে রাগের সমুদাচার অর্থাৎ সম্যক্ অভিব্যক্তি থাকিলে সেই সময়ে অন্ত বিষয়ে রাগভাব হয় না, কিন্তু কেবল সামান্তরূপে তখন তাহাতে রাগ থাকে। এই হেতু সেই স্থলে (যেখানে রাগ অভিব্যক্ত তদ্ব্যতীত অন্তস্থলে) রাগের ভাব আছে। লক্ষণেরও ঐরূপ। ধর্ম্মী ত্র্যধ্বা নহে ধর্ম্মসকলই ত্র্যধ্বা। লক্ষিত (ব্যক্ত ; বর্ত্তমান) বা অলক্ষিত (অব্যক্ত ; অতীত ও অনাগত) সেই ধর্ম্মসকল সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কেবল অবস্থা ভেদেই তাহা হয়, দ্রব্যভেদে হয় না। যেমন এক রেখা শত স্থানে শত, দশ স্থানে দশ, এক স্থানে এক (এইরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ)। আর যেমন একটি স্ত্রী এক হইলেও তাহাকে সম্বন্ধানুসারে মাতা, দুহিতা ও ভগিনী বলা যায়, সেইরূপ।

অবস্থাপরিণামে (৮) কেহ কেহ কৌটস্থ্য-প্রসঙ্গদোষ আরোপ করেন। কিরূপে ?—"অধ্বার ব্যাপারের দ্বারা ব্যবহিত বা অন্তর্হিত থাকা হেতু যখন ধর্ম্ম নিজের ব্যাপার না করে, তখন তাহা অনাগত ; যখন ব্যাপার বা ক্রিয়া করে, তখন বর্ত্তমান, আর যখন ব্যাপার করিয়া নিবৃত্ত হয়, তখন অতীত; এইরূপে (ত্রিকালেই সত্তা থাকে বলিয়া) ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর এবং লক্ষণ ও অবস্থা-সকলের কৌটস্থ্য সিদ্ধ হয়" এই দোষ পরপক্ষ বলেন। ইহা দোষ নহে, কেননা গুণীর নিত্যত্ব থাকিলেও গুণ সকলের বিমর্দ্দজনিত (=পরস্পরের অভিভাব্যাভিভাবকত্ব জনিত), (কূটস্থতা হইতে) বৈলক্ষণ্য হেতু (কৌটস্থ্য সিদ্ধ হয় না)। যথা—অবিনাশী (ভূতাপেক্ষা) শব্দাদি তন্মাত্রের, বিনাশি, আদিমৎ, ধর্ম্ম মাত্র, (পঞ্চভূতরূপ) সংস্থান ; সেইরূপ অবিনাশী সত্ত্বাদিগুণের, লিঙ্গ (মহত্তত্ত্ব) আদিমৎ, বিনাশী ধর্ম্মমাত্র। তাহাতেই (ধর্ম্মেই) বিকারসংজ্ঞা। পরিণাম-বিষয়ে এই (লৌকিক) উদাহরণ :—মৃত্তিকা ধর্ম্মী, তাহা পিণ্ডাকার ধর্ম্ম হইতে অন্ত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওত "ঘটাকার"এই ধর্ম্মেতে পরিণত হয় (অর্থাৎ ঘটরূপ হওয়াই তাহার ধর্ম্মপরিণাম)। আর ঘটাকার অনাগত লক্ষণ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয় ; ইহা লক্ষণপরিণাম। আর ঘট প্রতিক্ষণ নবত্ব ও পুরাণত্ব অনুভব করত অবস্থাপরিণাম প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মীর ধর্ম্মান্তর-ও অবস্থাভেদ, আর ধর্ম্মের লক্ষণান্তরও অবস্থাভেদ ; অতএব এই একই দ্রব্যপরিণাম তিন ভাগ করিয়া উপদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ (পরিণাম বিচার) পদার্থান্তরেও যোজ্য। এই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণাম (ত্রিবিধ হইলেও) ধর্ম্মীর স্বরূপ অতিক্রমণ করে না (অর্থাৎ পরিণত হইলেও ধর্ম্মীর স্বরূপ হইতে ভিন্ন এক দ্রব্য হয় না, কিন্তু সতত ধর্ম্মীর স্বরূপের অনুগত থাকে), এই হেতু (পরমার্থতঃ) ধর্ম্মরূপ একই পরিণাম আছে ; আর তাহা অপর বিশেষ সকলকে (ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাকে) ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ উক্ত তিন প্রকার পরিণাম এক ধর্ম্মপরিণামের অন্তর্গত হয়। এই পরিণাম কি ?— অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব্ব ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিই পরিণাম॥ (৯)

টীকা--১৩। (১) পূর্ব্বে যে যোগিচিত্তের নিরোধাদি তিন পরিণাম কথিত হইয়াছে তাহারাই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণাম নহে; কিন্তু তাহারা যেমন পরিণাম, ভূতেন্দ্রিয়েও সেই-রূপ পরিণাম আছে, ইহাই 'এতেন' শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

নিরোধাদি প্রত্যেক পরিণামেই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পরিণাম আছে, তাহা ভাষ্যকার বিবৃত করিতেছেন।

১৩। (২) পরিণাম বা অন্তথাভাব ত্রিবিধ।— ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ ঐ

তিন প্রকারে আমরা কোন দ্রব্যের ভিন্নত্ব বুঝিও ব্যক্ত করি। এক ধর্ম্মের ক্ষয় ও অন্য ধর্ম্মের উদয় হইলে যে ভেদ হয়, তাহাই ধর্ম্ম পরিণাম। যেমন ব্যুত্থানের লয় ও নিরোধের উদয় হইলে বলিয়া থাকি চিত্তের ধর্ম্মপরিণাম হইল।

তিন কালের নাম লক্ষণ। কালভেদে যে ভিন্নতা বুঝি তাহার নাম লক্ষণপরিণাম। যেমন বলি ব্যুত্থান ছিল এখন নাই, অথবা নিরোধ ছিল, এখন আছে, অথবা নিরোধ থাকিবে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিন লক্ষণে লক্ষিত করিয়া দ্রব্যের যে ভেদ বুঝা যায় তাহাই লক্ষণপরিণাম।

আবার লক্ষণপরিণামকেও আমরা ভেদ করিয়া থাকি ; তথায় ধর্ম্মভেদ বা লক্ষণভেদের বিবক্ষা থাকে না। যেমন, এই হীরক পুরাতন, আর এই হীরক নূতন। এস্থলে একই বর্ত্তমান লক্ষণকে পুরাতন ও নূতন-ভাবে ভেদ করা হইল। হীরকের ধর্ম্মভেদের তথায় বিবক্ষা নাই। অন্য উদাহরণ যথা—নিরোধকালে নিরোধ সংস্কার বলবান্ হয়, আর তৎকালে ব্যুত্থান সংস্কার দুর্ব্বল থাকে। বর্ত্তমানলক্ষণ এক দ্রব্যকে ইহাতে 'দুর্ব্বল এবং বলবান্' এই পদার্থের দ্বারা ভেদ করা হইল। বলবান্ ও দুর্ব্বল পদের দ্বারা অত্র ধর্ম্মভেদের বিবক্ষা নাই বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে ধর্ম্ম-পরিণামই বাস্তব, অপর দুই পরিণাম বৈকল্পিক। ব্যবহারত তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া এস্থলে গৃহীত হইয়াছে। কারণ সূত্রকার ইহা অতীতানাগত জ্ঞানের ভূমিকা করিতেছেন। তাহাতে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে ইহা (সংযমের দ্বারা সাক্ষাৎ ক্রিয়মাণ বস্তু) নূতন কি পুরাতন ইত্যাদি।

১৩। ধর্ম্মীর পরিণাম ধর্ম্মের অন্যথার দ্বারা অনুভূত হয়। ধর্ম্মসকলের পরিণাম লক্ষণের অন্যথার দ্বারা কল্পিত হয়। তাই ভাষ্যকার লক্ষণপরিণামের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যে "ধর্ম্মের অনতিক্রমণপূর্ব্বক" আর্থৎ উহারা ধর্ম্মেরই পরিণাম বলিয়া উহাতে ধর্ম্মের অন্যথা হয় না। যেমন একই নীলত্ব ধর্ম্ম ছিল, আছে ও থাকিবে ; এই ত্রিভেদে এক নীলত্ব ভিন্নরূপে কল্পিত হয় মাত্র।

আর লক্ষণের পরিণাম অবস্থাভেদের দ্বারা কল্পিত হয়। তাহাতে লক্ষণের অন্যথাত্ব হয় না, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ইহার একই লক্ষণ অবস্থাভেদে ভিন্নভিন্নরূপে কল্পিত হয়। যেমন নিরোধক্ষণে নিরোধসংস্কারও আছে, ব্যুত্থানসংস্কারও আছে তবে ব্যুত্থানের তুলনায় নিরোধকে বলবান্ বলিয়া ভেদ কল্পনা করা যায়।

বর্ত্তমানলক্ষণক ভাব পদার্থ অনাগত ও অতীত হইতে বিযুক্ত নহে। কারণ তাহাই অনাগত ছিল ও তাহাই অতীত হইবে এইরূপ ব্যবহার হয়। বস্তুতঃ অতীত ও অনাগত ভাব সামান্যরূপে থাকামাত্র। তাহাতে পদার্থের স্বরূপ অনভিব্যক্ত থাকে। বর্ত্তমানলক্ষণক পদার্থেরই স্বরূপাভিব্যক্তি হয়, অর্থাৎ অর্থক্রিয়াকারী অবস্থার অভিব্যক্তি হয়। স্বরূপ = বিষয়ীভূত ও ক্রিয়াকারি রূপ।

১৩। (৪) গুণের স্বভাবই পরিণামশীলতা। রজ অর্থেই ক্রিয়াশীলভাব। ক্রিয়াশীল অর্থেই পরিণামশীল। স্বভাবতঃ সর্ব্ব দৃশ্য পদার্থে যে ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়, সর্ব্বসাধারণ সেই ক্রিয়াশীলতার নাম রজ। ক্রিয়াশীলতার হেতু নাই ; তাহাই দৃশ্যের অন্যতম মূলস্বভাব। ত্রিগুণ-নির্দ্দেশ অর্থে তাদৃশ স্বভাবের নির্দ্দেশ। শঙ্কা হইতে পারে যদি স্বভাবতঃই গুণ প্রবর্ত্তনশীল তবে চিত্তের নিবৃত্তি অসম্ভব। তাহা নহে। গুণের স্বভাব হইতে পরিণাম হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধি আদি সংঘাত বা গুণবৃত্তির সংহত্য-কারিত্ব গুণস্বভাবমাত্র হইতে হয় না। তাহা পুরুষের উপদর্শনসাপেক্ষ। উপদর্শনের হেতু সংযোগ, সংযোগের হেতু অবিদ্যা। অবিদ্যা বিলিপ্ত হইলে

হইলে উপদর্শন নিবৃত্ত হয়। বুদ্ধ্যাদিরূপ সংঘাতও তাহাতে লীন হয়। দৃশ্য তখন আর পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয় না।

১৩। (৫) পরমার্থতঃ ধর্ম্ম বা গুণ, ধর্ম্মীর স্বরূপ। আগামী সূত্রে সূত্রকার ধর্ম্মীর লক্ষণ দিয়াছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-ধর্ম্মের অনুপাতী পদার্থকে তিনি ধর্ম্মী বলিয়াছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী ভিন্নবৎ ব্যবহার্য্য হয়। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে যথায় অতীতানাগত নাই, তথায় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী একই রূপে নির্ণীত হয়। অর্থাৎ তখন ত্রিগুণভাবে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী একই। ত্রিগুণকে বিক্রিয়মাণ ধর্ম্ম বলা যায়, বা বিক্রিয়মাণ ধর্ম্মী বলা যায়। পরমার্থত সেই গুণবিক্রিয়ামাত্র আছে। ব্যবহারত সেই বিক্রিয়ার কতকাংশকে (যাহা আমাদের গোচর হয় তাহাকে) বর্ত্তমান ধর্ম্ম বলি, অন্যাংশকে অতীতানাগত বলি। সেই অতীতানাগত ও বর্ত্তমান ধর্ম্মসমুদায়ের সাধারণ আশ্রয়-পদার্থকে ধর্ম্মী বলি। ব্যবহারদৃষ্টি ছাড়িয়া যদি সমস্ত দৃশ্যকে প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীল-রূপে দেখা যায়, তাহা হইলে অতীতানাগত কিছু থাকে না। কিন্তু তাহা অব্যক্তাবস্থা। অব্যক্তই মূল ধর্ম্মী। ব্যক্তিতে প্রকাশশীলতাদি গুণের তারতম্য থাকে। সেই অসংখ্য তারতম্যই অসংখ্য ধর্ম্ম। অতএব ভাষ্যকার বলিয়াছেন ধর্ম্ম ধর্ম্মীর স্বরূপমাত্র। আর ধর্ম্মীর বিক্রিয়া ধর্ম্মের দ্বারাই প্রপঞ্চিত বা বিস্তৃত হয় অর্থাৎ ধর্ম্মীর বিক্রিয়াই অতীতানাগতবর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রপঞ্চ বলিয়া প্রতীত হয়। পরমার্থত ধর্ম্মীর বিক্রিয়াই আছে। তাহাই ধর্ম্ম, লক্ষণ এবং অবস্থা পরিণামরূপে ব্যবহৃত হয়।

১৩। (৬) ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী পরমার্থত এক কিন্তু ব্যবহারত ভিন্ন। কারণ ব্যবহারদৃষ্টি ও পরমার্থদৃষ্টি ভিন্ন। সেই ভিন্নতাকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এই ভিন্ন পদার্থ স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবহারত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন বলিলে ধর্ম্ম সকল মূলশূন্য বা মূলত অভাব হয়। সৎ-পদার্থ যে মূলত অসৎ ইহা সর্ব্বথা অন্যায্য। যদি বলা যায় ঘটরূপ ধর্ম্মসমষ্টিই আছে তদতিরিক্ত ধর্ম্মী নাই, তবে ঘট চূর্ণ হইলে বলিতে হইবে ঘটত্বধর্ম্ম সকল অভাব হইয়া গেল আর চূর্ণ ধর্ম্ম, অভাব হইতে উদিত হইল। ইহা অসৎকারণবাদ। বৌদ্ধেরা এই বাদ লইয়া সাংখ্য হইতে আপনাদের পৃথক্ করিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদে ঘটত্ব মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম; চূর্ণত্ব ও মৃত্তিকার ধর্ম্ম। ঘটের নাশ অর্থে ঘটত্ব ধর্ম্মের অভিভব চূর্ণত্বের প্রাদুর্ভাব। এক মৃত্তিকারই তাহা বিভিন্ন ধর্ম্ম, কারণ ঘটেও মৃত্তিকা থাকে, চূর্ণেও থাকে। সুতরাং ব্যবহারত মৃত্তিকাকে ধর্ম্মী ও ঘটত্বাদিকে ধর্ম্মরূপে ভেদ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তত্ত্বদৃষ্টিক্রমে সামান্য ধর্ম্ম হইতে ক্রমশ চরমসামান্যধর্ম্মে উপনীত হইলে কেবল সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ থাকে। তথায় ধর্ম্মধর্ম্মীর প্রভেদ করার যো নাই। তাহারা অভাব নহে ও স্বরূপতব্যক্তও নহে সুতরাং সৎ ও অব্যক্ত। পরমার্থে যাইয়া এইরূপে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এক হয়। অতএব গুণত্রয় phenomenaও নহে noumenaও নহে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা উহা বুঝিবার পদার্থ নহে।

ব্যবহারদৃষ্টিতে অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং সমস্ত ব্যবহারিক ভাবকে একবারে বর্ত্তমান বলিলে অন্যায় কথা বলা হয়। ধর্ম্ম ব্যবহারিক ভাব সুতরাং তাহাকে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিন প্রকার বলিতে হইবে। তন্মধ্যে বর্ত্তমানধর্ম্ম জ্ঞানগোচর হয়, অতীত ও অনাগত গোচর না হইলেও থাকে। তাহা যে ভাবে থাকে তাহাই ধর্ম্মী। অতীত ও অনাগত সমস্ত ধর্ম্মও আছে বা বর্ত্তমান এরূপ বলিলে তাহারা সূক্ষ্মরূপে বা মৌলিকরূপে বা অব্যক্ত ত্রিগুণরূপে আছে এরূপ বলিতে হইবে। সাংখ্য ঠিক তাহাই বলেন। ব্যবহারত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী বা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান; আর পরমার্থত গুণ ও গুণী অভিন্ন অব্যক্তরূপ, ইহাই সাংখ্যমত।

প্রাগুক্ত মতানুসারে বৌদ্ধেরা আপত্তি করিবেন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী যদি ভিন্ন হয়, তবে ধর্ম্মসকলই পরিণামী (কারণ সেইরূপই তাহারা দৃষ্ট হয়) হইবে, ধর্ম্মী কূটস্থ হইবে। অর্থাৎ, পরিণাম ধর্ম্মেতেই বর্ত্তমান থাকিবে, সুতরাং ধর্ম্মী অপরিণামী হইবে। সাংখ্য একান্তপক্ষে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ স্বীকার করেন না বলিয়া ঐ আপত্তি নিঃসার। বস্তুত ব্যবহারত এক ধর্ম্মই অন্তর ধর্ম্মী হয় (আগামী ১৬ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। যেমন সুবর্ণত্ব ধর্ম্ম বলয়ত্ব-হারত্বাদি ধর্ম্মের ধর্ম্মী। যেহেতু তাহা বলয়ত্বাদি বহুধর্ম্মে এক সুবর্ণত্বরূপে অনুগত। এইরূপে ভূতের ধর্ম্মী তন্মাত্র, তন্মাত্রের অহঙ্কার, অহংকারের বুদ্ধি ও বুদ্ধির ধর্ম্মী প্রধান, সিদ্ধ হয়। তন্মাত্রত্ব ধর্ম্ম ভূতত্ব ধর্ম্মের ধর্ম্মী ইত্যাদি ক্রমে এক ধর্ম্মেরই অন্য ধর্ম্মের আপেক্ষিক ধর্ম্মিত্ব সিদ্ধ হয়।

ধর্ম্মসকল যে ভিন্ন তাহা বৌদ্ধেরাও স্বীকার করেন। অতএব ভূতের ধর্ম্মিস্বরূপ তন্মাত্র-ধর্ম্ম ভূতধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন হইবে। এইরূপে ব্যবহারত ধর্ম্ম ধর্ম্মীর ভেদ আছে। আর এক পরিণামী ধর্ম্মই যখন অন্য ধর্ম্মের ধর্ম্মী, তখন ধর্ম্মীও পরিণামী হইবে; তাহার কৌটস্থ্যের সম্ভাবনা নাই।

অতএব বৌদ্ধের আপত্তি টিকিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্যবহারত ধর্ম্মধর্ম্মীর ভেদ, কিন্তু পরমার্থত অভেদ। সুতরাং সাংখ্য একান্ত ভেদবাদী বা একান্ত অভেদবাদী নহেন।

বৌদ্ধ ব্যবহারেই ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ ধরিয়া অন্যায্য শূন্যবাদ স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। উপাদান কারণ বৌদ্ধমতে স্পষ্টত স্বীকৃত হয় না, তাহাদের সমস্ত কারণই প্রত্যয় বা নিমিত্ত। তাহারা একবারেই সমস্ত জগৎকে রূপধর্ম্ম, বেদনাধর্ম্ম, সংজ্ঞাধর্ম্ম, সংস্কারধর্ম্ম ও বিজ্ঞানধর্ম্ম এই ধর্ম্মস্কন্ধে (সমূহে) বিভাগ করেন। সমস্তই যখন ধর্ম্ম, তখন আর ধর্ম্মী কি হইবে? অতএব ধর্ম্মের মূল শূন্য বা অভাব। রূপের মূল শূন্য, বেদনাদি প্রত্যেকের মূলই শূন্য। ইহা বৌদ্ধ দর্শনে শূন্যতাবার বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। তাহাদের (ধর্ম্মদের) মধ্যে কোনটা কাহারও প্রত্যয় কোনটা প্রতীত্য।

বস্তুত ঐ দৃষ্টি ঠিক নহে। শুদ্ধ হেতু হইতে কিছু হয় না, উপাদানও চাই। যে ধর্ম্ম বহু কার্য্যের মধ্যে এক তাহাই উপাদান। এইরূপে দেখা যায় রূপধর্ম্ম সকলের উপাদান ভূতাদি নামক অস্মিতা। বেদনাদিরও উপাদান তৈজস অস্মিতা; অস্মিতার উপাদান বুদ্ধিসত্ত্ব, বুদ্ধির উপাদান প্রধান। প্রধান অমূল ভাব পদার্থ। ভাব উপাদান হইতেই ভাব হয়, তাই মূল ভাব প্রধান হইতেই সমস্ত ভাব হইতে পারে।

বৌদ্ধের এই ধর্ম্মদৃষ্টি হইতে ধর্ম্মের নিরোধ বা নির্ব্বাণ যুক্তিত সিদ্ধ হয় না। প্রথমতই আপত্তি হইবে যদি ধর্ম্মসন্তান স্বভাবত চলিতেছে, তবে তাহার নিরোধ হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বৌদ্ধ বলিবেন ধর্ম্মসন্তানের ভিতর প্রত্যয় ও প্রতীত্য দেখা যায়, অহেতুতে কিছু হয় না। হেতুকে নিরোধ করিলে প্রতীত্যও (হেতুৎপন্ন পদার্থও) নিরুদ্ধ হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদে চক্রাকারে সেই হেতু-প্রতীত্য-শৃঙ্খল দেখান হয়। তাহা যথা অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, তাহা হইতে স্পর্শ, তাহা হইতে বেদনা, তাহা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, তাহা হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে দুঃখাদি। অবিদ্যা নিরুদ্ধ হইলে অনুলোমক্রমে সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় ইত্যাদি। বৌদ্ধ বলেন যখন দেখা যায় এইরূপে সমস্ত নিরুদ্ধ হয়, তখন মূল শূন্য। ইহাতে কিছুই যুক্তি নাই। যদি অবিদ্যা অমনি অমনি নিষ্প্রত্যয়ে নিরুদ্ধ হইত, তবে উহা সত্য হইত। কিন্তু অবিদ্যানিরোধের প্রত্যয় চাই। বিদ্যাই সেই প্রত্যয়। অতএব অবিদ্যার সন্তান নিরুদ্ধ হইলে বিদ্যাসন্তান থাকিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত মত। একপ্রকার বৌদ্ধ (শুদ্ধ-সন্তান-

বাদী) আছেন তাহারা ভাবস্বরূপ নির্ব্বাণ স্বীকার করেন। শূন্য-বাদীর পক্ষ সর্ব্বথা অযুক্ত। জল হইতে বাষ্প হয়, বাষ্প হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে পুনঃ জল ইত্যাদি কার্য্যকারণ পরম্পরা দেখিয়া যদি বলা যায় যে জল না থাকিলে বাষ্প থাকিবে না, বাষ্প না থাকিলে মেঘ থাকিবে না, মেঘ না থাকিলে বৃষ্টি হইবে না, বৃষ্টি না হইলে জল হইবে না। অতএব জলের মূল শূন্য। ইহাও যেমন অযুক্ত উপরোক্ত শূন্যবাদও সেইরূপ। আবার বৌদ্ধ নির্ব্বাণকেও ধর্ম্ম বলেন। অতএব 'শূন্য' ধর্ম্মবিশেষ, অভাব নহে। ফলত দ্ব্যর্থক শূন্য শব্দ বৌদ্ধ দর্শনের কলঙ্ক।

অতএব পরিদৃশ্যমান ধর্ম্মস্কন্ধের মূল "অভাব" নহে। অথবা ধর্ম্মজাতকে অমূল বলিলে 'তাহাদের অভাব হইবে' এরূপ মত স্বীকার্য্য নহে।

সেই অমূল ধর্ম্ম বা মূল ধর্ম্মীকে সাংখ্য ত্রিগুণ বলেন। তাহা বিকারশীল কিন্তু নিত্য। ব্যক্তাবস্থায় তাহার উপলব্ধি হয়। তাহা সদাই সৎ, তাহাকে অভাব বলিলে নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা করা হয়। ভাষ্যকার যুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন। ত্রৈলোক্য বা বিশ্ব বিক্রিয়মাণ হইয়া অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ততা বা কারণে লীনভাব একরূপ বিকারের অবস্থা। ব্যক্ততাও একরূপ বিকারের অবস্থা। ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা-রূপ বিকারের মৌলিক বিভাগ যথা—
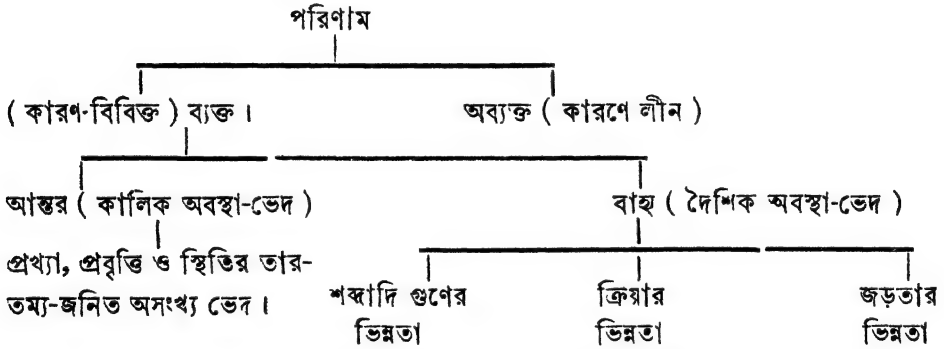
ফলে অব্যক্ত ভাবেও বিশ্ব থাকে। তাই সাংখ্যে অত্যন্তনাশ স্বীকৃত হয় না। অব্যক্ততাতে সৌক্ষ্ম্যহেতু কিছুর উপলব্ধি হয় না। সৌক্ষ্ম্য অর্থে সংসর্গ বা কারণের সহিত অবিবিক্ত (সুতরাং দর্শনের অযোগ্য) হইয়া থাকা। যেমন ঘটের অবয়ব পিণ্ডে সম্পিণ্ডিত হইয়া থাকে তাই লক্ষ্য হয় না, কিন্তু বিশেষ হেতুর দ্বারা সেই অবয়ব যথা স্থানে স্থাপিত হইলেই ঘট ব্যক্ত হয়, সেইরূপ। অথবা যেমন এক খণ্ড মাংস মৃত্তিকাদিতে পরিণত হইলে অলক্ষ্য হয়, বুদ্ধ্যাদিও সেইরূপ ত্রিগুণে লীন হয়। মৃত্তিকায় পরিণত হইলে মাংসের যেমন প্রাতিস্বিক পরিণাম থাকে না, কিন্তু মৃত্তিকার পরিণাম থাকে, বুদ্ধ্যাদির লয়ে সেইরূপ বুদ্ধিপরিণাম আদি থাকে না, কিন্তু গুণপরিণাম থাকে।

১৩। (৭) লক্ষণপরিণামসম্বন্ধে এই আপত্তি হয় যথা - যদি বর্ত্তমান লক্ষণ অতীতানাগত হইতে বিযুক্ত নহে বল, তবে তিন লক্ষণই একদা আছে। তাহা হইলে বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত পরস্পর সংকীর্ণ হইবে অর্থাৎ অধ্বসঙ্কর-দোষ হইবে। এ আপত্তি নিঃসার। বস্তুত অতীত ও অনাগত কাল অবর্ত্তমান পদার্থ সুতরাং কাল্পনিক পদার্থ। সেই কাল্পনিক কালের সহিত কল্পনাপূর্ব্বক সম্বন্ধস্থাপন করাই অতীত ও অনাগত অধ্বা। বর্ত্তমানতার দ্বারাই সেই

সম্বন্ধের অবগম হয়। যেমন এই ঘট ছিল ও থাকিবে। বর্ত্তমান বা অনুভবাপন্ন ঘট হইতে ঐ কালিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া * পদার্থের কথঞ্চিৎ ভেদ আমরা বুঝি। তাই বলা হয় অধ্বা-সকল পরস্পর অবিযুক্ত। নচেৎ একই ব্যক্তিতে তিন অধ্বা আছে এরূপ বলা ভ্রান্তি। যাহা অবর্ত্তমান তাহাই অতীত ও অনাগত কাল। তাহারাও বর্ত্তমান ধরিয়া ঐ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সেই কাল্পনিক কালের সহিত "সম্বন্ধ স্থাপনই" (মনোবৃত্তিমাত্র) আছে। অতীতানাগতের সত্তা অনুমেয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ সত্তার সাঙ্কর্য্য হইতে পারে না। 'অতীত ও অনাগত দ্রব্য আছে' এরূপ বলিলে বুঝায় যাহাকে আমরা কাল্পনিক অতীত অনাগত কালের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া 'নাই' এরূপ মনে করি, তাহাও বস্তুত বর্ত্তমান দ্রব্য।

যাহা জ্ঞানের গোচরীভূত অবস্থা তাহাই ব্যক্ততা। তাহাকেই আমরা বর্ত্তমানলক্ষণে লক্ষিত করি। যাহা অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম বা দর্শনের অযোগ্য তাহাকেই অতীতানাগত (ছিল বা হবে) লক্ষণে ব্যবহার করি। অতএব একই ব্যক্তিতে তিন লক্ষণের আরোপ করার সম্ভাবনা নাই। এমন অবোধ কে আছে যে স্বয়ং "ছিল, আছে ও থাকিবে" এই তিন ভেদ করিয়া পুন তাহাদের এক বলিবে! ধর্ম্ম ব্যক্ত না হইলেও যে তাহা থাকে, ভাষ্যকার তাহা দেখাইয়াছেন। ক্রোধকালে চিত্ত ক্রোধ-ধর্ম্মক হইলেও তাহাতে তখন যে রাগ নাই, এইরূপ কেহ বলিতে পারে না। ক্ষণকাল পরেই আবার তাহাতে রাগধর্ম্ম আবির্ভূত হইতে পারে।

পঞ্চশিখাচার্য্যের বচনের অর্থ যথা—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য (যে ইচ্ছার সর্ব্বতঃ ব্যাঘাত হয়, এরূপ ইচ্ছাশক্তি) এই অষ্ট পদার্থ বুদ্ধির রূপ; আর সুখ, দুঃখ ও মোহ বুদ্ধির বৃত্তি বা অবস্থা। এই বাক্য ২।১৪ সূত্রের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

১৩। (৮) ভাষ্যকার এস্থলে অবস্থা-পরিণাম ব্যাখ্যা করিয়া, তাহাতে অপরে যে দোষ দেন তাহা নিরাকরণ করিতেছেন। দূষক বলেন, "যখন ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ত্রিকালেই থাকে, তখন ধর্ম্ম, ধর্ম্মী, লক্ষণ ও অবস্থা সবই তোমাদের চিতি শক্তির মত কূটস্থ।" অর্থাৎ যাহাকে পুরাতন-অবস্থা বল তাহা সূক্ষ্মরূপে আছে ও থাকিবে আর নূতনও সেইরূপে ছিল ও থাকিবে। যাহা ত্রিকালস্থায়ী তাহাই কূটস্থ নিত্য অতএব অবস্থাও কূটস্থ নিত্য।

ইহার উত্তর যথা—নিত্য হইলেই তাহা কূটস্থ হয় না, যাহা অপরিণামী নিত্য তাহাই কূটস্থ। বিকারশীল জগতের উপাদান কারণ অবশ্য বিকারশীল হইবে। তাই স্বভাবত বিকারশীল এক প্রধান নামক কারণ প্রদর্শিত হয়। প্রধানরূপ গুণী, নিত্য হইলেও বিকারশীল। সেই বিকার-অবস্থাই ধর্ম্ম বা বুদ্ধ্যাদি ব্যক্তি। সেই ধর্ম্মসকলের বিমর্দ্দ বা লয়োদয়রূপ অকৌটস্থ্য দেখিয়াই মূল গুণীকে পরিণামি-নিত্য বলা যায়।

বিমর্দ্দ-বৈচিত্র শব্দের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। ভিক্ষুর মতে বিমর্দ্দ বা বিনাশরূপ বৈচিত্র্য বা কৌটস্থ্য হইতে বিলক্ষণতা। অন্য অর্থ—বিমর্দ্দ বা পরস্পরের অভিভাব্য-অভি-ভাবকতাজনিত বৈচিত্র বা নানাত্ব বা অন্যথাত্ব। গুণি-নিত্যত্ব ও গুণ-বিকারকে ভাষ্যকার তাত্ত্বিক ও লৌকিক উদাহরণের দ্বারা দেখাইয়াছেন। মূলা প্রকৃতিই নিত্যা, অন্য প্রকৃতিগণ বিকৃতি অপেক্ষা নিত্যা। যেমন ঘটত্ব পিণ্ডত্ব আদি অপেক্ষা মৃত্তিকাত্ব নিত্য, সেইরূপ।

---

* 'আমার (মৃত) পিতা ছিলেন' এস্থলে অবর্ত্তমান পদার্থের সহিত অতীতধ্বার সংযোগ হইল, এরূপ শঙ্কা হইতে পারে। তাহা ঠিক নহে; কারণ সে স্থলেও অনুভূয়মান (বর্ত্তমান) স্মৃতির সহিত অতীতাধ্বার যোগ হয়।

১৩। (৯) পরিণামের লক্ষণকে স্পষ্ট করিয়া ভাষ্যকার উপসংহার করিয়াছেন ; ধর্ম্মীর অবস্থানভেদই পরিণাম। অর্থাৎ অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব্ব ধর্ম্ম না দেখিলে কিন্তু অন্য ধর্ম্ম দেখিলে তাহাকে পরিণাম বলি। দ্রব্য শব্দের বিবরণ ৩।৪৪ সূত্রের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

অবস্থাভেদই পরিণাম। তন্মধ্যে বাহ্য দ্রব্যের অবয়ব সকলের যদি দৈশিক অবস্থান ভেদ হয়, তবেই তাহাকে পরিণাম বলি। শব্দাদি গুণ অবয়বের কম্পন ; কম্পন অর্থে দেশান্তরে গতিবিশেষ। কম্পনের ভেদে শব্দাদির ভেদ, সুতরাং শব্দরূপাদি ধর্ম্মের অন্যথাত্ব দেশান্তরিক অবস্থাভেদ হইল। বাহ্য দ্রব্যের ক্রিয়াপরিণাম স্পষ্ট দেশান্তরিক অবস্থানভেদ। কঠিনতা-কোমলতাদি জড়তার পরিণামও অবয়বের দেশান্তরিক অবস্থানভেদ। কঠিন লৌহ তাপ-যোগে কোমল হয়, ইহার অর্থ—তাপ নামক ক্রিয়ার দ্বারা তাহার অবয়বের অবস্থানভেদ হয়।

আভ্যন্তরিক দ্রব্যের পরিণাম সেইরূপ কালিক অবস্থানভেদ। মনোবৃত্তিসকল দৈশিক-সত্তা-হীন, কালব্যাপী পদার্থ। তাহাদের পরিণাম কেবল কালিক লয়োদয়রূপ। অর্থাৎ এককালে এক বৃত্তি অন্যকালে আর এক বৃত্তি এইরূপ অন্যথাভাব-স্বরূপ।

অতএব দৈশিক বা কালিক অবস্থাভেদই পরিণাম।

তত্র—

শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-ধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্—যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্মঃ, স চ ফলপ্রসবভেদানুমিতসদ্ভাব একস্যাঽন্যোঽন্যশ্চ পরিদৃষ্টঃ। তত্র বর্ত্তমানঃ স্বব্যাপারমনুভবন্ ধর্ম্মো ধর্ম্মান্তরেভ্য শান্তেভ্যশ্চাব্যপদেশ্যেভ্যশ্চ ভিদ্যতে, যদা তু সামান্যেন সমন্বাগতো ভবতি তদা ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রত্বাৎ কোঽসৌ কেন ভিদ্যেত। তত্র ত্রয়ঃ খলু ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাঃ শান্তা উদিতা অব্যপদেশ্যাশ্চেতি, তত্র শান্তা যে কৃত্বা ব্যাপারানুপরতাঃ, সব্যাপারা উদিতাঃ, তে চানাগতস্য লক্ষণস্য সমনন্তরাঃ, বর্ত্তমানস্যানন্তরা-অতীতাঃ। কিমর্থমতীতস্যানন্তরা ন ভবন্তি বর্ত্তমানাঃ, পূর্ব্ব-পশ্চিমতায়া অভাবাৎ, যথাঽনাগতবর্ত্তমানয়োঃ পূর্ব্ব-পশ্চিমতা নৈবমতীতস্য, তস্মান্নাতীতস্যাস্তি সমনন্তরঃ, তদনাগত এব সমনন্তরো ভবতি বর্ত্তমানস্যেতি।

অথাব্যপদেশ্যাঃ কে? সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি। যত্রোক্তং "জলভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদিবৈশ্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষু" ইতি, এবং জাত্যনুচ্ছেদেন সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি। দেশকালাকারনিমিত্তাঽপবন্ধান্ন খলু সমানকালমাত্মনামভিব্যক্তিরিতি। য এতেষ্বভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্ম্মেষ্বনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মা সোঽন্বয়ী ধর্ম্মী।

যস্য তু ধর্ম্মমাত্রমেবেদং নিরন্বয়ং তস্য ভোগাভাবঃ, কস্মাৎ, অন্যেন বিজ্ঞানেন কৃতস্য কর্ম্মণোঽন্যঃ কথং ভোক্তৃত্বেনাধিক্রিয়েত ; তৎ স্মৃত্যভাবশ্চ, নান্যদৃষ্টস্য স্মরণমন্যস্যাস্তীতি। বস্তু- প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ স্থিতোঽন্বয়ী ধর্ম্মী যো ধর্ম্মান্যথাত্বমভ্যুপগতঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তস্মান্নেদং ধর্ম্মমাত্রং নিরন্বয়ম্ ইতি ॥ ১৪ ॥

১৪। শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য (শক্তিরূপে স্থিত) এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম সকলের অনুপাতী দ্রব্য ধর্ম্মী। সূ

ভাষ্যানুবাদ—ধর্ম্মীর যোগ্যতাবিশিষ্ট শক্তিই ধর্ম্ম (১)। এই ধর্ম্মের সত্তা ফল-প্রসবভেদ হইতে (ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যজনন হইতে) অনুমিত হয়। কিঞ্চ এক ধর্ম্মীর অনেক ধর্ম্ম

দেখা যায়। তাহার মধ্যে (ধর্ম্মের মধ্যে) স্বাব্যপারারূঢ়ত্বহেতু বর্ত্তমান ধর্ম্ম, অতীত ও অব্যপদেশ্য এই ধর্ম্মান্তর হইতে ভিন্ন। কিন্তু যখন ধর্ম্ম (শান্ত ও অব্যপদেশ্য) অবিশিষ্ট ভাবে ধর্ম্মীতে অন্তর্হিত থাকে, তখন ধর্ম্মিস্বরূপমাত্র হইতে সেই ধর্ম্ম কিরূপে ভিন্নভাবে উপলব্ধ হইবে? ধর্ম্মীর ধর্ম্ম ত্রিবিধ, শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য। তাহার মধ্যে যাহারা ব্যাপার করিয়া উপরত হইয়াছে, তাহারা শান্ত ধর্ম্ম। ব্যাপারযুক্ত ধর্ম্ম উদিত; তাহারা অনাগত লক্ষণের সমনন্তরভূত (অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্ত্তী)। অতীত ধর্ম্ম সকল বর্ত্তমানের সমনন্তরভূত। কি কারণে বর্ত্তমান ধর্ম্ম সকল অতীতের পরবর্ত্তী হয় না? তাহাদের (অতীতেরও বর্ত্তমানের) পূর্ব্বপরতার অভাবহেতু। যেমন অনাগত ও বর্ত্তমানের পূর্ব্বপরতা আছে, অতীত ও বর্ত্তমানের সেরূপ নাই। সেই কারণে অতীতের অনন্তর আর কিছু নাই। (আর) অনাগতই বর্ত্তমানের পূর্ব্ব।

অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম কি?—সর্ব্ব সর্ব্বাত্মক। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে "জল ও ভূমির পারিণামিক রসাদির বৈশ্বরূপ্য (অর্থাৎ অসংখ্য প্রকার ভেদ) বৃক্ষাদিতে দৃষ্ট হয়। সেইরূপ বৃক্ষাদির অসংখ্য প্রকার পারিণামিক ভেদ উদ্ভিজ্জভোজী জন্তু সকলে দৃষ্ট হয়। জন্তু সকলেরও স্থাবর পরিণাম দৃষ্ট হয়"। এইরূপে জাতির অনুচ্ছেদ হেতু (অর্থাৎ জলত্বভূমিত্ব জাতির সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞান হয় বলিয়া) সর্ব্ব বস্তু সর্ব্বাত্মক। দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্তের অপগমহেতু ভাবসকলের সমান কালে অভিব্যক্তি হয় না। যাহা এই সকল অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত ধর্ম্মের অনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মক (শান্ত ও অব্যপদেশ্য = সামান্য; উদিত = বিশেষ) সেই অন্বয়ী দ্রব্য ধর্ম্মী (২)।

যাহাদের মতে এই চিত্ত কেবল ধর্ম্মমাত্র, নিরন্বয় (অর্থাৎ বহু ধর্ম্মের মধ্যে এক চিত্তরূপ দ্রব্য সামান্যরূপে অন্বয়ী নহে) তাহাদের মতে ভোগ সিদ্ধ হয় না; কেননা অন্য এক বিজ্ঞানের দ্বারা কৃত কর্ম্মকে অন্য এক বিজ্ঞান কিরূপে ভোক্তৃভাবে অধিকার করিবে। আর, সেই কর্ম্মের স্মৃতিরও অভাব হয়; যেহেতু একের দৃষ্ট বিষয় অন্যের স্মরণ হইতে পারে না। এবং, প্রত্যভিজ্ঞানহেতু (অর্থাৎ "এই সেই," "মৃত্তিকা পিণ্ড ছিল, ঘট হইয়াছে," এইরূপ অনুভব হয় বলিয়া) অন্বয়ী ধর্ম্মী বিদ্যমান আছে; আর তাহা ধর্ম্মান্যথাত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হয় ("এই সেই বস্তু" বলিয়া অনুভূত হয়)। সেই কারণে ইহা (জগৎ) ধর্ম্মমাত্র ও নিরন্বয় (ধর্ম্মীশূন্য) নহে।

টীকা—১৪। (১) যোগ্যতা অর্থাৎ ক্রিয়াদির দ্বারা কোন এক প্রকারে বোধ্য হইবার যে যোগ্যতা। অগ্নির দাহযোগ্যতা আছে। দাহ জানিয়া অগ্নির দাহিকাশক্তির জ্ঞান হয়। দাহিকাশক্তিকে অগ্নির ধর্ম্ম বলা যায়। এই শক্তি দাহক্রিয়ার হেতু। দাহিকাশক্তি দাহক্রিয়ার দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বিশেষিত হয়। দহন হইল যোগ্যতা; আর দহনকারিণী (দহনের দ্বারা বিশেষিত) শক্তিই অগ্নির এক ধর্ম্ম।

ফলতঃ পদার্থের বুদ্ধ ভাবই ধর্ম্ম। অর্থাৎ আমরা যাহার দ্বারা কোন পদার্থ জানি, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাস্তব এবং বৈকল্পিক বা বাঙ্মাত্র, এই দ্বিবিধ হয়। যাহা বাক্যের সাহায্য না হইলেও বোধগম্য হয়, তাহা বাস্তব। বাস্তব ধর্ম্ম আবার যথার্থ ও আরোপিত। সূর্য্যের শ্বেততা যথার্থ ধর্ম্ম, মরুতে জলত্ব আরোপিত ধর্ম্ম।

বাক্য বা পদের দ্বারাই যাহা বোধগম্য হয়, তদভাবে যাহা বোধগম্য হয় না, তাহা বৈকল্পিক ধর্ম্ম। যেমন অনন্তত্ব; ঘটের 'জলাহরণত্ব' ইত্যাদি। জল-আহরণত্ব আমাদের ব্যবহার অনুসারে কল্পিত হয়। প্রকৃত পক্ষে ঘটাবয়ব ও জলাবয়ব এই উভয়ের সংযোগ বিশেষ আছে, আর তদুভয়ের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতি-রূপ বাস্তব ধর্ম্ম আছে। তাহাকেই 'জলাহরণত্ব'

নাম দিয়া এবং এক ধর্ম্মরূপে কল্পনা করিয়া, ব্যবহার করি। ঘট নষ্ট হইলে জলাহরণত্ব নাশ হয় কিন্তু তাহাতে কোন সতের বিনাশ হয় না। কারণ, জলাহরণত্ব কথা মাত্র, অবাস্তব পদার্থ। প্রকৃত পক্ষে ঘটের অবয়বের ও জলাবয়বের অবস্থানভেদরূপ পরিণাম হয়; কিছুর অভাব হয় না। জল এবং ঘটাবয়ব সকলের পূর্ব্ববৎ নীয়মানতাও থাকে। এতাদৃশ অবাস্তব উদাহরণ বলে অপরবাদীরা সৎকার্য্যবাদকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন। অবাস্তব সামান্য পদার্থ (mere abstractions) প্রভৃতি সমস্তই ঐ রূপ বৈকল্পিক ধর্ম্ম।

বাস্তব ধর্ম্মসকল বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য ধর্ম্ম মূলত ত্রিবিধ--প্রকাশ্য, কার্য্য ও জাড্য। শব্দাদি গুণ প্রকাশ্য, সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া কার্য্য, এবং কাঠিন্যাদি ধর্ম্ম জাড্য। আভ্যন্তর গুণও মূলত ত্রিবিধ প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি বা বোধ, চেষ্টা ও ধৃতি।

এই সমস্ত বাস্তব ধর্ম্মের অবস্থান্তর হয়, কিন্তু বিনাশ হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের conser vation of energy প্রকরণ বুঝিলে ইহা সম্যক্ প্রতীত হইবে। প্রাচীন কালের সরল উদাহরণ আজকাল তত উপযোগী নহে।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, যাহা কোন প্রকারে বোধগম্য হয়, তাদৃশ এক ভাবকেই আমরা ধর্ম্ম বলি। বোধগম্য ভাবের মধ্যে যাহা জ্ঞায়মান তাহাই উদিত ধর্ম্ম, যাহা জ্ঞায়মান ছিল তাহা অতীত ধর্ম্ম, আর যাহা ভবিষ্যতে জ্ঞায়মান হইবার যোগ্য বলিয়া বোধগম্য হয়, তাহা অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান হইয়া যাহা নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা শান্ত ধর্ম্ম। ব্যাপারারূঢ় বা অনুভূয়মান ধর্ম্ম, উদিত ধর্ম্ম। আর যাহা হইতে পারে এবং যাহা কখনও বর্ত্তমানতা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া ব্যপদেশের বা বিশেষিত করার অযোগ্য, তাহাই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান ধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয় কিন্তু শান্ত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম ধর্ম্মীতে অবিশিষ্টভাবে অন্তর্হিত থাকে বলিয়া পৃথক্ অনুভূত হয় না। তাহাদের সত্তা অনুমানের দ্বারা নিশ্চিত হয়।

অতীত ও অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম (কোন এক ধর্ম্মীর) অসংখ্য হইতে পারে। কারণ সমস্ত দ্রব্যের মূলগত একত্ব আছে তজ্জন্য সমস্ত দ্রব্যই পরিণত হইয়া সমস্ত প্রকার হইতে পারে।

এইরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মী-দৃষ্টি সাংখ্যদর্শনের মৌলিক প্রণালী। বৌদ্ধাদিরা এই দর্শনের প্রতিযোগী অন্যান্য যে সব দৃষ্টি সৃজন করিয়াছেন তাহাদের অযুক্ততা এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। সাংখ্য সৎকার্য্যবাদী, বৌদ্ধ অসৎকারণবাদী, আর মায়াবাদীরা অসৎকার্য্যবাদী। সাংখ্য মতে কারণ দুই —নিমিত্ত ও উপাদান। নিমিত্তবশত উপাদানের পরিবর্ত্তিত অবস্থাই কার্য্য। বৌদ্ধ মতে নিমিত্ত বা প্রত্যয়ই কারণ। কতকগুলি ধর্ম্মরূপ প্রত্যয় হইতে অন্য কতকগুলি ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। তাহাই কার্য্য। কারণ কার্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে না, কিন্তু প্রত্যয়রূপ ধর্ম্ম নিরুদ্ধ বা শূন্য হইয়া যায় তৎপরে কার্য্য বা প্রতীত্যরূপ ধর্ম্ম উদিত হয়। কার্য্য ও কারণে বস্তুগত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহারা নিরন্বয়। এক ভরি সুবর্ণপিণ্ড পরিণত হইয়া কুণ্ডল হইল, পরে হার হইল। বৌদ্ধ এ ক্ষেত্রে বলিবেন সুবর্ণপিণ্ড = একভরিত্ব ধর্ম্ম + সুবর্ণত্ব ধর্ম্ম + পিণ্ডত্ব ধর্ম্ম। কুণ্ডল পরিণামে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া পুনশ্চ একভরিত্ব ধর্ম্ম ও সুবর্ণত্বধর্ম্ম উদিত হইল, কেবল পিণ্ডত্বধর্ম্মের পরিবর্ত্তে কুণ্ডলত্বধর্ম্ম উদিত হইল ইত্যাদি। সাংখ্যেরা যাহাকে ধর্ম্মী সুবর্ণ বলেন, বৌদ্ধ তাহাকেও ধর্ম্ম বলেন, এবং পরিণামেতে তাহারা পুনরুদিত হয় এরূপ বলেন। কারণ তন্মতে সব প্রত্যয়ভূত ধর্ম্ম একদা ভিন্নভাবে পরিণত বা অন্যথাভূত না হইতে পারে। কতক ধর্ম্ম যাহা নিরুদ্ধ হয় তাহার প্রতীত্য ধর্ম্ম ঠিক তৎসদৃশ হয়, ইহাই বৌদ্ধ মতের সঙ্গতি।

কোন এক ধর্ম্মসন্তান যে কেন একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহার কারণ যে কি তাহা বৌদ্ধ দেখান না। তাহা ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন বৌদ্ধেরা এই বিশ্বাস করেন মাত্র। "যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবাঃ তেষাং হেতুং তথাগত আহ। তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ।" এই শাস্ত্রবাক্যই তদ্বিষয়ে বৌদ্ধের প্রমাণ। অতএব বৌদ্ধ যে বলেন পূর্ব্ব প্রত্যয়ভূত ধর্ম্ম শূন্য হইয়া যায়, তৎপরে অন্য ধর্ম্ম উঠে, তাহা যুক্তিশূন্য প্রতিজ্ঞামাত্র।

শুদ্ধসন্তানবাদী বৌদ্ধেরা সম্পূর্ণ নিরোধ স্বীকার করেন না, শূন্যবাদীরাই তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাদের মত যে অন্যায্য তাহা পূর্ব্বে (৩।১৩ সূ (৬) টিপ্পনে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধকে বলিতে হয় যে কতকগুলি ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে (যেমন কুণ্ডল পরিণামে সুবর্ণত্ব) আর কতকগুলি বদলাইয়া যায়। সাংখ্য সেই স্থির ধর্ম্মগুলিকে ধর্ম্মী বলেন, আর বিশ্লেষ করিয়া দেখান যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহার কখনও অভাব বা নিরোধ হয় না। অন্তর ও বাহিরের সমস্ত দ্রব্যেই পরিণামধর্ম্ম নিত্য। আর সত্তা * বা সত্ত্বধর্ম্ম নিত্য (কারণ কিছু থাকিলে তবে তাহা পরিণত হইবে।) আর নিরোধ ধর্ম্ম নিত্য। নিরোধ অর্থে অত্যান্তাভাব নহে কিন্তু অলক্ষ্যভাবে স্থিতি। ভাষ্যকার ইহা অনেক উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন। বস্তুত অভাব অর্থে 'আর এক ভাব'। অভাব শব্দ এই অর্থেই আমরা ব্যবহার করি। অত্যন্তাভাব বা সম্পূর্ণ ধ্বংস বিকল্পমাত্র, তাহা কোন ভাব পদার্থে প্রয়োগ করা নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা। শূন্যবাদীরাও বলেন 'শূন্য আছে' নির্ব্বাণ আছে' ইত্যাদি। যাহা থাকে তাহাই ভাব। যাহা থাকে না, ছিল না থাকিবে না তাহাই সম্পূর্ণ অভাব। সেরূপ শব্দ ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন।

এই তিন নিত্য ধর্ম্মই (পরিণাম, সত্ত্ব ও নিরোধ) সাংখ্যের রজ, সত্ত্ব ও তম। উহারা যাবতীয় নিম্নধর্ম্মের ধর্ম্মিস্বরূপ, কিন্তু নিজেরাও ধর্ম্মিস্বরূপ, কারণ উহাদের আর অন্য ধর্ম্মী কল্পনীয় নহে। উহারা পরস্পরের ধর্ম্মী। অর্থাৎ সত্ত্বে (প্রকাশে বা বোধে) পরিণাম থাকে ও সত্ত্ব নিরুদ্ধ বা আবরিত ভাবে থাকে। তেমনি ক্রিয়াতে যাহার ক্রিয়া, তাহা (সত্ত্ব বা তম) থাকে। তেমনি নিরুদ্ধ বা স্থিতিশীল ভাবেও ক্রিয়া এবং সত্ত্ব থাকে। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর চরম মিলন, phenomena ও noumenaর সন্ধি।

পাশ্চাত্য ধর্ম্মবাদীরা দ্বিবিধ—এক অজ্ঞাতবাদী ও অন্য অজ্ঞেয়বাদী। তাহারা কেহ শূন্যবাদী নহেন। কারণ বৌদ্ধের যেরূপ নির্ব্বাণকে শূন্য প্রমাণ (তাহাই বুদ্ধের অভিমত এরূপ ভাবিয়া) করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, পাশ্চাত্যদের সেরূপ আবশ্যক হয় নাই, তাই তাহাদের ওরূপ অযুক্ততার আশ্রয় লইতে হয় নাই।

Hume প্রথমোক্ত অজ্ঞাতবাদের উদ্ভাবয়িতা। তিনি সমস্ত পদার্থকে ধর্ম্ম বা phenomena বলিয়া সেই phenomena সমূহের মূল অন্বয়ীভাব বা Substratum কি, তাহা জানি না বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ঠিক জানি না বলেন নাই, তিনি বলিয়াছেন "As to those impressions which arise from the senses, their ultimate cause is, in my opinion, perfectly inexplicable by human reason, and it will always be impossible to decide with certainty, whether they arise from the object

---

* সত্তা বৈকল্পিক ধর্ম্ম বটে, কিন্তু সত্তা বলিলেই জ্ঞান বুঝায়। পাশ্চাত্যেরাও বলেন 'Knowing is being'। অতএব সত্তা প্রকাশশীলত্ব নামক ধর্ম্মের কল্পিত এক ভিন্ন দৃষ্টি।

or are produced by the creative power of the mind, or are derived from the Author of our being" যখন তিনি তিন রকম কারণ হইতে পারে, ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে অজ্ঞাতবাদী বলাই সঙ্গত।

Herbert Spencer প্রধানতঃ অজ্ঞেয়বাদের সমর্থক। তিনি মূল কারণকে unknowable বা অজ্ঞেয় বলেন। কিন্তু এক unknowable মূল যে আছে, তাহা অগত্যা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। যথা :—Thus it turns out that the objective agency the noumenal power, the absolute force, declared as unknowable, is known after all to exist, persist, resist and cause our subjective affections and phenomena, yet not to think or to will.

সাংখ্যেরা কিরূপ বিশ্লেষের দ্বারা মূল কারণ নির্ণয় করেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। Hume যাহাকে inexplicable বলেন সাংখ্য তাহা explain করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আর Spencer যাহাকে unknowable বলেন তাহা যখন অনুমানবলে 'আছে' বলিয়া নিশ্চয় হয়, তখন তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নহে। কিন্তু Phenomenaর বা ধর্ম্মপরিণামসন্তানের যাহা কারণ-রূপে স্বীকার্য্য তাহাতে যে সেই কার্যের উৎপাদিকা শক্তি আছে তাহাও স্বীকার্য্য। সব জ্ঞাত ভাব, সব ক্রিয়াশীল ভাব, সব লয়শীল ভাবই ধর্ম্ম। অতএব 'ধর্ম্মের' মূল কারণের, অজ্ঞেয়বাদীর মতে যাহা অজ্ঞেয়, তাহাতে যে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি আছে, তাহা স্বীকার্য্য হইবে। আপত্তি হইবে তাহা ধারণার অযোগ্য বলিয়াই 'অজ্ঞেয়' বলা হইয়াছে অতএব তাহাতে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি কিরূপে স্বীকার্য্য হইতে পারে? সত্য। কিন্তু প্রকাশাদি আছে বলিয়া যখন প্রমিত হইল তখন অগত্যা বলিতে হইবে তাহাতে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি "অলক্ষ্য ভাবে" আছে বা শক্তিরূপে আছে। শক্তিরূপে থাকা অর্থে ক্রিয়ার অনভিব্যক্তি। ক্রিয়া তুল্যবলা বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা অনভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ সমান বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার শান্তি হয়। সুতরাং সেই 'অজ্ঞেয়' মূল কারণে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা সত্ত্ব, রজ ও তম সমতার দ্বারা অভিভূত হইয়া আছে, বলিতে হইবে। তাই মূল কারণ প্রকৃতিকে সাংখ্য 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা' বলেন ও ধারণার অযোগ্য বলিয়া অব্যক্ত বলেন।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী উভয়ই দৃশ্য পদার্থ। দ্রষ্টা ধর্ম্মও নহেন ধর্ম্মীও নহেন তাহাদের সন্ধিভূতও নহেন। বৌদ্ধ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে কিছুই জানেন না।

ধর্ম্মীর শূন্যতারূপ বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে ভাষ্যকার তিনটি যুক্তি দিয়াছেন; যথা—স্মৃত্যভাব, ভোগাভাব, ও প্রত্যভিজ্ঞা। স্মৃত্যভাব ও ভোগাভাব ব্যতিরেক মুখ যুক্তি, ইহা ১।৩২, (২) টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞা অন্বয়মুখ যুক্তি। সেই মাটিটাই পরিণত হইয়া ঘট হইল, ইহা যখন অনুভবসিদ্ধ তখন অনর্থক শূন্যতা প্রমাণের জন্য কষ্টকল্পনা করিয়া ধর্ম্মিত্ব-লোপের চেষ্টা সমীচীন নহে।

১৪। (২) দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্ত ইহাদের অপেক্ষাপূর্ব্বকই কোন এক দ্রব্য অভিব্যক্ত হয়। সর্ব্ব দ্রব্য হইতে সর্ব্ব দ্রব্য হইতে পারে; তাই বলিয়া যে তাহা নিরপেক্ষভাবে হয়, তাহা নহে। দেশের অপেক্ষা যথা—চক্ষুর অতি নিকট দেশে উত্তম দৃষ্টি হয় না, তদপেক্ষা দূর দেশে হয়। দেশব্যাপ্তির অনুসারে বস্তু ক্ষুদ্রবৃহৎরূপে অভিব্যক্ত হয়। কাল যথা—বালক একেবারেই বৃদ্ধ হয় না, কালক্রমে হয়; দুইবৃত্তি এককালে হয় না, পূর্ব্বোত্তর কালে হয়। আকার—যেমন চতুষ্কোণ ছাঁচে গোল মুদ্রা হয় না চতুষ্কোণই হয়। মৃগীর গর্ভে মৃগাকার জন্তু হয়, মনুষ্যাকার হয় না ইত্যাদি। নিমিত্ত—নিমিত্তই বাস্তব হেতু। দেশাদিরা নিমিত্তের

ব্যবহারিক ভেদ মাত্র। উপাদান ব্যতীত সমস্ত কারণই নিমিত্ত। যথাযোগ্য নিমিত্ত পাইলেই অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়।

বিশেষ বা প্রত্যক্ষ বা উদিত ধর্ম্ম, এবং অনুমেয় বা সামান্য বা অতীতানাগত ধর্ম্ম, এই সকলের সমাহারস্বরূপ বলিয়া আমরা যাহাকে ব্যবহার করি, তাহাই ধর্ম্মী ইহা ভাষ্যকারের লক্ষণ। অনুপাতী অর্থাৎ পশ্চাতে স্থিত। কোন ধর্ম্ম দেখিলে তাহার পশ্চাতে তাহার আশ্রয়স্বরূপ ঐ ধর্ম সমাহার-রূপ ধর্ম্মী থাকিবে। ধর্ম্মী-ব্যতীত তত্ত্ব চিন্তা হয় না।

সব দ্রব্যের কয়েকটী ব্যক্ত গুণ থাকে তাহাই ধর্ম্ম। আর যে অব্যক্ত অসংখ্য গুণ থাকে তাহাই বা তাহার সমাহারই ধর্ম্মী। ব্যক্ত অবস্থাকেই দ্রব্যের সমস্ত বলা অন্যায্য।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥১৫

ভাষ্যম্—একস্য ধর্ম্মিণঃ এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্তেঃ ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুর্ভবতীতি, তদ্ যথা চূর্ণমৃদ্, পিণ্ডমৃদ্, ঘটমৃদ্, কপালমৃদ্, কণমৃদ্, ইতি চ ক্রমঃ। যো যস্য ধর্ম্মস্য সমনন্তরো ধর্ম্মঃ স তস্য ক্রমঃ, পিণ্ড প্রচ্যবতে ঘট উপজায়ত ইতি ধর্ম্মপরিণামক্রমঃ। লক্ষণ-পরিণামক্রমঃ ঘটস্যানাগতভাবাদ্বর্ত্তমান-ভাবক্রমঃ, তথা পিণ্ডস্য বর্ত্তমানভাবাদতীতভাবক্রমঃ, নাতীতস্যাস্তি ক্রমঃ, কস্মাৎ, পূর্ব্বপরতায়াং সত্যাং সমনন্তরত্বং, সা তু নাস্ত্যতীতস্য, তস্মাদ্দ্বয়োরেব লক্ষণয়োঃ ক্রমঃ। তথাবস্থাপরিণামক্রমোঽপি ঘটস্যাভিনবস্য প্রান্তে পুরাণতা দৃশ্যতে, সা চ ক্ষণ-পরম্পরাঽনুপাতিনা ক্রমেণাভিব্যজ্যমানা পরাংব্যক্তি মাপদ্যত ইতি, ধর্ম্মলক্ষণাভ্যাং চ বিশিষ্টোঽয়ং তৃতীয়ঃ পরিণাম ইতি। তত্র তে ক্রমাঃ, ধর্ম্মধর্ম্মিভেদে সতি প্রতিলব্ধস্বরূপাঃ,—ধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মী ভবত্যন্যধর্ম্মস্বরূপাপেক্ষয়েতি, যদা তু পরমার্থতো ধর্ম্মিণ্যভেদোপচারস্তদ্দ্বারেণ স এবাভিধীয়তে ধর্ম্মস্তদাঽয়মেকত্বেনৈব ক্রমঃ প্রত্যবভাসতে। চিত্তস্য দ্বয়ে ধর্ম্মাঃ পরিদৃষ্টাশ্চাপরিদৃষ্টাশ্চ, তত্র প্রত্যয়াত্মকাঃ পরিদৃষ্টাঃ, বস্তুমাত্রাত্মকা অপরিদৃষ্টাঃ, তে চ সপ্তৈব ভবন্তি অনুমানেন প্রাপিতবস্তু-মাত্রসদ্ভাবাঃ, "নিরোধ ধর্ম্ম-সংস্কারাঃ পরিণামোঽথজীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মাদর্শন-বর্জ্জিতাঃ" ইতি ॥১৫॥

১৫। ক্রমের অন্যত্ব পরিণামান্যত্বের কারণ। সূ

ভাষ্যানুবাদ—একটি ধর্ম্মীর একটি (ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা) পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পরিণামান্যত্বের কারণ ক্রমান্যত্ব (১)। তাহা যথা চূর্ণমৃৎ, পিণ্ডমৃৎ, ঘটমৃৎ, কপালমৃৎ, কণমৃৎ এই সকল ক্রম। যে ধর্ম্মের যাহা পরবর্ত্তী ধর্ম্ম, তাহাই তাহার ক্রম। "পিণ্ড অন্তর্হিত হয়; ঘট উৎপন্ন হয়;" ইহা ধর্ম্মপরিণামক্রম। লক্ষণপরিণামক্রম—ঘটের অনাগত ভাব হইতে বর্ত্তমানভাবক্রম। তেমনি পিণ্ডের বর্ত্তমান ভাব হইতে অতীতভাবক্রম। অতীতের আর ক্রম নাই; কেননা পূর্ব্বপরতা থাকিলেই সমনন্তরত্ব থাকে অতীতের তাহা নাই (অর্থাৎ অতীত কিছুর পূর্ব্ব নয় সুতরাং তাহার পরও কিছু নাই) সেইহেতু অনাগত ও বর্ত্তমান এই দ্বিবিধ লক্ষণেরই ক্রম আছে। অবস্থাপরিণামক্রমও সেইরূপ। যথা—অভিনব ঘটের শেষে পুরাণতা দেখা যায় সেই পুরাণতা ক্ষণপরম্পরানুগামী ক্রমসমূহের দ্বারা অভিব্যজ্যমান হইয়া পুরাণতারূপ চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম ও লক্ষণ হইতে ভিন্ন ইহা তৃতীয় পরিণাম। এই সকল ক্রম ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ থাকিলে তবে উপলব্ধ হয়। এক ধর্ম্মের তুলনায় অন্য এক ধর্ম্মও ধর্ম্মী হয় (২)। যখন পরমার্থত ধর্ম্মীতে (ধর্ম্মের) অভেদোপচার হয়, তখন তদ্দ্বরা (অভেদোপচার-দ্বারা) সেই ধর্ম্মীই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়; আর তখন এই (পরিণাম) ক্রম একরূপেই প্রত্যবভাসিত হয়। চিত্তের দ্বিবিধ ধর্ম্ম, পরিদৃষ্ট ও অপরিদৃষ্ট। তাহার মধ্যে

প্রত্যয়াত্মক ধর্ম্ম (প্রমাণাদি ও রাগাদি) পরিদৃষ্ট (জ্ঞাতস্বরূপ) আর বস্তুমাত্রস্বরূপ ধর্ম্ম অপরিদৃষ্ট (অপরোক্ষ)। তাহারা (অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম) সপ্তসংখ্যক ; এবং তাহাদিগকে অনুমানের দ্বারা বস্তুমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিরোধ, ধর্ম্ম, সংস্কার, পরিণাম, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি, এই সকল চিত্তের দর্শনবর্জ্জিত বা অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম।

টীকা– ১৫। (১) এক ধর্ম্মীর (একক্ষণে) পূর্ব্ব ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও উদিত ধর্ম্মের অভিব্যক্তি, এইরূপ একটি পরিণাম হয়। সেই পরিণামভেদের কারণ, সেই এক একটি পরিণামের ক্রম। অর্থাৎ ক্রমানুসারে পরিণাম ভিন্ন হইয়া যায়। পরিণামের প্রকৃত ক্রম আমরা দেখিতে পাই না, কারণ তাহা ক্ষণাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন। পরিণামের প্রান্তই আমরা অনুভব করিতে পারি। ক্ষণ অর্থে সূক্ষ্মতম কাল, যে কালে পরমাণুর অবস্থার অন্যথা লক্ষিত হয়, ইহা ভাষ্যকার অগ্রে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। অতএব প্রকৃত ক্রম পরমাণুর ক্ষণশঃ পরিণাম। তান্মাত্রিক স্পন্দন ধারাই বাহ্য পরিণামের ধারাবাহিক সূক্ষ্ম ক্রম। অণুমাত্র আত্মার বা বুদ্ধির পরিণাম, আন্তর পরিণামের সূক্ষ্ম এক ক্রম।

এক পরিণামের পরবর্ত্তী পরিণামকে তাহার ক্রম বলা যায়। মৃৎপিণ্ড ঘট হইলে সেস্থলে পিণ্ডত্ব ধর্ম্মের ক্রম ঘটত্ব ধর্ম্ম ; ইহা ধর্ম্মপরিণামের ক্রম। সেইরূপ লক্ষণ ও অবস্থা পরিণামের-ও ক্রম হয়, ভাষ্যকার তাহা উদাহৃত করিয়াছেন।

অনাগতের ক্রম উদিত, উদিতের ক্রম অতীত ; ইহাই লক্ষণপরিণামের ক্রম। নূতন ঘট পুরাণ হইল, এস্থলে বর্ত্তমানতারূপ একই লক্ষণ থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের ভেদ যদি প্রতীত না হয়, তবেই যে নূতন পুরাতনাদি ভেদজ্ঞান হয়, তাহাই অবস্থা পরিণাম। দেশান্তরে স্থিতিও অবস্থা পরিণাম। ধর্ম্মপরিণামকে লক্ষ্য না করিয়া ভিন্নতাজ্ঞান করাই অবস্থাপরিণাম। কিন্তু তাহাতেও ধর্ম্মপরিণাম হয়। ধর্ম্মভেদ লক্ষ্য না করিলেও বা তাহা লক্ষ্য করিবার শক্তি না থাকিলেও (যেমন একাকার সুবর্ণগোলকের কোন্‌টা পুরাতন কোন্‌টা নূতন এস্থলে) সর্ব্ব বস্তুরই ধর্ম্ম পরিণাম ক্ষণক্রমে হইতেছে। অতএব অবস্থাপরিণাম যে ধর্ম্ম ও লক্ষণ হইতে পৃথক্ তাহাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন।

'ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ধর্ম্মী আছে' এরূপ দৃষ্টিতে দেখিলেই ধর্ম্মের পরিণামক্রম উপলব্ধ হয়।

১৫। (২) এক ধর্ম্ম যে অন্য ধর্ম্মের ধর্ম্মী হইতে পারে, তাহা এই পাদের ১৩ সূত্রের ষষ্ঠ টিপ্পনে দর্শিত হইয়াছে। পরমার্থদৃষ্টিতে অলিঙ্গ প্রধানে যাইয়া ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অভেদের উপচার বা আভাস হয় ; তাহাও দেখান হইয়াছে। তখন ধর্ম্মকে ধর্ম্মী বলিতে হয়, সুতরাং পরিণামক্রমকে কেবলমাত্র ধর্ম্মীর বিক্রিয়াস্বরূপ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, তখন গুণের অভিভাব্য-অভিভাবক ভাবরূপ পরিণাম এবং সেই পরিণামেরই ক্রম থাকে। অভিভাব্যাভিভাবকরূপ পরিণামের ক্রম মাত্রই তাহাতে (প্রধানে) লব্ধ হইতে পারে।

প্রধানের পরিণামক্রমকে বিষয়ভাবে উপদর্শন করাই (পুরুষের দ্বারা) বুদ্ধ্যাদি বিকার। সংযোগাভাবে উপদর্শনাভাব হইলে বুদ্ধ্যাদিরূপ বিষম ক্রমের সমাপ্তি বা অনুপদৃষ্টি হয়। তখন বুদ্ধির অভাবহেতু পরমার্থদৃষ্টিও শেষ হয় ; তজ্জন্য গুণত্রয় এবং তাহাদের বিক্রিয়া-স্বভাব তখন পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয় না।

গুণবিক্রিয়াকে বিষমভাবে দর্শন অর্থে—প্রাদুর্ভাবের আধিক্য-দর্শন। অর্থাৎ সত্ত্বের আধিক্য দর্শনই বুদ্ধি, রজর আধিক্য দর্শন অভিমান, আর তমের আধিক্য দর্শন স্থিতিশীল সংস্কারাধার হৃদয়াখ্য মন, (এই মনসম্বন্ধে সাংখ্যতত্ত্বালোক দ্রষ্টব্য)। এইরূপে পুরুষোপদৃষ্টা প্রকৃতির দ্বারা বুদ্ধ্যাদির সর্গ হয়।

প্রসঙ্গত ভাষ্যকার চিত্তের ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়াছেন। পরিদৃষ্ট ধর্ম্ম প্রত্যয়রূপ বা জ্ঞানরূপ প্রখ্যা; অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম স্থিতি। আর প্রবৃত্তি পরিদৃষ্টাপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম। প্রবৃত্তিধর্ম্মের কতক পরিদৃষ্ট এবং কতক অপরিদৃষ্ট। অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম সপ্তভাগে বিভাগ করিয়া ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন। অপরিদৃষ্ট ধর্ম্ম সকল বস্তুমাত্রস্বরূপ অর্থাৎ তাহারা 'আছে" এইরূপে অনুমিত হয়, কিন্তু কিরূপে আছে তাহার ধারণা হয় না। যাহার বাস আছে তাহাই বস্তু।

নিরোধ=নিরোধ সমাধি। ধর্ম্ম=পুণ্যাপুণ্যরূপ ত্রিবিপাক সংস্কার। সংস্কার=বাসনারূপ স্মৃতিফল সংস্কার। পরিণাম=যে অলক্ষ্যক্রমে চিত্ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। জীবন=প্রাণবৃত্তি; তাহা তামস করণ (জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়াপেক্ষা তামস) ও তাহার ক্রিয়া অজ্ঞাতসারে হয়; চেষ্টা= ইন্দ্রিয়-চালিকা চিত্ত চেষ্টা, (ইচ্ছারূপ চিত্তচেষ্টা পরিদৃষ্টা কিন্তু এই চেষ্টা (অপ্রধানরূপা) অপরিদৃষ্টা। শক্তি=চেষ্টার বা ব্যক্ত ক্রিয়ার সূক্ষ্মাবস্থা।

পরিণামত্রয়-সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্—অতো যোগিন উপাত্ত-সর্ব্বসাধনস্য বুভুৎসিতার্থপ্রতিপত্তয়ে সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে।

ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামেষু সংযমাৎ যোগিনাং ভবত্যতীতানাগত-জ্ঞানম্। ধারণা ধ্যান-সমাধিত্রয়মেকত্র সংযম উক্তঃ, তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎক্রিয়মাণ মতীতানাগতজ্ঞানং তেষু সম্পাদয়তি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১৬। ইহার পর সর্ব্বসাধনসম্পন্ন যোগীর বুভুৎসিত (জিজ্ঞাসিত) বিষয়ের প্রতিপত্তির (সাক্ষাৎকারের) নিমিত্ত সংযমের বিষয় অবতারিত হইতেছে।

"পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়"। সূ

ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণামে সংযম করিলে যোগীদের অতীত ও অনাগত জ্ঞান হয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একত্র এই তিনটি (এক বিষয়ে এই তিন সাধন) সংযম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার (সংযমের) দ্বারা পরিণামত্রয় সাক্ষাৎ করিতে থাকিলে সেই পরিণাম-ত্রয়ানুগত বিষয়ের অতীত ও অনাগত জ্ঞান সাধিত হয় ॥ (১)

টীকা—১৬। (১) সমাধি-নির্ম্মল জ্ঞানশক্তির অপ্রকাশ্য কিছু থাকিতে পারে না। তাহার কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই শক্তি ত্রিকালজ্ঞানের জন্য পরিণামক্রমে বিনিয়োগ করিতে হয়।

সাধারণ প্রজ্ঞার দ্বারা আমরা কতক কতক অতীত ও অনাগত বিষয় জানিতে পারি। হেতু দেখিয়া তাহা অনুমান করিয়া জানি। সংযমবলে হেতুর সমস্ত বিশেষ সাক্ষাৎকার হয়; সুতরাং হেতুর গম্যবিষয়েরও বিশেষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার হয়। তাহা আবার যাহার হেতু, তাহারও ঐরূপে সাক্ষাৎকার হয়। এইরূপ ক্রমে অতীত বা অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়।

স্থূল চক্ষুকর্ণাদি যে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র দ্বার নহে, তাহা clairvoyance, telepathy প্রভৃতি সাধারণ ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আর ভবিষ্যৎ জ্ঞানও যে হইতে পারে তাহা ভূরি ভূরি যথার্থ স্বপ্নের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এ সব বিষয়ে অবিশ্বাস করাই বাহাদুরী ছিল। এখন এরূপ sceptiecism অজ্ঞতা মাত্র। যখন চিত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের শক্তি আছে ও স্বপ্নাদিতে কখন কখন তাহা প্রকাশ পায়, তখন যে তাহা

সাধনবলে আয়ত্ত হইতে পারিবে, তাহা অস্বীকার করার যো নাই। যেমন নিউটন একটি সেব ফলের পতন দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ যদি তাহার জীবনের কোন সফল স্বপ্নের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তবেই যোগশাস্ত্রের এই সব নিয়ম ও যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অতীতানাগত জ্ঞান স্বাভাবিক প্রণালীতেই হয়। উহাতে কিছু 'অতিপ্রাকৃতিকত্ব' বা 'mysticism' নাই। চিত্তের ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে পারে তাহা সত্য বা fact। কিরূপে হইতে পারে তাহার অবশ্য কারণ আছে। ভগবান্ সূত্রকার সেই প্রণালী সযুক্তিক দেখাইয়াছেন। জগতের অন্য কেহ তাহা দেখাইয়া যান নাই। এবিষয় পরিশিষ্টের অতীতানাগতজ্ঞান নামক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকেই বলেন যদি যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতাই হয়, তবে তাঁহারা দেখান না কেন? দেখাইলে তবে আমাদের বিশ্বাস হয়। এতদুত্তরে ব্যক্তব্য—যোগীরা তাহা দেখাইবেন কেন? আর তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াই বা যোগীর কি হইবে? তোমারই বা কি হইবে? তুমি কি তাহা দেখিয়া বিষয়লালসা ত্যাগ করিয়া পরমার্থে প্রযত্ন করিবে? কখনই না। যোগীরা তোমার প্রকৃতি উত্তমরূপে জানেন।

কোন যোগী যদি নগরের উপর দিয়া শূন্যমার্গে ধীরে ধীরে গমন করেন তবে কি হইবে? সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই তামাসা দেখিবে। পরে যে যথায় যাইতে ছিল, বা যাহা করিতেছিল, তাহাই করিবে। মদ্যপ শৌণ্ডিকালয়ে যাইয়া বন্ধুদের নিকট তাহার গল্প করিবে। লম্পট বারাঙ্গনা গৃহে যাইয়া ও গৃহস্থ স্বগৃহে যাইয়া গল্প করিবে। বণিক দোকানের পণ্যবিষয়ে মন দিবে। হয়ত লক্ষের মধ্যে একজন লোক তাহার তত্ত্বচিন্তা করিবে বা পরমার্থের জন্য উদ্যত হইবে। যাহারা পরমার্থসাধন করিতেছে তাহারও কিছু উৎসাহিত হইতে পারে। ফলে উহাতে পরমার্থ বিষয়ে কিছুই হইবে না, কেবল লোকসংগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু লোকসংগ্রহ এবং পরমার্থ বিরুদ্ধ চেষ্টা। যাহারা পূর্ব্বে অলৌকিক ঘটনায় অবিশ্বাস করিয়া বাহাদুরী লইত, তাহারা উহার বিশ্বাসী হইয়া বাহাদুরী লইবে; ফল এই মাত্র হইবে।

তাই যোগীরা সিদ্ধি দেখান না। পরমার্থের জন্যই যাহারা পরমার্থ সাধন করেন, তাহাদেরই যে আশা আছে, আর যাহারা পূর্ব্বসংস্কারবশে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাহাদের দ্বারাই যে কিছু আশা করা যায়, তাহা যোগীরা তোমা অপেক্ষা বিলক্ষণ বুঝেন। বিশেষত সমাধিসিদ্ধ যোগী অতি বিরল। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকদের অলৌকিক শক্তির বিষয় বর্ণিত হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রায় তাহার বিবরণসকল অলীক বা লোকসংগ্রহের জন্য কল্পিত বা দর্শকের অবিচক্ষণতা জনিত ভ্রান্তধারণামূলক। কিন্তু অলৌকিক শক্তির যে কিছু কিছু ঐ সকল ব্যক্তিতে ছিল তাহা তদ্দ্বারা অনুমিত হইতে পারে।

শব্দার্থ-প্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-
প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্॥ ১৭

ভাষ্যম্—তত্র বাগ্ বর্ণেষ্বেবার্থবতী, শ্রোত্রঞ্চ ধ্বনিপরিণামমাত্রবিষয়ং, পদং পুনর্নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্য ইতি। বর্ণা একসময়াঽসম্ভবিত্বাৎ পরস্পরনিরনুগ্রহাত্মানঃ তে পদমসংস্পৃশ্যানুপস্থাপ্যাবির্ভূতাস্তিরোভূতাশ্চেতি প্রত্যেকমপদস্বরূপা উচ্যন্তে। বর্ণঃ পুনরেকৈকঃ পদাত্মা সর্ব্বাঽভিধানশক্তিপ্রচিতঃ সহকারিবর্ণান্তর-প্রতিযোগিত্বাৎ বৈশ্বরূপ্যমিবাপন্নঃ পূর্ব্বশ্চো-

উত্তরেণো উত্তরশ্চ পূর্ব্বেণ বিশেষেঽবস্থাপিতঃ ইত্যেবং বহবোবর্ণাঃ ক্রমানুরোধিনোঽর্থ-সঙ্কেতেনাবচ্ছিন্না ইয়ন্ত এতে সর্ব্বাঽভিধানশক্তিপরিবৃত্তা গকারৌকার-বিসর্জ্জনীয়াঃ সাস্নাদিমন্তমর্থং দ্যোতয়ন্তীতি।

তদেতেষামর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নানা-মুপসংহৃতধ্বনি-ক্রমাণাং য একো বুদ্ধিনির্ভাসস্তৎ পদং বাচকং বাচ্যস্য সঙ্কেত্যতে তদেকং-পদমেক বুদ্ধিবিষয় মেক-প্রযত্নাক্ষিপ্তম্ অভাগমক্রমমবর্ণং বৌদ্ধমন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়-ব্যাপারোপস্থাপিতং পরত্র প্রতিপিপাদয়িষয়া বর্ণৈ রেবাভিধীয়মানৈঃ শ্রূয়মানৈশ্চ শ্রোতৃভিরনাদিবাগ্ ব্যবহার-বাসনানুবিদ্ধয়া লোকবুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎ সংপ্রতিপত্ত্যা প্রতীয়তে, তস্য সঙ্কেতবুদ্ধিতঃ প্রবিভাগঃ এতাবতামেবংজাতীয়কোঽনুসংহার একস্যার্থস্য বাচক ইতি।

সঙ্কেতস্তু পদপদার্থয়ো রিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকঃ, যোঽয়ং শব্দঃ সোঽয়মর্থঃ যোঽর্থঃসশব্দ ইত্যেব মিতরেতরাবিভাগরূপং (মিতরেতরাধ্যাসরূপং) সঙ্কেতোভবতি, ইত্যেবমেতে শব্দার্থ-প্রত্যয়া ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কীর্ণাঃ, তদ্‌যথা গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানং। য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ।

সর্ব্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ, বৃক্ষইত্যুক্তে অস্তীতি গম্যতে ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতীতি। তথা নহ্যসাধনা ক্রিয়াঽস্তীতি, তথাচ পচতীত্যুক্তে সর্ব্বকারকাণামাক্ষেপো নিয়মার্থোঽনুবাদঃ কর্ত্তৃকর্ম্মকরণানাং চৈত্রাগ্নিতণ্ডুলানামিতি। দৃষ্টঞ্চ বাক্যার্থে পদরচনং, শ্রোত্রিয়শ্ছন্দোঽধীতে, জীবতি প্রাণান্ ধারয়তি। তত্র বাক্যে পদার্থাভিব্যক্তিঃ, ততঃ পদং প্রবিভজ্য ব্যাকরণীয়ং ক্রিয়াবাচকং কারক-বাচকং বা, অন্যথা ভবতি, অশ্বঃ, অজাপয় ইত্যেব মাদিষু নামাখ্যাত-সারূপ্যাদনির্জ্ঞাতং কথং ক্রিয়ায়াং কারকে বা ব্যাক্রিয়েতেতি।

তেষাং শব্দার্থ-প্রত্যয়ানাংপ্রবিভাগঃ, তদ্ যথা শ্বেততে প্রাসাদ ইতি ক্রিয়ার্থঃ, শ্বেতঃপ্রাসাদ ইতি কারকার্থঃ শব্দঃ, ক্রিয়াকারকাত্মা তদর্থঃপ্রত্যয়শ্চ, কস্মাৎ সোঽয় মিত্যভিসম্বন্ধাদেকাকার এব প্রত্যয়ঃ সঙ্কেতে, ইতি। যস্তু শ্বেতোঽর্থঃ স শব্দপ্রত্যয়য়োরালম্বনীভূতঃ, সহি স্বাভিরবস্থাভির্ব্বিক্রিয়মাণো ন শব্দসহগতো ন বুদ্ধিসহগতঃ, এবং শব্দঃ, এবং প্রত্যয়ো নেতরেতর-সহগত ইতি। অন্যথা শব্দোঽন্যথাঽর্থোঽন্যথা প্রত্যয় ইতি বিভাগঃ, এবং তৎপ্রবিভাগ-সংযমাদ্ যোগিনঃ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানং সম্পদ্যতে ইতি॥ ১৭॥

১৭। "শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পর অধ্যাসবশত সঙ্কর (অভিন্ন জ্ঞান) হয়, তাহাদের প্রবিভাগে সংযম করিলে সর্ব্ব প্রাণীর উচ্চারিত শব্দের অর্থ জ্ঞান হয়"। সূ (১)

ভাষ্যানুবাদ—তদ্বিষয়ে (২) (শব্দার্থজ্ঞানের বিচারে) বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় বর্ণ সকল (ক)। আর শ্রোত্রের বিষয় কেবল (বাগিন্দ্রিয়-জাত বর্ণরূপ) ধ্বনিপরিণাম (খ)। আর নাদ (অ, আ, প্রভৃতির শব্দ) গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ তাহাদের একত্ববুদ্ধিনিগ্রাহ্য, মানস, বাচকশব্দই পদ (গ)। (পদান্তর্গত) বর্ণ সকল (পর পর উচ্চারিত হওয়ার জন্য) এক সময়ে আবির্ভূত না থাকা-হেতু পরস্পর অসম্বন্ধস্বভাব, সেকারণ তাহারা পদত্ব প্রাপ্ত না হইয়া (সুতরাং অর্থ স্থাপন না করিয়া) আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়, (অতএব পদান্তর্গত বর্ণ সকলের) প্রত্যেককে অপদস্বরূপ বলা যায় (ঘ)। প্রত্যেক বর্ণ পদের উপাদান, সর্ব্বাভিধানযোগ্যতাসম্পন্ন (ঙ) সহকারী অন্য বর্ণের সহিত সম্বন্ধতা-বশত যেন অসংখ্যরূপসম্পন্ন হয়। পূর্ব্ব বর্ণ উত্তর বর্ণের সহিত ও উত্তর বর্ণ পূর্ব্ব বর্ণের সহিত বিশেষে (বাচক পদরূপে) অবস্থাপিত হয়। এইরূপে ক্রমানুরোধী (চ) অনেক বর্ণ অর্থসঙ্কেতের দ্বারা নিয়মিত হইয়া দুই, তিন, চারি বা যে কোন সংখ্যক একত্র মিলিত হওত সর্ব্বাভিধানযোগ্যতাযুক্ত হয়। (তাদৃশ গৌঃ এই পদে) গকার, ঔকার ও বিসর্গ, সাস্না (গোজাতির গলকম্বল) প্রভৃতি-যুক্ত (গো রূপ) অর্থকে প্রতিভাত করে।

অর্থসঙ্কেতের দ্বারা নিয়মিত এই বর্ণ সকলের (পর পর উচ্চার্য্যমাণ হওয়া জনিত) ধ্বনি-ক্রম সকল একীকৃত হইয়া যে একরূপে বুদ্ধি গোচর হয়, তাহাই বাচক পদ ; :(আর বাচক পদের দ্বারাই) বাচ্যের সঙ্কেত করা হয়। (ছ)

সেই পদ একবুদ্ধিবিষয়হেতু একস্বরূপ, একপ্রযত্নোৎপাদিত, অভাগ, অক্রম, অতএব অবর্ণস্বরূপ, বৌদ্ধ অর্থাৎ একীকৃত বুদ্ধি-বিদিত, পূর্ব্ববর্ণজ্ঞানের সংস্কারের সহিত, অন্ত্যবর্ণ-জ্ঞানের সংস্কার-দ্বারা বিষয়ীকৃত বা অভিব্যক্ত হয়।

সেই পদ, অপরকে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছায় (বক্তা-কর্ত্তৃক) বর্ণের দ্বারা অভিধীয়মান হইয়া, আর শ্রোতার দ্বারা শ্রূয়মাণ হইয়া, অনাদি বাগ্ব্যবহারবাসনাবাসিত লোকবুদ্ধি-কর্ত্তৃক বৃদ্ধ-সংবাদের দ্বারা সিদ্ধবৎ (বর্ণ সমষ্টি, অর্থ ও অর্থজ্ঞান যেন বাস্তবিক অভিন্নরূপ) প্রতীয়মান হয়। (জ)

এতাদৃশ পদের প্রবিভাগ (ঝ) অর্থাৎ গো-পদের এই অর্থ, মৃগ-পদের এই অর্থ, এইরূপ অর্থভেদ ব্যবস্থা) সঙ্কেতবুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধ হয় ; যথা এই সকল (গ, ঊঃ,) বর্ণের এইরূপ (গৌঃ) অনুসংহার (একীভূত বুদ্ধি) এই একরূপ (সাস্নাদিযুক্ত গোরূপ) অর্থের বাচক।

আর পদ এবং পদার্থের ইতরেতরাধ্যাসরূপ (ঞ) স্মৃতিই সঙ্কেতস্বরূপ। "এই যে শব্দ ইহাই অর্থ, যাহা অর্থ তাহাই শব্দ" এই প্রকার ইতরেতরাধ্যাসরূপ স্মৃতিই সঙ্কেত। এইরূপে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের ইতরেতরাধ্যাসহেতু তাহারা সংকীর্ণ। যেমন গো এই শব্দ, গো পদার্থ এবং গো-জ্ঞান। যিনি ইহাদের প্রবিভাগজ্ঞ তিনিই সর্ব্ববিৎ।

সমস্ত পদেই (ট) বাক্য শক্তি আছে। (শুদ্ধ) "বৃক্ষ" বলিলে "আছে" ইহা বুঝায় ; (কেননা) পদার্থে কখনও সত্তার ব্যভিচার (অন্যথা) হয় না (অর্থাৎ অসতের বিদ্যমানতা থাকে না)। সেইরূপ সাধনহীন (কারক বুঝায় না এরূপ) ক্রিয়াও নাই, যেমন 'পচতি" বলিলে কারক সকল অনুমিত হওত অন্যকারকব্যাবৃত্ত, তদন্বয়ী "কর্ত্তা চৈত্র, করণ অগ্নি, কর্ম্ম তণ্ডুল" এই বিশেষ কারক সকল বুঝায়। আর বাক্যের অর্থেও পদরচনা দেখা যায়, যথা—"যে ছন্দ অধ্যয়ন করে" এই বাক্যের অর্থে "শ্রোত্রিয়" পদ ; "প্রাণ ধারণ করে" এই বাক্যের অর্থে "জীবতি" পদ। যে হেতু বাক্যার্থ, পদের অর্থের দ্বারাও অভিব্যক্ত হয়, সেকারণ পদ ক্রিয়াবাচক কি কারক-বাচক তাহা প্রবিভাগ করিয়া ব্যাখ্যেয়। (অর্থাৎ অপর উপযুক্ত পদের সহিত যোগ করিয়া বাক্যরূপে বিশদ করত বলা আবশ্যক। তাহা না করিলে "ভবতি" (আছে, জননী) "অশ্ব" (ঘোটক, যাও) "অজাপয়" (ছাগী-দুগ্ধ, জয় করিয়াছিলে) এই সকল স্থলে বহ্বর্থযুক্ত পদ একাকী প্রযুক্ত হইলে (ভিন্নার্থবাচক পদের নামসাদৃশ্যহেতু) সেই শব্দ সকল নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত না হওয়াতে তাহারা ক্রিয়া অথবা কারক, ইহার মধ্যে কি ভাবে ব্যখ্যাত হইবে ?

সেই শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের প্রবিভাগ যথা—(ঠ) "প্রাসাদ শ্বেত দেখাইতেছে (শ্বেততে প্রাসাদঃ) ইহা ক্রিয়ার্থ শব্দ, আর "শ্বেত প্রাসাদ" ইহা কারকার্থ শব্দ। অর্থ ক্রিয়াকারকাত্মক ; প্রত্যয় ও সেইরূপ ; কেননা "সেই এই" এইরূপ অভিসম্বন্ধহেতু সঙ্কেতের দ্বারা একাকার প্রত্যয় সিদ্ধ হয়। যাহা শ্বেত অর্থ তাহাই পদ ও তাহা প্রত্যয়ের আলম্বনীভূত। আর তাহা (অর্থ) নিজের অবস্থার দ্বারা বিক্রিয়মাণ হওয়াহেতু শব্দের সহগত (সমানাধার) বা প্রত্যয়ের সহগত নহে। এইরূপে শব্দ এবং প্রত্যয়ও পরস্পরের সহগত নহে। শব্দ ভিন্ন, অর্থ ভিন্ন ও প্রত্যয় ভিন্ন, এইরূপ বিভাগ। তাহাদের এই প্রবিভাগে সংযম করিলে যোগীদের সর্ব্বভূতের উচ্চারিত শব্দের অর্থজ্ঞান সিদ্ধ হয়॥

টীকা—১৭। (১) শব্দ=উচ্চারিত শব্দ। অর্থ=সেই শব্দের বিষয়। প্রত্যয় অর্থ-

মানস-স্বরূপ বক্তার মনোভাব এবং শব্দ শুনিয়া শ্রোতার অর্থজ্ঞানরূপ মনোভাব, তাহাদের পরস্পর অধ্যাস বা একের উপর অন্যের আরোপ অর্থাৎ এককে অন্য মনে করা। সেই অধ্যাস হইতে তাহাদের সাঙ্কর্য্য হয়, অর্থাৎ যাহা শব্দ তাহাই যেন অর্থ ও তাহাই যেন জ্ঞান, এই রূপ একত্ববুদ্ধি হয়। কিন্তু বস্তুত তাহারা অতিশয় ভিন্ন পদার্থ। গো-শব্দ বক্তার বাগিন্দ্রিয়ে থাকে, গো-অর্থ গোশালায় বা গোচরে থাকে; আর গো-জ্ঞান শ্রোতার মনে থাকে। এইরূপ বিভাগ জানিয়া যোগী কেবল শব্দ, কেবল অর্থ ও কেবল প্রত্যয়কে পৃথগ্ রূপে ভাবনা করিতে শিখেন। তখন শব্দে মন দিলে শব্দমাত্র নির্ভাসিত হইবে; অর্থে অথবা প্রত্যয়মাত্রে মন দিলে তাহারাই নির্ভাসিত হইবে। এইরূপ ভাবনায় কুশল যোগী কোন অজ্ঞাতার্থক শব্দ শুনিলে সেই শব্দমাত্রে সংযম করিয়া তদুচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্রে উপনীত হন। তথায় উপনীত জ্ঞানশক্তি বাগ্‌যন্ত্রের প্রয়োজক যে উচ্চারকের মন, তাহাতে উপনীত হয়। অনন্তর যে অর্থে সেই মন, সেই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে যোগীর সেই অর্থের জ্ঞান হয়।

১৭। (২) এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সাংখ্যসম্মত শব্দার্থ তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। ইহা অতীব সারবান্ ও যুক্তিযুক্ত। ইহা বিভাগ করিয়া বুঝান যাইতেছে।

(ক) বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল ক, খ, ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ হয়। বর্ণ অর্থে উচ্চার্য্য শব্দের মৌলিক বিভাগ। মনুষ্যের যাহা সাধারণ ভাষা তাহা ক, খ আদি বর্ণের এক একটির দ্বারা বা একাধিকের সংযোগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তদ্ব্যতীত ক্রন্দনাদির শব্দেরও উপযুক্ত বর্ণ বিভাগ হইতে পারে। মনে কর শাকটিকেরা অশ্বাদি থামাইবার সময় যে চুম্বনবৎ শব্দ করে, তাহার বর্ণের একপ্রকার অক্ষর করা গেল; সেই লিখিত অক্ষর দেখিয়া জ্ঞাত-সঙ্কেত ব্যক্তি উপযুক্ত সঙ্কেত অনুসারে দীর্ঘ বা হ্রস্ব করিয়া ঐ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে। সাধারণ কাদি বর্ণের দ্বারা উহা উচ্চারিত হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর শব্দেরই ঐরূপ বর্ণ আছে। রূপের সপ্ত প্রকার মৌলিক বর্ণের যোগে যেমন সমস্ত রং হয়; সেইরূপ কয়েকটী বর্ণের দ্বারা সমস্ত প্রকার বাক্য উচ্চারিত হইতে পারে।

(খ) কর্ণ কেবল ধ্বনি (sound) গ্রহণ করে, তাহা অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। বর্ণের ধ্বনি কর্ণ গ্রহণ করে। বর্ণ যেমন ক্রমে ক্রমে উচ্চারিত হয় (একসঙ্গে দুই বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে না) কর্ণও সেইরূপ ক্রমশ এক এক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়া থাকে।

(গ) পদ বর্ণ সমষ্টি। বর্ণ সকল একদা উচ্চারিত হইতে পারে না বলিয়া পদ একদা থাকে না। পদোচ্চারণে পদের বর্ণ সকল উঠিতে ও লয় পাইতে থাকে। সুতরাং পদের একত্ব কর্ণের দ্বারা হয় না, কিন্তু মনের দ্বারা হয়। পূর্ব্বাপর সমস্ত বর্ণের সংস্কার হইতে স্মরণপূর্ব্বক একত্ববুদ্ধি করাই পদস্বরূপ হইল। একবর্ণিক পদে ইহার অবশ্য প্রয়োজন নাই।

(ঘ) বর্ণ সকল পদের উপাদান কিন্তু প্রত্যেকে অপদ। বর্ণ সকলের বহু বহু প্রকার সংযোগ হইতে পারে বলিয়া পদ যেন অসংখ্য। বস্তুতঃ কিন্তু অসংখ্য নহে।

(ঙ) বর্ণ সকল পদরূপে বা একক সর্ব্বাভিধান-সমর্থ। অর্থাৎ তাহারা সমস্ত পদার্থের বাচক হইতে পারে। সঙ্কেতের দ্বারা যে কোন পদকে যে কোন অর্থের বাচক করা যাইতে পারে। কতকগুলি বর্ণকে কোন বিশেষ ক্রমে স্থাপিত করিয়া এবং কোন বিশেষ অর্থে সঙ্কেত করিয়া পদ নির্ম্মিত হয়। যেমন গৌঃ এক পদ, ইহাতে গ, ঔ এবং ঃ, এই তিন বর্ণ; পর পর ঔ এবং ঔকারের পর বিসর্গ, এইরূপ ক্রমে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; এবং 'গোরু প্রাণী' এইরূপ অর্থে সঙ্কেতীকৃত হইয়াছে। তাহাতে গো-পদ জ্ঞাতসঙ্কেত ব্যক্তির নিকট প্রাণিবিশেষরূপ অর্থকে প্রদ্যোতিত করে।

(চ) যদিচ, পদ প্রায়শঃ অনেক বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত; তথাপি সেই অনেক বর্ণ একদা বর্ত্তমান থাকে না; কিন্তু পর পর উচ্চারিত হয়। লীন ও উদিত দ্রব্যের বাস্তব সমাহার হয় না সুতরাং পদ প্রকৃত প্রস্তাবে মনোভাব মাত্র। মনে মনে সেই ধ্বনিক্রমসকলকে উপসংহৃত বা এক করা যায়। আর পদ সেই একীভূত-বুদ্ধি-নির্ভাস্য পদার্থমাত্র হইল। মনে মনে বর্ণ সকলকে এক করিয়া একপদরূপে স্থাপন করার নাম অনুসংহার বা উপসংহার বুদ্ধি। তাদৃশ, বুদ্ধিনির্ম্মিত পদের দ্বারাই অর্থের সঙ্কেত করা হয়।

(ছ) উচ্চার্য্যমাণ পদ সকল লীয়মান ও উদীয়মান বর্ণরূপ অবয়ব-স্বরূপ বটে, কিন্তু এক-বুদ্ধিনির্গ্রাহ্য যে মানস পদ সকল, তাহারা সেরূপ নহে। কারণ তাহারা একবুদ্ধির বিষয়। বুদ্ধির অনুভূয়মান বিষয় বর্ত্তমানই হয়, লীন হয় না। যাহা জ্ঞায়মান না হয়, কিন্তু অব্যক্তভাবে থাকে তাহাই লীন দ্রব্য। অতএব মানস পদ একভাবস্বরূপ। অনুভবও হয় যে মনে মনে পদকে আমরা একপ্রযত্নে উদিত করি। আর তাহা এক, বর্ত্তমান, ভাবস্বরূপ বলিয়া তাহার উদীয়মান ও লীয়মান অবয়ব নাই, সুতরাং তাহা অভাগ ও অক্রম। বর্ণসমাহাররূপ উচ্চারিত পদ সভাগ ও সক্রম বলিয়া বুদ্ধি-নির্ম্মিত পদ অবর্ণ-স্বরূপ। বুদ্ধির দ্বারা তাহা কিরূপে নির্ম্মিত হয়?—বর্ণক্রম শ্রবণকালে এক একটি বর্ণের জ্ঞান হয়; জ্ঞান হইলে সংস্কার হয়, সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়। ক্রমশঃ শ্রূয়মাণ বর্ণসকলের এইরূপে পর পর জ্ঞান ও তজ্জনিত সংস্কার হয়। শেষ বর্ণের সংস্কার হইলে, সেই সমস্ত সংস্কার স্মৃতির দ্বারা একপ্রযত্নে উপস্থাপিত করিয়া একটি বৌদ্ধপদ নির্ম্মিত হয়।

(জ) যদিও বুদ্ধিস্থ পদ অবর্ণ, তথাপি তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে উক্ত শ্রবণজ্ঞানের সংস্কার-পূর্ব্বক তাহা বর্ণের দ্বারা ভাষণ করিতে হয়। মানুষপ্রকৃতি স্বকীয় বাগ্‌ব্যবহারের বাসনা-যুক্ত। মনুষ্যজাতিতে বাক্যের উৎকর্ষ এক বিশেষত্ব। বাসনা অনাদি বলিয়া বাগ্‌ব্যবহারের বাসনাও অনাদি। মানব শিশু উপযোগী সংস্কার হেতু সহজত বাগ্‌-ব্যবহার শিক্ষা করে। শ্রবণ পূর্ব্বকই মূলত শিক্ষা হয়। শিশু যেমন পদ জানিতে থাকে তেমনি পদের অর্থসঙ্কেতও জানিতে থাকে। যদিও পদ, অর্থ ও প্রত্যয় পৃথক্ তথাপি তাহা ইতরেতরাধ্যাসের দ্বারা অভিন্নবদ্ ভাবে আমরা ব্যবহার করি। আর সেইরূপ ব্যবহারের বাসনা আছে বলিয়া শিক্ষাকালে সহজত সেইরূপ শব্দার্থপ্রত্যয়কে অভিন্নবৎ মনে করিয়াই শিক্ষা করি। শিক্ষা করি - সম্প্রতিপত্তির দ্বারা। সম্প্রতিপত্তি অর্থে বৃদ্ধসংবাদ; অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধদের নিকটেই প্রথমতঃ ঐরূপ সঙ্কীর্ণ বাক্ শিক্ষা করি ও পরে শব্দার্থপ্রত্যয়কে সঙ্কীর্ণরূপে ব্যবহার করি।

(ঝ) পদ সকলের প্রবিভাগ বা অর্থভেদ-ব্যবস্থা অবশ্য সঙ্কেতের দ্বারা সিদ্ধ হয়। এতগুলি বর্ণের দ্বারা এই পদ করিলাম এবং এই অর্থ সঙ্কেত করিলাম' এইরূপে কোন ব্যক্তির দ্বারা পদ ও অর্থের সঙ্কেত কৃত হয়। চন্দ্র, মহ্‌তাব, moon প্রভৃতি শব্দ, কে রচনা করিয়াছে ও তাহাদের অর্থ-সঙ্কেত কে করিয়াছে তাহা না জানিলেও কোন ব্যক্তি তাহা যে করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়।

(ঞ) পদ ও অর্থের অধ্যাস-স্মৃতিই সঙ্কেত। "এই প্রাণীটা গো" "গো ঐ প্রাণীটা" এইরূপ ইতরেতর অধ্যাসের স্মৃতিই সঙ্কেত।

অতএব পদ, পদার্থ ও স্মৃতি বা প্রত্যয় ইতরেতরে অধ্যস্ত হওয়াতে সঙ্কীর্ণ বা অবিবেক্তব্য হয়। যোগী তাহাদের প্রবিভাগজ্ঞ হইলে বা সমাধির দ্বারা অসংকীর্ণ এক একটিকে সাক্ষাৎ জানিলে, নির্ব্বিতর্কা প্রজ্ঞার দ্বারা সর্ব্ব পদার্থ জানিতে পারেন।

(ট) বাক্য অর্থে ক্রিয়াপদযুক্ত বিশেষ্য পদ। বাক্য-শক্তি অর্থে বাক্যের দ্বারা যে অর্থ

বুঝায় তাহা বুঝাইবার শক্তি। 'ঘট' একটি পদ; 'ঘট আছে' ইহা একটি বাক্য, ঘট লাল (অর্থাৎ ঘট হয় লাল) ইহাও বাক্য। বাক্য=proposition; পদ=term।

সমস্ত পদেই বাক্য-শক্তি আছে; অর্থাৎ একটি পদ বলিলে তাহাতে কিছু না কিছু, অন্ততঃ 'সত্তা' বা 'আছে' এইরূপ ক্রিয়াযুক্ত বাক্য-বৃত্তি থাকে। বৃক্ষ বলিলে বৃক্ষ 'আছে' 'ছিল' বা 'থাকিবে' এইরূপ সত্ত্বক্রিয়া উহ্য থাকিবে। কারণ সত্ত্ব সর্ব্ব পদার্থে অব্যভিচারী। 'নাই' অর্থে অন্যত্র বা অন্যরূপে আছে। তবে 'খপুষ্প' বলিলেও কি আছে বুঝাইবে? হাঁ, তাহা বুঝাইবে। 'খপুষ্প' পদের একটি অর্থ আছে, তাহা বাহিরে না থাকিতে পারে, কিন্তু মনে আছে। এইরূপে ভাবার্থ বা অভাবার্থ সমস্ত বিশেষ্য পদের সত্ত্ব-ক্রিয়া-যোগরূপ বাক্য-বৃত্তি আছে।

ক্রিয়াপদেরও বাক্য-বৃত্তি থাকে। তদ্বিষয়ে 'পচতি' পদের উদাহরণ দিয়া ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন। 'পচতি' বলিতে 'পাক করিতেছে' এই বাক্যার্থ বুঝায়। অতএব ক্রিয়াতেও বাক্যার্থ বুঝাইবার শক্তি থাকে। আর যে সব পদ বাক্যার্থ বুঝাইবার জন্য রচিত হয়, তাহাতেও বাক্য-শক্তি থাকিবেই, যেমন 'শ্রোত্রিয়' আদি।

অনেকার্থবাচক যে সব শব্দ আছে (যেমন ভবতি), তাহারা একক প্রযুক্ত হইলে সাধারণ প্রজ্ঞায় তাহার অর্থ জ্ঞান হয় না, কিন্তু যোগজ প্রজ্ঞায় হয়।

(ঠ) শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের ভেদ উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছেন। 'শ্বেততে প্রাসাদঃ' ও 'শ্বেতঃ প্রাসাদঃ" এই এই স্থলে শ্বেততে শব্দ ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ সাধ্যরূপ অর্থযুক্ত; আর শ্বেতঃ এই শব্দ কারকার্থ বা সিদ্ধরূপ অর্থযুক্ত। কিন্তু ঐ দুই শব্দের যাহা অর্থ, তাহা ক্রিয়ার্থ এবং কারকার্থ। কারণ, একই শ্বেততাকে (সাদা রংকে) ক্রিয়া ও কারক উভয়ই করা যাইতে পারে। প্রত্যয়ও ক্রিয়া-কারকার্থ। কারণ 'এই গরু' এই রূপ জ্ঞান এবং গো-প্রাণী-রূপ বিষয়, সঙ্কেতের দ্বারা অভিসম্বদ্ধ হওয়া হেতু একাকার হয়। এইরূপে ক্রিয়ার্থ অথবা কারকার্থ 'শব্দ' হইতে, ক্রিয়া-কারকার্থ অর্থ ও তাদৃশ প্রত্যয়ের ভেদ সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ, শব্দ কেবল ক্রিয়ার্থ বা কারকার্থ হয়; কিন্তু অর্থ (গবাদি) ও জ্ঞান ক্রিয়া এবং কারক একদা উভয়ার্থক হয়। পরন্তু অর্থ, শব্দের এবং জ্ঞানের আলম্বন স্বরূপ, তাহা আপনার অবস্থার বিকারে বিকার প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তাহা শব্দ বা জ্ঞান ইহাদের কাহারও অন্তর্গত নহে। অতএব শব্দ ও প্রত্যয় হইতে অর্থ ভিন্ন। ফলে গো শব্দ থাকে কণ্ঠে, গোপ্রাণী এই অর্থ থাকে গোয়ালাদিতে, আর গোপ্রত্যয় থাকে মনে; অতএব তাহারা পৃথক্।

এইরূপে ভাষ্যকার শব্দ অর্থ ও প্রত্যয়ের স্বরূপ, সম্বন্ধ ও ভেদ যুক্তির দ্বারা স্থাপন করিয়া সংযমফল বলিয়াছেন। বৌদ্ধ-পদকে স্ফোট বলে। কেহ কেহ স্ফোটের সত্তা স্বীকার করেন না। ন্যায়মতে উচ্চার্য্যমাণ বর্ণসকলের (পদাঙ্গের) সংস্কার হইতে অর্থ জ্ঞান হয়। ভাষ্যকারও সংস্কার হইতে স্ফোট হয় বলিয়াছেন। বর্ণসংস্কার চিত্তে ক্রমশ উঠিতে পারে, কিন্তু সেই ক্রমের অলক্ষ্যতা হেতু তাহা একস্বরূপে আমরা ব্যবহার করি; সুতরাং বৌদ্ধ পদ এক-প্রত্যয়, অতএব তাহা ক্রমিক বর্ণধারা (উচ্চার্য্যমাণ পদ) হইতে পৃথক্ হইল।

ভাষ্যকারের অভিপ্রায় শব্দ ও অর্থের সঙ্কেত কোন এক সময়ে করা হইয়াছে। তন্ত্রান্তরে কতকগুলি শব্দকে আজানিক, অনাদি-অর্থ-সম্বন্ধ-যুক্ত স্বীকার করা হয়। কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। যখন এই পৃথিবী সাদি, মনুষ্যের বাস কালও সাদি, তখন মনুষ্যের ভাষা যে অনাদি, তাহা বলা যুক্ত নহে। তবে জাতিস্মর পুরুষদের দ্বারা পূর্ব্ব সর্গের কোন কোন শব্দ এ সর্গে প্রচারিত হইয়াছে তাহা অস্মন্মতে অস্বীকৃত নহে।

সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যম্—দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপাঃ, তে পূর্ব্বভবাভিসংস্কৃতাঃ পরিণাম-চেষ্টা-নিরোধ-শক্তি-জীবন-ধর্ম্ম-বদ-পরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ, তেষু সংযমঃ সংস্কারসাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ সমর্থঃ, নচ দেশকাল-নিমিত্তানুভবৈর্বিনা তেষামস্তি সাক্ষাৎ-করণম্, তদিত্থং সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। পরত্রাপ্যেবমেব সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পরজাতিসংবেদনম্। অত্রেদমাখ্যানং শ্রূয়তে, ভগবতো জৈগীষব্যস্য সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ দশসু মহাসর্গেষু জন্মপরিণামক্রম মনুপশ্যতো বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুর-ভবৎ, অথ ভাগবানাবট্য স্তনুধরস্তমুবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্ত্বেন ত্বয়া নরকতির্য্যগ্‌গর্ভসম্ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনরুৎপদ্যমানেন সুখদুঃখয়োঃ কিমধিকমুপলব্ধমিতি। ভগবন্ত মাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূত-বুদ্ধিসত্ত্বেন ময়া নরকতির্য্যগ্‌ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেযু পুনঃ পুনরুৎপদ্যমানেন যৎ কিঞ্চিদনুভূতং তৎ সর্ব্বং দুঃখ মেব প্রত্যবৈমি। ভগবানাবট্য উবাচ, যদিমায়ুষ্মতঃ প্রধান-বশিত্বমনুত্তমং চ সন্তোষসুখং, কিমিদমপি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্তমিতি। ভগবান্ জৈগীষব্য উবাচ বিষয়সুখাপেক্ষয়ৈবেদমনুত্তমং সন্তোষসুখমুক্তং, কৈবল্যাপেক্ষয়া দুঃখমেব। বুদ্ধি-সত্ত্বস্যায়ং ধর্ম্মস্ত্রিগুণঃ ত্রিগুণশ্চ প্রত্যয়ো হেয়পক্ষে ন্যস্ত ইতি। দুঃখস্বরূপ স্তৃষ্ণাতন্তু, তৃষ্ণাদুঃখ-সন্তাপাপগমাত্তু প্রসন্নমবাধং সর্ব্বানুকূলং সুখমিদমুক্ত মিতি ॥ ১৮ ॥

১৮। "সংস্কার-সাক্ষাৎকার করিলে পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান হয়" ॥ সূ ॥ (১)

ভাষ্যানুবাদ—এই (সূত্রোক্ত) সংস্কার সকল দ্বিবিধ, স্মৃতিক্লেশহেতু বাসনারূপ এবং বিপাকহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ (২)। তাহারা পূর্ব্ব জন্মসমূহে নিষ্পাদিত হয়। আর পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি, জীবন ও ধর্ম্মের ন্যায় তাহারা অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম্ম। সংস্কারে সংযম করিলে সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয়, আর (সেই সংস্কারের সম্বন্ধীয়) দেশ, কাল ও নিমিত্তের সাক্ষাৎকার ব্যতীত সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না, তজ্জন্য সংস্কারসাক্ষাৎকরণের দ্বারা যোগীদের পূর্ব্ব জাতির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অপর ব্যক্তিরও এইরূপে সংস্কার সাক্ষাৎকার করিলে তাহার পূর্ব্বজাতির জ্ঞান হয়। এ বিষয়ে এই আখ্যান শ্রবণ করা যায়। ভগবান জৈগীষব্যের সংস্কার-সাক্ষাৎকার হইতে দশ মহাসর্গের সমস্ত জন্মপরিণামক্রম জ্ঞানগোচর হইয়া, পরে বিবেকজ জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অনন্তর তনুধর (নির্ম্মাণকায়াশ্রিত) ভগবান্ আবট্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "ভব্যত্বহেতু (সত্ত্বোৎকর্ষহেতু) অনিভভূত-বুদ্ধিসত্ত্বসম্পন্ন আপনি, দশ মহাসর্গে নরক-তির্য্যক্-জন্ম সম্ভব দুঃখ উপভোগ করিয়া এবং দেব ও মনুষ্যযোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমান হইয়া (অর্থাৎ তৎসম্ভব সুখ অনুভব করিয়া), সুখ ও দুঃখের মধ্যে কি অধিক উপলব্ধি করিয়াছেন।" ভগবান্ আবট্যকে ভগবান্ জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন—"ভব্যত্বহেতু অনভিভূতবুদ্ধিসত্ত্বযুক্ত আমি, দশ মহাসর্গে নরকতির্য্যক্ জন্মের দুঃখ অনুভব করিয়া এবং দেবমনুষ্যযোনিতে পুনঃপুনঃ উৎপদ্যমান হইয়া যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি তাহা সমস্তই দুঃখ বলিয়া বোধ করি।" ভগবান্ আবট্য বলিয়াছিলেন, "আয়ুষ্মন্! আপনার যে এই প্রধানবশিত্বসুখ ও অনুত্তম সন্তোষসুখ তাহাও কি আপনি দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন?" ভগবান্ জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন "বিষয়-সুখাপেক্ষাই সন্তোষসুখ অনুত্তম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কৈবল্যাপেক্ষা তাহা দুঃখ মাত্র। বুদ্ধিসত্ত্বের এই ধর্ম্ম (সন্তোষরূপ) ত্রিগুণ, আর ত্রিগুণপ্রত্যয়মাত্রেই হেয় পক্ষে ন্যস্ত হইয়াছে। তৃষ্ণা-রজ্জুই দুঃখস্বরূপ।

তৃষ্ণা-দুঃখ সন্তাপ অপগত হইলে প্রসন্ন অবাধ, সর্ব্বানুকূল সুখ বলিয়া ইহা (সন্তোষ-সুখ) উক্ত হইয়াছে॥" (৩)

টীকা—১৮। সংস্কারসাক্ষাৎকার অর্থে সংস্কারের স্মৃতি বা স্মরণ জ্ঞান। (১) সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলে যে পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান হইবে তাহা স্পষ্ট। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই সংস্কার সঞ্চিত হয়, সুতরাং সংস্কারমাত্রেতেই যদি সমাধিবলে জ্ঞান শক্তিকে পুঞ্জীকৃত করা যায়, তবে সংস্কারকে সম্যক্ (বিশেষযুক্তভাবে) বিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। তাহাতে কোথায়, কোন্ জন্মে, কিরূপে, কখন সেই সংস্কার সঞ্চিত হইয়াছে তাহাও জ্ঞানগোচর হইবে।

১৮। (২) সংস্কারের বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২।১২ সূত্রের টিপ্পন দ্রষ্টব্য)। সংস্কার পরিণামাদির স্থায় অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম্ম। পরিণামাদি অপরিদৃষ্টভাবের মধ্যে, ধর্ম্মকে ও ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন। উহা বস্তুত নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারের অন্তর্গত। ভিন্ন নামের জন্ত উহা উক্ত হইয়াছে। অথবা সংস্কার অর্থে বাসনা এবং ধর্ম্ম অর্থে কর্ম্ম বা কর্ম্মাশয় এই অর্থ গ্রাহ্য। 'ধর্ম্ম' স্থলে 'কর্ম্ম' এরূপ পাঠান্তর আছে। সংস্কার সাক্ষাৎকার করিতে হইলে আত্মগত কোন সংস্কার ভাবনা করিতে হয়। প্রবল সংস্কার থাকিলে তাহার ফল প্রস্ফুট হয়। অতএব কোন প্রবল প্রবৃত্তিকে বা করণশক্তিকে ধারণা করিয়া তাহাতে সমাহিত হইলে (তাহা বিশদতম উপলক্ষণ-স্বরূপ হইয়া সেই সংস্কারের যে স্মরণজ্ঞান হয়, তাহাই সংস্কার সাক্ষাৎকার বা পূর্ব্ব জাতির স্মরণজ্ঞান) সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয়। মানবের পক্ষে মানবের জাতিগত বিশেষ গুণ সকলই স্মৃতিফল বাসনারূপ সংস্কার। মানবীয় আকার, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির বিশেষত্ব ধারণা করিয়া সমাহিত হইলে সেই বাসনারূপ ছাঁচ, কি হেতু বশত স্মরণারূঢ় হইয়া বর্ত্তমান মানব জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্ম ধারণ করিয়াছে, তাহার জ্ঞান হয়। পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে বাসনা ছাঁচসরূপ, আর ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্রবীভূত-ধাতু-সরূপ।

১৮। (৩) ভাষ্যকার মহাযোগী জৈগীষব্য ও আবট্যের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতে ভগবান্ জৈগীষ্যব্যের যোগসিদ্ধিবিষয়ক আখ্যান ২।৩ স্থলে আছে, কিন্তু আবট্য-জৈগীষব্য সংবাদ কোন প্রচলিত গ্রন্থে নাই। 'শ্রূয়তে' শব্দ থাকাতে উহা কোন কাললুপ্ত শ্রুতির শাখায় ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঐ আখ্যানের রচনা প্রণালী অতি প্রাচীন। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে ঐরূপ রচনাপ্রণালী অনুকৃত হইয়াছে।

প্রসন্ন = বৈষয়িক দুঃখের দ্বারা অস্পৃষ্ট। অবাধ = কোন বাধার দ্বারা যাহা ভগ্ন হয় না। ভিক্ষু বলেন 'যাবৎবুদ্ধিস্থায়ী অক্ষয়'। সর্ব্বানুকূল = সকলেরই প্রিয় বা সর্ব্বাবস্থায় অনুকূলরূপে স্থিত।

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ।১৯॥

ভাষ্যম্—প্রত্যয়ে সংযমাৎ প্রত্যয়স্য সাক্ষাৎকরণাৎ ততঃ পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥১৯॥

১৯। প্রত্যয়মাত্রে সংযম অভ্যাস করিলে পরচিত্তের জ্ঞান হয় ।সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যয়ে সংযম করিয়া প্রত্যয় সাক্ষাৎ করিলে তাহা হইতে পরচিত্তজ্ঞান হয়। (১)

টীকা—১৯। (১) এস্থলে প্রত্যয় শব্দের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে স্বচিত্ত, অন্য সকলের মতে পরচিত্ত। পরচিত্ত কিরূপে সাক্ষাৎ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে ভোজরাজ বলেন "মুখরাগা-

দিনা"। বস্তুত প্রত্যয় এস্থলে স্ব-পর উভয়প্রকার প্রত্যয়। নিজের কোন এক প্রত্যয় বিবিক্তি করিয়া সাক্ষাৎকার করিতে না পারিলে পরের প্রত্যয় কিরূপে সাক্ষাৎ করা যাইবে? প্রথমে নিজের প্রত্যয় জানিয়া তদুপমায় পরের প্রত্যয় জ্ঞেয়।

পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি অনেক দেখা যায়। তাহারা যোগের দ্বারা সিদ্ধ নহে, কিন্তু জন্মসিদ্ধ। যাহার চিত্ত জানিতে হইবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজের চিত্তকে শূন্যবৎ করিলে তাহাতে যে ভাব উঠে তাহাই পরচিত্তের ভাব, এইরূপে সাধারণ পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা পরের মনোভাব জানিয়া থাকে ; কিন্তু তাহারা বলিতে পারে না কিরূপে তাহাদের মনে পরের মনোভাব আসে। তবে বুঝিতে পারে যে ইহা পরের মনোভাব। বিনা আয়াসেই কাহারও কাহারও পরচিত্তের জ্ঞান হয়। মনে মনে কোন কথা ভাবিলে বা কোন রূপরসাদি চিন্তা করিলে বা কোন পূর্ব্বানুভূত এবং বিস্মৃত ভাবও পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি যেন সহজত সময়ে সময়ে জানিতে পারে।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥২০॥

ভাষ্যম্—রক্তং প্রত্যয়ং জানাতি, অমুষ্মিন্নালম্বনে রক্তমিতি ন জানাতি, পরপ্রত্যয়স্য যদালম্বনং তদ্ যোগিচিত্তেন ন আলম্বনীকৃতং, পরপ্রত্যয়মাত্রন্তু যোগিচিত্তস্য আলম্বনীভূতমিতি ॥২০॥

২০। তাহার (পরচিত্তের) আলম্বনের সহিত জ্ঞান হয় না, যেহেতু (তাহার আলম্বন যোগিচিত্তের) অবিষয়ীভূত। সূ।

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বসূত্রোক্ত সংযমে যোগী রাগযুক্ত প্রত্যয় জানিতে পারেন, কিন্তু অমুক বিষয়ে রাগযুক্ত ইহা জানিতে পারেন না। (যেহেতু) পরচিত্তের যাহা আলম্বন (বিষয়) তাহা যোগিচিত্তের দ্বারা আলম্বনীকৃত হয় নাই, কেবল পরপ্রত্যয়মাত্রই যোগিচিত্তের আলম্বনীভূত হয় ॥ (১)

টীকা—২০। (১) প্রত্যয় সাক্ষাৎকারের দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ অবস্থাবৃত্তির আলম্বনের জ্ঞান হয় না, কারণ উহারা অনেকটা আলম্বননিরক্ষেপ চিত্তাবস্থা। ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় হইলে ভয়ভাবে বাঘ থাকে না। রূপজ জ্ঞানেই বাঘ থাকে। অতএব অবস্থাবৃত্তির আলম্বন জানিতে হইলে পুনশ্চ প্রণিধান করিয়া জানিতে হয়। যে সব প্রত্যয় আলম্বনের সহভাবী (অর্থাৎ শব্দাদি প্রত্যয়), তাহাদের জ্ঞান হইলে অবশ্য আলম্বনেরও জ্ঞান হয়। এক জন নীল আকাশ ভাবিতেছে সে ক্ষেত্রে যোগী অবশ্য একেবারেই 'নীল আকাশ' জানিতে পারিবেন' কারণ নীল আকাশের প্রত্যয় মনেতে 'নীল আকাশ'—রূপেই হয়।

বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে বিংশ সূত্র ভাষ্যের অঙ্গ, পৃথক্ সূত্র নহে।

কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাঽসম্প্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানম্ ॥২১

ভাষ্যম্—কায়রূপে সংযমাৎ রূপস্য যা গ্রাহ্যা শক্তিস্তাং প্রতিবধ্নাতি, গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে সতি চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। এতেন শব্দাদ্যন্তর্দ্ধান মুক্তং বেদিতব্যম্ ॥২১॥

২১। শরীরের রূপে সংযম হইতে, সেই রূপের গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ হইলে শরীররূপ চক্ষুর্জ্ঞানের অবিষয়ীভূত হওয়াতে অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ।—শরীররূপে সংযম হইতে রূপের যে গ্রাহ্যশক্তি তাহা স্তম্ভিত হয়, গ্রাহ্যশক্তির স্তম্ভ হইলে চক্ষুঃপ্রকাশের অবিষয়ীভূত হওয়াতে, যোগীর অন্তর্দ্ধান উৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা শরীরের শব্দাদিরও অন্তর্দ্ধান উক্ত হইয়াছে জানিতে হইবে (১)॥

টীকা—২১। (১) ভানুমতীর বাজীকরেরা যে ইন্দ্ররাজার যুদ্ধ দেখায়, তাহাতে সেই বাজীকর কেবল সঙ্কল্প করে যে দর্শকেরা ঐ ঐ রূপ দেখুক্, তাহাতে দর্শকেরা ঐরূপ দেখে। একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন যে তিনি ঐ বাজীর স্থান হইতে কিছুদূরে ছিলেন, তিনি দেখিতেছিলেন যে বাজীকর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার নিকটবর্ত্তী দর্শকগণ সকলেই উপরে দেখিতেছে এবং উত্তেজিত হইয়া উপর হইতে পতিত কাটা হাত পা সব দেখিতেছে। এমন কি একজন পল্টনের ডাক্তার এক কাল্পনিক হাত কুড়াইয়া লইয়া বলিল 'যে ইহা কাটিয়াছে তাহার পেশীসংস্থানের বেশ জ্ঞান আছে'। ইত্যাদিপ্রকারে দর্শকেরা উত্তেজিতভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিল কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বাজীকরের সংকল্প ব্যতীত আর কিছু ছিল না।

যাহা হউক ইহা হইতে জানা যায় যে সঙ্কল্পের দ্বারা কিরূপ অসাধারণ ব্যাপার সিদ্ধ হইতে পারে। যোগীরা অব্যাহত সঙ্কল্পসহকারে যদি মনে করেন যে আমার শরীরের রূপশব্দাদি কেহ গোচর করিতে না পারুক, তাহা হইলে যে তাহা সিদ্ধ হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

এই সব কথা লিখিবার আরও এক প্রয়োজন আছে। অনেক লোক পরচিত্তজ্ঞতা বা ঐ সব বাজী দেখিয়া মনে করেন এইবার সিদ্ধপুরুষ পাইয়াছি। অজ্ঞ লোকেরা স্বীয় ধারণা-অনুসারে ভূতসিদ্ধ, পিশাচসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ ইত্যাদি কিছু বিশ্বাস করিয়া হয়ত কোন হীনচরিত্র অধার্ম্মিক বঞ্চকের কবলে পতিত হইয়া ইহলোক-পরলোক হারায়। এইরূপ সিদ্ধের কবলে পড়িয়া যে কোন কোন লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহা আমরা জানি। উহা সব ক্ষুদ্র জন্মজ সিদ্ধি; যোগজ সিদ্ধি নহে। আর ঐরূপ কোন অসাধারণ শক্তি দেখিয়া কাহাকেও যোগী স্থির করিতে হয় না। কিন্তু অহিংসা সত্য আদি যম ও নিয়ম প্রভৃতির সাধন দেখিয়া যোগী স্থির করিতে হয়। ক্ষুদ্রসিদ্ধিযুক্ত অনেক লোক সাধুসন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। তাদৃশ লোককে যোগী স্থির করিয়া বহুলোক ভ্রান্ত হয় এবং প্রকৃত যোগীর আদর্শও তদ্দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাদ্ অপরান্তজ্ঞানম্ অরিষ্টেভ্যো বা ॥২২

ভাষ্যম্—আয়ুর্ব্বিপাকং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তত্র যথা আর্দ্রবস্ত্রং বিতানিতং লঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ তথা সোপক্রমং, যথা চ তদেব সম্পিণ্ডিতং চিরেণ সংশুষ্যেৎ এবং নিরুপক্রমম্। যথা চাগ্নিঃ শুষ্কে কক্ষে মুক্তবাতেন সমন্ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেৎ তথা সোপক্রমং, যথা বা স এবাগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোঽবয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণদহেত্তথা নিরুপক্রমম্। তদৈক-ভবিকমায়ুষ্করং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তৎসংযমাৎ অপরান্তস্য প্রায়ণস্য জ্ঞানম্। অরিষ্টেভ্যো বেতি। ত্রিবিধমরিষ্টম্ আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চেতি, তত্রাধ্যাত্মিকং, ঘোষং স্বদেহে পিহিতকর্ণো ন শৃণোতি, জ্যোতির্ব্বা নেত্রেঽবষ্টব্ধে ন পশ্যতি; তথাধিভৌতিকং, যমপুরুষান্ পশ্যতি, পিতৄনতীতানকস্মাৎ পশ্যতি; আধিদৈবিকং, স্বর্গমকস্মাৎ সিদ্ধান্ বা পশ্যতি, বিপরীতং বা সর্ব্বমিতি, অনেন বা জানাত্যপরান্তমুপস্থিত মিতি॥ ২২॥

২২। কর্ম্ম সোপক্রম ও নিরুপক্রম, তাহাতে সংযম হইতে অথবা অরিষ্টসকল হইতে অপরান্তের (মৃত্যুর) জ্ঞান হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ।—আয়ু যাহার ফল এরূপ কর্ম্ম দ্বিবিধ—সোপক্রম ও নিরুপক্রম (১)। তাহার মধ্যে—যেমন আর্দ্র বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া দিলে অল্পকালে শুখায়, সেইরূপ কর্ম্ম সোপক্রম; আর যেমন সেই বস্ত্র সম্পিণ্ডিত করিয়া রাখিলে দীর্ঘকালে শুখায়, সেইরূপ কর্ম্ম নিরুপক্রম। (অথবা) যেমন অগ্নি শুষ্ক তৃণে পতিত হইয়া চারিদিকে বায়ুযুক্ত হইলে অল্পকালে দগ্ধ করে সেইরূপ সোপক্রম, আর তাহা যেমন বহুতৃণে ক্রমশঃ এক এক অংশে ন্যস্ত হইলে দীর্ঘকালে দগ্ধ করে, সেইরূপ নিরুপক্রম। একভবিক আয়ুস্কর কর্ম্ম দ্বিবিধ—সোপক্রম ও নিরুপক্রম। তাহাতে সংযম করিলে অপরান্তের অর্থাৎ প্রায়ণের জ্ঞান হয়। অথবা অরিষ্ট সকল হইতেও হয়।

অরিষ্ট ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক যথা—কর্ণ বন্ধ করিয়া স্বদেহের শব্দ না শুনিতে পাওয়া, অথবা চক্ষু রুদ্ধ করিলে জ্যোতি না দেখা। আধিভৌতিক যথা-যমপুরুষ দেখা; অতীত পিতৃপুরুষগণকে অকস্মাৎ দেখা। আধিদৈবিক যথা—অকস্মাৎ স্বর্গ বা সিদ্ধ সকলকে দেখা; অথবা সমস্ত বিপরীত দেখা। এরূপ অরিষ্টের দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত জানিতে পারা যায়।

টীকা—২২। (১) পূর্ব্বে ত্রিবিপাক কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। কোন এক কর্ম্মাশয় বিপক্ক হইয়া জন্ম হইলে আয়ুরূপ ফল চলিতে থাকে। ভোগ আয়ুষ্কাল ব্যাপিয়া হয়। আয়ু কোন এক জাতির স্থিতিকাল। আয়ুষ্কালে সমস্ত কর্ম্ম একবারে ফল দান করে না। প্রকৃতি অনুসারে ক্রমশঃ ফলোন্মুখ হয়। যাহা ব্যাপারারূঢ় হইয়াছে তাহা সোপক্রম বা উপক্রমযুক্ত। আর যাহা এখন অভিভূত আছে কিন্তু জীবনের কোন কালে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইবে, তাহা নিরুপক্রম। মনে কর এক জনের ৪০ বৎসর বয়সে প্রাক্তনকর্ম্মবশত এরূপ শারীরিক আঘাত লাগিবে যে তাহাতে তাহার আয়ু তিন বৎসরে শেষ হইবে। ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে সেই কর্ম্ম নিরুপক্রম থাকে।

ত্রিবিপাক সংস্কার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মধ্যস্থ সোপক্রম ও নিরুপক্রম কর্ম্ম সাক্ষাৎ করিলে তাহাদের ফলগত বিশেষও সাক্ষাৎকৃত হইবে। তদ্দ্বারা যোগী অপরান্ত বা আয়ুষ্কালের শেষ জানিতে পারেন।

অভিব্যক্তির অন্তরায়ের দ্বারা যাহা সঙ্কুচিত তাহা নিরুপক্রম, আর যাহা তাহা নহে তাহাই সোপক্রম। ভাষ্যকার ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিয়াছেন।

অরিষ্ট হইতেও আসন্ন মৃত্যু জানা যায়। তদ্বিষয়ক ভাষ্যও স্পষ্ট।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যম্। মৈত্রী-করুণা-মুদিতেতি তিস্রোভাবনাঃ, তত্র ভূতেষু সুখিতেষু মৈত্রীং ভাবয়িত্বা মৈত্রীবলং লভতে, দুঃখিতেষু করুণাং ভাবয়িত্বা করুণাবলং লভতে, পুণ্যশীলেষু মুদিতাং ভাবয়িত্বা মুদিতাবলংলভতে, ভাবনাতঃ সমাধির্যঃ স সংযমঃ ততো বলান্যবন্ধ্যবীর্য্যাণি জায়ন্তে পাপশীলেষু উপেক্ষা নতু ভাবনা, ততশ্চ তস্যাং নাস্তি সমাধিরিতি, অতো ন বলমুপেক্ষাত স্তত্র সংযমাভাবাদিতি ॥ ২৩ ॥

২৩। মৈত্রী প্রভৃতিতে সংযম করিলে বল সকল লাভ হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা এই ত্রিবিধ ভাবনা। (তাহার মধ্যে) সুখী জীবে মৈত্রী ভাবনা করিয়া মৈত্রীবল লাভ হয়। দুঃখিত জীবে করুণাভাবনা করিয়া করুণাবল লাভ হয়। পুণ্যশীলে মুদিতা ভাবনা করিয়া মুদিতাবল লাভ হয়। ভাবনা হইতে যে সমাধি তাহাই সংযম। তাহা হইতে অবন্ধ্যবীর্য্য (অব্যর্থবল) জন্মায়। পাপিগণে উপেক্ষা করা (ঔদাসীন্য) ভাবনা নহে, সেই হেতু তাহাতে সমাধি হয় না; অতএব সংযমাভাবহেতু উপেক্ষা হইতে বল হয় না॥ (১)

টীকা—২৩। মৈত্রীবলের দ্বারা যোগীর ঈর্ষাদ্বেষ সম্যক্‌ বিনষ্ট হয়, এবং তাঁহার ইচ্ছাবলে হিংস্রক অন্য ব্যক্তিরাও তাঁহাকে মিত্রের ন্যায় অনুকূল মনে করে। করুণাবলে দুঃখীরা তাঁহাকে পরম আশ্বাসস্থল বলিয়া নিশ্চয় করে; এবং যোগীর চিত্তের অকারুণ্য সমূলে নষ্ট হয়। মুদিতাবলে অসূয়াদি বিনষ্ট হয় ও যোগী সমস্ত পুণ্যকারীদের প্রিয় হন।

এই সকল বল লাভ হইলে পরের প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ভাবে ব্যবহার করিবার অব্যর্থ শক্তি হয়। কোন প্রকার অপকারাদির শঙ্কা তখন যোগীর হৃদয়ে মলিন ভাব জন্মাইতে পারে না।

বলেষু হস্তিবলাদীনি॥ ২৪॥

ভাষ্যম্—হস্তিবলে সংযমাৎ হস্তিবলো ভবতি, বৈনতেয়বলে সংযমাৎ বৈনতেয়বলো-ভবতি, বায়ুবলে সংযমাৎ বায়ুবল ইত্যেবমাদি॥ ২৪॥

২৪। বলে সংযম করিলে হস্তিবলাদি হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—হস্তিবলে সংযম করিলে হস্তিসদৃশ বল হয়, গরুড়বলে সংযম করিলে তাদৃশ বল হয়, বায়ুবলে সংযম করিলে তাদৃশ বল হয় ইত্যাদি। (১)

টীকা—২৪। (১) বলবত্তা ধারণা করিয়া তাহাতে সমাহিত হইলে যে মহাবল লাভ হইবে তাহা স্পষ্ট। সজ্ঞানে পেশীসকলে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা অভ্যাস করিলে যে বল বৃদ্ধি হয় তাহা ব্যায়ামকারীরা জানেন। বলে সংযম করা তাহারই পরাকাষ্ঠা।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট-জ্ঞানম্॥ ২৫॥

ভাষ্যম্—জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিরুক্তা মনসঃ তস্যা য আলোকস্তং যোগী সূক্ষ্মে বা ব্যবহিতে বা বিপ্রকৃষ্টে বা অর্থে বিন্যস্য তমর্থ মধিগচ্ছতি॥ ২৫॥

২৫। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোক ন্যাস করিলে সূক্ষ্ম ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—চিত্তের জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহার যে আলোক অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রকাশ, যোগী তাহা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া সেই বিষয় জানিতে পারেন॥ (১)

টীকা—২৫। (১) জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি ১।৩৬ সূত্রে দ্রষ্টব্য। জ্যোতিষ্মতী ভাবনায় হৃদয় হইতে যেন বিশ্বব্যাপী প্রকাশভাব প্রসৃত হয়। তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিকে ন্যস্ত করিলে তাহার জ্ঞান হয়। সেই বিষয় সূক্ষ্ম হউক বা পর্ব্বতাদি ব্যবধানের দ্বারা ব্যবহিত হউক, বা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ যতদূর ইচ্ছা ততদূরে হউক, তাহার জ্ঞান হইবে। Clairvoyance নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধির ইহা পরাকাষ্ঠা। বিপ্রকৃষ্ট—দূরস্থ।

বিভু বুদ্ধি সত্ত্বের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সংযোগ হইয়া ইহাতে জ্ঞান হয়। সাধারণ ইন্দ্রিয়-প্রণালী দিয়া জ্ঞানের ন্যায় ইহা সংকীর্ণ জ্ঞান নহে।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যম্,—তৎপ্রস্তারঃ সপ্তলোকাঃ, তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবদিত্যেবং ভূর্লোকঃ মেরুপৃষ্ঠাদারভ্য আধ্রুবাৎ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রোঽন্তরিক্ষলোকঃ, তৎপরঃস্বর্লোকঃ পঞ্চবিধঃ, মাহেন্দ্র স্তৃতীয়ো লোকঃ, চতুর্থঃ প্রাজাপত্যোমহর্লোকঃ, ত্রিবিধোব্রাহ্মঃ, তদ্‌যথা জনলোক স্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি। "ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্য স্ততোমহান্। মহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো দিবি তারা ভুবি প্রজা" ॥ ইতি সংগ্রহশ্লোকঃ। তত্রাবীচেরুপর্য্যুপরিনিবিষ্টা ষণ্মহান-রকভূময়ো ঘনসলিলানলানিলাকাশতমঃপ্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষরৌরব-মহারৌরব-কালসূত্রান্ধতা-মিস্রাঃ যত্র স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতদুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়ুঃ দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে, ততো মহাতল-রসাতলাতল-সুতল-বিতল-তলাতল-পাতালাখ্যানি সপ্তপাতালানি, ভূমিরিয়মষ্টমী সপ্তদ্বীপা বসুমতী, যস্যাঃ সুমেরুর্মধ্যে পর্ব্বতরাজঃ কাঞ্চনঃ, তস্য রাজতবৈদূর্য্যস্ফাটিক-হেম-মণিময়ানি শৃঙ্গাণি, তত্র বৈদূর্য্যপ্রভানুরাগান্নীলোৎপল পত্রশ্যামো নভসো দক্ষিণোভাগঃ, শ্বেতঃ পূর্ব্বঃ স্বচ্ছঃ পশ্চিমঃ, কুরুণ্ডকাভ উত্তরঃ। দক্ষিণপার্শ্বে চাস্য জম্বু, যতোঽয়ং জম্বুদ্বীপঃ তস্য সূর্য্যপ্রচারাদ্ রাত্রিন্দিবং লগ্নমিব বিবর্ত্ততে, তস্যনীলশ্বেতশৃঙ্গবন্ত উদীচীনাস্ত্রয়ঃ পর্ব্বতা দ্বিসহস্রায়ামাঃ, তদন্ত-রেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজনসাহস্রাণি রমণকং হিরণ্ময়মুত্তরাঃ কুরব ইতি। নিষধ-হেমকূট-হিমশৈলা দক্ষিণতো দ্বিসহস্রায়ামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নবনব যোজন-সাহস্রাণি হরিবর্ষং কিম্পুরুষং ভারতমিতি। সুমেরোঃ প্রাচীনা ভদ্রাশ্বা মাল্যবৎসীমানঃ প্রতীচীনাঃ কেতুমালগন্ধ-মাদনসীমানঃ মধ্যে বর্ষমিলাবৃতঃ তদেতৎ যোজন-শতসহস্রং সুমেরোর্দিশিদিশি তদর্দ্ধেন ব্যূঢ়ং, সখল্বয়ং শতসহস্রায়ামো জম্বুদ্বীপস্ততোদ্বিগুণেন লবণোদধিনাবলয়াকৃতিনা বেষ্টিতঃ। ততশ্চ দ্বিগুণা-দ্বিগুণাঃ শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মল-মগধ (গোমেধ)-পুষ্কর-দ্বীপাঃ, সপ্তসমুদ্রাশ্চ সর্ষপরাশিকল্পাঃ সবি-চিত্রশৈলাবতংসা ইক্ষুরস-সুরা-সর্পি-দধি মণ্ডক্ষীর-স্বাদূদকাঃ। সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা বলয়াকৃতয়োলোকা-লোক-পর্ব্বত-পরীবারাঃ পঞ্চাশদ্-যোজন-কোটি-পরিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ সর্ব্বং সুপ্রতিষ্ঠিত-সংস্থানমণ্ডমধ্যে ব্যূঢ়ং, অণ্ডশ্চ প্রধানস্যাণুরবয়বো যথাকাশে খদ্যোতঃ, তত্র পাতালে জলধৌ পর্ব্বতেষ্বেতেষু দেবনিকায়া আসুর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-কিম্পুরুষ যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচাপস্মার-কাপ্সরোব্রহ্মরাক্ষস-কুষ্মাণ্ড-বিনায়কাঃ প্রতিবসন্তি, সর্ব্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঃ। সুমেরুস্ত্রিদশানামুদ্যানভূমিঃ, তত্র মিশ্রবনং নন্দনং চৈত্ররথং সুমানসমিত্যুদ্যানানি, সুধর্ম্মা দেবসভা সুদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদঃ। গ্রহনক্ষত্রতারকাস্তু ধ্রুবেনিবদ্ধা বায়ুবিক্ষেপ-নিয়মেনোপ-লক্ষিতপ্রচারাঃ সুমেরোরুপর্য্যুপরি সন্নিবিষ্টা বিপরিবর্ত্তন্তে। মাহেন্দ্রনিবাসিনঃ ষড়্‌দেবনিকায়াঃ ত্রিদশা অগ্নিষ্বাত্তা যাম্যাঃ তুষিতা অপরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনঃ পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনশ্চেতি, সর্ব্বে সঙ্কল্পসিদ্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষোবৃন্দারকাঃ কামভোগিন ঔপপাদিকদেহা উত্তমানু-কূলাভিরপ্সরোভিঃ কৃতপরিবারাঃ। মহতি লোকে প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ কুমুদাঃ ঋভবঃ প্রতর্দনা অঞ্জনাভা প্রচিতাভা ইতি. এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্পসহস্রায়ুষঃ। প্রথমে ব্রহ্মণোজনলোকে চতুর্বিধো দেবনিকায়ো ব্রহ্মপুরোহিতা ব্রহ্মকায়িকা ব্রহ্মমহাকায়িকা (অজরা) অমরা ইতি, এতে ভূতেন্দ্রিয়বশিনঃ দ্বিগুণ-দ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ। দ্বিতীয়ে তপসি লোকে ত্রিবিধো দেবনিকায়ঃ আভাস্বরা মহাভাস্বরাঃ সত্যমহাভাস্বরা ইতি। এতে ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতি-

বশিনো দ্বিগুণদ্বিগুণোত্তরায়ুষঃ, সর্ব্বে ধ্যানাহারা ঊর্দ্ধরেতসঃ ঊর্দ্ধপ্রমতিহতজ্ঞানা অধরভূমিষ্বনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেব নিকায়াঅচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চেতি। অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ উপর্য্যুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাবৎসর্গায়ুষঃ। তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্ক-ধ্যানসুখাঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ সবিচারধ্যানসুখাঃ, সত্যাভা আনন্দমাত্রধ্যানসুখাঃ, সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চাস্মিতামাত্রধ্যানসুখাঃ, তেঽপি ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি। এতে সপ্তলোকাঃ সর্ব্বএব ব্রহ্মলোকাঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে, ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইতি। এতদ্যোগিনা সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যম্ সূর্য্যদ্বারে সংযমংকৃত্বা ততোঽন্যত্রাপি। এবন্তাবদভ্যসেৎ যাবদিদং সর্ব্বং দৃষ্টমতি ॥ ২৬ ॥

২৬। সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। সূ (১)

ভাষ্যানুবাদ।—ভুবনের প্রস্তার (বিন্যাস) সপ্ত লোক সকল। তাহার মধ্যে অবীচি হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূর্লোক। মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব-পর্য্যন্ত গ্রহ নক্ষত্র ও তারার দ্বারা বিচিত্র অন্তরিক্ষলোক। তাহার পর পঞ্চবিধ স্বর্লোক। (পঞ্চবিধ স্বর্লোকের প্রথম) তৃতীয় মাহেন্দ্র লোক, চতুর্থ প্রজাপত্য মহর্লোক। পরে ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক, তাহা যথা—জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এবিষয়ের সংগ্রহশ্লোক যথা—ত্রিভূমিক ব্রহ্মলোক, তাহার নিম্নে প্রাজাপত্য মহর্লোক মাহেন্দ্রস্বর্লোক বলিয়া উক্ত হয়, (তাহার নিম্নে) তারাযুক্ত দ্যুর্লোক ও তন্নিম্নে প্রজাযুক্ত ভূর্লোক"। তাহার মধ্যে অবীচির উপর্য্যুপরি ছয় মহা নরকভূমি সন্নিবেশিত আছে, তাহারা ঘন, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ ও তমঃতে প্রতিষ্ঠিত ; (তাহাদের নাম যথা ক্রমে) মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র। সেই খানে নিজ কর্ম্মোপার্জ্জিতদুঃখভোগী জীবগণ কষ্টকর দীর্ঘ আয়ু গ্রহণ করিয়া জাত হয়। তাহার পর মহাতল, রসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল নামক সপ্ত পাতাল। এই সপ্তদ্বীপা বসুমতী পৃথিবী অষ্টম। কাঞ্চন পর্ব্বতরাজ সুমেরু ইহার মধ্যে। তাহার রাজত, বৈদূর্য্য, স্ফাটিক ও হেম-মণিযুক্ত শৃঙ্গ সকল (২)। তন্মধ্যে বৈদূর্য্যপ্রভার দ্বারা অনুরঞ্জিত হওয়াতে আকাশের দক্ষিণ ভাগ নীলোৎপলপত্রের ন্যায় শ্যাম। পূর্ব্বভাগ শ্বেত, পশ্চিম স্বচ্ছ; কুরণ্ডকপ্রভ (স্বর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষের ন্যায়) উত্তর ভাগ। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে জম্বু আছে, তাহা হইতে জম্বু দ্বীপ নাম। সুমেরুর উত্তর দিকে দ্বিসহস্রযোজনবিস্তার নীল ও শ্বেত-শৃঙ্গসংযুক্ত পর্ব্বত আছে, ইহাদের ভিতর রমণক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরু নামক তিনটী বর্ষ আছে, তাহাদের বিস্তার নয় নয় সহস্র যোজন। দক্ষিণে দ্বিসহস্রযোজনবিস্তার, নিষধ, হেমকূট ও হিমশৈল ; তাহাদের ভিতর নয়নয়সহস্র যোজনবিস্তার হরিবষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ নামক তিন বর্ষ আছে। সুমেরুর পূর্ব্বে মাল্যবান্ পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্য্যন্ত কেতুমাল। তাহার মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ। জম্বুদ্বীপের পরিমাণ (ব্যাস) শতসহস্র যোজন তাহা সুমেরুর চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশ সহস্র যোজন করিয়া ব্যূঢ়। এই হইল শতসহস্রযোজনবিস্তৃত জম্বুদ্বীপ। ইহা তাহার দ্বিগুণ, বলয়াকৃতি, লবণোদধির দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পর ক্রমশঃ শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল, মগধ ও পুষ্কর দ্বীপ। ইহাদের প্রত্যেকে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ আয়ত। (দ্বীপবেষ্টক) সপ্ত সমুদ্র সর্ষপরাশিকল্প বিচিত্রশৈলমণ্ডিত। তাহারা (প্রথম লবণসমুদ্র ব্যতীত) যথাক্রমে ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, মণ্ড ও দুগ্ধের ন্যায় স্বাদুজল যুক্ত (৩)। পঞ্চাশকোটীযোজনবিস্তৃত, বলয়াকৃতি, লোকালোক পর্ব্বতপরীবারদ্বারা সপ্ত সমুদ্র বেষ্টিত। এই সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠরূপে (অসংকীর্ণভাবে) অণ্ড মধ্যে ব্যূঢ় আছে। এই অণ্ডও আবার প্রধানের অণু অবয়ব, যেমন আকাশে খদ্যোত। পাতালে, জলধিতে, ঐ সকল পর্ব্বতে অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ রাক্ষস, ভূত, প্রেত,

পিশাচ, অপস্মার, অপ্সর, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড ও বিনায়ক-রূপ দেবযোনি সকল নিবাস করে, আর দ্বীপসকলে পুণ্যাত্মা দেবতা ও মনুষ্যেরা বাস করেন। সুমেরু ত্রিদশদিগের উদ্যানভূমি, সেখানে মিশ্রবন, নন্দন, চৈত্ররথ, ও সুমানস, এই চারি উদ্যান, সুধর্ম্মা নামক দেবসভা, সুদর্শন পুর এবং বৈজয়ন্ত নামক প্রাসাদ আছে। গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-সকল ধ্রুবে নিবদ্ধ হইয়া বায়ু বিক্ষেপের দ্বারা সংযত হইয়া ভ্রমণ করত সুমেরুর উপর্য্যুপরিসন্নিবিষ্ট থাকিয়া পরিবর্ত্তন করিতেছে। মাহেন্দ্র নিবাসী দেবসমূহ ষড়্‌বিধ, যথা ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত্ত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী এবং পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী। ইহারা সকলে সংকল্পসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, কল্পায়ু, বৃন্দারক (পূজ্য), কামভোগী, ঔপপাদিকদেহ (যে দেহ পিতামাতার সংযোগব্যতীত অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়) এবং উত্তম ও অনুকূল অপ্সরাদিগের দ্বারা পরিবারিত। প্রাজাপত্য মহর্লোকে দেব-নিকায় পঞ্চবিধ—কুমুদ, ঋভু, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ। ইহারা মহাভূতবশী ধ্যানাহার (ধ্যান মাত্রে তৃপ্ত বা পুষ্ট) ও সহস্রকল্পায়ু। জন নামক ব্রহ্মার প্রথম লোকের দেব নিকায় চতুর্বিধ, যথা—ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর। ইহারা ভূতেন্দ্রিয়বশী এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা দুই গুণ আয়ুর্যুক্ত। ব্রহ্মার দ্বিতীয় তপোলোকে দেবনিকায় ত্রিবিধ, যথা—আভাস্বর মহাভাস্বর ও সত্যমহাভাস্বর। ইহারা ভূতেন্দ্রিয় ও তন্মাত্রবশী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা দুই গুণ আয়ুর্যুক্ত ধ্যানাহার, ঊর্দ্ধরেতা ও ঊর্দ্ধস্থ সত্যলোকের জ্ঞানের সামর্থ্যযুক্ত এবং নিম্নলোকসমূহের অনাবৃত (সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের) জ্ঞানসম্পন্ন। ব্রহ্মার তৃতীয় সত্যলোকে দেবনিকায় চতুর্বিধ যথা—অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইহারা (বাহ্য) ভবনশূন্য, স্বপ্রতিষ্ঠ, পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা উপরিস্থিত, প্রধানবশী এবং মহাকল্পায়ু। তন্মধ্যে অচ্যুতেরা সবিতর্কধ্যানসুখযুক্ত, শুদ্ধনিবাসেরা সবিচারধ্যানসুখযুক্ত, সত্যাভেরা আনন্দমাত্র-ধ্যানসুখযুক্ত আর সংজ্ঞাসংজ্ঞীরা অস্মিতামাত্রধ্যানসুখযুক্ত। ইহারাও ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সপ্ত লোক সমস্তই ব্রহ্মলোক। বিদেহলয়েরা ও প্রকৃতিলয়েরা মোক্ষপদে অবস্থিত। তাঁহারা লোক মধ্যে ন্যস্ত নহেন। এই সমস্ত সূর্য্যদ্বারে সংযম করিয়া যোগীর সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। অথবা (সূর্য্যদ্বারব্যতীত) অন্যত্রও এইরূপ অভ্যাস করিবে যত দিন না এই সমস্ত প্রত্যক্ষ হয়।

টীকা—২৬। (১) সূর্য্য অর্থে সূর্য্যদ্বার। এ বিষয়ে সকলেই একমত। চন্দ্র এবং ধ্রুব (পরের দুই সূত্রোক্ত) দেখিয়া সূর্য্যকে সাধারণ সূর্য্য মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। পরন্তু চন্দ্রও চন্দ্রদ্বার হইবে। ধ্রুবের ব্যাখ্যা ভাষ্যকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন।

সূর্য্যদ্বার স্থির করিতে হইলে প্রথমে সুষুম্না স্থির করিতে হইবে। শ্রুতি বলেন "তত্রশ্বেতঃ সুষুম্না ব্রহ্মযানঃ।" অর্থাৎ হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধগত শ্বেত (জ্যোতির্ম্ময়) সুষুম্না নাড়ী। অন্য শ্রুতি যথা "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা।" অর্থাৎ সূর্য্যদ্বারের দ্বারা অব্যয় আত্মাতে উপনীত হয়। আত্মা—'তিষ্ঠত্যগ্রে হৃদয়ং সন্নিধায়'। অতএব হৃদয় আত্মা ও শরীরের সন্ধিস্থল। অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শরীরের প্রকাশশীল অংশই হৃদয়। বক্ষস্থলই সাধারণত আমাদের আমিত্বের কেন্দ্র সুতরাং বক্ষঃস্থ অতি প্রকাশশীল বা সূক্ষ্মতম বোধময় অংশই হৃদয়। হৃদয় হইতে সেইরূপ সূক্ষ্ম, মস্তকাভিমুখী বোধধারাই সুষুম্না। স্থূল শরীরে সুষুম্না অন্বেষ্য নহে; কিন্তু ধ্যানের দ্বারা অন্বেষ্য। আধুনিক শাস্ত্রের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না, কিন্তু প্রাচীন শ্রুতিশাস্ত্রমতে হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধগ নাড়ী বিশেষ সুষুম্না। বস্তুত কশেরুকা মজ্জা, Pneumogastric nerve, Carotid artery এই তিনের মধ্যস্থ সূক্ষ্মতম বোধবহ অংশই সুষুম্না। রক্ত ব্যতীত ক্ষণমাত্রেই মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়; কশেরুকা মজ্জা (Spinal cord)

ও Pneumogastric nerve ব্যতীতও রক্তগতি এবং শরীরের বোধাদি রুদ্ধ হয়, অতএব ঐ তিন স্রোতই প্রাণধারণের অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত আত্মার সহিত অন্নের বা শরীরের সম্বন্ধের মূল হেতু। সুতরাং তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্মতম প্রকাশশীল অংশই সুষুম্না। যোগী সজ্ঞানে শারীরিক অভিমান (শরীরের ক্রিয়া রোধ করিয়া) সম্যক্ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট এই সূক্ষ্মতম প্রকাশশীল অংশ সর্ব্বশেষে ত্যাগ করিয়া বিদেহ হয়েন। এই সুষুম্নারূপ দ্বারই সূর্য্যদ্বার। সূর্য্যের সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহাকে সূর্য্যদ্বার বলা যায়। শাস্ত্রে আছে "অনন্তা রশ্ময় স্তস্য দীপবৎঃ স্থিতোহৃদি। ঊর্দ্ধ মেকঃ স্থিত স্তেষাং যো ভিত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্॥ ব্রহ্মলোক মতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্।" অর্থাৎ হৃদয়ে দীপবৎস্থিত দ্রব্যের যে অনন্ত রশ্মিসকল আছে তাহাদের একটি ঊর্দ্ধে অবস্থিত, যাহা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া তাহার দ্বারাই পরমা গতির প্রাপ্তি হয়।

অতএব পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির এক ধারাই সুষুম্নাদ্বার বা সূর্য্যদ্বার। যাঁহারা ব্রহ্মযান পথে গমন করেন তাঁহারা কোন কারণে সূর্য্যমণ্ডলে যাইয়া তথা হইতে ব্রহ্মলোকে যান। শ্রুতি আছে "স আদিত্যমাগচ্ছতি তস্মৈ স ততো বিজিহীতে। যথা লম্বরস্য খন্তেন ঊর্দ্ধমাক্রমতে।" অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্মযানগামী) আদিত্যে আগমন করেন, আদিত্য আপনার অঙ্গ বিরল করিয়া ছিদ্র করেন (যেমন লম্বর নামক বাদ্যযন্ত্রের মধ্যস্থ ফাঁক সেইরূপ) সেই ছিদ্র দিয়া তিনি ঊর্দ্ধে গমন করেন। তজ্জন্যই সুষুম্নাকে সূর্য্যদ্বার বলা হয়।

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির এই বিশেষ ধারায় সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। ভুবন স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং তদন্তর্গত অবীচি আদি জ্যোতির্হীন; সুতরাং তাহাদের দর্শন স্থূল ভৌতিক আলোকে হইবার নহে। সাধারণ সূর্য্যালোক তাহার দর্শনের হেতু নহে, কিন্তু যে ঐন্দ্রিয়িক প্রকাশে দ্যোতক আলোকের অপেক্ষা করে না, যাহা নিজের আলোকেই নিজে দেখে, তাদৃশ ইন্দ্রিয়-শক্তির দ্বারাই ভুবনজ্ঞান হয়। সূর্য্যদ্বার অর্থে যে সূর্য্য নহে, তাহার এক কারণ, এই—সূর্য্যে সংযম করিলে সূর্য্যেরই জ্ঞান হইবে, ব্রহ্মাদি লোকের জ্ঞান হইবে কিরূপে?

পিণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডের (Microcosm and Macrocosm) সামঞ্জস্য অনুসারেই সুষুম্না নাড়ী ও লোক সকলের একত্ব উক্ত হইয়াছে। লোকাতীত আত্মা সর্ব্ব প্রাণীরই আছে। আর বুদ্ধিসত্ত্ব বিভু; কেবল ইন্দ্রিয়াদিরূপ বৃত্তির দ্বারা সঙ্কুচিতবৎ হইয়া রহিয়াছে। তাহার যেমন যেমন আবরণ কাটিয়া যায় তেমনি তেমনি বিভুত্ব প্রকটিত হয় আর প্রাণীরও উচ্চতর লোকে গতি হয়। সুতরাং বুদ্ধির প্রকাশাবরণক্ষয়ের এক এক অবস্থার সহিত এক এক লোক সম্বদ্ধ। বুদ্ধির দিক্ হইতে দূর নিকট নাই; সুতরাং প্রত্যেক প্রাণীর বুদ্ধি এবং ব্রহ্মাদি লোক একত্র রহিয়াছে; কেবল বুদ্ধির বৃত্তির শুদ্ধি করিলেই তাহাতে গমনের ক্ষমতা হয়।

২৬। (২) ভূর্লোক এই পৃথিবী নহে, কিন্তু এই পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট সুবৃহৎ সূক্ষ্ম লোকই ভূর্লোক। পরিশিষ্টে লোকসংস্থানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। দেবাবাস সুমেরু পর্ব্বত সূক্ষ্ম লোক; তাহা স্থূল চক্ষুর অগ্রাহ্য। এইরূপ লোকসংস্থান প্রাচীন যোগবিদ্যায় গৃহীত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধরাও ইহা লইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান বিবরণ বিশুদ্ধ নহে। মূলে কোন যোগী ইহা সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালিক মানব সমাজের খগোলের ও ভূগোলের সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে ইহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা বহুকাল কণ্ঠে কণ্ঠে চলিয়া আসিয়া পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অন্তরিক্ষ সূক্ষ্ম লোকময় দেখাইবে। কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে পৃথিবীগোলক সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে দেখা যাইবে। পূর্ব্বেকার লোকদের ভূগোলের বিষয় সম্যক্ জ্ঞান

ছিল না; সুতরাং তাঁহারা সাক্ষাৎকারকারী যোগীর বিবরণ সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিয়া ক্রমশ প্রকৃত বিবরণকে অনেক বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রচলিত বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শঙ্কা হইবে তবে কি ভাষ্যকার যোগসিদ্ধ নহেন? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে 'না'। এমন কি সূত্রকারও যোগসিদ্ধ ছিলেন না বলিতে হইবে। যাঁহারা যোগসিদ্ধ হন, তাঁহারা সূত্র বা ভাষ্য রচনা করেন না। তাঁহারা পৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসুদের উপদেশ করেন। আর শিষ্যপ্রশিষ্যেরাই শাস্ত্র রচনা করেন; যোগশাস্ত্রের আদিম বক্তা কপিলর্ষি আসুরি ঋষিকে সাংখ্যযোগবিদ্যা বলিয়াছিলেন, পরে পঞ্চশিখ ঋষি শাস্ত্র রচনা করেন। যোগসিদ্ধ হইলে যোগীরা পার্থিব ভাবের সম্যক্ অতীত হইয়া যান। তাঁহারা লোকসংগ্রহের জন্য গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করা যোগের অবমাননা করা। তাঁহাদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসুরা প্রধানত আগম প্রমাণ হইতেই জ্ঞানলাভ করেন। পরবাদখণ্ডনাদি করিয়া তাঁহাদের শিষ্যকে তত্ত্ব বুঝাইতে হয় না। সেইরূপ অপার্থিবভাবে মগ্ন ধ্যায়ীদের নিকট শ্রবণ করিয়াই যোগবিদ্যা উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন 'ইতি শুশ্রুমঃ ধীরাণাং যে ন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।' অর্থাৎ যিনি এই বাক্য বলিয়াছেন তিনি ধীরদের নিকট শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন।

এই জন্য সম্যক্ যোগসিদ্ধ পুরুষের স্বরচিত কোন গ্রন্থ নাই। যাহা আছে তাহা শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা রচিত। সিদ্ধদের জীবদ্দশায় তাঁহাদের বাক্যে অমোঘ আগম প্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের অবর্ত্তমানে সেই সত্যনির্দ্দেশ-রূপ তাঁহাদের উপদেশ সাধারণের মনে সেরূপ শ্রদ্ধা ও অমোঘ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। তাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব। অতএব দর্শনকারেরাই সাধারণ মানবের পক্ষে সিদ্ধ বক্তার লিপিবদ্ধ উক্তি অপেক্ষা অধিকতর উপকারক। সূত্রকার ও ভাষ্যকার আমাদের পক্ষে সেই জন্য শরণ্য। সূত্রকারও বলিয়াছেন তিনি যোগের অনুশাসন করিতেছেন। সূত্ররচনাকালে তিনি সিদ্ধ না হইলেও সিদ্ধির যে অতি সন্নিকট ছিলেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ভাষ্যকারও যেরূপ গম্ভীর ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা জগতে দুর্লভ। ফলে যেমন মহামূল্য হীরকখণ্ড বুভুক্ষু দরিদ্রের আশু উপকারে লাগে না, সেইরূপ প্রকৃত যোগসিদ্ধও সাক্ষাৎভাবে সাধারণের উপকারে আসেন না। বুদ্ধাদি উন্নত পুরুষদের অধুনা যাহারা ভক্ত তাহারা প্রকৃত বুদ্ধাদির তত ধার ধারে না, কেবল কতকগুলি কাল্পনিক গল্পের নায়করূপেই বুদ্ধাদিকে চিনে।

অতএব ভাষ্যকারের বিবরণে যে সাক্ষাৎকার্য্য বিষয় সম্বন্ধে গোলযোগ থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে। তাঁহার সময় যেরূপ বিকৃতভাবে বিবরণ প্রচলিত ছিল, তিনি তাহাই বলিয়াছেন। তবে লোকসকলের বিবরণ যে প্রায় সত্য তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আধুনিক প্রেতবিদ্যায় পরলোক সম্বন্ধে অল্প যাহা তথ্য বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত অনেকাংশে ইহার ঐক্য আছে।

২৬। (৩) দধি ও মণ্ড পৃথক্ না করিয়া 'দধিমণ্ড' ধরিয়া স্বাদুজল নামক এক পৃথক্ সমুদ্র আছে এরূপ অর্থও হয়। কিন্তু দধ্যাদির ন্যায় স্বাদুজলবিশিষ্ট সমুদ্র, এরূপ অর্থই সম্ভবপর। দ্বীপসকলে পুণ্যাত্মা দেব বা দেবযোনি, এবং মনুষ্য বা পরলোকগত মনুষ্য বাস করেন। অতএব দ্বীপ সকল সূক্ষ্ম লোক হইবে। পৃথিবীর অল্প লোকই পুণ্যাত্মা বাকি অপুণ্যাত্মারা কোথায় বাস করে? তাহারা যদি ঐ দ্বীপে বাস না করে, তবে পৃথিবী ঐ দ্বীপ হইতে বহির্ভূত বলিতে হইবে।

ফলে দ্বীপসকল সূক্ষ্ম লোক। পাতালসকলও ভূর্লোকের (পৃথিবীর নহে) অভ্যন্তরস্থ

সূক্ষ্মলোক আর সপ্ত নিরয়ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে স্থূল পৃথিবীর বাহ্যাভ্যন্তর যেরূপ দেখায় সেইরূপ লোক। অবীচি (তরঙ্গহীন বা জড়, ইহা অগ্নিময় বলিয়া বর্ণিত হয়), ঘন (সংহত পৃথিবী), সলিল (জল বা ঘন অপেক্ষা অসংহত পার্থিব অংশ), অনল, অনিল (পার্থিব বায়ুকোষ). আকাশ (বায়ুর বিরলাবস্থা) ও তম (অন্ধকারময় শূন্য) এই সকল অবস্থা স্থূল পৃথিবী-সম্বন্ধীয়। সেই অবস্থা সকল সূক্ষ্মকরণযুক্ত, অথচ রুদ্ধশক্তিত্বহেতু কষ্টময়চিত্তযুক্ত, নারকীদের নিকট যেরূপ বোধ হয়, তাহাই অবীচি আদি নিরয়। Nightmare বা দুঃস্বপ্নরোগে যেমন ইন্দ্রিয়শক্তি জড়ীভূত বোধ হওয়াতে কার্য্যের সামর্থ্য থাকে না, কিন্তু মন জাগ্রত হইয়া পাশবদ্ধবৎ কষ্ট পায়, নারকীরাও সেইরূপ চিত্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। লোভ ও ক্ষুধা অত্যধিক থাকিলে, কিন্তু তাহার পূরণের শক্তি না থাকিলে যেরূপ হয়, নারকীদের দশাও সেইরূপ। যাহারা পৃথিবী ও পার্থিব ভোগকে একমাত্র সার জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণরূপে তন্ময়চিত্তে ক্রোধলোভমোহপূর্ব্বক পাপাচরণ করে, কখনও নিজের সূক্ষ্মতার এবং পরলোকের পরমার্থ-বিষয়ের চিন্তা করে না, তাহারাই অবীচিতে যায়। পৃথিবীর মধ্যস্থ মহাগ্নি তাহাদের দগ্ধ করিতে পারে না (সূক্ষ্মতাহেতু), কিন্তু তাহারা নিজের সূক্ষ্মতা না জানিয়া এবং স্থূল পদার্থ ব্যতীত অন্য সূক্ষ্মপদার্থবিষয়ক সংস্কার না থাকা হেতু, কেবল সেই স্থূল অগ্নিতে পর্য্যবসিতবুদ্ধি হইয়া দগ্ধবৎ হইতে থাকে। অন্যান্য নিরয়েও ঐরূপ অপেক্ষাকৃত অল্প দুষ্কৃতির ভোগ হয়।

পৃথিবীতে যেরূপ তীর্য্যক্ জাতি, সূক্ষ্মশরীরীদের মধ্যে সেইরূপ সপ্ত পাতালবাসীরা তীর্য্যক্‌জাতিস্বরূপ। একই স্থানকে স্থূল, সূক্ষ্ম বা মিশ্র দৃষ্টি অনুসারে ভিন্নভিন্নরূপ প্রতীতি হয়। মনুষ্যেরা যাহাকে মাটি-জল অগ্ন্যাদি দেখে, নিরয়ীরা তাহাকে নরক দেখে, পাতাল-বাসীরা তাহাকে স্বাবাসভূমি পাতাল বলিয়া ব্যবহার করে। ভূর্লোকের পৃষ্ঠ হইতে দেবলোক আরম্ভ হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠ অর্থে পৃথিবীর পৃষ্ঠ নহে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুস্তরের কোষ অপেক্ষাও অনেক উপরে ভূপৃষ্ঠ বা মেরুপৃষ্ঠ।

পাতালবাসীরা এবং ঔপপাদিক দেবেরা পৃথক্ যোনি বলিয়া কথিত হয়। নারকীরা মনুষ্যের পরিণাম, সেইরূপ স্বর্গবাসী মনুষ্যও আছে। তাহাদের মনুষ্য জন্ম স্মরণ থাকে। শ্রুতিতে এইজন্য দেবগন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগন্ধর্ব্ব এইরূপ ভেদ আছে।

এই লোক সংস্থান এবং লোকবাসীদের বিষয় না বুঝিলে কৈবল্যের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। পুণ্যফলে নিম্ন দেবলোকে গতি হয়। আর যোগের অবস্থা লাভ করিলে তাহার তার-তম্যানুসারে উচ্চোচ্চ লোকে গতি হয়। ব্রহ্মলোকে যাইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। তথায় যাইলে "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরম্পদম্।" এইরূপ গতি হয়। সমাধিবলে শারীরসংস্কারের অতীত হওয়াতেই তাঁহাদের শরীরধারণ হয় না। বিবেকজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে বলিয়াই তাঁহারা লোকমধ্যে অভিনির্ব্বর্ত্তিত হইয়া পরে প্রলয়ের সাহায্যে কৈবল্য লাভ করেন।

বিদেহলয়ের ও প্রকৃতিলয়ের সিদ্ধদের সম্যক্ বিবেকজ্ঞান হয় না, কিন্তু বৈরাগ্যের দ্বারা করণলয় হয় বলিয়া, তাঁহারা লোকমধ্যে থাকেন না; কিন্তু মোক্ষপদে থাকেন। পুনঃ সর্গে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে অভিনির্ব্বর্ত্তিত হন। কৈবল্যপদ সর্ব্বলোকাতীত ও পুনরাবর্ত্তনশূন্য।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্—চন্দ্রে সংযমং কৃত্বা তারাব্যূহং বিজানীয়াৎ ॥ ২৭।

২৪। চন্দ্রে সংযম করিলে তারাদের ব্যূহজ্ঞান হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—চন্দ্রে সংযম করিয়া তারাব্যূহ বিজ্ঞাত হইবে॥ (১)

টীকা—২৭। (১) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূর্য্য যেমন সূর্য্যদ্বার, চন্দ্রও সেইরূপ চন্দ্রদ্বার। চন্দ্র ঠিক দ্বার নহে কারণ সূর্য্যদ্বারা কোন শক্তিবলে ব্রহ্মযানেরা অতিবাহিত হইয়া ব্রহ্ম-লোকে যান। চন্দ্রের দ্বারা সেরূপ হয় না। চন্দ্রসম্বন্ধীয় লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পৃথিবীতে আবর্ত্তন হয়। "তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।" সূর্য্য যেরূপ স্বপ্রকাশ, সূর্য্যদ্বারের প্রজ্ঞাও সেইরূপ নিজের আলোকে দেখা। সমস্ত লোক জানিতে হইলে তাদৃশ জ্ঞানের আলোকের প্রয়োজন। চন্দ্রের আলোক প্রতিফলিত। জ্ঞেয় হইতে গৃহীত আলোকে কোন দ্রব্য দেখিতে হইলে যেরূপ প্রজ্ঞার প্রয়োজন তারাব্যূহ জ্ঞানের জন্ম সেইরূপ জ্ঞানশক্তির আবশ্যক। সৌষুম্ন প্রজ্ঞা তাহার উপযোগী নহে। অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়সাধ্য জ্ঞান যেরূপ তাহারই অত্যুৎকর্ষ হইলে বা স্থূলবিষয়ের জ্ঞানের উৎকর্ষ হইলে তারাব্যূহজ্ঞান হয়।

চন্দ্রের সংযমজাত জ্ঞান এবং জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির বহির্মুখরশ্মি একইরূপ জ্ঞান। জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে ভাবিত করিলে ঐরূপ জ্ঞানশক্তি জন্মে।

অন্যান্য যোগগ্রন্থেও নাসাগ্রাদিতে চন্দ্রের স্থান বলিয়া উক্ত আছে, যথা, "নাসাগ্রে শশধৃগ্ বিম্বং।" "তামূলুলে চ চন্দ্রমাঃ" ইহাচক্ষুসম্বন্ধীয় চন্দ্রমা। ফলে বিষয়বতী প্রবৃত্তিই চন্দ্রসংযমজ প্রজ্ঞা। সুষুম্না দিয়া উৎক্রান্তি ঘটিলে যেরূপ সূর্য্যের সহিত সম্পর্ক থাকে তাই তাহার নাম সূর্য্যদ্বার, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দিয়া উৎক্রান্তি হইলে চন্দ্রসম্বন্ধীয় লোক প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম চন্দ্র বা চন্দ্রদ্বার। সূর্য্য ও চন্দ্র বা প্রাণ ও রয়ি নামক প্রাচীন শ্রুত্যুক্ত আধ্যাত্মিক পদার্থও আছে।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যম্—ততো ধ্রুবে সংযমং কৃত্বা তারাণাং গতিংজানীয়াদ্ উর্দ্ধবিমানেষু কৃতসংযম-স্তানি বিজানীয়াৎ ॥ ২৮ ॥

২৮। ধ্রুবে সংযম করিলে তারাগতির জ্ঞান হয়"। সূ

ভাষ্যানুবাদ—২৮। তাহার পর ধ্রুবে (নিশ্চল তারার) সংযম করিয়া তারাগণের গতি জ্ঞাতব্য। উর্দ্ধবিমানে সংযম করিয়া তাহা জানিবে ॥ (১)

টীকা—২৮। (১) তারার জ্ঞান হইলে তাহাদের গতিজ্ঞান বাহ্য উপায়েই হয়। অতএব ধ্রুব সাধারণ ধ্রুব। ভাষ্যকারও ধ্রুবকে উর্দ্ধ বিমানের সহিত বলিয়া সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া সমগ্র আকাশে স্থিরনিশ্চলভাবে সমাহিত হইয়া থাকিলে জ্যোতিষ্কদের গতি যে বোধগম্য হইবে, তাহা স্পষ্ট। স্বস্থৈর্য্যের উপমায় তারাদের গতির জ্ঞান হয়।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যম্—নাভিচক্রে সংযমং কৃত্বা কায়ব্যূহং বিজানীয়াৎ। বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্ত্রয়ো দোষাঃ সন্তি, ধাতবঃসপ্ত ত্বগ্-লোহিত-মাংস-স্নায়্বস্থিমজ্জা-শুক্রাণি, পূর্ব্বং পূর্ব্ব মেষাং বাহ্যমিত্যেষ বিন্যাসঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। "নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্যূহজ্ঞান হয়"। সূ

ভাষ্যানুবাদ—নাভিচক্রে সংযম করিয়া কায়ব্যূহ বিজ্ঞাতব্য। বাত, পিত্ত ও কফরূপ ত্রিবিধ দোষ আছে (১)। আর ধাতু সপ্ত—ত্বক্, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। ইহারা পর পর অপেক্ষা বাহ্যরূপে বিন্যস্ত ॥

টীকা—২৯। (১) যেমন সূর্য্যদ্বারকে প্রধান করিয়া অন্যান্য যথাযোগ্য বিষয়ে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়, সেইরূপ নাভিস্থ চক্র বা যন্ত্রসমূহকে প্রধান করিলে শরীরের যন্ত্র সমূহের জ্ঞান হয়।

বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ বা রোগের মূল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত হয়। ইহারা সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণমূলক বিভাগ এরূপ সুশ্রুত বলিয়াছেন। তাহা হইলে বায়ু বোধাধিষ্ঠান সমূহের বিকার, পিত্ত সঞ্চারক অংশের বিকার ও কফ স্থিতিশীল অংশের বিকার হইবে। বস্তুত উহাদের লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলে উহাই প্রতিপন্ন হয়। চিত্তবিকার, বাতপীড়া, প্রভৃতি স্নায়বিক বিকার সকল বায়ুবিকার বলিয়া কথিত হয়। স্নায়বিক শূল ও আক্ষেপ তাহার প্রধান লক্ষণ। পিত্তঘটিত রক্তসঞ্চালনের বিকারই পিত্তদোষ বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে অনিদ্রা, দাহ প্রভৃতি চাঞ্চল্যপ্রধান পীড়া হয়। শরীরের যে সমস্ত শ্রোত বা নালীর মুখ বাহিরে খোলা তাহাদের ত্বকের নাম শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী। মুখ হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত যে শ্রোত আছে তাহাতে, শ্বাস নালীতে, মূত্র নালীতে, চক্ষুতে ও কর্ণে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীযুক্ত শ্রোতঃসমূহ প্রধানত শরীরধারণ কার্য্যে ব্যাপৃত। অন্ন, জল ও বায়ু-রূপ আহার, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়াহার, সমস্তই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়। মূত্রনালী এবং গুহ্য জল ও অন্ন-রূপ আহার সম্বন্ধীয় নির্গমদ্বার। এই সমস্ত যন্ত্রের বিকার কফ বিকার বলিয়া কথিত হয়। সর্দ্দি লাগিবার পূর্ব্বে অধিক নিদ্রা জড়তা প্রভৃতি তামস লক্ষণ হয় দেখা যায়।

সঞ্চারশীল বায়ুর, পিত্তের এবং কফের সহিত ঐ ঐ লক্ষণের এইরূপ কিছু সম্পর্ক থাকাতে উহারা বাত, পিত্ত ও কফ নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু শেষের লোকে মূলতত্ত্ব ভুলিয়া সাধারণ বাতাস, পিত্তরস ও শ্লেষ্মাকে তিন দোষ মনে করিয়া অনেক ভ্রান্তির সৃজন করিয়া গিয়াছেন। প্রাগুক্ত দোষবিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু সাধারণত যাহা বাত, পিত্ত ও কফ বলিয়া সর্ব্ব শরীরে খোঁজা হয়, তাহা অপ্রকৃত পদার্থ। কেবল ঐ মূল সত্যের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই উহা টিকিয়া রহিয়াছে। গুণত্রয় যেরূপ আপেক্ষিক ও প্রতি ব্যক্তিতে লভ্য, বাতাদি দোষও সেইরূপ। তজ্জন্য বাত-পৈত্তিক বাত-শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি বিভাগ সর্ব্ব শরীরের রোগেই প্রযুক্ত হয়। ঔষধও সেইরূপ বাতনাশক, পিত্তনাশক ও কফনাশক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বাতনাশক অর্থে বাতবৈষম্যের যাহাতে সাম্য হয়। বাতের প্রাবল্যজনিত বৈষম্য ও মৃদুতাজনিত বৈষম্য এই উভয় প্রকার বৈষম্য হইতে পারে। প্রাবল্য, উপশমকারী ঔষধের দ্বারা এবং মৃদুতা উত্তেজক ঔষধের দ্বারা শান্ত হয়। এইরূপে প্রত্যেক যন্ত্রের প্রত্যেক পীড়ার হিতকর ও অহিতকর ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ প্রথাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উহা অজ্ঞ লোকের দ্বারা সহজেই বিকৃত হইবার

কথা। বিশেষ বিজ্ঞতা না থাকিলে, বিশেষতঃ গুণত্রয়ের জ্ঞান না থাকিলে ইহাতে পারদর্শিতা হইবার আশা নাই।

সাংখ্য হইতে যেরূপ অহিংসা, সত্য আদি উচ্চতম শীল ও যোগধর্ম্ম লাভ করিয়া সর্ব্ব জগৎ উপকৃত হইয়াছে, সেইরূপ চিকিৎসাবিদ্যার মূলতত্ত্ব লাভ করিয়াও সর্ব্ব জগৎ উপকৃত হইয়াছে।

সপ্ত ধাতুতে শরীরের বিভাগ যে স্থূল বিভাগ, তাহা বলা বাহুল্য।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্—জিহ্বায়া অধস্তাৎ তন্তুঃ ততোঽধস্তাৎ কণ্ঠঃ, ততোঽধস্তাৎ কূপঃ, তত্র সংযমাৎক্ষুৎপিপাসে ন বাধেতে ॥ ৩০ ॥

৩০। কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসার-নিবৃত্তি হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—জিহ্বার অধোদেশে তন্তু, তাহার অধোদেশে কণ্ঠ, তাহার অধোভাগে কূপ। তাহাতে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসা লাগে না। (১)

টীকা—৩০। (১) তন্তু বাগ্‌যন্ত্রের অংশবিশেষ ইহাকে Vocal cords বলে। উহা Larynx যন্ত্রের অগ্রেস্থিত। Larynx যন্ত্র কণ্ঠ, আর Trachea কণ্ঠকূপ। তথায় সংযমের দ্বারা স্থির প্রসাদভাব লাভ হইলে ক্ষুৎপিপাসার পীড়া-বোধের উপর আধিপত্য হয়। অবশ্য ক্ষুৎপিপাসা অন্ননালী বা alimentary canal এ অবস্থিত; সুতরাং œsophagus নালীতে ধ্যান বিধেয় হইবে এরূপ সহসা মনে হইতে পারে। কিন্তু স্নায়বিক ক্রিয়া অনেক সময় পার্শ্ব বা দূর হইতে অধিকতর আয়ত্ত করা যায় তাহা স্মরণ রাখা উচিত।

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্—কূপাদধ উরসি কূর্ম্মাকারা নাড়ী, তস্যাং কৃতসংযমঃ স্থিরপদংলভতে, যথা সর্পো গোধাবেতি ॥ ৩১ ॥

৩১। কূর্ম্মনাড়ীতে সংযম করিলে স্থৈর্য্য হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—কূপের নীচে বক্ষে কূর্ম্মাকার নাড়ী আছে তাহাতে সংযম করিলে স্থিরপদ লাভ হয়। যেমন সর্প বা গোধা। (১)

টীকা—৩১। (১) কূপের নীচে কূর্ম্মনাড়ী, সুতরাং Bronchial tubeই কূর্ম্মনাড়ী। তাহাতে সংযম করিলে শরীর স্থির হয়। শ্বাসযন্ত্রের স্থৈর্য্য হইলে যে শরীরের স্থৈর্য্য হয়, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। সর্প ও গোধা যেরূপ অতি স্থিরভাবে প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল থাকিতে পারে, ইহার দ্বারা যোগীও সেইরূপ পারেন। সর্পেরা সর্ব্বাবস্থায় শরীরকে কাষ্ঠবৎ নিশ্চল রাখিতে পারে। শরীর স্থির হইলে তৎসহ চিত্তও স্থির হয়। সূত্রস্থ স্থৈর্য্য চিত্তস্থৈর্য্যকে লক্ষ্য করিতেছে। কারণ ইহারা সব জ্ঞানরূপা সিদ্ধি।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্—শিরঃকপালেঽন্তঃ শ্ছিদ্রং প্রভাস্বরং জ্যোতিঃ, তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালচারিণাং দর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

৩২। মূর্দ্ধজ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—শিরঃকপালের (মাথার খুলির) মধ্যস্থ ছিদ্রে প্রভাস্বর জ্যোতি আছে, তাহাতে সংযম করিলে, দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তরালচারী সিদ্ধগণের দর্শন হয় ॥ ১

টীকা—৩২। (১) মস্তকের অভ্যন্তরে বিশেষতঃ পশ্চাদ্ভাগে জ্যোতি চিন্তনীয় পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্ত্যালোক আয়ত্ত না থাকিলে ইহার দ্বারা সিদ্ধদর্শন ঘটিতে পারে। সিদ্ধ এক প্রকার দেবযোনি।

প্রাতিভাদ্ বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যম্—প্রাতিভং নাম তারকং, তদ্বিবেকজস্য জ্ঞানস্য পূর্ব্বরূপং যথোদয়ে প্রভা ভাস্করস্য, তেন বা সর্ব্বমেব জানাতি যোগী প্রাতিভস্য জ্ঞানস্যোৎপত্তাবিতি ॥ ৩৩ ॥

৩৪। প্রাতিভ হইতে সমস্তই জানা যায়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাতিভ তারক নামক জ্ঞান, তাহা বিবেকজ জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ। যেমন সূর্যোদয়ের পূর্ব্বকালীন প্রভা। তাহার দ্বারাও অর্থাৎ প্রাতিভজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও যোগী সমস্তই জানিতে পারেন ॥ (১)

টীকা—৩৩। (১) বিবেকজ জ্ঞান ৩।৫২—৫৪ সূত্রে দ্রষ্টব্য। তাহার পূর্ব্বে যে জ্ঞানশক্তির প্রসাদ হয়, (যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেকার আলোক) তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জ্ঞান সিদ্ধ হয়।

হৃদয়ে চিত্তসংবিদ্ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্—যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, তত্র বিজ্ঞানং তস্মিন্ সংযমাৎ চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তবিজ্ঞান হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—এই ব্রহ্মপুরে (শরীরে) যে দহর (অর্থাৎ ক্ষুদ্র গর্ত্তযুক্ত) পুণ্ডরী-কাকার বিজ্ঞানের গৃহ আছে তাহাতে বিজ্ঞান থাকে। তাহাতে সংযম হইতে চিত্তসংবিৎ হয়। (১)

টীকা—৩৪। (১) সংবিৎ অর্থে হ্লাদযুক্ত জ্ঞান। হৃদয়ে সংযম করিলে বুদ্ধিপরিণাম চিত্তবৃত্তি সকলেরও তাহাতে যথাযথ ভাবে সাক্ষাৎকার হয়। ১।২৮ সূত্রের টিপ্পনে হৃদয় এবং তাহার ধ্যানের বিবরণ দ্রষ্টব্য। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের যন্ত্র বটে, কিন্তু আমিত্বে উপনীত হইতে হইলে হৃদয়-ধ্যানই প্রশস্ত উপায়। হৃদয় হইতে মস্তিকের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া এক এক প্রকার বৃত্তি সাক্ষাৎকৃত হয়। বৃত্তি সকল রূপাদির ন্যায় দেশব্যাপী আলম্বন নহে। রূপাদি জ্ঞানে যে কালিক ক্রিয়াপ্রবাহ থাকে; তাহার উপলব্ধিই চিত্তবৃত্তির সাক্ষাৎকার। বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্র আমিত্ব-প্রত্যয়-রূপ বুদ্ধি ; তাহা হৃদয়-ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হয়। তাহা বক্ষ্যমাণ পুরুষ-জ্ঞানের সোপান-স্বরূপ।

সত্ত্বপুরুষয়ো রত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো
ভোগঃ পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যম্—বুদ্ধিসত্ত্বং প্রখ্যাশীলং সমানসত্ত্বোপনিবন্ধনে রজস্তমসী বশীকৃত্য সত্ত্বপুরুষান্যতা-প্রত্যয়েন পরিণতং, তস্মাচ্চিসত্ত্বাৎ পরিণামিনোঽত্যন্তবিধর্ম্মা শুদ্ধোঽন্যশ্চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষঃ,তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পুরুষস্য দর্শিতবিষয়ত্বাৎ, স ভোগপ্রত্যয়ঃ সত্ত্বস্য পরার্থত্বাদ্ দৃশ্যঃ, যস্তু তস্মাদ্বিশিষ্ট শ্চিতিমাত্র-রূপোঽন্যঃ পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র সংযমাৎ পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা জায়তে, নচ পুরুষ-প্রত্যয়েন বুদ্ধিসত্ত্বাত্মনা পুরুষো দৃশ্যতে, পুরুষ এব প্রত্যয়ং স্বাত্মাবলম্বনং পশ্যতি, তথাহ্যুক্তং "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্" ইতি ॥ ৩৫ ॥

৩৫। অত্যন্তভিন্ন যে সত্ত্ব ও পুরুষ তাহাদের অবিশেষপ্রত্যয়ই ভোগ, তাহা পরার্থ, সুতরাং স্বার্থসংযম করিলে পুরুষজ্ঞান হয়" ॥ সূ

ভাষ্যানুবাদ—বুদ্ধিসত্ত্ব প্রখ্যাশীল সেই সত্ত্বের সহিত সমানরূপে অবিনাভাবসম্বন্ধযুক্ত রজ ও তমকে বশীভূত বা অভিভব করিয়া বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাপ্রত্যয়ে (১) বুদ্ধিসত্ত্ব পরিণত হয়। পুরুষ সেই পরিণামী বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে অত্যন্তবিধর্ম্মা, শুদ্ধ, বিভিন্ন, চিতিমাত্রস্বরূপ; অত্যন্তভিন্ন তাহাদের (বুদ্ধিসত্ত্বের ও পুরুষের) অবিশেষপ্রত্যয়ই পুরুষের ভোগ, কেননা তাহা দর্শিতবিষয়। সেই ভোগপ্রত্যয় বুদ্ধিসত্ত্বের, অতএব তাহা পরার্থত্বহেতু (দ্রষ্টার) দৃশ্য। যাহা ভোগ হইতে বিশিষ্ট চিতিমাত্ররূপ, অন্য পৌরুষেয় প্রত্যয়, তাহাতে সংযম করিলে পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিসত্ত্বাত্মক পুরুষপ্রত্যয়ের দ্বারা পুরুষ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পুরুষ স্বাত্মাবলম্বন প্রত্যয়কেই জানেন। যথা উক্ত হইয়াছে (শ্রুতিতে) "বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা বিজ্ঞাত হইবে।"

টীকা—৩৫। (১) পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে বিবেকখ্যাতি বুদ্ধির ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রত্যয় বিশেষ। তাহা বুদ্ধির চরম সাত্ত্বিক পরিণাম। বুদ্ধির রাজসিক ও তামসিক ভাব অভিভূত হইলেই বিবেকপ্রত্যয় উদিত হয়। সেই বিবেকপ্রত্যয়রূপ অতিপ্রকাশশীল বুদ্ধি হইতেও পুরুষ পৃথক্। কারণ, বুদ্ধি পরিণামী ইত্যাদি (২।২০ দ্রষ্টব্য)।

তাদৃশ যে বুদ্ধি ও পুরুষ,তাহাদের যে অবিশেষপ্রত্যয় বা অভেদ জ্ঞান,অর্থাৎ একই জ্ঞানবৃত্তিতে যে উভয়ের অন্তর্ভাব, তাহাই ভোগ। প্রত্যয় বলিয়া ভোগ বুদ্ধির বৃত্তি; আর বুদ্ধির বৃত্তি বলিয়া তাহা দৃশ্য। দৃশ্য বলিয়া ভোগ পরার্থ অর্থাৎ পর যে দ্রষ্টা তাহার অর্থ। দৃশ্য পরার্থ, আর পুরুষ স্বার্থ, ইহা পূর্ব্বেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বার্থ অর্থে যাহার স্বভূত অর্থ আছে তাদৃশ, অর্থাৎ অর্থবান্। সেই স্বার্থ পুরুষ, স্বরূপাবস্থিত পুরুষ নহেন। কারণ, অর্থ থাকিলে বা নাও, থাকিলে স্বরূপ পুরুষ একইরূপ থাকেন। তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'যস্তু** পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়ঃ অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত পুরুষের ভাব যাহা কেবল অস্মীতিমাত্র, ব্যবহারিক গ্রহীতা, তাহাই স্বার্থ পুরুষ। অর্থাৎ ব্যবহারদশায় পুরুষার্থের আরোপ যাহাতে হয়, তাহা স্বরূপ-পুরুষ নহে, কিন্তু তাহা পৌরুষপ্রত্যয় বা আত্মাকারা বুদ্ধি। বৈদান্তিকেরাও বলেন 'আত্মানাত্মাকারং স্বভাবতোঽবস্থিতং সদা চিত্তং'। সেই স্বার্থ, পৌরুষপ্রত্যয়ে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়।

ইহাতে শঙ্কা হইবে তবে কি পুরুষ বুদ্ধির জ্ঞেয় বিষয়। না তাহা নহে। তজ্জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা' হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা পুরুষ প্রকাশিত হন না। পুরুষ স্বপ্রকাশ; বুদ্ধি বা 'আমি' তাহাতে বুদ্ধি করে 'আমি স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ'। ইহাই পৌরুষ

প্রত্যয়। শ্রুত্যনুমানজনিত ঐরূপ প্রজ্ঞা অবিশুদ্ধ; কিন্তু সমাধির দ্বারা চিত্ত সাক্ষাৎকার করিয়া পরে চিত্ত হইতে পৃথগ্‌ভূত পুরুষকে বুঝাই, বিশুদ্ধ পৌরুষ প্রত্যয়। তাহার অপর পারে চিদ্রূপ অর্থাতীত পুরুষ এবং এ পারে পরার্থা ভোগবুদ্ধি, সুতরাং মধ্যস্থিত তাহাই স্বার্থ। অতএব এই সংযম করিয়া যে প্রজ্ঞা হয় তাহাই পুরুষবিষয়ক চরম প্রজ্ঞা। অনন্তর তদ্দ্বারা বুদ্ধির লয় হইলে স্বরূপস্থিতিরূপ কৈবল্য হয়।

জড়া বুদ্ধির দ্বারা পুরুষ দৃশ্য হইবার নহেন; অতএব এই পুরুষপ্রত্যয় কি? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন পুরুষাকারা যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিকে পুরুষের উপদর্শনই পুরুষপ্রত্যয়। পুরুষাকার বুদ্ধি উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে 'আমি দ্রষ্টা' এইরূপ জ্ঞানই পুরুষাকার বুদ্ধির উদাহরণ। স্বরূপপুরুষ সংযমের বিষয় হইতে পারেন না, ঐ 'আমি দ্রষ্টা' বা 'অস্মিতা মাত্র' বা বিরূপপুরুষই সংযমের বিষয় হইতে পারেন।

ততঃ প্রাতিভ-শ্রাবণ-বেদনাঽঽদর্শাঽঽস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্—প্রাতিভাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং, শ্রাবণাদ্ দিব্যশব্দশ্রবণং, বেদানাদ্ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাদ্ দিব্যরূপসংবিৎ, আস্বাদাদ্ দিব্যরসসংবিৎ, বার্ত্তাতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানম্, ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

৩৬। তাহা (পুরুষজ্ঞান) হইতে প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ এবং বার্ত্তা উৎপন্ন হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাতিভ হইতে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট, অতীত ও অনাগত জ্ঞান, শ্রাবণ হইতে দিব্য শব্দ-সংবিৎ, বেদন হইতে দিব্য-স্পর্শাধিগম, আদর্শ হইতে দিব্যরূপসংবিৎ, আস্বাদ হইতে দিব্যরসসংবিৎ, বার্ত্তা হইতে দিব্য-গন্ধবিজ্ঞান হয়। এই সকল (পুরুষজ্ঞান হইলে) নিত্যই উদ্ভূত হয়। (১)

টীকা—৩৬। (১) ভাষ্য সুগম। পুরুষজ্ঞান হইলে স্বতই, বিনা সংযমপ্রয়োগে ইহারা উৎপন্ন হয়। এই পর্য্যন্ত সূত্রকার জ্ঞানরূপ সিদ্ধি বলিলেন, অতঃপর ক্রিয়া ও শক্তি-বিষয়ক সিদ্ধি বলিতেছেন।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যম্।—তে প্রাতিভাদয়ঃ সমাহিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানা উপসর্গাঃ তদ্দর্শনপ্রত্যনীকত্বাৎ, ব্যুত্থিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। তাহারা সমাধিতে উপসর্গ ব্যুত্থানেই সিদ্ধি। সূ

ভাষ্যানুবাদ—তাহারা প্রাতিভাদিরা উৎপন্ন হইলে সমাহিত চিত্তের বিঘ্নস্বরূপ হয়; যেহেতু তাহারা সমাহিত চিত্তের দ্রষ্টব্য বিষয়ের প্রতিবন্ধক। ব্যুত্থিত চিত্তের তাহারা সিদ্ধি ॥ (১)

টীকা—৩৭। (১) সমাধি একালম্বন-চিত্ততা, সুতরাং ঐ সিদ্ধি সকল তাহার উপসর্গ। একাগ্র ভূমির দ্বারা তত্ত্বে সমাপন্ন হইয়া বৈরাগ্য করিলে এবং চিত্তকে সম্যক্ নিরোধ করিলে তবেই কৈবল্য হয়। সিদ্ধি তাহার বিরুদ্ধ।

বন্ধকারণ-শৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্—লোলীভূতস্য মনসোঽপ্রতিষ্ঠস্য শরীরে কর্ম্মাশয়বশাদ্বন্ধঃ প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ, তস্য কর্ম্মণো বন্ধকারণস্য শৈথিল্যং সমাধিবলাৎ ভবতি, প্রচারসংবেদনঞ্চ চিত্তস্য সমাধিজমেব, কর্ম্মবন্ধক্ষয়াৎ স্বচিত্তস্য প্রচারসংবেদনাচ্চ যোগী চিত্তং স্বশরীরান্নিষ্কৃষ্য শরীরান্তরেষু নিক্ষিপতি, নিক্ষিপ্তং চিত্তং চেন্দ্রিয়াণ্যনুপতন্তি যথা মধুকররাজানং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি নিবিশমানমনুনিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি পরশরীরাবেশে চিত্তমনুবিধীয়ন্ত ইতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। বন্ধকারণের শৈথিল্য হইলে এবং প্রচারসংবেদন হইলে চিত্তের পরশরীরাবেশ সিদ্ধ হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—লোলীভূতত্বহেতু অর্থাৎ চঞ্চলস্বভাবহেতু অপ্রতিষ্ঠ মন, কর্ম্মাশয়-বশত শরীরে বদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় (১)। সমাধিবলে সেই বন্ধকারণভূত কর্ম্মের শৈথিল্য হয়, আর চিত্তের প্রচারসংবেদনও সমাধিজাত। কর্ম্মবন্ধক্ষয়ে এবং নাড়ীমার্গে স্বচিত্তের সঞ্চারজ্ঞান হইলে, যোগী চিত্তকে স্বশরীর হইতে নিষ্কাসন করিয়া শরীরান্তরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। চিত্ত নিক্ষিপ্ত হইলে ইন্দ্রিয় সকলও তাহার অনুগমন করে। যেমন মধুকররাজ উড্ডীন হইলে মক্ষিকারাও উড্ডীন হয়, আর নিবিষ্ট হইলে মক্ষিকারাও তৎপশ্চাৎ নিবিষ্ট হয়, সেইরূপ পরশরীরাবিষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়গণ চিত্তের অনুগমন করে।

টীকা—৩৮। (১) 'আমি শরীর' এইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়ে ধাবিত হয়। 'আমি শরীর নহি' এইরূপ ভাব বিক্ষিপ্ত চিত্তে স্থির থাকে না। তাহাই শরীরের সহিত বন্ধন। কিঞ্চ, শরীর কর্ম্মসংস্কারের দ্বারা রচিত। কর্ম্ম করিতে থাকিলে সেই সংস্কার (অর্থাৎ চিত্ত) শরীরের সহিত মিলিত থাকিবেই থাকিবে। সমাধির দ্বারা 'আমি শরীর নহি' এরূপ প্রত্যয় স্থির থাকাতে এবং শরীরের ক্রিয়া সকল রুদ্ধ হওয়াতে, চিত্ত শরীর-মুক্ত হয়। আর সমাধিজাত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিবলে নাড়ীমার্গে চিত্তের প্রচারের বা সঞ্চারের জ্ঞান হয়। ইহার দ্বারা পরশরীরে চিত্তকে আবিষ্ট করা যায়।

উদান-জয়াজ্জল-পঙ্ক-কণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্—সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্। তস্য ক্রিয়া পঞ্চতয়ী, প্রাণো মুখনাসিকাগতি-রাহৃদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ সমান-শ্চানাভিবৃত্তিঃ, অপনয়নাদপান আপাদতলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাদুদান আশিরোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি। এষাং প্রধানঃ প্রাণঃ। উদানজয়াৎ জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গঃ, উৎক্রান্তিশ্চ প্রায়ণকালে ভবতি, তাং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

৩৯। উদানজয় হইতে জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে মজ্জন বা লগ্নীভাব হয় না আর স্ববশে উৎক্রান্তিও সিদ্ধি হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণাদিলক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই জীবন। তাহার ক্রিয়া পঞ্চবিধ, প্রাণ—মুখনাসিকা গতি, হৃদয় পর্য্যন্ত তাহার বৃত্তি। সমনয়ন হেতু সমান ; তাহার নাভি পর্য্যন্ত বৃত্তি। অপনয়ন হেতু অপান, তাহা আপাদতলবৃত্তি। উন্নয়ন হেতু উদান, তাহা আশিরোবৃত্তি। ব্যান ব্যাপী। তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রাণ। উদানজয় হইতে জলপঙ্ককণ্ট-কাদিতে অসঙ্গ হয় এবং প্রায়ণকালে (আর্চ্চিরাদি মার্গে) উৎক্রান্তি হয়। উদানবশিত্ব হেতু তাহা অর্থাৎ স্ববশে উৎক্রান্তি সিদ্ধ হয়। (১)

টীকা—৩৯। (১) শরীরের ধাতুগত বোধের যাহা অধিষ্ঠানরূপ স্নায়ু, তাহার ধারক, উদাননামক প্রাণশক্তি, বোধ সকল ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে ঊর্দ্ধে মস্তিষ্কে বহনশীল সেই ঊর্দ্ধধারায় সংযম করিলে, এবং শরীরের সর্ব্ব ধাতুতে প্রকাশশীল সত্ত্ব ধ্যান করিলে, শরীর লঘু হয়। প্রবল চিত্তভাব যে ভৌতিক দ্রব্যের প্রকৃতিপরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ তাহার ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। উদানাদি প্রাণের বিবরণ "সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্বে" ও "সাংখ্যতত্ত্বালোকে" দ্রষ্টব্য। সুষুম্নাগত উদানে চিত্ত স্থির হইলে আর্চ্চিরাদি মার্গে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উৎক্রান্তি হয়।

সমানজয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যম্—জিতসমানস্তেজস উপধ্মানং কৃত্বা জ্বলতি ॥ ৪০

৪০। সমান জয় হইতে জ্বলন হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—জিতসমান যোগী তেজের উত্তেজন করিয়া প্রজ্বলিত হন ॥ (১)

৪০। (১) সমাননামক প্রাণের দ্বারা সর্ব্বশরীরের যথাযোগ্য পোষণ হয়। অর্থাৎ অন্নরসের সমনয়ন হয়। তাহা জয় করিলে যোগীর শরীরেও ছটা (odyle or aura) প্রকটিত হয়। শরীরের ধাতুতে পোষণরূপরাসায়নিক ক্রিয়াতে ছটা বর্দ্ধিত হয়। সমানজয়ে পোষণের উৎকর্ষ হয় বলিয়া ছটা সম্যক্ অভিব্যক্ত হয়। Baron Von Reichenbach, odyle সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন যে যাহারা ঐ odyle জ্যোতি দেখিতে পায়, তাহারা যেখানে রাসায়নিক ক্রিয়া হয়, সেই খানে এবং অন্য কোন কোন স্থানে বিশেষরূপে দেখিতে পায়। শরীরে স্বভাবতই ছটা আছে। শরীরের অণুতে অণুতে এই সংযমের দ্বারা সাত্ত্বিক পুষ্টিভাব জন্মিলে এই ছটা এত বর্দ্ধিত হয় যে সকলেরই উহা দৃষ্টিগোচর হয়। অধুনা এই aura র photo পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে এবং উহার দ্বারা স্বাস্থ্যনির্ণয় করারও ব্যবস্থা হইতেছে। (১৯১২ সালের Whitaker's Almanac ৭৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যম্—সর্ব্বশ্রোত্রাণা মাকাশং প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বশব্দানাঞ্চ। যথোক্তং "তুল্যদেশ-শ্রবণানামেক-দেশশ্রুতিত্বং সর্ব্বেষাং ভবতি" ইতি। তচ্চৈতদাকাশস্য লিঙ্গম্ অনাবরণং চোক্তম্। তথা মূর্ত্তস্যানাবরণদর্শনাদ্বিভূত্বমপি প্রখ্যাত মাকাশস্য। শব্দগ্রহণানুমিতং শ্রোত্রং, বধিরাবধির-য়োরেকঃ শব্দং গৃহ্লাত্যপরো ন গৃহ্লাতীতি, তস্মাৎ শ্রোত্রমেব শব্দবিষয়ম্। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে কৃতসংযমস্য যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥

৪১। শ্রোত্র এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত শ্রোত্রের এবং সর্ব্ব শব্দের প্রতিষ্ঠা আকাশ। যথা উক্ত হইয়াছে "সমান দেশ (আকাশ) বর্ত্তী শ্রবণজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকলের এক দেশাবচ্ছিন্ন-শ্রুতিত্ব আছে (১)।" তাহাই (একদেশশ্রুতিত্ব) আকাশের লিঙ্গ (অনুমাপক) এবং অনাবরণত্বও (অবকাশও) লিঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর মূর্ত্ত * বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অনাবরণত্ব (সর্ব্বত্রাবস্থানযোগ্যতা) দেখা যায় বলিয়া আকাশের বিভূত্বও (সর্ব্বগতত্বও) প্রখ্যাত হইয়াছে। শব্দগ্রহণের দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয় অনুমিত হয়, বধির ও অবধিরের মধ্যে একজন শব্দ গ্রহণ করে,

আর একজন করে না; সেই হেতু শ্রোত্রই শব্দবিষয়। শ্রোত্র এবং আকাশের সম্বন্ধবিষয়ে সংযমকারী যোগীর দিব্য শ্রোত্র প্রবর্ত্তিত হয়॥ (*"অমূর্ত্তস্ত" এইরূপ মূলের পাঠান্তর সমীচীন নহে)

টীকা—৪১। (১) আকাশ শব্দগুণক দ্রব্য। শব্দগুণ সর্ব্বাপেক্ষা অনাবরণস্বভাব, কারণ তাহা সর্ব্ব দ্রব্যকে (রূপাদি অপেক্ষা) ভেদ করিতে পারে। বলিতে পার কঠিন, তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের কম্পনই শব্দ, অতএব শব্দ তাহাদের গুণ। তাহাদের গুণ তাহা এক হিসাবে সত্য বটে, কিন্তু কম্পন কেবল তাহাদের আশ্রয় করিয়া প্রকটিত হয়। কম্পনের শক্তি কোথায় থাকে তাহা খুঁজিলে বাহ্যে মূলতঃ তাপতড়িৎ আদির আশ্রয়দ্রব্যেই পাওয়া যায়, আর অভ্যন্তরে মনে পাওয়া যায়। যত প্রকার বাহ্য শাব্দিক কম্পন হয়, তাহারা মূলত তাপাদি হইতে উদ্ভূত, আর ইচ্ছার দ্বারাও বাগিন্দ্রিয়াদি কম্পিত হইয়া শব্দ হয়। বাগুচ্চারণে যদিও বায়ুবেগে কণ্ঠতন্তু কম্পিত হইয়া শব্দ হয়, তথাপি প্রকৃত পক্ষে তাহা পৈশিক ক্রিয়ার পরিণাম স্বরূপ। অর্থাৎ বাক্য এক প্রকার tansference of muscular energy মাত্র।

শব্দ, তাপ বা আলোক-রূপ ক্রিয়ার যে শক্তি, তাহা কি? তদুত্তরে বলিতে হইবে তাহা শব্দাদিশূন্য। শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদি-শূন্য পদার্থকেই অবকাশ বলা যায়। বিকল্প করিয়া তাহাকে শুদ্ধ শূন্য বা দিক্‌ বলাও হয়, কিন্তু তাহা অবাস্তব পদার্থ। পরন্তু শব্দাদির ক্রিয়াশক্তি বাস্তব বা আছে। 'শব্দাদি-শূন্য' অথচ 'আছে' এইরূপ পদার্থ কল্পনা করিলে তাহাকে আকাশ বা অবকাশ রূপ কল্পনা করিতে হইবে।

সেই অবকাশের ধারণা শব্দের দ্বারাই বিশুদ্ধতমভাবে হয়। কেবল শব্দমাত্র শুনিলে বাহ্য জ্ঞান হইতে থাকে বটে, কিন্তু কোন মূর্ত্তির জ্ঞান হয় না, অতএব শব্দময়, অবকাশরূপ, বাহ্য সত্তাই আকাশ। কিঞ্চ সমস্ত কম্পনই অবকাশকে সূচিত করে, অনবকাশে কম্পন কল্পিত হইতে পারে না। অবকাশের জন্যই কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ কম্পিত হইয়া শব্দ উৎপাদন করিতে পারে। অবকাশ আপেক্ষিক হইতে পারে, যেমন কঠিনের নিকট বায়বীয় দ্রব্য আপেক্ষিক অবকাশ। শুদ্ধ অবকাশ বৈকল্পিক পদার্থ কিন্তু আক্ষেপিক অবকাশ যথার্থ ভাব।

স্থূল কর্ণযন্ত্র কম্পনগ্রাহী বলিয়া অবকাশযুক্ত। অবকাশাভিমানই অতএব শ্রোত্র হইল (কারণ ইন্দ্রিয়গণ অভিমানাত্মক)। অর্থাৎ কর্ণযন্ত্রের কঠিনপদার্থ (পটহ, ossicles আদি) অপেক্ষাকৃত-অবকাশ-স্বরূপ বায়বীয় দ্রব্যে কম্পিত হয় বলিয়া কর্ণ অবকাশাভিমানিক।

অবকাশের সহিত অভিমান-সম্বন্ধই শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধ। তাহাতে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়ের দিক্‌ হইতে অভিমানের সাত্ত্বিকতাজনিত উৎকর্ষ হয়, এবং অবকাশের দিক্‌ হইতে অনাবরণতা বা অব্যাহতত্তা হয়। তাহাই দিব্য শ্রোত্র।

পঞ্চশিখাচার্য্যের বচনের অর্থ যথা—তুল্যদেশশ্রবণানাং অর্থাৎ তুল্যদেশ বা একমাত্র আকাশ; সামান্যভাবে তাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে শ্রোত্র যাহাদের—তাদৃশ ব্যক্তির। তাহাদের শ্রুতি (কর্ণ) একদেশ অর্থাৎ আকাশের একদেশবর্ত্তী। অর্থাৎ এক আকাশময়ত্বহেতু সমস্ত কর্ণেন্দ্রিয় আকাশবর্ত্তী। ইহা ইন্দ্রিয়ের ভৌতিক দিক্‌। শক্তির দিকে ইন্দ্রিয় আভিমানিক।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যম্। যত্র কায়স্তত্রাকাশং তস্যাবকাশদানাৎ কায়স্য, তেন সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিঃ (সম্বন্ধাবাপ্তিঃ পাঠান্তরম্) তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসম্বন্ধং লঘুষু তুলাদিষাঽঽপরমাণুভ্যঃ সমাপত্তিং লব্ধ্বা জিতসম্বন্ধো লঘুঃ, লঘুত্বাচ্চ জলে পাদাভ্যাং বিহরতি, ততস্তূর্ণনাভিতন্তুমাত্রে বিহৃত্য রশ্মিষু বিহরতি, ততো যথেষ্ট মাকাশগতিরস্য ভবতীতি ॥ ৪২ ॥

৪২। কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে এবং লঘুতুলসমাপত্তি হইতে আকাশগমন সিদ্ধ হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ। যেখানে কায় সেখানে আকাশ, কারণ আকাশ শরীরকে অবকাশ দান করে। তাহাতে আকাশ ও শরীরের প্রাপ্তি বা ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে সংযমকারী সেই সম্বন্ধ জয় করিয়া (আকাশগতি লাভ করেন)। (অথবা) লঘু তুলাদি পরমাণু পর্য্যন্ত দ্রব্যে সমাপত্তি লাভ করিয়া সম্বন্ধজয়ী যোগী লঘু হন। লঘু হওয়াতে জলের উপর পদের দ্বারা বিচরণ করেন, পরে ঊর্ণনাভি-তন্তুমাত্রে বিচরণপূর্ব্বক, পরে রশ্মি অবলম্বন করিয়া বিচরণ করেন। তদনন্তর তাঁহার যথেচ্ছ আকাশগতি লাভ হয়। (১)

টীকা—৪২। (১) কায় ও আকাশের সম্বন্ধভাব অর্থাৎ আকাশকে অবলম্বন করিয়া শরীরের যে অবস্থান আছে, তদ্ভাবে সংযম করিলে অব্যাহত ভাবে সঞ্চরণযোগ্যতা হয়।

আকাশ শব্দগুণক। শব্দ আকারহীন ক্রিয়াপ্রবাহমাত্র। সর্ব্বশরীর সেইরূপ ক্রিয়াপুঞ্জ-মাত্র এইরূপ ভাবনাই কায়াকাশের সম্বন্ধভাবনা। শরীরব্যাপী অনাহত নাদ ভাবনার দ্বারাও উহা সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রান্তরে তাই অনাহত নাদবিশেষভাবনার দ্বারা আকাশগতি সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে।

আর তূলা প্রভৃতির লঘুভাবে সমাপন্ন হইলে শরীরের অণু সকল গুরুতা ত্যাগ করিয়া লঘু হয়। শরীরের রক্তমাংসাদি ভৌতিক পদার্থ বস্তুত অভিমানের পরিণাম। গুরুতা যেরূপ অভিমানপরিণাম সমাধিবলে তাদৃশ অভিমানের বিপরীত অভিমান ভাবনা করিলে শরীরের উপাদানের লঘুত্ব-পরিণাম হয়। লঘু শরীর হইতে এবং কায়াকাশের সম্বন্ধজয়হেতু অব্যাহত সঞ্চারযোগ্যতা হইতে আকাশগমন হয়।

আধুনিক প্রেতবাদীদের (spiritist) শাস্ত্রে সেয়ংস্ (seance) কালে মিডিয়ম শূন্যে উঠিয়াছে এইরূপ ঘটনা বিবৃত আছে। D. D. Home নামক প্রসিদ্ধ মিডিয়ম এইরূপে শূন্যে উঠিতেন। প্রাণায়ামকালে শরীরকে অনবরত বায়ুবৎ ভাবনা করিতে হয় বলিয়াও কখন কখন শরীর লঘু হয়, এইরূপ কথা হঠযোগে পাওয়া যায়। সকলেরই মূল মানসিক ভাবনা।

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যম্—শরীরাদ্বহির্মনসো বৃত্তিলাভো বিদেহা নাম ধারণা, সা যদি শরীরপ্রতিষ্ঠস্য মনসো বহির্বৃত্তিমাত্রেণ ভবতি সা কল্পিতেত্যুচ্যতে, যা তু শরীরনিরপেক্ষা বহির্ভূতস্যৈব মনসো বহির্বৃত্তিঃ সা খল্বকল্পিতা, তত্র কল্পিতয়া সাধয়ন্ত্যকল্পিতাং মহাবিদেহামিতি, যয়া পরশরীরাণ্যাবিশন্তি যোগিনঃ, ততশ্চ ধারণাতঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য যদ্ আবরণং ক্লেশকর্ম্মবিপাকত্রয়ং রজস্তমোমূলং তস্য চ ক্ষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

৪৩। শরীরের বাহিরে অকল্পিতা বৃত্তির নাম মহাবিদেহা, তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ।—শরীরের বাহিরে মনের যে বৃত্তিলাভ, তাহা বিদেহনামক ধারণা (১)। সেই ধারণা যদি শরীরে অবস্থিত মনের বহির্বৃত্তিমাত্রের দ্বারা হয়, তবে তাহাকে কল্পিতা বলা যায়। আর যে ধারণা শরীরনিরপেক্ষ বহির্ভূতমনেরই বহির্বৃত্তিরূপা তাহা অকল্পিতা। তন্মধ্যে কল্পিতার দ্বারা অকল্পিতা মহাবিদেহ ধারণাবৃত্তি সাধন করিতে হয়। তাহার (অকল্পিতার) দ্বারা যোগীরা পরশরীরে আবিষ্ট হইতে পারেন। সেই ধারণা হইতে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের যে আবরণ—রজস্তমোমূলক ক্লেশ, কর্ম্ম ও ত্রিবিধ বিপাক—তাহার ক্ষয় হয়।

টীকা—৪৩। (১) বাহিরের কোন বস্তু (ব্যাপী আকাশই প্রশস্ত) ধারণা করিয়া তথায় 'আমি আছি' এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে যখন তাহাতে চিত্তের বৃত্তি বা স্থিতি লাভ হয় অর্থাৎ তাহাতেই আমি আছি এইরূপ বাস্তব জ্ঞান হয়, তখন তাহাকে বিদেহধারণা বলে। শরীরে এবং বাহিরে যখন উভয় ক্ষেত্রেই চিত্ত থাকে, তখন তাহাকে কল্পিতা বিদেহধারণা বলে। আর যখন শরীরনিরপেক্ষ হইয়া বাহিরেই চিত্ত বৃত্তিলাভ করে, তখন তাহাকে মহাবিদেহ ধারণা বলে। তাহা হইতে ভাষ্যোক্ত আবরণক্ষয় হয়। শরীরাভিমানই স্থূলতম আবরণ, এই সংযমে তাহার ক্ষয় বা ক্ষীণভাব হয়।

স্থূলস্বরূপ-সূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্ব-সংযমাদ্ ভূতজয়ঃ ।। ৪৪ ।।

ভাষ্যম্—তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়ো বিশেষাঃ সহাকারাদিভির্ধর্ম্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ, এতদ্ ভূতানাং প্রথমং রূপম্। দ্বিতীয়ং রূপং স্বসামান্যং, মূর্ত্তির্ভূমিঃ, স্নেহো জলং, বহ্নিরুষ্ণতা, বায়ুঃ প্রণামী, সর্ব্বতোগতিরাকাশম্ ইতি, এতৎ স্বরূপ-শব্দেনোচ্যতে, অস্য সামান্যস্য শব্দাদয়ো বিশেষাঃ। তথা চোক্তম্ "একজাতিসমন্বিতানামেষাং ধর্ম্মমাত্রব্যাবৃত্তি" রিতি। সামান্যবিশেষসমুদায়োহত্র দ্রব্যম্, দ্বিষ্ঠোহি সমূহঃ প্রত্যস্তমিতভেদাবয়বানুগতঃ—শরীরং বৃক্ষো যূথং বন মিতি। শব্দেনোপাত্ত-ভেদাবয়বানুগতঃ সমূহঃ, উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ, সমূহস্য দেবা একোভাগোমনুষ্যা দ্বিতীয়ো ভাগঃ, তাভ্যা মেবাভিধীয়তে সমূহঃ, স চ ভেদাভেদবিবক্ষিতঃ, আম্রাণাং বনং ব্রাহ্মণানাং সঙ্ঘঃ, আম্রবনং ব্রাহ্মণসঙ্ঘঃ ইতি, স পুন দ্বিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোঽযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ, যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহো বনং সঙ্ঘ ইতি, অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সঙ্ঘাতঃ শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণুরিতি। অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্য মিতি পতঞ্জলিঃ, এতৎ স্বরূপ মিত্যুক্তম্। অথ কিমেষাং সূক্ষ্মরূপং, তন্মাত্রং ভূতকারণং, তস্যৈকোঽবয়বঃ পরমাণুঃ সামান্যবিশেষাত্মাঽযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমুদায় ইতি, এবং সর্ব্বতন্মাত্রাণি, এতৎ তৃতীয়ম্। অথ ভূতানাং চতুর্থং রূপং খ্যাতি-ক্রিয়া-স্থিতিশীলা গুণাঃ কার্য্যস্বভাবানুপাতিনোঽন্বয়শব্দেনোক্তাঃ অথৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থবত্ত্বম্, ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষ্বন্বয়িনী গুণাস্তন্মাত্রভূতভৌতিকেষ্বিতি সর্ব্বমর্থবৎ। তেষ্বিদানীংভূতেষু পঞ্চসু পঞ্চরূপেষু সংযমাত্তস্য তস্য রূপস্য স্বরূপদর্শনং জয়শ্চ প্রাদুর্ভবতি, তত্র পঞ্চ ভূতস্বরূপাণি জিত্বা ভূতজয়ী ভবতি, তজ্জয়াদ্বৎসানুসারিণ্য ইব গাবোঽস্য সঙ্কল্পানুবিধায়িন্যো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তি ॥ ৪৪ ॥

৪৪। স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই পঞ্চবিধ ভূতরূপে সংযম করিলে ভূতজয় হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে (পঞ্চরূপের মধ্যে) পৃথিব্যাদির যে শব্দাদি বিশেষ গুণ এবং আকারাদি ধর্ম্ম তাহাই স্থূলশব্দের দ্বারা পরিভাষিত হয়। ইহা ভূত সকলের প্রথম রূপ (১)। দ্বিতীয় রূপ **স্বস্ব সামান্য**, যথা ভূমির মূর্ত্তি (সাংসিদ্ধিক কাঠিন্য) জলের স্নেহ, বহ্নির উষ্ণতা, বায়ুর প্রণামিতা (নিয়ত সঞ্চরণ-শীলতা), আকাশের সর্ব্বগামিতা। স্বরূপশব্দের দ্বারা এই সকল বলা হয়। এই সামান্য (রূপের) শব্দাদিরা বিশেষ। যথা উক্ত হইয়াছে "একজাতি-সমন্বিত পৃথিব্যাদির ষড়্জাদি ধর্ম্ম মাত্রের দ্বারা (স্বজাতীয় বস্তন্তর হইতে) ব্যাবৃত্তি বা ভেদ হয়" ইতি। এখানে (সাংখ্যমতে) সামান্য ও বিশেষের সমুদায় দ্রব্য। (সেই) সমূহ দ্বিবিধ [১ম] অবয়বভেদ প্রত্যস্তমিত হইয়াছে, এরূপ সমূহ যথা—শরীর, বৃক্ষ, যুথ, বন, ইত্যাদি। [২য়] শব্দের দ্বারা যাহার অবয়বভেদ গৃহীত হয় তদ্রূপ সমূহ, যথা "উভয় দেব মনুষ্য" (এস্থলে) সমূহের দেবগণ এক ভাগ ও মনুষ্য দ্বিতীয় ভাগ ; তদুভয়কেই সমূহ বলা হইয়াছে। সমূহ—ভেদবিবক্ষিত ও অভেদবিবক্ষিত। (প্রথম যথা) "আম্রের বন" "ব্রাহ্মণের সঙ্ঘ"। (দ্বিতীয় যথা) "আম্রবন" ব্রাহ্মণসঙ্ঘ"। পুনশ্চ সমূহ দ্বিবিধ—যুতসিদ্ধাবয়ব ও অযুতসিদ্ধাবয়ব। যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ যথা—"বন" "সংঙ্ঘ" ইত্যাদি ; আর অযুতসিদ্ধাবয়ব সঙ্ঘাত যথা "শরীর" "বৃক্ষ" "পরমাণু" ইত্যাদি। "অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদানুগত সমূহই দ্রব্য" ইহা পতঞ্জলি বলেন। ইহারা (পূর্ব্বকথিত মূর্ত্ত্যাদি) ভূতের স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ (২) ভূতকারণ তন্মাত্র। তাহার এক (অর্থাৎ চরম) অবয়ব পরমাণু। তাহা সামান্যবিশেষাত্মক, অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদানুগত সমূহ। সমস্ত তন্মাত্রই এইরূপ এবং ইহাই ভূতের তৃতীয় রূপ। অনন্তর ভূতের চতুর্থ রূপ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ; এই তিনটী ত্রিগুণকার্য্যের স্বভাবানুপাতী বলিয়া অন্বয় শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ভূতের পঞ্চম রূপ অর্থবত্ত্ব। ভোগাপবর্গার্থতা গুণসকলে অবস্থিত (আর) গুণ সকল, তন্মাত্র, ভূত ও ভৌতিক পদার্থে অবস্থিত। এই হেতু সমস্তই (তন্মাত্রাদি) অর্থবৎ। ইদানীভূত (শেষোৎপন্ন=ভূত সকল), (৩) এইপঞ্চরূপযুক্ত পঞ্চ পদার্থে সংযম করিলে সেই সেই রূপের স্বরূপদর্শন এবং জয় প্রাদুর্ভূত হয়। পঞ্চভূত-স্বরূপকে জয় করিয়া যোগী ভূতজয়ী হন। তজ্জয় হইতে বৎসানুসারিণী গাভীর ন্যায় ভূত ও ভূতপ্রকৃতি সকল যোগীর সঙ্কল্পের অনুগমন করে অর্থাৎ অনুরূপ কার্য্য করে॥

টীকা—৪৪। (১) স্থূল রূপ—যাহা সর্ব্ব প্রথমে গোচর হয়। আকারযুক্ত ও বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি-যুক্ত, ভৌতিকভাবে ব্যবস্থিত, দ্রব্যই স্থূলরূপ ; যথা—গো ঘট ইত্যাদি।

স্বরূপ—স্থূল অপেক্ষা বিশিষ্টরূপ। যে যে ভাবে অবস্থিত দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি গৃহীত হয়, তাহাই ভূতের স্বরূপ। গন্ধজ্ঞান সূক্ষ্ম কণার সংযোগে উৎপন্ন হয়, অতএব কাঠিন্যই গন্ধগুণক ক্ষিতির স্বরূপ। স্থূলরূপ অপেক্ষা নিজস্ব ভাবই স্বরূপ।

রসজ্ঞান তরল দ্রব্যের যোগে হয় অতএব রসগুণক অপ্ ভূতের স্বরূপ—স্নেহ। রূপ নিত্যই উষ্ণতাবিশেষে থাকে। সর্ব্ব রূপের আকর যে সূর্য্য তাহা উষ্ণ। অতএব রূপগুণক বহ্নিভূতের স্বরূপ উষ্ণতা। শীতোষ্ণরূপ স্পর্শ ত্বক্‌সংযুক্ত বায়বীয় দ্রব্যের দ্বারাই প্রধানত হয়। বায়ু প্রণামী বা অস্থির। অতএব স্পর্শগুণক বায়ুভূতের স্বরূপ প্রণামিত্ব।

শব্দজ্ঞান, অনাবরণজ্ঞানের সহভাবী, অতএব শব্দগুণক আকাশের স্বরূপ অনাবরণত্ব। বিশেষ বিশেষ শব্দস্পর্শাদিজ্ঞানে এই "স্বরূপ" সকল সামান্য। মহর্ষি পঞ্চশিখ এ বিষয়ে বলিয়াছেন, একজাতিসমন্বিত অর্থাৎ কঠিন পৃথিবী, স্নেহস্বরূপ অপ্ ইত্যাদি সামান্য পৃথিব্যাদি। তাহাদের ধর্ম্মব্যাবৃত্তি বা ধর্ম্মভেদ হইতে ভেদ হয় ; বা বিশেষ বিশেষ শব্দাদিযুক্ত আকারাদি ভেদ হয়। অর্থাৎ সামান্যস্বরূপ পঞ্চভূতের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভেদ হইতে ঘটপটাদি ভেদ হয়।

অতঃপর প্রসঙ্গত ভাষ্যকার দ্রব্যের লক্ষণ দিতেছেন উদাহরণে উহা স্পষ্ট হইয়াছে। ভূতের ঐ স্বরূপ বা সামান্তরূপ, যাহা বিশেষ রূপেতে অনুগত, তাহাই স্বরূপ নামক দ্রব্য।

যাহাকে আমরা সমূহ বলিয়া ব্যবহার করি তাহার তত্ত্ব এইরূপ—শরীর, বৃক্ষ প্রভৃতি এক রকম সমূহ। এস্থলে সমূহের অবয়ব থাকিলেও তাহারা লক্ষ্য নহে। আর 'উভয় দেবমনুষ্য' এরূপ সমূহ দেব ও মনুষ্যরূপ অবয়বভেদকে লক্ষ্য করাইয়া দেয়। শব্দের দ্বারা যখন সমূহ বলা যায় তখন দুই প্রকারে বলা যায়, যেমন ব্রাহ্মণদের সঙ্ঘ ও ব্রাহ্মণসঙ্ঘ। প্রথমেতে ভেদ বিবক্ষিত থাকে, দ্বিতীয়ে তাহা থাকে না। শরীর, বৃক্ষ প্রভৃতি সমূহের নাম অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ, আর বন, সঙ্ঘ প্রভৃতি সমূহের নাম যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ। প্রথমেতে অবয়ব সকল অবিচ্ছেদে মিলিত; দ্বিতীয়ে অবয়ব সকল পৃথক্ পৃথক্। প্রথম প্রকারের সমূহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, আর দ্বিতীয়টী ব্যবহারের সুবিধার জন্য কল্পিত একতামাত্র। অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহকেই দ্রব্য বলা যায়।

৪৪। (২) ভূতের সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র। তন্মাত্র পূর্ব্বে (২।১৯ সূত্রের ভাষ্যে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মাত্র একাবয়ব। কারণ তন্মাত্র পরমাণু; পরমাণু অপকর্ষের কাষ্ঠা, তাহার অবয়বভেদ জ্ঞেয় হইবার নহে। সমাধিবলে শব্দাদিগুণের যতদূর সূক্ষ্মভাব সাক্ষাৎকৃত হয় —যাহার পর আর হয় না—তাহাই তন্মাত্র বা শব্দাদির সূক্ষ্মাবস্থা। অতএব তাহা একাবয়ব। পরমাণুর জ্ঞান কালক্রমে হইতে থাকে, দেশক্রমে হয় না। কারণ বাহ্যাবয়ব থাকিলেই দেশক্রম লক্ষ্য হয়। অণুজ্ঞানের ধারাই তাহাদের পরিণামভেদের ধারা। পরমাণু নিজে সামান্যের এবং বিশেষের উপাদান বলিয়া সামান্ত-বিশেষাত্মা। পরমাণু স্বগতাবয়ব-ভেদাবিবক্ষিত দ্রব্য।

ভূতের চতুর্থরূপ—প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। তন্মাত্রের কারণ অস্মিতা; আর অস্মিতা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি শীল। ভূতের কার্য্যেও এই ত্রিবিধ ভাব অন্বিত থাকে বলিয়া ইহার নাম অন্বয়রূপ। অর্থাৎ ভূতনির্ম্মিত শরীরাদি দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস হয়।

ব্যবসেয় প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিই চতুর্থ রূপ। তাহাতে ভূত সকল প্রকাশ্য, কার্য্য ও ধার্য্য স্বরূপ হয়। ভূতের পঞ্চম রূপ অর্থবত্ত্ব বা ভোগ ও অপবর্গের বিষয় হওয়া। ভূতের গ্রহণ-দ্বারা সুখদুঃখ ভোগ হয়, এবং ভোগায়তন শরীর হয়, আর তাহাতে বৈরাগ্যের দ্বারা অপবর্গ হয়।

৪৪। (৩) ইদানীন্তন অর্থাৎ সর্ব্বশেষে উৎপন্ন যে পঞ্চ ভূত সকল, যাহাতে এই পঞ্চ রূপই আছে (তন্মাত্রে তাহা নাই)। তাহাতে সংযম করিয়া ক্রমশঃ ঐ পঞ্চ রূপের সাক্ষাৎকার এবং জয় (অর্থাৎ তদুপরি কার্য্যক্ষমতা) হয়। স্থূল বা গোঘটাদি ভৌতিক রূপের জয়ে তাহাদের সবিশেষের জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা হয়। স্বরূপের জয়ে কাঠিন্যাদি অবস্থার তত্ত্বজ্ঞান এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা হয়।

সূক্ষ্ম রূপ তন্মাত্রের জয়ে শব্দাদি গুণের স্বরূপ জ্ঞান ও তাহাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা হয়। অর্থাৎ সূক্ষ্মজয়ে শব্দাদির প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তন করার সামর্থ্য হয়। অন্বয়িত্বজয়ে ভূতনির্ম্মিত ইন্দ্রিয়াদিব্যূহের (ভোগাধিষ্ঠানের) উপর আধিপত্য হয়। অর্থবত্ত্ব সাক্ষাৎকারে পরমার্থসম্বন্ধীয় ভূতবৈরাগ্যের সামর্থ্য হয়। ভূতের সুখ, দুঃখ ও মোহজননতার অতীত ভাব আয়ত্ত করিয়া যোগী ইচ্ছা করিলে বাহ্যে সম্যক্ বিরাগবান্ হইতে পারেন। এই-রূপে ভূতের ও ভূতপ্রকৃতির (সূক্ষ্মের ও অন্বয়িত্বের দ্বারা) জয় হয়। অর্থবত্তাকে অর্থাৎ 'অর্থবান্‌কেও" প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত (৩।৩৫ সূত্রে) স্বার্থ, গ্রহীতৃপুরুষই ঐ প্রকৃতি। গীতায় উহাকে জীবভূত প্রকৃতি বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা তাত্ত্বিক প্রকৃতি নহে। যেহেতু উহা বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তর্গত॥

ততোঽণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্। তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘুর্ভবতি, মহিমা মহান্ ভবতি, প্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং, প্রাকাম্যম্ ইচ্ছানভিঘাতঃ, ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে, বশিত্বম্ ভূত-ভৌতিকেষু বশী ভবতি অবশ্যশ্চান্যেষাম্, ঈশিতৃত্বং তেষাং প্রভবাপ্যয়ব্যূহানামীষ্টে, যত্রকামাবসায়িত্বং সত্যসঙ্কল্পতা, যথা সঙ্কল্পস্তথা ভূতপ্রকৃতীনামবস্থানং, ন চ শক্তোঽপি পদার্থ-বিপর্য্যাসং করোতি, কস্মাৎ, অন্যস্য যত্রকামাবসায়িনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য তথাভূতেষু সঙ্কল্পাদিতি, এতান্যষ্টাবৈশ্বর্য্যাণি। কায়সম্পৎ বক্ষ্যমাণা। তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ পৃথ্বী মূর্ত্ত্যা ন নিরুণদ্ধি যোগিনঃ শরীরাদিক্রিয়াং, শিলামপ্যনুপ্রবিশতীতি, নাপঃ স্নিগ্ধা ক্লেদয়ন্তি, নাগ্নিরুষ্ণো দহতি, ন বায়ুঃ প্রণামী বহতি, অনাবরণাত্মকেঽপ্যাকাশে ভবত্যাবৃতকায়ঃ, সিদ্ধানামপ্যদৃশ্যো ভবতি ॥ ৪৫ ॥

৪৫। তাহা হইতে (ভূতজয় হইতে) অণিমাদির প্রাদুর্ভাব হয়, এবং কায়সম্পৎ ও কায়ধর্ম্মের অনভিঘাতও সিদ্ধ হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে অণিমা=(যদ্দ্বারা) অণু হওয়া যায়। লঘিমা=(যদ্দ্বারা) লঘু হওয়া যায়। প্রাপ্তি= (যদ্দ্বারা) অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা (ইচ্ছা করিলে) চন্দ্রমাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়। প্রাকাম্য=ইচ্ছার অনভিঘাত; যেমন ভূমিভেদ করিয়া উঠা বা জলের ন্যায় ভূমিতে নিমগ্ন হওয়া। বশিত্ব=ভূতভৌতিক পদার্থের বশকারী হওয়া এবং অন্যের অবশ্য হওয়া। ঈশিতৃত্ব=তাহাদের (ভূতভৌতিকের) প্রভব, অপ্যয় ও ব্যূহের উপর ঈশিত্ব করিতে পারা। যত্রকামাবসায়িত্ব=সত্যসংকল্পতা; যেরূপ সংকল্প, ভূত ও প্রকৃতির সেইরূপে অবস্থান। (যত্রকামাবসায়ী যোগী) সমর্থ হইলেও (জাগতিক) পদার্থের বিপ্লব করেন না, কেননা অন্য যত্রকামাবসায়ী পূর্ব্বসিদ্ধের সেইরূপ ভাবে (যেরূপে জগৎ আছে তদ্ভাবে) সঙ্কল্প আছে। এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য। কায়সম্পৎ পরে বলা হইবে। শরীরধর্ম্মের অনভিঘাত যথা=পৃথ্বী কাঠিন্যের দ্বারা যোগীর শরীরাদির ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিতে পারে না। যোগীর শরীর শিলার ভিতরেও অনুপ্রবেশ করিতে পারে। স্নেহগুণযুক্ত জল শরীরকে ক্লিন্ন করিতে পারে না; উষ্ণ অগ্নি দহন করিতে পারে না, প্রণামী বায়ু বহন করিতে পারে না, অনাবরণাত্মক আকাশেও আবৃত্ত-কায় হওয়া যায় অর্থাৎ সিদ্ধদেরও অদৃশ্য হওয়া যায় ॥ (১)

টীকা—৪৫। (১) প্রাপ্তি—দূরস্থ দ্রব্যও সন্নিহিত হওয়া; যেমন ইচ্ছা মাত্রে চন্দ্রমাকে অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা।

ঈশিতৃত্ব—সঙ্কল্প করিয়া রাখিলে ভূতভৌতিক দ্রব্যের উৎপত্তি, লয় ও স্থিতি যথাভি-লষিতভাবে হইতে থাকে। যত্রকামাবসায়িত্ব—সঙ্কল্প করিয়া রাখিলে ভূত ও ভূতপ্রকৃতি সকলের যথাসঙ্কল্পিত অবস্থায় থাকা। ইহার মধ্যে পূর্ব্বের সমস্ত সিদ্ধিই আছে। পূর্ব্বপূর্ব্বা-পেক্ষা শেষগুলি উত্তম।

যোগসিদ্ধগণের এই রকম ক্ষমতা হইলেও তাহারা পদার্থের বিপর্য্যয় করেন না বা করিতে পারেন না। চন্দ্রের গতি দ্রুত করা ইত্যাদি পদার্থবিপর্য্যাস। পদার্থবিপর্য্যাস করিতে না পারার কারণ এই—ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বরের এইরূপেই ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতিবিষয়ে যত্রকামাবসায়িত্ব আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমানের ন্যায় থাকুক, যেন ইহাতে প্রজাগণ কর্ম্ম করিতে ও কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারে, ইত্যাকার পূর্ব্বসিদ্ধের সঙ্কল্প থাকাতে যোগিগণের শক্তি থাকিলেও তাঁহারা পদার্থ বিপর্য্যাস করিতে পারেন না। যোগিগণ ঈশ্বরসঙ্কল্প-মুক্ত পদার্থে যথোচিত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। পদার্থ বিপর্য্যাস করিলে বহু প্রাণীর হিংসা করাও অবশ্যম্ভাবী।

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যম্। দর্শনীয়ঃ কান্তিমান্, অতিশয়বলোবজ্রসংহননশ্চেতি ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—৪৬। রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রসংহননত্ব এই সকল কায়সম্পৎ। দর্শনীয়, কান্তিমান্ অতিশয়বলযুক্ত ও বজ্রের ন্যায় অবয়বব্যূহযুক্ত হওয়াই কায়সম্পৎ।

গ্রহণ-স্বরূপাঽস্মিতাঽন্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্—সামান্যবিশেষাত্মা শব্দাদিগ্রাহ্যঃ, তেষ্বিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তি গ্রহণম্, নচ তৎ সামান্যমাত্রগ্রহণাকারং, কথমনালোচিতঃ স বিষয়বিশেষ ইন্দ্রিয়েণ মনসাঽনুব্যবসীয়েতেতি। স্বরূপংপুনঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য সামান্যবিশেষয়োরযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহোদ্রব্য-মিন্দ্রিয়ম্। তেষাং তৃতীয়ং রূপমস্মিতালক্ষণোঽহঙ্কারঃ, তস্য সামান্যস্যেন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ। চতুর্থং রূপং ব্যবসায়াত্মকাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলা গুণাঃ যেষামিন্দ্রিয়াণি সাহঙ্কারাণি পরিণামঃ। পঞ্চমং রূপং গুণেষু যদনুগতং পুরুষার্থবত্ত্বমিতি। পঞ্চস্বেতেষু ইন্দ্রিয়রূপেষু যথাক্রমং সংযমঃ, তত্র তত্র জয়ং কৃত্বা পঞ্চরূপজয়াদিন্দ্রিয়জয়ঃ প্রাদুর্ভবতি যোগিনঃ ॥ ৪৭ ॥

৪৭। গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই (পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে) সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়। সূ

ভাষ্যানুবাদ। সামান্য ও বিশেষরূপ শব্দাদি বিষয় গ্রাহ্য। গ্রাহ্যেতে ইন্দ্রিয়-গণের বৃত্তি, গ্রহণ (১)। ইন্দ্রিয় সকল কেবল সামান্যমাত্রের গ্রহণস্বভাব নহে। কেননা তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনালোচিত যে বিশেষ বিষয়, তাহা কিরূপে মনের দ্বারা অনুচিন্তন করা সম্ভব হয়। আর স্বরূপ=সামান্য বিশেষরূপ প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের অযুতসিদ্ধভেদানুগত সমূহস্বরূপ দ্রব্য যে ইন্দ্রিয় (অতএব ঐরূপ সমূহদ্রব্যই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ।) তাহাদের (ইন্দ্রিয়ের) তৃতীয় রূপ অস্মিতালক্ষণ অহংকার, সামান্যস্বরূপ তাহার (অস্মিতার) ইন্দ্রিয়গণ বিশেষ। ইন্দ্রিয়ের চতুর্থ রূপ ব্যবসায়াত্মক প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল গুণ সকল; অহংকারের সহিত ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের (গুণের) পরিণাম। গুণসকলে অনুগত যে পুরুষার্থবত্ত্ব তাহাই ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম রূপ। যথাক্রমে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে সংযম করত সেই সেই রূপ জয় করিয়া পঞ্চরূপজয় হইতে যোগীর ইন্দ্রিয়জয় প্রাদুর্ভূত হয় ॥

টীকা। ৪৭। (১) ইন্দ্রিয়ের প্রথম রূপ গ্রহণ; অর্থাৎ শব্দাদি যে প্রণালীতে গৃহীত হয় সেই ভাব। শব্দাদি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করিলেই তদাত্মক অভিমানের যে সক্রিয় হওয়া তাহাই বিষয়জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সেই সক্রিয় ভাবই গ্রহণ। শব্দাদি বিষয় (বিষয় অর্থে শব্দাদিমূলক-ক্রিয়া হইতে যে চৈত্তিক ভাব হয়, সেই ভাব) সামান্য ও বিশেষ-আত্মক (১।৭।৩ টীকা দ্রষ্টব্য) অতএব সামান্য ও বিশেষ ভাবে শব্দাদি গ্রহণই গ্রহণ। বিশেষের অনুব্যবসায় হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশেষও গৃহীত হয়।

ইন্দ্রিয় সকল প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের বিশেষ বিশেষ ব্যূহ; সেই ব্যূহের বিশেষত্ব বা ভেদ-সকলই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ। যেমন চক্ষু এক প্রকার প্রকাশের দ্বার, কর্ণ এক প্রকার ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়ের তৃতীয় রূপ অস্মিতা বা অহংকার। তাহাই ইন্দ্রিয়ের উপাদান। জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত অস্মিতার সক্রিয় অবস্থাবিশেষ। সেই "সর্ব্বেন্দ্রিয়সাধারণ অস্মিতার ক্রিয়া" ইন্দ্রিয়ের তৃতীয় রূপ

ইন্দ্রিয়ের চতুর্থরূপ—ব্যবসায়াত্মক, প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অর্থাৎ জানন, প্রবর্ত্তন ও ধারণ (ইন্দ্রিয়ের শক্তিরূপ সংস্কার)। ইহার নাম পূর্ব্বোক্ত কারণে (ভূতের অন্বয়রূপের বিবরণ দ্রষ্টব্য) অন্বয়িত্ব। অহঙ্কারেরও কারণ এই ব্যবসায়াত্মক ত্রিগুণ।

ভোগাপবর্গের করণ হওয়াতে, ইন্দ্রিয়গণ স্বার্থ পুরুষের অর্থস্বরূপ। তাহা ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম রূপ অর্থবত্ত্বা।

কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণও উক্ত কারণে পঞ্চরূপযুক্ত। সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের রূপ সকলকে সাক্ষাৎকার ও জয় করিলে আর যাহা যাহা হয়, তাহা পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়রূপের জয় হইলে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কারণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য হয়। ইচ্ছামাত্রে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যেরূপ ইন্দ্রিয় অভিপ্রেত, তাহা সৃজন করিবার সামর্থ্যই ইন্দ্রিয়ের রূপজয়।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্—কায়স্যানুত্তমো গতিলাভো মনোজবিত্বং, বিদেহানামিন্দ্রিয়াণামভিপ্রেত-দেশকালবিষয়াপেক্ষো বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ, সর্ব্বপ্রকৃতিবিকারবশিত্বং প্রধানজয় ইতি, এতা স্তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ মধুপ্রতীকা উচ্যন্তে, এতাশ্চ করণপঞ্চরূপজয়াদধিগম্যন্তে ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৪৮। তাহা হইতে মনোজবিত্ব বিকরণভাব ও প্রধানজয় হয়। সূ

শরীরের অনুত্তম গতিলাভ মনোজবিত্ব। বিদেহ (স্থূল দেহের সম্পর্করহিত) ইন্দ্রিয়গণের অভিপ্রেত দেশে, কালে ও বিষয়ে যে বৃত্তিলাভ তাহা বিকরণভাব। সমস্ত প্রকৃতির ও বিকৃতির বশিত্বই প্রধানজয়। এই ত্রিবিধ সিদ্ধিকে মধুপ্রতীক বলা যায়। পঞ্চকরণরূপের জয় হইতে ইহারা প্রাদুর্ভূত হয়॥ (১)

টীকা—৪৮। (১) ইন্দ্রিয়জয়ের অন্য আনুসঙ্গিক ফল, মনোজবিত্ব বা মনের মত গতি বিভু অন্তঃকরণকে পরিণত করিয়া যত্র তত্র এক ক্ষণেই ইন্দ্রিয়নির্ম্মাণ করিবার সামর্থ্য হওয়াতে মনোগতি হয়; এবং বিকরণভাবও হয়। প্রধানজয় শক্তির চরম সীমা।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং চ ॥ ৪৯

ভাষ্যম্—নির্দ্ধূতরজস্তমোমলস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসঞ্জ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্ররূপ-প্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বাত্মানো গুণা ব্যবসায়-ব্যবসেয়াত্মকাঃ স্বামিনং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যশেষদৃশ্যাত্মত্বেনোপতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং সর্ব্বাত্মনাং গুণানাং শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মত্বেন ব্যবস্থিতানামক্রমোপারূঢ়ং বিবেকজং জ্ঞান মিত্যর্থঃ, ইত্যেষা বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ যাং প্রাপ্য যোগী সর্ব্বজ্ঞঃ ক্ষীণক্লেশবন্ধনো বশী বিহরতি ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৪৯। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠিত যোগীর সর্ব্ব-ভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। সূ

রজস্তমোমলশূন্য বুদ্ধিসত্ত্বের পরম বৈশারদ্য বা স্বচ্ছতা হইলে, পরম বশীকারসংজ্ঞা অবস্থায় বর্ত্তমান, সত্ত্ব ও পুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রপ্রতিষ্ঠ (যোগিচিত্তের) সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব হয়। (১) অর্থাৎ ব্যবসায় ও ব্যবসেয় আত্মক (গ্রাহ্য-গ্রহণাত্মক), সর্ব্বস্বরূপ, গুণ সকল ক্ষেত্রজ্ঞ স্বামীর নিকট অশেষদৃশ্যরূপে উপস্থিত হয়। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব=শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য-ধর্ম্মভাবে

ব্যবস্থিত সর্ব্বাত্মক গুণ সকলের অক্রম বিবেকজ জ্ঞান। ইহা বিশোকা নামক সিদ্ধি, ইহা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ, ক্ষীণক্লেশবন্ধন, বশী যোগী বিহার করেন।

টীকা—৪৯। প্রথমে জ্ঞান-রূপা সিদ্ধি ও পরে ক্রিয়ারূপা সিদ্ধি বলিয়া পরে যাহার দ্বারা ঐ দুই প্রকার সিদ্ধিই পূর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা বলিতেছেন।

যে যোগিচিত্ত বিবেকখ্যাতিমাত্রে প্রতিষ্ঠ, তাহার সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব হয়। সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব—সমস্ত দ্রব্যের শান্তোদিতাব্যপদেশ্য ধর্ম্মের যুগপৎ জ্ঞান। সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব—সমস্ত ভাবের সহিত দৃশ্যরূপে যুগপৎ জ্ঞাতার সংযোগ। যেমন স্ববুদ্ধির সহিত দ্রষ্টার দৃশ্যভাবে সংযোগ হইয়া তাহার উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব হয়, সেইরূপ সর্ব্ব ভাবের মূলস্বরূপে সংযোগ হইয়া অধিষ্ঠান। শ্রুতি এ বিষয়ে বলেন 'আত্মনোবা অরে দর্শনেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।' অর্থাৎ পুরুষদর্শন হইলে সার্ব্বজ্ঞ্য হয়। "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুপজায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতেও সঙ্কল্পসিদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যম্—যদাস্যৈবং ভবতি ক্লেশকর্ম্মক্ষয়ে সত্ত্বস্যায়ং বিবেকপ্রত্যয়োধর্ম্মঃ, সত্ত্বঞ্চ হেয়-পক্ষে ন্যস্তং পুরুষশ্চাপরিণামী শুদ্ধোঽন্যঃ সত্ত্বাদিতি এবম্ অস্য ততো বিরজ্যমানস্য যানি ক্লেশ-বীজানি দগ্ধশালিবীজকল্পান্যপ্রসবসমর্থানি তানি সহ মনসা প্রত্যস্তং গচ্ছন্তি, তেষু প্রলীনেষু পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে তদৈতেষাং গুণানাং মনসি কর্ম্মক্লেশবিপাকস্বরূপেণাভি-ব্যক্তানাং চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুষস্যাত্যন্তিকো গুণবিয়োগঃ কৈবল্যং, তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৫০। তাহাতেও (বিশোকাসিদ্ধিতেও) বৈরাগ্য হইলে দোষবীজ-ক্ষয় হওয়াতে কৈবল্য হয়। সূ

ক্লেশকর্ম্মক্ষয়ে যখন এতাদৃশ যোগীর এইরূপ প্রজ্ঞা হয় যে—এই বিবেকপ্রত্যয়রূপ ধর্ম্ম বুদ্ধিসত্ত্বের, আর বুদ্ধিসত্ত্বও হেয়পক্ষে ন্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু পুরুষ অপরিণামী, শুদ্ধ এবং সত্ত্ব হইতে ভিন্ন। সেই প্রজ্ঞা হইলে তাহা (বুদ্ধিধর্ম্ম) হইতে বিরজ্যমান যোগীর দগ্ধ শালিবীজের ন্যায় প্রসবাক্ষম যে ক্লেশবীজ তাহা চিত্তের সহিত প্রলীন হয়। তাহারা প্রলীন হইলে পুরুষ পুনরায় এই তাপত্রয় ভোগ করেন না। তখন মনোমধ্যস্থ ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকস্বরূপে পরিণত যে গুণসকল তাহাদের চরিতার্থতাহেতু প্রলয় হইলে পুরুষের যে আত্যন্তিক গুণ-বিয়োগ, তাহাই কৈবল্য। তদবস্থায় পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ চিতিশক্তিরূপ। (১)

টীকা—৫০। (১) এ বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেকখ্যাতির দ্বারা ক্লেশকর্ম্ম সম্যক্ ক্ষীণ হয়, সুতরাং তাহারা দগ্ধবীজের ন্যায় অপ্রসবধর্ম্মা হয়। পরে বিবেক যে বুদ্ধি ধর্ম্ম, অতএব হেয়, এবং বুদ্ধি যে নিজেই হেয়, এই প্রকার পরবৈরাগ্য-রূপ প্রজ্ঞা এবং হানেচ্ছা হয়। তাহাতে বিবেক, বিবেকজ ঐশ্বর্য্য এবং উহাদের অধিষ্ঠানরূপ বুদ্ধি, এই সমস্তেরই হান বা ত্যাগ হয়।

তখন বুদ্ধি অদৃশ্য বা প্রলীন হয়, সুতরাং গুণ এবং পুরুষের সংযোগের অত্যন্তবিচ্ছেদ হয়। তাহাই পুরুষের কৈবল্য।

পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব হইলে যোগী ঈশ্বরসদৃশ হন। উহা বুদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। তাদৃশ উপাধিযুক্ত পুরুষই মহান্ আত্মা। ঐ উপাধিমাত্রকেও মহত্তত্ত্ব বলা হয়। এই অবস্থায় থাকিলে লোকমধ্যেই থাকা হয়, কারণ ব্যক্ত উপাধি ব্যক্ত জগতেই থাকিবে

এ সম্বন্ধে এই শ্রুতি আছে "সবা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্ত হৃদর্য় আকাশ স্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। ন স সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কর্ম্মণা কণীয়ানেষ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ ভূতাধিপতি রেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ' ইত্যাদি। তথাচ 'এবংবিদ্ শান্তোদান্ত উপরত স্তিতিক্ষু সমাহিতো। ভূত্বাত্মান্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি। বিপাপো বিরজো হ্যবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি। অর্থাৎ সমাধির দ্বারা পাপ-পুণ্যের অতীত, আত্মজ্ঞ, বিজ্ঞানময় (বিজ্ঞাতা নহেন), সর্ব্বেশান, সর্ব্বাধিপতি, ব্রহ্মলোক সম্রাট্ স্বরূপ হয়েন। ইহাই বিবেকজ সিদ্ধিযুক্ত যোগীর লক্ষণ। আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন পৌরুষপ্রত্যয়। বিবেককালে ইহা হয়, চিত্তলয়ে তাহাও থাকে না।

ইহার উপরের অবস্থা কৈবল্য, তাহাতে চিত্ত বা বিজ্ঞান (সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব আদি) প্রলীন হয়। তাহা লোকাতীত। অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য ইত্যাদি লক্ষণে শ্রুতির দ্বারা লক্ষিত। ঐশ্বর্য্য ও সার্ব্বজ্ঞের অতীত যে তুরীয়, আত্মতত্ত্ব, তাহাতে স্থিতিই কৈবল্য। ঈদৃশ আত্মার নাম "শান্ত আত্মা" বা শান্ত ব্রহ্ম, অর্থাৎ শান্তোপাধিক আত্মা। সাংখ্যেরা শান্ত-ব্রহ্মবাদী। আধুনিক বৈদান্তিকেরা চিদ্রূপ আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া পরমার্থতত্ত্বকে সংকীর্ণ করেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সংকীর্ণ-ব্রহ্মবাদী বলা যাইতে পারে। শ্রুতি আছে 'তদ্যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি' ইহাই সাংখ্যদের চরম গতি।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ। ৫১।

ভাষ্যম্—চত্বারঃ খল্বমী যোগিনঃ—প্রথমকল্পিকঃ, মধুভূমিকঃ, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, অতিক্রান্ত-ভাবনীয়শ্চেতি। তত্রাভ্যাসী প্রবৃত্ত-মাত্র-জ্যোতিঃ প্রথমঃ। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়-জয়ী তৃতীয়ঃ সর্ব্বেষু ভাবিতেষু ভাবনীয়েষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃতকর্ত্তব্য-সাধনাদিমান্। চতুর্থো যস্ত্বতিক্রান্তভাবনীয়স্তস্য চিত্তপ্রতিসর্গ একোঽর্থঃ, সপ্তবিধাস্য প্রজ্ঞা। তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎ কুর্ব্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্ত্ব-শুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোরিহ আস্যতামিহ রম্যতাং, কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়ন মিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়স মিদং যানং, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ, স্বগুণৈঃ সর্ব্ব মিদম্, উপার্জ্জিতম্ আয়ুষ্মতা, প্রতিপদ্যতামিদম্ অক্ষয় মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়ম্, ইতি। এবম্ অভিধীয়মানঃ সঙ্গদোষান্ ভাবয়েৎ। ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া জননমরণান্ধকারে বিপরিবর্ত্তমানেন কথঞ্চিদাসাদিতঃ ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগপ্রদীপঃ তস্য তে তৃষ্ণাযোনয়ো বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ, সখল্বহং লব্ধালোকঃ কথমনয়া বিষয়মৃগতৃষ্ণয়া বঞ্চিত স্তস্যৈব পুনঃ প্রদীপ্তস্য সংসারাগ্নে রাত্মানমিন্ধনী-কুর্য্যামিতি। স্বস্তি বঃ স্বপ্নোপমেভ্যঃ কৃপণজনপ্রার্থনীয়েভ্যো বিষয়েভ্য ইত্যেব নিশ্চিতমতিঃ সমাধিং ভাবয়েৎ। সঙ্গমকৃত্বা স্ময়মপি ন কুর্য্যাৎ এবমহং দেবানামপি প্রার্থনীয় ইতি, স্ময়াদয়ং সুস্থিতংমন্যতয়া মৃত্যুনা কেশেষু গৃহীত মিবাত্মানং ন ভাবয়িষ্যতি, তথা চাস্য ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী নিত্যং যত্নোপচর্য্যঃ প্রমাদোলব্ধবিবরঃ ক্লেশানুত্তম্ভয়িষ্যতি, ততঃ পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গঃ এব মস্য সঙ্গস্ময়াবকুর্ব্বতো ভাবিতোঽর্থ দৃঢ়ীভবিষ্যতি, ভাবনীয় শ্চার্থোঽভিমুখীভবিষ্যতীতি ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৫১। স্থানীদের (উচ্চস্থানপ্রাপ্ত দেবগণের) দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে পুনশ্চ অনিষ্টসম্ভব হেতু তাহাতে সঙ্গ বা স্ময় করা অকর্ত্তব্য। স্ম

যোগীরা চারি প্রকার যথা—প্রথমকল্পিক, মধভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি, এবং অতিক্রান্ত-ভাবনীয়। তন্মধ্যে যাঁহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কেবলমাত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাদৃশ অভ্যাসী যোগী প্রথম। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ দ্বিতীয়। ভূতেন্দ্রিয় জয়ী তৃতীয়, (এতদবস্থ যোগী) সমস্ত সাধিত (ভূতেন্দ্রিয়জয়াদি) বিষয়ে কৃতরক্ষাবন্ধ (সম্যক্ আয়ত্তীকৃত) এবং সাধনীয় (বিশোকাদি অসম্প্রজ্ঞাত পর্য্যন্ত) বিষয়ে বিহিতসাধনযুক্ত। চতুর্থ যে অতিক্রান্তভাবনীয়, তাঁহার চিত্তবিলয়ই একমাত্র (অবশিষ্ট) পুরুষার্থ। ইঁহাদেরই সপ্তবিধ প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। এতন্মধ্যে মধুমতী ভূমির সাক্ষাৎকারী ব্রহ্মবিদের সত্ত্বশুদ্ধি দর্শন করিয়া স্থানিগণ বা দেবগণ তৎস্থানীয় মনোরম ভোগ দেখাইয়া (নিম্নোক্ত প্রকারে) উপনিমন্ত্রণ করেন—হে (মহাত্মন্) এখানে উপবেশন করুন, এখানে রমণ করুন, এই ভোগ কমনীয়, এই কন্যা কমনীয়া, এই রসায়ন জরামৃত্যু নাশ করে, এই যান আকাশগামী ; কল্পদ্রুম, পুণ্যা মন্দাকিনী ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ ঐ। (এখানে) উত্তমা অপ্সরোগণ, দিব্য চক্ষুকর্ণ, বজ্রোপম শরীর। আয়ুষ্মন্, আপনার দ্বারা ইহা নিজগুণে উপার্জ্জিত হইয়াছে, (অতএব) গ্রহণ করুন, ইহা অক্ষয়, অজর ও দেবগণের প্রিয়। এইরূপে আহূত হইয়া (যোগী নিম্নলিখিতরূপে) সঙ্গদোষ ভাবনা করিবেন,—ঘোর সংসারাঙ্গারে দহ্যমান হওত আমি জন্মমরণান্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লেশতিমিরবিনাশকর যোগপ্রদীপ কোন গতিকে প্রাপ্ত হইয়াছি; এই তৃষ্ণাসম্ভব বিষয়বায়ু তাহার (যোগপ্রদীপের) বিরোধী। আলোক পাইয়াও আমি, কিহেতু এই বিষয়মৃগতৃষ্ণার দ্বারা বঞ্চিত হইয়া পুনশ্চ আপনাকে সেই প্রদীপ্ত সংসারাগ্নির ইন্ধন করিব। স্বপ্নোপম, কৃপণ (কৃপার্হ বা দীন)-জন-প্রার্থনীয়, বিষয়গণ! তোমরা সুখে থাক—এইরূপে নিশ্চিতমতি হইয়া সমাধি ভাবনা করিবে। সঙ্গ না করিয়া (এরূপ) স্ময়ও (আত্মপ্রশংসাভাব) করিবে না। (যে) এইরূপে আমি দেবগণেরও প্রার্থনীয় হইয়াছি। স্ময় হইতে মন সুস্থিত হওয়াতে লোক "মৃত্যু আমার কেশ ধারণ করিয়াছে," এরূপ ভাবনা করে না। তাহা হইলে, নিয়তযত্নপ্রতিকার্য্য, ছিদ্রান্বেষী, প্রমাদ প্রবেশ লাভ করিয়া, ক্লেশ সকলকে প্রবল করিবে, তাহা হইতে পুনরায় অনিষ্টসম্ভব হইবে। উক্তরূপে সঙ্গ ও স্ময় না করিলে যোগীর ভাবিত বিষয় দৃঢ় হইবে এবং ভাবনীয় বিষয় অভিমুখীন হইবে॥

ক্ষণতৎক্রমযোঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যম্—যথাপকর্ষপর্য্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুরেবং পরমাঽপকর্ষপর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ, যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্ব্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশ মুপসম্পদ্যেত স কালঃ ক্ষণঃ, তৎ-প্রবাহাবিচ্ছেদস্তু ক্রমঃ, ক্ষণতৎক্রময়োর্নাস্তি বস্তুসমাহার ইতি বুদ্ধিসমাহারো মুহূর্ত্তাহোরাত্রা-দয়ঃ, সখল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্ম্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপইব অবভাসতে, ক্ষণস্তু বস্তুপতিতঃ ক্রমাবলম্বী, ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা, তং কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ। ন চ দ্বৌ ক্ষণৌ সহ ভবতঃ, ক্রমশ্চ ন দ্বয়োঃ সহভুবোরসম্ভবাৎ, পূর্ব্বস্মাদুত্তরভাবিনো যদানন্তর্য্যং ক্ষণস্য স ক্রমঃ, তস্মাদ্ বর্ত্তমান এবৈকঃ ক্ষণো ন পূর্ব্বোত্তর-ক্ষণাঃ সন্তীতি, তস্মান্নাস্তি তৎসমাহারঃ। যেতু ভূতভাবিনঃ ক্ষণাস্তে পরিণামান্বিতা ব্যাখ্যেয়াঃ

তৈনৈকেন ক্ষণেন কৃৎস্নো লোকঃ পরিণামমনুভবতি, তৎক্ষণোপারূঢ়াঃ খল্বমী সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ, তয়োঃ ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাৎ তয়োঃ সাক্ষাৎকরণম্। ততশ্চ বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুর্ভবতি ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৫২। ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিলেও বিবেকজ জ্ঞান হয়। সূ

যেমন অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত দ্রব্য পরমাণু (১) সেইরূপ অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত কাল ক্ষণ। অথবা যে সময়ে চলিত পরমাণু পূর্ব্ব দেশ ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী দেশ প্রাপ্ত হয় সেই সময় ক্ষণ। তাহার প্রবাহের অবিচ্ছেদই ক্রম। ক্ষণ ও তাহার ক্রমের বাস্তব মিলিতভাব নাই। মুহূর্ত্ত-অহোরাত্রাদিরা বুদ্ধিসমাহার মাত্র (কাল্পনিক সংগৃহীত ভাব)। এই কাল (২) বস্তুশূন্য বুদ্ধি-নির্ম্মাণ, শব্দজ্ঞানানুপাতী, ব্যুত্থিতদৃষ্টি লৌকিকব্যক্তির নিকট বস্তুস্বরূপ বলিয়া অবভাসিত হয়। আর ক্ষণ বস্তুপতিত-ক্রমাবলম্বী, (যেহেতু) ক্রম ক্ষণানন্তর্য্য-স্বরূপ। তাহাকে কালবিদ্ যোগীরা কাল বলেন (৩)। দুইটী ক্ষণ একবারে বর্ত্তমান হয় না। অসম্ভাবিত্বহেতু সহভূত দুই ক্ষণের সমাহারক্রম নাই। পূর্ব্ব হইতে উত্তরভাবী ক্ষণের যে আনন্তর্য্য তাহাই ক্রম।

তদ্ধেতু একমাত্র বর্ত্তমান ক্ষণই আছে, পূর্ব্ব বা উত্তর ক্ষণ বর্ত্তমান নাই, আর সেই কারণে তাহাদের (অতীত বর্ত্তমান ও অনাগত ক্ষণের) সমাহারও নাই। ভূত ও ভবিষ্যৎ যে ক্ষণ তাহারা পরিণামান্বিত বলিয়া ব্যাখ্যেয়। সেই এক (বর্ত্তমান) ক্ষণে সমস্ত বিশ্ব পরিণাম অনুভব

২২৫ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি—ব্যাখ্যেয়। ইহার পর—

ব্যাখ্যেয় অর্থাৎ ভূত ও ভাবীক্ষণ কেবল সামান্য (শান্ত ও অব্যপদেশ্য) পরিণামান্বিত পদার্থমাত্র বলিয়া ব্যাখ্যেয়। ফলে অগোচর পরিণামকেই আমরা ভূত ও ভাবী-ক্ষণ-যুক্ত মনে করি।

অতএব পরমাণুর অবয়ব বোধগম্য হইবার যো নাই। পরমাণু যেমন সূক্ষ্মতম-শব্দাদিগুণবৎ দ্রব্য বা দেশ; সেইরূপ ক্ষণ সূক্ষ্মতম কাল। কালের পরমাণু ক্ষণ; যে কালে একটী সূক্ষ্মতম পরিণাম যোগীদের গোচর হয় তাহাই ক্ষণ। ভাষ্যকার উদাহরণাত্মক লক্ষণ দিয়াছেন যে, যে সময়ে পরমাণুর দেশান্তরগতি লক্ষিত হয়, তাহাই ক্ষণ। পরমাণুর অংশ জ্ঞেয় নহে, সুতরাং যখন পরমাণু নিজের দ্বারা ব্যাপ্ত দেশের সমস্তটুকু ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ দেশে যাইবে, তখনই তাহার গতিরূপ পরিণাম লক্ষিত হইবে।

সেই কালই ক্ষণ। পরমাণু বেগেই যাক, বা ধীরেই যাক, যখন তাহার দেশান্তর পরি-ণামের জ্ঞান হইবে, সেই একটী জ্ঞানব্যাপ্ত কালই ক্ষণ। যতক্ষণ না পরমাণু স্বপরিমাণ দেশ অতিক্রম করিবে ততক্ষণ তাহাতে কোন পরিণাম লক্ষিত হইবে না (কারণ তাহার পরিমাণের অংশভূত দেশ জ্ঞেয় নহে)। অতএব পরমাণু বেগে চলিলে ক্ষণ সকল নিরন্তর ভাবে সূচিত হইবে, আর ধীরে চলিলে থামিয়া থামিয়া এক একবার এক এক ক্ষণ সূচিত হইবে। ক্ষণাব-চ্ছিন্ন কাল কিন্তু একপরিমাণই থাকিবে।

ফলে তন্মাত্রজ্ঞান এক একটী ক্ষণব্যাপী জ্ঞানের ধারাস্বরূপ অথবা তান্মাত্রিক জ্ঞানধারার চরম-অবয়বরূপ যে এক একটি পরিণাম তাহার ব্যাপ্তিকালই ক্ষণ।

ক্ষণের যে আনন্তর্য্য অর্থাৎ পরপর অবিচ্ছেদে প্রবাহ তাহার নাম ক্ষণের ক্রম।

৫২। (২) ভাষ্যকার এস্থলে কালসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা বলি কালে সব ভাব আছে বা থাকিবে। কিন্তু কাল আছে এরূপ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে প্রশ্ন হইবে কাল কিসে আছে? পরন্তু যাহা অবর্ত্তমান তাহার নাম অতীত ও অনাগত। অবর্ত্তমান অর্থে নাই। সুতরাং অতীত ও অনাগত কাল নাই। তবে আমরা বলি যে "ত্রিকাল আছে" তাহাতে বিকল্প করিয়া অবস্তুকে শব্দমাত্রের দ্বারা সিদ্ধবৎ মনে করিয়া বলি "ত্রিকাল আছে।"

অবাস্তব পদার্থকে পদের দ্বারা বাস্তবের মত ব্যবহার করাই বিকল্প। কালও সেইরূপ পদার্থ। দুইক্ষণ বর্ত্তমান হয় না, অতএব ক্ষণপ্রবাহকে এক সমাহৃত কাল করা কল্পনামাত্র অর্থাৎ বুদ্ধি-নির্ম্মাণ মাত্র। "কাল আছে" বলিলে কাল কালে আছে, এরূপ বিরুদ্ধ, বাস্তব-অর্থশূন্য পদার্থ প্রকৃতপক্ষে বুঝায়। রাম আছে বলিলে রাম বর্ত্তমান কালে আছে বুঝায়। কিন্তু "কাল আছে" বলিলে কি বুঝাইবে? তাহাতে শব্দার্থ ব্যতীত কোন বস্তুর সত্তা বুঝাইবে না, কারণ কালের আর অধিকরণ নাই।

যেমন, যেখানে কিছু নাই তাহাকে 'অবকাশ' বা দিক্ বা Space বলা যায়; কিন্তু কিছু ছাড়া যখন 'খানের' জ্ঞান সম্ভব নহে, তখন 'খান' অর্থে কিছু না। এই অবাস্তব, শব্দমাত্র কালও সেই-রূপ অধিকরণবাচক শব্দমাত্র। শব্দ ব্যতীত কাল পদার্থ নাই। শব্দ না থাকিলে কাল জ্ঞান থাকে না। যে পদজ্ঞানহীন সে কেবল পরিণাম মাত্র জানিবে, কাল শব্দার্থ তাহার নিকট অজ্ঞাত হইবে।

অতএব সাধারণ মানবের নিকট কাল 'বস্তু' বলিয়া প্রতীত হয়। শব্দার্থবিকল্পের সংকীর্ণ-তার অতীত যে ধ্যান, তৎসম্পন্ন যোগীর নিকট 'কাল' পদার্থ থাকে না।

৫২। (৩) যোগীরা কালকে বস্তু বলেন না, কেবল ক্ষণের ক্রম বলেন। আর ক্ষণ বাস্তব পদার্থের পরিণামক্রম অবলম্বন করিয়া অনুভূত অধিকরণ-স্বরূপ। 'ক্রমাবলম্বী' পাঠ ভিক্ষুর সম্মত। তাহাতেও ঐ অর্থ, অর্থাৎ ক্ষণ বস্তুর পরিণামক্রমের দ্বারা লক্ষিত পদার্থ। মিশ্র 'বস্তুপতিত অর্থে 'বাস্তব' বলিয়াছেন। এই 'বাস্তব' শব্দের অর্থ বস্তুসম্বন্ধীয়। কারণ ক্ষণ বস্তু নহে, কিন্তু বস্তুর অধিকরণ মাত্র।

অতীত ও অনাগত ক্ষণ অবর্ত্তমান বস্তুর বা অবস্তুর অধিকরণ; আর বর্ত্তমান ক্ষণ বস্তুর অধিকরণ; এই প্রভেদ। শঙ্কা হইতে পারে অতীতানাগত বস্তু যখন আছে তখন তাহাদের অধিকরণ অবস্তুর অধিকরণ হইবে কেন? 'আছে' বলিলে বর্ত্তমান বলা হয়, তাহা হইলে তাহা বর্ত্তমান ক্ষণেই আছে। সুতরাং একমাত্র বর্ত্তমান ক্ষণই বাস্তবিক অধিকরণ বা বাস্তব অধিকরণ। তাহাতেই সমস্ত পদার্থ পরিণাম অনুভব করিতেছে। পরিণাম অসংখ্য বলিয়া ক্ষণের অসংখ্য কাল্পনিক ভেদ করিয়া, এবং তাহার কাল্পনিক বস্তুসমাহার করিয়া, আমরা বলি অনাদি অনন্ত কাল আছে। আমাদের সঙ্কুচিত জ্ঞান শক্তির দ্বারা যাহা জ্ঞান গোচর না হয় তাহাকেই অতীত ও অনাগত বলি। অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম অর্থে—বর্ত্তমান রূপে জ্ঞানের বিষয়ী-ভূত না হওয়া। যাঁহার জ্ঞানশক্তি সম্যক্ আবরণশূন্য, তাঁহার নিকট অতীত ও অনাগত নাই, সবই বর্ত্তমান। অতএব বর্ত্তমান একক্ষণই বাস্তব অধিকরণ। সেই ক্ষণও-তাহার ক্রমেতে অর্থাৎ ক্ষণাবচ্ছিন্নকালে দ্রব্যের যে পরিণাম হয় তাহার ধারাতে সংযম করিলেও বিবেক-জ্ঞান হয়। দ্রব্যের সূক্ষ্মতম পরিণাম ও তাহার ধারা জানিলে সূক্ষ্মতম ভেদ জ্ঞান হয়। পর সূত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বিবেকজজ্ঞান বা ৪৯ সূত্রোক্ত সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব।

ভাষ্যম্—তস্য বিষয়-বিশেষ উপক্ষিপ্যতে—

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

তুল্যয়োঃ দেশলক্ষণসারূপ্যে জাতিভেদোঽন্যতায়া হেতুঃ, গৌরিয়ং বড়বেয়মিতি। তুল্য-

দেশজাতীয়ত্বে লক্ষণ মন্তত্বকরং, কালাক্ষী গৌঃ স্বস্তিমতী। দ্বয়োরামলকয়ো র্জাতি-লক্ষণ-সারূপ্যাৎ দেশভেদোঽন্যত্বকরঃ, ইদং পূর্ব্ব মিদমুত্তরমিতি। যদা তু পূর্ব্বমামলক-মন্যব্যগ্রস্য জ্ঞাতুরুত্তরদেশ উপাবর্ত্ত্যতে তদা তুল্যদেশত্বে পূর্ব্বমেতদুত্তরমেতদিতি প্রবিভাগানুপপত্তিঃ অসন্দিগ্ধেন চ তত্ত্বজ্ঞানেন ভবিতব্যম্, ইত্যত ইদমুক্তং ততঃ প্রতিপত্তিঃ বিবেকজজ্ঞানাদিতি। কথং- পূর্ব্বামলকসহক্ষণো দেশ উত্তরামলকসহক্ষণদেশাৎ ভিন্নঃ তে চামলকে স্বদেশ-ক্ষণানুভব-ভিন্নে অন্যদেশক্ষণানুভবস্তু তয়োরন্যত্বে হেতুরিতি। এতেন দৃষ্টান্তেন পরমাণো স্তুল্যজাতি-লক্ষণদেশস্য পূর্ব্বপরমাণুদেশসহক্ষণসাক্ষাৎকরণাদুত্তরস্য পরমাণোঃ তদ্দেশানুপপত্তাবুত্তরস্য তদ্দেশানুভবো ভিন্নঃ সহক্ষণভেদাৎ তয়োরীশ্বরস্য যোগিনোঽন্যত্বপ্রত্যয়ো ভবতীতি। অপরে তু বর্ণয়ন্তি, যেঽন্ত্যা বিশেষাস্তেঽন্যতাপ্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তীতি, তত্রাপি দেশলক্ষণভেদো মূর্ত্তিব্যবধিজাতি-ভেদশ্চান্যত্ব-হেতুঃ, ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি, অত উক্তং "মূর্ত্তিব্যবধিজাতি-ভেদা-ভাবান্নাস্তি মূলপৃথক্ত্বম্" ইতি বার্ষগণ্যঃ ॥ ৫৩

ভাষ্যানুবাদ—৫৩। বিবেকজ জ্ঞানের বিশেষ বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে—"জাতি লক্ষণ ও দেশগত ভেদের অবধারণ না হওয়া হেতু যে পদার্থদ্বয় তুল্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাদৃশ পদার্থেরও তাহা হইতে ভিন্নতার প্রতিপত্তি হয়।" সূ (১)

দেশের ও লক্ষণের সমানত্বহেতু তুল্য বস্তুদ্বয়ের জাতিভেদ ভিন্নত্বের কারণ, যথা ইহা গো ইহা বড়বা (ঘোটকী)। দেশ ও জাতি তুল্য হইলে লক্ষণ হইতে ভেদ হয়, যথা কালাক্ষী গাভী ও স্বস্তিমতী গাভী। জাতির ও লক্ষণের সারূপ্যহেতু তুল্য দুটী আমলকের দেশভেদই ভিন্নতার কারণ, যেমন ইহা পূর্ব্বে আছে ও ইহা পরে আছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ও পশ্চাৎবর্ত্তী দুটি আমলকের মধ্যে) যখন পূর্ব্ব আমলককে জ্ঞাতা ব্যক্তি অন্যচিত্ত হইলে (অর্থাৎ জ্ঞাতার অজ্ঞাতসারে) উত্তর আমলকের দেশে (অর্থাৎ উত্তর আমলক যেখানে ছিল সেখানে) উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ইহা পূর্ব্ব ইহা উত্তর এরূপ যে ভেদজ্ঞান, তাহা তুল্যদেশত্ব-হেতু (সাধারণের দুর্জ্ঞেয় হইলেও) অসন্দিগ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। এই জন্য (সূত্রে) উক্ত হইয়াছে "তাহা হইতে প্রতিপত্তি হয়" অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞান হইতে। কিরূপে? —না পূর্ব্বামলকের সহিত সম্বদ্ধ ক্ষণিকপরিণামবিশিষ্ট যে দেশ, তাহা উত্তরামলকের সহ সম্বদ্ধ ক্ষণপরিণামবিশিষ্ট দেশ হইতে ভিন্ন। (অতএব) সেই আমলকদ্বয় স্ব স্ব দেশের সহিত ক্ষণিক পরিণামানুভবের দ্বারা ভিন্ন। পূর্ব্বেকার ভিন্নদেশপরিণাম-বিশিষ্ট ক্ষণের অনুভবই (জ্ঞাতার অজ্ঞাতে দেশান্তর প্রাপ্ত) আমলকদ্বয়ের ভিন্নতা-বিবেকের কারণ। এই স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে পরমাণুদ্বয়ের জাতি, লক্ষণ ও দেশ তুল্য হইলে (তাহাদের মধ্যে) পূর্ব্ব পরমাণুর দেশসহগত-ক্ষণিকপরিণামের সাক্ষাৎকার হইতে, এবং উত্তর পরমাণুতে সেই পূর্ব্ব পরমাণুর দেশসহগত ক্ষণিক পরিণাম না পাওয়াতে, (অতএব তদুভয়ের দেশসহগত-ক্ষণভেদহেতু), উত্তর পরমাণুর ক্ষণযুক্ত দেশপরিণাম ভিন্ন। সুতরাং যোগীশ্বরের (তদুভয় পরমাণুরও) ভিন্নতাবিবেক হয়। অপরেরা বলেন অন্ত্য যে বিশেষ সকল তাহাই ভিন্নতাপ্রত্যয় করায়। তাহাদের মতেও দেশ এবং লক্ষণের ভেদ এবং মূর্ত্তি, ব্যবধি (২) ও জাত-ভেদ অন্যত্বের হেতু। ক্ষণভেদই (চরম ভেদ, তাহা) কেবল যোগীর বুদ্ধিগম্য। এই জন্য বার্ষগণ্য আচার্য্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে "মূর্ত্তিভেদ, ব্যবধিভেদ ও জাতিভেদ-শূন্যতা হেতু মূলদ্রব্যের পৃথক্ত্ব নাই" ইতি।

টীকা—৫৩। (১) স্থূল দৃষ্টিতে অনেক দ্রব্য সমানাকার দেখায়। তাহাদের ভেদ আমরা বুঝিতে পারি না। যেমন দুইটী নূতন পয়সা। তাহাদের বদ্‌লাইয়া দিলে কোন্‌টা প্রথম, কোন্‌টা দ্বিতীয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু দুইটাকে অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে

তাহাদের এরূপ প্রভেদ দেখা যাইবে, যে তখন বুঝা যাইবে কোন্‌টা প্রথম এবং কোন্‌টা দ্বিতীয়।

বিবেকজজ্ঞানও সেইরূপ। তাহাদ্বারা সূক্ষ্মতমভেদ লক্ষিত হয়। ক্ষণে যে পরিণাম হয়, তাহাই সূক্ষ্মতমভেদ। তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভেদ আর নাই। বিবেকজজ্ঞান তাহারই জ্ঞান

ভেদজ্ঞান তিন প্রকারে হয় :—জাতিভেদের দ্বারা, লক্ষণভেদের দ্বারা ও দেশভেদের দ্বারা। যদি এমন দুইটী বস্তু থাকে যাহাদের ওরূপ জাত্যাদিভেদ গোচর নহে, তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাদের ভেদ জ্ঞাতব্য হয় না। বিবেকজজ্ঞানে তাহা হয়।

মনে কর দুইটী সম্পূর্ণতুল্য সুবর্ণ-গোলক। একটী পূর্ব্বে প্রস্তুত, একটী পরে প্রস্তুত। যে স্থানে পূর্ব্বটি ছিল সে স্থানে পরটি রাখা গেল। সাধারণ প্রজ্ঞার এমন সামর্থ্য নাই যে তাহা পূর্ব্ব কি পর তাহা বলিয়া দেয়। কারণ উহাদের জাতিভেদ, লক্ষণভেদ ও দেশভেদ নাই। উত্তরটি পূর্ব্বের সহিত একজাতীয়, একলক্ষণযুক্ত এবং একদেশেস্থিত। বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা সেই ভেদ লক্ষিত হয়, পরটি অপেক্ষা পূর্ব্বটি অনেকক্ষণাবচ্ছিন্ন পরিণাম অনুভব করিয়াছে। যোগী ইহা সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারেন যে ইহা পূর্ব্ব, ইহা উত্তর। এই বিষয় ভাষ্যকার উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন। দেশসহগত ক্ষণিক পরিণাম অর্থে কোন দ্রব্য যে স্থানে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সেই স্থানে তাহার যে পরিণাম হইয়াছে।

অবশ্য যোগী ইহার দ্বারা আমলক বা সুবর্ণগোলকের ভেদ বুঝিতে যান না, কিন্তু তত্ত্ববিষয়ক সূক্ষ্মভেদ বা পরমাণুগতভেদ বুঝিয়া তত্ত্বজ্ঞান অথবা ত্রিকালাদিজ্ঞান লাভ করেন। পরসূত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে ॥

৫৩। (২) মতান্তরে চরম বিশেষ সকল বা ভেদক ধর্ম্মসকল হইতে ভেদজ্ঞান হয়। তাহাতেও সূত্রোক্ত ত্রিপ্রকার ভেদক হেতু আইসে। কারণ উক্তবাদীরাও ভেদক অন্ত্য বিশেষকে দেশভেদ, মূর্ত্তিভেদ, ব্যবধিভেদ ও জাতিভেদ বলেন। মূর্ত্তি অর্থে টীকাকারদের মতে সংস্থান অথবা শরীর। তদপেক্ষা মূর্ত্তি অর্থে শব্দস্পর্শাদিধর্ম্মের এবং অন্য ধর্ম্মের বিশেষ অবস্থা হইলে ঠিক হয়। তদবধি বা ব্যবধি = আকার। ইষ্টকের যে চক্ষুগ্রাহ্য বিশেষ বর্ণ, যাহা কথায় সম্যক্ প্রকাশ করা যায় না, তাহাই তাহার মূর্ত্তি। এবং তাহার চক্ষুগ্রাহ্য আকার ব্যবধি।

মূর্ত্ত্যাদি ভেদ লোকবুদ্ধিগম্য, কিন্তু ক্ষণভেদ যোগীর বুদ্ধিগম্য। ক্ষণের উপরে আর অন্ত্য বিশেষ নাই। ক্ষণগত ভেদই চরমভেদ। বার্ষগণ্য আচার্য্য বলিয়াছেন মূর্ত্ত্যাদি ভেদ না থাকাতে মূলে পৃথক্‌ত্ব নাই ; অর্থাৎ প্রধানেতে কিছু স্বগত ভেদ নাই। অব্যক্তাবস্থায় অথবা গুণের স্বরূপাবস্থায় সমস্ত ভেদ অস্তমিত হয়। অর্থাৎ ক্ষণাবচ্ছিন্ন যে পরিণাম হয়, তাহাই সূক্ষ্মতম ভেদ। তাদৃশ ক্ষণিক ভেদজ্ঞান (প্রত্যয়) বুদ্ধির সূক্ষ্মতম অবস্থা। তদুপরিস্থ সূক্ষ্ম পদার্থের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তাহা অব্যক্ত। অব্যক্ত যখন গোচর হয় না, তখন তাহাতে ভেদজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অব্যক্তরূপ মূলে আর বস্তুর পৃথক্‌ত্ব কল্পনীয় নহে।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা-বিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥৫৪॥

ভাষ্যম্—তারকমিতি স্বপ্রতিভোত্থমনৌপদেশিক মিত্যর্থঃ সর্ব্ববিষয়ং নাস্য কিঞ্চিদ-বিষয়ীভূত মিত্যর্থঃ, সর্ব্বথাবিষয়ম্ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নং সর্ব্বং পর্য্যায়ৈঃ সর্ব্বথা জানাতীতি

অর্থঃ, অক্রমমিতি একক্ষণোপারূঢ়ং সর্ব্বং সর্ব্বথা গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ, এতদ্বিবেকজং জ্ঞানং পরিপূর্ণম্ অস্যৈবাংশো যোগপ্রদীপঃ, মধুমতীং ভূমিমুপাদায় যাবদস্য পরিসমাপ্তিরিতি ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৫৪। বিবেকজ জ্ঞান তারক, সর্ব্ববিষয়, সর্ব্বথাবিষয়, এবং অক্রম। সূ

তারক অর্থাৎ স্বপ্রতিভোৎপন্ন, অনৌপদেশিক। সর্ব্ববিষয় অর্থাৎ তাহার কিছুমাত্র অবিষয়ীভূত নাই। সর্ব্বথাবিষয় অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয়ের অবান্তর বিশেষের সহিত সর্ব্বথা জ্ঞান হয়। অক্রম অর্থাৎ একই ক্ষণে বুদ্ধ্যুপারূঢ় সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্বথা গ্রহণ হয়। এই বিবেকজ জ্ঞান পরিপূর্ণ। যোগপ্রদীপও (প্রজ্ঞালোক) (১) এই বিবেকজ জ্ঞানের অংশস্বরূপ, ইহা মধুমতী বা ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিসমাপ্তি বা সপ্ত প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা পর্য্যন্ত স্থিত।

টীকা—৫৪। (১) যোগপ্রদীপ—প্রজ্ঞালোকযুক্ত যোগ বা অপর-প্রসংখ্যানরূপ সম্প্রজ্ঞাত। বিবেকখ্যাতিও সম্প্রজ্ঞাতযোগ তাহাকে পরম প্রসংখ্যান বলা যায়। ১।১ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। প্রসংখ্যানের দ্বারা ক্লেশ দগ্ধবীজকল্প হয়। আর পরম প্রসংখ্যানের দ্বারা চিত্ত প্রলীন হয়। বিবেকজজ্ঞান প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা। প্রসংখ্যানরূপ যোগপ্রদীপ তাহার প্রথমাংশভূত। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই অপর প্রসংখ্যান, তাহার পর হইতে অর্থাৎ মধুমতী ভূমির পর হইতে চিত্তের প্রলয় পর্য্যন্ত বিবেকের দ্বারা চিত্ত অধিকৃত থাকে।

ভাষ্যম্—প্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্যাপ্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্য বা—

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥

যদা নির্দ্ধূতরজস্তমোমলং বুদ্ধিসত্ত্বং পুরুষস্যান্যতাপ্রত্যয়মাত্রাধিকারং দগ্ধক্লেশবীজং ভবতি তদা পুরুষস্য শুদ্ধিসারূপ্যমিবাপন্নং ভবতি, তদা পুরুষস্যোপচরিত-ভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ, এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্যানীশ্বরস্য বা বিবেকজজ্ঞানভাগিন ইতরস্য বা, নহি দগ্ধক্লেশবীজস্য জ্ঞানে পুনরপেক্ষা কাচিদস্তি, সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণৈতৎসমাধিজমৈশ্বর্য্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চোপক্রান্তম্, পরমার্থতস্তু জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলঃ কেবলী ভবতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি পাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে বিভূতিপাদস্তৃতীয়ঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৫৫। বিবেকজ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অথবা তাহা না প্রাপ্ত হইলেও "বুদ্ধিসত্ত্বের ও পুরুষের যে শুদ্ধি ও সাম্য তাহাই কৈবল্য"। সূ (১)

যখন বুদ্ধিসত্ত্ব রজস্তমোমলশূন্য, পুরুষের পৃথকৃত্ব-খ্যাতি-মাত্র-ক্রিয়া-যুক্ত, দগ্ধক্লেশবীজ হয়, তখন তাহা (বুদ্ধিসত্ত্ব) শুদ্ধতাহেতু পুরুষের সদৃশ হয়। আর তখনকার ঔপচারিক ভোগাভাবই পুরুষের শুদ্ধি। এই অবস্থায় ঈশ্বর বা অনীশ্বর, বিবেকজ-জ্ঞান-ভাগী অথবা অতদ্ভাগী সকলেরই কৈবল্য হয়। ক্লেশ বীজ দগ্ধ হইলে আর জ্ঞানের কোন অপেক্ষা থাকে না। সত্ত্বশুদ্ধির দ্বারা এই সকল সমাধিজ ঐশ্বর্য্য এবং জ্ঞান হওয়া প্রোক্ত হইয়াছে। পরমার্থত (২) জ্ঞানের

(বিবেকখ্যাতির) দ্বারা অদর্শন নিবৃত্ত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে আর উত্তরকালে ক্লেশ আসে না। ক্লেশাভাবে কর্ম্মবিপাকাভাব হয়। এবং ঐ অবস্থায় গুণ সকল চরিতকর্ত্তব্য হইয়া পুনরায় আর পুরুষের দৃশ্যরূপে উপস্থিত হয় না। তাহাই পুরুষের কৈবল্য; সেই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপমাত্রজ্যোতি, অমল ও কেবলী হন॥

ইতি পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যের তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—৫৫। (১) বিবেকখ্যাতি কৈবল্যের সাধক, কিন্তু বিবেকজসিদ্ধি-রূপ তারকজ্ঞান কৈবল্যের সাধক নহে, বরং বিরুদ্ধ। অতএব বিবেকজজ্ঞান সাধন না করিলেও কৈবল্য হয়। ২।৪৩।১ দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধিসত্ত্ব এবং পুরুষের শুদ্ধি ও সাম্য বা সাদৃশ্য হইলে তবে কৈবল্যসিদ্ধি হয়। এই বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধি এবং সাম্য কৈবল্য নহে; কিন্তু তাহা কৈবল্যের হেতু। বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি-সাম্য অর্থে শুদ্ধ পুরুষের সহিত সাদৃশ্য। পূর্ব্বোক্ত পৌরুষ প্রত্যয় বা 'আমি পুরুষ' এইরূপ জ্ঞানমাত্রে চিত্ত প্রতিষ্ঠ হইলে বুদ্ধি বা আমি পুরুষের সমানবৎ হয়। সুতরাং পুরুষ যেমন শুদ্ধ বা নিঃসঙ্গ বুদ্ধিও তাহার মত হয়। ইহাই বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি ও পুরুষের সহিত সাম্য। সেই অবস্থায় রজস্তমোমল হইতেও বুদ্ধিসত্ত্বের সম্যক্ শুদ্ধি হয়। তাহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব। পুরুষ স্বভাবত শুদ্ধ ও স্বরূপস্থ, অতএব তাঁহার শুদ্ধি ও সাম্য ঔপচারিক, প্রকৃত নহে। মেঘমুক্ত রবিকে যেমন শুদ্ধ বলা যায়, সেইরূপ পুরুষের শুদ্ধি। পুরুষের অশুদ্ধি অর্থে ভোগের সহিত সঙ্গ। উপচরিত ভোগ না হইলেই পুরুষ শুদ্ধ হইলেন ইহা বলা যায়। আর পুরুষের অসাম্য অর্থে বুদ্ধির বা বৃত্তির সহিত সারূপ্য। বৃত্তি প্রলীন হইলে পুরুষকে স্বরূপস্থ বলা হয়। পুরুষের সাম্য অর্থে নিজের সহিত সাম্য বা সাদৃশ্য।

বুদ্ধি যখন পুরুষের মত হয়, তখন তাহার নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে—বুদ্ধির মত প্রতীয়মান পুরুষ তখন নিজের মত প্রতীত হন। তাহাই কৈবল্য। কৈবল্য অর্থে 'কেবল' পুরুষ থাকা এবং বুদ্ধির নিবৃত্তি হওয়া। অতএব কৈবল্যে পুরুষের কিছু অবস্থান্তর হয় না, বুদ্ধিরই প্রলয় হয়।

৫৫। (২) পরমার্থ অর্থে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। পরমার্থ সাধন বিষয়ে বিবেকজজ্ঞান এবং তজ্জাত অলৌকিক শক্তির অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা নাই। কারণ অলৌকিক জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দুঃখের মূল, তাহার নাশ, জ্ঞানের বা বিবেকখ্যাতির দ্বারা হয়। তাহা হইলে চিত্ত প্রলীন হয়, সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক বিয়োগ হয়। তাহাই পরমার্থসিদ্ধি।

ইতি তৃতীয় বিভূতিপাদের টীকা সমাপ্ত।

ও

কৈবল্যপাদঃ । ৪ ।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ । ১ ।

ভাষ্যম্—দেহান্তরিতা জন্মনাসিদ্ধিঃ, ঔষধিভিঃ—অসুর ভবনেষু রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ—আকাশগমনাঽণিমাদিলাভঃ, তপসা সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেব মাদি, সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ । ১ ।

ভাষ্যানুবাদ—১। সিদ্ধি সকল জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই পঞ্চপ্রকারে উৎপন্ন হয়। সূ

দেহান্তরগ্রহণকালে উৎপন্ন সিদ্ধি জন্মের দ্বারা হয়। ঔষধ সকলের দ্বারা অর্থাৎ অসুর ভবনে রসায়নাদির দ্বারা ঔষধজসিদ্ধি হয়। মন্ত্রের দ্বারা আকাশগমন ও অণিমাদি লাভ হয়। তপস্যার দ্বারা সংকল্পসিদ্ধ কামরূপী হইয়া যত্রতত্র কামমাত্র গমনক্ষম হয়েন ইত্যাদি। সমাধি-জাত সিদ্ধি সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ (১)

টীকা—১। (১) পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিসকলের এক বা অনেক কখন কখন যোগব্যতীত অন্য রূপেও প্রাদুর্ভূত হয়। কাহারও জন্ম অর্থাৎ বিশেষ প্রকার শরীরের ধারণের সহিত সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। যেমন ইহলোকে ক্লেয়ারভয়ান্স বা অলৌকিক দৃষ্টি, পরচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতি প্রকৃতি-বিশেষের দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়। যোগের সহিত তাহার কিছু সম্পর্ক নাই। সেইরূপ পুণ্যকর্ম্ম-ফলে দৈবশরীর গ্রহণ করিলে তচ্ছরীরীয় সিদ্ধিও প্রাদুর্ভূত হয়।

ঔষধির দ্বারাও সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। ক্লোরোফর্ম্মাদি আঘ্রাণ কালে কাহারও কাহারও শরীরের জড়ীভাব হওয়াতে শরীর হইতে বহির্গমনের ক্ষমতা হয়। সর্ব্বাঙ্গে hemlock আদি ঔষধ লেপন করিয়া শরীরের বাহিরে যাইবার ক্ষমতা হয়, এরূপও শুনা যায়। য়ুরোপের ডাকিনীরা এইরূপে শরীরের বাহিরে যাইত বলিয়া বর্ণিত হয়। ভাষ্যকার অসুর ভবনের উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা কোথায় তদ্বিষয়ে অধুনা লোকের অভিজ্ঞতা নাই। ফলে ঔষধের দ্বারা শরীর কোনরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোন কোন ক্ষুদ্র সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে তাহা নিশ্চিত। পূর্ব্বজন্মের জপাদিজনিত, উপযুক্ত, সিদ্ধপ্রকৃতির কর্ম্মাশয় সঞ্চিত থাকিলে, মন্ত্রজপের দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইয়া বশীকরণ (মেস্‌মেরিজম) আদি সিদ্ধি ইহজন্মে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে।

উৎকট তপস্যার দ্বারাও ঐরূপে উত্তম সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। কারণ, তাহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যজনিত শরীরের পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত শুভ কর্ম্মাশয় ফলোন্মুখ হয়।

যোগ ব্যতীত এই সব উপায়েও সিদ্ধি হইতে পারে। জন্মজাদি সিদ্ধি সকল জন্ম মন্ত্র ঔষধি আদি নিমিত্তের দ্বারা উদ্ঘাটিত কর্ম্মাশয় হইতে প্রজাত হয়।

ভাষ্যম—তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়-পরিণতানাম্—

জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ। ২।

পূর্ব্বপরিণামাঽপায় উত্তরপরিণামোপজন স্তেষামপূর্ব্বাবয়বাঽনুপ্রবেশাদ্ ভবতি, কায়েন্দ্রিয়-প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকার মনুগৃহ্নন্ত্যাপূরণেন ধর্ম্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি। ২।

ভাষ্যানুবাদ—২। তন্মধ্যে ভিন্ন জাতিতে পরিণত কায়েন্দ্রিয়াদির "প্রকৃত্যাপূরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হয়।" সূ

তাহাদের যে পূর্ব্ব পরিণামের নাশ ও উত্তর পরিণামের আবির্ভাব তাহা অপূর্ব্ব (অর্থাৎ উত্তরের অনুগুণ) যে অবয়ব, তাহার অনুপ্রবেশ হইতে হয়। কায়েন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সকল আপূরণের বা অনুপ্রবেশের দ্বারা স্ব স্ব বিকারকে অনুগ্রহণ করে (১)। (অনুপ্রবেশে প্রকৃতিরা) ধর্ম্মাদি নিমিত্তের অপেক্ষা করে ॥

টীকা—২। (১) মনুষ্যে যেরূপ শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়চিত্তাদি দেখা যায় তাহারা মানুষ-প্রকৃতিক। সেইরূপ দেবপ্রকৃতিক, নিরয়প্রকৃতিক, তির্য্যক্-প্রকৃতিক প্রভৃতি করণশক্তি আছে। সর্ব্ব জীবের করণশক্তিতে সেই করণের যত প্রকার পরিণাম হইতে পারে তাহার প্রকৃতি অন্তর্নিহিত আছে। যখন এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পরিণাম হয়, তখন সেই অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে যেটী উপযুক্ত নিমিত্তের দ্বারা অবসর পায়, সেটাই আপূরিত বা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজের অনুরূপ ভাবে সেই করণকে পরিণত করায়। প্রকৃতির অনুপ্রবেশ কিরূপে হয় তাহা পরসূত্রে উক্ত হইয়াছে।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ। ৩।

ভাষ্যম—নহি ধর্ম্মাদিনিমিত্তং প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ভবতি ন কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ত্যত ইতি, কথন্তর্হি,বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবদ্,যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদপাম্পূরণাৎ (পূর্ণাৎ) কেদারান্তরং পিপ্লাবয়িষুঃ সমং নিম্নং নিম্নতরং বা নাপঃ পাণিনাপকর্ষতি,আবরণং তু আসাং ভিনত্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেবাপঃ কেদারান্তরম্ আপ্লাবয়ন্তি, তথা ধর্ম্মঃ প্রকৃতীনা মাবরণ মধর্ম্মং ভিনত্তি তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেব প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকার মাপ্লাবয়ন্তি, যথা বা স এব ক্ষেত্রিকস্তস্মিন্নেব কেদারে ন প্রভবত্যৌদকান্ ভৌমান্ বা রসান্ ধান্যমূলান্যনুপ্রবেশয়িতুং কিন্তর্হি মুদ্গগবেধুক-শ্যামাকাদীন্ ততোঽপকর্ষতি, অপকৃষ্টেষু তেষু স্বয়মেব রসা ধান্যমূলান্যনুপ্রবিশন্তি, তথা ধর্ম্মো নিবৃত্তিমাত্রে কারণ মধর্ম্মস্য, শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোরত্যন্তবিরোধাদ্। ন তু প্রকৃতিপ্রবৃত্তৌ ধর্ম্মো হেতুর্ভবতি। অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্য্যাঃ বিপর্য্যেণাপ্যধর্ম্মো ধর্ম্মং বাধতে, ততশ্চাশুদ্ধিপরিণাম ইতি, তত্রাপি নহুষাজগরাদয় উদাহার্য্যাঃ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ—নিমিত্ত, প্রকৃতিসকলের প্রয়োজক নহে, তাহা হইতে বরণভেদ হয় মাত্র। ক্ষেত্রিকের আলিভেদ করিয়া জল প্রবাহিত করার ন্যায় নিমিত্ত সকল অনিমিত্ত সকলকে ভেদ করিলে প্রকৃতি স্বয়ং অনুপ্রবেশ করে। সূ

ধর্ম্মাদি নিমিত্ত প্রকৃতির প্রয়োজক নহে। (যে হেতু) কার্য্যের দ্বারা কখনও কারণ প্রবর্ত্তিত হয় না। তবে তাহা কিরূপ?—"ক্ষেত্রিকের বরণভেদমাত্রের মত।" যেমন, ক্ষেত্রিক জলপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে অন্য এক সম, নিম্ন বা নিম্নতর ক্ষেত্রকে জলে প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করিলে হস্তের দ্বারা জল সেচন করে না, কিন্তু সেই জলের আবরণ বা আলি ভে

করিয়া দেয়, আর তাহা ভেদ করিলে জল স্বতঃই সেই ক্ষেত্র প্লাবিত করে, সেইরূপ প্রকৃতি সকলের আবরণভূত অধর্মকে ধর্ম্ম ভেদ করে ; তাহা ভিন্ন হইলে প্রকৃতি সকল স্বতই নিজ নিজ বিকারকে আপ্লাবিত করে। অথবা যেমন সেই ক্ষেত্রিক সেই ক্ষেত্রের জলীয় বা ভৌম রস ধান্যমূলে অনুপ্রবেশ করাইতে পারে না, কিন্তু সে মুদ্গ, গবেধুক, শ্যামাক প্রভৃতি ক্ষেত্রমল বা আগাছা সকলকে তাহা হইতে উঠাইয়া ফেলে, আর তাহা উঠাইলে রস সকল যেমন স্বয়ং ধান্য-মূলে অনুপ্রবিষ্ট হয় ; তেমনি ধর্ম্ম কেবল অধর্ম্মের নিবৃত্তি বা অভিভব করে। কেননা শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অত্যন্ত বিরুদ্ধ। পরন্তু ধর্ম্ম প্রকৃতির প্রবর্ত্তনের হেতু নহে (১)। এবিষয়ে নন্দীশ্বর প্রভৃতি উদাহরণ। এইরূপে বিপরীত ক্রমে অধর্ম্মও ধর্ম্মকে অভিভূত করে, তাহাই অশুদ্ধি-পরিণাম। এ বিষয়েও নহুষাজগর প্রভৃতি উদাহার্য্য ॥

টীকা—৩। (১) যেমন একখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে অসংখ্য প্রকারের মূর্ত্তি আছে বলা যাইতে পারে, সেইরূপ প্রত্যেক করণশক্তিতে অসংখ্য প্রকৃতি আছে। যেমন কেবল বাহুল্যাংশ কর্ত্তন করিলে একখণ্ড প্রস্তর হইতে যে কোন মূর্ত্তি প্রকটিত হয় ; তাহাতে কিছু যোগ করিতে হয় না ; করণ প্রকৃতিও সেইরূপ। বাহুল্যকর্ত্তনই ঐ দৃষ্টান্তে নিমিত্ত। সেই নিমিত্তের দ্বারা অভীষ্ট মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। করণপ্রকৃতিও সেইরূপ নিমিত্তের দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির ক্রিয়ার নামই ধর্ম্ম। যেমন দিব্য-শ্রুতি নামক প্রকৃতির ধর্ম্ম, দূরশ্রবণ। যে প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে তাহার বিপরীত ধর্ম্মের নাশ হইলেই, তাহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই করণকে পরিণামিত করে। যেমন দূর-শ্রুতি একটি দিব্যশ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি, ঐ প্রকৃতির ধর্ম্ম দূরশ্রবণ। তাহা মানুষ শ্রুতির কর্ম্মাভ্যাস করিলে হয় না, অর্থাৎ যতই মানুষ ভাবে দূরশ্রবণ অভ্যাস কর না কেন দিব্য শ্রুতি কখনও লাভ করিতে পারিবে না। তবে মানুষশ্রুতির কর্ম্ম রোধ করিলে (অবশ্য দিব্যশ্রুতির অনুকূলভাবে ; যেমন শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধসংযমে) দিব্য শ্রবণ স্বয়ং প্রকাশিত হয়। দিব্য শ্রবণ শক্তি তদ্দ্বারা নির্ম্মিত হয় না। কারণ, শ্রোত্রাকাশের সম্বন্ধসংযম দিব্যশ্রুতির উপাদান কারণ নহে। ধর্ম্ম = প্রকৃতির নিজের ধর্ম্ম (গুণ)। অধর্ম্ম = বিরুদ্ধ প্রকৃতির ধর্ম্ম।

ভাষ্যস্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম শব্দ পুণ্য ও অপুণ্য অর্থে প্রযুক্ত উদাহরণ মাত্র। সাধারণ নিয়ম বুঝিতে গেলে—ধর্ম্ম = স্বধর্ম্ম, অধর্ম্ম = বিধর্ম্ম।

শ্রবণশক্তি কারণ, শ্রবণক্রিয়া তাহার কার্য্য। কার্য্যের দ্বারা কারণ প্রয়োজিত হয় না, সুতরাং মাত্র শ্রবণ করা অভ্যাস করিলে তাহার দ্বারা অন্য কোন প্রকৃতির শ্রবণশক্তি জন্মায় না। শ্রবণ করা শ্রবণশক্তির উপাদান নহে।

শ্রবণশক্তি আছে ও তাহা ত্রিগুণানুসারে নানা প্রকৃতির হইতে পারে, তন্মধ্যে এক প্রকৃতির ধর্ম্মকে নিরোধ করিলে অন্য প্রকৃতি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়। মানুষ প্রকৃতির ধর্ম্ম দৈব প্রকৃতির বিরুদ্ধ। সুতরাং বিরুদ্ধ মানুষ ধর্ম্মের নিরোধরূপ নিমিত্ত হইতে দিব্য প্রকৃতি স্বয়ং অভিব্যক্ত হয়।

সূত্রকার এ বিষয়ে ক্ষেত্রিকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং ভাষ্যকার ক্ষেত্রমল বা আগাছার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিমিত্ত প্রকৃতির প্রয়োজক নহে, কিন্তু বিধর্ম্মের অভিভবকারী; তাহাতে প্রকৃতি স্বয়ং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অভিব্যক্ত হয়।

কুমার নন্দীশ্বর ধর্ম্ম ও কর্ম্মবিশেষের দ্বারা অধর্ম্মকে নিরুদ্ধ করাতে, তাঁহার দৈব প্রকৃতি ইহ জীবনেই প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাতে তাঁহার দেবত্বপরিণাম হয়। নহুষ রাজার সেইরূপ পাপের দ্বারা দিব্য ধর্ম্ম নিরুদ্ধ হইয়া অজগরপরিণাম হয়, এইরূপ পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে।

ভাষ্যম্—যদাতু যোগী বহূন্ কায়ান্ নির্ম্মিমীতে তদা কিমেকমনস্কা স্তে ভবন্ত্যথানেক-মনস্কা ইতি—

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ। ৪।

অস্মিতামাত্রং চিত্তকারণ-মুপাদায় নির্ম্মাণচিত্তানি করোতি, ততঃ সচিত্তানি ভবন্তি। ৪

ভাষ্যানুবাদ—৪। যখন যোগী অনেক শরীর নির্ম্মাণ করেন তখন কি তাহারা একমনস্ক অথবা অনেকমনস্ক হয়? (এই হেতু বলিতেছেন) "অস্মিতামাত্রের দ্বারা নির্ম্মাণচিত্ত সকল করেন"। সূ

চিত্তের কারণ অস্মিতামাত্রকে (১) গ্রহণ করিয়া নির্ম্মাণচিত্ত সকল করেন, তাহা হইতে (নির্ম্মাণশরীর সকল) সচিত্ত হয়।

টীকা—৪। (১) প্রসংখ্যানের দ্বারা দগ্ধ-বীজকল্প চিত্তের সংস্কারাভাবে স্বারসিক কার্য্য থাকে না। তাদৃশ যোগীরাও ভূতানুগ্রহ আদির জন্য জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ করিয়া থাকেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন:—অস্মিতামাত্রের দ্বারা অর্থাৎ তখন-কার সংস্কারহীন বুদ্ধিতত্ত্বরূপ অস্মিতার দ্বারা যোগী চিত্ত নির্ম্মাণ করেন ও তদ্দ্বারা কার্য্য করেন। নির্ম্মাণচিত্ত ইচ্ছামাত্রের দ্বারা রুদ্ধ হয় বলিয়া তাহাতে অবিদ্যা সংস্কার জমিতে পায় না ও তজ্জন্য তাহা বন্ধের কারণ হয় না।

যদি চিত্তকে নিত্যকালের জন্য প্রলীন করার সঙ্কল্প করিয়া যোগী চিত্তকে প্রলীন করেন, তবে অবশ্য নির্ম্মাণচিত্ত আর হয় না। কিন্তু যোগী যদি কোন অবচ্ছিন্ন কালের জন্য চিত্তকে নিরোধ করেন, তবে সেই কালের পর চিত্ত উত্থিত হয় ও যোগী নির্ম্মাণচিত্ত করিতে পারেন।

ঈশ্বর এইরূপে কল্পান্তে নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা মুমুক্ষুদের অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বর তাদৃশ অনু-গ্রহের সঙ্কল্পপূর্ব্বক চিত্ত নিরুদ্ধ করাতে যথাকালে তাহা পুনরুত্থিত হয়। যেমন ধানুষ্ক অল্প দূর বাণক্ষেপ করিতে হইলে তদুপযুক্ত শক্তি মাত্র প্রয়োজিত করে, যোগীরাও সেইরূপ উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অবচ্ছিন্ন কালের জন্য চিত্তকে নিরুদ্ধ করেন। অর্থাৎ যোগীরা অবচ্ছিন্ন কালের জন্য চিত্তনিরোধ করিতে পারেন, অথবা প্রলীন (পুনরুত্থানশূন্য লয়) করিতেও পারেন।

———

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্। ৫।

ভাষ্যম্—বহূনাং চিত্তানাং কথমেক-চিত্তাভিপ্রায়-পুরঃসরা প্রবৃত্তিরিতি সর্ব্বচিত্তানাং প্রয়োজকং চিত্তমেকং নির্ম্মিমীতে ততঃ প্রবৃত্তিভেদঃ।

ভাষ্যানুবাদ - ৫। এক চিত্ত বহু নির্ম্মাণচিত্তের প্রবৃত্তিভেদবিষয়ে প্রয়োজক। সূ

বহু চিত্তের কিরূপে একচিত্তাভিপ্রায়পূর্ব্বক প্রবৃত্তি হয়?—যোগী সমস্ত নির্ম্মাণচিত্তের প্রয়োজক করিয়া এক চিত্ত নির্ম্মাণ করেন তাহা হইতে প্রবৃত্তি ভেদ হয় (১)।

টীকা - ৫। (১) যোগীরা যুগপৎ বহু নির্ম্মাণচিত্তও নির্ম্মিত করিতে পারেন। তাহাতে শঙ্কা হইবে কিরূপে এক ভাবে বহু চিত্ত প্রয়োজিত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন যে মূলী-ভূত এক উৎকর্ষযুক্ত চিত্ত বহুচিত্তের প্রয়োজক হইতে পারে। একই অন্তঃকরণ যেমন নানা প্রাণ ও নানা ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের প্রয়োজক হয়, সেইরূপ। অবশ্য যুগপৎ সমস্ত চিত্তের দর্শন সম্ভব নহে। কিন্তু যুগপতের ন্যায় (যেমন অলাতচক্র) সমস্তের দর্শন হয়। অক্রম, তারক জ্ঞান আয়ত্ত হইলে যুগপতের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ের দর্শন হয়। অর্থাৎ প্রয়োজক চিত্ত ও প্রয়োজিত বহু চিত্ত এবং তাহাদের বিষয় যুগপতের ন্যায় দ্রষ্টার দৃশ্য হয়। বহু চিত্তের বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি থাকিলেও ঐরূপে তাহা সিদ্ধ হয় এবং পরস্পরের সহিত সাঙ্কর্য্য হয়।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্—পঞ্চবিধং নির্ম্মাণচিত্তং জন্মৌষধি-মন্ত্রতপঃসমাধিজা সিদ্ধয় ইতি। তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশয়ং তস্যৈব নাস্ত্যাশয়ো রাগাদিপ্রবৃত্তির্নাতঃ পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ, ক্ষীণ-ক্লেশত্বাদ্ যোগিন ইতি, ইতরেষাং তু বিদ্যতে কর্ম্মাশয়ঃ। ৬।

ভাষ্যানুবাদ—৬। সিদ্ধ চিত্তের মধ্যে ধ্যানজ চিত্ত অনাশয়। সূ

নির্ম্মাণচিত্ত বা সিদ্ধ-চিত্ত (১) পঞ্চবিধ, যেহেতু জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি-জাত সিদ্ধি। তন্মধ্যে যাহা ধ্যানজ চিত্ত তাহা অনাশয় অর্থাৎ তাহার আশয় বা রাগাদি প্রবৃত্তি নাই, এবং সেজন্য পুণ্যপাপের সহিত সম্বন্ধ নাই। কেননা যোগীরা ক্ষীণক্লেশ। ইতর সিদ্ধদের কর্ম্মাশয় বর্ত্তমান থাকে ॥

টীকা—৬। (১) এ স্থলে নির্ম্মাণচিত্ত অর্থে সিদ্ধচিত্ত, যাহা মন্ত্রাদির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধ্যানজ অর্থে যোগসাধনজাত। যোগ বা সমাধির আশয় পূর্ব্বে থাকে না, কারণ পূর্ব্বে যে সমাধি নিষ্পন্ন হয় নাই তাহা এই জন্ম গ্রহণের দ্বারা জানা যায়। অতএব যোগজ সিদ্ধ চিত্ত আশয় বা বাসনাভূত প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতে হয় না। তাহা পূর্ব্বে অননুভূত এক প্রকৃতির অনুপ্রবেশ হইতে হয়। অন্য সিদ্ধি কর্ম্মাশয়জাত। সমাধি কখনও পূর্ব্ব মনুষ্য-জন্মে আচরিত কর্ম্মের ফল হয় না। কারণ, সমাধিসিদ্ধ হইলে আর মানুষ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শাস্ত্রে আছে—বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। ইত্যাদি। অর্থাৎ সমাধি-সিদ্ধ হইলে সেই জন্মেই মুক্তিলাভ করা যায় অথবা পুনশ্চ আর স্থূল জন্ম হয় না। সুতরাং সমাধিজ সিদ্ধি আশয়জ নহে। জন্মজাদি সিদ্ধিতে যেরূপ সিদ্ধকে অবশ হইয়া তাহা ব্যবহার করিতে হয়। ধ্যানজ সিদ্ধিতে সেরূপ নহে। কারণ তাহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তাহা রাগাদি-নাশের হেতু; কারণ তাহা আশয়ের ক্ষয়কারীও হইতে পারে। অনাশয় অর্থে বাসনাজাতও নহে এবং বাসনার সংগ্রাহকও নহে। ভাষ্যকার শেষোক্ত কার্য্যই বিবৃত করিয়াছেন।

যতঃ—কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিন স্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যম্—চতুষ্পাৎ খল্বেয়ং কর্ম্মজাতিঃ, কৃষ্ণা শুক্লকৃষ্ণা শুক্লা অশুক্লাকৃষ্ণা। তত্র কৃষ্ণা দুরাত্মনাং শুক্লকৃষ্ণা বহিঃসাধনসাধ্যা, তত্র পরপীড়ানুগ্রহদ্বারেণ কর্ম্মাশয়প্রচয়ঃ, শুক্লা তপঃস্বাধ্যায়-ধ্যানবতাং সাহি কেবলে মনস্যায়ত্তত্বাদবহিঃসাধনাধীনা ন পরান্ পীড়য়িত্বা ভবতি, অশুক্লাকৃষ্ণা সংন্যাসিনাং ক্ষীণক্লেশানাং চরমদেহানামিতি। তত্রাশুক্লং যোগিন এব ফলসন্ন্যাসাদ্ অকৃষ্ণং চানুপাদানাদ্, ইতরেষাং তু ভূতানাং পূর্ব্বমেব ত্রিবিধমিতি ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৭। যে হেতু অর্থাৎ যোগিচিত্ত অনাশয় ও অন্যের চিত্ত সাশয় বলিয়া "যোগীদের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ কিন্তু অপরের কর্ম্ম ত্রিবিধ।" সূ

এই কর্ম্মজাতি চতুর্বিধ—কৃষ্ণ, শুক্ল, কৃষ্ণশুক্ল এবং অশুক্লাকৃষ্ণ। তন্মধ্যে দুরাত্মাদের কৃষ্ণ কর্ম্ম, কৃষ্ণশুক্ল কর্ম্ম বাহ্যব্যাপারসাধ্য, তাহাতে পরপীড়া ও পরানুগ্রহের দ্বারা কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়। শুক্ল কর্ম্ম তপঃ, স্বাধ্যায় ও ধ্যান-শীলদের তাহা কেবল মনোমাত্রের অধীন বলিয়া বাহ্যসাধনশূন্য, সুতরাং পরপীড়াদি করিয়া উৎপন্ন হয় না। অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম ক্ষীণক্লেশ চরমদেহ সন্ন্যাসীদের। এতন্মধ্যে যোগীদের কর্ম্ম ফলসন্ন্যাসহেতু অশুক্ল (১), আর নিষিদ্ধকর্ম্মবিবর্জ্জনহেতু তাহা অকৃষ্ণ। ইতর প্রাণীদের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ॥

টীকা—৭। (১) পাপীদের কর্ম্ম কৃষ্ণ। সাধারণ লোকের কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ, কারণ তাহারা ভালও করে মন্দও করে। ভাল ও মন্দ কর্ম্ম ব্যতীত গৃহস্থালী চলে না। চাষ করিলে জীবহত্যা হয়, গবাদিকে পীড়ন করা হয়, স্ববিত্তরক্ষার জন্য পরকে দুঃখ দিতে হয় ইত্যাদি বহু প্রকারে পর-পীড়ন না করিলে গার্হস্থ্য চলে না। তৎসহ পুণ্য কর্ম্মও করা যায়। অতএব সাধারণ গৃহস্থ লোকদের কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ।

যাহারা কেবল তপঃধ্যানাদি বাহ্যোপকরণ-নিরপেক্ষ পুণ্য কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্ম বিশুদ্ধ শুক্ল বা পুণ্যময়; কারণ তাহাতে পরপীড়াদি অবশ্যম্ভাবী নহে।

যোগী যেরূপ কর্ম্ম করেন তাহাতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়; সুতরাং চিত্তস্থ পুণ্য এবং পাপও নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ, পুণ্যের ও পাপের সংস্কার ও আচরণ নিবৃত্ত হয় বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ। কার্য্যতঃ, তাঁহারা পাপ কর্ম্মত করেনই না, আর ধ্যানাদি যাহা পুণ্য করেন তাহা ফল-সন্ন্যাসপূর্ব্বক করেন। অর্থাৎ তাহা পুণ্যফলভোগের জন্য নহে, কিন্তু ভোগকেও নিরুদ্ধ করিবার জন্য করেন। যোগীদের তপঃস্বাধ্যায়াদি কর্ম্ম ক্লেশকে ক্ষীণ করিবার জন্য; আর তাঁহাদের বৈরাগ্যাদি কর্ম্ম সুখভোগের জন্য নহে, কিন্তু সুখদুঃখত্যাগের জন্য বা চিত্তনিরোধের জন্য। কিঞ্চ বিবেকখ্যাতি অধিগত হইলে তৎপূর্ব্বক যে শারীরাদি কর্ম্ম হয় তাহা বন্ধহেতু না-হওয়াতে এবং চিত্তনিবৃত্তির হেতু হওয়াতে সেই কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্ব্বাসনানাম্। ৮।

ভাষ্যম্—তত ইতি ত্রিবিধাৎকর্ম্মণঃ, তদ্বিপাকানুগুণানামেবেতি যজ্জাতীয়স্য কর্ম্মণো যো বিপাকস্তস্যানুগুণা যা বাসনাঃ কর্ম্মবিপাকমনুশেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ। ন হি দৈবং কর্ম্ম-বিপচ্যমানং নারকতির্য্যঙ্মনুষ্যবাসনাভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি, কিন্তু, দৈবানুগুণা এবাস্য বাসনা ব্যজ্যন্তে, নারকতির্য্যঙ্মনুষ্যেষু চৈবং সমানশ্চর্চ্চঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৮। তাহা (কৃষ্ণাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম) হইতে তাহাদের বিপাকানুরূপ বাসনার অভিব্যক্তি হয়। সু

তাহা হইতে—ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে। তদ্বিপাকানুগুণ—যজ্জাতীয় কর্ম্মের যে বিপাক তাহার অনুগুণ যে বাসনা কর্ম্মবিপাককে অনুশয়ন (অর্থাৎ বিপাকের অনুভব হইতে উৎপন্ন হইয়া আহিত হয়) করে তাহাদেরই অভিব্যক্তি হয়। দৈব কর্ম্ম বিপাক প্রাপ্ত হইয়া কখনও নারক তির্য্যক্ বা মানুষ বাসনার অভিব্যক্তির কারণ হয় না, কিন্তু দৈবের অনুরূপ বাসনাকেই অভি-ব্যক্ত করে। নারক, তৈর্য্যক ও মানুষ বাসনার সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম ॥ (১)

টীকা—৮। (১) কর্ম্মের সংস্কার—যাহার ফল হইবে—তাহার নাম কর্ম্মাশয়। আর ত্রিবিধ ফল ভোগ হইলে, তাহার অনুভবের যে সংস্কার তাহা বাসনা (২।১২ (১) টিং দ্রষ্টব্য)। মনে কর কোন কর্ম্মের ফলে একজন মানব জন্ম পাইল তাহাতে নানা সুখদুঃখ আয়ুষ্কাল যাবৎ ভোগ করিল। সেই মানব জন্মের সেই ভোগের সংস্কারই মানুষ বাসনা। তজ্জন্মে যাহা নূতন কর্ম্ম করিল, তাহার সংস্কার কর্ম্মাশয়। মনে কর সে পাশব কর্ম্ম করিল, তাহাতে পশু হইয়া জন্মাইল। কিন্তু সেই মানব বাসনা তাহার রহিয়া গেল। এইরূপে অসংখ্য বাসনা আছে।

সেই ব্যক্তির পূর্ব্বের কোন পশুজন্মের পাশব বাসনা ছিল। উক্ত মানবজন্মে কৃত পশূচিত কর্ম্ম সেই পাশব বাসনাকে অভিব্যক্ত করিবে। অতএব বলিয়াছেন কর্ম্ম (কর্ম্মসংস্কার) অনুগুণ

বা অনুরূপ বাসনাকে অভিব্যক্ত করে। সেই বাসনাই র প্রকৃতিস্বরূপ হয়। সেই প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মাশয়জনিত জন্ম এবং যথাযোগ্য সুখদুঃখ ভোগ হয়। অতএব জন্মের দুঃখ ও সুখ ভোগের প্রণালী বাসনাতে থাকে। যেমন কুক্কুরের চাটিয়া সুখ হয়, মানুষের অন্যরূপে হয়; মানুষ জীবনের কোন পুণ্যকর্ম্মফলে যদি কুক্কুরজীবনে সুখ হয়, তবে কুক্কুর তাহা কুক্কুর-প্রণালীতেই ভোগ করিবে।

জাতিদেশ-কালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়ো রেকরূপত্বাদ্। ৯।

ভাষ্যম্—বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনাভিব্যক্তঃ স যদি জাতিশতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পশতেন বা ব্যবহিতঃ পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এবোদিয়াদ্ দ্রাগিত্যেব পূর্ব্বানুভূতঃ বৃষদংশবিপাকাভিসংস্কৃতা বাসনা উপাদায় ব্যজ্যেৎ, কস্মাৎ যতো ব্যবহিতানামপ্যাসাং সদৃশং কর্ম্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তীভূত মিত্যানন্তর্য্যমেব, কুতশ্চ স্মৃতিসংস্কারয়ো রেকরূপত্বাদ্, যথানুভবা স্তথা সংস্কারাঃ, তে চ কর্ম্মবাসনানুরূপাঃ, যথা চ বাসনা স্তথা স্মৃতিঃ, ইতি জাতিদেশকালব্যবহিতেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ স্মৃতিঃ স্মৃতেশ্চ পুনঃ সংস্কারা, ইত্যেতে স্মৃতিসংস্কারাঃ কর্ম্মাশয়বৃত্তিলাভবশাৎ, ব্যজ্যন্তে, অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাবানুচ্ছেদাদানন্তর্য্যমেব সিদ্ধমিতি। ৯।

ভাষ্যানুবাদ—৯। স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্বহেতু জাতির দেশের ও কালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও বাসনা সকল অব্যবহিতের ন্যায় উদিত হয়। সূ (১)

নিজ প্রকাশের কারণের দ্বারা অভিব্যক্ত যে বিড়ালজাতিপ্রাপক কর্ম্ম, তাহার যে বিপাকোদয়, তাহা যদি শত (মধ্যকালবর্ত্তী) জাতির, বা দূরদেশের, বা শত কল্পের দ্বারা ব্যবহিত হয়, তাহা হইলেও পুনরায় (উদয়ের সময়) তাহা নিজ বিকাশের কারণের দ্বারা ঝটিতি উঠিবে (অর্থাৎ) পূর্ব্বানুভূত বিড়ালযোনিরূপ বিপাকের অনুভবজাত বাসনাদেরকে গ্রহণ করিয়া তাহা অভিব্যক্ত হইবে। যেহেতু ব্যবহিত হইলেও ইহার (ঐ বিড়ালবাসনার) সমানজাতীয়, অভিব্যঞ্জক, কর্ম্ম নিমিত্তীভূত হয়। এইরূপেই তাহাদের আনন্তর্য্য (অব্যবহিতের ন্যায় ক্ষণমাত্র উদিত হওয়া) হয়। কেন? না- স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্বহেতু। যেমন অনুভব হয়, তেমনি সংস্কার সকল হয়। তাহারা আবার কর্ম্মবাসনার অনুরূপ। যেমন বাসনা হয় তেমনি স্মৃতি হয়। এইরূপে জাতি, দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিত সংস্কার হইতেও স্মৃতি হয়, এবং স্মৃতি হইতে পুনশ্চ সংস্কার সকল হয়। এইহেতু কর্ম্মাশয়ের দ্বারা বৃত্তি লাভ করিয়া (অর্থাৎ উদ্বোধিত হইয়া) স্মৃতি ও সংস্কার ব্যক্ত হয়। অতএব ব্যবহিত হইলেও বাসনার এবং স্মৃতির নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব যথাযথ থাকে বলিয়া তাহাদের আনন্তর্য্য সিদ্ধ হয়॥

টীকা—৯। (১) বহু কাল পূর্ব্বে, কোন দূর দেশে, কোন অনুভব হইলে তাহার সংস্কার কাল ও দেশের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও যেমন উপলক্ষণ পাইলে বা স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ মনে উঠে, বাসনাও সেইরূপ। সংস্কারসঞ্চয়ের পর বহু কাল গত হইলেও, স্মৃতি উঠিতে ফের তত-কাল লাগে না, কিন্তু অনন্তরের ন্যায় বা ক্ষণমাত্রেই উঠে। স্মৃতি উঠাইবার চেষ্টা অনেক ক্ষণ ধরিয়া করিতে হইতে পারে, কিন্তু তাহা উঠে ক্ষণমাত্রেই। তন্মধ্যে, ব্যবধানভূত যে অন্য সংস্কার আছে, তাহা স্মরণের ব্যবধান হয় না। ভাষ্যকার ইহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছেন। জাতি বা জন্মের ব্যবধান যথা - একজন মনুষ্য জন্ম পাইয়াছে, তৎপরে দুষ্কর্ম্মবশত সে শত জন্ম পশু হইয়া, পরে পুনশ্চ মনুষ্য হইল। শত পশুজন্ম ব্যবধান থাকিলেও পুনশ্চ মানুষ বাসনা অব্যবহিতের ন্যায় উত্থিত হয়। সেইরূপ কাল ও দেশ রূপ ব্যবধানও বুঝিতে হইবে

ইহার কারণ, স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্ব। যেরূপ সংস্কার সেইরূপ স্মৃতি হয়। সংস্কারের বোধই স্মৃতি। সংস্কারের বোধ্যতাপরিণামই যখন স্মৃতি, তখন সংস্কার ও স্মৃতি অব্যবহিত বা নিরন্তর। স্মৃতির হেতু উপলক্ষণাদি থাকিলেই স্মৃতি হয়, আর স্মৃতি হইলে সংস্কারেরই (তাহা যখন, যথায়, যে জন্মেই সঞ্চিত হউক না কেন) স্মৃতি হয়।

বাসনার অভিব্যক্তির নিমিত্ত কর্ম্মাশয়। তাহার দ্বারা প্রস্ফুট স্মৃতি হয়। তাহা (কর্ম্মাশয়) স্মৃতির অব্যর্থ হেতু।

যেমন সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়, আবার তেমনি স্মৃতি হইতে সংস্কার হয়, কারণ স্মৃতি অনুভবরূপ বা প্রত্যয়রূপ। প্রত্যয়ের আহিত ভাবই সংস্কার। অতএব সংস্কার হইতে স্মৃতি ও স্মৃতি হইতে পুনঃ সংস্কার হয়, এইরূপে তাহাদের একরূপত্ব সিদ্ধ হয়।

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ। ১০।

ভাষ্যম্—তাসাং বাসনানা মাশিষোনিত্যত্বাদনাদিত্বং, যেয়মাত্মাশীর্ম্মানভূবং ভূয়াস মিতি, সর্ব্বস্য দৃশ্যতে সা ন স্বাভাবিকী, কস্মাৎ, জাতমাত্রস্য জন্তোরননুভূতমরণধর্ম্মকস্য দ্বেষ-দুঃখানুস্মৃতিনিমিত্তো মরণত্রাসঃ কথং ভবেৎ, ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে তস্মাদনাদি-বাসনানুবিদ্ধমিদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃপ্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায়োপাবর্ত্তত ইতি, ঘটপ্রাসাদপ্রদীপকল্পং, সঙ্কোচবিকাশি চিত্তং শরীরপরিমাণমাত্র মিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ, তথা চান্তরাভাবঃ সংসারশ্চ যুক্ত ইতি।

বৃত্তিরেবাস্য বিভুনঃ সঙ্কোচবিকাশিনী ইত্যাচার্য্যঃ। তচ্চ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং, নিমিত্তং চ দ্বিবিধং বাহ্য মাধ্যাত্মিকং চ, শরীরাদিসাধনাপেক্ষং বাহ্যং স্তুতিদানাভিবাদনাদি, চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাদ্যাধ্যাত্মিকং, তথাচোক্তং, 'যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ো ধ্যায়িনাং বিহারা স্তে বাহ্যসাধননিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টংধর্ম্ম মভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি,' তয়োর্ম্মানসং বলীয়ঃ, কথং জ্ঞানবৈরাগ্যে কেনাতিশয্যেতে, দণ্ডকারণ্যং চিত্তবলব্যতিরেকেণ কঃ শারীরেণ কর্ম্মণা শূন্যং কর্ত্তুমুৎসহেত, সমুদ্রমপ্যগস্ত্যবদ্বা পিবেদ্ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১০। "আশীর নিত্যত্বহেতু তাহাদের (বাসনাসকলের) অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। সূ

তাহাদের—বাসনাসকলের—আশীর নিত্যত্বহেতু অনাদিত্ব (সিদ্ধ হয়) সকল প্রাণীতে যে আমি যেন থাকি, আমার অভাব না হউক" এইরূপ আত্মাশী দেখা যায়, তাহা স্বাভাবিক নহে। কেননা সদ্যোজাত প্রাণী—যে পূর্ব্বে কখনও মরণত্রাস অনুভব করে নাই—তাহার দ্বেষদুঃখস্মৃতিহেতুক, মরণত্রাস কিরূপে হইতে পারে (১)। স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্ত হইতে হয় না। অতএব এই চিত্ত অনাদিবাসনানুবিদ্ধ; (ইহা) নিমিত্তবশত কোন বাসনাকে অবলম্বন করিয়া পুরুষের ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে।

ঘটের বা প্রাসাদের মধ্যে স্থিত প্রদীপের ন্যায় সংকোচবিকাশি চিত্ত শরীরপরিমাণাকারমাত্র, ইহা অন্যবাদীরা (২) প্রতিপাদন করেন। (তন্মতে) তাহাতেই ইহার অন্তরাভাব হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর-প্রাপ্তিরূপ অন্তরাতে অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় চিত্তের আতিবাহিক শরীরাকার হইয়া বর্ত্তমান থাকা যুক্ত হয়, এবং সংসারও (জন্ম-পরম্পরা-প্রাপ্তি) সুঙ্গত হয়। আচার্য্য বলেন বি বা সর্ব্বব্যাপী চিত্তের বৃত্তিই সংকোচবিকাশিনী, সেই সঙ্কোচ বিকাশের

নিমিত্ত ধর্ম্মাদি। এই নিমিত্ত দ্বিবিধ—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। বাহ্য নিমিত্ত শরীরাদিসাধন-সাপেক্ষ, যেমন স্তুতিদানাভিবাদনাদি। আধ্যাত্মিক নিমিত্ত চিত্তমাত্রাধীন, যেমন শ্রদ্ধাদি। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে "এই যে ধ্যায়ীদের মৈত্রী প্রভৃতি বিহার সকল (সুখসাধ্য সাধন সকল) তাহারা বাহ্যসাধননিরপেক্ষস্বভাব, আর তাহারা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকে নিষ্পাদিত করে"। উক্ত নিমিত্তদ্বয়ের মধ্যে মানস নিমিত্তই (৩) বলবত্তর, কেননা জ্ঞানবৈরাগ্য অপেক্ষা আর কি বড় আছে ? চিত্তবল ব্যতিরেকে কেবল শারীরকর্ম্মের দ্বারা কে দণ্ডকারণ্যকে শূন্য করিতে পারে ? অথবা অগস্ত্যের মত সমুদ্র পান করিতে পারে ?

টীকা—১০। (১) অর্থাৎ স্বাভাবিক বস্তু নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। ভয় দুঃখ-স্মরণরূপ নিমিত্ত হইতে হয়, ইহা দেখা যায়। মরণত্রাসও ভয়। সুতরাং তাহাও নিমিত্ত হইতে হইয়াছে, সুতরাং তাহা স্বাভাবিক নহে। দুঃখস্মরণই ভয়ের নিমিত্ত ; অতএব মরণভয়ের সঙ্গতির জন্য পূর্ব্বানুভূত মরণদুঃখ স্বীকার্য্য। আর তজ্জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মও স্বীকার্য্য।

গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য-পদার্থ জীবের স্বাভাবিক বস্তু। তাহারা জীবত্বকালে কোন নিমিত্তে উৎপন্ন হয় না। অথবা, রূপাদি ধর্ম্ম মানবশরীরে স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে।

আশী—আমি থাকি আমার অভাব না হয় এইরূপ ভাব। ইহা নিত্য ও সর্ব্বপ্রাণিগত। যত প্রাণী দেখা যায় তাহাদের সকলেই আশী দেখা যায়। তাহা হইতে সিদ্ধ হয় আশী নিত্য অর্থাৎ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য সর্ব্বপ্রাণিগত। ইহা সামান্যতোদৃষ্ট (induced) নিয়ম। যেমন man is mortal এই নিয়ম সিদ্ধ হয়, তদ্বৎ। আশী নিত্য বলিয়া, কোন কালে তাহার ব্যভিচার নাই বলিয়া—বাসনা অনাদি। অতীত সর্ব্বকালে আশী ছিল সুতরাং তাহার হেতুভূত জন্মও স্বীকার্য্য হয়, এইরূপে অনাদি জন্মপরম্পরা স্বীকার্য্য হয়, সুতরাং জন্মের হেতু-ভূত বাসনাও অনাদি বলিয়া স্বীকার্য্য হয়।

পাশ্চাত্যেরা মরণভয়কে instinct বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। instinct অর্থে untaught ability অর্থাৎ যাহা জন্ম হইতে দেখা যায়, এইরূপ বৃত্তি। ইহাতে instinct কোথা হইতে হইল তাহা সিদ্ধ হয় না। অভিব্যক্তিবাদীরা বলিবেন উহা পৈত্রিক। তন্মতে আদি পিতামহ amœba নামক এককৌষিক (unicellular) জীব। তাহারও অনেক instinct আছে। তাহা কোথা হইতে হইল, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। ফলে instinct or untaught ability আছে, তাহা অস্বীকার্য্য নহে। তাহা কোথা হইতে আসে তাহাই কর্ম্মবাদীরা বুঝান। Instnict নিলেই কর্ম্মবাদ নিরস্ত হইয়া গেল, তাহা মনে করা অযুক্ত। এবিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। ২।৯ (২) দ্রষ্টব্য।

১০। (২) প্রসঙ্গত চিত্তের পরিমাণ বলিতেছেন। মতান্তরে (জৈনমতে) চিত্ত ঘটস্থিত বা প্রাসাদস্থিত প্রদীপের ন্যায়। তাহা যে শরীরে থাকে তদাকার সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন ইহা সাংখ্যীয় মতভেদ। যোগাচার্য্য বলেন চিত্ত বিভু বা দেশব্যাপ্তিশূন্যত্বহেতু সর্ব্বগত। বিবেকজ সিদ্ধচিত্তের দ্বারা সর্ব্বদৃশ্যের যুগপৎ গ্রহণ হয় বলিয়া চিত্ত বিভু। চিত্ত আকাশের মত বিভু নহে কারণ আকাশ বাহ্যদেশমাত্র। চিত্ত বাহ্যব্যাপ্তিহীন জ্ঞানশক্তি মাত্র। অনন্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত জ্ঞেয়রূপে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে বলিয়াই চিত্ত বিভু। অর্থাৎ জ্ঞান শক্তি সীমাশূন্য। চিত্তের বৃত্তি সকলই সঙ্কুচিত বা প্রসারিত ভাবে হয়। তাহাতে চিত্ত সঙ্কুচিত বোধ হয়। জ্ঞানবৃত্তি লৌকিকদের পরিচ্ছিন্ন ভাবে হয়, আর বিবেকজ সিদ্ধিসম্পন্ন যোগীদের সর্ব্ব-ভাসক ভাবে হয়। অতএব চিত্তদ্রব্য বিভু। তাহার বৃত্তিই সঙ্কোচবিকাশী হইল।

১০। (৩) যে সকল নিমিত্তে বাসনার অভিব্যক্তি হয়, তাহা ভাষ্যকার বিভাগ করিয়া

দেখাইয়াছেন। নিমিত্ত এ স্থলে কর্ম্মের সংস্কার। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শরীর-রূপ বাহ্য-করণের চেষ্টানিষ্পাদ্য যে কর্ম্ম, তাহা ও তাহার সংস্কার বাহ্য নিমিত্ত। আর অন্তঃকরণের চেষ্টা-নিষ্পাদ্য কর্ম্ম ও সেই কর্ম্মের সংস্কার আধ্যাত্মিক নিমিত্ত বা মানস কর্ম্ম। মানস কর্ম্মই যে বলীয় তাহা ভাষ্যকার স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্—হেতুঃ ধর্ম্মাৎসুখমধর্ম্মাদ্দুঃখং সুখাদ্ রাগো দুঃখাদ্ দ্বেষঃ, ততশ্চ প্রযত্নঃ, তেন মনসা বাচা কায়েন বা পরিস্পন্দমানঃ পরমনুগৃহ্ণাত্যুপহন্তি বা, ততঃ পুনঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখদুঃখে রাগদ্বেষৌ, ইতি প্রবৃত্তমিদং ষড়রং সংসারচক্রং। অস্য চ প্রতিক্ষণ মাবর্ত্তমানস্যাবিদ্যা নেত্রী মূলং সর্ব্বক্লেশানাম্ ইত্যেষ হেতুঃ। ফলন্তু যমাশ্রিত্য যস্য প্রত্যুৎপন্নতা ধর্ম্মাদেঃ, ন হ্যপূর্ব্বোপজনঃ। মনস্তু সাধিকারমাশ্রয়ো বাসনানাং, ন হ্যবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনাঃ স্থাতুমুৎসহন্তে। যদভিমুখীভূতং বস্তু যাং বাসনাং ব্যনক্তি তস্যা স্তদালম্বনম্, এবং হেতু ফলাশ্রয়ালম্বনৈরেতৈঃ সংগৃহীতাঃ সর্ব্বা বাসনাঃ, এষামভাবে তৎসংশ্রয়াণামপি বাসনানামভাবঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১১। হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন এই সকলের দ্বারা সংগৃহীত থাকাতে, উহাদের অভাবে বাসনারও অভাব হয়। সূ

হেতু যথা—ধর্ম্ম হইতে সুখ, অধর্ম্ম হইতে দুঃখ, সুখ হইতে রাগ আর দুঃখ হইতে দ্বেষ, তাহা (রাগদ্বেষ) হইতে প্রযত্ন, প্রযত্ন হইতে মন, বাক্য বা শরীরের পরিস্পন্দনপূর্ব্বক জীব অপরকে অনুগৃহীত করে অথবা পীড়িত করে; তাহা হইতে পুনশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ এবং রাগদ্বেষ। এইরূপে (ধর্ম্মাদি) ছয় অরযুক্ত সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই অনুক্ষণ আবর্ত্তমান সংসারচক্রের নেত্রী অবিদ্যা, তাহাই সর্ব্ব ক্লেশের মূল অতএব ইহারাই হেতু। ফল=যাহাকে আশ্রয় বা উদ্দেশ করিয়া যে ধর্ম্মের বর্ত্তমানতা হয়। (কার্য্যরূপ ফলের দ্বারা কিরূপে কারণ-রূপ বাসনার সংগৃহীত থাকা সম্ভব, তদুত্তরে বলিতেছেন) অসৎ উৎপন্ন হয় না (অর্থাৎ ফল সূক্ষ্মরূপে বাসনায় স্থিত থাকে, সুতরাং তাহা বাসনার সংগ্রাহক হইতে পারে)। সাধিকার মনই বাসনার আশ্রয়, যেহেতু চরিতাধিকার মনে নিরাশ্রয় হইয়া বাসনা থাকিতে পারে না। যে অভিমুখীভূত বস্তু যে বাসনাকে ব্যক্ত করে তাহাই তাহার আলম্বন। এইরূপে এই হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের দ্বারা সমস্ত বাসনা সংগৃহীত, তাহাদের অভাবে তৎসঞ্চিত বাসনাগণেরও অভাব হয় ॥ (১)

টীকা—১১। (১) হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনের দ্বারা বাসনা সকল সংগৃহীত বা সঞ্চিত রহিয়াছে। অবিদ্যামূলক বৃত্তি বা প্রত্যয়সকল বাসনার হেতু; তাহা ভাষ্যকার সম্যক্ দেখাইয়াছেন। জাতি, আয়ু ও ভোগ-জনিত যে অনুভব হয় তাহার সংস্কারই বাসনা। জাত্যাদির হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম; কর্ম্মের হেতু রাগ-দ্বেষ-রূপ অবিদ্যা, অতএব অবিদ্যাই মূলহেতু। এইরূপে অবিদ্যারূপ মূলহেতু বাসনাকে সংগৃহীত রাখিয়াছে।

বাসনার ফল স্মৃতি। স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্মাদিরা সূক্ষ্মাবস্থা হইতে অভিব্যক্ত হয়। পূর্ব্বে ভাষ্যকার স্মৃতিফল সংস্কারকে বাসনা বলিয়াছেন। বাসনার স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, এবং স্মৃতি হইতে পুনঃ বাসনা হওয়াতে স্মৃতির দ্বারা বাসনা সংগৃহীত হয়। যেমন সুখ-বাসনা সুখের স্মৃতি হইতে সংগৃহীত হয় বা জমিতে থাকে।

ভিক্ষু ফল অর্থে পুরুষার্থ,ভোজরাজ শরীরাদি ও স্মৃত্যাদি এবং মণিপ্রভাকার 'দেহায়ুর্ভোগাঃ' বলেন। পুরুষার্থ অর্থে ভোগাপবর্গরূপ পুরুষের অভীষ্ট বিষয় তাহা শুদ্ধ বাসনার ফল নহে কিন্তু দৃশ্য-দর্শনের ফল। দেহ, আয়ু ও ভোগ কর্ম্মাশয়ের ফল, বাসনার নহে। ভোজদেবের ব্যাখ্যাই যথার্থ; তবে শরীরাদি গৌণ ফল। অতএব স্মৃতিই বাসনার ফল।

বাসনার আশ্রয় সাধিকার চিত্ত। বিবেকখ্যাতির দ্বারা অধিকার সমাপ্ত হইলে সেই চিত্তে বিবেকপ্রত্যয় মাত্র থাকে, সুতরাং অজ্ঞানবাসনা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যখন কেবল "পুরুষ চিদ্রূপ" এইরূপ পুরুষাকার প্রত্যয় হয়, তখন আমি মনুষ্য, আমি গো, এইরূপ স্মৃতির অসম্ভবত্ব-হেতু, সেই সব বাসনা নষ্ট হয়। কারণ, তাহারা আর সেই সেই অজ্ঞানমূলক স্মৃতিকে জন্মাইতে পারে না। সমাপ্তাধিকার চিত্ত এইরূপে বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না। তজ্জন্য সাধিকার বা বিবেকখ্যাতিহীন চিত্তই বাসনার আশ্রয়।

শব্দাদি বিষয় সকল বাসনার আলম্বন। শব্দ, শব্দ-শ্রবণ বাসনাকে অভিব্যক্ত করে, অতএব শব্দই শব্দ-শ্রবণ বাসনার আলম্বন। এই সকলের দ্বারা অর্থাৎ অবিদ্যা, স্মৃতি, সাধিকার চিত্ত ও বিষয়ের দ্বারা বাসনা সংগৃহীত আছে।

উহাদের অভাবে বাসনার অভাব হয়, অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতিই উহাদের (অবিদ্যাদির) অভাবের কারণ। বিবেকপ্রত্যয় চিত্তে উদিত থাকিলে বিষয়জ্ঞান, চিত্তের গুণাধিকার, বাসনার স্মৃতি এবং অবিদ্যা এই সমস্তই নাশ হয়, সুতরাং বাসনাও নষ্ট হয়। মনে হইতে পারে, এক অবিদ্যার নাশেই যখন সমস্ত নাশ হয়,তখন অন্য সবের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তদুত্তরে বক্তব্য —অবিদ্যা একেবারেই নাশ হয় না, বিষয়াদিকে নিরোধ করিতে করিতে শেষে মূলহেতু অবিদ্যায় উপনীত হইয়া তাহাকে নাশ করিতে হয়। অতএব বাসনার সমস্ত সংগ্রাহক পদার্থকে জানা ও প্রথম হইতেই তাহাদের ক্ষীণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। তদুদ্দেশ্যেই ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাষ্যম্—নাস্ত্যসতঃ সম্ভবো ন চাস্তি সতোবিনাশঃ, ইতি দ্রব্যত্বেন সম্ভবন্ত্যঃ কথং নিবর্ত্তিষ্যন্তে বাসনা ইতি।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্ম্মাণাম্ ॥ ১২ ॥

ভবিষ্যদ্ব্যক্তিক মনাগতম্, অনুভূতব্যক্তিকমতীতং স্বব্যাপারোপারূঢ়ং বর্ত্তমানং, ত্রয়ং চৈত দ্বস্তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ং, যদি চৈতৎস্বরূপতো নাঽভবিষ্যন্নেদং নির্বিষয়ং জ্ঞান মুদপৎস্যত, তস্মাদতীতানগতং স্বরূপতঃ অস্তীতি। কিঞ্চ ভোগভাগীয়স্য বাপবর্গভাগীয়স্য বা কর্ম্মণঃ ফলমুৎপিৎসু যদি নিরুপাখ্যমিতি তদুদ্দেশেন তেন নিমিত্তেন কুশলানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ ফলস্য নিমিত্তং বর্ত্তমানীকরণে সমর্থং নাপূর্ব্বোপজননে, সিদ্ধং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্য বিশেষানুগ্রহণং কুরুতে, নাঽপূর্ব্বমুৎপাদয়তি। ধর্ম্মী চানেকধর্ম্মস্বভাবঃ, তস্য চাধ্বভেদেন ধর্ম্মাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ, ন চ যথা বর্ত্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং দ্রব্যতোঽ স্ত্যেবমতীত মনাগতং বা, কথং তর্হি, স্বেনৈব ব্যঙ্গ্যেন স্বরূপেণ অনাগত মস্তি, স্বেন চানুভূতব্যক্তিকেন স্বরূপেণাঽতীতম্ ইতি বর্ত্তমানস্যৈবাধ্বনঃ স্বরূপব্যক্তিরিতি ন সা ভবতি অতীতানাগতয়োরধ্বনোঃ একস্য চাধ্বনঃ সময়ে দ্বাবাধ্বানৌ ধর্ম্মিসমন্বাগতৌ ভবত এবেতি নাঽ ভূত্বা ভাবস্ত্রয়াণামধ্বানামিতি ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১২। অসতের সম্ভব নাই, আর সতেরও অত্যন্তনাশ নাই, অতএব এই দ্রব্যরূপ বা সদ্রূপে সম্ভূয়মান বাসনার উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব?—"অতীত ও অনাগত দ্রব্য বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যমান আছে; ধর্ম্মসকলের অধ্বভেদই অতীতাদি ব্যবহারের হেতু।" সূ

ভবিষ্যদভিব্যক্তিক দ্রব্য অনাগত, অনুভূতাভিব্যক্তিক দ্রব্য অতীত, ব্যাপারোপারূঢ় দ্রব্য বর্ত্তমান। এই ত্রিবিধ বস্তুই জ্ঞানের জ্ঞেয়, যদি তাহারা (অতীতাদি বস্তু) না থাকে, তবে ঐ জ্ঞান (অতীতানাগত জ্ঞান) নির্বিষয় হইবে; কিন্তু নির্ব্বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব অতীত ও অনাগত দ্রব্য স্বরূপত (অর্থাৎ স্বকারণে সূক্ষ্মরূপে) বিদ্যমান আছে। কিঞ্চ ভোগভাগীয় বা অপবর্গভাগীয় কর্ম্মের ফল যদি অসৎ হয়, তবে ফলোৎপাদনেচ্ছু কুশল ব্যক্তি তদুদ্দেশে বা সেই নিমিত্তে কোন অনুষ্ঠান করিতেন না। সৎ বিদ্যমান ফলকেই নিমিত্ত বর্ত্তমানীকরণে সমর্থ হয় মাত্র, কিন্তু অসদুৎপাদনে তাহা সমর্থ নহে। বর্ত্তমান নিমিত্তই, নৈমিত্তিককে (নিমিত্তজাত দ্রব্যকে) বিশেষাবস্থা বা বর্ত্তমানাবস্থা প্রাপ্ত করায়; কিন্তু অসৎকে উৎপাদন করে না। ধর্ম্মী অনেকধর্ম্মাত্মক, তাহার ধর্ম্ম সকল অধ্বভেদে অবস্থিত। বর্ত্তমান ধর্ম্ম যেমন বিশেষব্যক্তিসম্পন্ন (২) হইয়া দ্রব্যে (ধর্ম্মীতে) আছে, অতীত বা অনাগত সেরূপ নহে। তবে কিরূপ? না—অনাগত নিজের ভবিতব্য-স্বরূপে আছে; আর অতীতও নিজের অনুভূতব্যক্তিকস্বরূপে বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান অধ্বারই স্বরূপাভিব্যক্তি হয়, অতীত ও অনাগত অধ্বার তাহা হয় না। এক অধ্বার সময়ে অপর অধ্বদ্বয় ধর্ম্মীতে অনুগত থাকে। এইরূপে অস্থিতি না থাকাতেই ত্রিবিধ অধ্বার ভাব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ না থাকিলেও হয় এরূপ নহে কিন্তু থাকে বলিয়াই হয়।

টীকা--১২। (১) অতীত ও অনাগত পদার্থ ভাবস্বরূপে আছে, ইহা যে সত্য তাহার প্রধান কারণ অতীতানাগত জ্ঞান। যোগীর কথা ছাড়িয়াও ভবিষ্যৎজ্ঞানের অনেক উদাহরণ দেখা যায়।

জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই। নির্ব্বিষয় জ্ঞানের উদাহরণ নাই; সুতরাং তাহা অকল্পনীয় বা অসম্ভব পদার্থ। অতএব জ্ঞান থাকিলেই তাহার বিষয় থাকা চাই। ভবিষ্যৎজ্ঞানেরও তজ্জন্য বিষয় আছে। অতএব বলিতে হইবে যে অনাগত বিষয় আছে। এইরূপে অতীত বিষয়ও আছে।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে অতীত ও অনাগত বিষয় কিরূপে থাকে। ভাব পদার্থ তিন প্রকার—দ্রব্য, ক্রিয়া ও শক্তি। তন্মধ্যে ক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্য পরিণত হয়, অতএব ক্রিয়া পরিণামের নিমিত্ত। যাহাকে আমরা সত্ত্ব বা দ্রব্য বলি তাহাও মূলত ক্রিয়া। এক স্থানে খানিকটা সূর্য্যালোক দেখিলাম। তাহা একটি স্থির পদার্থ বা সত্ত্ব বা দ্রব্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু তাহা ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়ার পরিণামক্রম যদি অলক্ষ্য হয় তবে তজ্জনিত জ্ঞানকে আমরা দ্রব্য বলিয়া ব্যবহার করি। কাঠিন্য, তারল্য, গুরুতা প্রভৃতিও ক্রিয়াবিশেষ (সাংখ্যতত্ত্বালোক দ্রষ্টব্য)।

কাঠিন্যাদিরা অলক্ষ্য ক্রিয়া। আর পরিণাম বা অবস্থান্তর-প্রাপক ক্রিয়া লক্ষ্য বা ব্যক্ত ক্রিয়া। ব্যক্ত ক্রিয়াই নিমিত্ত, আর অব্যক্তক্রিয়াত্মক দ্রব্য নৈমিত্তিক। নিমিত্তক্রিয়ার দ্বারা নৈমিত্তিক ক্রিয়ার পরিণত হওয়াই দ্রব্যের পরিণামের স্বরূপ। শক্তিঅবস্থা হইতে পুনঃ শক্তিঅবস্থায় যাওয়া নিমিত্ত-ক্রিয়ার স্বরূপ। দৃশ্য স্থূলক্রিয়া সকল ক্ষণাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম ক্রিয়ার সমাহারজ্ঞান। রূপরসাদিও সেইরূপ। অতএব ঘটপটাদি বস্তু অলাতচক্রের ন্যায় বহুসংখ্যক ক্ষণিকক্রিয়ার সমাহার-জ্ঞান মাত্র হইল।

শক্তি হইতে ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত, এবং ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত হইতে জ্ঞান বা প্রকাশভাব, প্রকাশভাবের পুনঃ শক্তিত্বে প্রত্যাগমন—এই পরিণামপ্রবাহই বাহ্য জগতের মূল অবস্থা হইল। ইহাই সত্ত্ব, রজ ও তম-রূপ ভূতের সুসূক্ষ্মাবস্থা (আগামী সূত্র দ্রষ্টব্য)।

পরিণাম-জ্ঞান তাহা হইলে ক্রিয়ার জ্ঞান বা ক্রিয়ার প্রকাশিত ভাব। পরিণাম যেমন

আমাদের আধ্যাত্মিক করণে আছে সেইরূপ বাহ্যেও আছে। সাংখ্যীয় দর্শনে বাহ্য দ্রব্যও পুরুষবিশেষের অভিমান বা মূলত অধ্যাত্মভূত পদার্থ।

আমাদের মনে যেরূপ শক্তিভাবে স্থিত সংস্কারের সহিত প্রকাশযোগ হইলে বা বুদ্ধিযোগ হইলে তাহা স্মৃতিরূপ ভাব (অর্থাৎ দ্রব্য বা সত্ত্ব) হয়, এবং সেই হওয়াকেই পরিণাম বলি, বাহ্যের পরিণামও মূলত সেইরূপ।

বাহ্য ক্রিয়া ও অধ্যাত্মভূত ক্রিয়ার সংযোগজাত পরিণামই বিষয়জ্ঞান। সাধারণ অবস্থায় আমাদের অন্তঃকরণের স্থূলসংস্কার-জনিত সঙ্কুচিত বৃত্তি ক্ষণাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম পরিণামকে গ্রহণ করিতে পারে না বা অসংখ্য পরিণামও গ্রহণ করিতে পারে না। বাহিরে যে ক্ষণিক পরিণাম রহিয়াছে তাহা স্তোকে স্তোকে গ্রহণ করাই লৌকিক করণের স্বভাব। সেই স্তোকে স্তোকে গ্রহণই বোধ বা দ্রব্যজ্ঞান। লৌকিক নিমিত্তজাত পরিণামে নিমিত্তেরও স্তোকে স্তোকে গ্রহণ হয় আর নৈমিত্তিকেরও স্তোকে স্তোকে গ্রহণ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শক্তির ক্রিয়ারূপে প্রকাশ্য হওয়াই পরিণাম। সেই পরিণামের ইয়ত্তা হইতে পারে না বলিয়া তাহা অনন্ত। তাহা অনন্ত হইলেও আমরা নিমিত্ত-নৈমিত্তিকরূপ (করণশক্তি ও বিষয়,জ্ঞানের এই উভয় প্রকার সাধনই নিমিত্ত-নৈমিত্তিক) সংকীর্ণ উপায়ে তাহা স্তোকে স্তোকে গ্রহণ করি। তাহাতেই মনে করি যাহা গ্রহণ করিয়াছি তাহা অতীত, যাহা করিতেছি, তাহা বর্ত্তমান ও যাহা করা সম্ভব, তাহা অনাগত। জ্ঞানশক্তির সেই সংকীর্ণতা সংযমের দ্বারা অপগত হইলে সেই ক্ষণিক পরিণামের যত প্রকার সমাহার-ভাব আছে, তাহার সকলের সহিত যুগপৎ জ্ঞানশক্তির সংযোগ হয়। তাহাতে সমস্ত নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ অতীতানাগত সর্ব্ব পদার্থের জ্ঞান হয় বা সবই বর্ত্তমান বোধ হয়।

ইহা বাহ্যদ্রব্য লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইল। আধ্যাত্ম ভাব সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। এই জন্যই সূত্রকার বলিয়াছেন অতীত ও অনাগত ভাব বস্তুতঃ আছে, তাহা কেবল কালভেদকে আশ্রয় করিয়া মনে করি যে নাই (অর্থাৎ ছিল বা থাকিবে)।

কাল বৈকল্পিক পদার্থ। তদ্দ্বারা লক্ষিত করিয়া পদার্থকে অসৎ মনে করি। সংকীর্ণ জ্ঞান-শক্তির দ্বারা সংকীর্ণভাবে গ্রহণই কালভেদ করিবার কারণ। সর্ব্বজ্ঞের নিকট অতীতানাগত নাই, সবই বর্ত্তমান। অবর্ত্তমানতা অর্থে কেবল বর্ত্তমান দ্রব্যকে না দেখিতে পাওয়া মাত্র। যাহা আছে কিন্তু সূক্ষ্মতাহেতু আমরা জানিতে পারি না তাহাই অতীতানাগত।

পূর্ব্ব সূত্রে বাসনার অভাব হয় বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ স্বকারণে প্রলীনভাব। প্রলীন হইলে তাহারা আর কদাপি জ্ঞানপথে আসে না বা পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট হয় না। সতের অভাব নাই ও অসতের যে উৎপাদ নাই তাহা বুঝাইবার জন্য এই সূত্র অবতারিত হইয়াছে। ভাবান্তরই যে অভাব, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বাসনার অভাব অর্থেও সেইরূপ সদাকালের জন্য অব্যক্তভাবে স্থিতি।

১২। (২) উপরে মূলধর্ম্মী ত্রিগুণকে লক্ষ্য করিয়া অতীতানাগত ধর্ম্মের সত্তা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধারণ ধর্ম্মধর্ম্মী গ্রহণ করিয়াও উহা দেখান যাইতে পারে। একতাল মাটি ঘট, হাঁড়ি, প্রভৃতি হইতে পারে। ঘট, হাঁড়ি আদি ঐ মাটীরূপ ধর্ম্মীতে অনাগত বা সূক্ষ্মরূপে আছে। ঘটত্বনামক ধর্ম্মকে বর্ত্তমান বা অভিব্যক্ত করিতে হইলে, কুম্ভকার-রূপ নিমিত্তের প্রয়োজন। কুম্ভকারের ইচ্ছা, কৃতি, অর্থলিপ্সা, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, সমস্তই নিমিত্ত। তজ্জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে ধর্ম্মীতে অনভিব্যক্তরূপে স্থিত ফলকে বা কার্য্যকে নিমিত্ত বর্ত্তমানীকরণে সমর্থ।

শঙ্কা হইবে, ঘটের অভিব্যক্তিতে পিণ্ডের অবয়ব স্থান পরিবর্ত্তন করে সত্য ; আর অসতের ভাব হয় না; ইহাও সত্য ; কিন্তু স্থানপরিবর্ত্তন ত হয়, তাহা ত (স্থানপরিবর্ত্তন) পূর্ব্বে থাকে না কিন্তু পরে হয়। অতএব তাহা অনাগত জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে কিরূপে ? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ক্রিয়া বা পরিণাম কেবল শক্তিজ্ঞেয়তা বা শক্তির সহিত প্রকাশসংযোগ মাত্র। স্থূলাভিমানী বুদ্ধিবৃত্তি অতি মন্দ গতিতে শক্তিকে প্রকাশ করিতে থাকে তাই কুম্ভকার ক্রমশ স্বকীয় ইচ্ছা আদি শক্তিকে ব্যক্ত বা ক্রিয়াশীল করিয়া ঘটত্বনামক যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তিবিশেষকে প্রকাশিত করে। তাহাতে বোধ হয় যেন পাঁচ মিনিটে এক ঘট ব্যক্ত হইল। তখন কুম্ভকার ও কুম্ভকারের স্থায় আমরা, ঘটত্ব ব্যক্ত হইল ইহা মনে করি। ফলে কুম্ভকার-রূপ নিমিত্ত-শক্তির এবং মৃৎপিণ্ডের শক্তি বিশেষের সংযোগ-বিশেষের জ্ঞানই ঘটের অভিব্যক্তি বা ঘটের বর্ত্তমানতার জ্ঞান। স্থান পরিবর্ত্তনও ক্রিয়াশক্তির জ্ঞান।

যদি এরূপ জ্ঞানশক্তি হয় যে যদ্দ্বারা কুম্ভকাররূপ নিমিত্তের সমস্ত শক্তিকে জানিতে পারা যায় এবং মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদানেরও সমস্ত শক্তি জানিতে পারা যায়, তবে তাহাদের যে অসংখ্য সংযোগ তাহাও জানিতে পারা যাইবে। কিঞ্চ লৌকিক মন্দবুদ্ধিতে যেরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়; তাহাও জানিতে পারা যাইবে। অর্থাৎ তাদৃশ যোগজ বুদ্ধির দ্বারা জানা যাবে যে এতকাল পরে কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিবে। আরও এক কথা—পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে অন্তঃকরণ বিভু ; সুতরাং তাহার সহিত সর্ব্ব দৃশ্যের সংযোগ রহিয়াছে। কিন্তু তাহার বৃত্তি শরীরাদির অভিমানের দ্বারা সংকীর্ণ বলিয়া কেবল সংকীর্ণ পথেই জ্ঞান হয়। যেমন রাত্রে গগণের দিকে চাহিলে অনেক অদৃশ্য নক্ষত্রের রশ্মি চক্ষুতে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহা দেখিতে পাই না, কেবল উজ্জ্বলদের দেখিতে পাই, সেইরূপ। অদৃশ্য তারাদের রশ্মি হইতেও সূক্ষ্ম ক্রিয়া চক্ষুতে হয়। উপযুক্ত শক্তি থাকিলেই তাহা গোচর হইতে পারে। সেইরূপ, বুদ্ধির স্থূলাভিমান অপগত হইয়া সাত্ত্বিকতার উৎকর্ষ হইলে সমস্ত দৃশ্যই (ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান) যুগপৎ দৃশ্য বা বর্ত্তমান-মাত্র হয়। স্বপ্নে এইরূপে কাদাচিৎক সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ভবিষ্য বিষয়ের জ্ঞান হয়।

যখন সতের নাশ ও অসতের উৎপাদ অকল্পনীয় তখন লৌকিক দৃষ্টিতেও বলিতে হইবে অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম ধর্ম্মীতে অব্যক্ত ভাবে থাকে ও উপযুক্ত নিমিত্তের দ্বারা অনাগত ধর্ম্ম ব্যক্ত হয়। ভাষ্যকার তাহা দেখাইয়াছেন।

তে ব্যক্ত-সূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ। ১৩॥

ভাষ্যম্—তে খল্বমী ত্র্যধ্বানো ধর্ম্মা বর্ত্তমানা ব্যক্তাত্মনো অতীতানাগতাঃ সূক্ষ্মাত্মানঃ ষড়বিশেষরূপাঃ, সর্ব্বমিদং গুণানাং সন্নিবেশবিশেষমাত্রমিতি পরমার্থতো গুণাত্মানঃ, তথাচ শাস্ত্রানুশাসনং গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্ ইতি॥ ১৩।

ভাষ্যানুবাদ—১৩। গুণাত্মক সেই ত্র্যধ্বা বা ত্রিকালে স্থিত ধর্ম্মগণ ব্যক্ত এবং সূক্ষ্ম। সূ

সেই ত্র্যধ্বা ধর্ম্ম সকল বর্ত্তমান (অবস্থায়) ব্যক্ত-স্বরূপ ; অতীত ও অনাগত (অবস্থায়) ছয় অবিশেষরূপ (১) সূক্ষ্মাত্মক। এই (দৃশ্যমান ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী) সমস্তই গুণসকলের বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ (২) মাত্র, পরমার্থত তাহারা গুণস্বরূপ। তথা শাস্ত্রানুশাসন "গুণ সকলের পরম রূপ জ্ঞানগোচর হয় না, যাহা গোচর হয়, তাহা মায়ার স্থায় অতিশয় বিনাশী" ইতি।

টীকা—১৩। (১) বর্ত্তমান অবস্থায় স্থিত ধর্ম্ম সকলের নাম ব্যক্ত। বর্ত্তমানরূপে জ্ঞাত দ্রব্যই ষোড়শ বিকার, যথা—পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। উহারা পূর্ব্বে যাহা ছিল ও পরে যাহা হইবে অর্থাৎ উহাদের অতীত ও অনাগত অবস্থাই সূক্ষ্ম। অতএব সূক্ষ্ম অবস্থা পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা। ইহা অবশ্য তাত্ত্বিক দৃষ্টি। অতাত্ত্বিকদৃষ্টিতে মৃৎপিণ্ডের পিণ্ডত্বধর্ম্ম ব্যক্ত এবং ঘটত্বাদি অতীতানাগত ধর্ম্ম সূক্ষ্ম।

১৩। (২) পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্তই সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া ও শক্তি-স্বরূপ। তাদৃশরূপে ধর্ম্মসকলকে দর্শন করিয়া পরমার্থ বা দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তি সাধন করিতে হয়।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অব্যক্ত, তাহা সাক্ষাৎকারযোগ্য নহে, তাহাদের বৈষম্যাবস্থাই ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম ধর্ম্ম। তাহারা সাক্ষাৎকারযোগ্য কিন্তু দুঃখকরত্ব হেতু হেয়, মায়ার ন্যায় সুতুচ্ছ বা ভঙ্গুর। এ বিষয়ে ভাষ্যকার ষষ্টিতন্ত্র শাস্ত্রের (বার্ষগণ্য-আচার্য্য-কৃত) অনুশাসন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাষ্যম্—যদা তু সর্ব্বে গুণাঃ কথমেকঃ শব্দ একমিন্দ্রিয়মিতি—

পরিণামৈকত্বাদ্ বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

প্রখ্যা-ক্রিয়া স্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং করণভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ং গ্রাহ্যাত্মকানাং শব্দভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শব্দোবিষয় ইতি, শব্দাদীনাং মূর্ত্তিসমানজাতীয়ানামেকঃ পরিণামঃ পৃথিবীপরমাণুস্তন্মাত্রাবয়বঃ, তেষাঞ্চৈকঃ পরিণামঃ পৃথিবী, গৌর্বৃক্ষঃপর্ব্বত ইত্যেবমাদিঃ, ভূতান্তরেষ্বপি স্নেহৌষ্ণ্যপ্রণামিত্বাবকাশদানান্যুপাদায় সামান্যমেকবিকারারম্ভঃ সমাধেয়ঃ। নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞানবিসহচরোঽস্তি তু জ্ঞানমর্থবিসহচরং স্বপ্নাদৌ কল্পিতমিত্যনয়া দিশা যে বস্তুস্বরূপমপহ্নুবতে জ্ঞান-পরিকল্পনা-মাত্রং বস্তু স্বপ্নবিষয়োপমং ন পরমার্থতোঽস্তীতি যে আহুঃ তে তথেতি প্রত্যুপস্থিতমিদং স্বমাহাত্ম্যেন বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন বস্তুস্বরূপমুৎসৃজ্য তদেবাপলপন্তঃ শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্যুঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১৪। যখন সমস্ত বস্তু ত্রিগুণাত্মক তখন "এক শব্দ তন্মাত্র" "এক ইন্দ্রিয় (কর্ণ বা চক্ষু বা কিছু)" এরূপ একত্ব কিরূপে হয়?—"(গুণ সকলের) একরূপে পরিণামহেতু বস্তুতত্ত্বের একত্ব হয়"। সূ

প্রখ্যা, ক্রিয়া ও স্থিতি-শীল গ্রহণাত্মক গুণত্রয়ের করণরূপ এক পরিণাম হয়—(যেমন) শ্রোত্র ইন্দ্রিয়। (সেইরূপ) গ্রাহ্যাত্মক গুণের শব্দভাবে এক শব্দ-বিষয় রূপ একটি পরিণাম হয়। শব্দাদি তন্মাত্রের কাঠিন্যাদিরূপজাতীয় এক পরিণামই তন্মাত্রাবয়ব (১) পৃথিবী-পরমাণু। সেইরূপ তাহাদের (তন্মাত্রদের) এক পরিণাম পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, পর্ব্বত ইত্যাদি। ভূতান্তরেও (সেইরূপ) স্নেহ, ঔষ্ণ্য, প্রণামিত্ব ও অবকাশদানত্ব গ্রহণ করিয়া ঐরূপ সামান্য একবিকারারম্ভ সমাধান কর্ত্তব্য।

"বিজ্ঞানের অসহভাবী—এরূপ বিষয় নাই ; কিন্তু স্বপ্নাদিতে কল্পিত জ্ঞান বিষয়াভাবকালেও থাকে" এই প্রকারে যাঁহারা বস্তুস্বরূপ অপলাপিত করেন—যাঁহারা বলেন যে বস্তু জ্ঞানের পরিকল্পন মাত্র, স্বপ্নবিষয়ের ন্যায় পরমার্থত নাই, তাঁহারা সেইরূপে স্বমাহাত্ম্যের দ্বারা প্রত্যুপস্থিত (২) বস্তুকে, অপ্রমাণাত্মক বিকল্প-জ্ঞানবলে বস্তুস্বরূপ ত্যাগ পূর্ব্বক (অর্থাৎ অসৎ বলিয়া) অপলাপ করিয়া, কিরূপে শ্রদ্ধেয়বচন হইতে পারেন।

টীকা—১৪। (১) সমস্ত দ্রব্যের মূল ত্রিসংখ্যক গুণ। তাহাতে কোন বস্তু এক বলিয়া কিরূপে প্রতিভাত হইতে পারে? তদুত্তরে এই সূত্র অবতারিত হইয়াছে। গুণ তিন হইলেও তাহারা অবিযোজ্য। রজ ও তম ব্যতীত সত্ত্ব-গুণ জ্ঞেয় হয় না। রজ ও তমও সেইরূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পরিণাম—শক্তির (তম) ক্রিয়াবস্থাপ্রাপ্তি-জনিত (রজ) বোধ (সত্ত্ব)। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণই প্রত্যেক পরিণামে থাকিবেই থাকিবে। অর্থাৎ গুণ তিন হইলেও মিলিতভাবে তাহাদের পরিণাম হওয়াই স্বভাব। তজ্জন্য পরিণত বস্তু এক বলিয়া বোধ হয়। যেমন শব্দ—শব্দে ক্রিয়া, শক্তি ও প্রকাশ-ভাব আছে, তদ্ব্যতীত শব্দ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কিন্তু শব্দ তিন বলিয়া বোধ হয় না—এক শব্দ বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপে পরিণামের একত্বের জন্য বস্তু সকল একতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়।

১৪। (২) সূত্রকার বস্তুতত্ত্বের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে বিজ্ঞানবাদী বৈনাশিকদের মত আস্থেয় হয় না; ইহা ভাষ্যকার প্রসঙ্গত দেখাইয়াছেন। সূত্রের অবশ্য তদ্বিষয়ে তাৎপর্য্য নাই।

বিজ্ঞানবাদীর যুক্তি এই—যখন বিজ্ঞান না থাকে তখন কোন বাহ্য বস্তুর সত্তার উপলব্ধি হয় না; কিন্তু যখন বাহ্য বস্তু না থাকে তখনও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে। যেমন স্বপ্নে রূপরসাদির জ্ঞান হয়। অতএব বিজ্ঞান ছাড়া আর বাহ্য কিছু নাই। বাহ্য পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত পদার্থ মাত্র। (যে ইন্দ্রিয়বাহ্য দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে জ্ঞান হয় তাহাই বস্তু)।

এই যুক্তির দোষ এইরূপ—বিজ্ঞান ছাড়া বাহ্য সত্তা জ্ঞান হয় না, ইহা সত্য। কারণ জ্ঞান-শক্তি ছাড়া কিরূপে জ্ঞান হইবে? কিন্তু বাহ্য বস্তু ছাড়া যে বাহ্য জ্ঞান হয়, ইহা সত্য নহে। স্বপ্নে বাহ্য জ্ঞান হয় না, কিন্তু বাহ্য বস্তুর সংস্কারের জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত ক্রিয়ার সহিত সংযোগ না হইলেও যে রূপাদি বাহ্য জ্ঞান আদৌ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার উদাহরণ নাই। জন্মান্ধ কখনও রূপের স্বপ্ন দেখে না।

বিকল্পমাত্রই বিজ্ঞানবাদীর প্রমাণ। কারণ, সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদি বাহ্য বস্তু যে আছে, তাহা তাহারা স্বমাহাত্ম্যে সকলের বোধগম্য করাইয়া দেয়। তথাপি বস্তুশূন্য বাঙ্মাত্র কতকগুলি বাক্যের দ্বারা বিজ্ঞানবাদীরা উহার অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক মায়াবাদীদের সহিত বিজ্ঞানবাদীর এ বিষয়ে ঐকমত্য দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে মায়া অবস্তু। যদি শঙ্কা করা যায় তবে এই প্রপঞ্চ হইল কিরূপে? তদুত্তরে তাঁহারা 'প্রপঞ্চ নাই। কারণও অসৎ, তাই কার্য্যও অসৎ' ইত্যাদি বৈকল্পিক প্রলাপ মাত্র বলেন।

পরমার্থদৃষ্টিতে দুই পদার্থ স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী। এক হেয় ও অন্য উপাদেয়। হেয় দুঃখ ও দুঃখহেতু বিকারী পদার্থ; আর উপাদেয় নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পদার্থ।

যতদিন পরমার্থ সাধন করিতে হয়, ততদিন হান ও হেয় পদার্থ গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী। পরমার্থ সিদ্ধ হইলে পরমার্থদৃষ্টি থাকে না, সুতরাং তখন আর হেয় ও হান থাকে না। অতএব ভাষ্যকার বলিয়াছেন অনাত্ম হেয় পদার্থ পরমার্থত আছে। পরমার্থ সিদ্ধ হইলে যাহা থাকে তাহার নাম স্বরূপ-দ্রষ্টা; তাহা মনের অগোচর।

ভাষ্যম্—কুতশ্চৈতদন্যায্যম্—

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বহুচিত্তাবলম্বনীভূতমেকং বস্তু সাধারণং, তৎখলু নৈকচিত্তপরিকল্পিতং নাপ্যনেকচিত্ত-পরিকল্পিতং কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠং, কথং বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাদ্—ধর্ম্মাপেক্ষং চিত্তস্য বস্তুসাম্যেঽপি

সুখজ্ঞানং ভবতি অধর্ম্মাপেক্ষং তত এব দুঃখজ্ঞানম্ অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মূঢ়জ্ঞানং, সম্যগ্দর্শনাপেক্ষং তত এব মাধ্যস্থ্যজ্ঞানমিতি, কস্য তচ্চিত্তেন পরিকল্পিতং—ন চান্যচিত্তপরিকল্পিতেনার্থেনান্যস্য চিত্তোপরাগো যুক্তঃ, অস্মাদ্ বস্তুজ্ঞানয়োর্গ্রাহ্যগ্রহণভেদভিন্নয়ো র্বিভক্তঃ পন্থাঃ। নানয়োঃ সঙ্করগন্ধোঽপ্যস্তি ইতি, সাঙ্খ্যপক্ষে পুনর্বস্তু ত্রিগুণং চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ধর্ম্মাদি নিমিত্তাপেক্ষং চিত্তৈরভিসংবধ্যতে, নিমিত্তানুরূপস্য চ প্রত্যয়স্যোৎপদ্যমানস্য তেনতেনা হেতু র্ভবতি। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ—১৫। কি হেতু উহা ('বস্তু বাহ্যসত্তাশূন্য কিন্তু কল্পনা মাত্র' মতের পোষক পূর্ব্বোক্ত যুক্তি) অন্যায্য?—"বস্তুসাম্যে চিত্তভেদহেতু তাহাদের (জ্ঞানের ও বস্তুর) বিভক্ত পন্থা অর্থাৎ তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন"। সূ (১)

বহু চিত্তের আলম্বনীভূত এক সাধারণ বস্তু থাকে, তাহা একচিত্তপরিকল্পিতও নহে, অথবা বহুচিত্তপরিকল্পিতও নহে, কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ। কিরূপে?—বস্তু এক হইলেও চিত্তভেদহেতু (যখন) বস্তুসাম্যেও ধর্ম্মাপেক্ষ চিত্তের সুখ জ্ঞান হয়, অধর্ম্মাপেক্ষ চিত্তের দুঃখ জ্ঞান হয়, অবিদ্যাপেক্ষ চিত্তের তাহা হইতেই মূঢ় জ্ঞান হয়, সম্যগ্দর্শনাপেক্ষ চিত্তের তাহা হইতেই মাধ্যস্থ্য জ্ঞান হয়। (যদি বস্তুকে চিত্তকল্পিত বল, তবে) সেই বস্তু কোন্ চিত্তের কল্পিত হইবে? আর এক চিত্তের পরিকল্পিত বিষয়ের অন্য চিত্তকে উপরঞ্জিত করাও যুক্তিযুক্ত নহে। সেই কারণ গ্রাহ্য ও গ্রহণরূপ ভেদের দ্বারা ভিন্ন, বস্তুর ও জ্ঞানের বিভক্ত পথ, (অর্থাৎ) তাহাদের সাঙ্কর্য্যের লেশ মাত্র গন্ধও নাই। সাংখ্যমতে বস্তু ত্রিগুণ, গুণস্বভাব নিয়ত বিকারশীল, আর তাহা (বাহ্যবস্তু) ধর্ম্মাদি নিমিত্তাপেক্ষ হইয়া চিত্ত সকলের সহিত সম্বদ্ধ হয়, এবং তাহা নিমিত্তের অনুরূপ প্রত্যয় উৎপাদন করাতে সেই সেই রূপে (অর্থাৎ ধর্ম্মরূপ নিমিত্তের অনুরূপ সুখ-প্রত্যয় উৎপাদন করাতে সুখকর ইত্যাদি রূপে) প্রত্যয়-উৎপাদনের কারণ হয়।

টীকা—১৫। পূর্ব্ব সূত্রে সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর কথা বলা হইয়াছে। এই সূত্রে তন্মধ্যস্থ চিত্তের ও বস্তুর ভেদ স্থাপিত হইতেছে। একটী বাহ্য বস্তু হইতে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভাব হয়, তখন সেই বস্তু এবং চিত্ত বিভিন্ন। তাহারা বিভিন্ন পথে পরিণত হইয়া চলিয়াছে।

কিঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে যখন এক বস্তু সর্ব্বদা এক ভাবকে উৎপাদন করে (যেমন সূর্য্য ও আলোক জ্ঞান), তখন চিত্ত এবং বিষয় ভিন্ন। বস্তু ও চিত্ত এক হইলে নানা চিত্তের এক প্রকার জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না, নানা জ্ঞান হইত।

এইরূপে বিষয় ও চিত্তের ভেদ স্থাপিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ যে টিকে না, তাহা ভাষ্যকার বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। সূত্রের তাৎপর্য্য স্বমতস্থাপনপক্ষে কিন্তু পরমতখণ্ডনপক্ষে নহে। নীলাদি বিষয়জ্ঞান চিত্তের পরিণাম বটে, কিন্তু কোন বাহ্য, বিষয়-মূল, দ্রব্য থাকাতেই চিত্ত পরিণত হয়, স্বত পরিণত হইয়া নীলাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

ভাষ্যম্—কেচিদাহুঃ জ্ঞানসহভূরেবার্থো ভোগ্যত্বাদ্ সুখাদিবদিতি, ত এতয়া দ্বারা সাধারণত্বং বাধমানাঃ পূর্ব্বোত্তরেষু ক্ষণেষু বস্তুরূপ মেবাপহ্নুবতে।

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

একচিত্ততন্ত্রং চেদ্ বস্তু স্যাৎ তদাচিত্তে ব্যগ্রে নিরুদ্ধে বা স্বরূপমেব তেনাপরামৃষ্টমন্যস্যাঽবিষয়ী-

ভূতম-প্রমাণকমগৃহীতস্বভাবকং কেনচিৎ তদানীং কিন্তৎস্যাৎ, সংবধ্যমানং চ পুনশ্চিত্তেন কুত উৎপদ্যেত যে চাস্যানুপস্থিতা ভাগাস্তে চাস্য ন স্যুঃ, এবং নাস্তি পৃষ্ঠ মিত্যুদরমপি ন গৃহ্যেত, তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সর্ব্বপুরুষসাধারণঃ, স্বতন্ত্রাণি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্ত্তন্তে, তয়োঃ সম্বন্ধাদুপলব্ধিঃ পুরুষস্য ভোগ ইতি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১৬। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিষয় জ্ঞানসহজাত, কারণ তাহারা ভোগ্য, যেমন সুখাদি। তাঁহারা এই প্রকারে বস্তুর জ্ঞাতৃসাধারণত্ব বাধিত করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর ক্ষণে বস্তুস্বরূপের সত্তা অপলাপিত করেন। (তন্মত এই সূত্রের দ্বারা আস্তেয় হয় না) "বস্তু এক চিত্তের তন্ত্র নহে, (কেন না) তাহা হইলে যখন সেইটী অপ্রমাণক অর্থাৎ জ্ঞানের অগোচর হইবে, তখন তাহা কি হইবে ?"। সূ

যদি বস্তু একচিত্ততন্ত্র হয়, তবে চিত্ত ব্যগ্র হইলে বা নিরুদ্ধ হইলে, সেই চিত্তকর্ত্তৃক বস্তুর স্বরূপ অপরামৃষ্ট হওত অন্যের অবিষয়ীভূত, অপ্রমাণক বা সকলের দ্বারা অগৃহীতস্বভাব (১) হইয়া তখন তাহা কি হইবে ? আর তাহা চিত্তের সহিত পুনরায় সম্বধ্যমান হইয়া কোথা হইতেই বা উৎপন্ন হইবে। আর, বস্তুর যে অজ্ঞাত অংশ সকল তাহারাও থাকিতে পারে না। এইরূপে যেমন "পৃষ্ঠ নাই" বলিলে "উদর নাই" বুঝায়, (সেইরূপ অজ্ঞাতভাগ না থাকিলে জ্ঞাত ভাগ বা জ্ঞানও অসৎ হইয়া পড়ে)। সেইকারণ অর্থ সর্ব্বপুরুষসাধারণ ও স্বতন্ত্র ; আর চিত্তসকলও স্বতন্ত্র এবং প্রতিপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন-রূপে প্রত্যবস্থিত আছে। সম্বন্ধের দ্বারা তদুভয়ের (চিত্তের ও অর্থের) উপলব্ধিই—পুরুষের ভোগ।

টীকা—১৬। (১) এই সূত্রটী বৃত্তিকার ভোজদেব গ্রহণ করেন তাই। সম্ভবত ইহা ভাষ্যেরই অংশ। ইহার দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, বস্তু সর্ব্বপুরুষসাধারণ ; আর চিত্ত প্রতি-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, বাহ্য বস্তু বহু জ্ঞাতার সাধারণ বিষয়। তাহা এক চিত্ত তন্ত্র বা এক-চিত্তের দ্বারা কল্পিত নহে। কিঞ্চ তাহা বহু চিত্তের দ্বারাও কল্পিত নহে। কিন্তু তাহারা স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতন্ত্রভাবে পরিণাম অনুভব করিয়া যাইতেছে।

বিষয়কে একচিত্ততন্ত্র বলিলে তাহা যখন জ্ঞায়মান না হয়, তখন তাহা কি হয় ? বস্তু যদি চিত্তের কল্পনামাত্র হয়, তবে চিত্তের সেই কল্পনা না থাকিলে বস্তুও থাকে না। কিন্তু তাহা হয় না। শূন্যবাদী যখন শূন্যকল্পনা করিতে করিতে চলেন তখন তাঁহার মাথা যদি কোন কঠিন দ্রব্যে আহত হয়, তখন তিনি কি বলিবেন তাঁহার কল্পনা হইতেই ঐ কঠিন পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে ? আর তদীয় ভ্রাতৃগণেরও সেই স্থানে মাথা ঠুকিয়া যাইলে তাঁহারাও কি সেই স্থানে আসিয়া অনুরূপ কল্পনার দ্বারা সেই কঠিন বিষয় সৃজন করিবেন ? বিশেষত দ্রব্যের উপস্থিত বা জ্ঞায়মান ভাগ এবং অনুপস্থিত বা অজ্ঞাত ভাগ আছে। যদি বিষয় জ্ঞান-সহভূ হয়, তবে সেই অজ্ঞাত ভাগ কিরূপে থাকিতে পারে ?

পরন্তু বহু চিত্তের দ্বারা এক বস্তু কল্পিত, এরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে বহু চিত্ত কেন এক-রূপ বিষয়ের কল্পনা করিবে তাহার হেতু নাই ; এবং পূর্ব্বোক্ত দোষও তাহাতে আইসে। সাধারণ লোকের নিকট এরূপ মত (বিষয়ের চিত্তকল্পিতত্ব) হাস্যাস্পদ হইবে, কারণ স্বভাবত প্রাণীরা বিষয়কেও নিজেকে পৃথক্ নিশ্চয় করিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞানবাদী ও মায়াবাদী তাহা ভ্রান্তি বলিয়া ঐ ঐ দৃষ্টির দ্বারা জগত্তত্ত্ব বুঝাইতে যান। উহা কেন ভ্রান্তি ? তদুত্তরে ঐ দুই বাদীরাই বলিবেন যে উহা আমাদের আগমে আছে।

বিজ্ঞানবাদী মনে করেন, যখন বুদ্ধ রূপস্কন্ধকে অসৎকারণক বা মূলতঃ শূন্য বলিয়া গিয়াছেন, আর বিজ্ঞানের নিরোধে সমস্ত নিরোধ বা শূন্য হয় বলিয়াছেন, তখন যে কোন

প্রকারে হউক বাহ্যের শূন্যত্ব দেখাইতেই হইবে। আবার বিজ্ঞাননিরোধ হইলেও যদি বাহ্য পদার্থ থাকে, তবে তাহা শূন্য হইবে কিরূপে? তাহা বরাবরই থাকিবে; ইত্যাদ্যাকার প্রয়োজনেই বিজ্ঞানবাদ আদির দ্বারা তাঁহারা ঐ বিষয় বুঝাইতে যান।

মায়াবাদীরা মনে করেন জগৎ সৎকারণক। সেই সৎ পদার্থ অবিকারি ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই বিকারশীল জগৎ। ব্রহ্ম বিকারি নহেন। অতএব জগৎ নাই। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, সুতরাং কল্পনামাত্র বলিয়া সঙ্গতি করিবার চেষ্টা করেন।

সাংখ্যের সেরূপ প্রয়োজন নাই। তাঁহারা দৃশ্য ও দ্রষ্টা উভয় পদার্থকে সৎ বলেন। তন্মধ্যে দৃশ্য বা প্রাকৃত পদার্থ বিকারশীল সৎ এবং দ্রষ্টা অবিকারী সৎ। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিদ্যামূলক বিয়োগই পরমার্থসিদ্ধি। দৃশ্যেরও দুই ভাগ ব্যবসায় ও ব্যবসেয়। তন্মধ্যে ব্যবসায় বা গ্রহণ প্রতিপুরুষে ভিন্ন ভিন্ন, আর ব্যবসেয় বা শব্দাদি বহু জ্ঞাতার সাধারণ বিষয়। গ্রহণ এবং গ্রাহ্যের সহিত সম্বন্ধ হইলেই বিষয়জ্ঞানরূপ ভোগ সিদ্ধ হয়।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যম্—অয়স্কান্তমণিকল্পা বিষয়া অয়ঃসধর্ম্মকং চিত্তমভিসম্বধ্যোপরঞ্জয়ন্তি, যেন চ বিষয়েনোপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাতস্ততোঽন্যঃ পুনরজ্ঞাতঃ, বস্তুনো জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ পরিণামি চিত্তম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১৭। অর্থোপরাগসাপেক্ষত্বহেতু বাহ্য বস্তু চিত্তের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত।স্থ বিষয় সকল অয়স্কান্ত মণির ন্যায়, তাহারা লৌহের সদৃশ চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া উপরঞ্জিত করে। চিত্ত যে বিষয়ে উপরক্ত হয় সেই বিষয় জ্ঞাত, আর তদ্ভিন্ন বিষয় অজ্ঞাত। বস্তুর জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বরূপত্ব-হেতু চিত্ত পরিণামি (১)।

টীকা—১৭। (১) বিষয় চিত্তকে আকৃষ্ট করে বা পরিণামিত করে। অয়স্কান্ত যেরূপ লৌহকে আকৃষ্ট করে, সেইরূপ। বিষয়ের মূল শব্দাদি ক্রিয়া, তাহারা ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তস্থানে যাইয়া চিত্তকে পরিণামিত করে। বিষয় চিত্তকে বস্তুত শরীরের বাহিরে আনে না; তবে বৃত্তি হইলে তাহা বাহ্যবিষয়ক বৃত্তি হয়, সুতরাং বিষয় চিত্তকে বহির্মুখ করে (বৃত্তির দ্বারা) এরূপ বলা সঙ্গত। মতান্তরে চিত্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বাহিরে যাইয়া বিষয়ে বৃত্তি লাভ করে। ইহা সত্য নহে। অধ্যাত্ম ভূত চিত্ত অনধ্যাত্ম দ্রব্যে অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং চিত্ত নিরাশ্রয় হইয়া বাহিরে থাকিতে পারে না। অধ্যাত্মপ্রদেশেই চিত্তেরও বিষয়ের মিলন হয়, এবং তথায় চিত্তের পরিণাম হয়। চিত্ত স্থানকে হৃদয় বলা যায়। তথায় বিষয় উদ্ভূত ও লীন হয়। "যতো নির্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব বিলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতিকারণম্ ॥" উপরাগের অর্থাৎ বৈষয়িক ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের সক্রিয় হওয়ার অপেক্ষা আছে বলিয়া, কোন বিষয় জ্ঞাত ও কোন বিষয় (যাহা অনুপরঞ্জিত) অজ্ঞাত হয়।

চিত্তের বিষয় হইবার 'বস্তু' পৃথক্ ভাবে আছে। তাহারা কখন কখন যথাযোগ্য কারণে সম্বদ্ধ হইয়া চিত্তকে উপরঞ্জিত করে। তাহাতে চিত্তে সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়, নচেৎ বস্তু থাকিলেও চিত্তে তাহার জ্ঞান হয় না। অতএব সদ্রূপ স্বতন্ত্র চৈত্তিক বিষয় কখন জ্ঞাত এবং কখন অজ্ঞাত হয়। ইহার দ্বারা চিত্তের পরিণামিত্ব সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ, অন্য স্বতন্ত্র সদ্বস্তুর ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের বিকার হয়। ২।২০ সূত্রের টিপ্পন দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যম্—যস্য তু তদেবচিত্তং বিষয় স্তস্য—

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাঽপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

যদি চিত্তবৎ প্রভুরপি পুরুষঃ পরিণমেত তত স্তদ্বিষয়া শ্চিত্তবৃত্তয়ঃ শব্দাদিবিষয়বদ্ জ্ঞাতা-জ্ঞাতাঃ স্যুঃ, সদাজ্ঞাতত্বং তু মনসঃ তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্ব মনুমাপয়তি ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১৮। যাহার আবার সেই চিত্ত বিষয় সেই "পুরুষের অপরিণামিত্ব-হেতু চিত্তবৃত্তিগণ সর্ব্বদাই জ্ঞাত বা প্রকাশ্য"। সূ

যদি চিত্তের ন্যায় তৎপ্রভু পুরুষও পরিণাম প্রাপ্ত হইতেন, তবে তাঁহার প্রকাশ্য যে চিত্তবৃত্তি-গণ তাহারাও শব্দাদি বিষয়ের ন্যায় জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত হইত। কিন্তু মনের সদাপ্রকাশ্যত্ব তাহার প্রভু পুরুষের অপরিণামিত্বকে অনুমাপিত করে ॥ (১)

টীকা—১৮। (১) চিত্তের বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত কিন্তু পুরুষ-বিষয় যে চিত্ত, তাহা সদাজ্ঞাত। চিত্তের বৃত্তি আছে অথচ তাহা জ্ঞাত হয় না, এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ২।২০ (২) টীকায় ইহা সম্যক্ দর্শিত হইয়াছে। প্রমাণাদি যে কোন বৃত্তি হউক না. তাহা 'আমি জানিতেছি' এইরূপে অনুভূত হয়। সেই 'আমি' গ্রহীতা বা পৌরুষ প্রত্যয়। তাহা সদাই পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট। পুরুষের দ্বারা অদৃষ্ট কোন প্রত্যয় হইতে পারে না।

প্রত্যয় হইলেই তাহা দৃষ্ট হইবে। প্রত্যয় আছে অথচ তাহা জ্ঞাত নহে, এরূপ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, পুরুষবিষয় যে চিত্ত তাহা সদাজ্ঞাত। (চিত্ত এস্থলে প্রত্যয় মাত্র)।

পুরুষরূপ জ্ঞশক্তির যদি কিছু বিকার থাকিত তবে এই সদাজ্ঞাতত্বের ব্যভিচার হইত। জ্ঞশক্তির বিকার অর্থে জ্ঞ ও অজ্ঞ ভাব। সুতরাং তাহা হইলে চিত্তের সদাজ্ঞাতত্ব থাকিত না। একবার চিত্ত জ্ঞাত ও একবার অজ্ঞাত হইত। কিন্তু চিত্তের সেরূপ অবস্থা কল্পনীয়ও নহে।

এইরূপে চিত্তের পরিণামিত্ব ও পুরুষের অপরিণামিত্ব-হেতু উভয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়।

শব্দাদিরূপে পরিণত হওয়াই চিত্তের বিষয়ত্ব। শব্দাদি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়কে ক্রিয়াশীল করে তদ্দ্বারা চিত্ত সক্রিয় হয়। তাহাই বিষয় জ্ঞান। দ্রষ্টার বিষয় যে দৃশ্য তাহা সেরূপ নহে। তাহা 'আমি জানিতেছি তাহাও আমি জানি' এইরূপ অনুভব। প্রমাণাদি পঞ্চ প্রকার বৃত্তিরই (জ্ঞানের) ঐরূপ অনুভব হয় বলিয়া চিত্ত-বৃত্তি সদাজ্ঞাত।

ভাষ্যম্—স্যাদাশঙ্কা চিত্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসং চ ভবিষ্যতি, অগ্নিবৎ,—

ন তৎস্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

যথেতরাণীন্দ্রিয়াণি শব্দাদয়শ্চ দৃশ্যত্বান্ন স্বাভাসানি তথামনোঽপি প্রত্যেতব্যং, ন চাগ্নি রত্র দৃষ্টান্তঃ ন হ্যগ্নিরাত্মস্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশয়তি, প্রকাশশ্চায়ং প্রকাশ্যপ্রকাশকসংযোগে দৃষ্টঃ, ন চ স্বরূপমাত্রেঽস্তি সংযোগঃ, কিঞ্চ স্বাভাসং চিত্তমিত্যগ্রাহ্যমেব কস্যচিদিতি শব্দার্থঃ, তদ্যথা, স্বাত্ম-প্রতিষ্ঠমাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ, স্ববুদ্ধিপ্রচার-প্রতিসংবেদনাৎ সত্ত্বানাং প্রবৃত্তি র্দৃশ্যতে ক্রুদ্ধোঽহং ভীতোঽহম্, অমুত্র মে রাগোঽমুত্র মে ক্রোধ ইতি এতৎ স্ববুদ্ধে রগ্রহণে ন যুক্তমিতি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—১৯। আশঙ্কা হইতে পারে যে চিত্ত স্বপ্রকাশ এবং বিষয়প্রকাশ; যেমন অগ্নি। (কিন্তু) "তাহা দৃশ্যত্বহেতু স্বপ্রকাশ নহে"। সূ

যেমন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ এবং শব্দাদিরা দৃশ্যত্বহেতু স্বাভাস নহে, সেইরূপ মনকেও জানিতে হইবে। এস্থলে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না—(কেননা) অগ্নি অপ্রকাশ আত্মস্বরূপকে প্রকাশ করে না। অগ্নির যে প্রকাশ তাহা প্রকাশ্য ও প্রকাশকের সংযোগ হইতে দেখা যায়, অগ্নির স্বরূপমাত্রের সহিত তাহাতে সংযোগ নাই। কিঞ্চ "চিত্ত স্বাভাস" বলিলে তাহা "অপর কাহারও গ্রাহ্য নহে" ইহাই শব্দার্থ হইবে। যেমন স্বাত্মপ্রতিষ্ঠ আকাশ অর্থে পরপ্রতিষ্ঠ নহে, সেইরূপ। পরন্তু চিত্ত গ্রাহ্যস্বরূপ, যেহেতু স্বচিত্তব্যাপারের প্রতিসংবেদন (অনুভব) হইতে প্রাণীদের প্রবৃত্তি দেখা যায়, (যেমন) "আমি ক্রুদ্ধ" "আমি ভীত" "ঐ বিষয়ে আমার রাগ আছে" "উহার উপর আমার ক্রোধ আছে" ইত্যাদি। স্ববুদ্ধি যদি অগ্রাহ্য (অহংলক্ষ্য গ্রহীতার) হইত তবে ঐরূপ ভাব সম্ভব হইত না (১)।

টীকা—১৯। (১) চিত্ত বা বিজ্ঞান স্বাভাস নহে, যেহেতু তাহা দৃশ্য। যাহা দৃশ্য তাহা দ্রষ্টা হইতে অত্যন্ত পৃথক্। দ্রষ্টার আর দ্রষ্টা হইতে পারে না বলিয়া দ্রষ্টা স্বাভাস; কিন্তু দৃশ্য সেরূপ নহে, দৃশ্য অচেতন। 'আমি' চেতন বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু আমার দৃশ্য শব্দাদিজ্ঞান ও ইচ্ছাদি ভাব অচেতন বলিয়া অনুভূত হয়। যাহা স্ববোধ, তাহা আমিত্বের অন্তর্গত। যে সব পদার্থ 'আমার' বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাতে বোধ নাই। তাহারা বোধ্য। চিত্ত সেইরূপ বোধ্য বলিয়া স্বাভাস বা স্ববোধস্বরূপ নহে। চিত্ত কেন বোধ্য? যেহেতু এইরূপ অনুভব হয় যে—'আমার রাগ আছে' 'আমি ভীত' 'আমি ক্রুদ্ধ, ইত্যাদি। রাগ, ভয়, ক্রোধ আদি চিত্ত-প্রত্যয় এইরূপে বোধ্য বা দৃশ্য হয়।' সুতরাং তাহা দ্রষ্টা নহে। দ্রষ্টা নহে বলিয়া স্বাভাস নহে।

শঙ্কা হইতে পারে রাগাদিবৃত্তিকে চিত্তই জানে, অতএব চিত্তও স্বাভাস। তদুত্তরে বক্তব্য আমাদের অনুভব হয় যে 'আমি জানি'। অতএব যদি বল যে রাগাদিকে চিত্তই জানে তবে সেই চিত্ত হইবে 'আমি'। আমি 'জ্ঞাতা' সুতরাং চিত্তের একাংশ জ্ঞাতা ও অন্যাংশ রাগাদি জ্ঞেয় হইবে। "আমি জ্ঞাতা" ইহা আবার কে জানে? অতঃপর এই প্রশ্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতে হইবে "আমিই জানি আমি জ্ঞাতা"। অতএব চিত্তের মধ্যে এরূপ অংশ স্বীকার করিতে হইবে যাহা নিজেকেই নিজে জানে। তাহা রাগাদি অচেতন চিত্তাংশ হইতে বিলক্ষণতা-হেতু সম্পূর্ণ পৃথক্ হইবে। অতএব স্বাভাস বিজ্ঞাতা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে। কিঞ্চ তাহা সিদ্ধবোধ হইবে। আর বিজ্ঞান জ্ঞায়মানতা বা সাধ্য বোধ। 'জানন' রূপক্রিয়াই বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞাতা জ্ঞ মাত্র। এই রূপে দৃশ্য হইতে দ্রষ্টার পৃথক্ত্ব সিদ্ধ হয়।

স্থূলবুদ্ধি লোকেরা চিত্তকেই স্বাভাস ও বিষয়াভাস বলে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহার (উভয়াভাসের) উদাহরণ কোথায়? তখন বলে অগ্নি তাহার উদাহরণ। যেমন অগ্নি নিজেকে প্রকাশ করে, এবং অন্য দ্রব্যকেও প্রকাশ করে, চিত্তও সেইরূপ। ইহা কিন্তু কাল্পনিক উদাহরণ। অগ্নি নিজেকে প্রকাশ করে ইহার অর্থ কি? তাহার অর্থ অন্য এক চেতন জ্ঞাতার আলোক-জ্ঞান হয়। অগ্নি অপরকে প্রকাশ করে তাহার অর্থ—অপর দ্রব্যে পতিত আলোকের জ্ঞান হয়। ফলত এস্থলে প্রকাশক চেতন গ্রহীতা আর প্রকাশ্য আলোক বা তেজোভূত। সব জ্ঞান যেরূপ দ্রষ্টৃদৃশ্যযোগে হয়, উহাও তদ্রূপ। উহা স্বাভাস ও বিষয়াভাসের উদাহরণ নহে। অগ্নি যদি "আমি অগ্নি" এইরূপ ভাবে স্বরূপকে প্রকাশ করিত, এবং জ্ঞেয় অন্য বিষয়কেও প্রকাশ করিত বা জানিত, তবে তাহা উদাহার্য্য হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অগ্নির স্বরূপের সহিত কিছু সম্বন্ধ নাই, কেবল কল্পনায় অগ্নিকে চেতনব্যক্তিবৎ ধরিয়া উদাহরণ কল্পিত হইয়াছে।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্—ন চৈকস্মিন্ ক্ষণে স্ব-পররূপাবধারণং যুক্তং, ক্ষণিকবাদিনো যদ্ ভবনং সৈব ক্রিয়া তদেব চ কারকমিত্যভ্যুপগমঃ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—২০। চিত্ত স্বাভাস নহে বলিয়া "এক সময়ে উভয়ের (জ্ঞাতার ও চিত্তের) অবধারণ হয় না"। স্থ

একক্ষণে স্বরূপ ও পররূপ (১) (উভয়ের) অবধারণ হওয়া যুক্ত নহে। ক্ষণিকবাদীদের মতে যাহা উৎপত্তি তাহাই ক্রিয়া আর তাহাই কারক। (সুতরাং তন্মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের জ্ঞান এক সময়ে হওয়া উচিত, তাহা না হওয়াতে চিত্ত স্বাভাস নহে)।

টীকা—২০। (১) চিত্ত যে বিষয়াভাস তাহা সিদ্ধ সত্য। তাহাকে স্বাভাস বলিলে বিষয়াভাস ও স্বাভাস উভয়ই বলা হয়। উভয়াভাস হইলে একক্ষণে নিজরূপ এবং বিষয়রূপ উভয়ের অবধারণ হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। অবধারণ একক্ষণে উহাদের মধ্যে এক পদার্থেরই হয়। যে চিত্তব্যাপারের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়, তদ্দ্বারা চিত্তেরও জ্ঞান হয় না। চিত্তজ্ঞানের এবং বিষয়জ্ঞানের ব্যাপার পৃথক্। অতএব চিত্ত যুগপৎ স্বাভাস ও বিষয়াভাস নহে।

এতদ্দ্বারা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীদের পক্ষও নিরস্ত হয়। তাহাদের মতে ক্রিয়া, কারক ও কার্য্য তিনই এক। কারণ, চিত্তবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী ও মূলশূন্য বা নিরন্বয়। অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তিনই তন্মতে এক। তাহারা বলেন "ভূতির্যেষাং ক্রিয়াসৈব কারকঃ সৈব চোচ্যতে"।

আত্মজ্ঞানক্ষণে বিষয়জ্ঞান, এবং বিষয়জ্ঞানক্ষণে আত্মজ্ঞান হওয়া যুক্ত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান-বাদে চিত্ত যখন একক্ষণিক, আর জ্ঞাতা, জ্ঞানক্রিয়া ও জ্ঞেয় যখন তদন্তর্গত, তখন নিজরূপকে বা জাননব্যাপারকে ও জ্ঞেয়কে বা পররূপকে জানার অবসর হওয়ার সম্ভব নাই।

অতএব চিত্ত যুগপৎ স্বাভাস ও বিষয়াভাস নহে; পরন্তু তাহা দৃশ্য। তাহাই বিষয়াকারে পরিণত হয় ও বিষয়রূপে দৃশ্য হয়। জানন-ক্রিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাপারবিশেষ, তাহা স্বাভাস হইতে পারে না। ব্যাপারহীন স্বাভাস পদার্থ স্বীকার করিলে অপরিণামী চিতিশক্তিকে স্বীকার করা হয়।

ভাষ্যম্—স্যান্মতিঃ। স্বরসনিরুদ্ধং চিত্তং চিত্তান্তরেণ গৃহ্যত ইতি—

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥

অথ চিত্তং চেচ্চিত্তান্তরেণ গৃহ্যেত বুদ্ধিবুদ্ধিঃ কেন গৃহ্যতে সাপ্যন্যয়া সাপ্যন্যয়েত্যতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ যাবন্তো বুদ্ধিবুদ্ধীনামনুভবাঃ তাবন্ত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি, তৎসঙ্করাচ্চৈক-স্মৃত্যনবধারণং চ স্যাৎ।

ইত্যেবং বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিনং পুরুষমপলপদ্ভির্বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বমেবাকুলীকৃতং, তে তু ভোক্তৃ-স্বরূপং যত্র ক্বচন কল্পয়ন্তো ন ন্যায়েন সঙ্গচ্ছন্তে। কেচিৎ সত্ত্বমাত্রমপি পরিকল্প্য অস্তি স সত্ত্বো য এতান্ পঞ্চস্কন্ধান্ নিঃক্ষিপ্যান্যাংশ্চ প্রতিসন্দধাতীত্যুক্ত্বা তত এব পুনস্ত্রস্যন্তি, তথা স্কন্ধানাং মহানির্বেদায় বিরাগায়ানুৎপাদায় প্রশান্তয়ে গুরোরন্তিকে ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামীত্যুক্ত্বা সত্ত্বস্য পুনঃ সত্ত্বমেবাপহ্নুবতে। সাংখ্য-যোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ স্বশব্দেন পুরুষমেব স্বামিনং চিত্তস্য ভোক্তার-মুপযন্তি, ইতি ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—২১। (চিত্ত স্বাভাস না হইলেও) এইমত (যথার্থ) হইতে পারে যে—বিনাশস্বভাব চিত্ত পরোৎপন্ন অন্য এক চিত্তের (১) প্রকাশ্য।—কিন্তু "চিত্ত চিত্তান্তরের প্রকাশ্য হইলে, চিত্তপ্রকাশক-চিত্তের অনবস্থা হয়, আর স্মৃতিসংকরও হয়"। সূ

চিত্ত যদি চিত্তান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয় (তবে সেই) চিত্তের প্রকাশক চিত্ত, আবার কিসের দ্বারা প্রকাশ্য হইবে ? (অন্য এক চিত্ত তৎপ্রকাশক এরূপ বলিলে) তাহাও আবার অন্য চিত্তের প্রকাশ্য হইবে, আবার ইহাও অন্য চিত্তের প্রকাশ্য হইবে, এইরূপে অনবস্থা বা অতি-প্রসঙ্গ—দোষ উপস্থিত হইবে। স্মৃতিসঙ্করও হইবে—যতগুলি চিত্ত-প্রকাশক চিত্তের অনুভব হইবে ততগুলি স্মৃতি হইবে ; তাহাদের সাঙ্কর্য্য-হেতু কোন একটি স্মৃতির বিশুদ্ধরূপে অবধারণ হইবে না। এইরূপে বুদ্ধির প্রতিসংবেদী পুরুষের অপলাপ করিয়া বৈনাশিকেরা সমস্ত আকুলী-কৃত করিয়াছেন। তাঁহারা যে কোন বস্তুকে ভোক্তৃস্বরূপ কল্পনা করাতে ন্যায়মার্গে গমন করেন না। কেহ বা (শুদ্ধসন্তানবাদী) সত্ত্বমাত্র কল্পনা করিয়া বলেন যে—"এক বস্তু আছে যাহা এই (সাংসারিক) পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগ করিয়া (মুক্তাবস্থায়) অন্য স্কন্ধ সকল অনুভব করে"। এইরূপ বলিয়া তাহা হইতেও পুনশ্চ ভীত হন (২)। সেইরূপ (অপর কেহ অর্থাৎ শূন্যবাদী) স্কন্ধ সকলের মহানির্ব্বেদের জন্য, বিরাগের জন্য, অনুৎপত্তির জন্য ও প্রশান্তির জন্য গুরুর সমীপে ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিব বলিয়া পুনশ্চ সত্ত্বের সত্তাও অপলাপিত করেন (৩)। সাংখ্যযোগাদি প্রবাদ (প্রকৃষ্ট উক্তি) সকল স্ব-শব্দের দ্বারা চিত্তের ভোক্তা স্বামী পুরুষকে প্রতিপন্ন করেন ॥

টীকা—২১। (১) বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক বা পৃথক্ত্ব জ্ঞানই হানোপায়। তাহা আগমের দ্বারা ও অনুমানের দ্বারা জানিয়া, পরে সমাধিবলে সম্যক্ সাক্ষাৎ করিলে তবেই সম্যক্ বিবেক-খ্যাতি হয়। তজ্জন্য সূত্রকার চিত্ত ও পুরুষের ভেদ, যুক্তিদ্বারা এই সকল সূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। চিত্তের স্বাভাসত্ব অসিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু যদি বলাযায় যে এক চিত্তের দ্রষ্টা আর এক চিত্তবৃত্তি তাহাও সঙ্গত হইতে পারে, এবং তাহাতে পুরুষস্বীকারের প্রয়োজন হয় না। দেখাও যায় যে, পূর্ব্ব চিত্তকে পরবর্ত্তি চিত্তের দ্বারা জানি—যেমন, 'আমার রাগ হইয়াছিল' ইহাতে পূর্ব্বেকার রাগচিত্তকে বর্ত্তমান চিত্তের দ্বারা জানিতেছি।

এই মত যে সমীচীন নহে, তাহা সূত্রকার দেখাইয়াছেন। যদি পূর্ব্বক্ষণিক ও পরক্ষণিক চিত্তকে একই চিত্তের বিভিন্ন ধর্ম্ম বলা যায়, তাহা হইলে এক চিত্ত আর একচিত্তের দ্রষ্টা এইরূপ বলা সঙ্গত হয় না। কারণ চিত্ত একই হইলে, এবং তাহা স্বাভাস না হইলে, তাহা সদাই দৃশ্য হইবে কদাপি দ্রষ্টা হইবে না।

তবে যদি প্রতিক্ষণের চিত্তকে পৃথক্ ধরা যায়, তবেই উপরোক্ত আশঙ্কা উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে গুরু দোষ হয়। এক চিত্তকে পূর্ব্ববর্ত্তী পৃথক্ চিত্তের দ্রষ্টা বলিলে বুদ্ধিবুদ্ধির অতি প্রসঙ্গ হয়। অর্থাৎ ক চিত্তের দ্রষ্টা খ চিত্ত, ক-খ-র দ্রষ্টা গ, ক-খ-গ র দ্রষ্টা ঘ ইত্যাদি প্রকার হইবে এবং তাহাতে বিবর্দ্ধমান দৃশ্যচিত্তের দ্রষ্টৃ-স্বরূপ অসংখ্য চিত্ত কল্পনা করিতে হয়।

বুদ্ধি-বুদ্ধি বা বুদ্ধির (চিত্তের) দ্রষ্টা অন্য বুদ্ধি। অসংখ্য বুদ্ধি-বুদ্ধি কল্পনা করা-রূপ অন-বস্থা দোষ উক্ত মতে আপতিত হয়। পরন্তু উহাতে স্মৃতি-সঙ্করও হইবে। অর্থাৎ কোন এক অনুভবের বিশুদ্ধ স্মৃতি হওয়া সম্ভব হইবে না। কারণ ঐরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক অনুভব অসংখ্য পূর্ব্ববর্ত্তী অনুভবের প্রকাশক হইবে ; তাহাতে যুগপৎ অসংখ্য স্মৃতি (স্মৃতি—অনুভূত বিষয়ের পুনরনুভব) হইবে ; তাহাতে কোন এক বিশেষ স্মৃতির অনুভব অসম্ভব হইবে।

অতএব যখন দেখা যায় যে একদা এক স্মৃতির স্পষ্ট অনুভব হয়, তখন সাংখ্যীয় ব্যবস্থাই

সঙ্গত। তাহাতে বাহ্য ও আভ্যন্তর বস্তু স্বীকৃত হয়। যে বস্তুর সহিত পুরুষোপদৃষ্ট জ্ঞান-শক্তির সংযোগ হয়, তাহাই অনুভূত হয়। জ্ঞানশক্তি বা জাননব্যাপার স্বয়ং জড়। কারণ, তাহার সমস্ত উপাদান (ত্রিগুণ) দৃশ্য। তাহা প্রতিসংবেদী পুরুষের সত্তায় চেতনবৎ হয়, তাহাতেই জ্ঞানবৃত্তি বা বিষয়োপরঞ্জিত জ্ঞানশক্তি প্রতিসংবিদিত হয়।

২১। (চেতন পুরুষ সাংখ্যের ভোক্তা। তাহাতে (অর্থাৎ এইরূপ দর্শনে) মোক্ষের জন্য প্রবৃত্তি সুসঙ্গত হয়। বৈনাশিকের মতে বিজ্ঞানের উপরে কিছুই নাই বা শূন্য। সুতরাং বিজ্ঞাননিরোধের প্রবৃত্তি সঙ্গত হয় না। নিজেই নিজেকে শূন্য বা অসৎ করিতে পারে এরূপ কোন বস্তুর উদাহরণ নাই। সুতরাং, বিজ্ঞান চেষ্টার দ্বারা নিজেকে শূন্য করিবে, এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। সাংখ্যমতে কোন বস্তুর অভাব হয় না। কেবল সংযোগ বা তাদৃশ পদার্থের অভাব হইতে পারে। সংযোগ বস্তু নহে, কিন্তু সম্বন্ধবিশেষ; সুতরাং তাহার অভাব বলিলে বস্তুর অভাব বলা হয় না।

শুদ্ধ সন্তান-বাদীরা বলেন যে সত্ত্ব সকল (সত্ত্ব অর্থে জীব এবং বস্তু) সাংসারিক পঞ্চস্কন্ধ ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ-অবস্থায় আর্হতিক, শুদ্ধ, পঞ্চস্কন্ধ (বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপ এই পঞ্চ স্কন্ধ বা সমূহ) গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁহারা চিত্তের নিরোধ-অবস্থার সঙ্গতি করিতে পারেন না। কারণ চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তন্মতে শূন্য হয়; শূন্য হইতে পুন চিত্তের উত্থানরূপ অসম্ভব কল্পনাকে ন্যায়সঙ্গত করিতে তাহারা পারেন না। অথবা চিত্তসন্তানের নিরোধও (তন্মতে নিরোধ ভাব পদার্থের অভাব) তাহাদের দৃষ্টি-অনুসারে দেখিলে ন্যায্য হইতে পারে না।

২১। (৩) আর শূন্যবাদীরা পঞ্চস্কন্ধের মহানির্ব্বেদের জন্য বা স্কন্ধে বিরাগের জন্য, অনুৎপাদ বা প্রশান্তির (সম্যক্ নিরোধের) জন্য, গুরুর সকাশে ব্রহ্মচর্য্যের মহাসঙ্কল্প করিয়া, যাহার জন্য এতাদৃশ মহাপ্রযত্নের উদ্যম করেন, তাহাকেই (আত্মাকে বা সত্ত্বকে) শূন্য স্থির করিয়া অপলাপিত করেন।

অযুক্ততা বশতঃ স্বসত্তাকে অপলাপিত করিলেও—'আমি মুক্ত হইব' 'আমি শূন্য হইব' ইত্যাদি আত্মভাব অতিক্রমণীয় নহে। 'আমি শূন্য হইব' এরূপ বলা 'মম মাতা বন্ধ্যা' এইরূপ বলার ন্যায় প্রলাপ মাত্র। বস্তুত মোক্ষ বা নির্ব্বাণ অর্থে দুঃখের বিয়োগ। বিয়োগ বলিলেই দুই বস্তু বুঝায়, এক দুঃখ ও অন্য তদ্ভোক্তা। অতএব মোক্ষ হইলে দুঃখ (অর্থাৎ দুঃখাধার চিত্ত) এবং তদ্ভোক্তার বিয়োগ হয়, এরূপ বলাই ন্যায্য। এই ভোক্তাই সাংখ্যযোগের স্বস্বরূপ রয। চৈত্তিক অভিমানশূন্য চরম আমিত্বের তাহাই লক্ষ্যভূত বস্তু।

ভাষ্যম্—কথং ?

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ, পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি, তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহস্বরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারিমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞান-বৃত্তিরাখ্যায়তে। তথা চোক্তম্ "ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং নৈবান্ধকারংকুক্ষয়ো নোদধীনাম্। গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্মশাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে" ইতি ॥ ২২

ভাষ্যানুবাদ—২২। কিরূপে (সাংখ্যেরা স্ব-শব্দলক্ষ্য পুরুষ প্রতিপাদন করেন) ?—
"অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির সদৃশতা প্রাপ্ত হওয়াতে (১) স্ববুদ্ধিসংবেদন হয়"। সূ

অপরিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (১) ভোক্তৃ-শক্তি পরিণামী বিষয়ে (বুদ্ধিতে) প্রতি-

সংক্রান্তের ন্যায় হইয়া তাহার (বুদ্ধির) বৃত্তিকে চেতনের ন্যায় করে। চৈতন্যের প্রতিচেতনা প্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির অনুকারি মাত্রতার জন্য অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই চিতিশক্তির জ্ঞানবৃত্তি বল হয়। এ বিষয়ে ইহা (শ্রুতিতে) কথিত হইয়াছে—"যে গুহাতে শাশ্বত ব্রহ্ম নিহিত আছেন, তাহা পাতাল বা গিরিবিবর বা অন্ধকার বা সমুদ্রগর্ভ নহে ; কবিরা তাহাকে অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া জানেন।"

টীকা—২২। (১) অপ্রতিসংক্রমা বা অন্যত্র-সঞ্চারশূন্যা। চিতিশক্তি বুদ্ধিতে বাস্তবপক্ষে সংক্রান্ত হয় না, কিন্তু ভ্রান্তিবশত সংক্রান্তের ন্যায় বোধ হয়। উদাহরণ যথা—'আমি চেতন এই ভাব। এ স্থলে ব্যবহারিক আমিত্বের জড় অংশকেও চিদভিমান বশত 'চেতন' বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহাই অপ্রতিসংক্রমা চিতিশক্তির বুদ্ধিতে প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় বোধ হওয়া। অর্থাৎ বুদ্ধির সদৃশতা প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় হওয়া। অপ্রতিসংক্রমা হইলে তাহা অপরিণামীও হইবে। বুদ্ধি প্রকাশশীল বা সদাই জ্ঞাত। নীলবুদ্ধি, লালবুদ্ধি প্রভৃতি বুদ্ধি যেমন প্রকাশিত ভাব, আমিত্ববুদ্ধিও সেইরূপ। তাহা প্রকাশশীলতার চরম অবস্থা। স্বভাবত প্রকাশশীল কিন্তু পরিণামী এই আমিত্ব-বুদ্ধি, অপরিণামী জ্ঞাতার সত্তায় প্রকাশিত। কারণ আমিত্বকে বিশ্লেষ করিলে শুদ্ধ জ্ঞাতা ও পরিণামী জ্ঞেয়, এই দুই প্রকার ভাবলব্ধ হয়। জ্ঞাতার দ্বারা আমিত্ব প্রকাশিত হওয়াতে, 'আমি জ্ঞাতা' বা 'ভোক্তা' বা 'চিৎ' এইরূপ অভিমান-ভাব হয়। তাহাই চৈতন্যের বুদ্ধিসাদৃশ্য প্রাপ্তি বা 'তদাকারাপত্তি'।

এইরূপ তদাকারাপত্তিই স্ববুদ্ধিসংবেদন অর্থাৎ স্বভূতবুদ্ধির প্রকাশ বা বোধ। স্বভূত বুদ্ধি—'আমি ভোক্তা' এইরূপ আত্মভূতা বুদ্ধি। তাহার সংবেদন বা খ্যাতি বা প্রকাশভাবই স্ববুদ্ধি-সংবেদন।

আমি 'অমুকের জ্ঞাতা', 'অমুকের ভোক্তা' ইত্যাদি বুদ্ধিগত পরিণামভাব হইতে নির্ব্বিকার জ্ঞাতা অজ্ঞদের নিকট পরিণামী বলিয়া অবধারিত হয়েন। ইহা পূর্ব্বে বহুশঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহ অর্থে 'আমি চেতন' এইরূপ ভাবপ্রাপ্তি। বুদ্ধিবৃত্তির অনুকার অর্থে "আমি অমুক অমুক বিষয়ের জ্ঞাতা ইত্যাদি রূপে যেন পরিণামী বুদ্ধির মত চৈতন্যের হওয়া। অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি অর্থে চৈতন্যের সহিত একীভূতের মত বুদ্ধিবৃত্তি।

ভাষ্যম্—অতশ্চৈতদভ্যুপগম্যতে।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

মনো হি মন্তব্যেনার্থেনোপরক্তং তৎস্বয়ঞ্চ বিষয়ত্বাৎ বিষয়িনা পুরুষেণাত্মীয়য়া বৃত্ত্যাঽভিসম্বদ্ধং তদেতচ্চিত্তমেব দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং বিষয়বিষয়িনির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপন্নং বিষয়াত্মকমপ্যবিষয়াত্মকমিবাচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্ব্বার্থ মিত্যুচ্যতে, তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিত্তদেব চেতনমিত্যাহুঃ, অপরে চিত্তমাত্রমেবেদং সর্ব্বং নাস্তি খল্বয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি, অনুকম্পনীয়াস্তে, কস্মাৎ অস্তি হি তেষাং ভ্রান্তিবীজং সর্ব্বরূপাকারনির্ভাসং, চিত্ত মিতি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োঽর্থঃপ্রতিবিম্বীভূতস্তস্যালম্বনীভূতত্বাদন্যঃ, সচেদর্থ শ্চিত্তমাত্রং স্যাৎ কথং প্রজ্ঞয়ৈব প্রজ্ঞারূপমবধার্য্যেত, তস্মাৎ প্রতিবিম্বীভূতোঽর্থঃ প্রজ্ঞায়াং যেনাবধার্য্যতে স পুরুষ ইতি। এবং গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যস্বরূপচিত্তভেদাৎ ত্রয়মপ্যেতৎ জাতিতঃপ্রবিভজন্তে তে সম্যগ্দর্শিনঃ তৈরধিগতঃ পুরুষ ইতি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—২৩। পূর্ব্বসূত্রার্থ হইতে ইহা সিদ্ধ হয় যে (১) "দ্রষ্টা ও দৃশ্যে উপরক্ত হওয়া হেতু চিত্ত সর্ব্বার্থ"। সূ

মন মন্তব্য অর্থের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়; আর তাহা স্বয়ংও বিষয় বলিয়া, বিষয়ী পুরুষের নিজভূত বৃত্তির দ্বারা অভিসম্বদ্ধ, এই হেতু চিত্ত দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্ত— বিষয় ও বিষয়ীর গ্রাহক, চেতন ও অচেতন স্বরূপাপন্ন, বিষয়াত্মক হইলেও অবিষয়াত্মকের মত, অচেতন হইলেও চেতনের মত, স্ফটিকমণির ন্যায়, এবং সর্ব্বার্থ বলিয়া কথিত হয়। (চিতির সহিত) চিত্তের এই সারূপ্য দেখিয়া ভ্রান্তবুদ্ধিরা তাহাকেই (চিত্তকেই) চেতন বলেন। অপরেরা বলেন এই সমস্ত দ্রব্য কেবল চিত্তমাত্র; গবাদি ও ঘটাদি সকারণ লোক নাই। ইহারা কৃপার্হ, কেননা—তাহাদের মতে সর্ব্বরূপাকারের গ্রাহক, ভ্রান্তিবীজ, চিত্ত বিদ্যমান আছে। সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূতত্বহেতু, প্রতিবিম্বরূপ প্রজ্ঞেয় অর্থ, ভিন্ন। তাহা (ভিন্ন না হইলে) চিত্তমাত্র হইলে কিরূপে প্রজ্ঞার দ্বারাই প্রজ্ঞাস্বরূপের অবধারণ হইবে (২)। সেই কারণ সেই প্রজ্ঞাতে প্রতিবিম্বীভূত অর্থ যাহা প্রজ্ঞার দ্বারা অবধারিত হয়, তিনিই পুরুষ, ইতি। এইরূপে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞানভেদের জন্য এই তিনটিকে যাঁহারা বিজাতীয়ত্বহেতু বিভিন্নরূপে জানেন, তাঁহারাই সম্যগ্দর্শী, আর তাঁহাদের দ্বারাই (শ্রবণ-মনন-পূর্ব্বক) পুরুষ অধিগত হইয়াছেন (এবং সমাধির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিতে তাঁহারাই অধিকারী)।

টীকা—২৩। (১) স্ববুদ্ধিসংবেদন কি তাহা ব্যাখ্যাত হইল। চিতিশক্তি অপ্রতিসংক্রমা সুতরাং চৈতন্যের বুদ্ধ্যাকারতাভান বুদ্ধিরই এক প্রকার পরিণাম। অতএব বুদ্ধি যেমন বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ চৈতন্যের দ্বারাও উপরঞ্জিত হয়। তাহাই সূত্রকার এই সূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। চিত্ত বা বুদ্ধি সর্ব্বার্থ অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় বস্তুকে অবধারণ করিতে সমর্থ। আমি জ্ঞাতা এইরূপ বুদ্ধিও হয়, আর আমি শরীর এরূপ বুদ্ধিও হয়। পুরুষ আছে এরূপ বুদ্ধিও (আভ্যন্তরিক অনুভব বিশেষ হইতে) হয়, আর শব্দাদি আছে এরূপ বুদ্ধিও হয়।

এই দুই প্রকার বোধের উদাহরণ পাওয়া যায় বলিয়াই বুদ্ধিকে সর্ব্বার্থ বলা হয়।

২৩। (২) বিজ্ঞান মাত্রই আছে, বিজ্ঞানাতিরিক্ত পুরুষ নাই, এরূপ বাদীদের মত ভাষ্যকার প্রসঙ্গত নিরস্ত করিতেছেন। তন্মতে "অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসতি দর্শনে। গ্রাহ্য-গ্রাহকসংবিত্তি-ভেদবানিবলক্ষ্যতে॥" অর্থাৎ স্বভাবত ভ্রান্ত, এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-স্বরূপ চিত্ত মাত্রই আছে, তদতিরিক্ত কিছু বস্তু নাই, ইহা তাহাদের মত।

এই মত সত্য নহে, কারণ সমাধির দ্বারা যখন পৌরুষ প্রত্যয় সাক্ষাৎ কৃত হয়, তখন সেই প্রজ্ঞার আলম্বন কি হইবে। প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞার আলম্বন হইতে পারে না। অতএব সমাধি প্রজ্ঞার বিষয়ীভূত পৌরুষ প্রত্যয় বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত পৌরুষ চৈতন্যের জন্য পুরুষ থাকা চাই। পুরুষ থাকিলে তবে পুরুষের প্রতিবিম্ব হইবে।

পৌরুষ প্রত্যয় পূর্ব্বে (৩।৩৫ সূত্র দ্রষ্টব্য) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরুষ গো-ঘটাদির ন্যায় বুদ্ধির আলম্বন নহেন। কিন্তু বুদ্ধি যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত, তাহা বোধ করাই পৌরুষ প্রত্যয়। তাবন্মাত্রের ধ্রুবাস্মৃতি সমাধিতে থাকে। সেই পুরুষবিষয়ক স্মৃতিই সমাধি-প্রজ্ঞার বিষয় ও তাহাই উপমা অনুসারে প্রতিবিম্ব-চৈতন্য বলিয়া কথিত হয়। এবং তদ্দ্বারা স্থূলভাবে ঐ বিষয় লোকের বোধগম্য হয়।

শ্রবণ ও মনন-জাত সম্যগ্দর্শন কি তাহা ভাষ্যকার বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। যাঁহারা গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য পদার্থকে, ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়ের আলম্বনত্বহেতু ভিন্নজাতীয় দ্রব্য বলিয়া দর্শন করেন তাঁহাদের দর্শনই সম্যগ্ দর্শন। সেই দর্শনের দ্বারাই পুরুষের সত্তা সামান্যত

নিশ্চয় হয়, এবং তৎপূর্ব্বক সমাধিসাধন করিয়া বিবেকখ্যাতি লাভ করিলে, পুরুষের জ্ঞান হয়। আর তৎপরে পর বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের প্রতিপ্রসব করিলে কৈবল্য হয়।

ভাষ্যম্—কুতশ্চৈতৎ ?—

তদসংখ্যেয়-বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

তদেতৎ চিত্তমসংখ্যেয়াভির্ব্বাসনাভিরেব চিত্রীকৃতমপি পরার্থং পরস্য ভোগাপবর্গার্থং, ন স্বার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ গৃহবৎ, সংহত্যকারিণা চিত্তেন ন স্বার্থেন ভবিতব্যম্, ন সুখচিত্তং সুখার্থং, ন জ্ঞানং জ্ঞানার্থম্, উভয়মপ্যেতৎ পরার্থং—যশ্চ ভোগেনাপবর্গেণ চার্থেনার্থবান্ পুরুষঃ স এব পরঃ, ন পরঃ সামান্যমাত্রং, যত্তু কিঞ্চিৎ পরং সামান্যমাত্রং স্বরূপেণোদাহরেদ্বৈনাশিকস্তৎসর্ব্বং সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থমেব স্যাৎ, যস্ত্বসৌ পরো বিশেষঃ স ন সংহত্যকারী পুরুষ ইতি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—২৪। আর কি হেতু হইতে ইহা বা পুরুষের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হয় ? —"তাহা (চিত্ত) অসংখ্য বাসনার দ্বারা বিচিত্র হইলেও সংহত্যকারিত্বহেতু পরার্থ"। সূ

সেই চিত্ত অসংখ্যেয় বাসনার দ্বারা চিত্রীকৃত হইলেও পরার্থ, অর্থাৎ পরের ভোগাপবর্গার্থ, স্বার্থ নহে। কারণ তাহা সংহত্যকারি ; গৃহের ন্যায় (১)। সংহত্যকারি চিত্ত স্বার্থ হইতে পারে না। যেহেতু সুখচিত্ত (ভোগচিত্ত) সুখার্থ (চিত্তের ভোগার্থ) নহে ; জ্ঞান (অপবর্গ চিত্ত) জ্ঞানার্থ (চিত্তের অপবর্গার্থ) নহে। এতদুভয়ই পরার্থ, যিনি ভোগ এবং অপবর্গরূপ অর্থের দ্বারা অর্থবান্ তিনিই পর পুরুষ। পর সামান্যমাত্র (বিজ্ঞানসজাতীয় কিছু একটা) নহে। বৈনাশিকেরা (বিজ্ঞানভেদরূপ) যাহা কিছু সামান্যমাত্র পর পদার্থকে ভোক্তৃস্বরূপ উল্লেখ করেন, তাহা সমস্তই সংহত্যকারিত্ব-হেতু পরার্থ। যে পর বিশেষ বা বিজ্ঞানাতিরিক্ত ও সংহত্যকারী নহে তাহাই পুরুষ।

টীকা—২৪। (১) সেই সর্ব্বার্থ চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা চিত্রীকৃত। অসংখ্য জন্মের বিপাকের অনুভব জনিত সংস্কারই সেই অসংখ্য বাসনা। চিত্তে তৎসমস্তই আহিত আছে।

সেই চিত্ত পরার্থ ; কারণ, তাহা সংহত্যকারী। যাহা সংহত্যকারী হয়, বা বহু শক্তির যাহা মিলন-জনিত সাধারণ ক্রিয়া, তাহা সেই সব শক্তির কোনটার অর্থভূত হয় না। কিন্তু সেই সব শক্তি যাহার দ্বারা প্রয়োজিত হওত একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে সেই উপরিস্থিত প্রয়োজকেরই অর্থভূত হয়। চিত্ত ঐরূপ প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তির মিলিত কার্য্য, সুতরাং তাহা সংহত্যকারী, অতএব তাহা পরার্থ। সেই যে পর, যাহার ভোগ ও অপবর্গের অর্থে চিত্তক্রিয়া হয়, তিনিই পুরুষ।

সংহত্যকারিত্বের বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে—'পুরুষ বা আত্মা' প্রকরণে দ্রষ্টব্য। সংহত্যকারিত্বের উদাহরণ ভাষ্যকার দিয়াছেন। গৃহ নানা অবয়বের মিলন ফল। গৃহ বাসার্থ। গৃহে বাস গৃহ করে না, কিন্তু অন্যে করে। সেইরূপ সুখচিত্ত নানাকরণের বা চিত্তাবয়বের মিলন-ফল। অতএব সুখের দ্বারা চিত্তের কোন অবয়ব সুখী হয় না, কিন্তু 'আমি সুখী হই' এরূপে সুখচিত্তাতিরিক্ত অন্য এক পদার্থই সুখযুক্ত হয়। অতএব সুখ, দুঃখ ও শান্তি (অপবর্গ) চিত্তের এই ক্রিয়া সকল পরার্থ ; চিত্তের প্রতিসংবেদী পুরুষই সেই পর। এই যুক্তিবলেও প্রসঙ্গত বৈনাশিকবাদ ভাষ্যকার নিরস্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞানের কোন অংশকে বিশিষ্ট করিয়া ভোক্তা বা আত্মা বলেন। তাহাদের ভোক্তা বিজ্ঞানের অন্তর্গত। সাংখ্যের ভোক্তা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত চিদ্রূপ পদার্থবিশেষ। বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানের ন্যায় সংহত্যকারী

নহে, কারণ, তাহা এক, নিরবয়ব। সুতরাং আমাদের আত্মভাবের মধ্যে তাহাই স্বার্থ, অন্য সব পরার্থ।

বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যম্—যথা প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজসত্তাঽনুমীয়তে,তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন যস্য রোমহর্ষাশ্রুপাতৌ দৃশ্যেতে, তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শনবীজমপবর্গ-ভাগীয়ং কর্ম্মাভিনির্ব্বর্ত্তিত মিত্যনুমীয়তে, তস্যাত্মভাবভাবনা স্বাভাবিকী প্রবর্ত্ততে, যস্যাঽভাবাদিদমুক্তং "স্বভাবং মুক্ত্বা দোষাদ্ যেষাং পূর্ব্বপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি" তত্রাত্মভাবভাবনা কোঽহমাসং, কথমহমাসং; কিংস্বিদ্ ইদং, কে ভবিষ্যামঃ কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি, সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্ত্ততে, কুতঃ? চিত্তস্যৈষ বিচিত্রঃ পরিণামঃ পুরুষস্ত্বসত্যামবিদ্যায়াং শুদ্ধশ্চিত্তধর্ম্মৈর-পরামৃষ্ট ইতি ততোঽস্যাত্মভাবভাবনা কুশলস্য নিবর্ত্ততে ইতি ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—২৫। "বিশেষদর্শীর আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়"। সূ (১)

যেমন প্রাবৃট্‌কালে তৃণাঙ্কুরের উদ্ভেদদর্শনে তদ্বীজের সত্তা অনুমিত হয়, সেইরূপ মোক্ষমার্গ শ্রবণে যাঁহাদের রোমহর্ষ ও অশ্রুপাত দেখা যায় সেই ব্যক্তিতে পূর্ব্বকর্ম্মনিষ্পাদিত, মোক্ষভাগীয় বিশেষদর্শনবীজ নিহিত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার আত্মভাবভাবনা স্বভাবতঃ প্রবর্ত্তিত হয়। যাহার (স্বাভাবিক আত্মভাব ভাবনার) অভাববিষয়ে (অর্থাৎ তদভাব প্রদর্শনার্থ) ইহা উক্ত হইয়াছে—"আত্মভাব ত্যাগ করিয়া দোষবশতঃ যাহাদের পূর্ব্বপক্ষে (পরলোকাদির নাস্তিত্বে) রুচি হয়, এবং (পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাদির) নির্ণয়ে অরুচি হয়" (২)॥ আত্মভাব ভাবনা যথা—আমি কে ছিলাম, আমি কিরূপে ছিলাম, ইহা কি, ইহা কিরূপেই বা হইল, কি কি হইব, কিরূপে বা হইব ইতি। বিশেষদর্শীরই এই ভাবনার নিবৃত্তি হয়। কিরূপ (জ্ঞান) হইতে নিবৃত্তি হয়?—ইহা চিত্তেরই বিচিত্র পরিণাম, অবিদ্যা না থাকিলে পুরুষ শুদ্ধ এবং চিত্তধর্ম্মের দ্বারা অপরামৃষ্ট হন, এইরূপে সেই কুশল পুরুষের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্তি হয়॥

টীকা—২৫। (১) পূর্ব্বে চিত্তের ও পুরুষের ভেদ সম্যক্ প্রতিপাদন—করিয়া অতঃপর কৈবল্যপ্রতিপাদনার্থ এই সূত্রে কৈবল্যভাগীয় চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন।

পূর্ব্বসূত্রোক্ত, পর, বিশেষস্বরূপ, পুরুষকে যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহাদের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়। আত্মবিষয়ক ভাবনাই আত্মভাবভাবনা। যাহারা চিত্তের পরস্থিত পুরুষের বিষয়ে অজ্ঞ, তাহাদের আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা পুরুষ-সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তাঁহাদেরই উহা নিবৃত্ত হয়। শাস্ত্র বলেন, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

২৫। (২) পূর্ব্বপূর্ব্ব বহুজন্মে সাধিত, বিশেষদর্শনের বীজ থাকিলে, তবে বিশেষদর্শন হয়। মোক্ষশাস্ত্রবিষয়ে রুচি দর্শন করিয়া তাহা অনুমিত হয়। সেই রুচি বা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক, বীর্য্য ও স্মৃতির দ্বারা সমাধিসাধন করিয়া প্রজ্ঞালাভ হয়। বিবেক-রূপ প্রজ্ঞার দ্বারা, পুরুষদর্শন হইলে, তখন সাধারণ আত্মভাবকে চিত্ত-কার্য্য বলিয়া স্ফুট প্রজ্ঞা হয়, আরও জ্ঞান হয় যে, অবিদ্যা-বশতঃই পুরুষের সহিত চিত্ত সংযুক্ত হয়। অতএব তাহাতে আত্মবিষয়ক সমস্ত জিজ্ঞাসা সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। আত্মভাবের মধ্যে অজ্ঞাত কিছু থাকে না। আমি প্রকৃত কি এবং কি না তাহার সম্যক্ প্রজ্ঞা হয়।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যম্—তদানীং যদস্য চিত্তং বিষয়প্রাগ্‌ভারং অজ্ঞাননিম্নমাসীত্তদস্যাঽন্যথা ভবতি, কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং বিবেকজজ্ঞাননিম্নমিতি ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—২৬। সেই সময় চিত্ত বিবেকবিষয় ও কৈবল্য-প্রাগ্‌ভার (১) হয়। সূ
সেই সময়ে (বিশেষদর্শনাবস্থায়), পুরুষের যে চিত্ত বিষয়াভিমুখ, অজ্ঞানমার্গসঞ্চারি ছিল, তাহা অন্যরূপ হয়। (তখন তাহা) কৈবল্যাভিমুখ, বিবেকজজ্ঞানমার্গসঞ্চারি হয় ॥

টীকা—২৬। (১) বিবেকের দ্বারা আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হইলে সেই অবস্থায় চিত্ত বিবেকমার্গে প্রবহণশীল হয়। কৈবল্যই সেই প্রবাহের শেষ সীমা। যেমন কোন খাত ক্রমশ নিম্ন হইয়া বা ঢালু হইয়া পরে এক প্রাগ্‌ভার বা উচ্চস্থানে শেষ হইলে, জল সেই খাত দিয়া নিম্ন মার্গে প্রবাহিত হইয়া প্রাগ্‌ভারে যাইয়া শোষিত হইয়া বিলীন হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তি সেই কালে বিবেকরূপ নিম্নমার্গে প্রবাহিত হইয়া কৈবল্য প্রাগ্‌ভারে যাইয়া বিলীন হয়।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্—প্রত্যয়বিবেকনিম্নস্য সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহিণ শ্চিত্তস্য তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অস্মীতি বা মমেতি বা জানামীতি বা ন জানামীতি বা। কুতঃ, ক্ষীয়মাণবীজেভ্যঃ পূর্ব্বসংস্কারেভ্য ইতি ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—২৭। তাহার (বিবেকের) অন্তরালে সংস্কার সকল হইতে অন্য ব্যুত্থানপ্রত্যয় সকল উঠে। সূ
বিবেকনিম্ন প্রত্যয়ের বা বুদ্ধিসত্ত্বের অর্থাৎ সত্ত্বপুরুষের ভিন্নতাখ্যাতিমাত্র-প্রবাহী চিত্তের ছিদ্রে বা অন্তরালে অন্য প্রত্যয় উঠে। যথা—আমি বা আমার, জানিতেছি বা জানিতেছি না ইত্যাদি। কোথা হইতে ?—না ক্ষীয়মাণবীজ পূর্ব্ব সংস্কার হইতে ॥ (১)

টীকা—২৮। (১) বিবেকখ্যাতিতে যদিও চিত্ত প্রধানত বিবেকমার্গসঞ্চারি হয়, তথাপি সংস্কারের যাবৎ সম্যক্ ক্ষয় (প্রান্তভূমি প্রজ্ঞার নিষ্পত্তির দ্বারা) না হয়, তাবৎ মাঝে মাঝে অন্য প্রত্যয় বা অবিবেকপ্রত্যয় উঠে। বিবেকজ্ঞান হইলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসংস্কার ক্ষয় হয় না ; কিন্তু বিবেকসংস্কারের সঞ্চয় হইতে অবিবেকসংস্কার ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইতে থাকে। তখনও কিছু অবশিষ্ট অবিবেকের সংস্কার হইতে অবিবেকপ্রত্যয় মধ্যে মধ্যে উঠে।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যম্—যথা ক্লেশা দগ্ধবীজভাবা ন প্ররোহসমর্থা ভবন্তি, তথা জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারো ন প্রত্যয়প্রসূর্ভবতি, জ্ঞানসংস্কারাস্তু চিত্তাধিকারসমাপ্তিমনুশেরতে ইতি ন চিন্ত্যন্তে ॥ ২৮ ॥

২৮। "ইহাদের (প্রত্যয়ান্তরের) হান ক্লেশহানের ন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সূ
যেমন দগ্ধবীজভাব ক্লেশ প্ররোহজননে অসমর্থ হয় অর্থাৎ পুনশ্চ ক্লেশোৎপাদনে সমর্থ হয় না ; সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধবীজভাবপ্রাপ্ত পূর্ব্বসংস্কার প্রত্যয় প্রসব করে না। জ্ঞানসংস্কার সকল চিত্তের অধিকারসমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, এজন্য (অর্থাৎ অধিকার সমাপ্তিতে তাহারা আপনারাই নষ্ট হয় বলিয়া) তাহাদের জন্য আর চিন্তার আবশ্যক নাই। (১)

টীকা—২৮। (১) অবিবেকপ্রত্যয় ও অবিবেকসংস্কার, এই উভয় পদার্থ বিনষ্ট হইলে, তবেই ব্যুত্থানপ্রত্যয় সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। চিত্ত বিবেকনিম্ন হইলে বিবেকের দ্বারা অবিদ্যাদি দগ্ধ-বীজবৎ হয়। তখন আর অবিবেকসংস্কার সঞ্চিত হইতে পারে না, কারণ অবিবেকের অনুভব হইলেই তাহা বিবেকের দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় (২।২৬ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তখনও অনষ্ট পূর্ব্বসংস্কার হইতে অবিবেকপ্রত্যয় উঠে (আমি, আমার ইত্যাদি)। তাহাকেও নিরোধ করিতে হইলে সেই প্রত্যয়হেতু পূর্ব্বসংস্কারকে দগ্ধবীজবৎ করিতে হইবে। জ্ঞানের সংস্কারদ্বারা সেই অবিবেক সংস্কার দগ্ধবীজবৎ হয়। প্রান্তভূমি প্রজ্ঞাই সেই জ্ঞান-সংস্কার।

উদাহরণ যথা :—মনে কর কোন যোগীর বিবেক জ্ঞান হইল। তিনি সেই জ্ঞানাবলম্বন করিয়া সমাহিত থাকিতে পারেন। কিন্তু সংস্কারবশে তাঁহার প্রত্যয় হইল,—'আমি অমুকত্র যাইব।' তিনি তাহা করিলেন। তাহাতে আরও অনেক প্রত্যয় হইল। পরে তিনি সমাহিত হইয়া মনে করিলেন এই যাওয়ারূপ যে অবিবেকপ্রত্যয় তাহা আর স্মরণ করিব না। তাহাতে অবিবেকের নূতন সংস্কার সঞ্চিত হইতে পারিল না। অথবা গমন কালে যদি তিনি ধ্রুবাস্মৃতি-বলে প্রতিপদক্ষেপে বিবেক জ্ঞান স্মরণ করেন, তাহা হইলে সেই ক্রিয়াতেও বিবেকসংস্কারই হইবে, অবিবেকসংস্কার হইবে না। (বস্তুত যোগীরা এই রূপেই কার্য্য করেন।)

কিন্তু ইহাতে পূর্ব্ব সংস্কার (যাহা হইতে গমন করার প্রত্যয় উঠিল) নষ্ট হইবে না। তিনি যদি মনে করেন গমন করা বুদ্ধিধর্ম্ম, তাহা আমি চাই না, এবং ঐ জ্ঞানের দ্বারা গমনে বিরাগ-বান্ হন, তবেই আর তাঁহার (ধ্রুবাস্মৃতিবলে) গমনসংকল্প উঠিবে না। অতএব সেই জ্ঞান-সংস্কারের দ্বারা তাঁহার গমনহেতু সংস্কার দগ্ধবীজবৎ হইবে। অর্থাৎ, আর কদাপি 'গমন করিব' এরূপভাবে সংস্কার স্বতঃ প্রত্যয়প্রসূ হইবে না।

'জ্ঞেয় জানিয়াছি আর জ্ঞাতব্য নাই' ইত্যাদি প্রকার প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞার সংস্কারের দ্বারা অবিবেকসংস্কার সম্যক্ দগ্ধবীজবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। যখন কর্ম্মবশতঃ নূতন অবিবেকপ্রত্যয় হয় না, এবং পূর্ব্বসংস্কার বশতও নূতন অবিবেকপ্রত্যয় হয় না, তখনই প্রত্যয়-উৎপাদের সমস্ত কারণ বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। ব্যুত্থানের কারণ বিনষ্ট হইলে, ব্যুত্থানের প্রত্যয়ও উঠিবে না। প্রত্যয় চিত্তের বৃত্তি বা ব্যক্ততা; প্রত্যয় না থাকিলে চিত্তলীন হয়। প্রত্যয় সম্যক্ নিবৃত্ত হইলে—পুনরুত্থানের সম্ভাবনা সম্যক্ না থাকিলে—তখন চিত্ত প্রলীন বা বিনষ্ট হয়।

তাহাই গুণের অধিকার সমাপ্তি। অতএব জ্ঞানসংস্কার চিত্তের অধিকার সমাপ্ত করায়। সুতরাং, চিত্তের প্রলয়ের জন্য জ্ঞানসংস্কারের সঞ্চয় ব্যতীত অন্য উপায় চিন্তা করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রকার চিত্তকার্য্যে যদি বিরক্ত হইয়া তাহা নিরোধ করা যায়, তবে চিত্ত নিষ্ক্রিয় বা প্রলীন হইবে। সাংখ্যদৃষ্টিতে চিত্ত তখন অভাব হয় না, কিন্তু স্বকারণে অব্যক্তভাবে থাকে। অতএব কোন ভাব পদার্থ নিজেই নিজের অভাবের কারণ হইতে পারে, এরূপ অযুক্ত কল্পনা সাংখ্যদর্শনে করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্ব পদার্থই নিমিত্তবশে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। বিদ্যারূপ নিমিত্ত অবিদ্যাকে নাশ করে। চিত্তও সেইরূপ ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় যায় কিন্তু অভাব হয় না।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথাবিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯॥

ভাষ্যম্—যদাঽয়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদঃ ততোঽপি ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে তত্রাপি বিরক্তস্য সর্ব্বথাবিবেকখ্যাতিরেব ভবতীতি সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যয়ান্তরাণ্যুৎপদ্যন্তে, তদাঽস্য ধর্ম্মমেঘো নাম সমাধির্ভবতি ॥ ২৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—২৯। প্রসঙ্খ্যানেও বা বিবেকজজ্ঞানেও বিরাগযুক্ত হইলে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হইতে ধর্ম্মমেঘ সমাধি হয়। সূ

যখন এই (বিবেকখ্যাতিযুক্ত) ব্রাহ্মণ প্রসঙ্খ্যানেও (১) অকুসীদ হন অর্থাৎ তাহা হইতেও কিছু প্রার্থনা করেন না, (তখন) তাহাতেও বিরক্ত যোগীর সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হয়। সংস্কারবীজ-ক্ষয়হেতু তাঁহার আর প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন হয় না। তখন তাঁহার ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি হয় ॥

টীকা—২৯। (১) বিবেকখ্যাতিজনিত সার্ব্বজ্ঞ্যসিদ্ধিই প্রসংখ্যান। প্রসংখ্যানেতেও যখন ব্রহ্মবিৎ অকুসীদ বা রাগশূন্য হন, অর্থাৎ বিবেকজসিদ্ধিতেও যখন বিরক্ত হন, তখন যে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হয়, তাদৃশ সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ বা পরমপ্রসংখ্যান বলা যায়।

তাহা আত্মদর্শনরূপ পরম ধর্ম্মকে সিঞ্চন করে, অর্থাৎ, তদ্ভাবে চিত্তকে সম্যক্ অবসিক্ত করে বলিয়া তাহার নাম ধর্ম্মমেঘ। মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে সেই সমাধি সেইরূপ পরম ধর্ম্মকে বর্ষণ করে অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে তখন কৃতকৃত্যতা হয়। তাহাই সাধনের চরম সীমা; তাহাই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি; তাহা হইলেই সম্যক্ নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। ধর্ম্মমেঘ শব্দের অন্য অর্থ হয়। ধর্ম্ম সকলকে বা জ্ঞেয় পদার্থ সকলকে মেহন অর্থাৎ যুগপৎ জ্ঞানারূঢ় করিয়া যেন সিঞ্চন করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ। এই অর্থ ধর্ম্মমেঘের সিদ্ধিসম্বন্ধীয়।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্—তল্লাভাদবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি, কুশলাঽকুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি কস্মাৎ, যস্মাদ্ বিপর্য্যয়ো ভবস্য কারণং, ন হি ক্ষীণবিপর্য্যয়ঃ কশ্চিৎ কেনচিৎ ক্বচিজ্জাতো দৃশ্যতে ইতি ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৩০। তাহা হইতে ক্লেশের ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। সূ

তাহার লাভ হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল মূলের (সংস্কারের) সহিত নষ্ট হয়, পুণ্য ও অপুণ্য কর্ম্মাশয় সকল সমূলে হত হয়। ক্লেশকর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্ জীবিত থাকিয়াও বিমুক্ত হন। কেননা বিপর্য্যয়ই জন্মের কারণ, ক্ষীণবিপর্য্যয় কোন ব্যক্তিকে কেহ কোথাও জন্মাইতে দেখে নাই ॥ (১)

টীকা—৩০। (১) ধর্ম্মমেঘের দ্বারা ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তি হইলে তাদৃশ পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। শ্রুতিও বলেন "জীবন্নেব বিদ্বান্ মুক্তো ভবতি।" তাদৃশ কুশল যোগী পূর্ব্বসংস্কারবশে কোন কার্য্য করেন না। এমন কি পূর্ব্বসংস্কারবশে শরীর ধারণও করেন না। তিনি কোন কার্য্য করিলে নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারা করেন। নির্ম্মাণচিত্তের কার্য্য যে বন্ধের কারণ নহে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবন্মুক্তযোগী শরীর রাখিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা নির্ম্মাণচিত্তের দ্বারাই রাখেন।

বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্ নিরোধের নিষ্পত্তি হয় নাই, এরূপ সাধকদেরও জীবন্মুক্ত বলা যায়। তাঁহারা সংস্কারলেশ হইতে শরীর ধারণ করেন। তাঁহারা নূতন কর্ম্ম

ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কারের শেষ প্রতীক্ষা করেন। তখন স্নেহহীন দীপের স্থায় তাঁহাদের সংস্কারের নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্য হয়।

মুক্তি অর্থে দুঃখ-মুক্তি। যিনি ইচ্ছামাত্রেই বুদ্ধি হইতে বিযুক্ত হইতে পারেন, তাঁহাকে যে বুদ্ধিস্থ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। আর দুঃখাধার সংসারও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় ; কারণ অবিবেকই সংসারের কারণ।

বিবেকখ্যাতিযুক্ত পুরুষের জন্ম অসম্ভব। যত প্রাণী জন্মাইয়াছে, সবই বিপর্য্যস্ত। বিপর্য্যয়শূন্য প্রাণীকে কেহ কখনও জন্মাইতে দেখে নাই।

সাংখ্যযোগের জীবন্মুক্ত পুরুষ ঈদৃশ সর্ব্বোচ্চসাধনসম্পন্ন। অধুনাকালের জীবন্মুক্ত প্রাণ-ভয়ে দৌড়িয়া পলায়, পীড়া হইলে (অনাসক্তভাবে) হায় হায় করে, ক্ষুধা পাইলে অন্ধকার দেখে (অবশ্য শরীরের অনুরোধে), ইত্যাদি। কেবল পড়িয়া শুনিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জানিলেই এই-রূপ জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। তাহাদের যুক্তি এই—শরীরের ধর্ম্ম শরীর করিতেছে আত্মার তাহাতে কি-ক্ষতি ? কিন্তু পশ্বাদির সহিত তাহাদের প্রভেদ কি তাহা বুঝাও দুষ্কর। কারণ পশ্বাদিরও আত্মা নির্ব্বিকার, আর তাহাদেরও শরীরের ধর্ম্ম শরীর করিতেছে।

ব্রহ্মলোকে ও অবীচিতে যেরূপ প্রভেদ, প্রাচীন ও আধুনিক জীবন্মুক্তে সেইরূপ প্রভেদ। শ্রুতিও বলেন, 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ' 'আত্মানং চেদ্বিজানীয়া দয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমর্থং কস্য কামায় শরীর মনুসঞ্জরেৎ ॥" যিনি গুরুতম পীড়ার দ্বারাও অণুমাত্র বিচলিত হন না, তিনিই দুঃখমুক্ত। জীবিত অবস্থায় কোন পুরুষ সেইরূপ হইলে তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। ইহাই সাংখ্যযোগের মত।

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্—সর্ব্বৈঃ ক্লেশকর্ম্মাবরণৈঃ বিমুক্তস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যং ভবতি, আবরকেণ তমসাঽভি ভূতমাবৃতম্ (অনন্তং) জ্ঞানসত্ত্বং ক্বচিদেব রজসা প্রবর্ত্তিত মুদ্ঘাটিতং গ্রহণসমর্থং ভবতি, তত্র যদা সর্ব্বৈরাবরণমলৈরপগতমলং ভবতি তদা ভবত্যস্যানন্ত্যং জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পং সম্পদ্যতে, যথা আকাশে খদ্যোতঃ, যত্রেদমুক্তম্ "অন্ধোমণি মবিধ্যৎ তমনঙ্গুলি রাবয়ৎ। অগ্রীবস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ তম জিহ্বোঽভ্যপূজয়দ্" ইতি ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৩১। তখন সমস্ত আবরণমলশূন্য জ্ঞানের আনন্ত্যহেতু জ্ঞেয় অল্প হয়। সূ

সমস্ত ক্লেশ ও কর্ম্মাবরণ হইতে বিমুক্ত জ্ঞানের আনন্ত্য হয়। আবরক তমের দ্বারা অভিভূত হইয়া (অনন্ত) জ্ঞানসত্ত্ব আবৃত হয়। (তাহা) কোথাও কোথাও রজোগুণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বা উদ্ঘাটিত হইয়া গ্রহণসমর্থ হয়। যখন সমস্ত আবরণমল হইতে চিত্তসত্ত্ব নির্ম্মল হয়, তখন জ্ঞানের আনন্ত্য হয়। জ্ঞানের আনন্ত্যহেতু জ্ঞেয় অল্পতা প্রাপ্ত হয়, যেমন আকাশে খদ্যোত (১)। (ক্লেশমূল উচ্ছিন্ন হওয়াতে কেন পুনশ্চ জন্ম হয় না) তদ্বিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে "অন্ধ মণিসকল সচ্ছিদ্র করিয়াছে, অনঙ্গুলি তাহা গ্রথিত করিয়াছে, অগ্রীব তাহা গলে ধারণ করিয়াছে, আর অজিহ্ব তাহাকে প্রশংসা করিয়াছে ॥" (২)

টীকা—৩১। (১) জ্ঞানের বা চিত্তরূপে পরিণত সত্ত্বগুণের আবরণ রজ ও তম। অস্থিরতা ও জড়তা জ্ঞানকে সম্যক্ বিকশিত হইতে দেয় না। শরীরেন্দ্রিয়ের সংকীর্ণ অভিমান হইতে

জ্ঞানশক্তির জড়তা হয় এবং তাহাদের চাঞ্চল্যের দ্বারা অস্থিরতা হয়। তজ্জন্য সম্পূর্ণরূপে জ্ঞেয়-বিষয়ে জ্ঞানশক্তি প্রয়োগ করা যায় না। সমঃকৃস্থির ও সংকীর্ণতাশূন্য হইলে জ্ঞানের সীমা অপগত হয়, (কারণ, উহারাই জ্ঞানশক্তির সীমাকারী হেতু)। জ্ঞানশক্তি অসীম হইলে জ্ঞেয় অল্প হয়, যেমন অনন্ত আকাশে ক্ষুদ্র খদ্যোত। লৌকিক জ্ঞান এই দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ। তাহাতে খদ্যোতটুকু জ্ঞান আর অনন্ত আকাশ জ্ঞেয়। ধর্ম্মমেঘ সমাধিতে এইরূপে অনন্তা জ্ঞানশক্তি হয়।

৩১। (২) অন্ধের মণিকে বেধন, অনঙ্গুলির গ্রথন, অগ্রীবের তাহা গলে ধারণ, আর অজিহ্বের তাহাকে প্রশংসন এই সব যেরূপ অলীক, সেইরূপ ধর্ম্মমেঘের দ্বারা সমূলে ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তি হইলে পুরুষের পুনঃ সংসরণও অলীক। এইটী শ্রুতি বলিয়া মাধবাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষু ইহা বৌদ্ধের উপহাসরূপে ব্যাখ্যা করিয়া ব্যাখ্যানকৌশল দেখাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু বস্তুত তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় নহে। বৌদ্ধেরাও অনন্তজ্ঞান স্বীকার করেন।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্—তস্য ধর্ম্মমেঘস্যোদয়াৎ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমঃ পরিসমাপ্যতে, নহি কৃতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রমাঃ ক্ষণমপ্যবস্থাতু মুৎসহন্তে ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৩২। তাহা (ধর্ম্মমেঘ) হইতে কৃতার্থ গুণ সকলের পরিণামের ক্রম সমাপ্ত হয়। সূ

সেই ধর্ম্মমেঘের উদয়ে কৃতার্থ গুণ সকলের পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হয়। চরিত-ভোগাপবর্গ ও পরিসমাপ্তক্রম হইলে (গুণবৃত্তি সকল) ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না (অর্থাৎ প্রলীন হয়) ॥ (১)

টীকা—৩২। (১) ধর্ম্মমেঘ সমাধির ফল—ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তি, জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এবং গুণের অধিকারের বা পরিণামক্রমের সমাপ্তি। তাহাতে গুণ সকল কৃতার্থ (কৃত বা নিষ্পাদিত ভোগাপবর্গ রূপ অর্থ যাহাদের দ্বারা, এরূপ) হয়। কর্ম্মফলভোগে সম্যক্ বিরাগ হওয়াতে ভোগ নিষ্পাদিত হয়। আর, পরমগতি পুরুষতত্ত্বের অবধারণ হওয়াতে অপবর্গও নিষ্পাদিত হয়। চিত্তের দ্বারা যাহা প্রাপ্তব্য তাহা পাইলে সম্যক্ ফলপ্রাপ্তি বা অপবর্গ হয়। অতএব সেই কৃতার্থ পুরুষের বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিণত গুণ সকল কৃতার্থ হয়। কৃতার্থ হইলে তাহাদের পরিণামক্রম শেষ হয়। কারণ, পরিণামক্রমই ভোগ ও অপবর্গের স্বরূপ। ভোগাপবর্গ না থাকিলে গুণবিকার বুদ্ধ্যাদিও তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়। সূত্রস্থ "গুণানাং" শব্দের অর্থ সেই বিবেকীর গুণবিকারসকলের বা বুদ্ধ্যাদির। সত্ত্বাদিগুণের পরিণামক্রম সমাপ্ত হয় না, কারণ তাহারা নিত্য পরিণামী। কার্য্য ও কারণাত্মক গুণ, অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি ব্যতীত অন্য সব প্রকৃতি ও বিকৃতিই এস্থলে গুণ।

ভাষ্যম্—অথ কোঽয়ং ক্রমো নামেতি,

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা পরিণামস্যাপরান্তেন অবসানেন গৃহ্যতে ক্রমঃ ন হ্যননুভূতক্রমক্ষণা নবস্য পুরাণতা বস্ত্রস্যান্তে ভবতি, নিত্যেষু চ ক্রমো দৃষ্টঃ, দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা কূটস্থনিত্যতা পরিণামিনিত্যতা চ, তত্র কূটস্থনিত্যতা পুরুষস্য, পরিণামিনিত্যতা গুণানাং, যস্মিন্ পরিণম্যমানে তত্ত্বং ন বিহন্যতে তন্নিত্যং, উভয়স্য চ তত্ত্বাঽনভিঘাতান্নিত্যত্বং, তত্র গুণধর্ম্মেষু বুদ্ধ্যাদিষু পরিণামাপরান্ত-

নির্গ্রাহ্যঃ ক্রমো লব্ধপর্য্যবসানঃ, নিত্যেষু ধর্ম্মিষু গুণেষু অলব্ধপর্য্যবসানঃ, কুটস্থনিত্যেষু স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠেষু মুক্তপুরুষেষু স্বরূপাঽস্তিতা ক্রমেণৈবাঽনুভূয়ত ইতি তত্রাপ্যলব্ধপর্য্যবসানঃ, শব্দপৃষ্টেনাস্তি-ক্রিয়ামুপাদায় কল্পিত ইতি। অথাস্য সংসারস্য স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্ত্তমানস্যাস্তি ক্রমসমাপ্তির্নবেতি অবচনীয় মেতৎ, কথম্ অস্তি প্রশ্ন একান্তবচনীয়ঃ, সর্ব্বোজাতো মরিষ্যতি ওং ভো ইতি। অথসর্ব্বো মৃত্বা জনিষ্যতে ইতি, বিভজ্যবচনীয় মেতৎ, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে ইতরস্তু জনিষ্যতে। তথা মনুষ্যজাতিঃ শ্রেয়সী ন বা শ্রেয়সীত্যেবং পরিপৃষ্টে বিভজ্যবচনীয়ঃ প্রশ্নঃ পশূনুদ্দিশ্য শ্রেয়সী দেবানৃষীংশ্চাধিকৃত্য নেতি। অয়ন্তবচনীয়ঃ সংসারোঽয়মন্তবান্ অথানন্ত ইতি। কুশলস্যাস্তি সংসারক্রম সমাপ্তির্নেতরস্যেতি, অন্যতরাবধারণেঽদোষঃ তস্মাদ্ ব্যাকরণীয় এবায়ং প্রশ্ন ইতি। ৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ—৩৩। এই পরিণাম ক্রম কি? "যাহা ক্ষণের প্রতিযোগী (১) ও পরিণামাবসান পর্য্যন্ত গ্রাহ্য তাহাই ক্রম"। সূ

ক্ষণাব্যবহিতত্বধর্ম্মক ক্রম, তাহা পরিণামের অপরান্তের দ্বারা অর্থাৎ অবসানের দ্বারা গৃহীত (অনুমিত) হয়। নব বস্ত্রের অন্তে যে পুরাণতা হয়, তাহা অননুভূতক্ষণক্রম (২) হইলে হয় না।

নিত্য পদার্থেরও এই পরিণামক্রম দেখা যায়। এই নিত্যতা দ্বিবিধা—কূটস্থ-নিত্যতা ও পরিণামি-নিত্যতা। তন্মধ্যে পুরুষের কূটস্থ-নিত্যতা, গুণসকলের পরিণামি নিত্যতা। পরিণম্যমান হইলে যাহার তত্ত্বের বা স্বরূপের বিনাশ হয় না, তাহাই নিত্য (৩)। (গুণ ও পুরুষ) উভয়েরই তত্ত্ব বিপর্য্যস্ত হয় না বলিয়া উভয়ে নিত্য। কিন্তু গুণের ধর্ম্ম যে বুদ্ধ্যাদি তাহাতে পরিণামাবসাননির্গ্রাহ্য ক্রম পর্য্যবসান লাভ করে। নিত্যধর্ম্মিরূপ গুণ-সকলে ক্রম পর্য্যবসান লাভ করে না। কূটস্থনিত্য স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠ, মুক্তপুরুষসকলের স্বরূপাস্তিতাও ক্রমের দ্বারাই অনুভূত হয়, এই হেতু সেখানেও তাহা অলব্ধপর্য্যবসান। (সে ক্ষেত্রে 'আছেন কি না' এইরূপ শব্দের দ্বারা পৃষ্ট হইয়া) সেই ক্রম তাহাতে শব্দানুসারী হওত অস্তিক্রিয়া গ্রহণ করিয়া কল্পিত হয়।

সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রবাহরূপে গুণসকলে বর্ত্তমান যে এই সংসার, তাহার পরিণামক্রমসমাপ্তি হয় কিনা?—এই প্রশ্ন অবচনীয়। কেন?—(একরূপ) প্রশ্ন আছে যাহা একান্তবচনীয় (যেমন) সমস্ত জাত প্রাণী কি মরিবে?—"হাঁ" (ইহা উক্ত প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে)। (কিন্তু) সমস্ত মৃত ব্যক্তি কি জন্মাইবে? (এরূপ প্রশ্ন) বিভাগ করিয়া বচনীয়; (যথা) প্রত্যুদিত্যখ্যাতি, ক্ষীণতৃষ্ণ, কুশল পুরুষ জন্মাইবেন না; অপরে জন্মাইবে। সেইরূপ মনুষ্যজাতি কি শ্রেয়সী? এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহা বিভজ্য-বচনীয়, (যথা) পশুদের অপেক্ষা শ্রেয়, কিন্তু দেবতা ও ঋষি অপেক্ষা নহে। এই সংসৃতি (সর্ব্বপুরুষের সংসার) অন্তবতী কি অনন্তা? ইহা অবচনীয় প্রশ্ন, সুতরাং ইহা বিভাগ করিয়া বচনীয়, যথা—কুশলের এই সংসারক্রমসমাপ্তি হয়, কিন্তু অপরের হয় না। অতএব এ স্থলে দুইটী উত্তরের একটীর অবধারণে দোষ হয় না বলিয়া (অন্যতরাবধারণে দোষঃ এই পাঠেও ফলে ঐরূপ অর্থ) এইরূপ প্রশ্ন ব্যাকরণীয় ইতি॥ (৪)

টীকা—৩৩। (১) ক্ষণের প্রতিযোগী বা সংপ্রতিপক্ষ। যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, তেমনি ক্ষণরূপ কালাবকাশের নিরূপক সংপদার্থই ক্রম। ক্ষণব্যাপিয়া যে ধর্ম্ম উদিত হয় তাহাই ক্ষণপ্রতিযোগী। ক্ষণপ্রতিযোগী বস্তুর আনন্তর্য্যই বা অবিরলতাই ক্রম। সেই ক্রমসকল পরিণামের অবসানের বা শেষের দ্বারা গৃহীত হয়। ধর্ম্মপরিণামক্রমের প্রবৃত্তির আদি নাই। কিন্তু যোগের দ্বারা বুদ্ধিবিলয় হইলে সেই বুদ্ধিধর্ম্মের পরিণামক্রম সমাপ্ত হয়।

৩৩। (২) ক্রম ক্ষণাবচ্ছিন্ন বলিয়া অলক্ষ্য হইলেও স্ফুট পরিণাম দেখিয়া পরে তাহা লৌকিক দৃষ্টিতে অনুমিত হয়। যোগজপ্রজ্ঞায় তাহা সাক্ষাৎকৃত হয়।

অননুভূতক্রমক্ষণা পুরাণতা=অননুভূত বা অপ্রাপ্ত ; যে ক্ষণ সকল পরিণামক্রম অনুভব করে নাই তাদৃশ ক্ষণযুক্তা পুরাণতা কখনও হয় না। পুরাণতা সর্ব্বদাই অনুভূতক্রমক্ষণাই হয়। অর্থাৎ ক্ষণিক পরিণামক্রম অনুসারেই অন্তিম পুরাণতা হয়।

৩৩। (৩) পরিণম্যমান হইলেও যাহার তত্ত্বের নাশ হয় না তাহার নাম নিত্যপদার্থ। গুণ ও পুরুষের তত্ত্বের নাশ হয় না বলিয়া উভয়ই নিত্য।

কিন্তু গুণত্রয় পরিণামিনিত্য, আর পুরুষ কূটস্থনিত্য। পরিণম্যমান হইলেও গুণ গুণই থাকে, গুণস্বরূপ তাহার তত্ত্ব কখনও নষ্ট হয় না ; অতএব গুণত্রয় পরিণামিনিত্য। আর পুরুষ অবিকারী বলিয়া কূটস্থ নিত্য। স্বরূপত পুরুষ অবিকারী, কিন্তু আমরা বলি মুক্তপুরুষ অনন্ত-কাল থাকিবেন। ইহাতে কালাতীত পদার্থে কাল আরোপ করিয়া চিন্তা করা হয়। অর্থাৎ আমরা পরিণাম আরোপ করা ব্যতীত চিন্তা করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যে বলি মুক্ত, স্বরূপপ্রতিষ্ঠ, পুরুষ, অনন্তকাল থাকিবেন, তাহা বস্তুত, 'ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার অস্তিত্ব থাকিবে' এইরূপ পরিণাম কল্পনা করিয়া বলি। যাহার পরিণাম এইরূপ কেবল সত্তাবিষয়ক ও কাল্পনিক তাহাই কূটস্থ নিত্য।

গুণত্রয় পরিণামিনিত্য, সুতরাং তাহাদের পরিণামক্রমের অবসান হয় না। কিন্তু গুণধর্ম্ম-স্বরূপ বুদ্ধ্যাদিতে পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়। বুদ্ধ্যাদিরা পুরুষার্থরূপ নিমিত্তে উৎপদ্যমান হইয়া স্বকারণের (গুণের) পরিণামস্বভাবের জন্য পরিণম্যমান হইতে থাকে। পুরুষোপদৃষ্ট কিয়ৎপরিমাণ গুণবিক্রিয়াই বুদ্ধির স্বরূপ। পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট না হইলে বুদ্ধ্যাদিরা স্বরূপ হারাইয়া স্বকারণে বিলীন হয়। গুণত্রয়ের স্বাভাবিক পরিণাম তখন ব্যবসেয়রূপে থাকে, ব্যবসায়ত্বের অভাবে তাহা কৃতার্থ পুরুষের ভোগ্যতাপন্ন হয় না। অকৃতার্থ অন্য পুরুষের নিকট তাহা দৃশ্য হয়।

জ্ঞাতার পরিণাম কেবল সত্তাবিষয়ক পরিণাম কল্পনা, অন্যবিষয়ক পরিণাম তাহাতে কল্পিত করা নিষিদ্ধ হয়। কূটস্থ পদার্থে সমস্ত বিকার নিষেধ করিতে হয়। কিন্তু তাহাকে আছে বলিতে হয়। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে"। অতএব ইদানীং আছেন, পরে থাকিবেন এইরূপ পরিণাম কল্পনা ব্যতীত আমরা শব্দের দ্বারা তদ্বিষয়ে কিছু প্রকাশ করিতে পারি না। এই বৈকল্পিক পরিণাম অনুসারে পুরুষ সম্বন্ধে বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া পুরুষ প্রাগুক্ত নিত্যবস্তুর লক্ষণে পড়েন।

৩৩। (৪) প্রশ্ন সকল দ্বিবিধ, একান্ত-বচনীয় ও অবচনীয়, যে বিষয় একনিষ্ঠ, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন একান্তবচনীয় হইতে পারে ; কারণ তাহার একান্তপক্ষের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। ভাষ্যে উহা উদাহৃত হইয়াছে। আর যে বিষয় একনিষ্ঠ নহে (একাধিক প্রকার হয়), তদ্বিষয়ক প্রশ্ন একান্ত-বচনীয় হইতে পারে না। আর, একজন ভাত খায় নাই, তাহাকে যদি প্রশ্ন করা যায়, তুমি কোন্ চালের ভাত খাইয়াছ, তবে তাহা ব্যাকরণীয় প্রশ্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতে হইবে 'আমি ভাতই খাই নাই সুতরাং কোন্ চালের ভাত খাইয়াছি, তাহা প্রশ্ন হইতে পারে না।

ব্যাকরণীয় প্রশ্ন অর্থাৎ যে প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট করিতে হয়। তাদৃশ প্রশ্নের একাধিক উত্তর থাকিলে তাহা বিভজ্য-বচনীয় হয়। যেমন, "যাহারা মরিয়াছে তাহারা জন্মাইবে কি না।" ইহার দুই উত্তর হয়, অতএব ইহা বিভজ্য-বচনীয়। অর্থাৎ, এই প্রশ্নকে বিভাগ করিয়া উত্তর

দিতে হয়। এই সংসার বা প্রাণীদের জন্মমৃত্যুপ্রবাহ শেষ হইবে কি না ইহা বিভজ্য-বচনীয় প্রশ্ন। কারণ, ইহার দুই উত্তর—কুশলদের সংসার সমাপ্ত হইবে, অকুশলদের হইবে না। যদি প্রশ্ন হয়, সমস্ত জীব কুশল হইবে কি না তবে ইহারও ঐরূপ উত্তর—যিনি বিষয়ে বিরক্ত হইবেন এবং বিবেকজ্ঞান সাধন করিবেন তিনিই কুশল হইবেন, অন্যে নহে। "পৃথিবীর সমস্ত লোক গৌরবর্ণ হইবে কি না" ইহার উত্তর যেমন অনিশ্চিত এবং কেবলমাত্র ইহাই বক্তব্য যে "গৌরবর্ণের কারণ ঘটিলে তবে হইবে", উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর তদ্রূপ। যে সমস্ত লোক অসংখ্য পদার্থ সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিয়া মনে করে সকলেই মুক্ত হইয়া গেলে বিশ্ব জীবশূন্য হইয়া যাইবে, এবং সেই আশঙ্কায় নানাপ্রকার কাল্পনিকমতে বিশ্বাস করাকে শ্রেয় মনে করে তাহা-দের ইহা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানসাধন ও বৈরাগ্য পুরুষেচ্ছার উপর নির্ভর করে। সমস্ত জীব সেইরূপ ইচ্ছা করিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত। দুই চারিজন লোককে ক্লীব দেখিয়া যদি কেহ আশঙ্কা করে যে, ইহারা যে কারণে ক্লীব হইয়াছে সেই কারণে পৃথিবীর সমস্ত প্রজা ক্লীব হইতে পারে ও তাহাতে পৃথিবী প্রজাশূন্য হইবে, তাহার শঙ্কা যেরূপ, বিশ্ব সংসারিপুরুষশূন্য হইবে এরূপ শঙ্কাও তদ্রূপ। কিন্তু যেরূপ সংখ্যক মুমুক্ষু দেখা যায়, তাহাতে বিশ্বের সংসারিশূন্য হইবার শঙ্কা মোটেই নাই।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, "অতএব হি বিদ্বৎসু মুচ্যমানেষু সর্ব্বদা। ব্রহ্মাণ্ডজীবলোকানাম-নন্তত্বাদশূন্যতা ॥" প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য পুরুষ মুক্ত হইলেও কখন বদ্ধ পুরুষের অভাব হইবে না। বস্তুতও অনন্ত জীবনিবাস লোকসমূহে অসংখ্য পুরুষ প্রতিমুহূর্ত্তে মুক্ত হইতেছেন।

অসংখ্য পদার্থের অঙ্কতত্ত্ব এইরূপ—

অসংখ্য + অসংখ্য = অসংখ্য
অসংখ্য — অসংখ্য = অসংখ্য
অসংখ্য × অসংখ্য = অসংখ্য
অসংখ্য ÷ অসংখ্য = অসংখ্য

কারণ—অসংখ্যের অধিক বা কম নাই। অতএব বিশ্ব সংসারিপুরুষ-শূন্য হইবার শঙ্কায় যাহারা পুনরাবৃত্তিহীন মোক্ষ স্বীকার করিতে সাহসী হন না, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

ভাষ্যম্—গুণাধিকারক্রমসমাপ্তৌ কৈবল্য মুক্তং তৎ স্বরূপমবধার্য্যতে

পুরুষার্থশূন্যানং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তি রিতি ॥ ৩৪ ॥

কৃতভোগাপবর্গাণাং পুরুষার্থশূন্যানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ কার্য্যকারণাত্মনাং গুণানাং, কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্বুদ্ধিসত্ত্বাহনভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্য। চিতিশক্তিরেব কেবলা, তস্যাঃ সদা তথৈবাব স্থানং কৈবল্য মিতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে যোগশাস্ত্রে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে কৈবল্যপাদঃ চতুর্থঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—৩৪। গুণসকলের অধিকারসমাপ্তিতে কৈবল্য হয় বলা হইয়াছে, তাহার (কৈবল্যের) স্বরূপ অবধারিত হইতেছে "কৈবল্য পুরুষার্থশূন্য গুণসকলের প্রলয়, অথবা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তি"। সূ

আচরিত-ভোগাপবর্গ, পুরুষার্থশূন্য, কার্য্যকারণাত্মক (১) গুণসকলের যে প্রতিপ্রসব বা প্রলয় তাহাই কৈবল্য। অথবা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা যে চিতিশক্তি অর্থাৎ পুনরায় পুরুষের বুদ্ধিসত্ত্বাভি-সম্বন্ধশূন্যত্বহেতু চিতিশক্তি কেবলা হইলে, তাহার সদাকাল সেইরূপে অবস্থানই কৈবল্য॥

ইতি যোগভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—৩৪। (১) কার্য্যকারণাত্মক গুণ=লিঙ্গশরীররূপে পরিণত যে মহদাদি প্রকৃতি ও বিকৃতি। যোগের দ্বারা স্বকীয় গ্রহণেরই প্রতিপ্রসব হয়, গ্রাহ্য বস্তুর হয় না। গুণাত্মক গ্রহণের পরিণামক্রমের সমাপ্তিরূপ প্রতিপ্রসব বা প্রলয়ই পুরুষের কৈবল্য।

চিতিশক্তির দিক্ হইতে বলিলে—কৈবল্য, স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তির নিঃসঙ্গতা। অর্থাৎ কেবল চিতিশক্তি থাকা বা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধশূন্য হওয়া।

প্রতিপ্রসব বা প্রলয় অর্থে পুনরুৎপত্তিহীন লয়। বুদ্ধি প্রলীন হইলে সদাই পুরুষ কেবলী থাকেন, তাহাই কৈবল্য।

ইতি শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্যকৃত যোগভাষ্যের ভাষা টীকা সমাপ্ত।

যোগদর্শনের প্রথম পরিশিষ্ট-সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ।

(প্রথম মুদ্রণ—১৯০৩ ; ২য় মুদ্রণ ১৯১০)

উপক্রমণিকা

যাঁহারা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা দার্শনিক বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকস্থ পদার্থ বুঝা কঠিন হইবে না। কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী শব্দের দ্বারা ভাল বুঝেন। তাঁহাদের জন্ম এই স্থলে আমরা প্রধান প্রধান পদার্থ ইংরাজী প্রণালীতে বুঝাইয়া দেখাইব। গুণত্রয় সাংখ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরু পদার্থ। তাহাদের স্বরূপ পাঠকের মনে স্ফুটরূপে ধারণা না হইলে সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবেশলাভ করা দুরূহ হইবে। অতএব তাহাই প্রথমে ধরা যাউক। কোনপ্রকার ক্রিয়া না হইলে আমাদের কিছুই বোধগম্য হয় না। শব্দাদিরা সমস্ত এক এক প্রকার ক্রিয়া, তাহা হইতে আমাদের চিত্তে একপ্রকার ক্রিয়া হয়, তাহাতেই আমাদের বোধ হয়। এক অবস্থার পর আর এক অবস্থায় যাওয়ার নাম ক্রিয়া ; এই লক্ষণে বাহ্য ও আন্তর সব ক্রিয়াই পড়িবে। Prof. Bigelow তাঁহার Popular Astronomyতে বলিয়াছেন যে, Force. Mass, Surface, Electricity, Magnetism প্রভৃতি সমস্ত "are apprehended only during instantaneous *transfer of energy*." তিনি আরও বলেন, "Energy is the great unknown entity,and its existenceis recognised only during its *state of change*." যোগভাষ্যকার ইহাকে বলেন, "রজসা উদ্ঘাটিতঃ। রজঃ বা ক্রিয়াশীলতার দ্বারা উদ্ঘাটিত হইলে আমাদের বোধ হয়। পাঠক প্রথমতঃ 'জড়পদার্থকে 'Unknown Entity' বিবেচনা করিয়া তাহার সম্বন্ধে সমস্ত 'পূর্ব্বসংস্কার' ত্যাগ করিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হউন। প্রথমতঃ সর্ব্ববোধের হেতুভূত বাহ্য ও আন্তর এক ক্রিয়াশীলতা পাওয়া গেল। উহাই সাংখ্যের রজঃ। ইংরাজীতে উহাকে Mutative Principle বলা যাইতে পারে। সমস্ত ক্রিয়ার একটি পূর্ব্ব ও পর স্থিতিশীল ভাব থাকে ; তাহাকে Conserved বা Potential State বলে। বোধের শেষ ক্রিয়া মস্তিষ্কের ; সুতরাং মস্তিষ্কে (বা জড়পদার্থে) বোধ হেতু ক্রিয়ার Potential State বা স্থিতিশীল ভাব পাওয়া গেল। উহাই সাংখ্যের তমঃ। (সাংখ্যমতে মস্তিষ্ক ও মন মূলতঃ একজাতীয়) সুতরাং তমকে Insentient বা Conservative Principle বলা উচিত। সেই মস্তিষ্কনামক বিশেষ প্রকারের Potential Energy বা Conservative Principleএর যখন পরিণাম বা Transfer of Energy বা Change হয়, তখনই আমাদের বোধ হয়। অতএব Con-ervation এবং Mutation নামক অবস্থার শেষ ফল বোধ বা Sentient State। জড়তা ক্রিয়ার দ্বারা উদ্রিক্ত হইলে পর এই যে বুদ্ধভাব হয়, তাহাই সাংখ্যের প্রকাশশীল সত্ত্ব। তাহাকে Sentient Principle বলা যাইতে পারে।

অতএব যাহাকে 'জড়' পদার্থ বা অনাত্মভাব বলা যায়, তাহাতে আমরা Sentient, Mutative ও Conservative এই তিন প্রকার Principle বা তত্ত্ব পাইলাম। অজ্ঞ অনুবাদকগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমকে Good, Indifferent, Bad প্রভৃতি শব্দে অনুবাদ করাতে শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ সকল হাস্যাস্পদ হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তেই এই তিন তত্ত্ব পাইবে। রসায়নের Elementএর ন্যায় উহা সাংখ্যের মূল অনাত্মসম্বন্ধীয় Element। ঐ বিভাগ অতীব সরল এবং উহা খাটাইয়া সমস্ত অনাত্মভাব বিচার করিলে এরূপ সুন্দর সঙ্গতি হয় যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অবিচ্ছেদে মিলিত। কারণ, যাহা Potential বা Conservative Stateএ থাকে, তাহাই Mutative Stateএ (Kinetic বলিলে গতি বা বাহ্যক্রিয়া মাত্র বুঝায়, কালব্যাপী মানসক্রিয়া বুঝায় না, তাই Mutative শব্দ প্রয়োজ্য) আসিয়া Sentient Stateএ যায়। Potential State দুইপ্রকার, সলিঙ্গ ও অলিঙ্গ বা Differentiable ও Indifferentiable. যাহা Absolutely indifferentiable Potential state of Non-self existences, তাহাই সাংখ্যীয় প্রকৃতি। উহার নামান্তর অব্যক্ত বা Indescrete Potential Entity। তাহার ব্যক্তাবস্থা হইলে তাহা তিন প্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—Sentient, Mutable, ও Conservative. পাশ্চাত্যগণ Mutable ও Conservative এই দুই অবস্থা বুঝেন, কিন্তু সাংখ্যগণ Sentient অবস্থাও ধরেন। বিষয় বা Knowable পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে শব্দ, রূপ ও গন্ধ প্রধান জ্ঞেয় বিষয়। শব্দে জ্ঞেয়তা বা Sentient P. প্রধান, রূপে Mutative P. প্রধান এবং গন্ধে Conservative P. প্রধান। স্পর্শ, শব্দ ও রূপের মধ্যস্থ, এবং রস, রূপ ও গন্ধের মধ্যস্থ। যেমন লাল, হরিদ্রা ও নীল এই তিন বর্ণ প্রধান এবং সবুজ ও কমলার রং মধ্যস্থ এবং মিলনজাত, তদ্রূপ। করণশক্তিবিভাগে দেখা যায় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে Sentient P. প্রধান, কর্ম্মেন্দ্রিয়ে Mutative P. প্রধান এবং প্রাণে Conservative P. প্রধান। কারণ শরীর বস্তুতঃ প্রাণিত্বের Potential Energy. যেহেতু স্নায়ুপেশ্যাদির বিশ্লেষণ বা Mutation হইলে বোধ-চেষ্টাদি হয়। চিত্ত-বিচারে দেখা যায়, প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি বা cognition, conation ও retention প্রধান এবং তাহারা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-প্রধান বৃত্তি। প্রখ্যার মধ্যে, প্রমাণ = প্রত্যক্ষ বা perception, অনুমান বা inference এবং আগম বা Transference বা Transferred cognition। স্মৃতি = recollection। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান = চেষ্টাসমূহের অনুভব। Conative, Muto-æsthetic ও Automatic activityর যে বিজ্ঞান বা চৈতসিক জ্ঞান বা presentation ও representation। বিকল্প = বস্তুবিকল্প, ক্রিয়াবিকল্প ও অভাববিকল্প; Positive, Predicative ও negative terms হইতে যে অবস্তুবিষয়ক (Unimaginable) চিত্তভাব বা Vague ideation হয় তাহাই ঐ তিন। চিত্তের যে স্বভাব হইতে প্রমাণ বিপর্য্যস্ত হয় তাহাই বিপর্য্যয় বা defective cognition. প্রবৃত্তির মধ্যে সঙ্কল্প = Volition, কল্পন = imagination; কৃতি direction of voluntary and involuntary actions; বিকল্পন = wandering, as in doubt ও বিপর্য্যস্ত চেষ্টা = misdirected wandering.

স্থিতি = retention। বিজ্ঞানের imprint সকলই স্থিতি।

সুখাদিতেও ঐরূপ দেখা যায়। যে ঘটনায় স্ফুটবোধ বেশী কিন্তু বোধজনক ক্রিয়া বা Stimulation বেশী নহে অর্থাৎ অসহজ নহে তাহাতে সুখ হয়। Over-stimulation বা ক্রিয়াভাব বেশী থাকিলে তাহাতে দুঃখ হয়। মনে কর শারীর পীড়া বা Pain; শরীরের যে General

Sensibility আছে, তাহা কোন আগন্তুক কারণে (যেমন পেশীর মধ্যে Uric acid অথবা Microbe) over-stimulated হইলে অর্থাৎ Nerves of General Sensibility সকলের অতিক্রিয়া বা অসহজ ক্রিয়া হইলে পীড়া হয়। সহজ Stimulation পাইলে সুখ হয়। তজ্জন্য সুখে সত্ত্ব বা Sentient P. প্রধান এবং Mutative P. কম। আর দুঃখে Mutative P. প্রধান এবং তত্তুলনায় Sentient P. কম। তমঃ বা Insentient বা Conservative Principle বেশী যে অবস্থায়, তাহার নাম মোহ বা Insentience.

মূলান্তঃকরণত্রয়ের মধ্যে বুদ্ধি বা মহৎ = Pure Egoity। তাহাতে অবশ্য Sentient. P বা সত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তৎপরে অহঙ্কার = Faculty which identifies Self with Non-Self. জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতাতে এক প্রকার ছাপ, যাহাতে জ্ঞাতা 'অনাত্মের জ্ঞাতা' হয়। এই অনাত্মের ছাপ আত্মাতে লওয়া Afferent Impulse নামক ক্রিয়াশীলতার মূল। ইহা হইতে "আমি জ্ঞাতা" এইরূপ অভিমান হয়। "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমানে আত্মভাব কোন Conserved অনাত্মভাবকে (যেমন ক্রিয়াসংস্কার, Muscle প্রভৃতিকে) উদ্রিক্ত করে; তাহাই Efferent impulseএর মূল। তজ্জন্য অহঙ্কারে রজঃ অধিক। হৃদয়াখ্য মন = অশেষ-সংস্কারাধার অর্থাৎ General Conservator of all Energies, অপরাপর সমস্ত জৈব শক্তি মনোনামক সামান্য শক্তির বিশেষ। সমস্ত চিত্তক্রিয়া আবার বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহারাও তিনজাতীয়; যথা সদ্ব্যবসায় বা Reception, অনুব্যবসায় বা Reflection এবং রুদ্ধব্যবসায় বা Retentive Action. অনাত্মভাব দুই প্রকার; গ্রহণ বা Subjective এবং গ্রাহ্য বা Objective. তন্মধ্যে গ্রহণে তিন গুণ হইতে প্রখ্যা (Sensibility) প্রবৃত্তি (Activity) ও স্থিতি (Retentiveness) হয় এবং গ্রাহ্যে বোধ্যত্ব (Perceptibility), ক্রিয়াত্ব (Mobility) ও জাড্য (Inertia) হয়।

যখন পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্য বা Equilibrium হয়, তখন কোন জ্ঞানক্রিয়াদি থাকিতে পারে না, সুতরাং তখন বাহ্য-জ্ঞাতৃত্বভাব থাকে না, তখন জ্ঞাতা নিজেকেই নিজে জানে। তাদৃশ নিজেকেই নিজে জানা ভাব বা Pure Self বা Metapsychic consciousness সাংখ্যের পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ আর বিশ্লেষযোগ্য নহে বলিয়া তাহারা নিষ্কারণ, অনাদিসিদ্ধ পদার্থ বা Self-existent। স্থানাভাবে এই প্রণালীর দ্বারা বিস্তৃতভাবে বুঝান গেল না, কিন্তু ইহাতেই চিন্তাশীল পাঠকের গুণত্রয় সম্বন্ধে স্ফুট ধারণা হইবে, আশা করা যায়। রসায়নের Element সকলের দ্বারা অঙ্কপ্রণালীতে যেরূপ রাসায়নিক দ্রব্যের তত্ত্ব বুঝান হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের দ্বারাও যাবতীয় অনাত্ম পদার্থ বুঝান যাইতে পারে। যথা—পুরুষ + স৩ + র১ + ত১ = বুদ্ধি, পু + স১ + র৩ + ত১ = অহঙ্কার ইত্যাদি। অন্তঃকরণত্রয়কে Base স্বরূপ লইয়া ইন্দ্রিয় সকলকেও ঐরূপে বুঝান যাইতে পারে।

অনাদিসিদ্ধ পুম্প্রকৃতির সংযোগজাত আমরাও (করণযুক্ত) অনাদিবর্ত্তমান,—

"নিত্যাস্তেতানি সৌক্ষ্ম্যেণ হীন্দ্রিয়াণি তু সর্ব্বশঃ।
তেষাং ভূতৈরুপচয়ঃ সৃষ্টিকালে বিধীয়তে॥"

অনাদিবর্ত্তমান হইলেও রজঃ বা ক্রিয়াশীল ভাবের দ্বারা প্রতিনিয়ত আমাদের করণ সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কর্ম্মের দ্বারা আমাদের সেই পরিণাম আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য আছে; তাহা করিয়া যদি আমরা সত্ত্বকে বাড়াই, তবে তদনুযায়ী সুখলাভ করিতে পারি। আর যাহার সুখের জন্য সকল চেষ্টা, সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম 'আত্মভাবকে' যদি সাক্ষাৎ করিতে পারি, তবে তদ্দ্বারা চিত্ত নিরোধ করিয়া বাহ্যনিরপেক্ষ শাশ্বতী শান্তি লাভ করি।

কাপিলাশ্রমীয় ২য় সংস্করণ যোগদর্শনের পরিবর্দ্ধন ও শুদ্ধি।

(১) পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি—"রাখাই যুক্ত" ইহার ফুটনোট হবে—

* মোক্ষমূলর বলেন "All this is very discouraging to students accustomed to chronological accuracy, but it has always seemed to me far better to acknowledge our poverty and the utter absence of historical dates in the literary history of India, than to build up systems after systems which collapse at the first breath of criticism or scepticism." The Six Systems of Indian Philosophy.

(৯) পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তির পর বসিবে—

২৯ জন ব্যাস হইয়াছেন ইহাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

(৯) পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি—'পূজিত হইতেছেন' ইহার ফুটনোট—

* বুদ্ধ কালাম গোত্রের অরাড় মুনির নিকট প্রথমে শিক্ষা করেন। বুদ্ধচরিতকার অশ্বঘোষ, যিনি পূর্ব্বপ্রচলিত সুত্ত সকল হইতে ঐ মহাকাব্য রচনা করেন, তিনি জানিতেন যে অরাড় সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্য ছিলেন। মগধে তিনিই তখন প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্য্য ছিলেন। অরাড় বলিয়াছিলেন—"প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ জন্মমৃত্যুজরৈব চ। * * তত্র চ প্রকৃতির্নাম বিদ্ধি প্রকৃতি-কোবিদঃ। পঞ্চভূতান্যহংকারং বুদ্ধিমব্যক্তমেব চ॥" ইত্যাদি। অন্যত্র "ততো রাগাদ্ ভয়ং দৃষ্ট্বা বৈরাগ্যং পরমং শিবম্। নিগৃহ্ণন্নিন্দ্রিয়গ্রামং যততে মনসঃ শ্রমে॥" অন্যত্র "জৈগীষব্যোঽপি জনকো বৃদ্ধশ্চৈব পরাশরঃ। ইমং পন্থানমাসাদ্য মুক্তা হ্যন্যে চ মোক্ষিণঃ॥" অবশ্য অশ্বঘোষ সাংখ্যসম্বন্ধে যেরূপ জানিতেন তাহাই অরাড়ের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন এবং বুদ্ধের মুখ দিয়া পরবর্ত্তী চাঁচাছোলা বৌদ্ধমত বলাইয়াছেন। প্রাচীন (খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে) বৌদ্ধেরা পরমতের খুব কমই বুঝিতেন বা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। পালিতে আজীবকাদি বুদ্ধের সমসাময়িক সম্প্রদায়ের মত কয়েকটি বাঁধা বাক্যমাত্রে নিবদ্ধ আছে তাহাই সব গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায় এবং উহা অতি অস্পষ্ট। অতএব অরাড় ও গৌতমের ঐ কথোপকথন যে কবির বাক্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা হইতে এই মাত্র তথ্য জানা যায় যে অশ্বঘোষের এবং তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতেও এই প্রখ্যাতি ছিল যে অরাড় সাংখ্য। Cowell মনে করেন যে অরাড় একরূপ সাংখ্যমতের আচার্য্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অশ্বঘোষই ঐরূপ কিছু বিকৃতভাবে সাংখ্যমত বুঝিতেন। উহা অশ্বঘোষেরই কথা অরাড়ের নহে। অশ্বঘোষের কাব্যে অরাড়ের নিকট বুদ্ধের শিক্ষা এক বেলাতেই শেষ হয়। কিন্তু বুদ্ধের জীবনী হইতে (পালিগ্রন্থে) জানা যায় যে তিনি ছয় বৎসর শিক্ষা করিয়া পরে সাধনের জন্য উরুবিল্বে যান। অরাড়ের নিকট শিক্ষা করিয়া 'বিশেষ' শিক্ষার জন্য তিনি রুদ্রকরামপুত্রের নিকট যান এবং তথায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন। সাংখ্যের সাধন যোগ এবং বুদ্ধও আসন, প্রাণায়াম ও সমাধি সাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং রুদ্রক যোগাচার্য্য ছিলেন। সাংখ্যযোগের সাধন কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস দমন করিয়া ধ্যানমগ্ন হওয়া। বুদ্ধও ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন।

মারবিজয় অর্থে কাম, ক্রোধ ও ভয়কে জয়। মার লোভ, ভয় ও তাড়না দেখাইয়া তাঁহাকে চালিত করিতে পারে নাই। আর সাতদিন নিরাহারে নিরোধ সমাপত্তিতে থাকা অর্থে শ্বাস ও নিদ্রাকে জয়। বৌদ্ধেরা এবং আধুনিক কেহ কেহ বলেন বুদ্ধ যোগের কঠোর আচরণ করিয়া তাহাতে কিছু হয় না দেখিয়া মধ্যমার্গ ধরেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। সাংখ্য যোগে ব্যর্থ কঠোরতা নিষিদ্ধ আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ও বলেন "বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরা গতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিনঃ॥" পালিতেও আছে "লোহিতে সুস্সমানম্ হি পিত্তং সেম্হঞ্চ সুস্সতি। মংসেসু খীয়মানেসু ভীয্যো চিত্তং পসীদতি। ভীয্যো সতি চ পঞ্ঞা চ সমাধি চুপতিট্‌ঠতি॥" পধান সুত্ত। অর্থাৎ রক্ত শুষ্ক (সাধন শ্রমে) হইলে পিত্ত ও শ্লেহ শুষ্ক হয়। তাহাতে মাংস ক্ষীণ হইলে তবে চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হয়, আর উত্তমরূপে স্মৃতি, প্রজ্ঞা এবং সমাধি উপস্থিত হয়। ইহাতে কঠোর তপস্যারই কথা আছে। নির্বীর্য্য ভোজনলোভী পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরাই সুখের পথ ধরিতে তৎপর ছিল।

জৈনদের সর্বপ্রামাণ্য কল্পসূত্র গ্রন্থে এবং আরও প্রাচীন অনুযোগ দ্বার সূত্রে বুদ্ধের সমসাময়িক বর্দ্ধমান বা মহাবীর (পালির নিগ্‌গন্থ নাটপুত্ত) এই এই বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, যথা—"রিউবেয়। জউবেয়। সামবেয়। অথর্ব্বণবেয় ইতিহাস পঞ্চমানং। নিঘণ্টুচ্ছট্টনং। * * সট্টিতন্তবিসারই। সিখানে। সিখাকপ্যে। বাগরণে। ছন্দোনিরুত্তে। জীইসামরণে।" অর্থাৎ মহাবীর ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, নিঘণ্টু, ষষ্টিতন্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এই সব বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবেন। ইহাতে দেখা যায় ষড়ঙ্গ বেদ ও সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া (পাঠক লক্ষ্য করিবেন ন্যায়, বেদান্তাদি অন্য শাস্ত্রের উল্লেখ নাই) জৈনদের মধ্যেও প্রখ্যাত ছিল। জৈনদের যোগেরও প্রধান সাধন পাঁচটি যম।

সাংখ্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এইরূপ চিরন্তন প্রখ্যাতি থাকিলেও কোন কোন আধুনিক প্রত্নব্যবসায়ী সাংখ্যের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করেন। ইহা সংশয় মাত্র। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন যে তাহার কোন তথ্যে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব নহে। অপ্রতিষ্ঠ তর্ক যতদূর খুসি চালান যায়। শুদ্ধ সংশয় বা scepticism এর দ্বারা যে কিছু নিরস্ত করা যায় না, তাহা অনেকের মাথায় ঢোকে না।

পঞ্চশিখ সম্বন্ধেও এইরূপ বিতর্ক উত্থাপিত হয়। প্রচলিত সাংখ্যসূত্রে (যাহা সহস্র বৎসরের মধ্যে রচিত বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হয়) পঞ্চশিখের মত উদ্ধৃত আছে যথা—"আধেয় শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ" ইহাতে ন্যায়ের ব্যাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, অতএব পঞ্চশিখ ন্যায়ের পর। প্রত্নব্যবসায়ী শ্রেণীর লেখকদিগের যুক্তি এইরূপ হাস্যাস্পদ হইলেও এক শ্রেণীর লোকের ইহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। সাংখ্যের অন্যতম প্রমাণ অনুমান তাহা থাকিলে ব্যাপ্তিও থাকিবে। নৈয়ায়িকেরা সাংখ্য হইতে অনুমান ও ব্যাপ্তি উভয় পদার্থই লইয়াছেন। বিশেষত প্রচলিত সাংখ্যসূত্র যখন রচিত হয় তখন পঞ্চশিখের সূত্র বহুদিন হইল লুপ্ত হইয়াছিল। গৌড়পাদ, ভোজরাজ, বাচস্পতি কেহই পঞ্চশিখসূত্র উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। যোগভাষ্যোদ্ধৃত সূত্রই সকলের সম্বল। ইহাতেই উহা বুঝা যায়। সুতরাং প্রচলিত ষড়ধ্যায় সাংখ্যসূত্রকার পঞ্চশিখের কিছু পান নাই। প্রাচীন পাঞ্চশিখ-সাংখ্যসূত্র লোপ পাওয়ার পর অপ্রাচীন কোন ব্যক্তি বেদান্তসূত্রের আদর্শে উহা রচনা করেন এবং তখনকার প্রচলিত সমস্ত মতখণ্ডনাদি করেন।

৬ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি—'তত্রৈব জন্মনি' ইহার পর—

প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্মচয়োঽচিরাৎ॥

১১ পৃষ্ঠার শেষে নূতন প্যারা—

ধর্ম্মমেঘ ধ্যানে চিত্তসত্ত্ব নিজের প্রকৃতস্বরূপে অর্থাৎ রজস্তমোমলহীন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপে থাকে আর কৈবল্যে স্বকারণে লীন হইয়া থাকে।

২০ পৃষ্ঠা ১।১০ (১) টীকার পরে যোজ্য—

নিদ্রাবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে সর্ব্বদা শরীরের স্থিরতা প্রথমে অভ্যস্য। তাহাতে শরীরের ক্ষয়জনিত প্রতিক্রিয়া যে নিদ্রা তাহার আবশ্যক হয় না। শরীর স্থির থাকিলেও মস্তিষ্কের শান্তির জন্য একাগ্রভূমি বা ধ্রুবা স্মৃতি চাই। তাহাই নিদ্রারোধের প্রধান সাধন। উহার নাম 'সত্ত্বসংসেবন' ('সত্ত্বসংসেবনান্নিদ্রাং')। নিরন্তর জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানেচ্ছা বা নিজেকে ভুলিব না এরূপ সংপ্রজন্যরূপ জ্ঞানাভ্যাসও ঐ সাধন ('জ্ঞানাভ্যাসাজ্জাগরণম্ জিজ্ঞাসার্থ মনন্তরম্')। অহোরাত্র ঐ সাধনে স্থিতি করিতে পারিলে তবেই নিদ্রাজয় হয় এবং ঐরূপ একাগ্রভূমি হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। সম্প্রজ্ঞাতের পর তবেই সম্প্রজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

সাধারণ অবস্থায় যেমন কোন কোন অসাধারণ শক্তির বিকাশ হয় সেইরূপ নিদ্রাহীনতাও (অনিদ্রারূপ রোগ নহে) আসিতে পারে। গত মহাযুদ্ধে এক অষ্ট্রীয়ানের মস্তকে এক গুলি লাগে, সেই অবধি সে নিদ্রা যায় না এবং বহু বৎসর ধরিয়া ঐরূপ চলিতেছে। অন্য অবস্থাতেও ঐরূপ হইতে পারে, কিন্তু অন্য বৃত্তি নিরোধ না হওয়াতে উহা যোগ নহে। স্মৃতি-সাধন করিতে করিতে প্রতিক্রিয়া বশে চিত্ত স্তব্ধ বা সুষুপ্ত হয়, ইহার অনেক উদাহরণ আমরা জানি। ঐ সময় কাহারও মাথা ঝুঁকিয়া পড়ে, কাহারও শরীর ও মাথা ঠিক সোজা থাকে কিন্তু নিদ্রিতের মত শ্বাস প্রশ্বাস চলে। প্রায়ই নিরায়াসজনিত আনন্দবোধ থাকে এবং অন্যকিছুর স্মরণ থাকে না। ইহাও পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বসংসেবনের দ্বারা তাড়াইতে হয়। ভ্রান্তি-দর্শনের টীকায় সবিশেষ দ্রষ্টব্য। (পরিবর্দ্ধন ৮ পৃঃ)।

২১ পৃষ্ঠা ৯ পংক্তি "সেই সংস্কার স্বকারণাকার..." ইহা এইরূপ হইবে—সেই সংস্কার নিজের ব্যঞ্জকের দ্বারা (উপলক্ষণ আদির দ্বারা) উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাহা স্বকারণাকার (৩)

২১ পৃষ্ঠা ৩১ পংক্তির পর নূতন প্যারা—

১১। (৩) স্বব্যঞ্জকাঞ্জন—স্বব্যঞ্জক = স্বকারণ, অঞ্জক = আকার যাহার ; অথবা ব্যঞ্জক = উদ্বোধক, অঞ্জন = ফলাভিমুখীকরণ যাহার। (বাচস্পতি মিশ্র)।

২৩ পৃষ্ঠা ২৮ পংক্তির পরে—

শ্রুতিতে আছে 'যদ্ যদ্ বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা বা, তত্তৎ বীর্য্যবত্তরং ভবতি' অর্থাৎ যাহা যাহা যুক্তিযুক্ত জ্ঞানপূর্ব্বক, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ও প্রকৃত প্রণালীতে করা যায় তাহাই অধিকতর বীর্য্যবান্ হয়।

৩০ পৃঃ ১৮। (৩) টীকার শেষে যোজ্য—

নিরোধ অবস্থার স্বরূপ উত্তমরূপে বিচার্য্য। তখন চিত্তের কোনও আলম্বন থাকে না সুতরাং প্রত্যয়ও থাকে না। আলম্বন = গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ। সর্ব্বোচ্চ সুসূক্ষ্ম আলম্বন গ্রহীতা বা অস্মীতি-প্রত্যয়। তাহাও না থাকিলে চিত্ত অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়।

চিত্ত অব্যক্ততা প্রাপ্ত হইলে তাহার পরিদৃষ্ট বা অপরিদৃষ্ট কোন কার্য্যই থাকিবে না। তাহা প্রত্যয় ও সংস্কার উভয়েরই ভঙ্গ।

শঙ্কা হইতে পারে যে তবে তাহাকে সংস্কারশেষ বলা হইয়াছে কেন? সংস্কারশেষ অর্থে সেই ভঙ্গকালেও যে সংস্কার ব্যক্ত থাকে এরূপ নহে কিন্তু পরে প্রত্যয় উঠাতে উহা অব্যক্ত বা শক্তিরূপ ভাবে আছে এইরূপই অর্থ (সংস্কার প্রত্যয় উঠার শক্তি মাত্র)। নচেৎ চিত্তের এক অংশ ব্যক্ত থাকিবে, ও আর এক অংশ অব্যক্ত হইবে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে।

নিরোধের সময় সম্যক্ চিত্তকার্য্য রোধ হইলে শরীরের, মনের ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও সম্যক্ রোধ হইবে। শরীর রুদ্ধ হইলেও অনেক সময় ইন্দ্রিয়-কার্য্য (অলৌকিক দৃষ্টি আদি) থাকিতে পারে। আবার মন স্তব্ধ হইলেও শরীরের কার্য্য শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল ও পরিপাকাদি চলিতে পারে। নিরোধে ইহার কিছুই থাকিবে না। প্রকৃতি-বিশেষের লোকের মন স্তব্ধ হইলে তখন কোনই জ্ঞান থাকে না, তাহাতে সেই ব্যক্তির অনুভূতির ভাষা নিরোধ-লক্ষণের সদৃশ হইতে পারে কিন্তু উহা প্রবল তামস ভাব। কারণ শরীর চলিলে তাহা চিত্তের দ্বারাই চালিত হয়, অব্যক্ত চিত্তের দ্বারা শরীর চালিত হইতে পারে না। নিরোধকালে সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া যথা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও হৃৎপিণ্ডাদি প্রাণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমস্ত রুদ্ধ হইবে কারণ আমিত্বই ঐ যন্ত্রসকলের সংহত্যক্রিয়ার মূল কেন্দ্র ও প্রয়োক্তা। অতএব নিরোধের বাহ্য লক্ষণ দেখিতে গেলে প্রথমে শারীর ক্রিয়া সকলের রোধ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ শরীর-নিরোধ না করিতে পারিলে কেহ যোগের নিরোধ অবস্থায় যাইতে পারিবেন না। দ্বিতীয় আভ্যন্তর লক্ষণ শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের রোধ। গ্রহণ ও গ্রহীতার উপলব্ধি না করিতে পারিলে ইহার সম্যক্ রোধ হয় না। শারীর ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া রোধ পূর্ব্বক গ্রহীতৃভাবে স্থিতি করিতে পারিলে এবং তাহাতে সমাহিত হইতে পারিলে তবেই নিরোধ-বেগ বা সর্ব্বক্রিয়াশূন্যতার বেগের দ্বারায় চিত্তকে নিরুদ্ধ বা অব্যক্ততাপ্রাপ্ত করা যাইবে। * অতএব সমাধিসিদ্ধি-ব্যতীত নিরোধ হইতে পারে না। আর সমাধিসিদ্ধি হইলে যোগী যে-কোনও বিষয়ে সমাহিত হইতে পারেন কারণ সমাধি মনের স্বেচ্ছায়ত্ত বলবিশেষ, উপলব্ধ এক বিষয়ে সমাধি করিতে পারা যাইবে অন্যটীতে পারা যাইবে না—এরূপ হইতে পারে না। রূপে সমাহিত হইলে রসেও সমাহিত হওয়া যাইবে।

প্রকৃত নিরোধকালে মনের সহিত শরীরের সমস্ত যন্ত্র ক্রিয়াহীন হইবেই হইবে। তাহা না হইয়া শুদ্ধ মনের স্তব্ধীভাব হইলে সুষুপ্তি বা মোহবিশেষ হইবে। শরীরের যন্ত্রসকলের ক্রিয়া যখন অস্মিতামূলক তখন নিরোধে সেই সকলের ক্রিয়ার রোধ আবশ্যক। কিন্তু শরীরের ধাতু সকল কোষনির্ম্মিত ("প্রাণতত্ত্ব" ও "কর্ম্মতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য) এবং সেই কোষসকল পৃথক্ জীব, অতএব নিরোধ-কালে তাহাদের প্রাণশক্তির লোপ হয় না, তবে রক্ত-চলাচল আদি যান্ত্রিক ক্রিয়ার অভাবে তাহারা স্তম্ভিতপ্রাণ বা Suspended animation অবস্থায় থাকে। সাত্ত্বিক ভাবপূর্ব্বক বা সর্ব্ব শরীরে আনন্দ পূর্ব্বক নিরায়াসতা বা নিষ্ক্রিয়তা বা restfulness প্রভৃতি পূর্ব্বক রুদ্ধ হওয়াতে ধাতু সকল দীর্ঘকাল অবিকৃত

---

* কোন কোন প্রকৃতির লোকের চিত্ত সহজেই স্তব্ধীভাব প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদের কোনও পরিদৃষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস আদি শারীর ক্রিয়া চলিতে থাকে সুতরাং নিদ্রাসদৃশ তামস প্রত্যয় থাকে। ইহারা যোগশাস্ত্রে সুশিক্ষিত না হইলে ভ্রান্তিবশত মনে করে যে 'নির্ব্বিকল্প' নিরোধ আদি সমাধি হইয়া গিয়াছে।

ভাবে থাকে। হঠযোগীরা ইহার উদাহরণ। নিরোধভঙ্গে আবার শরীরে যান্ত্রিক ক্রিয়া ফিরিয়া আসিলে ধাতু সকলও পূর্ব্ববৎ হয়।

এইরূপে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাধিবলে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের (অস্মিতা পর্য্যন্ত) রোধই নিরোধ সমাধি। এই নির্ব্বীজ সমাধির অসম্প্রজ্ঞাত ও ভবপ্রত্যয় রূপ যে ভেদ আছে তাহা পর সূত্রে দ্রষ্টব্য।

৩৫ পৃষ্ঠা ১।২০।(৩) টীকার শেষে যোজ্য—

স্মৃতি=গ্রহণবিষয়ক জ্ঞান মনে (অন্তঃকরণে) ভেসে থাকা। সম্প্রজন্য=এরূপ সতর্ক থাকা যাহাতে স্মৃতি নষ্ট না হয়। গ্রাহ্যবিষয় (যথা মূর্ত্তি আদি) স্মরণারূঢ় থাকা প্রকৃত স্মৃতিসাধন নহে। গ্রহণাকারা যে উপস্থিত জ্ঞান তাহাই প্রকৃত স্মৃতি ; কারণ স্মৃতি গ্রাহ্য-গ্রহণাকারা হইলেও গ্রহণস্বরূপ চিত্ত বৃত্তি। অতএব বিশুদ্ধ স্মৃতি কোনও গ্রহণ ভাবের উপস্থান। স্মৃতি-রক্ষার জন্য সম্প্রজন্যের আবশ্যক। সম্প্রজন্য সাধন করিতে করিতে যখন সতর্কতা সহজ হয় তখনই স্মৃতি উপস্থিত থাকে। যোগকারিকায় স্মৃতিলক্ষণে "বর্ত্তা অহং স্মরিষ্যঞ্চ স্মরাণি ধ্যেয়মিত্যপি" ইহার মধ্যে—

"বর্ত্তা অহং স্মরিষ্যন্"=সম্প্রজন্য ; এবং 'স্মরাণি ধ্যেয়ম্'=স্মৃতি।

৩৭ পৃষ্ঠা ৩১ পংক্তি 'ইহা বিবেচ্য'-র পরে—

অভিধ্যান অর্থে অভিমুখে ধ্যান এইরূপ অর্থও হয়। তাদৃশ ধ্যানের দ্বারা অভিমুখ হইয়া ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন এবং ঐরূপ ধ্যান হইতেও (তদভিধ্যানাৎ) সমাধিসিদ্ধি হয়। উপনিষদে এই অর্থে অভিধ্যান শব্দ প্রযুক্ত আছে।

৪২ পৃঃ ২৫ (২) টীকার শেষে যোগ হইবে—

অনাদিমুক্ত পুরুষ নিত্যকাল যাবৎ প্রলয়কালে জ্ঞানধর্ম্ম উপদেশ করিতে থাকিবেন—যোগসম্প্রদায়ে এই যে মত প্রচলিত ছিল তাহাতে অনেকের সংশয় হয়। যদি চ ইহা যোগের অতি অনাবশ্যক বিষয়ে সংশয় তথাপি ইহা বিচার্য্য। এই সংশয় যত সহজ বলিয়া মনে হয় প্রকৃত পক্ষে উহা তত সহজ নহে। সংশয়-কর্ত্তার প্রশ্নই সদোষ। যাহাকে কেহ অনাদি-অনন্ত কাল মনে করে তাহা কার্য্যত তাহার নিকট সাদি-সান্ত এবং সর্ব্বদাই তাহা সেইরূপই থাকিবে। অতএব শঙ্ককের প্রকৃত প্রশ্ন—'এতাবৎ অবচ্ছিন্ন কালে কোনও মুক্ত পুরুষ জ্ঞানধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া জীবানুগ্রহ করেন কি না'—এইরূপই হইবে। অনবচ্ছিন্ন কাল ধারণা করিতে না পারিলেও তাহা ধারণাযোগ্য মনে করিয়া ঐরূপ প্রশ্ন বা শঙ্কা শঙ্কক করিয়া থাকেন। সুতরাং তাদৃশ অসম্ভবকে সম্ভব ধরিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্নেরই দোষ বলিয়া উত্তর দিতে হইবে।

অবচ্ছিন্ন কালে কোনও মুক্ত পুরুষ জীবানুগ্রহ যে করিতে পারেন ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু ইহা আগমের বিষয় দর্শনের বিষয় নহে। ভাষ্যকার ইহার সম্ভাব্যতাই দেখাইয়াছেন ঘটনীয়তা দেখান নাই বরং কল্পপ্রলয়-মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে এরূপ বলাতে উহার প্রয়োজনীয়তা যে অতি অল্পই ইহা প্রকারান্তরে বলিয়াছেন।

আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। যাঁহারা ত্রিকালবিৎ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহারা

ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানই দেখেন এবং সেই বর্ত্তমান তাঁহাদের ব্যবহার্য্যও হয়। তাহাতে তিনি এরূপ কারণ স্বেচ্ছায় সংযোগ করিতে পারেন বা সেই ভবিষ্যৎ কারণ-কার্য্য স্রোত এরূপ নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন যে পরে তাঁহার ঈশিতৃত্ব না থাকিলেও যখন সেই ভবিষ্যৎ কাহারও নিকট বর্ত্তমান হইবে তখন সেই নিয়ন্ত্রিত কারণ-কার্য্যের ফলই সে দেখিবে। যেমন কেহ এক গৃহনির্ম্মাণ করিয়া মৃত হইলেও পরের লোকেরা সেই গৃহে বাসাদি করিতে পারে—সেইরূপ সর্ব্বশক্ত ত্রিকালবিৎ, তাঁহার নিকট বর্ত্তমানবৎ যে কোনও ভবিষ্যৎ কালের ঘটনায় অর্থাৎ 'ঈদৃশ জীবের বিবেকজ্ঞান অন্তরে প্রস্ফুট হউক'—এরূপভাবে কারণকার্য্য স্রোতকে নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন যদ্দ্বারা তাদৃশ জীবের সেই কালে সেই কারণ-কার্য্যের নিয়মনে স্বতই বিবেক প্রস্ফুট হইবে। তুমি যে অবচ্ছিন্ন কালকে অনাদি-অনন্ত মনে কর ও বল তাহাতে ইহা সম্ভব হইলে সর্ব্বকালেই ইহা সম্ভব বলিতে হইবে। যোগ-সম্প্রদায়ের আগমে ইহার উল্লেখ থাকাতে এইরূপে ইহার সম্ভাব্যতা বুঝিতে হইবে। কার্য্যকালে যাঁহার উহাতে আস্থা জন্মিবে তিনি ঐ উপায়ে বিবেকলাভ করিবেন। অন্যে প্রকৃত দার্শনিক উপায়ে লাভ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরপ্রণিধানে স্বাভাবিক নিয়মে সমাধি ও বিবেকলাভ যে কার্য্যকর উপায় তাহাই দর্শনের প্রতিপাদ্য ও তাহাই সূত্রকার প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

এবিষয়ে এইসব কথা স্মর্য্য, যথা—(১) (সগুণ বা নির্গুণ) ঈশ্বর হইতে বিবেকই লভ্য, অন্য কিছু নহে। (২) যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতেই বা প্রাগুক্ত ঐশ নিয়মনের দ্বারাই উহা লাভ করিতে ইচ্ছু তাঁহারাই উহা লাভ করিবেন এবং কেবল তাঁহাদের জন্যই ঐরূপ ঐশ নিয়মন ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডে এরূপ অধিকারী অল্পই আছেন, অধিকাংশ অধিকারীরা স্বাভাবিক নিয়মেই যোগের দ্বারা বিবেক লাভ করিয়া থাকেন। (৩) লোকের দৃশ্যভূত হইয়া ঈশ্বরকে বিবেক প্রকাশ করিতে হয় না, কিন্তু যোগীর হৃদয়ে উহা তাঁহার উপযুক্ত অলৌকিক নিয়মেই প্রকট হয়। (৫) যেমন সর্ব্বকালে মুক্ত পুরুষ আছেন বলিয়া অনাদিমুক্ত ঈশ্বর স্বীকার করা হয়, তাদৃশ মুক্ত পুরুষ বহু হইলেও যেমন তাঁহাদের পৃথক্ত্বাব-ধারণের উপায় নাই বলিয়া এক অনাদিমুক্ত পুরুষ বলা হয়, সেইরূপ সর্ব্বকালেই এরূপ কোনও ঐশ নিয়মন থাকিতে পারে যদ্দ্বারা পুরুষান্তর হইতে বিবেকলাভেচ্ছু সাধকের হৃদয়ে বিবেক-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে। (৬) অবশ্য সাধকের উহাতে উপযোগিতা চাই নচেৎ সকলের পক্ষেই উহা প্রাপ্য হইবে ও সকলেরই সংসৃতির উচ্ছেদ হইবে, তাহা যখন হয় নাই তখন কেবল উপযোগী সাধকেরই উহা হইবে। সেই উপযোগিতা ঈশ্বর-সমাপন্নতা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। অবশ্য তাহার জন্য যমাদি আবশ্যক এবং সমাধিও আবশ্যক, কেবল অপেক্ষিত বিবেকই ঐরূপ ঐশ নিয়মনে লাভ হইবে যদি সাধক তাবন্মাত্রেই পর্য্যবসিতবুদ্ধি থাকেন।

৪৭ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি—'কল্পনা মাত্র হইবে'-র পরে—

উন্নতি অনন্ত হইলে অর্থাৎ সম্মুখে যদি অনন্ত গন্তব্য পথ থাকে তাহা হইলে যে সেই পথে যাইবে তাহাকে চিরকালই হতাশ হইতে হইবে, সে কখনই পথের শেষে যাইতে পারিবে না।

৪৯ পৃঃ ২৯(২) টীকার শেষে যোগ হবে—

নির্গুণ মুক্ত ঈশ্বরের প্রণিধানের দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয় তাহা সূত্রকার দেখাইয়া-

ছেন কারণ উহাই কর্ম্মযোগের প্রধান সাধন এবং উহাতে সগুণ ঈশ্বরের প্রণিধানও অন্তর্গত আছে। সগুণ ঈশ্বরের বা হিরণ্যগর্ভের প্রণিধানও সাংখ্যযোগ সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। সগুণ ঈশ্বরের মধ্য দিয়া নির্গুণে যাওয়া এবং একবারে নির্গুণ আদর্শ ধরা কার্য্যত ও ফলত একই কথা কারণ সাংখ্যযোগীদের সগুণ ঈশ্বর সমাহিত, শান্ত, সাস্মিতধ্যানস্থ মহাপুরুষ। সুতরাং তাঁহার প্রণিধানেও সমাধিসিদ্ধি ও বিবেকলাভ অবশ্যম্ভাবী এবং কোন কোন অধিকারীর ইহাই অনুকূল। ফলে দুই প্রথাই প্রায় এক এবং জ্ঞানযোগেরও ঐ উভয় প্রথা বস্তুত তুল্য। উহা লইয়া প্রাচীন কালে সাধক সম্প্রদায়ের ভেদ হইয়াছিল কিন্তু মতভেদ ছিল না (গীতা দ্রষ্টব্য)। হৃদয়ের মধ্যে শান্ত, জ্ঞানময়, সমাহিত পুরুষ চিন্তা করিতে করিতে কি ফল হইবে? সাধকও আত্মাতে তাদৃশ ভাব অনুভব করিবেন। জ্ঞানময় আত্মস্মৃতির প্রবাহ চলিলে সাধক শব্দরূপাদি গ্রাহ্য আলম্বন অতিক্রম করিয়া গ্রহণ-তত্ত্বে উপনীত হইবেন। কিরূপে তাহা হয় ও তৎপথে কিরূপে বিবেকজ্ঞান হয় তাহা মহাভারত এইরূপে দেখাইয়াছেন।

সগুণব্রহ্মের প্রণিধানপর কর্ম্মযোগীরা এবং সগুণালম্বনধ্যায়ী জ্ঞানযোগীরা সাধনবিশেষের দ্বারা রূপ, রস, স্পর্শ আদি বিষয় অতিক্রম করিয়া আকাশের পরমরূপ বা ভূতাদির তামস অভিমানে উপনীত হইতেন, যথা "স তান্ বহতি কৌন্তেয় নভসঃ পরমাং গতিম্" অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, সেই বায়ু আকাশের পরমা গতিতে বা শব্দতন্মাত্রে অর্থাৎ ভূতাদিরূপ তামস অভিমানের শ্রেষ্ঠ অবস্থায় বাহিত করিয়া লইয়া যায়। এই তম পুনশ্চ রজোগুণের শ্রেষ্ঠা গতি অহঙ্কার তত্ত্বে লইয়া যায়, যথা "নভো বহতি লোকেশ রজসঃ পরমাং গতিম্" অর্থাৎ হে লোকেশ, নভ বা উক্ত তম যোগীকে রজোগুণের পরম গতি অহঙ্কার তত্ত্বে লইয়া যায়, কারণ তন্মাত্রতত্ত্ব হইতেই অহংকার তত্ত্বে উপনীত হওয়া যোগশাস্ত্রের অন্যতর প্রণালী। তৎপরে "রজো বহতি রাজেন্দ্র সত্ত্বস্য পরমাং গতিম্" অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র রজোপরিণাম যে অহঙ্কারতত্ত্ব তাহা সত্ত্বের পরমা গতি যে অস্মীতিমাত্র বুদ্ধিসত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব তাহাতে বাহিত করিয়া লইয়া যায় অর্থাৎ যোগীর অস্মীতিমাত্রের উপলব্ধি হয়। পুরাণও বলেন ঈশ্বরধ্যানে নিজেকে ঈশ্বরস্থ চিন্তা করিয়া "চরাচরবিভাগঞ্চ ত্যজেদহমিতি স্মরন্"।

সেই অস্মীতিমাত্রের উপলব্ধি হইলে যোগীর 'সর্ব্ব ভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি' এই সগুণ ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হয়। তাহা সগুণ ব্রহ্ম নারায়ণেরই স্বরূপ। তাই পরে বলিয়াছেন "সত্ত্বং বহতি শুদ্ধাত্মন্ পরং নারায়ণং প্রভুং" অর্থাৎ হে শুদ্ধাত্মন্ (অথবা শুদ্ধাত্মস্বরূপ) সত্ত্বগুণের যে শ্রেষ্ঠ পরিণাম মহত্তত্ত্ব (অস্মীতিমাত্ররূপ) তাহা নারায়ণে বাহিত করিয়া লইয়া যায় বা সগুণ ব্রহ্ম নারায়ণের সহিত যোগীর তাদাত্ম্য হয়।

তৎপরে "প্রভুর্বহতি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মানমাত্মনা" অর্থাৎ শুদ্ধাত্মা প্রভু নারায়ণ আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে বাহিত করেন অর্থাৎ তিনি বিবেকজ্ঞানযুক্তরূপে অবস্থিত থাকেন। এইরূপে যোগীও নারায়ণসদৃশ হইয়া তাঁহার বিকেজ্ঞান লাভ করেন। যোগভাষ্যকারও বলিয়াছেন "যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি।"

বিবেকের পর "পরমাত্মানমাসাদ্য তদ্ভূতায়তনামলাঃ। অমৃতত্বায় কল্পন্তে ন নিবর্ত্তন্তি বা বিভো॥ পরমা সা গতিঃ পার্থ নির্দ্বন্দ্বানাং মহাত্মনাম্। সত্যার্জবরতানাং বৈ সর্ব্বভূত-দয়াবতাম্॥" এই নারায়ণের সহিত তাদাত্ম্যসাধন যে প্রাচীন সাংখ্যদের অন্যতর সাধন ছিল তাহা আদি-সাংখ্যসূত্ররচয়িতা মহর্ষি পঞ্চশিখের 'পঞ্চরাত্রবিশারদঃ'

এই মহাভারতোক্ত বিশেষণ হইতেও জানা যায়। পঞ্চরাত্র অর্থে বিষ্ণুত্ব-প্রাপক ক্রতু বা যজ্ঞ। "পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত অত্যতিষ্ঠেয়ং সর্ব্বাণি ভূতানি অহমেবেদং সর্ব্বং স্যাম্ ইতি। স এতৎ পঞ্চরাত্রং পুরুষমেধং যজ্ঞক্রতুম্ অপশ্যৎ"—শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত এই সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ-প্রাপক অর্থাৎ সগুণ-ব্রহ্মপ্রাপক যজ্ঞে তিনি বিশারদ ছিলেন। কিন্তু সাংখ্যদের লক্ষণ "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাণমভিবর্ত্ততে" অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মার বা সগুণ ব্রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অভিমুখে স্থিত। অর্থাৎ পরমপুরুষের বিবেকযুক্ত নারায়ণই সাংখ্যদের আদর্শ। এই জন্য সাংখ্যদের অন্য নাম হৈরণ্যগর্ভ।

সাংখ্যযোগীদের মধ্যে যাঁহারা বিবেককে আদর্শ করিয়া কেবল জ্ঞানযোগের সাধন করিতেন তাঁহাদের সেই সাধন সম্বন্ধে মোক্ষধর্ম্মে এইরূপ আছে যথা, ক্রোধ, ভয়, কাম আদি দমন করার পর "যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী বুদ্ধ্যা তাং যচ্ছেদ্ জ্ঞানচক্ষুষা। জ্ঞানমাত্মাববোধেন যচ্ছেদাত্মনমাত্মনা॥" উপনিষদুক্ত জ্ঞানযোগের ইহা ঠিক অনুরূপ। "যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেদ্ জ্ঞানআত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেদ্ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি"—এই প্রসিদ্ধ শ্রুতির অর্থ ৩২৩ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

আর যোগসম্প্রদায়ের বা কর্ম্মযোগীদের এরূপ লক্ষণ আছে, যথা—"তে চৈনং নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমপ্যুত। ষড়বিংশমনুপশ্যন্তঃ শুচয় স্তৎপরায়ণাঃ॥" (মোক্ষধর্ম্মে) অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগীরা নির্গুণ পুরুষরূপ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বের অভিনন্দন করেন না অর্থাৎ স্বপ্রকৃতি-বশে তাঁহার নিদিধ্যাসন পরায়ণ হন না (যাহা জ্ঞানযোগী সাংখ্যেরা অনুকূল মনে করেন), কিন্তু (মোক্ষতত্ত্বরূপ) ষড়বিংশ ঈশ্বরেরই সেই শুচিচিত্ত ঈশ্বরপরায়ণ যোগীরা প্রণিধান করেন। অতএব ইহা তাত্ত্বিক মতভেদ নহে সাধনের প্রাথমিক ভেদ মাত্র।

কাহারও কাহারও সংশয় হয় যে ব্রহ্মাণ্ডাধীশ হিরণ্যগর্ভদেব যদি সৃষ্টি না করেন তবে জীবের শরীরধারণ ও দুঃখ হয় না। ইহাও অলীক শঙ্কা। মুক্ত পুরুষেরাই উপাধিকে সম্যক্ বিলাপিত করিতে পারেন সগুণ ঈশ্বর তাহা পারেন না সুতরাং তাঁহার ব্যক্ত উপাধি থাকিবেই ও তাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য প্রাণী ব্যক্ত শরীর ধারণ করিবেই (অবশ্য যাহার যাদৃশ সংস্কার আছে তদ্রূপ)। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের আয়ুষ্কাল মনুষ্যের এক মহাকল্প বলিয়া কথিত হয় তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহার মহামনের এক ক্ষণ যে আমাদের বহু কোটি বৎসর এরূপ কল্পনা সম্যক্ ন্যায্য।

৫০ পৃঃ ৩২ পংক্তি "মহাত্মনঃ"। ইহার পর—

ভ্রান্তিদর্শন অনেক রকম আছে। কিছু ধ্যানাদি করিলে একশ্রেণীর লোকের এক রকম আনন্দ হয় এবং তাহাকেই উহারা সাধনের চরম মনে করে। অন্য শ্রেণীর লোকের দূর-দর্শন ও দূর-শ্রবণ, ভবিষ্যৎ কথন ইত্যাদি কিছু সিদ্ধি আসিলে তাহাকেই প্রকৃত যোগ মনে করে। আর এক শ্রেণীর বায়ু প্রকৃতির লোক আছে তাহারা hysteric বা hypnotic প্রকৃতির, তাহারা কিছু সাধন করিয়া (কেহবা প্রথম হইতেই এবং অর্থোপার্জ্জন ও গৃহস্থালীতে লিপ্ত থাকিয়াও) কিছু কালের জন্য স্তম্ভিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় (এক প্রকার "স্তম্ভ বায়ু")। এই প্রকৃতির লোকের Supraliminal Consciousness বা পরিদৃষ্ট চিত্তক্রিয়া এবং Subliminal Consciousness বা অপরিদৃষ্ট চিত্তক্রিয়া সহজে পৃথক্ হইয়া যায়। ইহাতে প্রথমোক্ত চিত্তক্রিয়া জড় হইয়া কোনও-বিষয়ক স্ফুট জ্ঞান থাকে না কিন্তু শেষোক্ত চিত্তক্রিয়া যথাবৎ

চলিতে থাকে ও শরীরের কার্য্যও চলিতে থাকে। বন্দুকের শব্দেও তাহাদের ঐ স্তব্ধ অবস্থা ভাঙ্গে না এরূপও দেখা গিয়াছে।

এই প্রকৃতির ভ্রান্ত সাধকেরা মনে করে যে তাহাদের 'নির্বিকল্প' বা নিরোধ সমাধি আদি হইয়া থাকে এবং 'দেশকালাতীত' প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কথায় উহা ব্যক্ত করিলে অন্য লোকেও ভ্রান্ত হয়। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত থাকিয়াও অনেক ক্ষেত্রে ইহারা নিজেদেরকে জীবন্মুক্ত মনে করে। যদি ইহাদের জিজ্ঞাসা করা যায় শাস্ত্রে ঐরূপ সমাধির যেসব সিদ্ধি ও নিবৃত্তি আদি ফলের ও লক্ষণের কথা আছে তাহা কোথায়? তাহাতে উহারা সাধারণত দুই প্রকার উত্তর দিয়া থাকে—কেহ বলে সিদ্ধি আদি তুচ্ছ কথা উহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না, নিবৃত্তিও আমাদের আয়ত্ত উহা আর বেশী কথা কি?

অন্যেরা বলে শাস্ত্রে যে সব অলৌকিক সিদ্ধির কথা আছে তাহা সব ভুল বা প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু ইহারা ভাবেনা যে ইহাতে অপরে তখনই বলিবে যে শাস্ত্রের অত বড় অংশই যদি মিথ্যা তাহা হইলে 'নির্বিকল্প' সমাধি, মোক্ষ ইত্যাদিও মিথ্যা। বস্তুত বৃহৎ হীরক খণ্ডের অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে হীরক-চূর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যেমন অযুক্ত তেমনি শাশ্বত কালের জন্য সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষসিদ্ধি যদি সম্ভব হয় তবে তন্নিম্নস্থ অন্যান্য সিদ্ধিকে অসম্ভব বলা মোক্ষশাস্ত্রে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কারণ পঞ্চভূতকে বশীভূত করার ক্ষমতা হইবে না অথচ অনন্তকালের জন্য পঞ্চভূতের অতীত অবস্থা লাভ হইবে ইহা নিতান্ত অযুক্ত কথা। তবে যোগজ সিদ্ধিলাভ করা এবং মুখ্য উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া তাহার ব্যবহারে নিরত থাকা—এক কথা নহে। (৩।৩৭ সূঃ দ্রষ্টব্য)।

Hysteric ও hypnotic প্রকৃতির লোকের বাহ্যজ্ঞান সহজে উঠিয়া যায়, কিন্তু তখন উহাদের মন যে স্থির হয় তাহা নহে। তাদৃশ লোকের অনেক অসাধারণ ক্ষমতা ও ভাব আসিতে পারে (আমাদের নিকট এইরূপ অনেক সাধকের অনুভূতির লিপিবদ্ধ বিবরণ আছে), কিন্তু উহা প্রকৃত চিত্তস্থৈর্য্যও নহে বা তত্ত্বদৃষ্টিও নহে। তবে যাহারা প্রকৃত তত্ত্ব-দর্শনের পথে চালিত হয় তাহারা ঐ বাহ্যরোধরূপ স্বভাবের দ্বারা কিছু স্ফুটভাবে ধারণা করিতে পারে দেখা যায়। কিন্তু ইহারা কিছু মানসিক উদ্যম করিলে প্রতিক্রিয়া (reaction) বশে ইহাদের স্তব্ধভাব বা 'স্তব্ধ বায়ু' আসে ও ভ্রান্তিবশত তাহাকেই 'নির্বিকল্প' 'নিরোধ' আদি মনে করে। যাহারা প্রকৃত সাধনেচ্ছু তাহাদের এই রোগ কষ্টে অপনোদন করিতে হয়।

অনেকে যোগের নিম্নাঙ্গের কিছু হয়ত সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে এবং যাহা বলে তাহা হয়ত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা নহে, কিন্তু যোগের সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে একক অন্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়, সুতরাং ইহারা জানিয়া মিথ্যা না বলিলেও 'ভ্রান্ত সত্য কথা' বলে।

৫৭ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তি 'মনে না আনা' র পরে—

এই চারি সাধনকে বৌদ্ধেরা ব্রহ্মবিহার বলেন এবং আরও বলেন যে ইহার দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন হয় ও বুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই ইহারা ছিল।

৫৮ পৃষ্ঠা ২ পংক্তি 'কথিত হয় নাই' র পরে—

শরীর হইতে আত্মবোধ উঠিয়া গিয়া হৃদয়স্থ আত্মানুভব সেই নিঃসঙ্কল্প বাক্যহীন বা একতান প্রণবাগ্র অবস্থায় যাইয়া স্থিত হইতেছে—এরূপ ভাবনা রেচন কালেই হয়, পূরণে হয় না, তাই পূরণের কথা বলা হয় নাই। প্রচ্ছর্দ্দনে ও বিধারণে শরীরের মর্ম্ম শিথিল হইয়া নিঃসঙ্কল্প ও নিষ্ক্রিয় মনে স্থিতি করার ভাব সাধিত হয়, পূরণে তাহা হয় না।

৫৯ পৃষ্ঠা ৩৫ (১) টীকার শেষে—

এবিষয়ে শ্রুতিতে আছে "পৃথ্বপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে, পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে"। উহার ভাষ্যে আছে "জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পুরা। গন্ধবত্য পরা প্রোক্তা চতস্রস্তু প্রবৃত্তয়ঃ॥ আসাং যোগপ্রবৃত্তীনাং যদ্যেকাপি প্রবর্ত্ততে। প্রবৃত্তযোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগচিন্তকাঃ॥"

৬১ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি "সিদ্ধ হয়"। ইহার পর নূতন প্যারায়—

পূর্ব্বে ১।১৭ সূত্রে 'অস্মি'-রূপ তত্ত্বের ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। এখানে জ্যোতি বা অনন্ত আকাশ স্বরূপ অস্মিতার বৈকল্পিক রূপ গ্রহণ করিয়া স্থিতি-সাধনের কথা বলা হইয়াছে।

৬২ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি—"হইতে পারে।" ইহার পর—

স্বচিত্তকে রাগহীন সুতরাং সঙ্কল্পহীন করিতে পারিলে সেইরূপ চিত্তভাবকে অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিলেও বীতরাগ-বিষয় চিত্ত হয়। ইহা বস্তুত বৈরাগ্যাভ্যাস।

৬৩ পৃষ্ঠা ৩১ পংক্তি "অবশিষ্ট থাকে।" ইহার পর—কিরূপে বশীকার ক। হবে তাহা বক্ষ্যমাণ সমাপত্তির দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যের মহানুভাব ও অণুভাব উপলব্ধিপূর্ব্বক সমাপন্ন হইয়া বশীকার করিতে হইবে। সেই জন্য সমাপত্তি বলিতেছেন।

৬৬ পৃষ্ঠা ৩০ পংক্তি—"একত্বজ্ঞান" ইহার পর—

(অর্থাৎ গো-শব্দ, গো-অর্থ ও গো-জ্ঞান একই—এইরূপ গো-শব্দের বাক্যবৃত্তির যে জ্ঞান, যাহা অলীক হইলেও ব্যবহার্য্য)।

৭২ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি "তদ্রূপ" ইহার পর—

সর্ব্বধর্ম্মানুপাতী = সূক্ষ্মবিষয়ের যতপ্রকার পরিণাম হইতে পারে তত্তৎ সমস্ত ধর্ম্মে অবাধে উৎপন্ন হইবার সামর্থ্যযুক্তা প্রজ্ঞা।

৭৩ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি—"সঙ্কীর্ণ।" ইহার পর—ইহা দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া হয়। অর্থাৎ সূর্য্যের স্থিতির দেশে (সর্ব্বত্র নহে), সূর্য্যের বর্ত্তমান বা ব্যক্তরূপের দ্বারা (অতীতানাগত রূপের দ্বারা নহে) এবং সূর্য্যের চক্ষুর্গ্রাহ্য জ্যোতির্ধর্ম্মরূপ নিমিত্তের দ্বারাই ঐ প্রজ্ঞা হয়।

৭৩ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি "বলা যায়"। ইহার পর—

নির্বিচারা দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ তাহা সর্ব্বদেশস্থ বিষয়ের, সর্ব্বকালব্যাপি বিষয়ের এবং যুগপৎ সর্ব্বধর্ম্মের নির্ভাসক। সবিচারায় ধর্ম্মবিশেষকে নিমিত্ত করিয়া তাহার নৈমিত্তিক স্বরূপ একবিষয়ের প্রজ্ঞা হয়। নির্বিচারায় সর্ব্বধর্ম্মের যুগপৎ জ্ঞান হওয়াতে পূর্ব্বাপর বা নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাব থাকে না। ইহাই নিমিত্তের দ্বারা অনবিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ।

৭৯ পৃষ্ঠা ৯ পংক্তির পর নূতন প্যারা—

নিরোধ প্রত্যয়স্বরূপ নহে অতএব তাহার সংস্কার হয় কিরূপে ?—এরূপ শঙ্কা হইতে পারে। উত্তর যথা—নিরোধ বস্তুত ভগ্ন-ব্যুত্থান, তাহারই সংস্কার হয়। যেমন এক ভগ্ন ভগ্ন রেখার ছাপ, তাহাকে এক রেখার ভগ্ন অবস্থা বলা যাইতে পারে অথবা অরেখার ভগ্নতাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু পরবৈরাগ্যের সংস্কার হইতে পারে। তাহার কার্য্য কেবল নিরোধ আনয়ন করা। তাহা চিত্তকে উত্থিত হইতে দেয় না। বৃত্তির লয়ের ও উদয়ের মধ্যস্থ যে ক্ষণিক নিরোধ সর্ব্বদাই হইতেছে নিরোধ সমাধিতে তাহাই বর্দ্ধিত হয়। তখন প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিধর্ম্মের নাশ হয় না কিন্তু পুরুষোপদর্শনরূপ হেতুতে তাহাদের যে বিষম ক্রিয়া হইতেছিল তাহা (ঐ হেতুর অর্থাৎ সংযোগের অভাবে) আর থাকে না।

৮০ পৃষ্ঠা ২৭ পংক্তি—"প্রযত্ন স্বরূপ।" ইহার পর—

তপ=শারীর ক্রিয়াযোগ ; স্বাধ্যায়=বাচিক ও ঈশ্বর-প্রণিধান=মানস ক্রিয়াযোগ। অহিংসাদি ঠিক ক্রিয়া নহে কিন্তু ক্রিয়া না-করা, তাহাতে যে কষ্টসহন হয় তাহা তপস্যার অন্তর্গত।

৮৩ পৃষ্ঠা ২৮ পংক্তি "পৃথক্ অবস্থা।" ইহার পর—

এবিষয়ে শাস্ত্র যথা—"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈ স্তথাক্লেশৈ র্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥" অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ বীজ যেমন পুনঃ অঙ্কুরিত হয় না সেইরূপ ক্লেশসকল জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে আত্মা তাহাদের দ্বারা পুনঃ ক্লিষ্ট হন না।

৮৫ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তি—"প্রবাহ অনাদি।" ইহার পর—

যেমন আলোক ও অন্ধকার আপেক্ষিক—আলোকে অন্ধকারের ভাগ কম ও অন্ধকারে আলোকের ভাগ কম এরূপ বক্তব্য হয়, সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বৃত্তিই বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি। তন্মধ্যে বিদ্যায় অবিদ্যার ভাগ অতি অল্প আর অবিদ্যায় বিদ্যার ভাগ অল্প ইহাই দুইয়ের প্রভেদ। বিদ্যার পরাকাষ্ঠা বিবেকখ্যাতি, তাহাতেও সূক্ষ্ম অস্মিতা থাকে আর সাধারণ অবিদ্যায় 'আমি আছি, জান্‌ছি' ইত্যাদি দ্রষ্টৃসম্বন্ধী অনুভবও থাকে। প্রকৃতপক্ষে সব জ্ঞানই কতক যথার্থ কতক অযথার্থ। যাথার্থ্যের আধিক্য দেখিলে বিদ্যা বলা হয়, অযাথার্থ্যের আধিক্যের বিবক্ষায় অবিদ্যা বলা হয়।

৯৩ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি—'করেন নাই' ইহার পরে—(নূতন প্যারা)

মিশ্র অর্থ করেন নারক বা নরক ভোগের উপযুক্ত কর্ম্মাশয় মনুষ্যজীবনে ভোগ হয় না। দৈবও ত সেরূপ হয় না। অতএব ভাষ্যকারের উহা বক্তব্য নহে। ভিক্ষু সমীচীন ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

১০১ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি—'দুঃখের কারণ হয়' ইহার পরে—(নূতন প্যারা)

দ্বেষ অন্যতম অজ্ঞান সেজন্য দ্বেষ হইতে দুঃখ হয়। শঙ্কা হইতে পারে পাপে দ্বেষ করিলে সুখ হয় দুঃখ ত হয় না ? ইহা সত্য। পাপে দ্বেষ অর্থে দুঃখে দ্বেষ। তদ্দ্বারা দুঃখের প্রতীকার করিলে সুখই হইবে। প্রতীকার সাধনের সময় কিন্তু দুঃখ হয়, অতএব উহাতেও দুঃখ হয়, কিন্তু তাহা অত্যল্প পরন্তু পরিণামে সুখই অধিক। দুঃখ বোধ করিয়াই পাপে দ্বেষ হয়, সুতরাং দ্বেষ জনিত দুঃখ এবং দুঃখ জনিত দ্বেষ—দ্বেষের এই লক্ষণ অনবদ্য।

১০১ পৃষ্ঠা ৩৩ পংক্তি—'অসম্ভব' ইহার পরে—

১৫। (১ ক) বাচস্পতি মিশ্র এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"আমরা যে বিষয়সুখকেই সুখ বলি তাহা নহে কিন্তু ভোগে তৃপ্তি বা বৈতৃষ্ণ্য হেতু যে উপশান্তি বা অপ্রবর্ত্তনা তাহাকেও পারমার্থিক সুখ বলি, আর লৌল্য-হেতু অনুপশান্তিকে দুঃখ বলি। তাহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে বৈতৃষ্ণ্য জনিত সুখ ত রাগানুবিদ্ধ নহে অতএব তাহাতে পরিণাম-দুঃখ হইবে কিরূপে? ইহা সত্য বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাস সেই বৈতৃষ্ণ্য-জনিত সুখের হেতু নহে কারণ তাহা যেমন সুখ দেয় তেমনি তৃষ্ণাকেও বাড়ায়।"

বিজ্ঞানভিক্ষু ঠিক এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। ওরূপ জটিল ভাবে না যাইয়া সাধারণ সুখ ও দুঃখরূপে ব্যাখ্যা করিলেও ইহা সঙ্গত ও বিশদ হয়; যথা, ভোগে বা ভোগ করিয়া যে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিহেতু উপশান্তি বা অপ্রবর্ত্তনা তাহাই সুখের লক্ষণ (কারণ সমস্ত সুখেই কতকটা তৃপ্তি ও উপশান্তি থাকে)। আর লৌল্য-হেতু অনুপশান্তিই দুঃখ। কিন্তু ভোগাভ্যাস করিয়া সুখ পাইতে গেলে রাগ ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা বাড়িয়া পরিণামে অধিকতর দুঃখ হয়।

১০২ পৃষ্ঠা ১৫ পংক্তি—'সম্যগ্ দর্শন' ইহার পরে—

বৌদ্ধদের ব্রহ্মজালসূত্রে যে শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের উল্লেখ আছে তাহার সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ নাই।

১০৪ পৃষ্ঠা ২৭ পংক্তি—'জানা মাত্র'র পরে—

দ্রষ্টার দ্বারা আমিত্বই মূলত প্রকাশিত হয়। নীল-জ্ঞান আদিয়া সেই আমিত্বের উপাধি-ভূত। তদ্রূপে তাহারাও দ্রষ্টার স্ববোধের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

১১২ পৃষ্ঠা ৩২ পংক্তি—'ব্যাখ্যাত হইয়াছে'র পরে—

ইহা ভূততত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় উদাহরণ, সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানে বা ঘটপটাদি বিজ্ঞানেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১১২ পৃষ্ঠা ৩৬ পংক্তি—'হইতে পারে'র পরে—

তত্ত্বসাক্ষাৎকারে যেখানে বিচার থাকেনা সেখানে তাহা সদ্ব্যবসায় এবং যেখানে বিচার থাকে সেখানে তত্ত্বসাক্ষাৎকার অনুব্যবসায়, যথা পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব সাক্ষাৎকার।

১১৬ পৃষ্ঠা ৩৭ পংক্তি—"হইতে পারে।" ইহার পর—

গৌড়পাদাচার্য্যও বলেন আনন্দ অর্থে প্রজনন, কারণ পুত্র জন্মিলে আনন্দ হয়।

১১৭ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি—"অস্মিতারূপ।" ইহার পর—

অস্মিতামাত্র সর্ব্বস্থলে মহৎ নহে। এখানে উহা ষড়িন্দ্রিয়ের সাধারণ উপাদানরূপে সাধারণ অস্মিতামাত্র। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সাধারণ উপাদানরূপ অভিমান এবং বুদ্ধি উভয়কেই অস্মিতামাত্র বলা যায়। অস্মীতিমাত্র বলিলে মহৎকেই বুঝায়।

১২২ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি—"তাহা সদাজ্ঞাতৃত্ব।" ইহার পর—

ফলে পুরুষকে বিষয় করিয়া যে পুরুষের মত বুদ্ধিবৃত্তি হয় তাহার লক্ষণ সদাজ্ঞাতৃত্ব। পুরুষবিষয়া = পুরুষ বিষয় যাহার। অথবা 'পুরুষং বিষিত্য উৎপন্না' এরূপ অর্থও হয়। পুরুষ-বিষয়া বুদ্ধি বা গ্রহীতা সদাই 'জ্ঞাতা' বলিয়া বোধ হয় আর শব্দাদিবিষয়া বুদ্ধি তাহা হয় না, কিন্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধিকে পুরুষ বিষয় করিলে বা প্রকাশ করিলে বুদ্ধিও পুরুষকে বিষয় করে অর্থাৎ নিজের প্রকাশের মূলীভূত দ্রষ্টাকে 'দ্রষ্টাহং' বলে। অতএব পুরুষের বিষয় বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিষয় পুরুষ এই দুই কথা প্রায় এক।

১২২ পৃষ্ঠা ৩৪ পংক্তি—"কল্প্য নহে।" ইহার পর—

'আমি জ্ঞাতা' এই ভাবই পুরুষবিষয়া বুদ্ধি। উহাকে যদি অজ্ঞাতা দেখাইতে (এমনকি কল্পনাও করিতে) পারিতে তবে ঐ বুদ্ধির বিষয় যে পুরুষ তাহা জ্ঞাতা ও অজ্ঞাতা বা পরিণামী হইত।

১২৩ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি—"তাহার সত্তা।" ইহার পর—

কিঞ্চ দ্রষ্টার দ্বারা দৃষ্ট না হইলে বুদ্ধি থাকে না; তখন ত্রিগুণ থাকে, সুতরাং গৃহীততাই বুদ্ধির সত্তা।

১২৬ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি—"অনাদি সংযোগ।"—ইহার পর নূতন প্যারা—

পুরুষের বহুত্ব ও প্রধানের একত্ব এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেন—"প্রধানের মত পুরুষ এক নহেন। পুরুষের নানাত্ব, জন্মমরণ, সুখদুঃখোপভোগ, মুক্তি, সংসার এইসব ব্যবস্থা হইতে (অর্থাৎ যুগপৎ ঐ সকল বহুজ্ঞানের জ্ঞাতা বহুজ্ঞাতা হইবে এরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত হওয়াতে)—পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। যে সব একত্বজ্ঞাপক শ্রুতি আছে তাহারা প্রমাণান্তরের বিরুদ্ধ। দ্রষ্টৃগণের দেশকাল-বিভাগের অভাবহেতু অর্থাৎ দ্রষ্টারা দেশকালাতীত বা 'অমুকত্র এই দ্রষ্টা অমুকত্র ঐ দ্রষ্টা আছেন' এরূপ কল্পনা করা বিধেয় নহে বলিয়া তাহাদেরকে এক বলা চলে। এইরূপেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা এই সব শ্রুতির উপপত্তি করেন। (প্রকৃত পক্ষে শ্রুতিতে দ্রষ্টৃমাত্রের একত্ব উক্ত হয় নাই, কিন্তু 'জগদন্তরাত্মা' স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা-রূপ সগুণ ঈশ্বরেরই একত্ব উক্ত হইয়াছে। মহাভারতও বলেন—'স সৃষ্টিকালে প্রকরোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ। সংহৃত্য সর্ব্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাঽপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা'। শ্রুতিও এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকেই এক বলেন। তিনি দ্রষ্টৃরূপ আত্মা নহেন)। প্রকৃতির একত্ব ও পুরুষের নানাত্ব শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে 'এক রজঃসত্ত্বতমোময়ী, অজা, বহুপ্রজা-সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতিকে কোন এক অজ পুরুষ তদ্দ্বারা সেবিত হইয়া অনুশয়ন বা উপদর্শন করেন এবং অন্য এক অজ পুরুষ ভুক্তভোগা (চরিত ভোগাপবর্গা) সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন।' এই শ্রুতির অর্থই এই সূত্রের দ্বারা অনূদিত হইয়াছে।"

১২৮ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি—"ব্যাখ্যাত হইল না।" ইহার পর—

ঘট কি? পরিণামশীল মৃত্তিকার পরিণাম বিশেষই ঘট—মাত্র এরূপ বলিলে যেমন ঘট সম্যক্ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ।

১২৮ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি—"হেতুভূত শক্তি।" ইহার পর—
অদর্শন কার্য্য বা চিত্তধর্ম্ম, তাহার লক্ষণে মূলা শক্তির উল্লেখ করিলে তাহা তত বোধগম্য হয় না। যেমন 'সূর্য্যালোক-জাত শস্য তণ্ডুল' বলিলে তণ্ডুল সম্যক্ লক্ষিত হয় না তদ্রূপ।

১২৮ পৃষ্ঠা ৩০ পংক্তি—"উভয়ের ধর্ম্ম।" ইহার পর—
'সূর্য্যসাপেক্ষ জ্ঞানই দৃষ্টি' ইহা যেমন দৃষ্টির সম্যক্ লক্ষণ নহে সেইরূপ অপেক্ষত্বমাত্র বলিলে দ্রব্য লক্ষিত হয় না।

১৩৩ পৃষ্ঠা ১৫ পংক্তি—"হইবে না।" ইহার পর—
এখানে গুণ অর্থে সুখ-দুঃখ-মোহরূপ বুদ্ধির গুণ, মৌলিক ত্রিগুণ নহে, কারণ তাহারাই ত মূল তাহারা আবার কিসে লীন হইবে।

১৪৮ পৃষ্ঠা ২১ পক্তি—"উল্লেখ করিয়াছেন।" ইহার পর—
যমনিয়মের একটীও নষ্ট হইলে সব ব্রত নষ্ট হয়। শাস্ত্র যথা—"ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ ক্ষমা শৌচং তপোদমঃ। সন্তোষঃ সত্যমাস্তিক্যং ব্রতাঙ্গানি বিশেষতঃ। একেনাপ্যথহীনেন ব্রতমস্য তু লুপ্যতে॥"

১৫১ পৃষ্ঠা ৩০ পংক্তি—"কথিত হয়।" ইহার পর—
পূরণাদি রেচনান্তঃ প্রাণায়ামস্তু বৈদিকঃ। রেচনাদি পূরণান্তঃ প্রাণায়ামস্তু তান্ত্রিকঃ॥

১৭২ পৃষ্ঠা ১ পংক্তি—"তথা বর্ত্তমানো" ইহার পূর্ব্বে—
তথাঽনাগতঃ অনাগতলক্ষণযুক্তো বর্ত্তমানাতীতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ।

১৭৩ পৃষ্ঠা ২৯ পংক্তি—"বর্ত্তমান লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত" ইহার পর—সেইরূপ যাহা বর্ত্তমান তাহা বর্ত্তমান-লক্ষণযুক্ত কিন্তু অতীতানাগত লক্ষণ হইতে অবিযুক্ত।

১৭৮ পৃষ্ঠা ২৯ পংক্তি "গুণপরিণাম থাকে"—ইহার পর নূতন প্যারা—
বৌদ্ধদের ধর্ম্মবাদ-ব্যতীত আর্যদর্শনে কার্য্যকারণভাবের তত্ত্ব বুঝানর জন্য তিনটি প্রধান বাদ আছে, যথা, (১) আরম্ভ বাদ, (২) বিবর্ত্তবাদ ও (৩) সৎকার্য্যবাদ বা পরিণামবাদ। তার্কিকেরা আরম্ভবাদী, মায়াবাদীরা বিবর্ত্তবাদী এবং সাংখ্যাদি অপর সমস্ত দার্শনিকেরা পরিণামবাদী। একতাল মৃত্তিকা হইতে এক ইষ্টক হইল তাহাতে আরম্ভবাদীরা বলিবেন ইষ্টক পূর্ব্বে অসৎ ছিল বর্ত্তমানে সৎ হইল, পরেও (নাশে) অসৎ হইবে। কেবল শব্দময় ফক্কিকার দ্বারা ইঁহারা এই বাদ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। পরিণামবাদীরা বলিবেন—মৃত্তিকাই পরিণত হইয়া বা ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া ইষ্টক হইল, পিণ্ডাকার মৃত্তিকাও সৎ ইটও সৎ। আরম্ভবাদীরা বলিবেন—পূর্ব্বে যখন ইট দেখিতেছিলাম না পরেও দেখিব না তখন ঐ পূর্ব্ব ও পর অবস্থা অসৎ। পরিণামবাদীরা তদুত্তরে বলিবেন—যখন পূর্ব্বেও মাটি দেখিতেছিলাম, এখনও দেখিতেছি, পরেও দেখিব তখন ভেদ কেবল আকারের কিন্তু মাটির

ওজন, আকারধারণযোগ্যতা প্রভৃতি বরাবরই সৎ। এই কথা যে সত্য তদ্বিষয়ে অস্বীকার করার উপায় নাই। আরম্ভবাদীরা বলিতে পারেন আমাদের কথাও সত্য। উভয় কথাই; যদি সত্য হয় তবে ভেদ কোথায়? ভেদ কেবল 'সৎ' শব্দের অর্থের মাত্র।

তার্কিকেরা না-দেখাকেই বা কাল্পনিক গুণাভাবকেই 'অসৎ' বলিতেছেন। কিন্তু তাহা অসৎ শব্দের অর্থ নহে। এক ব্যক্তি একস্থানে দৃশ্য ছিল স্থানান্তরে যাওয়াতে কি তাহাকে অসৎ বা নাই বলিবে? কখনই না। তেমনি মাটির অবয়বের স্থানান্তরতাই ইট, কিছুর অভাব ইট নহে। এবিষয়ে সম্যক্ সত্য বলিলে বলিতে হইবে মাটির পুর্ব্বরূপ সূক্ষ্মতাহেতু অগোচর হইয়াছে অসৎ হয় নাই। পরিণামবাদীরা তাহাই বলেন।

বিবর্ত্তবাদীরা (এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা) অনির্বাচ্যবাদী। তাঁহারা বলেন মাটিটাই সত্য আর ইট-ঘটাদি মৃদ্বিকার অসত্য। এস্থলে অসত্য শব্দের অর্থের উপর এইবাদ নির্ভর করিতেছে। ইঁহারা অসত্য বা মিথ্যার এইরূপ নির্ব্বচন করেন—যাহাকে আছেও বলিতে পারি না এবং নাইও বলিতে পারি না তাহাই মিথ্যা (ভামতী)। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে তখন সর্পজ্ঞান হইতেছে বলিয়া তাহাকে একেবারে অসৎ বলিতে পারি না আবার সৎও বলিতে পারি না। এইরূপে 'সদসত্ত্বামনির্ব্বাচ্যং' পদার্থকেই মিথ্যা বলি (কেহ কেহ যেমন প্রকাশানন্দ—মিথ্যা অর্থে 'নাই' বলেন)। এইরূপ মিথ্যার লক্ষণে তাঁহারা বলেন যাহা বিকার তাহা মিথ্যা আর যাহার বিকার তাহা সত্য। সত্য অর্থে অগত্যা মিথ্যার বিপরীত বা যাহাকে একান্তপক্ষে 'আছে' বলিতে পারি তাহাই হইবে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—'বিকার যে হয়—তাহা সত্য কি মিথ্যা। অবশ্য বলিতে হইবে উহা সত্য, নচেৎ মিথ্যার লক্ষণই মিথ্যা হইবে। অতএব বলিতে হইবে মাটি ইট হইলে বিকার নামক এক সত্য ঘটনা ঘটে।

এক্ষণে এই বাদীরা বলিতে পারেন 'মাটিই সত্য ইট মিথ্যা' এই কথা ত কতক সত্য। অন্তবাদীরা বলিবেন যে মাটির তালের বিকার ঘটিয়া যে ইটত্ব পরিণাম হইয়াছে তাহাও সমান সত্য। অতএব সম্যক্ সত্য বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে ইট=বিকৃত মাটি। বিকার অর্থে বিকৃত দ্রব্যও হয় এবং বিকাররূপ ঘটনাও হয়। বিকৃত দ্রব্যকে মাটি বলিতে পার কিন্তু বিকাররূপ ঘটনা যে হয় না তাহা বলিতে পার না এবং তাদৃশ যথার্থ ঘটনার ফল যে যথার্থ নহে তাহাও বলিতে পার না। পরিণামবাদীরা তাহাই বলেন। সৎ অর্থে 'আছে' অসৎ অর্থে 'নাই', 'ইহা আছে কি নাই' এরূপ প্রশ্ন হইলে যদি তাহা অনির্বাচ্য বলা যায় তবে তাহার অর্থ হইবে যে 'আছে কিনা তাহা জানি না'। এইজন্য বিবর্ত্ত-বাদীদের অজ্ঞেয়-বাদী বলা হয়। উহার দ্বারা সিদ্ধান্তও সেইজন্য দর্শন নহে কিন্তু অদর্শন। ইঁহারা সৎ শব্দের অর্থ সত্য, বর্ত্তমান ও নির্ব্বিকার এই তিন প্রকার করেন এবং নির্ব্বিশেষ উহা ব্যবহার করাতে ন্যায়দোষে পতিত হন।

আরম্ভবাদী ও বিবর্ত্তবাদীদের দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার, বৈকল্পিক শব্দকে বাস্তববৎ ব্যবহার, সংকীর্ণ লক্ষণা প্রভৃতি ন্যায়দোষ করিতে হয় তাই উহা অধিকাংশ দার্শনিকদের দ্বারা গৃহীত হয় না কিন্তু পরিণামবাদই গৃহীত হয়। কিঞ্চ আধুনিক বিজ্ঞানজগতেও পরিণামবাদই সম্যক্ গৃহীত হয়।

সৎ ও অসৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আছে' ও 'নাই'। সাংখ্য তাহাই গ্রহণ করেন। বৌদ্ধেরা বলেন 'যৎ সৎ তদনিত্যম্ যথা ঘটাদিঃ' (ধর্ম্মকীর্ত্তি)। রত্নকীর্ত্তি বলেন 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্ যথা ঘটাদিঃ'—ইহাতে সতের উহ্য (implied) অর্থ 'অনিত্য' বা বিকারশীল, আর অসতের অর্থ তাহার বিপরীত।

মায়াবাদীরা সতের অর্থ 'নির্ব্বিকার' ও 'সত্য' করেন, অসৎ তাহার বিপরীত। তার্কিকদের সৎ কেবল গোচরমাত্র, অসৎ অর্থে অগোচর। সৎশব্দের এই সমস্ত অর্থভেদ লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন বাদ সৃষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যমতে 'নাঽসতো বিদ্যতে ভাবো নাঽভাবো বিদ্যতে সতঃ'।

বৌদ্ধেরা সৎ শব্দের অর্থ অনিত্য, বিকারী বা ক্ষণিক করেন এবং তাহাতে নিত্য নির্ব্বিকার নির্ব্বাণকে তাঁহারা অসৎ, অভাব ও শূন্য বলেন। এরূপ, অর্থাৎ সৎ যদি অনিত্য হয় তবে অসৎ নিত্য হইবে ইত্যাকার বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাকে সত্য মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে (কারণ the converse is not always true)। সাংখ্যেরা বলেন সৎ পদার্থ দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। কারণ সৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আছে'। নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ পদার্থই 'আছে' সেইজন্য তাহারা সৎ। মায়াবাদীরা নির্ব্বিকার সত্তাকেই সৎ বলেন বিকারীকে "সৎ কি অসৎ তাহা জানি না" বা অনির্বাচ্য বলেন। এইরূপ বাক্যার্থভেদই ঐসব দৃষ্টিভেদের মূল এবং উহারই দ্বারা সাংখ্যীয় সহজপ্রজ্ঞামূলক ন্যায্য দৃষ্টি হইতে বৌদ্ধাদিরা আপনাদেরকে পৃথক্ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সব শব্দময় ফক্কিকা-মাত্র। উদাহরণ যথা—পরিণামবাদীরা বলেন "হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা" অর্থাৎ কুণ্ডলবলয়াদি দ্রব্য স্বর্ণরূপ কারণে অভিন্ন আর কার্য্যরূপে ভিন্ন। ইহাতে (মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও) বিবর্ত্তবাদী আপত্তি করেন যে ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ পদার্থ, উহারা একই কুণ্ডল আদিতে কিরূপে সহাবস্থান করিবে ইত্যাদি। ভেদ ও অভেদ 'পদার্থ' হইতে পারে কিন্তু "দ্রব্য" নহে। বিরোধী দ্রব্যও সহাবস্থান করিতে পারেনা কি ? বস্তুত কুণ্ডলাদির সুবর্ণে একত্ব কিন্তু আকারে ভিন্নত্ব। গোল ও চতুষ্কোণ দুই আকার যে একই ভাবে এককালে ব্যক্ত থাকে তাহা পরিণামবাদীরা বলেন না। আকার কেবল অবয়বের অবস্থানভেদমাত্র উহা কিছু নূতন দ্রব্যের উৎপত্তি নহে। ফলত এস্থলে পরিণামবাদীদের 'আকারভেদ' শব্দকে ভাঙ্গিয়া শুদ্ধ ভেদ ও অভেদ শব্দ স্থাপনপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদের সহাবস্থান নাই এইরূপ ন্যায়াভাস সৃষ্টি করা হয় মাত্র।

১৭৯ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি—"হইয়াছে।" ইহার পর নূতন প্যারা—

১৩। (৭ক) বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যেমন এক রেখা বা অঙ্ক দুই বিন্দুর পূর্ব্বে বসিলে শত বুঝায়, এক বিন্দুর পূর্ব্বে বসিলে দশ বুঝায় একক বসিলে এক বুঝায়, তদ্রূপ।

১৮২ পৃষ্ঠা ২৭ পংক্তি—"অসৎকার্য্যবাদী।" ইহার পর—আরম্ভবাদী তার্কিকদেরকেও অসৎকার্য্যবাদী বলা হয়। তাঁহাদের মতে কার্য্য পূর্ব্বে অসৎ, মধ্যে সৎ, পরে অসৎ। মায়াবাদীদের অনেকে নিজেদের অনির্ব্বাচ্য অসত্ত্ববাদী বা বিবর্ত্তবাদী বলেন। কিন্তু কেহ কেহ (যেমন প্রকাশানন্দ) একবারেই বিকারের অসত্তাবাদ গ্রহণ করাতে তাঁহারা প্রকৃত অসৎকার্য্যবাদী। অনির্ব্বাচ্যবাদীরা বলেন বিকারসমূহ সৎ কি অসৎ অর্থাৎ "আছে কি না—তাহা ঠিক বলিতে পারি না" অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য বলেন।

২০১ পৃষ্ঠা ২৫ পংক্তি—"জম্বু দ্বীপ নাম।" ইহার পর—

সুমেরুর চতুর্দ্দিকে নিরন্তর সূর্য্যপ্রচার-(ভ্রমণ) হেতু তথাকার দিন ও রাত্রি সংলগ্নের মত বোধ হয় অর্থাৎ সূর্য্যের দিকে দিন ও অন্যদিকে রাত্রি ইহারা লগ্নভাবে ঘুরিতেছে।

২০৩ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তি—"ভুবনজ্ঞান হয়" ইহার পর—এ বিষয়ে Night side of Nature গ্রন্থে উল্লেখ যথা—"The seeing of a clear seer", Says Dr. Passavant, "may be called a Solar seeing, for he lights and interpenetrates his object with his own organic light." Chapter XIV.

২১৫ পৃষ্ঠা ৩।৪২ (১) টীকায় শেষে যোগ হবে—

ভাবনার দ্বারা শরীর লঘু হয়—ইহার মূলে এক গভীর সত্য নিহিত আছে। ভার অর্থে পৃথিবীর দিকে গতি। জড় দ্রব্যের প্রকৃতি-অনুসারে সেই গতি বা গতির শক্তি কোন দ্রব্যে বেশী কোন দ্রব্যে কম। শরীর বা জড় দ্রব্য কি? প্রাচীনেরা বলেন শরীর পরমাণুসমষ্টি; আর বৌদ্ধেরা বলেন পরমাণু নিরংশ, অতএব শরীর শূন্য। এইরূপ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও আসিয়া পড়ে। বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পরমাণু প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনের আবর্ত্ত মাত্র। ঐ সূক্ষ্ম দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে প্রভূত ফাঁক থাকে (সূর্য্য ও গ্রহগণের ন্যায়)। ইলেক্‌ট্রন প্রোটনের চতুর্দ্দিকে এক সেকেণ্ডে বহুলক্ষবার ঘুরিতেছে। অলাত-চক্রের ন্যায় একরূপে প্রতীত সেই সাবকাশ ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন এক একটি অণু। সুতরাং অণুর মধ্যে ফাঁকই প্রায় সমস্ত। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করেন যে শরীরে যত অণু আছে তাহাদের প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন (ইহারাও বিদ্যুৎবিন্দু মাত্র) সকলকে একত্র করিলে (অর্থাৎ মধ্যের ফাঁক বাদ দিলে) শরীরের ঐ উপাদানের পরিমাণ এত ক্ষুদ্র হইবে যে তাহা আণুবীক্ষণিক দ্রব্য হইবে। কিন্তু সেই দ্রব্যও বিদ্যুৎবিন্দু হইবে। আণুবীক্ষণিক বিদ্যুৎবিন্দুর ভার আছে যদি ধরা যায় তবে তাহাই শরীরের প্রকৃত ভার (কিন্তু শরীর মহাভার বলিয়া প্রতীত হয়)। অবশ্য আমাদের অভিমান হইতেই যে শরীরের ভার হইয়াছে তাহা নহে। আমাদের অভিমান শরীরের উপাদানের উপর কার্য্য করিয়া তাহা-দেরকে শরীররূপে পরিণামিত করে। শরীরোপাদানের প্রকৃতরূপ এক বিদ্যুৎবিন্দু বা আকাশবৎ ভাব। প্রকারবিশেষে অভিমানকে সেই দিকে অর্থাৎ কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সমাহিত ভাবে প্রয়োগ করিলে শরীরোপাদানও সেইরূপ হইতে পারিবে। অর্থাৎ শরীরের অণু সকলের যে গতিবিশেষ 'ভার' নামক ধর্ম্ম, তাহার পরিবর্ত্তনই শরীরের লঘুতা ও তাহা ঐরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব শরীর ফাঁক অবকাশকে ব্যাপিয়া নিরেট ভারবতের মত এক অভিমান বিশেষ। মন কোনরূপ উপায়ে এই ফাঁক অণুসমষ্টির সহিত মিলিত হইয়া মনে করে আমি নিরেট ব্যাপি ভারবৎ শরীর। সমাহিত স্থির চিত্তের দ্বারা সেই অভিমান অন্যরূপ করা কিছু অসম্ভব কথা নহে। এইরূপে ইহা বুঝিতে হইবে।

২৩৯ পৃষ্ঠা ২৫ পংক্তি—"পারেন না" ইহার পর যোগ হবে—

Darwin বলেন "I must premise that I have nothing to do with the origin of the primary mental powers, any more than I have with that of life itself. We are concerned only with the diversities of instinct and of the other mental qualities of animals within the same class." The Origin of Species, Chapter VII.

২৫০ পৃষ্ঠা ২৪ পংক্তি—'চিত্তবৃত্তি সদাজ্ঞাত।' ইহার পর—

এবং তদ্দ্রষ্টা সদা দ্রষ্টা। বৃত্তি আছে অথচ তাহা দৃষ্ট বা জ্ঞাতৃপ্রকাশিত নহে এরূপ হইতে পারে না। জ্ঞাতৃপ্রকাশ্য বৃত্তি যদি অজ্ঞাত হইত তবে দ্রষ্টা কখন দ্রষ্টা কখন অদ্রষ্টা বা পরিণামী হইতেন। অর্থাৎ পুরুষের যোগে বৃত্তি জ্ঞাত হয় দেখা যায়; পুরুষের যোগও আছে অথচ বৃত্তি জ্ঞাত হইতেছে না এরূপ যদি দেখা যাইত তবে পুরুষ দ্রষ্টা ও অদ্রষ্টা বা পরিণামী হইতেন।

২৫৩ পৃষ্ঠা ৩০ পংক্তি—'অতিপ্রসঙ্গ হয়।' ইহার পর—

কারণ বর্ত্তমান চিত্ত বর্ত্তমান অন্য চিত্তের দ্বারা দৃষ্ট হইলেই তাহা চিত্ত হইবে। ভবিষ্যৎ চিত্তের দ্বারা তাহা বর্ত্তমানে কিরূপে দৃষ্ট হইবে? অতএব অসংখ্য বর্ত্তমান দ্রষ্টৃচিত্ত কল্পনা করিতে হইবে।

২৫৩ পৃষ্ঠা ৩৭ পংক্তি—'অসম্ভব হইবে।' ইহার পর—

অর্থাৎ তন্মতে পূর্ব্বক্ষণিক প্রত্যয় বা হেতু হইতে পরক্ষণিক প্রতীত্য বা কার্য্য উৎপন্ন হয় সুতরাং প্রত্যেক প্রত্যয়ে অসংখ্য পূর্ব্বস্মৃতি থাকিবে নচেৎ পূর্ব্বের স্মরণরূপ প্রতীত্যচিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক বর্ত্তমান চিত্তে পূর্ব্বের অসংখ্য অনুভূতিরূপ স্মরণজ্ঞান থাকা আবশ্যক হইবে। তাহা হইলে কাযে কাযেই স্মৃতিসঙ্কর হইবে।

২৫৭ পৃষ্ঠা ৩১ পংক্তি—'আমি সুখী হই' ইহার পর—

আমিত্ব দুইভাবের মিলন—এক দ্রষ্টা ও অন্য দৃশ্য। দৃশ্য আমিত্বই চিত্ত এবং চিত্তের অবস্থাবিশেষ সুখাদি। আমিত্বের সেই সুখাদিরূপ অংশ অন্য দ্রষ্টৃরূপ অংশের দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহাতেই "আমি সুখী" এরূপ অবধারণ হয়।

২৮৬ পৃষ্ঠা প্রথম ফুটনোট এইরূপ হইবে—

আলোচন জ্ঞানকে sensation এবং প্রত্যক্ষকে perception এরূপ বলা যাইতে পারে। বস্তুত ইংরাজী প্রতিশব্দের দ্বারা ঠিক আলোচন প্রত্যক্ষ আদি পদার্থ বোধ্য নহে। জ্ঞান সকল এইরূপে হয়—প্রথমে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অল্পে অল্পে বা ক্রমশ আলোচন বা sensation হয় এবং তাহারা একীভূত হইয়া বড় আলোচন বা co-ordinated sensation হয়। যেমন 'রাম' শব্দ শ্রবণ বা বৃক্ষ দর্শন। প্রথমে 'র' শব্দ পরে 'আ' পরে 'ম' এই সকলের শ্রবণরূপ sensation হইতে থাকে। পরে উহারা একীভূত হয়। ইহাকে perception বলা হয় এবং আমাদের আলোচনের লক্ষণে পড়ে। গৃহ্যমাণ আলোচন বা sensationগুলি একীভূত হওয়ার পর পূর্ব্বগৃহীত ও সংস্কাররূপে স্থিত 'রাম' শব্দের অর্থজ্ঞানের সহিত উহা একীভূত হয়। উহা আমাদের প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান এবং এক প্রকার conception। গৃহ্যমাণ ও পূর্ব্বগৃহীত বিষয়ের একীকরণ-পূর্ব্বক জ্ঞানই প্রত্যক্ষবিজ্ঞান।

আবার এক প্রকার বিজ্ঞান আছে যাহার নাম 'তত্ত্বজ্ঞান'—যোগদর্শন ১।৬ (১) ও ২।১৮ (৭) দ্রষ্টব্য। উহা পূর্ব্বগৃহীত বিষয় মাত্র লইয়াই মানসিক বিজ্ঞান। ইহাও conception বিশেষ। বৌদ্ধদের ইহা মনোবিজ্ঞান। গৃহ্যমাণ আলোচন, তাহার একীকরণ, তাহার সহিত পূর্ব্বগৃহীত নাম জাতি আদিরও একীকরণ পূর্ব্বক বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ

বিজ্ঞান। বৃক্ষদর্শনে চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে অত্যল্পমাত্র গ্রহণ করে। পরে চিত্ত উহা সব (ঐ sensation সকল) একীভূত করে, পরে পূর্ব্বজ্ঞাত নাম ও জাতি (conception বিশেষ) আদির সহিত একীভূত করিয়া চিত্ত জানে ইহা 'বটবৃক্ষ'। ইহাই আমাদের প্রত্যক্ষ। ইহাতে sensation, perception ও conception তিনই আছে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ conception—যেমন 'ইহা সত্য' 'ইহা সাধু' ইত্যাদি কেবল পূর্ব্বগৃহীত বিষয় লইয়াই হয়।

৩০৭ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি—সাংসিদ্ধিক। ইহার ফুটনোট—

"As water tends to flow to the lowest level, so in Nature energy of every kind tends to assume the least available form, which is that of heat. This process is called the degradation of energy, and in course of time, if it continues to act, all the energy of the universe will be reduced to the form of heat-vibrations in one uniform mass of matter at one uniform temperature, and although present in full amount quite unavailable for doing work"—H. R. Mill's The Realm of Nature.

এই উক্তি হইতে সৃষ্টি ও লয় যে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্মত তাহা জানা যায়। যদি energy বা শক্তি এরূপ অবস্থায় যায় যাহা অব্যবহার্য্য তবে তখন অলোক-অন্ধকার, ঔষ্ণ্য-শীত, শব্দভেদ, রসভেদ আদি কিছু থাকিতে পারে না এবং জীবশরীরও হইতে পারে না। অতএব বৈদিক ভাষায় "তখন সৎ বা অসৎ, সূর্য্য বা নিশার প্রকেত চন্দ্র ছিল না" ইত্যাদি বিবরণ যুক্তি যুক্ত হয়। সৃষ্টি বা ব্যক্তি এবং প্রলয় যে বিশ্বের স্বভাব তাহা দর্শন-বিজ্ঞানে স্বীকার্য্য।

৩২১ পৃষ্ঠা ৫ প্রকরণের শেষে যোজ্য—

প্রশ্ন হইতে পারে যখন শরীরাদি রহিয়াছে তখন শরীরাদির অভিমানও ব্যক্ত রহিয়াছে, অতএব শরীরাদি সত্ত্বেও মহদাত্মাকে কিরূপে উপলব্ধি করা যায়, আর অভিমান সম্যক্ ত্যাগ হইলে আমিত্বও লীন হইবে, তখনই বা কিরূপে মহদাত্মার উপলব্ধি হইবে? উত্তরে বক্তব্য—শরীরাদির অভিমানসত্ত্বেও যদি সেই অভিমানকে অভিভূত করিয়া অর্থাৎ সেইদিকে অবহিত না হইয়া অস্মিতার দিকে অবহিত হওয়া যায় তাহা হইলেই অস্মিতার উপলব্ধি হয়, যেমন চক্ষুতে সামান্যভাবে অভিমান থাকিলেও যদি কর্ণে অবহিত হওয়া যায়, তাহা হইলে রূপজ্ঞান না হইয়া শব্দজ্ঞান হইতে থাকে, সেইরূপ।

৩২৫ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তি—'আসিয়া গেলে)।' ইহার ফুটনোট বসিবে—

* বুদ্ধিতত্ত্ব ও অহংকারের ভেদ উত্তমরূপে জ্ঞাতব্য। বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহান্ বিশুদ্ধ আমিত্বজ্ঞান বা অস্মীতিপ্রত্যয় আর অহংকার অভিমান। অভিমান অর্থে অহংভাবের নানাভাবে সংক্রান্ত হইয়া অহন্তা ও মমতারূপে পরিণত হওয়া। মমতার দ্বারা 'আমার আমার' জ্ঞান হয়, অহন্তার দ্বারা 'আমি এরূপ ওরূপ' ইত্যাকার প্রত্যয় হয়। অহন্তারূপ অভিমানে 'আমি দেশব্যাপী' (শরীরাভিমান), 'আমি কর্ত্তা (শারীর কর্ম্মের ও মানস কর্ম্মের), 'আমি জ্ঞাতা' (জ্ঞেয়ের), এইরূপ ভাব সকল থাকে।

আমিত্ববোধ দেশব্যাপ্তিহীন, কিন্তু তাহা শরীরাদি ধারণের অভিমান যুক্ত হইয়া দেশ-ব্যাপী বলিয়া বোধ হয়। ইহা এক প্রকার অভিমানের উদাহরণ; সেইরূপ, আমিত্ববোধ শারীরকর্ম্মের ও সঙ্কল্পাদি মানসকর্ম্মের সহিত একীভূত হইয়া তত্তদভিমানী হয়।

সঙ্কল্পরোধ এবং শারীরকর্ম্মরোধ করিয়া জ্ঞানাত্মায় স্থিতি করিলে তখন ইন্দ্রিয়াধীশ জ্ঞাতাহং অভিমান থাকে। এই সব অভিমান না থাকিলে অর্থাৎ এই সব ভাব বিস্মৃত হইলে যে শুদ্ধ আমিত্ববোধ থাকে, যাহা নিজেকেই নিজে জানার মত, তাহাই অস্মিতামাত্র বুদ্ধিতত্ত্ব। সেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহান্ই 'আত্মবুদ্ধি' কারণ তখন অনাত্মবুদ্ধিরূপ অভিমানসকল থাকে না বা অভিভূত হইয়া থাকে, কেবল আত্মবুদ্ধিই প্রখ্যাত থাকে।

যে আত্মা বা দ্রষ্টাকে আশ্রয় করিয়া সেই আত্মবুদ্ধি হয় তাহাই প্রকৃত আত্মা বা পুরুষ।

আরও এক বিষয় দ্রষ্টব্য। অভিমানহীন আত্মবুদ্ধিকে মহান্ আত্মা বলা হইল। কিন্তু সম্যক্ অভিমানহীন হইলে আত্মবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ অব্যক্তে লীন হইবে। বিলোমক্রমে লয়ের সময়ই মন অহংকারে যায়, অহং মহত্তত্ত্বে যায়, ও মহান্ অব্যক্তে যায়। ক্ষণমাত্রেই উহা সাধিত হয়। এরূপে এই তত্ত্বসকলের স্বরূপে যাওয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকার নহে। উহা নিরোধ-কালে ক্ষণমাত্রেই সংঘটিত হয়।

সাক্ষাৎকারের সময় চিত্ত থাকে এবং চিত্তের দ্বারাই সাক্ষাৎকার হয়। অন্য সব অভিমান ছাড়িয়া (অবশ্য মনের দ্বারা) কেবল আমিত্বজ্ঞানরূপ ভাব লক্ষ্য করিতে থাকিলে —অন্য সব ভাব ভুলিয়া গেলে—চিত্তের অন্তঃস্থ ঐ প্রকার অনুভূতিতে স্থিতি করিতে থাকিলে—চিত্তের যে আমিমাত্রজ্ঞান হয় তাহাই মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার। এ সময়ে চিত্ত ও তাহার কার্য্য সূক্ষ্মরূপে ব্যক্ত থাকে কিন্তু কেবলমাত্র স্বমধ্যস্থ মহদাত্মার স্বরূপানুভবের ক্রিয়ামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ চিত্তকার্য্যই মহদাত্মার সাক্ষাৎকার। নিরোধের সময় সমস্ত চিত্তকার্য্য রোধ হয় ও ক্ষণমাত্রেই বিলোমক্রমে মহদাদি সমস্তেরই লয় হয়। অহংতত্ত্ব সাক্ষাৎকারেও এইরূপ চিত্তকার্য্য থাকে। সম্যক্ অহংস্বরূপে গমন অহংকার সাক্ষাৎকার নহে।

৩২৭ পৃষ্ঠা শেষ পংক্তি—'স্থিরীকৃত হয় নাই।' ইহার পর—

উজ্জ্বল আলোক এক সেকেণ্ডের আশীলক্ষভাগের একভাগ কালমাত্র স্থায়ী হইলেও গোচর হয় বলিয়া কথিত হয় তবে চক্ষুর্যন্ত্রে উহা $\frac{1}{8}$ সেকেণ্ড কাল ধরা থাকিয়া পরে লীন হয়।

৩২৮ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি—"উঠিতে হইবে।" ইহার পর—

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে জড়তা অপগত হইলে চিত্তে অকল্পনীয়বেগে বৃত্তিপ্রবাহ উঠিতে পারে। আর অন্তঃকরণের দিক্ হইতে দেশব্যাপ্তি না থাকাতে সর্ব্বদ্রব্যের সহিত অন্তঃ-করণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেমন সৌরজগতে প্রত্যেক ধূলিকণা হইতে বৃহৎ গ্রহ পর্য্যন্ত সমস্ত পরস্পর সম্বদ্ধ, সেইরূপ। সেই সম্বন্ধ সহ অজড়া জ্ঞানশক্তির অমেয় বেগে পরিণাম হইতে বা জ্ঞান হইতে থাকে। এদিকে ক্ষণব্যাপী পরিণামের বিশেষের সাক্ষাৎজ্ঞানের শক্তি থাকাতে তদবলম্বন করিয়াই ঐ অতিপ্রকাশশীল চিত্তের পরিণাম বা জ্ঞান হইতে থাকে। তাহাতে ঐ জ্ঞান সম্যক্ সদ্বিষয়ক হয়। একক্ষণের পরিণাম লইয়া চিত্তে যে জ্ঞান হইল তৎফলে পরক্ষণের বাহ্যপরিণামের (বাহ্য দৃষ্টিতে তাহা না ঘটিলেও) অবিকল অনুরূপ চিত্ত-পরিণাম বা জ্ঞান হইবে। এইরূপে অমেয়বেগে চিত্তে জ্ঞানের উৎপাদ হইতে থাকিবে এবং

সেই জ্ঞান যথার্থ হইবে বা বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে যেরূপ হইত সেইরূপই হইবে। অমেয়বেগে জ্ঞান উঠাতে তাহা যুগপতের মত বোধ হইবে এবং তাহার সমগ্রের ও অংশের বা whole and part এর জ্ঞান যেন যুগপতের ন্যায় হইবে। তাহাতে জানা যাইবে যে কোন্ অংশ কত পরিণামের ফলীভূত বা কোন্ কালে হইয়াছে অর্থাৎ কোন্ কালের সহিত সম্বন্ধ। ঈদৃশ অজড়া জ্ঞানশক্তির বিষয় সূক্ষ্মতম এক পরিণামও হয় আবার অমেয়বৎ বহু পরিণামও হয়। সাধারণ জ্ঞান সেরূপ না হইয়া স্থূলত্ব নামক কতক নির্দ্দিষ্ট পরিণাম-বিষয়ক হয়। স্বপ্নে যেমন চিত্ত বাহ্যের দ্বারা অনিয়ত হওয়াতে সাংস্কারিক কারণকার্য্যবশে বেগে কল্পনা সকল বা ভাবিতস্মর্ত্তব্য বিষয়সকল উদ্ভাবিত করিতে থাকে ত্রিকালজ্ঞানেও কতকপরিমাণে সেইরূপেই বৃত্তি হয়। কিন্তু তখন অজড়া জ্ঞানশক্তির দ্বারা সহস্র সহস্রগুণ বেগে উহা হইবে এবং তখন কেবল সাংস্কারিক কারণকার্য্যবশেই হইবে না, পরন্তু যথাভূত কারণকার্য্য বশেই হইবে। বর্ত্তমান ক্ষণের সমস্ত নিমিত্ত সম্যক্ জানিলে পরক্ষণের নিমিত্তসকলেরও যথাভূত জ্ঞান বা চিত্তে তাহার যথাভূত স্বরূপ উঠিবে। এরূপ বৃত্তির বা মানসপ্রত্যক্ষের স্রোত অমিত বেগে চলে। জড়ভাবে দেখিলে যাহা বহুকাল লাগিত তাহা ক্ষণমাত্রেই তখন দেখা যায়। প্রত্যেক জ্ঞানের বিষয় থাকে এবং সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় বর্ত্তমান বলিয়াই বোধ হয়। সেই হেতু ঐসকল জ্ঞানের বিষয়ও বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হইবে। তজ্জন্য তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে কল্পনবিশেষ মনে হইলেও তাহাকে পরমপ্রত্যক্ষ বলিতে হইবে।

এইরূপ কারণকার্য্যের একমাত্র পথেই সমস্ত ঘটে। কেহ কেহ মনে করেন যখন ভবিষ্যতের জ্ঞান হয় তখন তাহা আছে বা তাহা 'বাঁধা পথ' ও তাহাতে সকলকে যাইতেই হইবে। তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য আমরা অদৃষ্ট ও পুরুষকারপূর্ব্বক যাওয়াকেই একমাত্র পথ বলিলাম। তাহাকে যদি 'বাঁধা' পথ বল তবে 'অবাঁধা' পথ কি আছে বা হইতে পারে তাহা বল। সমস্ত কারণ ও তাহার গতিস্রোত সম্যক্ না জানিলে ভবিষ্যৎজ্ঞানেও ভুল হইতে পারে (কতক মেলে এরূপ স্বপ্ন তাহার উদাহরণ) ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। কিঞ্চ আমি স্বেচ্ছায় করি বা না করি ফল ঘটিবেই ঘটিবে এরূপ শঙ্কারও মূল নাই। প্রবল প্রাক্তন কর্ম্ম থাকিলে তাহা সম্ভব বটে কিন্তু স্বেচ্ছাসাধ্য কর্ম্মসম্বন্ধে সেরূপ নহে। স্বেচ্ছাসাধ্য কর্ম্মে পুরুষকার না করিলে তাহার ভাগ্যে তৎফলপ্রাপ্তি যে নাই এবং তাহাই যে 'বাঁধা আছে' ইহা সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে। প্রাক্তন ক্রোধাদির সংস্কার পুরুষকারের দ্বারা নষ্ট হয়। দৈবজ্ঞেরাও বলেন পুরুষকার বিশেষের দ্বারা দৈবকুফল নষ্ট হয়। অতএব অনিষ্টকর প্রাক্তনকে দৃষ্টপুরুষকারের দ্বারা ক্ষয় করিতে করিতে চলাই একমাত্র পথ—যদি ইষ্টসিদ্ধি কেহ চাহে।

৩৩২ পৃষ্ঠা ৩৩ পংক্তি—'উন্নতি'। ইহার পর—কারণ proton এবং electronও ঈথরের আবর্ত্ত বলিয়া কল্পনা করিতে হয় "and Sir Oliver Lodge suggests that the electrons themselves may be minute vortices in the ether"—H. R. Mill's Realm of Nature.

৪০৬ পৃষ্ঠা ৩৫ পংক্তি—'অধিষ্ঠাতৃত্ব' ইহার পর—

বুদ্ধির উপরে এক দ্রষ্টা থাকাতে জ্ঞান সমঞ্জসভাবে জ্ঞাত হয় তাহাই জ্ঞাতৃত্ব, প্রবৃত্তি সমঞ্জসভাবে সিদ্ধ হয় তাহা ভোক্তৃত্ব ও সংস্কার বা ধার্য্য বিষয় সমঞ্জসভাবে ধৃত হয় তাহাই অধিষ্ঠাতৃত্ব। গীতায় আছে 'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।'

৪৩৩ পৃষ্ঠা ২৫ পংক্তি—'বলে ও দেখে'? ইহার পর—

উপাধিসংযোগ ও ভ্রান্তি একই কথা। যখন অভ্রান্ত ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নাই তখন ঐ ভ্রান্তি কাহার ও কেন হয় তাহাই প্রশ্ন। শঙ্কর উহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন নাই।

৪৪২ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি—'অযোগবিদের" ফুটনোট রূপে যোজ্য।

শঙ্কর নিজেই বলিয়াছেন (শারীরক ভাষ্য ১।৩।৩৩) "যোগোঽপ্যণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-ফলকঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুং। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রতি-খ্যাপয়তি।.........ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেনোপমাতুং যুক্তং"। অতএব তাঁহার পক্ষে কপিল-পঞ্চশিখাদি ঋষির বাক্য প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করা যুক্ত হয় নাই।

৪৪২ পৃষ্ঠা সর্ব্বনীচে যোগ হইবে—

"যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী" ইত্যাদি শ্রুতিতে মহান্ আত্মাকে অব্যক্তে নিয়ত করিতে উপদেশ না থাকাতে--একেবারেই শান্ত আত্মায় নিয়ত করিতে উপদেশ থাকাতে শঙ্কর বলেন (১।৪।১ শারীরক ভাষ্যে) যে 'পরপরিকল্পিত অব্যক্ত প্রধান নাই'। ইহার পূর্ব্বেই তিনি "অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" প্রভৃতি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অন্য সমস্তের ব্যাখ্যা করিয়া অব্যক্তের কিছুই উল্লেখ করেন নাই। যোগধর্ম্ম সম্যক্ না বুঝিলেই ঐরূপ ভ্রান্তি হয়। যোগশাস্ত্রে বিবেককে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকও বলা হয় এবং বুদ্ধিপুরুষের বিবেকও বলা হয় যথা, "সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য......" ৩।৪৯ যোগসূত্র। সাধনের জন্য বুদ্ধিতত্ত্বের বা মহান্ আত্মার উপলব্ধি করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া স্বস্বরূপে যাইতে হয় বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে নিয়ত করিতে যাইতে হয় না।

যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন "স্বরূপ প্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্ম্মমেঘ-ধ্যানোপগং ভবতি" (১।২)। অতএব বিবেক প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হইলেও কার্য্যত বুদ্ধিসত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব ও পুরুষের বিবেক। কিন্তু বুদ্ধিও প্রাকৃত পদার্থ। যেমন "দুইশত ক্রোশ রেলপথ অতিক্রম করিয়া কাশী যাইতে হয়" ইহা সত্য হইলেও "কাশী ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া কাশী যাইতে হয়" এই কথা কার্য্যকর জ্ঞান, সেইরূপ শ্রুতির "মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মায় নিয়ত করার" উপদেশ কার্য্যকর যোগের উপদেশ এবং যোগশাস্ত্রের সম্যক্ ও গূঢ় রহস্য বিষয়ক উপদেশ। বাহিরের 'অপ্রতিষ্ঠ তর্কের' দ্বারা উহা বুঝার জিনিষ নহে। মহতের পর যখন অব্যক্ত তখন মহৎ নিয়ত হইয়া অব্যক্তে যাইবে এবং নির্ব্বিকার পুরুষ কেবল হইবেন।

৪৪৫ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তি—"ঢাকিয়া দেওয়া"। ইহার ফুটনোট।

* শঙ্করের কথাতেই প্রমাণ হইল যে অচেতন হইতে চেতন হয় না। অতএব ঐ নিয়মের উপর শঙ্কর যাহা স্থাপন করিতেছিলেন তাহা অসিদ্ধ হইল। "ব্রহ্মের সত্তাস্বভাব" আদি অন্য কথা।

৪৫৭ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি—"প্রকৃতিযুক্ত"। ইহার ফুটনোট—

* "মায়াখ্যায়াঃ কামধেনো র্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ"—চিত্রদীপ ২৩৬, পঞ্চদশী। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়ার বৎস। ইহা শুনিলে ঈশ্বরবাদী শঙ্কর নিশ্চয়ই সাংখ্যমিশ্রিত পঞ্চদশীকে স্বদল হইতে বহিষ্কৃত করিতেন।

৪৬০ পৃষ্ঠা ২৯ পংক্তি—"প্রকাশগুণ আছে।" ইহার পর (প্রশ্নশ্রুতিতে আছে "তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ" ৪।৮ ; ভাষ্যকার বলেন তেজঃ অর্থে ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক্ তাহাই এই তেজ। অতএব ত্বকে একাধিক জ্ঞানহেতু করণ আছে)।

৪৮৩ পৃষ্ঠা ৩০ পংক্তি—"অধীশ্বর"। ইহার পর—
পুরাণও বলেন "শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ"। "সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং ব্রহ্ম-বিষ্ণুশিবাত্মকাং। স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব পরেশ্বরঃ"।

যোগদর্শনের সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	২৪	গুণত্রয়ের ন্যায়...নহে।	সাত্বিক প্রকাশের ন্যায় আবরণশীল ও চলনশীল নহে।
১৩	২০	চিত্তবৃত্তির আলোচন	চিত্তবৃত্তির অর্থাৎ মানসভাবের চিত্তরূপ বিজ্ঞান হইবার জন্য যে আলোচনের প্রয়োজন হয় সেই আলোচন
১৪	১৫	মিথ্যা হয়।	মিথ্যা হয় বা সেই স্থলে আগমপ্রমাণ হয় না।
১৯	১	বাণ আছে, থাকিবে,	বাণ যাইতেছেনা, যাইবে না, যায় নাই।
২৬	১০	চতুষ্টয়ানুগত সমাধি	চতুষ্টয়ানুগত (অর্থাৎ এই চারিপদার্থ গ্রহণ বা ত্যাগপূর্ব্বক হওয়াই অনুগতভাবে হওয়া) সমাধি
২৬	৩০	তাহাকে বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত বলে।	তাহাকে সবিতর্ক বলে আর বিতর্কহীন সমাধিকে নির্বিতর্ক বলে, এই উভয়ই বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত।
২৬-২৭		ইহার নাম বিচারানুগত সমাধি।	ইহার নাম সবিচার। ইহা এবং নির্বিচার উভয়ই 'বিচার' পদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সিদ্ধ হয় বলিয়া দুইই বিচারানুগত সমাধি।
৩২	৩২	চিত্তের প্রজ্ঞা বা বিবেক	চিত্তের প্রজ্ঞার বিবেক বা বিশিষ্টতা
৩৫	২৪	আত্মভাব আমি নহি	আত্মভাব 'পুরুষ নহে'
৩৮	৩১-৩২	আর নাই, তাহাই ঈশ্বরের	আর নাই, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ঐশ্বর্য্য তাহাই এবং যে ঐশ্বর্য্য নিরতিশয় তাহা ঈশ্বরের
৪০	৭	বর্ত্তমান বিষয়	বর্ত্তমান অর্থাৎ অতীতাদি কোনও একটী বিষয় বা একত্র বহু বিষয়

পৃষ্ঠা	পংক্তি		শুদ্ধ
৪২	৮-১০	কিন্তু...প্রকৃতি ও পুরুষ সম্ভূত	কিন্তু তিনি প্রকৃতি-সম্ভূত ইচ্ছার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা, মূল উপাদানের স্রষ্টা নহেন। বিশ্ব প্রকৃতি ও পুরুষ সম্ভূত,
৫২	২০-২২	এই হেতু...হইতে পারে।	এই হেতু চিত্ত এক এবং তাহা অনেক বিষয়গ্রাহি ও অবস্থিত অর্থাৎ অস্মিতারূপ ধর্ম্মিরূপে অবস্থিত। আর যদি (আশ্রয়ভূত) ...তাহা হইলে এক প্রত্যয়ের দৃষ্ট বিষয়ের স্মর্ত্তা অন্য প্রত্যয় কিরূপে হইবে এবং এক প্রত্যয়ের দ্বারা সঞ্চিত সংস্কারের স্মরণকর্ত্তা এবং কর্ম্মাশয়ের উপভোক্তাই বা অন্য প্রত্যয় কিরূপে হইতে পারে।
৫২	৩২	বিষয়ে অবস্থিত	বিষয়গ্রাহি ও অবস্থিত
৫৮	১৮	দিব্যরসসংবিৎ,	দিব্যরসসংবিৎ, তালুনি রূপসংবিৎ,
৬৫	৫,৮	স্থূল (গ্রাহ্য)	স্থূল (গ্রাহ্য, গ্রহণ)
৬৮	৭	তাহাদের মতে...(অতএব	এবং সেই প্রচয়ের সূক্ষ্ম (তন্মাত্ররূপ) কারণও বিকল্পহীন (নির্বিচারা) সমাধি-প্রত্যক্ষের অগোচর (অবস্তুকত্বহেতু)
৭১	১৫-১৬	(সূক্ষ্মভূতে)...করে,	(সূক্ষ্মভূতে) এবং সর্ব্বত—এইরূপে যে সর্ব্বথা (বা সর্ব্বপ্রকারে) সমাপত্তি হয়, তাহা নির্বিচারা। 'সূক্ষ্মভূত এইরূপ', 'এইরূপে তাহা আলম্বনীভূত হইয়াছে'—এইপ্রকার শব্দময় বিচার সবিচারায় সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপকে উপরঞ্জিত করে।
৯৮	৩২-৩৩	তথাচোক্তং "নানুপহত্য ...সম্ভবতীতি"	তথাচোক্তম্। নানুপহত্য...সম্ভবতীতি।
৯৯	৩৭-৩৮	তথা উক্ত...অতএব	এ বিষয়ে আমাদের দ্বারা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (বিচ্ছিন্ন ক্লেশের ব্যাখ্যানে ২।৪ সূত্রে)। প্রাণীদের...হয় না অতএব
১১৮	২৫	শব্দ কখনও স্পর্শের	শব্দজ্ঞান কখনও স্পর্শজ্ঞানের
১২১	৪	আখ্যাত হয়।	আখ্যাত হয় অথবা চিতির সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বলিয়া কথিত হয়।

মধুপুর, কাপিলমঠ হইতে শ্রীসাংখ্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর দ্বারা প্রকাশিত।
প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ দ্বারা এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।
৯নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।